













শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শিবাবতার

# শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থসমূহের সমাবেশ

[ প্রথম খণ্ড ]

নানানন্দ-পরমাচার্য-পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত



শ্রীমতীশচন্দ্র যুগোপাধ্যায় প্রকাশিত

পরিবর্তিত অষ্টম সংস্করণ

১৯৮৭: বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১  
শ্রীশূরচন্দ্র যুগোপাধ্যায় মুদ্রিত



# সূচীপত্র

## স্তোত্রভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাতঃস্মরণস্তোত্র	... ১	কালভৈরবাষ্টক	... ৮৫
গঙ্গাস্তোত্র	... ২	ঐবিস্বভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	... ৮৮
গঙ্গাষ্টক	... ৫	বিস্বপাদাদিকে শাস্ত-স্তোত্র	... ৯৪
ঈশিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র	... ৯	দশাবতারস্তোত্র	... ১১৬
কাশীস্তোত্র	... ১২	অর্ন্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক	... ১১৯
যমুনাষ্টক	... ১৪	নারায়ণ-গীতিস্তোত্র	... ১২৬
যমুনাষ্টকস্তোত্র	... ১৭	কৃষ্ণাষ্টক	... ১৩৩
নর্মদাষ্টকস্তোত্র	... ২৪	গোবিন্দাষ্টক	... ১৩৬
পুঙ্করাষ্টকস্তোত্র	... ২৭	জগন্নাথ-ষ্টক	... ১৪০
হুম্মংগকরস্তু	... ৩০	অচ্যুতাষ্টক	... ১৪৩
গণেশভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	... ৩২	অত্রবিধ অচ্যুতাষ্টক	... ১৪৫
শিবভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	... ৩৫	সকটনাশনগঙ্গানুসিংহস্তোত্র	
শিবপঞ্চাকরস্তোত্র	... ৪০	( করাবলম্বস্তোত্র )	... ১৫৯
শিবপঞ্চাকর-নক্ষত্রমালাস্তোত্র	... ৪২	লক্ষ্মীনুসিংহ-পঞ্চরত্ন	... ১৫৩
বেদসারশিব-স্তোত্র	... ৫২	হরিশক্তি	... ১৫৫
শিবনামাবল্যষ্টক	... ৫৫	ঐয়ামভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র	... ১৭০
দশশ্লোকী-স্ততি	... ৫৮	পাতুরদাষ্টক	... ১৮০
শিবাপরাধ-করাপনস্তোত্র	... ৬২	ভগবদ্বানসপূজা	... ১৮৩
দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র	... ৬৮	কনকধারাস্তোত্র	... ১৮৭
দক্ষিণামূর্তিষ্টক	... ৭৪	ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র	... ১৯২
অর্দ্ধনারীধরস্তোত্র	... ৭৯	ললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্র	... ১৯৫
হাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্র	... ৮২	মীনাকীপঞ্চরত্নস্তোত্র	... ১৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মীনাক্ষীস্তোত্র	... ১৯৯	ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্র	... ২২৩
ভ্রমরাষ্টকস্তোত্র	... ২০৫	অন্নপূর্ণা-স্তোত্র	... ২২৮
শারদাভূজঙ্গ-প্রয়াত্ৰষ্টক- স্তোত্র	... ২১২	আনন্দলহরী-স্তোত্র	... ২৩৬
অষ্টাষ্টক	... ২১৫	দেব্যাপরাধক্ষমা-পণ-স্তোত্র	... ২৪২
ভবাত্ৰষ্টক-স্তোত্র	... ২২০	আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যালহরী	... ২৪৭
		নিরঞ্জন-ষ্টক-স্তোত্র	... ৪৮৩

## অনুমতি বা আদেশভাগ

মঠাসম্মান—	... ৪৮৫		
শারদামঠাসম্মান	... ৪৮৫	মোহমুদগার	... ৫০০
গোবর্দ্ধনমঠাসম্মান	... ৪৮৭	দ্বাদশপঞ্জরিকা	... ৫০৪
জ্যোতির্মঠাসম্মান	... ৪৮৯	চপ্টপঞ্জরিকা	... ৫০৭
শৃঙ্গেরীমঠাসম্মান	... ৪৯১	সাধনপঞ্চক	
মঠাসম্মান	... ৪৯৪	বা উপদেশপঞ্চক	... ৫১৩

প্রথমখণ্ডের স্রষ্টাপত্র সমাপ্ত ।

## ভূমিকা

‘শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা’ বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া অল্পমান ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার শঙ্কর-গ্রন্থমালায় প্রচার এ দেশে তখন হয় নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যভগবৎকৃত বহুগ্রন্থের সমাবেশ গ্রন্থমালায় ছিল। সংগ্রাহকের অনবধানতায় শঙ্করাচার্য্যকৃত নহে, এমন দুইখানি গ্রন্থও এই সংস্করণে সংযোজিত ছিল, ১। ‘আত্মজ্ঞান-কথন’ (পূর্ব সংস্করণে পৃ: ৭৮) তাহার প্রারম্ভেই আছে ‘আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ’। বলা বাহুল্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ভগবান্ বেদব্যাসেরও উপদেষ্টা দেবধি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দেন নাই। ২। ‘হরিনাম-মালাস্তোত্র’—ইহা বলিরাজ-কৃত; স্তোত্রান্তে আছে—

হরিনামকৃত্য মালা পবিত্রা পাপনাশিনী।

বলি-রাজেন্দ্রেন চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযুক্ততঃ ॥

আমরা এই সংস্করণে উক্ত ২টি স্তোত্র বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য-রচিত এমন অনেকগুলি গ্রন্থই আছে, যাহা স্তোত্র নহে,—আদেশ অথবা উপদেশস্বরূপ। আদেশ গ্রন্থও উপদেশই বটে, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। আদেশ গ্রন্থে ‘কুরু’—কর বা ‘মা কুরু’—করিও না—ইত্যাদি বিশেষভাবে অমুজ্ঞা থাকে—এবং তাহাই সেই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। উপদেশগ্রন্থে বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রদত্ত বা উপদেশগ্রন্থের প্রাণস্বরূপ নহে। প্রমোত্তর-রূপে, গুরু-শিষ্য সংবাদরূপে, নিজ অভিমতরূপে অথবা সংক্ষিপ্ত শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ (প্রকরণ) রূপেই উপদেশ-গ্রন্থসমূহ রচিত। আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে কয়েক-খানি স্তোত্র নামেই পূর্ব পূর্ব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে, এবারে তাহার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, যথা ধর্ম্মাষ্টক-স্তোত্র, ষাটশপঞ্জরিকা-স্তোত্র, চপ্টপঞ্জরিকা-স্তোত্র ইত্যাদি; এগুলি কোন দেবদেবীর স্তোত্র নহে, তাহা পাঠ করিবামাত্রই বুঝা যায়। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র পূর্ব-সংস্করণে বোঝিত হয় নাই, এবারে তাহার বোঝনা করা হইয়াছে। যথা—হনুমৎপঞ্চরত্ন, গণেশপঞ্চরত্ন, ভ্রমরাষ্টক, বিষ্ণুপাদাদি কেশান্তস্তোত্র প্রভৃতি। সকল স্তোত্রেরই অম্ববাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বিন্ন—আবশ্যকমত ব্যাখ্যা, সংস্কৃত টীকা বা পাদটীকা



প্রদত্ত হইয়াছে। বহু স্তোত্রই পণ্ডিতগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে, তাঁহাদিগেরই জন্ত সংকৃত টীকা। অত্রস্তোত্রসংখ্যা (৫২) এই গ্রন্থমালায় ‘আনন্দলহরী’স্তোত্র এবং ‘আনন্দলহরী’ দু’টি নামের দুইটি স্তব আছে। ‘আনন্দলহরী-স্তোত্র’ এ দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না। এই স্তোত্র আকারেও ক্ষুদ্র। ‘আনন্দলহরী’ সুপ্রসিদ্ধ। এই ‘আনন্দলহরী’র অনূন ৪৫০ বৎসর পূর্বেরকার সময়চারণ-সম্মত প্রাচীন টীকা ও তদীয় মন্ত্যাবাদ এইবারে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসঙ্গে পূর্ব-সংস্করণের টীকা ও অনুবাদ ত’ আছেই। ‘আনন্দলহরী’র এই প্রাচীন টীকা বঙ্গালায় মুদ্রিত হয় নাই, ৫০ বৎসর পূর্বে মহীশূরে একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টীকাকারের নাম লক্ষ্মীধর। তিনি মহাপ্রভুর রূপাপাত্র উৎকলাদি দক্ষিণদেশাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, সময়চারা ও বহুগ্রন্থ-রচয়িতা। তাঁহার উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক অচ্যুতানন্দকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার অনুবাদ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া এই সংস্করণেও ‘আনন্দলহরী’তে সংযোজিত হইয়াছে। এই ‘আনন্দলহরী’র নামান্তর ‘সৌন্দর্যলহরী’। টীকাকার লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঠের প্রভেদ অনেক স্থলে আছে। পাদটীকাকারে পাঠভেদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘লক্ষ্মীধরের’ নাম বা ‘ল’ সম্বন্ধে ঐ সব পাঠে আছে। অন্তরূপ পাঠভেদও কচিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

এ খণ্ডে যে কতিপয় স্তোত্র বোজিত হয় নাই, তাহা প্রকীরণভাগে বা শেষ খণ্ডে প্রদত্ত হইবে। আদি অস্তে স্তোত্রপাঠ কল্যাণেরই হেতু। পূর্বের বহুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে যে ‘শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা’ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত এবং আবশ্যকমতে পরিবর্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ অপর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডের প্রথম স্তোত্রভাগ, তৎপরে আদেশভাগ আছে। তৎপরে উপদেশভাগ প্রকীরণ ভাগের গ্রন্থাবলী এবং লঘুভাষ্য-ভাগ—হস্তামলকভাষ্য, বিকুসুমহস্তনামভাষ্য, ললিতা ত্রিশতী ভাষ্যাদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। উপনিষদ ভাষ্য ও শারীরক ভাষ্য ব্যতীত আর যত কিছু শঙ্করগ্রন্থ—সমস্তই এই শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালার এক একটি পারিজাত সমুদ্র পুষ্প।

আদেশগ্রন্থ—মঠান্নয়, মোহমুদগর, দ্বাদশপঞ্জরিকা, চণ্ডিগঞ্জরিকা, এবং সাধন-পঞ্চক। যোগভারাবলি, বাক্যরসি ও প্রৌঢ়ানুভূতি অনুজ্ঞাবাক্যবৃত্ত হইলেও সেই অনুজ্ঞাই উহার প্রাণরূপ নহে, ঐ গ্রন্থগুলি উপদেশগ্রন্থমধ্যেই গ্রহণীয়।

এক্ষেণে আদেশগ্রহ বিষয়ে আবশ্যক বোধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

১। মঠান্নায়।—এক্ষেণে যে ‘মঠান্নায়’ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের। বোধ হয়, গ্রন্থখানি খণ্ডিত, পূর্ণগ্রন্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—চারিটি নহে, পাঁচটি মঠ যে স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত মঠান্নায় হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কি ইঙ্গিত, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে সেই মঠ, তাহার স্থানাদি নির্দেশ ও তাহার বিলোপাদি বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। অপর মঠের নাম সূমেরু মঠ। কাশীধামে তাহার স্থান; তাহাই প্রধান মঠ। এখনও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু মঠান্নায় হইতে—তাহার অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। \*

আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে ক্ষেনেশ্বর ঘাটের পশ্চিমে মহাবীর মন্দিরের সমীপে যে শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ আছে, তাহাই সূমেরু মঠের পুরাতন পীঠ ছিল। মহারাজ নানসিংহের সময়েও সূমেরু মঠের আসন ঐ পীঠেই ছিল। তৎপরে, এক শঙ্করাচার্য্য আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে বামমার্গ অবলম্বন করেন, প্রকাশ, সেই পথে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার বিভূতিদর্শনে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিস্তৃত সম্প্রদায়ে ত্রিচক্রপূজা থাকিলেও তাহা শ্রোতমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে; বামমার্গের সহিত তাহার সঙ্গ নাই। কাশীর সূমেরু মঠের—অর্থাৎ সর্বপ্রধান মঠের আচার্য্যের এইরূপ বিপর্য্যয়ে ত্রিশঙ্করাচার্য্য-মণ্ডলে—অতীব বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খুব সম্ভব, শৃঙ্গেরি মঠের প্রভাব সূমেরু মঠের সদৃশই ছিল। সেই মঠাধীশের সহিত বিচার-ফলেই হউক, বা তৎপ্রবর্তিত রাজকীয় নিয়োগেই হউক, তাত্‌কালিক সূমেরু মঠাধীশ “অন্ত্যথাকৃত পীঠোহপি নিগ্রহাহৌ মনৌবিগাম্” (মঠান্নায়—মহানুশাসন ১০ শ্লোক) নিরসনসূ-সারে পীঠচ্যুত হইলেন। তিনি সুপণ্ডিত, বহুশিষ্যমণ্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান্ আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার পীঠচ্যুতি অর্থে সূমেরু মঠের যে সকল সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে চ্যুতি, কিন্তু তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপকরণ পুস্তকসমূহ, ত্রিষন্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদুকাসহ যখন নির্গত হইলেন, তখন তাঁহাকে ত্রিষন্ত্র, পাদুকা ও পুস্তকা-বলী হইতে বঞ্চিত করিতে কেহ সাহসী হয়েন নাই। তিনি পূর্ব-মঠ হইতে নিজস্ব হইয়া শিষ্যমণ্ডলী-প্রদত্ত অর্থসাহায্যে নূতন সূমেরু মঠ স্থাপন করিলেন। সেই মঠ পরবর্তী আচার্য্যের সময় সুগঠিত হয়, এখন তাহা গণেশ মহান্নায়

\* সূমেরু মঠের অর্থাৎ গুরুদ্বারীর মঠের বর্তমান আচার্য্য বলেন, “সূমেরু মঠ শারদামঠের শাখা।”

গুরুস্বামীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই মঠের কোন পীঠাধীশ কালী-নরেশের তান্ত্রিক দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, নিকাশিত আচার্য্যের নূতন মঠ স্থাপিত হওয়ার, তাঁহার প্রভাবে পুরাতন স্মেরু পীঠ নিশ্চয় হইয়া গেল,— ইহাতে অস্ত্রাশ্র পীঠাধীশগণ মিলিত হইয়া মঠাশ্রয় হইতে স্মেরু মঠকে বহিষ্কৃত করিলেন। তাহাতে যে সকল দেশে স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের সমধিক প্রভাব ছিল, তত্তাবতের নামও উঠিয়া গেল। আর পুরাতন স্মেরু মঠ শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ নামে গৃহীত হইল। জ্যোতির্ষ্মঠ বা জ্যোশী মঠের আচার্য্য ও সম্ভবতঃ পরে স্মেরু মঠাচার্য্য-বর্গের প্রভাবে বামমার্গ গ্রহণ করিতে তিনিও পীঠচ্যুত হয়েন, তাঁহার সম্পত্তি রাজকীয় অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রভাবেই হউক বা অস্ত্র কার্য্যেই হউক, তথার শুদ্ধমঠ আর স্থাপিত হয় নাই। ‘মঠাশ্রয়’ পুনঃ সঙ্কলনের পরে জ্যোতির্ষ্মঠের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাও মনে হয়। আমার অনুমিত এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান, পোষক প্রমাণ আমি যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই—

(১) কালী সারনাথ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রধান স্থান ছিল, কালীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য ভগবান্ আচার্য্যের বহু আগ্রাসের কিংবদন্তী সুপ্রসিদ্ধ। সেই আচার্য্য, বৌদ্ধপ্রাবৃত অঙ্গ বঙ্গ মগধকে গোবর্দ্ধন পীঠের শাসনাধীন করিলেন, কিন্তু কালী অঞ্চলের নামনাথও করিলেন না ; মধ্যদেশ, ব্রহ্মসিংহ দেশের নামও করিলেন না ; প্রয়াগ অযোধ্যা মথুরা প্রভৃতি স্থান—যাহা বর্ত্তমানে ইউ, পি বলিয়া অভিহিত, তাহার বহুলাংশের নামই কোন পীঠের বিভাগ মধ্যে নিবেশিত হয় নাই, প্রকাশিত মঠাশ্রয় পাঠ করিলেই বুঝিবেন ; কিন্তু ইহা একান্ত অসঙ্গত।

(২) পুরীধামের শ্রায় বা তদপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিভাগপীঠ কালীধামে একটি প্রধান মঠ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কারণ আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তদধীন দেশসমূহ কিয়দংশে অপর মঠাধীশগণ বিভাগ করিয়া লইলেও স্মেরু মঠের তাৎকালিক আচার্য্যের প্রভাবভুক্ত দেশগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লইলে প্রদেশব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত হয়েন, ইহা অনুমান হয়।

(৩) আমি বিশ্বস্তহৃদে শুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহের এক দানপত্রে মানসরোবরের সীমামধ্যে অগ্নিকোণে স্মেরু মঠের উল্লেখ আছে। (এই দানপত্র নাস্তি জঙ্গম স্বামীর অধীনে আছে)। বর্ত্তমান স্মেরু মঠ মানসরোবর হইতে অনেক দূরে এবং উত্তর দিকে। আর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ অগ্নিকোণেই আছে।

(৪) গোবর্দ্ধন মঠে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের যেমন মন্দির-প্রস্তরময় মূর্তি আছেন, কালীর শৃঙ্খের শাখা-মঠমধ্যেও ঠিক সেইরূপ মূর্তি।

(৫) বর্তমান স্মেরু মঠে আচার্যের পাছকা এখনও আছে; কিন্তু মূর্তি নাই।

(৬) ছল'ত পুস্তকাবলি বর্তমান মঠাধীশের পূর্ববর্তী কোন স্বামী—বহুমূল্যে ইউরোপে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী এখনও বর্তমান আছেন।

(৭) মঠ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ২১ খানি গ্রন্থে স্মেরু মঠের ও'তাহার অধীন দেশ-সমূহের উল্লেখ আছে। ৬তারকেশ্বরের যৌকর্দ্দমার সময়ে সেই গ্রন্থ স্মেরু মঠ হইতে আনীত হয়, তাহার নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই। কিন্তু স্মেরু মঠের বর্তমান আচার্যের মত এই বৃত্তান্তের অঙ্গুল নহে। তিনি বলিয়াছেন, স্মেরু মঠ—শাখা শারদা মঠ। যাহা হউক, আমি যাহা সম্ভাবনা করিয়াছি, তাহার তথ্য নির্ণয় আবশ্যক।

কলত: ৬কালীধামে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের এক প্রধান পীঠ ছিল—তাহাতে আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ। 'মঠান্নায়ে' তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় ইহা যে খণ্ডিত, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। তথাপি যখন অপূর্ণ হর্ষচরিতও বাণ-ভট্টের কীর্তি-রক্ষক বলিয়া আদৃত, তখন খণ্ডিত মঠান্নায়ই বা আচার্যের অনু-শাসন-রক্ষক বলিয়া আদৃত না হইবে কেন? এই ভিসাবেই আমরা তাহার আদর করি। কিন্তু এই খণ্ডিত মঠান্নায় ভাবার তুলনা করিলে আচার্য্য শঙ্করের রচিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারই কথাগুলি—তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বিধান গুলি যদি পরে অন্ত কাহারও দ্বারা লিপিবদ্ধও হইয়া থাকে—তথাপি বিধান-রচয়িতারূপে আচার্য্য দেবের মৌলিক সম্বন্ধ যে এ গ্রন্থে আছে, তাহা ত'অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই কারণে ভগবানের ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রকৃষ্ট মঠ বিষয়ে বিশেষ ভাবের আদেশ মঠান্নায়কে প্রথম আসন প্রদান করিয়াছি।

২। মোহমুক্তার। 'বাণীবিলাসের প্রকাশিত এক মোহমুক্তারই—তিনখানি পুস্তিকার সমষ্টি অর্থাৎ দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকা সেই মোহমুক্তারের অন্তর্গত; উভয়দিগের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ও অন্ত কতিপয় প্রদেশে তিনখানি গ্রন্থেরই নাম নির্দেশ আছে। যদিচ এই তিনখানি গ্রন্থের মধ্যে মোহমুক্তার ও দ্বাদশপঞ্জরিকার অনেক পৃথক একেবারেই অভিন্ন, তথাপি কয়েকটি শ্লোক:উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন।

শিষ্যভেদে আদেশের বা আজ্ঞার আকার-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে।

‘মোহমুদগর, গুরুভক্ত শিষ্যের প্রতি প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ ; ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা’ গুরু শিষ্যের প্রতি গুরুভক্ত হইবার আদেশ । আর চর্পটপঞ্জরিকা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ার্থ উপদেশ । মোহমুদগরে ষোড়শ শ্লোক, দ্বাদশপঞ্জরিকায় দ্বাদশ শ্লোক, ইহা গ্রন্থকারের রচনাতেই প্রকাশিত আছে, মোহমুদগরের অন্তিম শ্লোক ‘ষোড়শ’ পঞ্জাটিকাভিরশেষঃ’ আর দ্বাদশপঞ্জরিকার অন্তে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ’ ! অতএব ঐ দুইখানি গ্রন্থ এক হইতে পারে না । বাণীবিলাস সংস্করণে, ‘ষোড়শপঞ্জাটিকাভিঃ’ ‘দ্বাদশপঞ্জরিকাময়ঃ’ এই দুইটি শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে । বাণীবিলাস মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১টি মাত্র, কিন্তু ঐ দুইটি শ্লোক স্বীকার করিলে কেবল ‘মোহমুদগর’ নাম ব্যবহার করা যায় না । আমরা বহুদেশপ্রসিদ্ধি অনুসারে গ্রন্থত্রয় মানিয়া লইয়াছি । মোহমুদগর ষথার্থ নাম— এই নাম-বাখাখা রক্ষার জন্ত এবং পূর্ব-মুদ্রিত গ্রন্থমালায় মোহমুদগরে আদেশ বা উপদেশাশ্রয় পত্র ১৫টি মাত্র ছিল—সেই নূনতা পূরণের জন্ত—বাণীবিলাসের একটি শ্লোক ইহাতে যোজিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে যে রচনা-রীতিক্ষম-ভঙ্গ ছিল, তাহা লিপিকরপ্রমাদমূলক বলিয়া সংশোধন করিয়া নিবেশিত করা হইয়াছে । পাদটীকা সহ ষোড়শ শ্লোকটি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে । বাণীবিলাসের মোহমুদগরে আর দুইটি শ্লোক অধিক ছিল—যাহা আমাদের মোহমুদগর, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাতে ছিল না, সে দুইটি শ্লোক চর্পটপঞ্জরিকাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইল । পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বসম্মত বাণীবিলাস-মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১ । আমাদের মোহমুদগর প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মোট ৪৯ । তবে এতদ্বাধ্য কয়েকটি শ্লোক—একাকার বা প্রায় একাকার ।

৩। ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা’ পূর্ব-সংস্করণে ‘দ্বাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র’ এইরূপ নাম ছিল । আদেশ বলিয়া স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল । পঞ্জরশব্দের অর্থ শরীর-বন্ধ অস্থি । এই আদেশ গ্রন্থশরীরের দ্বাদশটি পত্র দ্বাদশখানি অস্থি সদৃশ । ইহাই দ্বাদশপঞ্জরিকা নামের অর্থ ।

৪। ‘চর্পটপঞ্জরিকা’—ইহারও চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র নাম ছিল, একই কারণে স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল । এই আদেশ-গ্রন্থ—দেহের অস্থি অধিক এবং ব্যাপক,—জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দুইটি সাধনকে ব্যাখিয়া ইহা অবস্থিত, এই কারণে এবং সংখ্যাধিক্যেও বটে—পঞ্জরস্থলীয় পত্নাবলি, চর্পট—ক্ষার—বিষ্মত । এই কারণে ইহার নাম চর্পটপঞ্জরিকা ।

৫। সাধনপঞ্চক—বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে ইহা ‘উপদেশপঞ্চক’ নামে উল্লিখিত।

অতঃপর উপদেশ গ্রন্থ ; গ্রন্থমধ্যেই তত্তাবতের পরিচয় পাইবেন। ঐ সকল গ্রন্থের পূর্ব-সংস্করণে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা পাঠকের ধারণা করিবার পক্ষে অধিক উপযোগী, এই কারণে ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। বিশিষ্ট স্থান আবশ্যকমতে সংশোধন করা হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ নূতন সংগৃহীত, তাহার অনুবাদ ও বাখ্যাদি সমগ্রই নূতন।

কাশীধাম,  
বুলনপুর্গিমা,  
১৩৪১।

}

সম্পূরক—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।



# শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা

## প্রাতঃস্মরণস্তোত্র ।

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্কুরদাত্ততত্ত্বং,  
সচ্চিৎস্বখং পরমহংসগতিং তুরীয়ম্ ।  
যস্তু প্রজাগর স্মৃণুতমবৈতি নিত্যং,  
তদব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—আমি হৃদয়ে স্মরিত, সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতিস্বরূপ,  
( জাগ্রৎস্বপ্ন-স্মৃণুপ্তির অতীত বলিয়া ) তুরীয়, আত্মতত্ত্ব ( নিজস্বরূপ ) প্রাতঃকালে  
স্মরণ করিতেছি,—আমি জাগ্রৎস্বপ্ন-স্মৃণুপ্তির নিত্য দ্রষ্টা, অথও ব্রহ্মচৈতন্য ;  
ভূত-সঙ্ঘ অর্থাৎ দেহাদি আমি নহি ॥ ১ ॥

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচসামগম্যং,  
বাচো বিভান্তি নিখিলা যদনুগ্রহেণ ।  
যন্নেতি নেতি বচনৈনিগমা অবোচং-  
স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—মনোদ্বারা ও বাক্য দ্বারা ষাঁহাকে জানিতে পারা যায় না,  
যাহার প্রসাদে বাক্য-সকল প্রকাশ পায়, বেদ-সকল “নেতি নেতি” বাক্য দ্বারা  
যাঁহার বর্ণন কবেন এবং দেবদেব, অজ, অচ্যুত, সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,  
প্রভাতকালে আমি তাঁহাকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি তমসং পরমর্কবর্ণং,  
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোত্তমাখ্যম্ ।  
যস্মিন্মিদং জগদশেষমশেষমূর্তী,  
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি তমোগুণের অতীত অর্থাৎ তমোগুণ ষাঁহাকে আশ্রয়



করিতে সমর্থ নহে, সূর্য্যের ত্রায় বাহার জ্যোতিঃ, যিনি পূর্ণ, সনাতনপদ ও পুরুষোত্তম নামে কীর্ত্তিত, রজ্জুতে সর্পের ত্রায় অশেষমূৰ্ত্তিধারী, বাহাতে এই নিখিল জগৎসংসার অবভাসিত হয়, প্রভাতকালে পুরুষোত্তম আখ্যায় আখ্যাত সেই পূর্ণ সনাতন বস্তুকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রয়বিভূষণম্ ।

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্ত স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি প্রাতঃস্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—এই পবিত্র শ্লোকত্রয় ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ । প্রভাত-কালে যে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পরমপদলাভ হইবে ॥ ৪ ॥

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাস্তোত্র ।

ত্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ ।

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—দেবি গঙ্গে ! তুমি অনন্তরুদ্ধেরও ঈশ্বরী, ভগবতি ! তুমি ত্রিভুবন পরিভ্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই । জননি ! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥

ভাগীরথি স্নানদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।

নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি ! মামস্তানম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—দেবি ! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভুলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি সৰ্ব্বপ্রাণিকে স্নান প্রদান করিয়া থাক । মাতঃ ! তোমার মহাশ্রয় নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছু জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিভ্রাণ কর ॥ ২ ॥

হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ।

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :-গঙ্গে ! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মসমুদ্ভূতা নদী । দেবি ! তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মক্তার ছায় ষ্বেতবর্ণ । তুমি কৃপা পূর্বক আগার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩ ॥

তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ।

মাতর্গঙ্গে ! ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরম-পদ পাইয়াছে । গঙ্গে ! যে মানুষ তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যনপূরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।

ভীষ্মজননি জয় মূনিবরকণ্ঠে, নর-নরকান্তে \* ত্রিভুবনধন্থে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :-দেবি গঙ্গে ! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, পর্তপতি হিমালয় তোমার শ্রোতে বিদীর্ণ হইয়া তোমার তরঙ্গকে অলঙ্কৃত করিতেছে । তুমি ভীষ্মের জননী এবং জঙ্ঘু মূনির কণ্ঠা, তুমি নরকান্তকারিণী, ত্রিভুবনে তুমিই ধন্থা । তোমার জয় ॥ ৫ ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যন্ত্ৰাং ন পততি শোকে ।

পারাবার-বিহারিণি গঙ্গে, সুরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :-দেবি ! তুমি কল্পতরুর ছায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্ত-বৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক । যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না । দেবি ! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, ( তাই ) দেবরমণীগণ চঞ্চলকটাক্ষে তোমাকে দর্শন করেন । অর্থাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যদি সমগ্রপ্রবাহই সমুদ্রের অঙ্কে অর্পণ কর, এই ভয়ে দেবরমণীগণের চঞ্চল কটাক্ষ তোমার প্রতি অপিত হয় ॥ ৬ ॥

\* 'নরকনিবারিণি ত্রিভুবন' এই পাঠে ছান্দোভঙ্গদোষ । কেহ কেহ বলেন, দ্রুতপাঠে তাহার পরিহার করিবেন । কিন্তু শুভপাঠ ঐ প্রকার দ্রুতভাবে কর্তব্য নহে ।

তব চেস্মাতঃ স্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন যাতঃ ।  
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোদ্ভুগে ॥৭॥

**অনুবাদ** :—গঙ্গে ! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুন-  
রায় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না । হে জাহ্নবি ! তুমি নরক নিবারণ কর  
এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, তোমার মাহাত্ম্য অতীব উচ্চ ॥ ৭ ॥

পুনরসদঙ্গে \* পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।  
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, স্নখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—দেবি ! তোমা হইতেই লোকের পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়,  
তোমার তরঙ্গ সকল পবিত্র, জাহ্নবি ! তোমার কটাক্ষপাত কৃপাপূর্ণ, তোমার জয়  
হউক, জয় হউক । মাতঃ ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল  
হইয়া আছে, তুমি সকলকে স্নখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়,  
তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি ! কুমতিকলাপম্ ।  
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতিশ্রম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—হে ভগবতি ! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ  
ও কুমতিসমূহ হরণ কর । তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীর হারস্বরূপে  
বিद्यমান আছ । দেবি ! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি  
কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু করুণাময়ি কাতরবন্দ্যে !

তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য বিলাসঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** :—দেবি ! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা ;  
লোকে কাতর হইলেই তোমাকে বন্দনা করে, তুমি আমাকে কৃপা কর । মাতঃ !  
যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে  
সুখভোগে অধিকার হয় ॥ ১০ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথ গব্যুতো স্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** :—দেবি ! বরং তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি,

\* ‘পরিসদঙ্গে’—পার্শ্বস্তর ।

তোমার তীরে ক্ষীণতর কুকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি  
দীন চণ্ডাল-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করি, তথাপি দূরদেশে নরপতিকূলে উৎপন্ন  
হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মূনিবরকণ্ঠে ।

গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥১২॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা  
হইতে কাহারও প্রাধান্ত্য নাই, তুমি জলময়ী ও মূনিবর-জঙ্ঘুর নন্দিনী। যে  
মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যেমাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

কাস্ত-মধুরপদ-পঙ্খাটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥১৩॥

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং স্তোত্রমিদং নৃষু দদদভিলষিতম্ ।

পঠতি তু বিষয়ী ন ভবতি তপ্তঃ শ্রীগঙ্গাস্তব ইতি চ সমাপ্তঃ ॥১৪॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিত্য সুখস্বরূপ  
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । অতি মধুর ও কোমল পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত  
পঙ্খাটিকা ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচার্য্যের বিদ্যচিত এই স্তব মনুষ্যবৃন্দে অভিলষিত  
কল প্রদান করে । বিষয়ী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিলেও ( বিষয় ) তাপ হইতে  
মুক্ত হয় । এই শ্রীগঙ্গাস্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩-১৪ ॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## গঙ্গাষ্টক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ভগবতি ভবলীলার্মৌলিমালে তবাস্ত্বঃ-

কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি ।

অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং,

বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমস্কে লুষ্ঠন্তি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যে ভগবতি গঙ্গে ! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালা-  
স্বরূপ । যে সকল প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহারা কলিকালীন

সর্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয়রহিতভাবে চামরধারিণী সুরনারীগণের অঙ্গে বিলুপ্তি হইয়া থাকে । অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও স্বর্গভোগ হয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিমূল্লাসয়ন্তী,  
 স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগুপ্তশৈলাং স্থলন্তী ।  
 ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুষ্ঠন্তী দুরিতচয়চমুং নির্ভরং ভৎসয়ন্তী,  
 পাথোধি পূরয়ন্তী সুরনগরসরিং পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- ( ব্রহ্মকমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত ও আকাশপথে প্রবাহিত হইয়া ) ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিখণ্ড ( তীরদ্বয়ে পরিণত ) করিয়া যিনি মহাদেবের মন্তকোপরি জটাসকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছেন, স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময় স্নমেক পর্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্বক তত্রত্য গুপ্তশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছেন, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়া শেষে কলুষচয়-চমুকে অশেষ প্রকারে তাড়না করিতেছেন এবং ( অগস্ত্য-শোষিত ) সাগরকে যিনি পূর্ণ করিয়াছেন, সেই পাবনকারিণী সুরধুনী আমাদিগকে পবিত্র করুন ॥ ২ ॥

মজ্জন্মাতঙ্গ-কুম্ভ-চ্যুত-মদ-মদিরামোদ-মত্তালি-জালং,  
 স্নানৈঃ সিদ্ধাস্তনানাং কুচযুগ-বিগলৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গ-পিঙ্গম্ ।  
 সাযং প্রাতঃস্নানীনাং কুশ-কুম্ভম-চয়ৈশ্ছন্ন-তীরস্থ-নীরং,  
 পায়াম্নো গাঙ্গমন্তঃ করি-করভ-করাক্রান্ত-রংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- স্নানরত দন্তিগণের মদ-মদিরা-মোদ-মত্তভ্রমর-যুক্ত, সিদ্ধ-ব্রহ্মীগণের স্নানধৌত-স্তনকুঙ্কুম-সঙ্গে পিঙ্গলিত, মুনিগণের সাযং-প্রাতঃস্নানপিত কুশ-কুম্ভমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন তীরনীরসঙ্গত, করিকরভ-করাফালিত তরঙ্গবেগ-গম্পন্ন গঙ্গাপ্রবাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,  
 পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্ ।

ভূয়ঃ শঙ্কুজটাবিভূষণমণির্জহোর্মহর্ষেরিয়ং,

\* কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যিনি হিমালয়-হৃদিতরূপে প্রথমে আদি ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে

অবস্থিত সলিল, পরবর্তী কালে অনন্ত-শয়ন ভগবান্ নারায়ণের পাবন-পাদোদক, তৎপরে (ভগীরথ-তপস্যা-বলে, ভূতলাবতরণসময়ে) শঙ্কর-জটাজুটের ভূষণ ও ক্রমে জহুমহর্ষির কণ্ঠা (জাহ্নবী হইয়া) ভূতলে, এই তিনি ভগবতী ভাগীরথী-রূপে (জনগণের) কল্যাণ নাশ করিতেছেন। [ হিমালয় পর্বতের ঔরসে স্তম্বে-স্থিত মনোরমার গর্ভে গঙ্গার প্রথম আবির্ভাব হইলে, দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার স্থিতি ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে, ইহাই প্রথমচরণে বর্ণিত, বাননাবতারে উদ্ধীকৃতচরণ-পরিষ্পষ্ট ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধত জলঃ গঙ্গাজলরূপে উদ্ধৃত, কল্লাস্তরে গঙ্গার মূল উৎপত্তি অত্রবিধঃ দৃষ্ট হয়] ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,  
পারাবার-বিহারিণী ভবভয়-শ্রেণী-সমুৎসারিণী ।  
শেযাহেরনুকারিণী হরশিরো-বল্লী-দলাকারিণী,  
কাশী প্রান্ত-বিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—গঙ্গাদেবী পর্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয়-সমূহ বিনাশ করেন, ইনি অনন্ত নাগের অনুকরণ-রতা অর্থাৎ সর্পবৎ বক্রগতিযুক্তা, মহেশ্বরের মন্তকে লতাপ্রতানরূপে বিস্তৃমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা ॥ ৫ ॥

কুতোহবীচিবীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,  
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি ।  
তদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভূতাং,  
তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোহপ্যতিলঘুঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—মাতঃ গঙ্গে ! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা নয়নপথে পতিত হয়, তবে—তাহার অবীচি প্রভৃতি নরকসম্ভাবনা কোথা হইতে হইবে, যে তোমার জল পান করে, তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি দেহি-গণের দেহ তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভগবতি তব তীরে নীরমাত্ৰাশনোহং,

বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি ।

সকলকলুষভঞ্জে স্বর্গসোপানসঞ্জে,

তরলতর-তরঞ্জে দেবি গঞ্জে প্রসীদ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :—দেবি ! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্ৰা-  
হায়ে সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতে  
পারি, তুমি সর্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ,  
তরলতর-লহরি-মালিনি, মাতঃ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৭ ॥

মাতঃ শাস্ত্রবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,

ত্বভীরে বপুষোহবসানসময়ে নারায়ণাঙ্জি দ্বয়ম্ ।

ত্বনাম স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,

ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাস্বতী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :—মাতঃ ! তুমি শম্ভুর নিজস্ব, শম্ভুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ ।  
আমি মন্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার তীরে  
স্বীয় শরীর বিতৃষ্ণ করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ ও তোমার নাম স্মরণ  
করিতে করিতে উৎসবস্বরূপ মদীয় ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অদ্বৈত হরিহরাত্মক  
ব্রহ্মে আমার অচলা ভক্তি হয় ॥ ৮ ॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ ।

সর্বপাপবিনিশ্চুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :—যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টকস্তোত্র পাঠ  
করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ( অস্তিম্বে ) বিষ্ণুলোকে  
গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

গঙ্গাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,  
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরম্পরমৃতৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে ।  
—মদ্রাপো মনুজোহয়মস্ত হরিণা প্রোক্তঃ শবস্তৎক্ষণা-  
ভম্মধ্যাদ্ভৃগুলাঙ্গুনো গরুড়গঃ পীতাম্বরৌ নির্গতঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :—হে মণিকর্ণিকে ! তোমার তীরে কোন প্রাণীর প্রাণভাগরূপ উৎসব উপস্থিত হইলে তাহার সাযুজ্যমুক্তিদায়ী হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয় । ‘এই মনুষ্য আনার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক ।’ হরি এই কথা শবের উদ্দেশে বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই শবদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্নিত পীতাম্বর-ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্রাণ্ডাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে তে পুন-  
র্জ্জায়ন্তে মনুজাস্ততোহপি পশবঃ কাটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ ।  
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিকল্মষাঃ,  
সাযুজ্যেহপি কিরাটকৌস্তভধরা নারায়ণাঃ স্ত্যর্নরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :—ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন ভোগকালের অবসান হইলে পতিত হন, তাঁহারা পুনরায় মানবাদি ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কালান্তরে কৰ্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুঘোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে কীট-পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে ! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরাট ও কৌস্তভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে, পুনঃ পতন হয় না ॥ ২ ॥

কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কতা গঙ্গয়া,  
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সূখকরী মুক্তিহি তৎকিঙ্করী ।  
স্বর্লোকস্তলিতঃ সঠৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,  
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥



**অনুবাদ :-** কাশীপুরী সৰ্বপ্রধান মুক্তিনগরী, গঙ্গা তাঁহার অলঙ্কার, মণিকর্ণিকা সেই গঙ্গামধ্যে নিরতিশয় সুখদায়িনী । কারণ, মুক্তি তাঁহার দাসী । একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গকে কাশীর সঙ্গে তুল্যদণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিত হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীরমনুভ্রমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যভ্রমা,

তস্মাৎ সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেখরো মুক্তিদঃ । .

দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপোঘনাশক্ষমং, !

পূর্বোপার্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জজ্ঞৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :-** সমস্ত গঙ্গাতীরে অপর সকল স্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর-মধ্যেও কাশী উত্তম, সেই কাশীমধ্যে মণিকর্ণিকা অতিশয় উত্তম, (যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই) স্বয়ং ঈশ্বর (তৎক্ষণাৎ) সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব পাপবিনাশক্ষ এই স্থান দেবগণেরও দুর্লভ ; ও পূর্ব-পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপুঞ্জজ্ঞাপক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ইহা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

দুঃখাস্তোনিধি-মগ্ন-জন্তু-নিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-

ধ্যাতৈতদ্ধি \* বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাগসী শর্মদা ।

লোকাঃ স্বর্গস্থখাস্ততোহপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ,

কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :-** যে সকল জীব নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি (দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তুগণের) সুখদায়িনী এই বারাগসী পুরী নিষ্কাশন করিয়াছেন । সকল লোকই অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান স্বর্গসুখপ্রদ ও ভোগান্তে পতন এই সকল লোক হইতেই হয়, অতএব কাশী হইতে ঐ সকল লোক লঘু, কিন্তু কাশী-পুরী ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে ; সুতরাং কাশীই জীবগণের সর্বদা মঙ্গলসাধন করেন ॥ ৫ ॥

\* ‘জ্যাতৈতদ্ধি’ ‘জাত্বা তদ্ধি’ এই দুই পাঠও এ স্থলে দৃষ্ট হয় ।



জানিতে পারেন । যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রস্রপ্ত হয়, তাহৃদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

কৃচ্ছ্রেঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,  
তৎসর্বং মণিকর্ণিকাস্তপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ ।  
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,  
তীৰ্ণা পল্লবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥.৯ ॥

ইতি মণিকর্ণিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—বহু শতকোটি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে যে পাপনাশ হয়, বহু অশ্বমেধে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই মণিকর্ণিকায় স্নানজনিত পুণ্যের অন্তর্গত । আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্থায় সংসারসাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ ।

## কালী-স্তোত্র ।

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাগসী গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—জনক-জননী যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজ বন্ধু-গণ কর্তৃক যাহারা পরিত্যক্ত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাগসীই তাহাদিগের গতি ॥ ১ ॥

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাগসী গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা জরা দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা ব্যাধির গ্রাসে নিপতিত, যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, বারাগসীই তাহাদিগের গতি ॥ ২ ॥

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহনিশম্ ।

যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাগসী গতিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা দিবারাত্র পদে পদে বিপজ্জালে আক্রান্ত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারাগসীই তাহাদিগের গতিঃ ॥ ৩ ॥

পাপরাশিসমাক্রান্তা যে দারিদ্র্যপরাজিতাঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যাহারা রাশি রাশি পাতক দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র্য দ্বারা পরাভূত, যাহাদিগের কুত্ৰাপি গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৪ ॥

সংসারভয়ভীতা যে যে বন্ধাঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যাহারা ভবভয়ে ভীত হইয়াছে, কৰ্ম্মবন্ধনে যাহারা আবদ্ধ, কুত্ৰাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৫ ॥

শ্রুতিস্মৃতিবিহীনা যে শৌচাচারবিবর্জিতাঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—যাহারা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান-বর্জিত ( অথবা যাহারা শ্রুতি ও স্মৃতির তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ), যাহারা শৌচাচারবিবর্জিত, কুত্ৰাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৬ ॥

যে চ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদানবিবর্জিতাঃ ।

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—যাহারা যোগমার্গ হইতে স্থলিত হইয়াছে, যাহারা তপঃশূন্য ও দানবর্জিত, কুত্ৰাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৭ ॥

মধ্যে-বন্ধুজনং যেমামপমানং পদে পদে ।

আনন্দবর্দ্ধকং তেষাং শান্তোরানন্দকাননম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—যাহাদিগের বন্ধুজনমধ্যে পদে পদে অপমান হয়, মহেশ্বরের আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রেই তাহাদিগের আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥

আনন্দকাননে যেষাং সততং বসাতঃ সতাম্ ।

বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কাশীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—যে সমস্ত সজ্জন সৰ্ব্বদা এই আনন্দকাননে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বিশেষভাবে এই তীর্থের অনুগৃহীত এবং তাঁহারাই ষষ্ঠার্থ আনন্দলাভ করেন ॥ ৯ ॥

কাশীস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## যমুনাষ্টক

ত্রিগণেশায় নমঃ।

মুরারি-কায়-কালিমাললাম-বারি-ধারিণী,

তৃণীকৃত-ত্রিপিষ্টপা ত্রিলোক-শোক-হারিণী ।

মনোহনু কুল-কুল-কুঞ্জ-পুঞ্জ-ধূতহুম্মদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের ছায়া কৃষ্ণবর্ণ আলাম অর্থাৎ পরমরমণীয় বারি ধারণ করেন, যাহার তুলনায় স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনরাজির প্রভাবে (মানবের) হরন্ত মদাক্রান্তা দূর করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সর্বদা ধোত করুন ॥ ১ ॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভুরি-মণ্ডিতাম্বুতা,

ভৃশং প্রবাতক-প্রপঞ্চনাতি-পণ্ডিতা নিশা ।

স্ব-নন্দ-নন্দনাঙ্গরাগ-রঞ্জিতা হিতা,

ধুনোতু নে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—(যমুনার জলের বর্ণ ও অন্ধকারের বর্ণ সমান বলিয়া) যিনি নিশার (অন্ধকার) দ্বারা নিজের বায়ুবেগজনিত অতিবুদ্ধি প্রকাশ করিতে অতীব চতুরা পাপহর-প্রবাহশালিনী, ভূরিমণ্ডন-মণ্ডিতসলিলা শ্রীনন্দনন্দনের উত্তম অঙ্গরাগে রঞ্জিত সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ২ ॥

লসন্তরঙ্গ-সঙ্গ-ধূত-ভূত-জাত-পাতকা,

নবীন-মাধুরী-ধুরীণ-ভক্তি-যাত-চাতকা ।

তটান্ত-বাস-দাস-হংস-সংসৃতাহি কামদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—যাহার বিলসিত তরঙ্গমালা-স্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি ধোত হয়, নবীন মাধুরীধুরঙ্গরের (শ্রীকৃষ্ণের বা নবধনের) প্রতি ভক্তিবাছল্যে, (তৎস্বরূপ ভ্রমে) চাতকপক্ষিগণ যাহার সমীপে সঞ্চরণ করে, দিবসে তটান্তবাসে

দাসায়মান-হৃৎকুলসঙ্গতা সেই অভীষ্টদায়িনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সদা দূর করুন ॥ ৩ ॥

বিহার-রাস-খেদ-ভেদ-ধীর-তীর-মারুতা,

গতা গিরামগোচরে যদীয়-নীর-চারুতা ।

প্রবাহ সাহচর্য্য-পূত-মেদিনী-নদী-নদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যাহার তীরপ্রবাহিত মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে ( শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের ) বিহার ও রাস ( নৃত্য ) খেদ অপনীত হইয়াছিল, যাহার জল-শোভা বাক্যের অগোচর এবং যাহার প্রবাহ-সাহচর্য্যে ভূতল ও নদনদী পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা সর্বদা দূর করুন ॥ ৪ ॥

তরঙ্গ-সঙ্গ-সৈকতান্তরাতিতংসদাসিতা,

শরম্মিশাকরাংশু-মঞ্জু-মঞ্জরী-সভাজিতা ।

ভবার্চনা-প্রচারণামুনাধুনা বিশারদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যাহার অবস্থান, তরঙ্গ ও সৈকতভূমির ব্যবধান-বিস্তারে অনভিনাবী, যিনি শারদ-শশধরের রমণীয় কিরণমঞ্জরী সমালিঙ্গনে অভিনন্দিতা হইয়া এখন ( যেন, ভগীরথের ) শির্কাচনাপ্রভাবে প্রবর্তিত সলিল অর্থাৎ গঙ্গাজল দ্বারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৫ ॥

জলান্ত-কেলি-কারি-চারু-রাধিকাস-রাগিণী,

স্বভর্তু রম্ম-তুলভাস্তাস্তাতাংশ-ভাগিনী । •

স্বদত্ত-সুপ্ত-সপ্ত-সিন্ধু-ভেদি-নাদি-কোবিদা,

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি জলকেলিরতা শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গরাগ নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভার্য্য ব্যতীত অপরের দ্বর্জত স্বভর্তা শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাস্তাপ্রাপ্তা ( দেবী কালিন্দীর ) অংশ ( জলময় রূপ ) যাহাতে বর্তমান, যাহার গর্জনধ্বনি

সুপ্ত সপ্তসিদ্ধকে বিদৌর্ণ করিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানদানসমর্থী সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা,  
আমার মানসিক মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৬ ॥

জল-চ্যুতচ্যুতাস্পরাগ লম্পটালি-শালিনী,

বিলোল-রাধিকা-কচান্তু-চম্পকালি-মালিনী ।

সদাবগাহনাবতীর্ণ-ভর্তৃ-ভৃত্য-নারদা,

ধুনোতু যে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- অচ্যুতের (ত্রীকৃষ্ণের) সলিলচ্যুত অঙ্গরাগলুকে অলিকুল  
বাঁহার ( কাল জলের ) শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, ত্রীরাধার বিলোল কবচচ্যুত চম্পক-  
শ্রেণী বাঁহার মালা হইয়াছে, স্বভর্তার (ত্রীকৃষ্ণের) ভৃত্য নারদ যথায় সতত  
অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মানসিক  
মলিনতা সদা অপসারিত করুন ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দ-নন্দ-কেলি-শালি-কুঞ্জ-গঞ্জুলা,

তটোথ-ফুল্ল-মল্লিকা-কদম্ব রেণু-সৃজ্জ্বলা ।

জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাধি- \* সিন্ধু-পারদা,

ধুনোতু যে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

ইতি যমুনাস্তকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- সদা বর্তমান নন্দনন্দন কেলিকুঞ্জ—বাঁহাকে শোভাবিত  
করিয়া রাখিয়াছে, তীরপ্রকৃত মল্লিকা ও কদম্ব-কুম্বমপরাগ বাঁহাকে সমুজ্জ্বল  
করিতেছে, জলাবগাহী নরগণের সংসারজনিত মনঃপীড়া-সমুদ্রের পার দান যিনি  
করিয়া থাকেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মানসিক মলিনতা সদা অপনীত  
করুন ॥ ৮ ॥

যমুনাস্তক সম্পূর্ণ ।

প্রকারান্তর

## যমুনাস্তোত্র ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,  
 'মুরারিপ্রেয়স্তাং' ভবভয়দবাং ভক্তবরদাম্ ।  
 বিয়ংজ্জ্বালোন্মুক্তাং শ্রিয়মপি স্খ্যাপ্তেঃ পরিপণং,  
 সদা ধীরো নুনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্য্যাদেবের তনয়রূপে আবির্ভূতা হইরাছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশাস্তি করেন, ত্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রীতির অনুরূপ আচরণ বাহাতে বর্তমান, যিনি ভবভয়দূরকারিণী, যিনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, যিনি আকাশবৎ চন্দ্রসূর্য্যাদি-খচিত (যমুনাপ্রবাহে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-প্রতিবিম্ব পতিত হয়)। যিনি স্বেদপ্রাপ্তির মূলধনস্বরূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ; সেই যমুনার সেবা জ্ঞানী পুরুষই সর্বদা করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।—‘কৃপাপারাবারাং’ পারাবারবদাচরন্তীং আচারার্থ ক্রিবস্তাং (বিবস্তাং) অচ্-প্রত্যয়ঃ । ‘মুরারিপ্রেয়স্তাং’ মুরারেঃ প্রেয়স্তা আলিঙ্গনা-দিকং যত্র সা তাম্ । প্রেয়স্তামিবাচারঃ, কাচ্-ততো ঙাপ্ । ‘বিয়ংজ্জ্বালোন্মুক্তাং’ জ্বলতি দীপাতে ইতি জ্বাঃ—প্রকাশবান্, চন্দ্রসূর্য্যাদিঃ, তেন উন্মুক্তা, উদ্ঘাটিতা প্রকাশিতা । বিয়দিব আকাশমিব যথা নীলম্ আকাশং চন্দ্রসূর্য্যানকত্রৈঃ প্রকাশিতং তথা যমুনাপি প্রতিবিম্বরূপৈঃ তৈঃ প্রকাশমানা ভবতি । শ্রিয়ং লক্ষ্মীত্বল্যাম্ । পরিপণং মূলধনম্ ॥ ১ ॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি গঙ্গাসঙ্গিনি \* সিন্ধুস্রুতে,  
 মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে ।  
 জগদঘমোচিনি মানসদায়িনি কেশব-কেলি-নিদান-গতে,  
 জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥২॥

অনুবাদ ।—দেবি ! তুমি মথুবাতে বিচরণ করিতেছ, তুমি

\* ‘জাহ্নবিসঙ্গিনি’ পাঠান্তর ( নামে ইত )



ভাস্করক্ষেত্রে ( প্রয়াগে ) প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছে, তুমি সিদ্ধসুত অর্থাৎ ক্ষীরোদসম্ভবা লক্ষ্মী অথবা সাগরগামিনী, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তোমার স্রোতোগতি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ । হে যমুনে, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—‘ভাস্করবাহিনি,’ ভাস্করং ভাস্করক্ষেত্রং প্রয়াগঃ, ভাস্করশ্চেদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, যদ্বা ভীমো ভীমসেন ইতি বদ্ ভাস্করক্ষেত্রমেব তদেকদেশো ভাস্করশব্দো বোধয়তীতি । তস্মিন্ বহতে প্রবহতে ইতি গিন্ তৎসম্বোধনে । ‘সিদ্ধসুতে’ ইতি লক্ষ্মীতুল্যা ইত্যর্থঃ । অথবা গত্যর্থক-সুতাতোঃ সুতপদং নিষ্ঠয়া সিদ্ধং সিদ্ধসুতে সাগরগামিনীত্যর্থঃ । ‘গোকুলভীতিনিবিনাশকৃতে,’ গোকুলভীতিনিবিনাশঃ কৃতিঃ ক্রিয়া যন্তাঃ তৎসম্বোধনে । ‘কেশবকেলিনিদানগতে’ কেশবকেলিনিদানং গতিঃ শ্রবনং যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে ॥ ২ ॥

অয়ি মধুরে মধুমোদ-বিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে,  
পরিজন-পালিনি ছুট-নিসূর্দিনি বাঞ্ছিত-কাম-বিলাস-ধরে ।  
ব্রজপুর-বাসি-জনার্জিত-পাতক-হারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ্ :**—অয়ি মধুরে, মধুমোদবিলাসিনি, ( যিনি মধুপানে আনন্দিত ব্যক্তিগণকে বিলাস প্রদান করেন, বা বাসস্তিক উৎসবে আনন্দবিধানিনী, অথবা মাধববিলাসিনী ), তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি ছুটগণকে বিমর্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর । হে যমুনে ! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—‘মধু...বিলাসিনি,’ মধুমোদাঃ মধুপানজনিতানন্দ-সম্পন্নাঃ, তান্ বিলাসয়তি ক্রীড়য়তি, অথবা মধুমোদঃ মধুকুলনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মিন্ বিলাসবতীতি, মধুর্কসম্বতঃ তৎকালানন্দং বিলাসয়তি উল্লাসয়তি ইতি বা ।

বিশ্বজনোদ্ধরিকে, বিশ্বজনানুদ্বরতি ইতি পচাদিদ্ধাদ্, বিশ্বজনোদ্ধরঃ স্বার্থে কঃ  
তত্ত্ব জীবে বিশ্বজনোদ্ধরিকা ইতি তৎসম্বোধনে ॥ ৩ ॥

অতি-বিপদশুধি-মগ্ন-জনং ভব-তাপ-শতাকুল-মানসকং,  
গতি মতি-হীনমশেষ-ভয়াকুলমাগত-পাদ-সরোজ-যুগম্ ।  
ঋণ-ভয়-ভীতিমনিষ্কৃতি-পাতক-কোটি-শতায়ুত-পুঞ্জতরং,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :—(দেবি!) আমি অপার বিপদ-সাগরে নিমগ্ন, শত শত  
সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্বদা আমার মানস আকুলিত, আমি গতিহীন, আমার  
বুদ্ধিবৃত্তি প্রগল্ভ হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয়  
করিয়াছি, আমি সর্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবজ্জুত শত  
শত কোটি পাপপুঞ্জ বাহার আছে, আমি তদপেক্ষাও অধিক; হে যমুনে, তুমি  
জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥

বিষম-পদব্যাখ্যা ।—‘আগতপাদসরোজযুগং’ আগতং প্রাপ্তং কক্ষণি  
ক্ৰঃ, পাদসরোজযুগং যেন তম্ ।

‘অনিষ্কৃতি...তরম্’ অনিষ্কৃতিঃ পাতককোটিশতায়ুতপুঞ্জঃ পাতকানাং কোটি-  
শতায়ুতং তরুণঃ পুঞ্জঃ অনিষ্কৃতয়ঃ পাতককোটিশতায়ুতানাং পুঞ্জাঃ রাশয় ইতি  
বা যয়োঃ মন্যদিতরয়োঃ, তয়োঃ হমতিশয়েনেতি তরপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

নব-জলদ-দ্যুতি-কোটি-লসন্তনু-হেমময়াভরণাঙ্কিতকে,  
তড়িদবহেলি-পদাঞ্চল-চঞ্চল-শোভিত-পীত-সুচেল-ধরে ।  
মণিময়-ভূষণ-চিত্র-পটাসন-রঞ্জিত-গাঞ্জিত-ভানুকরে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(দেবি!) তোমার শরীর নবীন মেঘমালার স্থায় প্রগাঢ়  
নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভাষিত হইতেছে, তোমার বিবিধ মণিময়  
ভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্র ও আসনের প্রভা সূর্য্যাকিরণকে পরাঞ্জিত করিয়াছে, হে  
যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও; হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি,  
আমাকে পবিত্র কর । (যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ ও অলঙ্কারাদি এই শ্লোকে  
বর্ণিত) অথবা এই শ্লোকের অনুবাদ নিম্নলিখিতরূপ হইবে যথা,—নবজলধর-

কোটিকান্তি ( জলক্রৌড়ায়ত শ্রীকৃষ্ণের ) হেমাভরণ ও তড়িৎপ্রভাবিগিন্দী চঞ্চলাঞ্চল  
পীতবস্ত্র সঙ্গ, তুমি মণিভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্রপ্রতিবিস্তিত দীপ্ত সূর্য্যারশ্মিকে নিশ্চত  
করিয়াছ, হে ভয়নিবারিণি—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—প্রবাহস্ত্র প্রকর্ষজ্ঞাপনায় যমুনায়া দেবতামূর্ত্তিঃ  
প্রবাহকৈকেকোক্ত্যা নিদ্রিত্তা স্তোতি নবজলদেতি । দেবতামূর্ত্তিপক্ষে নব...  
কোটিলসত্ত্বিত সংবোধনান্তমেকপদং হেমময়েতি দ্বিতীয়পদম্ । তড়িদবহ্নেলীতি  
বর্ণেন বিদ্যাদ্বিজায় পদাঞ্চলং পদে অঞ্চলঃ প্রাস্তো যস্ত্র পদলম্বি-প্রাস্তং চঞ্চলং  
শোভিতং পীতং যৎ সূচেলং উত্তমবস্ত্রং তৎ ধরতি ইতি অচ্ছ্রুত্যাং তৎসংবোধনে ।  
মণিময়েতি মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনৈঃ—রঞ্জিতাঃ দীপ্তাঃ কৃতাঃ অর্তিএব গঞ্জিতাঃ  
বিজিতাঃ ভানুকরা যত্রা, ভানুকরেষুপি ভূষণাদকৃতরঞ্জনযোগ এব তদ্বিজয়লক্ষণং  
ভানুকরাণামেব দক্ষ-রঞ্জকত্ব-প্রসিদ্ধেঃ ।

প্রবাহপক্ষে, নবজলদহ্নাতিকোটিলসত্ত্বমুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ । জলক্রৌড়ায়তেন তেন,  
তদোরহেমাতঃশৈশব অক্ষিতকা—অর্পিতসুখা । কং সুখং তৎসংবোধনম্ ।  
অক্ষিতং নিজস্বরূপং কং জলং বা যস্তাঃ ইতি প্রথমপাদার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণঃশ্রব  
জলকেশিশিখিল-পীতাস্বরচুশিনীতি দ্বিতীয়পাদসংবোধনার্থঃ । শ্রীকৃষ্ণঃশ্রব মণিভূষণ-  
চিত্রস্ত্র পীতপটস্ত্র অসনেন ক্ষেপেণ স্রোতসেতন্ততশ্চালনেন,—রঞ্জিতাঃ গঞ্জিতাশ্চ  
ভানুকরা যত্রা । যত্র তথাবিধবস্ত্রস্ত্র জলোপরি ভাসমানতা, তত্র প্রতিবিস্তিত-  
ভানুকরাণাং রঞ্জনং যত্র চাভ্যন্তরনয়নং তত্র ভানুকরপ্রবেশাভাবঃ মণিরত্নচিত্রবসনস্ত্র  
তু প্রকাশস্তত্রাপীতি ভানুকরাণাং পরাজয়ঃ । ইতি তৃতীয়পাদতৎপার্থম্ ॥ ৫ ॥

শুভপুলিনে মধুম ৬-যদুদ্রব-রাস-মহোৎসব-কেলি-ভরে,  
উচ্চ কুলাচল-রাজিত-মৌক্তিক-হারময়াভর-রোদসিকে \* ।  
নবমণি-কোটিক-ভাস্কর-কঙ্কুকি-শোভিত-তারক-হার-যুতে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৬॥

**অনুবাদ।**—( দেবি ! ) তোমার পুলিনভূমি মনোহর, তাহাতে যত্নপতি  
মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়াছেন ; তোমার তীরে  
যে সকল পর্কতোপম উচ্চ ভবন-শ্রেণী আছে, তাহাই মুক্তাহারময় আভরণের  
ভাষ্য তোমার ( তীর ) ভূমিকে মণ্ডিত করিয়াছে, তুমি, ( নিজ প্রবাহ-অঙ্গে

প্রতিবিশ্বরূপে), নবমণিকোটসদৃশ ভাস্বর এবং তারকনালাকে (নীল) কঙ্ককৃষ্ণ হারের মত ধারণ করিতেছে, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—প্রবাহতদেবতামূর্ত্যোরেকমেব দেবত্বমিতি বোধয়ন্ স্তোতি শুভপুলিন ইতি। সম্বোধনপদমিদম্, কেলিভর ইত্যন্তং দ্বিতীয়ং সম্বোধনপদম্,—যদুভবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তংকেলীনাং ভরঃ অতিশয়ঃ যন্তাং তৎসম্বোধনে। উচ্চকুলানি তুঙ্গভবনাশ্চেব অচলাঃ পর্বতাঃ ত এব রাজিতমৌক্তিকহারময়াভরাঃ যন্তাঃ সা রোদসী ভূমিস্তীরভূমিগ্হাং তৎসম্বোধনম্। আভরঃ আভরণম্। আরোপা-মহিমা, উচ্চগৃহাণাং শুভ্রহং প্রতীয়তে। রাজিতাঃ বন্ধশ্রেণাঃ রাজিমন্তঃ ক্রুতাঃ, রাজিশব্দপূর্বকনামধাতো রূপমিদং রাজিতাঃ রাজিতাঃ ইতি রাজধাতো রূপং বা। যন্তাঃ তীরভূমিঃ শ্রেণীবদ্ধ-শুভভবনাবল্যা মুক্তাহারময়াভরণদজ্জিতৈব দৃশ্যত ততি ভাবঃ। নবশচাসৌ মণিকোটিকঃ মণাৎকর্ষণেতি নবউৎকৃষ্টমণিরিত্যর্থাঃ, স এব ভাস্বরঃ, কঙ্ককং কঙ্কলিকা, তারকহারঃ নক্ষত্রমালা, ‘সৈব নক্ষত্রমালা শ্রাং সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈঃ’ ইত্যুক্তরূপঃ তৈব্ভা ইদং তি অধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষণম্, কোটিকংকর্ষঃ, কোটিক ইতি স্বার্থে কপ্রভরঃ, তথাচ যমুনাদেব্যা দেবতামূর্তিঃ ভাস্বরতুলাভাস্বর-নবানমণিনা, কঙ্ককেন নক্ষত্রমালায়া চ ভূষিতৈতি তাত্পর্য্যম্। যদা প্রবাহরূপাশ্রয়েণ স্তোত্রপত্নমিদং, তথাহি শুভপুলিন ইত্যাদি বিশেষণবৎ নবেত্যাদিকমপি প্রবাহরূপায়া যমুনয়া বিশেষণম্, নবমণিকোটিলো যো ভাস্বরঃ, যন্ত নীলকঙ্ককোপরি লিখিতস্তারকহারঃ তাভ্যাং যতঃ দীপ্তমণিকোটিনঃ সূর্যাঃ নীলাকাশবিরাজিতনক্ষত্রাবলী চ পর্যায়েণ যত্র প্রতিবিশ্বতয়া ভাসতে সা তৎসম্বোধন ইতি ॥ ৬ ॥

করিবর-মৌক্তিক-নাসিক-ভূষণ-বাত চমৎকৃত-চঞ্চল-কে,

মুখ-কমলামল-সৌরভ-চঞ্চল-গন্ধ-মধুব্রত-লোচনিকে।

মণিগণ-কুণ্ডল-লোল-পরিষ্ফুরদাকুল-গণ্ড-যুগামলকে,

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৭॥

**অনুবাদ।**—বিচিত্রভাবে বায়ুসঞ্চালিত তোমার চঞ্চল সলিলবিন্দু—  
তোমার গজমুক্তাময় নাসাভূষণের শোভা ধারণ করিতেছে, তোমার মুখ তুলা কমলের সৌরভ-লোভাকৃষ্ট চঞ্চল ভ্রমর নয়নতারার স্থায় শোভা পাইতেছে, চঞ্চল মণিকুণ্ডলবৎ দোহল্যমান আমলকাকৃতি কণস্থায়ী গণ্ড অর্থাৎ বৃদ্ধদ-সমূহ দৃষ্ট

ইহাতেছে, ( অথচ তুমি মণিমণ্ডিত-কুণ্ডল-শোভিত গণ্ডযুগলে নির্মল ক্রীসম্পন্ন )—হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সঙ্কটনাশিদি ! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা।**—মূর্ত্তিধরমেকোক্ত্যা নির্দিষ্ট স্তোতি করিবরেনতি । তত্র দেবতামূর্ত্তিপক্ষে—করিবর-মৌক্তিকমেব নাসিকভূষণম্, নাসিকায় ইদং নাসিকং তত্ত্বেদমিত্যাণ্,—যদভূষণং তত্র বাতেন চমৎকৃতচঞ্চলং চমৎকর্তৃমারক্ণবৎ চঞ্চলং সংস্থানমিতি বিশেষাপরম্ চঞ্চলসংস্থানং চঞ্চলত্বং বা যন্তাঃ, যমুনাধিদেবো।।-গজমুক্তা-নাসিকভূষণং মারুতস্পর্শেন তথা চঞ্চলতয়াবস্থিতং যেন দ্রষ্টারঃ প্রথমমেব সৌন্দর্যাতিশয়দর্শনে চমৎক্রিয়ন্ত ইতি ভাবঃ । মুখকমলেতি, মুখং কমলমিব তন্ত্রা-মলদোরভলোভচঞ্চলা যে মন্তাঃ প্রমুদিতা মধুরতাস্তে ইব লোচনে চক্ষুৰী লোচনানি দৃষ্টয়ো বা যন্তাঃ । ভ্রমরাণাং কৃষ্ণতয়া কৃষ্ণতারকপ্রধানচক্ষুষস্তদ্রষ্টীনাং বা তৎসামা-মুক্তম্ । মণিগণেতি । মণিগণস্ত কুণ্ডলং মণিগণনির্মিতং কুণ্ডলং তত্র তদবচ্ছেদেন লোলং যথা স্রাং তথা পরিস্ফুরৎ দীপ্যমানং আকুলং অত্যাৰ্থব্যাগ্রং গণ্ডযুগং যন্তাঃ সা চ অমলকা চ নির্মলা চেতি সম্বোধনে । কুণ্ডলযুগং হি বিলোলতয়া শোভতে তন্ত্র প্রতিবিশ্বপাতো গণ্ডযুগে জাতঃ । তেন গণ্ডযুগমেব কুণ্ডলাবচ্ছেদেন লোল-মিব পরিস্ফুরিতম্, তচ্চ পরিস্ফুরণং স্বভর্তৃবদনস্পর্শায় গণ্ডযুগস্ত আকুলতামিব স্রোতয়তীতি ফলিতম্, অত্র নৈশ্মল্যকথনাদ্ গণ্ডস্তাপি নৈশ্মল্যং প্রতীয়তে । প্রবাহপক্ষে, গজমৌক্তিকভূষণমিব বাতচমৎকৃতং চঞ্চলং কং জলং যন্তাঃ, তৎ-সম্বোধনম্ । বাতেন, বাতং বায়ুগতিঃ, বায়ুগত্যা চমৎকৃতং চমৎকারো বিশ্বাপনং যেন, অথবা চমৎকৃতং চমৎকর্তৃমারক্ণবদिति পূৰ্ব্ববাদাদিকস্মিণি ভ্রঃ । এবংভূতং চঞ্চল-জলং যন্তাঃ, অনিলবেগবশাদ্গচ্ছচঞ্চলজলং মৌক্তিকমিব সং তন্ত্রা নাসা-ভূষায়-মাণং ভবতীতি ভাবঃ । মুখমিব কমলং ; মধুকরাঃ লোচনে ইব লোচনানীবা বা যন্তাঃ । মধুকরবিশেষণার্থস্ত অত্রাপি পূৰ্ব্ববৎ । মণিগণকুণ্ডলবৎ লোল-পরিস্ফুরন্তঃ আকুলা যে গণ্ডাঃ বৃহদাঃ, তদযুক্ত—তৎসঙ্গতং আমলকং অমলত্বং আমলকী-সাদৃশ্যং বা যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে, যমুনায়া বৃহদেষু অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্যং বা যুক্তং, মণিকুণ্ডলসারূপাঞ্চ তত্র প্রতীয়তে, বৃহদস্ফুরণস্ত ঋণহায়ি, বৃহদাশ্চানিয়তা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

কলরব-নূপুর-হেম-ভয়াচিত-পাদ সরোরুহ-সারুণিকে,  
ধিমি-ধিমি-ধিমি-ধিমি-তাল-বিনোদিত-মানস-মঞ্জুল-পাদ-গতে ।

তব পদ-পঙ্কজমাস্ত্রিত-মানব-চিত্ত-সদাখিল-তাপ-হরে,  
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীকহে কলরবপূর্ণ হেমময় নুপুর ; [ অথবা দেবি, তোমার কলধ্বনি- ( কুলুকুলুধ্বনি ) স্বরূপ নুপুরধ্বনি তুলা এই সুবর্ণগর্ভকর্ষকারী চরণ তুলা ( রক্ত ) কমলের প্রভায় অরুণতা ছুটিয়া উঠিয়াছে ] ধিমি ধিমি ধিমি,—তালে তালে তোমার যে গতি, তাহা আমার মানসে বড়ই স্নন্দ্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তোমার চরণকমলাশ্রিত শ্রীনবগণের মনোগত নিখিলতাপ তুমি হরণ কর, হে যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর । ( রক্তপদ্মের আভায় তোমার কাল জল লাল হইয়া উঠে, কুলুকুলুধ্বনি তালে তালে তোমার পদক্ষেপ সূচনা করিয়া দেয়, তাই বলি, ঐ যে অরুণিমা, উহা তোমারই চরণের রক্ততা, ঐ কুলুকুলুধ্বনি তোমারই নুপুরধ্বনি, ইহাই ‘অথবা’ কল্পে প্রথমাক্ষের ভাব । ) ॥ ৮ ॥

**বিশ্বম-পদব্যাখ্যা ।**—পূর্ববৎ স্তোতি কলরবেতি । দেবতামূর্তিপক্ষে কলঃ অব্যক্তমধুরো রবো যন্ত, তন্ত নুপুরস্ত হেমভয়া স্বর্ণপ্রভয়া আচিতং ব্যাপ্তং যৎ পাদসরোরুহং তেন সারুণিকা—অরুণোহরুণকঃ স্বার্থে কঃ রক্তবর্ণঃ তেন সহ বর্ত্ততে, স্ত্রীস্বৈ তৎসম্বোধনে, ধিমিধিমীত্যব্যক্তাঙ্করুণশব্দঃ তথাবিধেন তালেন নৃত্যকালক্রিয়া-পরিচ্ছেদেন বিনোদিতং মানসং যয়া সা—মঞ্জুলপাদগতিবিস্তাঃ তৎ-সম্বোধনে । মঞ্জুলো পাদৌ তয়োগতিঃ । প্রবাহপক্ষে, কলরবঃ কুলুকুলুধ্বনিঃ স এব নুপুরঃ যত্রেতি পাদসরোরুহ-বিশেষণম্ । হেমভয়ং সুবর্ণ-ভীতিপ্রদং সুবর্ণমপি হিমা যদগ্রহণায় জনঃ প্রবর্ত্ততে, তাদৃশং আচিতং ব্যাপ্তং পাদ ইব যৎ সরোরুহং ফুল-রক্তপদ্মমিতি তাৎপর্য্যং তেন সারুণিকে রক্তিমবতি । যত্র শ্রোতসঃ কথঞ্চিং প্রতিরোধো ভবাত তত্র কলধ্বনেঃ প্রাচুর্য্যাৎ পদ্মকাননে তথাঞ্চে ন পদ্মে তৎসম্বন্ধো বর্ণিত ইতি ॥ ৮ ॥

ভবোত্তাপান্তোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,  
যদি স্তোতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনশ্চাশ্রয়তয়া ।  
হয়ার্যোষৈঃ \* কামং করকুশ্মমপুঞ্জৈ রবিস্ততাং,  
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি যমুনাক্টকং সম্পূর্ণম্ ।

\* ‘হয়ার্যোষৈঃ’ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে । তাহা গ্রামাধিক ।

অনুবাদ :- যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে অন্তর্নিহিত করবীরযুক্ত কুসুমপুঞ্জ হস্তে আদিত্য-নন্দিনী যমুনার এই স্তব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ( ইহকালে ) সতত বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হইয়া মরণকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিষম-পদ-ব্যাখ্যা ।—হ্যায্যেযৈঃ হ্যারিঃ করবীরপুঞ্জং তন্ত এষো গতিঃ প্রাপ্তির্থেষু করবীরযুক্তেরিত্যর্থঃ । হ্যাহ্যেযৈরিতি পাঠস্ত প্রামাণ্যং । পুঞ্জিরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৯ ॥

\* সংস্কৃতপাঠক সংস্কৃত বিষমপদ-ব্যাখ্যা। ইহাতে ইহার বিশেষ রস গ্রহণ করিবেন ।

ইতি যমুনাস্তবস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## নর্মদাস্তবস্তোত্র ।

ত্রিগুণেশায় নমঃ ।

সবিন্দুসিন্ধুস্থলভরঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতং \*  
দৃষৎসু পাপ-জাত-জাতকারি-বারি-সংযুতম্ ।  
কৃতান্ত-দূত-কাল-ভূত-ভীতি-হারি শর্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে সূর্যদায়িনি, ( তোমার ) তরঙ্গভঙ্গ, বিন্দু এবং সিদ্ধ ( নদীপ্রবাহ ) চুষিত দৃষং অর্থাৎ শিলাতটে আক্ষালিত হইয়া যাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছে, যাহা পাপরাশিবিনাশিনী ও পুনর্জন্মনিবারিণী তোমারই বর্গধারার বিধোত, যাহা প্রাণিগণের কৃতান্তদূতভীতি এবং মৃত্যুভীতি নিবারণ করে, দেবি নর্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে আমি প্রণাম করিতেছি । [ নর্মদাপ্রপাতস্থলে উপরিভাগে শিলাখণ্ড-স্থলিত জলবিন্দু যে গুত্র কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে, অধোদেশে হৃদ্যবর্তবৎ প্রবাহ,—পাষণময় উভয় তটে আক্ষালিত তরঙ্গমালা তুলিয়া যে আবেগে ছুটিয়াছে, এই বন্দনায় তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত । হঃ এই, পাঠ-বিকৃতি, এই অর্থকে এত দিন কুটিতে দেয় নাই ] ॥ ১ ॥

\* ‘সবিন্দুসিন্ধুস্থলভরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতদৃষৎসু’ এবং ‘সবিন্দু...রঞ্জিতং দৃষৎ সু’—এই পাঠধর্ম বিকৃত ।

ঐদম্মু-লীন-দীন-মীন-দিব্য-সম্পদায়কং,  
কলৌ মলৌঘভারহারি সৰ্ব্বতীৰ্থনায়কম্ ।  
স্বমচ্ছ- \* কচ্ছ-নক্ৰ-চক্ৰবাক-চক্ৰ-শৰ্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্ম্মদে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ :**—হে মৎস্ত-শোভিত-সজল-তটশালিনি, হে কুন্তীর-চক্ৰবাক-  
মণ্ডল-সুখদায়িনি, দেবি নৰ্ম্মদে,—তোমার জলে যে সকল ন-গণ্য মীন লুপ্ত প্রাপ্ত  
হয়, তাহাদিগের দিব্য সম্পৎপ্রাপ্তি যাহার প্রসাদে হয়, কলিমল-রাশি-ভারহারি  
সৰ্ব্বতীৰ্থ-নায়ক তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মহাগভীরনীরপূত † পাপধূতভূতলং,  
ধ্বনং সমস্তপাতকারিবারিদারিতাচলম্ । ‡  
জগল্পয়ে মহাভয়ে যুকণ্ডুসূনুশৰ্ম্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্ম্মদে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :**—দেবি ! যৎসংসৃষ্ট মহাগভীর জলস্পর্শে পাপগ্রস্তভূতল  
পূত হইয়াছে, যদীয় গৰ্জনপরায়ণ বারি নিখিলপাতকবিনাশী এবং পৰ্ব্বত  
বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলয়কালে হে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রয়দায়িনি,  
দেবি নৰ্ম্মদে ! তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্মু বীক্ষিতং যদা,  
যুকণ্ডুসূনু-শৌনকাস্ত্ররারি-সেবিতং সদা ।  
পুনৰ্ভবাক্ষিজন্মজং ভবাক্ষিছুঃখবন্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্ম্মদে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :**—দেবি ! মার্কণ্ডেয়-শৌনকাদি মুনিগণ ও সুরগণের সদা-সেবিত  
ভবদীয় বারি আমি যখন দর্শন করিতেছি, তখনই পুনঃ সংসার-সাম্রাজ্যে জন্মজনিত

\* ‘স্বমচ্ছ’ ইতি পাঠান্তর ।

† ‘মহাগভীরনীরপূত’ পাঠ বহু পুস্তকে বৃষ্ট হয় ।

‡ ‘পাতকারিবারিতাচলম্’ পাঠও আছে ।



ভয় গিয়াছে, (অতএব) হে ভবসমুদ্রস্থখবারিণি! হে দেবি নৰ্মদে! তোমার  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

অলঙ্কলঙ্ককিম্বরামরাসুরাদিপূজিতং,  
স্থলঙ্কনীরতীরধীরপঙ্কিলঙ্ককুজিতম্ ।  
বসিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদকর্দমাদিশর্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্মদে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—হে বসিষ্ঠ-শিষ্ট-পিপ্পলাদ-কর্দমাদি মহাবিগণসুখদায়িনি, দেবি  
নৰ্মদে, অসংখ্য কিম্বর অমর ও অসুর প্রভৃতি পূজিত স্থলঙ্ক নীরতীরস্থ  
লঙ্কপঙ্কিকুজনস্থিত তদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

সনৎকুমার-নাচিকেত-কশ্যপাত্রি-ষট্পদৈর্ধ্বতং,  
স্বকীয়মানসেযু নারদাদিষট্পদৈঃ ।  
রবীন্দু-রস্তিদেব-দেবরাজ-কশ্ম-শর্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্মদে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—হে স্বর্ঘ্য চন্দ্র দেবরাজ ও রাজা রস্তিদেবের কশ্মাভুসারে  
সুখবিধায়িনি দেবি নৰ্মদে, সনৎকুমার, নাচিকেত, কশ্যপ, অত্রি প্রমুখ ঋষির  
ছয়টি আশ্রমস্থানে ও ভ্রমরসদৃশ নারদাদি মুনিগণের মানসমধ্যে স্থিত ত্বদীয়  
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

অলঙ্ক-লঙ্ক-লঙ্ক-পাপ-লঙ্ক্য-সার-সায়কং,  
ততস্ত জীবজন্তুতন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্ ।  
বিরঞ্জিবিস্তৃশঙ্করস্বকীয়ধামশর্মদে,  
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নৰ্মদে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—হে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক-সুখ-বিধায়িনি  
দেবি নৰ্মদে! অলঙ্ক্য লঙ্ক লঙ্ক পাপ যাহার ভেদ—লঙ্ক্য—সেইরূপ শরস্বরূপে যিনি  
অবস্থিত, যিনি ভূচর জীব, খেচর জন্তু এবং গ্রাহ প্রভৃতি জলচরকেও ভোগ-মোক্ষ  
প্রদান করেন, তোমার সেই বিশাল চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

অহোহুতং সমং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে,  
কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে ।  
দুরন্তপাপনাপহারি সর্বজন্তুশর্মদে,  
তদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে ॥ ৮ ॥

অম্মুবাদ :—হে সর্বজীবসুখবিধায়িনি দেবি নর্মদে, তোমার এই অমৃত  
( জল ) গোদাবরীতটে, কিরাত, সূত ও বাড়ব জাতিতে এবং পণ্ডিত ও শঠে সর্বত্র  
সমান, ইহা শীঘ্রে শ্রুত হইয়াছে, অতএব তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ইদন্তু নর্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা,  
পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা ।  
স্থলভ্যদেহদুর্লভং মহেশধামগৌরবং,  
পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥  
ইতি নর্মদাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অম্মুবাদ :—দেবি ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রে  
ভক্তিপূর্বক এই নর্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুঃখভোগ করে না, এই নিত্য  
লভা দেহে দুর্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরবলাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্বার  
সংসারযাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না ॥ ৯ ॥

নর্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## পুষ্করাষ্টক-স্তোত্র ।

শ্রিয়া যুতং ত্রিদেহ-তাপ-পাপ-রাশি-নাশকং  
মুনীন্দ্র-সিদ্ধ-সাধ্য-দেব-দানবৈরভিকৃতম্ ।  
তটেহস্তি যজ্ঞপর্বতস্ত মুক্তিদং স্থধাকরং  
নমামি ব্রহ্মপুষ্করং \* স-বৈষ্ণবং স-শঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অম্মুবাদ :—যিনি শ্রীমান, যিনি স্থল হস্ত ও কারণদেহস্থ আধ্যাত্মিক,

\* ভাষানামের অনুকরণে ‘ব্রহ্মপুষ্করম্’ উচ্চারণ দ্বারা ছন্দোদোষ নিবারণীয়, ব্রহ্মলাল—  
হিন্দুহানে ব্রহ্মলাল উচ্চারিত হয় ।

আধিদৈব ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন ;  
অধিষ্টেষ্ঠগণ, সিদ্ধবৃন্দ, সাধাগণ ও সুরাসুরগণ যাহার স্তব করেন, যিনি  
বজ্রশৈলের তটদেশে অধিষ্ঠিত, যিনি মোক্ষপ্রদ ও স্তবের আকর, সেই স-বৈষ্ণব  
স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সদূর্জমাসমুদ্রপঞ্চবাসরে বরাগতং,

তদন্তথাস্তরিকগং স্ততন্ত্রভাবনানুগম্ ।

যদম্বুপানমজ্জনং দৃশাং সদামৃতাকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পূণ্য কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষীয় ( অস্তিম ) পঞ্চদিবসে  
প্রাভূর্ত্ত হন, তদ্বিন্ন অত্র সময়ে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করেন, একাগ্রচিত্তে ধ্যান  
করিলে যাহাকে লাভ করা যায়, যাহাতে নান বা যাহার জল পান এবং দর্শন  
করিলে স্তথলাভ হয়, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্কর ত্রিপুঙ্করেতি সংস্মরেৎ,

সুদূরদেশগোহপি যন্তদঙ্গপাপনাশনম্ ।

প্রপন্নচুঃখভঞ্জনং সুরঞ্জনং সূধাকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সুদূরদেশে অবস্থান করিয়াও যে ব্যক্তি ‘ত্রিপুঙ্কর, ত্রিপুঙ্কর,  
ত্রিপুঙ্কর’ এই নাম স্মরণ করে, তাহার শরীরস্থিত যাবতীয় পাতক বিলয় প্রাপ্ত  
হয় । যিনি আশ্রিতজনের ক্লেশ দূর করেন, যিনি সকলের চিত্তরঞ্জন করেন এবং  
যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যুকণ্ডুমক্ণৌ পুলস্ত্যকণ্ঠপর্বতা-সিতা,

অগস্ত্যভার্গবৌ দধীচিনারদৌ শুকাদয়ঃ ।

স-পদ্মতীর্থ-পাবনৈক-দৃষ্টয়ো দয়াকরং,

নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যুকণ্ঠ, মক্ণ, পুলস্ত্য, কণ্ঠ, পর্বত, শুক প্রভৃতি ঋষি-  
গণ নিজ নিজ জনপাবন দৃষ্টি—যে পদ্ম ( পুঙ্কর ) তীর্থে একমাত্র নিবদ্ধ রাখিয়াছেন,  
ককর্ণার আকর সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নদা পিতামহেক্ষিতং বরাহবিষ্ণুনেক্ষিতং,  
তথাহমরেশ্বরেক্ষিতং সুরাসুরৈঃ সমীক্ষিতম্ ।  
ইহৈব ভুক্তিমুক্তিদং প্রজাকরং ধনাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদঃ—পিতামহ ব্রহ্মা, বরাহরূপী হরি, সুরগতি ইন্দ্র ও অপরাপর দেবদানবেরা নিরন্তর ঐহাকে দর্শন করেন, যিনি ইহাধামেই ভুক্তি, মুক্তি, সন্ততি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন, সেই সর্বৈষ্যক স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ডি-দণ্ডি-বর্ণিতিস্তপস্বিতঃ \* স্রসেবিতং,  
পুরাঙ্কচন্দ্রপ্রাপ্ত † দেবনন্দিকেশ্বরাতিথৈঃ ।  
স-বৈষ্ণনাথ-নীলকণ্ঠ-সেবিতং স্রধাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—ত্রিদণ্ডী, † দণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও তাপসবৃন্দ ঐহার সেবা করেন, অঙ্কচন্দ্রধারী নন্দিকেশ্বরাধা দেব ঐহার উপাসনা করেন, বৈষ্ণনাথ ও নীলকণ্ঠ ঐহার সেবা করেন এবং যিনি অমৃতের আধার, সেই স-বৈষ্ণক স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

সুপঞ্চধা সরস্বতী বিরাজতে যদন্তরে,  
তথৈকযোজনায়তং বিভাতি তীর্থনায়কম্ ।  
অনেকদৈবপৈত্রতীর্থসাগরং রসাকরং,  
নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যং সশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ—সরস্বতী পঞ্চমূর্তিতে ঐহার কিঞ্চিদূরে বিরাজ করিতেছেন, যিনি একযোজনবিস্তৃত তীর্থরাজরূপে শোভমান, যিনি অসংখ্য দৈব ও পৈত্র তীর্থের সমুদ্রস্বরূপ এবং যিনি রসের আধার, সেই স-বৈষ্ণক স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

\* ত্রিদণ্ডিত্রিভ্রাচারিতাপসৈঃ—ইহা বহুসম্বৃত পাঠ ।

† ‘প্রাপ্ত’—এ হলে, ‘প্র’ অথবা ‘হু’ গারে থাকিলে পূর্বে লঘুর্বা বিকল্পে ওক হয়. তাই ছন্দোদোষ হয় নাই ।

‡ ত্রিদণ্ডী—যিনি বাঙ্‌মনঃকারসংঘবস্পন্ন ।

যমাদিসংযুতো নরস্ত্রিপুঙ্করং নিমজ্জতি,  
 পিতামহশ্চ মাধবোহপ্যুমাধবঃ প্রসন্নতাম্ ।  
 প্রয়াতি তৎপদং দদত্যবল্লভো গুণাকরং,  
 নমামি ব্রহ্মপুঙ্করং সর্বৈষ্যবং সশঙ্করম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—যে ব্যক্তি যমাদিপরায়ণ হইয়া এই পুঙ্করতীর্থে স্নান করে,  
 হরি-হর-ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া থাকেন ।  
 আমি এতাদৃশ গুণাকর স-বৈষ্যব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুঙ্করকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

ইদং হি পুঙ্করাক্তকং স্মৃতিতিনীরজাশ্রিতং,  
 স্থিতং মদীয়মানসে কদাপি মাহপগচ্ছতু ।  
 ত্রিসন্ধ্যাপাঠন্তি যে ত্রিপুঙ্করাক্তকং নরাঃ,  
 প্রদীপ্তদেহভূষণা ভবন্তি মেশ-কিঙ্করাঃ ॥ ৯ ॥  
 ইতি পুঙ্করাক্তকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—এই পুঙ্করাষ্টক স্মৃতিরূপ কমলের আশ্রিত ; ইহা আমার  
 মানসে (মনন, অঙ্গর মানসসরোবরে) অধিষ্ঠিত হইক, যেন কখনও অন্তত্ৰ গমন  
 না করে । যাহারা ত্রিসন্ধ্যা এই ত্রিপুঙ্করাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহারা দিবা  
 তেজঃপূর্ণ শরীররূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রূপাশ্রিতের কিঙ্কর প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

পুঙ্করাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## হনুমৎপঞ্চরত্নম্ ।

বীতখিলবিষয়েচ্ছং জাতানন্দাশ্রপুলকমত্যচ্ছম্ ।  
 সীতাপতিদূতাগ্ং বাতাজ্জমগ্ং ভাবয়ে হৃদম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—নিখিল-বিষয়-বীতস্পৃহ, আনন্দাশ্র-পুলক-শোভিত, বহু-  
 হৃদয়, সীতাপতিদূতাগ্রগণ্য হৃদ পবননন্দকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

তরুণারুণ-মুখ-কমলং করুণারস-পূর-পূরিতাপাক্ষম্ ।

সঞ্জীবনমাশাসে মঞ্জুলমহিমানমঞ্জনা-ভাগ্যম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি তরুণারুণ-মুখকমল অর্থাৎ যাহার মুখকমল বাল-  
সূর্যের ত্রায় রক্তবর্ণ অথবা উদীয়মান সূর্য্য যাহার মুখকমলে প্রবেশ করিতে  
ছিলেন, যাহার অপাক্ষ করুণারসপ্রবাহে পূর্ণ, মনোহর-মহিম-সম্পন্ন, সেই  
( মূর্ত্তিমান ) অঞ্জনা-সৌভাগ্যের নিকট সম্যক্ অর্থাৎ শ্রীরামভক্তিপূত জীবন প্রার্থনা  
করি ॥ ২ ॥

শম্বর-বৈরিশরাতিগমমুজ-দল-বিপুল-লোচনোদারম্ ।

কম্বুলমনিল-দিশ্চৎ বিশ্বজলিতোষ্ঠমেকমবলম্বে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি কামশরের অতীত, যাহার নয়ন-মুগল কমলদলের  
ত্রায় আয়ত, যাহার ওষ্ঠ বিশ্বফলের ত্রায় উজ্জ্বল, পবনের ( মূর্ত্তিমান ) ভাগ্যরূপ  
সেই উদার কম্বুকণ্ঠকেই একমাত্র অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩ ॥

দূরীকৃতসীতাক্তিঃ প্রকটীকৃত-রাম-বৈভব-স্বকৃতিঃ ।

দারিত-দশমুখকীর্ত্তিঃ পুরতো মম ভাতু হনুমতো মূর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- যাহা হইতে সীতার বাধা দূর হইয়াছে, যাহার স্বকৃতি  
অর্থাৎ প্রকাশ হইতেই শ্রীরামের প্রভাব ব্যক্ত হইয়াছে, দশাননের কীর্ত্তিবিনাশিনী  
হনুমানের সেই মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক ॥ ৪ ॥

বানর-নিকরাধ্যক্ষং রাক্ষস- \* কুলকুমুদরবিকর-সদৃশম্ ।

দীনজনাবনদীক্ষং পবনতপঃপাকপুঞ্জমদ্রাক্ষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি রাক্ষসকুলস্বরূপ কুমুদ-কুমুমের স্যাক্ষিরূপ-তুলা  
( জানিহেতু ), পবনদেবের তপঃফলস্বরূপ, দীনজনপালনত্রতী সেই বানরগণাধি-  
শায়ককে আমি দেখিতে পাইয়াছি ॥ ৫ ॥

এতৎ পবনস্বতন্ত্র স্তোত্রং যঃ পঠতি পঞ্চরত্নাখ্যম্ ।

চিরমিহ নিখিলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা শ্রীরামভক্তিভাগ্ ভবতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- পবননন্দনের এই পঞ্চরত্নাখ্য স্তোত্র যে পাঠ করে,

সে ইহজীবনে দীর্ঘকাল বিবিধ সুখভোগ করিয়া ( পরিণামে ) ঐশ্বর্যভক্তি লাভ করে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজাপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছর-  
ভগবতঃ কৃতো হনুমৎপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ।

## গণেশভূজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র ।

রণৎ-ক্ষুদ্র-ঘণ্টা-নিনাদাভিরামং,

চলৎ-তাণ্ডবোদগুবৎ-পদ্মতালম্ ।

লসৎ-তুন্দিলাক্ষোপরি-ব্যাল-হারং,

গণাধীশমীশানস্মৃৎ তমীড়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( শিরোগালারূপে অবস্থিত ) মুখরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-  
নিনাদ ষাঁহার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে, যিনি তাণ্ডবনৃত্যে উদগুবৎ শুণ্ড-  
সঞ্চালনে তাল প্রদান করিতেছেন, ষাঁহার তুন্দিল-অক্সোপরি সর্পহার বিরাজ  
মান, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ১ ॥

ধ্বনিধ্বংসবীণালয়োল্লাসি-বক্তং,

ক্ষুরচ্ছুগুদগোল্লসদ্বীজপূরম্ ।

গলদর্পসৌগন্ধ্যালোলালিমালাং,

গণাধীশমীশানস্মৃৎ তমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ষাঁহার বদনোচ্চারিত রবে বীণাধ্বনি বিড়ম্বিত হইতেছে,  
তাহাতে ষাঁহার বদনমণ্ডল উল্লসিত, যিনি মনোহর শুণ্ডদণ্ডে বীরপূর ধারণ পূর্বক  
শোভা পাইতেছেন, ষাঁহার করিত-মদ-সৌগন্ধ্যে ভ্রমরকুল চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ  
করিতেছে, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ২ ॥

চক্ৰাসজ্জবারক্তরক্তপ্রসূন-

প্রবালপ্রভাতারুণজ্যোতিরেকম্ ।

প্রলম্বোদরং বক্রতুণ্ডৈকদন্তং,

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—প্রফুল্ল জবাগুপ্পের ঝায় যাহার কান্তি লোহিতবর্ণ ; যিনি রক্তপুষ্প, প্রবাল ও প্রাতঃকালীন অরুণের ঝায় অধ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি লম্বোদর, বক্রতুণ্ড এবং একদন্ত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

বিচিত্রশ্ফুরদ্রত্নমালাকিরীটং,

কিরীটোল্লসচ্চন্দ্রেখাবিভূষম্ ।

বিভূষৈকভূষণং ভবধ্বংসহেতুং

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যিনি মস্তকে বিচিত্র জ্যোতিঃস্বয়ী রত্নমালা ও কিরীট ধারণ করিতেছেন, যাহার ভাগতটে দেদীপ্যমান শশিকলা বিভূষণরূপে স্নশোভিত, যিনি ভূষণসমূহের একমাত্র ভূষণ ও ভববন্ধনবিমোচনের মূলীভূত, সেই ঈশান-তনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

উদঞ্চদভুজাবল্লরীদৃশ্যমূলো-

চলদ্বন্দ্বলতাবিভ্রমভ্রাজিতাক্ষম্ \* ।

মরুৎসুন্দরীচামরৈঃ সেব্যমানং,

গণাধীশমাশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—(চামরব্যাজনকালে সুব্রতমণীগণের) বাহুল্যতা উৰ্দ্ধভাগে সমুত্তোলিত হওয়ার তাহার মূল দৃশ্য হয়, তৎপ্রসঙ্গে সঞ্চালিত ক্রলত-বিভ্রমে যাহার নয়ন শোভা পাইয়া থাকে, চামরবীজন দ্বারা সুব্রতমণীগণ-সেবিত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

স্ফুরমিষ্ঠরূালোলপিঙ্গাক্ষিতারং,

কুপাকোমলোদারলীলাবতারম্ ।

\* 'ভ্রাজিতকম্' পাঠান্তর ।



কল,বিন্দুগং গীয়তে যোগিবৈর্যে-

গংগাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহার নেত্রতারকা জ্যোতির্বিমণ্ডিত, কঠোর, চপল ও পিঙ্গবর্ণ; যিনি দয়া, মর্দব ও ঔদার্যের লীলাবতারস্বরূপ এবং যোগিশ্রবরগণ ঐহাকে কলা ও বিন্দুস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যমেকাক্ষরং নির্মলং নিবিকল্পং,

গুণাতীতমানন্দমাকারশূন্যম্ ।

পরং পারমোক্ষারমানায়গর্ভং,

বদন্তি প্রগল্ভং পুরাণং তমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—ঐহাকে একাক্ষর, বিমল, বিকল্পরহিত, ত্রিগুণের অতীত, আনন্দময়, নিরাকার, পরম পার ও প্রণবস্বরূপ, বেদগর্ভ এবং পুরাতন পুরুষ বলিয়া (মুনিগণ) স্পর্ধা-সহকারে কীর্তন করেন, সেই ঈশানন্দন গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

চিদানন্দসাদ্রায় শান্তায় তুভ্যং,

নমো বিশ্বকর্ত্রে চ হত্রৈ চ তুভ্যম্ ।

নমোহনন্তলীলায় কৈবল্যভাসে,

নমো বিশ্ববীজ প্রসীদীশসূনো ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগৎকারণ ! তুমি চিদানন্দঘন ও শাস্তমুখি; তোমাকে প্রশান করি। তুমি বিশ্বচরাচরের কর্তা ও হর্তা; তোমাকে প্রণাম করি; তুমি অনন্ত লীলাধর, কৈবল্যপ্রকাশ, তোমাকে প্রণাম করি। হে ঈশানসূনো ! আমার প্রতি প্রণম হও ॥ ৮ ॥

ইমং স্তবং প্রাতরুথায় ভক্ত্যা,

পঠেদ্যস্ত মর্ত্যো লভেৎ সর্বকামান্ । \*

গণেশপ্রসাদেন সিধ্যন্তি বাচো

• গণেশে বিভো দুর্লভং কিং প্রসন্নো ॥ ৯ ॥

ইতি গণেশভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—প্রভাতে গাত্রোথান পুরঃসর ভক্তিমান্ হইয়া যে মানব এই উত্তম স্তব পাঠ করে, তাহার সর্কীর্ভাষ্টলাভ হয় এবং গজাননপ্রসাদে সে ব্যক্তি বাক্‌সিদ্ধি লাভ করে। বিহু গণপতিদেব প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ হয় ? ॥ ৯ ॥

শিব-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

গলদানগগুং মিলদ্বঙ্গখণ্ডং,

চলচ্চারুশুণ্ডম্ জগজ্জাগশৌণ্ডম্ ।

লসদন্তকাণ্ডং বিপদভঙ্গচণ্ডং,

শিব-প্রম-পিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—(গণেশ সর্কাগ্রে পূজা বলিয়া এই শিব-স্তবের প্রথমেই গণেশের বন্দনা করা হইয়াছে) ঐহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভূঙ্গগণ মিলিত হওয়াতে ঐহার সূচাকু শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিরন্তর নিরন্তর আছেন, যিনি কাণ্ড-তুলা অর্থাৎ বাণের স্থায় দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ-বিনাশে প্রচণ্ডশক্তি এবং মহেশ্বরের পরমপ্রেমাম্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজন করি ॥ ১ ॥

অনাগন্তমাগং পরং তত্ত্বমর্থং,

চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্ ।

হরিত্রক্ষামৃগ্যাং পরব্রক্ষারূপং,

মনোবাগভীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার আদি নাই, অন্ত নাই, অর্থাৎ যিনি সকলের আদি,

যিনি পরমতত্ত্ববস্তু, যিনি অগ্রমের, চিন্ময়, অবিভীষ, তুরীয়া, হরি ও ব্রহ্মা  
বাঁহার অবেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত,  
সেই শৈবজ্যোতিঃ ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাদি-শক্ত্যন্তু-সিংহাসনস্থং,

মনোহারি-সর্বদ্বন্দ্বাদিভূষণম্ ।

জটাহীন্দুগঙ্গামিশ্রশ্যকর্মোলিং, \*

পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্তৃন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতা এবং পীঠশক্তি দ্বার  
রমণীয় সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, বাঁহার সর্বদ্বন্দ্ব মনোহার রত্নাদিভূষণে সমল-  
কৃত ; জটাত্মক, সর্পময় আপীড়, ইন্দুকলা, গঙ্গা, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ( নয়নত্রয়রূপে )  
বাঁহার উত্তমাঙ্গে বিরাজিত, সেই আত্মাশক্তিসহচর পরাৎপর পঞ্চবক্তৃকে স্তব  
করি ॥ ৩ ॥

শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামা-

দিতিব্রহ্মভিহ্নুথৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।

অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যা-

মতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে শিব ! জ্ঞান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব আদি ( সত্ত্বো-  
জাত ) পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র এবং হৃদয়াদি ষড়ঙ্গমন্ত্রে উপলক্ষিত তোমার ষট্‌ত্রিংশৎ  
তত্ত্ব নিরূপণ, † তুমি তত্ত্ববিদ্যার অতীত পরাৎপর ; তোমাকে কিরূপে জানা যায়,  
কেই বা জানিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্বং, ‡

মরুত্বম্মণিশ্রীমহঃশ্যামমর্দ্বম্ ।

\* 'গঙ্গাহি' ইতি পাঠান্তর ।

† (১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঐশ্বর (৫) ভূজবিধা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) বিদ্যা,  
(৯) বাক্য (১০) অহঙ্কার (১১) কাল (১২) নিয়তি (১৩) প্রকৃতি (১৪) পুরুষ (১৫) বুদ্ধি (১৬) মন  
এবং দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিবর ও পঞ্চভূত । এই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বের বিবরণ প্রাণতোষণীতে দ্রষ্টব্য ।

‡ প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্বম্ ।—পাঠান্তর ।

। গুণসূত্রে কং বপুশ্চৈকমন্তঃ,

• অরামি অরাপতিসংপতিহেতুম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—খাহার শরীরের অর্দ্ধ নূতন পল্লবসমূহের গ্রায় রক্তবর্ণ এবং অপর অর্দ্ধ .ইন্দ্রনীলমণির গ্রায় ত্রীসম্পন্ন সমুজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, এই উভয় অর্ধে ঘটন গুণনিবদ্ধ একদেহধারী, অরবিনাশন এবং অরজনক ( হরিহর-রূপী ) এক তত্ত্বকে অন্তরে অরূপ করি । ( শিবের চণ্ডেশ্বরমূর্ত্তি রক্তবর্ণ, হরিহরমূর্ত্তিতে তাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে ) । পাদটীকায় লিখিত পুঠাস্তরে, হরিহরমূর্ত্তির অর্দ্ধাংশে শুভ্রবর্ণ হইবে । মহাদেব যে অরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা পুরাণপ্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষরূপী কামদেবের পিতা বলিয়া ( সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া—ইহাও অনেকে বলেন ) নারায়ণও অরজনকরূপে কথিত ॥ ৫ ॥

স্ব-সেবা-সমায়াত-দেবাসুরেন্দ্রা-

নমমৌলি-মন্দার-মালাভিষক্তম্ !

নমস্শ্যামি শস্তো ! পদাস্তোরুহং তে,

ভবাস্তোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে শস্তো ! তোমার সেবার জন্ত সমাগত অরশ্রেষ্ঠ ও অসুরশ্রেষ্ঠগণের আনন্দ মৌলিখলিত মন্দারমালাসজ্জত, ভবসমুদ্রের পোত-স্বরূপ, ভবানীবিভাবনীয়, তোমার চরণপদ্মকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ,

প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নান্তিহারিন্ ।

মহঃস্তোমমূর্ত্তে সমন্তৈকবাক্ষো,

নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোহস্ত ॥ ৭ ॥ •

**অনুবাদ।**—হে গৌরীসমন্বিত শস্তো ! তুমি জগতের নাথ, সূতরাং আমারও নাথ । তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপা করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ হরণ কর, তুমি জ্যোতির্শ্বরমূর্ত্তি এবং অখিল জনের একমাত্র বন্ধু । তোমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব,

অরারে পুরারে যমারে হরোতি ।

ক্ৰবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তুঃ,

ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**—হে মহাদেব! হে দেবেশ, হে দেবাদিদেব, হে স্মরারে, হে পুরারে, হে মুতাজ্জর, হে হর, এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তি সহকারে আপনাকে স্মরণ করিব, হে দয়ানর দেব, তাহাতে আমার প্রতি প্রদত্ত হও ॥ ৮ ॥

বিরূপাক্ষ বিশেষ বিছাদিকেশ,

ত্রয়ীমূল শস্তো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্।

প্রসীদ স্মরন্তো হি পশ্চাহব পুণ্য,

ক্ষমস্বাপ্ন হীতি ক্ষপা হি ক্ষিপাম ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**—হে বিরূপাক্ষ! হে বিশেষণ! হে বিছাদি কলার অধীশ্বর! হে শস্তো! তুমি বেদ সকলের মূলীভূত; হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, তুমি প্রদত্ত হও, পরিভ্রাণ কর; মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাকে আশ্বাস কর, এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যেন বহু নিশা অতিবাহিত করিতে পারি ॥ ৯ ॥

ত্বদন্তঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্ত নেতি,

প্রসীদ স্মরত্যেব হন্ত্যস্ত দৈন্তম্।

ন চেত্তে ভবেদুক্তবাৎসল্যহানি-

স্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**—হে কৃপাময়! তুমি ব্যতীত প্রপন্ন ব্যক্তির আর কেহ শরণ্য নাই, তুমি আমার প্রতি প্রদত্ত হও, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলেই তুমি (তদবস্থিত) দৈন্ত হরণ করিয়া থাক, নতুবা তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হইতে পারে, অতএব তুমি আমাকে কৃপা অর্পণ কর ॥ ১০ ॥

অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং,

ভবান্নাত দাতা ত্বদন্তং ন যাচে।

ভবদুক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহং,

কৃপাশীল শস্তো কৃতার্থোহস্মি তস্মাৎ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ :-** হে নাথ ! ইহা দানের কাল, আমি দানের পাত্র আপনি দাতা, আপনা ব্যতীত আমি অন্য কাহার নিকট যাচ্চা করি না ; অতএব আপনার প্রতি অচলা ভক্তিই আমাকে দান করুন। হে কৃপাময় ! শস্তো ! আমি তাহাতেই অচিরে কৃতার্থ হইব ॥ ১১ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং তমেবাধিরূঢ়ঃ,

কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধি ধৎসে তমেব ।

দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভূষা,

ব্রদঙ্গীকৃতাঃ শৰ্ব্ব সৰ্ব্বেহপ্যন্থাঃ \* ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ :-** হে শৰ্ম ! আনাকে যদি পশু বিবেচনা কর, তুমি তো তাহাতে আরোহণ করিয়াই আছ অর্থাৎ পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে পার না। যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও তাহাকে তুমি নিজ মস্তকে ধারণ করিতেছ ; অর্থাৎ চন্দ্র কলঙ্কী, তাহাকে যখন উত্তমাঙ্গে স্থান দিয়াছ, তখন কলঙ্কী বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। যদি আনাকে দ্বিজিহ্ব ( খল ও সর্প ) মনে কর, সেই দ্বিজিহ্বও তো তোমার কণ্ঠের ভূষণ, সকল অধৃতকে অর্থাৎ অধৃতকেই যে তুমি আপনার করিয়াছ, ( তবে আমাকে আপনার না করিবে কেন ? ) পাঠান্তরের অনুবাদ—তুমি আশ্রয় করিয়া লইলে সকলেই ধন্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ন শঙ্কোমি কৰ্ত্তুং পরদ্রোহনেশং,

কথং প্রীয়মে হং ন জানে গিরীশ ।

তথা হি প্রসম্নোহসি কস্তাপি কাস্তা-

সুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ :-** হে গিরীশ ! আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি, অতএব তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহা জানি না। কারণ, শুনিয়াছি, তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ। ( অধিক দুঃখীর প্রতি দয়ালুর দয়া অধিক হয়, অধিক দোষী সন্তানের প্রতি মাতার করুণা অধিক হয়, এইরূপ শিবও কৃপাপরবশ হইয়া গুরুতর পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধু ভক্ত দীর্ঘ অভিমানভরে এবং সভয়ে এই শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াছেন ) ॥ ১৩ ॥

\* 'সৰ্ব্বেহপি ধন্তাঃ' পাঠান্তর।

স্তুতিং ধ্যানমৰ্চাং যথাবদ্বিধাতুং,

ভজ্ঞপ্যজানম্হেশাবলম্বে ।

ত্রসন্তং স্তুতং ত্রাতুমগ্রে যুকণ্ডো-

র্যমপ্রাণনির্ঝাপণং ত্বং পদাজম্ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মহেশ ! আমি তোমার স্তুতি, ধ্যান ও অর্চনা যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে অনতিজ্ঞ ভক্ত হইলেও ভীত মার্কণ্ডেয়কে রক্ষা করিতে অগ্রে আবিস্তৃত শমন-জীবন-হারী ত্বদীয় পদকমলকে অবলম্বন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেহনলাক্ষাং ।  
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমগ্নং ন মন্তে ন মন্তে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ ।**—ঐহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নর-কপাল নাই, নয়নে অনল নাই, মৌলিদেহে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি ইষ্টদেব বলিয়া স্বীকার করি না, স্বীকার করি না অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসম্বিত, তিনিই আমার দেবতা ॥ ১৫ ॥

ইতি শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় \* ভাস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় ।

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'ন' কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি

\* 'যদা তীত্রপ্রযত্নেন সংযোগাদেবগৌরবম্ ।

ন চ্ছন্দোভঙ্গ ইত্যাহস্তদা দোষায় হরয়ঃ ॥

এই প্রমাণানুসারে ত্রিলোচনার এইরূপ উচ্চারণ দ্বারা চ্ছন্দোভঙ্গদোষ পরিহার্য্য। কিন্তু ভগ্নশোকাদি ব্যতীত শুবাদি স্থলে দ্রুত উচ্চারণপ্রযুক্ত অনাবশ্যক, এই জন্ত এবং 'ন' ও 'না' বর্ণভেদে হওয়ার—'নগেন্দ্রজাপত্যবুধে নশায়' এই পাঠ সমীচীন ।

পঞ্চাঙ্গের মাঙ্গল্য প্রদর্শনপূর্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতে-  
ছেন)। যিনি কণ্ঠে নাগেন্দ্রহার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ত্রিলোচন, যিনি ভয়  
লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাত্মরূপী), যিনি নিত্য,  
শুদ্ধ, দিগম্বর, সেই 'ন'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চিতায়, নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায় ।

মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিতায়, তস্মৈ 'ম'কারায় নমঃ

শিবায় ॥ ২ ॥ \*

অনুবাদ ।—যাহার অঙ্গ মন্দাকিনীবাবি ও চন্দন দ্বারা অমূলিশু, যিনি  
নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং  
মন্দারকুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাহার পূজা করেন, সেই  
'ম'কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

শিবায় গৌরী-বদনারবিন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বর-নাশকায় ।

শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ 'শি'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি সর্বদা ভগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি  
আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষধ্বজ ধ্বংস করিয়া-  
ছিলেন, (সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানে) যাহার কণ্ঠে কালিমা ইহিয়াছে এবং  
যিনি বৃষবাহনে গমন করেন, সেই 'শি'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য্য-মুনীন্দ্রদেবাপিতশেখরায় ।†

চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ 'ব'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রমুখ মুনীজগণ এবং দেবগণ  
যাহাকে শিরোমালা অর্পণ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি  
যাহার নয়ন, সেই 'ব'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যক্ষ স্বরূপায় জটাধরায়, পিনাক-হস্তায় সনাতনায় ।

দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ 'য'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি যক্ষরূপী (যক্ষরাজ কুবের যাহার অভিন্নরূপ সখা),

\* এই স্লোকে উপজাতিচ্ছন্দঃ, প্রথম তিন চরণ 'বসন্ততিলক', শেষ চরণে 'ইন্দ্রবজ্র'।  
এইরূপ উপজাতি কচিৎ দৃষ্ট হয়।

† দেবার্চিতশেখরায়—পাঠান্তর।



যিনি আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাহার করে পিনাক-নামক ধনু  
বিরাজিত, যিনি সনাতন ( কল্লোদয়রহিত ), যিনি দিব্য, দেব ও দিগম্বর, সেই  
'য'কারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শিব-পঞ্চাক্ষর-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব-সন্নিধানে  
পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ লাভ  
করেন ॥ ৬ ॥

শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্রম্ ।

[ সপ্তবিংশতি মুক্তার যে মালা, তাহার নাম নক্ষত্রমালা, এই স্তোত্রমালায়  
সপ্তবিংশতি শ্লোক, তাহা 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রাশ্রয়ে রচিত । নমঃ  
শিবায়, ইহাই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ] ।

ত্রীমদাঙ্গনে গুণৈকসিদ্ধবে নমঃ শিবায়

ধামলেশধূতকোকবন্ধবে নমঃ শিবায় ।

নামা-শেষিতানন্দভবান্ধবে নমঃ শিবায়

পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ত্রীমদাঙ্কা ( ১—বিভূতিসম্পন্ন, এবং আত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম ; ২—  
ত্রীনিবাস নারায়ণের আত্মস্বরূপ ; ৩—ত্রীমান্ প্রশস্তবুদ্ধিগণের আত্মা এই ত্রিবিধ  
অর্থ ) গুণৈকসাগর শিবকে নমস্কার, যাহার তেজঃকণিকার নিকট সূর্য্য নির্জিত,  
সেই শিবকে নমস্কার, প্রণামপরায়ণ ব্যক্তিগণের সংসারকুপ-বিনাশক শিবকে নম-  
স্কার, পামরেতরপ্রধানবন্ধু অর্থাৎ পামর ও তদিতর—নীচ ও উচ্চ সকলেরই  
প্রধান বন্ধু অথবা সাধুজনের প্রধান বন্ধু শিবকে নমস্কার ॥ ১ ॥

কাল-ভীত-বিপ্র-বাল-পাল তে নমঃ শিবায়  
 শূল-ভিন্ন-দুষ্ট-দক্ষ-ভাল তে নমঃ শিবায় ।  
 মূলকারণায় কালকাল তে নমঃ শিবায়  
 পালয়াধুনা দয়ালবাল তে নমঃ শিবায় ॥ ২ ॥

অনুবাদ :-হে ষম-ভীত-বিপ্রবালকের ( শিলাদপুল নন্দীর বা মৃকপুপুল মার্কণ্ডেয়ের ) রক্ষক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তুমি ছষ্ট দক্ষ প্রজাপতির ললাটদেশ শূল দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে কালান্তক, তুমি মূলকারণ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে কৰুণা- ( তরুর ) আলবাল, এক্ষণে ( আমাকে ) রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ২ ॥

ইষ্ট-বস্তু-মুখ্যদান-হেতবে নমঃ শিবায়  
 দুষ্ট-দৈত্য-বংশ-ধুমকেতবে নমঃ শিবায় ।  
 সৃষ্টিরক্ষণায় ধর্ম-সেতবে নমঃ শিবায়  
 অষ্টমূর্তয়ে রমেন্দ্র-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :-যিনি ইষ্ট বস্তু দানের মুখ্য হেতু, সেই শিবকে নমস্কার, ছষ্ট দৈত্যকুলের যিনি ধুমকেতু ( বিনাশকারণ ), সেই শিবকে নমস্কার, যিনি সৃষ্টিরক্ষণার্থ ধর্ম-মর্যাদা-রক্ষক, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি অষ্টমূর্তি এবং বৃষ-রাজধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

আপদদ্রি-ভেদ-টঙ্ক-হস্ত তে নমঃ শিবায়  
 পাপহারি-দিব্যসিদ্ধু-মস্ত তে নমঃ শিবায় ।  
 পাপদারিণে লসন্নমস্ত তে নমঃ শিবায়  
 শাপ-দোষ-খণ্ডন-প্রশস্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :-হে বিপৎস্বরূপ-পর্কত-বিদারণ-টঙ্কপাণে, ( টঙ্ক পাথর কাটিবার অস্ত্র, শিবের হস্তে সেই অস্ত্র আছে,—ভক্ত বলিতেছেন, ভক্তগণের হর্ষেণ্ড পর্কতোপম বিপৎ খণ্ডন করাই তাহার উদ্দেশ ), তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, তুমি মস্তকে কলুবনাশিনী গজাকে ধারণ করিয়াছ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’, হে নমস্কার-সমূহের শোভন পাত্র, তুমি পাপনাশক, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’,

হে শাপ দোষ-খণ্ডনে প্রশস্ত, ( অভিশপ্ত ব্যক্তি তোমার আরাধনায় শাপদোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ) তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায়

হেম-মেদিনীধরেন্দ্র-চাপ তে নমঃ শিবায় ।

নাম-মাত্র-দগ্ধ-সর্ব-পাপ তে নমঃ শিবায়

• কামনৈক-তান-হৃদ-রাপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দিবা মঙ্গলমূর্ত্তি ব্যোমকেশ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হেমময় গিরিরাজ সুরেক তোমার ধনুঃ ( মৎস্তপুরাণাদিতে ত্রিপুরবধ উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ), তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি কেবল তোমার নামোচ্চারণমাত্র, ( উচ্চারণকর্ত্তার ) সকল পাপ নষ্ট কর, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মমস্তকাবলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায়

জিহ্মগেন্দ্রকুণ্ডলপ্রসিদ্ধ তে নমঃ শিবায় ।

ব্রহ্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নমঃ শিবায়

জিহ্মকালদেহদত্তপদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ব্রহ্মযুক্ত ( পঞ্চ-ব্রহ্মযুক্ত ) ঈশানাদি-পঞ্চশীর্ষ-সম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হে নাগরাজকুণ্ডলধারী প্রসিদ্ধ পুরুষ, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তুমি ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেদমার্গে প্রণয়ন করিয়াছ, ( তোমার উদ্দেশে ) 'নমঃ শিবায়' । হে কুটিল-রুতাস্ত্রদেহে পদাঘাত-রাগিন্, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

কামনাশনায় শুদ্ধকর্্মণে নমঃ শিবায়,

সাম-গান-জায়মানশর্্মণে নমঃ শিবায় ।

হেম-কান্তি-চাকচক্যবর্্মণে নমঃ শিবায়

সামজ্ঞাস্বরাজ-লজ্জ-চর্্মণে নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—কামবিনাশন শুদ্ধকর্্মা শিবকে নমস্কার, সামগানসুখী শিবকে নমস্কার, সুবর্ণকান্তি—চাকচক্যময় বর্্মধারী শিবকে নমস্কার, গজা-সুজ্জ্বলধারী শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

জন্ম-মৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারিণে নমঃ শিবায়  
চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নমঃ শিবায় ।  
মন্বনোরথাবপুর্তিকারিণে নমঃ শিবায়  
সন্মানোগতায় কামবৈরিণে নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—জন্মমৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারী শিবকে নমস্কার, চিন্ময় অদ্বিতীয়-  
রূপদেহধারী শিবকে নমস্কার, মদীয় মনোরথপূরক শিবকে নমস্কার, সঙ্কটগণের  
মনোমধ্যে বিরাজমান মদনবৈরী শিবকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

বক্ষরাজ-বন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায়  
দক্ষ-পাণি-শোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায় ।  
পক্ষিরাজ-বাহ-হৃচ্ছয়ালবে নমঃ শিবায়  
অক্ষিফাল-বেদপুততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—কুবেরবন্ধু দয়ালু শিবকে নমস্কার, দক্ষিণহস্তে স্বর্ণ-ভূজার-  
ধারী শিবকে নমস্কার, গরুড়বাহন নারায়ণের মনোমন্দিরে শয়ান শিবকে  
নমস্কার, ( বাঁহার অস্ত্রাস্ত্র উচ্চারণস্থানের স্থায় ) তালব্য বর্ণের উচ্চারণস্থান  
বেদ-ধ্বনি-পুত, সেই তালগোচন শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

দক্ষহস্ত-নিষ্ঠ-জাতবেদসে নমঃ শিবায়  
অক্ষরাত্ননে নমদ্বিড়োজসে নমঃ শিবায় ।  
দীক্ষিতপ্রকাশিতাত্নতেজসে নমঃ শিবায় ।  
উক্ষরাজবাহ তে সতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০ ॥ .

**অনুবাদ** ।—বাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি অবস্থিত, সেই শিবকে নমস্কার,  
ইক্ষ-নমস্কৃত অক্ষরাষ্ট্রা শিবকে নমস্কার, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মতেজঃ-  
প্রকাশক শিবকে নমস্কার, হে সঙ্কটের গতি বৃক্ষরাজবাহন, তোমার উদ্দেশে  
'নমঃ শিবায়' ॥ ১০ ॥

রাজতাচলেন্দ্র-সানু-বাসিনে নমঃ শিবায়  
রাজমান-নিত্যমন্দ-হাসিনে নমঃ শিবায় ।

রাজ-কোরকাবতংস-ভাসিনে নমঃ শিবায়

রাজরাজ-মিত্রতা-প্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—রজতপর্কতরাজ কৈলাসের সাহুবাসী শিবকে নমস্কার, সদা মন্দ-হাস্ত-সুশোভিত শিবকে নমস্কার, শশি-কলাবতংস-সমুদ্ভাসিত শিবকে নমস্কার, রাজরাজ কুবেরের প্রতি মৈত্রীপ্রকাশক শিবকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দীন-মানবালি-কামধেনবে নমঃ শিবায়

সূন-বাণ-দাহকৃৎ-কৃশানবে নমঃ শিবায় ।

স্বানুরাগ-ভক্ত-রত্নসানবে নমঃ শিবায়

দানবান্ধকার-চণ্ড-ভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—দীন মানবগণের কামধেনু শিবকে নমস্কার, ধাঁহান নয়নাগ্নি কুসুমশরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি নিজ অহুরাগে ভক্তগণের পক্ষে রত্ন-সানু, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি দানবরূপী অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্য, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সর্বমঙ্গলা-কুচাত্রশায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবায় ।

পূর্বদেবনাশসংবিধায়িনে নমঃ শিবায়

সর্বসন্মনোজ-ঃ ভঙ্গদায়িনে নমঃ শিবায় ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সর্বমঙ্গলার স্তনাগ্রশায়ী ( উরোদেশে শয়ান, অথবা শায়ী—শায়যুক্ত ; শয়—কর, তদীয় বাপার শায়, তদযুক্ত ) শিবকে নমস্কার, যিনি সর্বদেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ, সেই শিবকে নমস্কার, অহুরগণের বিনাশকারী শিবকে নমস্কার, সকল সাধুর মদনভঞ্জন শিবকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

স্তোক ভক্তিতোহপি ভক্তপোষিণে নমঃ শিবায়

মাকরন্দসারবর্ষিভাষিণে নমঃ শিবায় ।

প্রকবিল্বদানতোহপি তোষিণে নমঃ শিবায়

নৈক-জন্ম-পাপজাল-শোষিণে নমঃ শিবায় ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি স্বল্পমাত্র ভক্তি হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া রক্ষা করেন, সেই শিবকে নমস্কার, ষাঁহার বাক্য নকরন্দসারবর্ষী, সেই শিবকে নমস্কার, একটিনাত্র বিষগত প্রদান করিলেও (দাতার প্রতি) যিনি সন্তোষযুক্ত, সেই শিবকে নমস্কার, অনেকজন্মকৃত পাপরাশিকে যিনি শোষণ করিয়া লয়েন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

সর্ব-জীব-রক্ষণৈক-শীলিনে নমঃ শিবায়

পার্বতী-প্রিয়ায় ভক্ত-পালিনে নমঃ শিবায় ।

হৃষিদঙ্ক-দৈত্য-সৈন্য-দারিণে নমঃ শিবায়

শর্বরীশ-ধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বজীবের রক্ষণ ষাঁহার প্রধান স্বভাব, সেই শিবকে নমস্কার ; ভক্তপালক পার্বতীবল্লভ শিবকে নমস্কার ; হৃদ্যন্ত-দৈত্য সৈন্যবিদারণপটু শিবকে নমস্কার ; রজনীকরধারী কপালী শিবকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

পাহি মামুগা-মনোজ্ঞ-দেহ তে নমঃ শিবায়

দেহি মে বরং সিতাদ্রি-গেহ তে নমঃ শিবায় ।

মোহিত্যি-কামিনী-সমূহ তে নমঃ শিবায়

স্বৈহিত-প্রসন্ন-কামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে উদামনোহর-দেহধারিন্, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে শুভ্রাচলবাসিন্, আমাকে বর প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ তুমি দারুবনে ঋষিকামিনীদিগকে মোহিতা করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ স্বাভীষ্টগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া (তাহাদিগের) কামনাপূরণকারিন্, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৬ ॥

মঙ্গল-প্রদায় গো-তুরঙ্গ তে নমঃ শিবায়

গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাস্ত তে নমঃ শিবায় ।

সঙ্গর-প্রবৃত্ত-বৈরি-ভঙ্গ তে নমঃ শিবায়

অঙ্গজারয়ে করে-কুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গোতুরঙ্গ (বৃষবাহন)! তুমি মঙ্গলপ্রদ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে গঙ্গা-তরঙ্গিত-শীর্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে সমরপ্রবৃত্ত-বৈরি-পরাজয়দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ হে কুরঙ্গহস্ত, (যিনি এক হস্তে মৃগ ধারণ করিয়া আছেন) তুমি মনোজ-শত্রু, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৭ ॥

ঐহিত-ক্ষণ-প্রদান-হেতবে নমঃ শিবায়

আহিত্যগ্নি-পালকোক্ষ-কেতবে নমঃ শিবায় ।

দেহ-কান্তি-ধূত-রৌপ্য-ধাতবে নমঃ শিবায়

গেহ-দুঃখ-পুঞ্জ-ধূম-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ক্ষণনাশে অভিলষিত প্রদানের কারণ, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি সায়িক বিজ্ঞগণের পালক ও বৃষধ্বজ, সেই শিবকে নমস্কার । বাহ্য শরীরকান্তি রজতধাতুকে নির্জিত করিয়াছে, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি গৃহবাসজনিত দুঃখপুঞ্জবিনাশে ধূমকেতুরূপ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

ত্র্যক্ষ দীন-সৎ-কুপা-কটাক্ষ তে নমঃ শিবায়

দক্ষ-সপ্ততন্তু-নাশ-দক্ষ তে নমঃ শিবায় ।

ঋক্ষরাজ-ভানু-পাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায়

রক্ষ মাং প্রপন্ন-মাত্র-রক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিলোচন, দীনের প্রতি তোমার কুপা-কটাক্ষ বর্তমান, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে দক্ষযজ্ঞনাশন-দক্ষ, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়,’ । হে চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নি-লোচন, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । হে প্রপন্ন-মাত্রের রক্ষক, আমাকে রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ১৯ ॥

ন্যকু-পাগয়ে শিবঙ্করায় তে নমঃ শিবায়

সঙ্কটাজি-তীর্ণ-কিঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ।

পঙ্ক-ভীষিতাভয়ঙ্করায় তে নমঃ শিবায়

পঙ্কজাননায় শঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি হস্তে মৃগ ধারণ করিয়াছ, তুমি শুভকর, তোমার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়’ । তোমার, কিঙ্কর হইলেই সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়,

তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়,' কলুষরাশি বাহাকে ভয়চকিত করিয়াছে, তুমি তাহাকেও অভয় প্রদান কর, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । তুমি কমলবদন শঙ্কর, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২০ ॥

কর্ম-পাশ নাশ নীল-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

শর্যদায় নগ্ন-ভস্ম-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ।

নিগ্নমর্ষি-সেবিতোপকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়

কুর্মহে নতীর্নগদ-বিকুণ্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—হে কর্মপাশনাশন নীলকণ্ঠ, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । তুমি সুখদাতা, লীলা সময়ে তোমার আকণ্ঠ চিত্তভঙ্গ অমুলেপন, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । মনঃসন্দোষবির্জিত ঋষিগণ তোমার সমীপস্থান আশ্রয় করিয়াছেন, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । হে বিকুননয়ন-ত-আমরা বহু প্রণাম করিতেছি, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২১ ॥

বিকটপাদিপায় নম্র-জিহবে নমঃ শিবায়

শিষ্ট-বিপ্রহৃদ-গুহা-চরিত্তবে নমঃ শিবায় ।

ইষ্ট-বস্তু-নিত্য-তুষ্ট-জিহবে নমঃ শিবায়

ককটনাশনায় লোক-জিহবে নমঃ শিবায় ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ।—যিনি জগতের অধিপতি, বিষ্ণু বাহার নিকট নম্র, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি শিষ্ট ব্রাহ্মণগণের হৃদয়-গুহায় সঞ্চরণশীল, সেই শিবকে নমস্কার । জিহ্বা অজুন বাহার নিকট ইষ্ট বর প্রাপ্ত হইয়া নিত্য তুষ্টিলাভ করিয়া-ছিলেন, সেই শিবের উদ্দেশ্যে নমস্কার । যিনি ককটবিনাশক এবং ত্রৈলোক-নদ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

অপ্রমেয়-দিব্য-সুপ্রভাব তে নমঃ শিবায়

সৎ-প্রপন্ন-রক্ষণ-স্বভাব তে নমঃ শিবায় ।

স্বপ্রকাশ নিস্তলানুভাব তে নমঃ শিবায়

বিপ্রভিষ্মদশিতার্দ্রভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।—হে অপ্রমেয়-দিব্যপ্রভাব, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । হে সৎপ্রপন্ন-সাধুজন-রক্ষণ-শীল, তোমার উদ্দেশ্যে 'নমঃ শিবায়' । হে স্বপ্রকাশ, হে অন্তল-



জ্ঞানসম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । বিপ্র-বালকের প্রতি তুমি করুণার্জ্জব প্রদর্শন করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৩ ॥

সেবকায় মে যুড় প্রসাদ তে নমঃ শিবায়  
ভাব-লভ্য-তাবক-প্রসাদ তে নমঃ শিবায় ।  
পাবকাক্ষ দেব-পূজ্যপাদ তে নমঃ শিবায়  
তাবকাক্ষি ভক্তদত্তমোদ তে নমঃ শিবায় ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ :- হে যুড়, আমি সেবক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তোমার প্রসন্নতাই কেবল ভক্তিভাবলভ্যতাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । হে অগ্নিগোচন, তোমার চরণ-দেবগণের পূজা, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' । তোমার চরণ-কমল-ভক্তকে তুমি আনন্দ প্রদান করিয়া থাক, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়' ॥ ২৪ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-দিব্যভোগ-দায়িনে নমঃ শিবায়  
শক্তি-কল্লিত-প্রপঞ্চ-ভাগিনে নমঃ শিবায় ।  
ভক্ত-সঙ্কটাপহার-যোগিনে নমঃ শিবায়  
যুক্ত-সন্মত-সরোজ-যোগিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ :- যিনি (ঐহিক) ভোগ, মুক্তি এবং দিবা ভোগ দান করেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি নিজশক্তিকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, সেই শিবকে নমস্কার । ভক্তগণের ক্রোধাপহারী যোগরত শিবকে নমস্কার । যোগযুক্ত সাধুর হৃদয়কমলে ধাঁহার সঙ্গ সতত বর্তমান, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

অন্তকান্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায়  
শান্তমায়-দন্তি-চন্দ্র-ধারিণে নমঃ শিবায় ।  
সন্ততাপ্রিত-ব্যথা-বিদারিণে নমঃ শিবায়  
জন্ত-জাত-নিত্য-সৌখ্য-কারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি অন্তকের অন্তক ও পাপবিনাশী, সেই শিবকে নমস্কার । ধাঁহার মায়া উপশান্ত হইয়াছে, পরিধানে ধাঁহার করিচন্দ্র, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি আশ্রিতগণের সতত ব্যথা বিনাশ করেন, সেই শিবকে নমস্কার । যিনি সকল প্রাণিগণকে নিত্য সুখ প্রদান করেন, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

শূলিনে নমো নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায  
পালিনে বিরিক্তুগুণমালিনে নমঃ শিবায ।  
লীলিনে বিশেষরুণমালিনে নমঃ শিবায  
শীলিনে নমঃ প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদঃ**—শূলধারীকে নমস্কার, কপালমালীকে নমস্কার, শিবকে  
নমস্কার । যিনি পালক, যিনি রক্ষার শৃঙ্খলা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকে  
নমস্কার । যিনি লীলাময় হইয়া বিশেষ নরশৃঙ্খলা ধারণ করেন, সেই শিবকে  
নমস্কার । যিনি প্রশস্তশীল এবং প্রকৃষ্ট পুণ্যশালী, তাঁহাকে নমস্কার, সেই শিবকে  
নমস্কার ॥ ২৭ ॥

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং চতুষ্পদোল্লাসপদ্যমণিঘটিতাম্ ।  
নক্ষত্রমালিকামিহ দধতু পক্ঠং নরো ভবেৎ সোমঃ ॥ ২৮ ॥

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদস্ত  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষত্রমালা-  
স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদঃ**—এই শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রা চতুষ্পদ-শোভিতঃ পদ্য-রত্নে নির্মিত ।  
ইহা নক্ষত্রমালা । মানব ইহ-জীবনে উপকণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠসমীপে ধারণ করিলে  
পঞ্চান্তরে নিকটে রাখিলে সোম হইয়া থাকে । ( সোম শিবস্তপ্রাপ্ত, পঞ্চান্তরে চন্দ্র ।  
চন্দ্র নক্ষত্রমালার নিকটে থাকেন, তাই এ স্থানে সোম শব্দ দুই অর্থে  
প্রযুক্ত হইয়াছে । এই স্তবের বিশেষত্ব—সমস্ত স্তব পাঠে ১০৮ বার নমঃ শিবায  
উচ্চারণ হয়, অনুবাদে যেখানে পারিয়াছি, সেখানে নমঃ শিবায সাতাই রাখিয়াছি ।  
যেখানে তেমন খাপ খায় না, সেইখানে শিবকে নমস্কার, এইরূপ অনুবাদ প্রদান  
করিয়াছি ) ॥ ২৮ ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-  
ভগবানের রচনাতে শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বেদসারশিব-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

পশুনাং পতিং পাপনাশং পরেশং,

গজেন্দ্রস্য কৃতিং বসানং বরেণ্যম্ ।

জটাজুটমধ্যে ক্ষুরদগাঙ্গবারিং,

মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিণ্ \* ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পশুদিগের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, বাহ্যর জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমাত্র স্মরারি মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১ ॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং,

বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূমম্ ।

বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং,

সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অর্য্য-তিকূল নির্মূল করেন, যিনি বিভূ, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ, বাহ্যর চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি নয়নত্রয় এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্তৃ প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং,

গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাধীতরূপম্ ।

ভবং ভাস্বরং ভাস্বনা ভূমিতাঙ্গং,

ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্তৃম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, বাহ্যর গলদেশ নীলবর্ণ, যিনি ব্রহ্মে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় ( পরম দীপ্তি-

\* ‘স্মরামি স্মরারি’ পাঠ্য হ্রস্ব ।

মান্), যিনি ভস্ম দ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শস্তো শশাঙ্কার্কমৌলে,

মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্ ।

ত্বমেকো জগদব্যাপকো বিশ্বরূপঃ,

প্রসাদ প্রসাদ প্রভো পূরুরূপ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পার্শ্বতীশ! হে শস্তো! হে চন্দ্রার্কমৌলে! হে জটাজূটধারিন্! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি পূর্ণব্রহ্ম। হে মহেশ্বর! হে শলধারিন্! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাগং,

নিরীহং নিরাকারমোক্ষারবেণম্ ।

যতো জাগতে পাল্যতে যেন বিশ্বং,

তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—ঐহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি জগতের পালয়িতা এবং জগৎ ঐহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই নিষ্ক্রিয় নিরাকার আশ্রয় জগদ্বীজ প্রণব-বাচ্য এক পরমাত্মস্বরূপ মহেশ্বরকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-

র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।

ন গ্রীষ্মো \* ন শীতং ন দেশো ন বেশো,

ন যশ্চাস্তি মূর্ত্তিস্তিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥ ৬ ॥ •

**অনুবাদ** ।—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং ঐহার তন্দ্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশ নাই ও ঐহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়াস্বক, তাঁহাকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

\* 'ন গ্রীষ্মো' এই পাঠ সমীচীন. মূলস্থ পাস ন-গ্রীষ্মো। একরূপ উচ্চারণ দ্বারা জল্লাদোষ পরিহার্য। ইহা কেহ কেহ বলেন।

অজং শাস্তং কারণং কারণানাং,

শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং ।

তুরীয়ং তমঃপারমাণুস্তুহীনং,

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈত-হীনম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্বমঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, যিনি জগৎপ্রকাশক চক্ৰ-স্বৰ্ঘ্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে,

নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য,

নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—হে বিভো ! হে বিশ্বমূর্তে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে চিদানন্দময় ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে ভগবন্ ! তুমি তপস্তা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্তাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । হে শিব ! তুমি শ্রুতিজনিত জ্ঞানেব গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ,

মহাদেব শস্তো মহেশ ত্রিনেত্র ।

শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে,

হৃদন্তো বরেণ্যো ন.মান্তো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—হে প্রভো ! হে শূলপাণে ! হে বিভো ! হে বিশ্বনাথ ! হে মহাদেব ! হে শস্তো ! হে মহেশ ! হে ত্রিনেত্র ! হে গৌরীপতে ! হে শান্ত ! হে মদনরিপো ! হে পূরবিজয়িন্ ! তোমা হৃদেতে বরেণ্য মান্য অস্ত্র কেহ নাই, গণ্যও নাই ॥ ৯ ॥

শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,

গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।

কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক-

• স্থং হংসি পার্শ্বি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- হে শম্ভো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় ! হে শূলপাণে !  
হে গৌরীপতে ! হে পশুপতে ! হে পশুপাশবিনাশিন্ ! হে কাশীপতে ! একমাত্র  
তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগৎসৃষ্টি  
করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥

ত্বন্তো জগদ্ববতি দেব ভব স্মরারে,

ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মূড় বিশ্বনাথ ।

ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ,

লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

বেদসারশিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে ভব ! তোমা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে । হে  
দেব ! হে মদনাস্তকারিন্ ! হে মূড় ! হে বিশ্বনাথ ! তোমাতেই জগৎ  
অবস্থিত আছে । হে ঈশ ! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় । হে হর,  
এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১

বেদসার-শিব-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## শিবনামাবল্যষ্টক ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

হে চন্দ্রচূড় মদনাস্তক শূলপাণে,

স্বাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো ।

ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে চন্দ্রমোলে ! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে  
শূলপাণে ! তুমি স্বাণু । হে গিরীশ ! তুমি গিরিজাপতি । হে মহেশ ! শম্ভো !  
তুমি ভীতগণের ভয় দূর কর । হে জগদীশ্বর ! তুমি অনাগ আমাকে ভব-  
দুঃখসকট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১ ॥

হে পার্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে,

ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ ।

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে চন্দ্রশেখর ! হে পার্বতীহৃদয়বল্লভ ! হে চন্দ্রমৌলে !  
হে ভূতাধিপ ! হে প্রমথনাথ ! হে গিরীশ ! হে জপামন্ত্রস্বরূপ অথবা  
হে নগেশ্বর তনয়াপতে, হে বামদেব ! হে ভব ! হে রুদ্র ! হে পিনাক পাণে ! হে  
জগদীশ্বর ! তুমি ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ২ ॥

হে নীলকণ্ঠ রমভদ্রজ পঞ্চবক্ত,

লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্কর ।

হে ধ্বজটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নীলকণ্ঠ ! হে বৃষধ্বজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ !  
তুমি অনন্তনাগকে বলরূপে ধারণ করিয়াছ । হে প্রমথেশ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার  
কর । হে ধ্বজটে ! হে পশুপতে ! হে গিরিজাপতে ! আমাকে ভবদুঃখ-সঙ্কট  
হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব,

গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ ।

বাণেশ্বরাক্ষকরিপো হর লোকনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলায় এবং সকলের মঙ্গলবিধান  
করিতেছ । হে দেবদেব ! তুমি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের  
অধিনায়ক । হে নন্দিকেশ্বর ! হে বাণেশ্বর ! হে অক্ষকরিপো ! হে হর !  
হে লোকনাথ ! হে জগদীশ্বর ( আমাকে ) ভবদুঃখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ  
কর ॥ ৪ ॥

বারাণসীপুরপতে মণিকণিকেশ,

বীরেশ দক্ষমথকাল বিভো গণেশ ।

সর্বজ্ঞ সর্বরূদয়ৈকনিবাস নাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে বিভো ! তুমি বারাণসী পুরীর অধীশ্বর, তুমি মণি-  
কণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে  
গণেশ্বর ! তুমি সকল জানিতেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের জন্মমরিক্তনে  
অবস্থিত কর। হে নাথ ! হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখ-দঙ্কট হইতে  
পরিব্রাজ্য কর ॥ ৫ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো,

হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ ।

ভস্মাক্ষরাগনুকপালকলাপমাল,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শ্রীমন্ ! হে মহেশ্বর ! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার  
কৃপাতেই অনন্ত বক্ষাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। হে দয়ালো ! হে ব্যোমকেশ !  
হে শিতিকণ্ঠ ! হে ভূতগণের অধিপতি ! তুমি ভস্ম দ্বারা অক্ষরাগ করিয়া থাক  
এবং নরকপালসমূহনির্মিত মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ ! ( আমাকে )  
ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিব্রাজ্য কর ॥ ৬ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে,

মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস ।

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ত্রিলোচন ! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, হে  
বৃষাকপে ! হে মৃত্যুঞ্জয় ! ত্রিজগৎ তোমাতে অর্বাষ্মত, তুমি নারায়ণের অতি  
প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই  
তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিব্রাজ্য  
কর ॥ ৭ ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ,

বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ।



হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো,

সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বের জন্ম তোমা হইতে, তুমিই বিশ্ব-প্রপঞ্চক্রপের বিনাশ করিয়াছ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে । হে করুণাময় ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু । হে জগদীশ ! ( আমাকে ) ভবদুঃখসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮ ॥

গৌরীবিলাসভূবনায় মহেশ্বরায়,

পঞ্চাননায় শরণাগতকল্লকায় ।

শর্কবায় সর্বজগতামধিপায় তস্মৈ

দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায ॥ ৯ ॥

শিবনাগাবল্যষ্টকং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ :- হে বিভো ! যিনি গৌরীর বিলাসভূমি, যিনি মহেশ্বর, যিনি পঞ্চবক্ত, যিনি শরণাগত জনের সামর্থ্যদাতা, যিনি শর্ক অর্থাৎ প্রলয়-কালে জগৎ সংহার করেন, যিনি সর্বজগতের অধিপতি, সেই দারিদ্র্যদুঃখদাহে অনলস্বরূপ শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

শিবনাগাবল্যষ্টক সমাপ্ত ।

## দশশ্লোকী স্তুতি ।

সাম্বো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব হৃদীয়া বয়ং

সাম্বং স্তৌমি সুরাসুরোরগগণাঃ সাম্বেন সন্তারিতাঃ ।

সাম্বায়াস্ত্ব নমো ময়া বিরচিতং সাম্বাৎ পরং নো ভজ্যে,

সাম্বস্থানুচরোহস্যাহং গম্য রতিঃ সাম্বৈ পরব্রহ্মণি ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- সাম্ব অর্থাৎ অধিকা-সম্বিত শিব আমাদের কুলদেব ; হে সাম্ব-পশুপতে ! আমরা তোমারই ; আমি সাম্ব-তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি । ( যখন সাগরমহনকালে কালকূট উৎপন্ন হয়, তখন ) দেব, দানব ও সর্পগণ সাম্ব-তোমা কর্তৃক নিস্তারিত ( রক্ষিত ) হইয়াছিলেন । সাম্ব-তোমার উদ্দেশে

আমার কৃত এই প্রণাম সমর্পিত হউক । সাধু-তোমা হইতে ভিন্ন আমি অণু  
কাহারও আরাধনা করি না ; আমি সাধু-তোমারই কিঙ্কর ; পরব্রহ্মরূপী সাধু-  
তোমাতে আমার রতি ( অনুরাগ ) হউক । ( পদার্থবাচক প্রথমা সম্বোধনে প্রথমা  
প্রভৃতি সাতটি বিভক্তি যোগে এই শ্লোকে স্তব করা হইয়াছে ) ॥ ১ ॥

বিষ্ণুদ্বাদশ পুরত্রয়ং সুরগণা জেতুং ন শক্তাঃ স্বয়ং,

যং শস্তুং ভগবন্ বয়ং তু পশনোহস্মাকং ত্রমেবেশ্বরঃ ।

স্বস্বস্থাননিয়োজিতাঃ স্তমনসঃ সস্থা বভুবন্তত-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তুথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—বিষ্ণু প্রভৃতি সুরবন্দ ত্রিপুরাসুরকে স্বয়ং পরাজিত করিতে  
অক্ষম হইয়া যে মহেশ্বরের ( শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন ) “ভগবন্, আমরা  
পশুসদৃশ ; একমাত্র তুমিই আমাদের ঈশ্বর,” ইহার পরে ( তোমারই শক্তিতে  
ত্রিপুরবিজয় হইলে ) সুরগণ স্বস্বস্থানে নিয়োজিত হইয়া স্বস্থতা লাভ করেন, সেই  
পরব্রহ্ম সাধু-শিবে আমার মন অনিন্দসহকারে রত হউক ॥ ২ ॥

ক্লৌণী যস্য রথো রথাক্ষয়ুগলং চন্দ্রার্কবিশ্বদ্বয়ং,

কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদ্বাণো বিধিঃ সারথিঃ ।

ভূগীরো জলধির্হয়াঃ শ্রুতিচয়ো মোক্ষৌ ভূজঙ্গাধিপ-

স্তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তুথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—( যখন ) ত্রিপুরাসুরের সাহিত যুদ্ধ ঘটে, তখন বহুমতী  
যাহার রথ, চন্দ্র-সূর্য্য রথের চক্রযুগল, কনকপর্ব্বত স্তম্ভের শরাসন, ত্রিহরি  
শর, ব্রহ্মা সারথি, সাগর ভূগীর, বেদসকল অথ ও অনন্তদেব মোক্ষৌ হইয়া-  
ছিলেন, মদীয় চিত্ত সেই পরব্রহ্মরূপী সাধু-শক্রে সানন্দে রত হউক ॥ ৩ ॥

যেনাপাদিতমঙ্গজাঙ্গভাসিতং দিব্যাক্ষরাগৈঃ সমং,

যেন স্বীকৃতমজ্জসম্ভবশিরঃ সৌবর্ণপাতৈঃ সমম্ ।

যেনাস্বীকৃতমচ্যুতস্য নয়নং পূজারবিন্দৈঃ সমং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তুথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—যিনি অনেকের অঙ্গভঙ্গ দিব্য অক্ষরাগের সমান করিয়াছেন,  
অর্থাৎ কল্পদেবকে ভস্মীভূত করিয়া সেই বিভূতি দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ

বিলিপ্ত করিয়াছেন ; যিনি (রৌষবশে) কমলযোনি ব্রহ্মার একটি মস্তক-  
চ্ছেদন করিয়া কাঞ্চনপাত্রেয় সমান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (একদা  
ঐহরি সহস্রসংখ্য পদ্ম দ্বারা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি পদ্ম নূন দর্শন করিলে)  
যিনি পূজোপহার পদ্মগুচ্ছগুলির সঙ্গে হরির একটি নয়নকমল গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন, সেই গৌরীসমবেত সাধ শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৪ ॥

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চাৰ্য্য হস্তাবুভা-

বুদ্ধত্যাথ শিবস্ত সন্নিধিগতো ব্যাসো মুনীনাং বরঃ ।

যস্য স্তুতিতপাগিরানতিকৃতা নন্দীশ্বরেণাভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—একদা মনিগণপ্রবর দৈবায়ন “গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ  
দেবতা অত্ৰ কেহ নাহি” এই বাক্য উচ্চারণ পূর্বক বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া শিব-  
সকাশে সমাগত হইলে যদীয় সেবক নন্দিকেশ্বর তাঁহার বাহুদ্বয় স্তুতিত করিয়া-  
ছিলেন, সেই সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৫ ॥

আকাশশ্চিকুরায়তে দশদিশাতোগো ছুকূলায়তে,

শীতাংশুঃ প্রসবায়তে স্থিরতরানন্দঃ স্বরূপায়তে ।

বেদান্তো নিলয়ায়তে স্থবিনয়ো যস্য স্বভাবায়তে,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—নভোমণ্ডল বাহার কেশপাণরূপে বিद्यমান, দশদিক্ বাহার  
পট্টিবসনস্বরূপ, চন্দ্র বাহার পুষ্প-ভূষণস্বরূপ ; নিত্য আনন্দ বাহার স্বরূপ,  
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষৎমধ্যে যিনি অধিষ্ঠিত, স্থবিনয় বাহার স্বভাব, সেই  
সাধ পরমব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৬ ॥

• বিষ্ণুর্যস্য সহস্রনামনিয়মাদস্তোরুহৈরুচ্চর-

ম্বেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাজ্জদ্বয়ে ।

সংপূজ্যাস্ত্রসংহতিং বিদলয়ন্ত্রৈলোক্যপালোহভবৎ,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্তথেন রমতাং সাস্থে পরব্রহ্মণি ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার সহস্র নামের ঐকৈক নামে এক এক পদ্ম প্রদানে  
রুতসঙ্কর ঐহরি, তাহা হইতে একটি পদ্ম নূন দেখিয়া নিজ নয়নকমল উৎপাটন

করত চরণকমলযুগল পূজা করায় অমরনিকরকে দলিত করিয়া ত্রিণোকপালকতা লাভ করেন, সেই গৌরীসম্মত পরব্রহ্মরূপী শঙ্কর মদীয় চিত্তে সানন্দে রত হউন ॥ ১ ॥

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুষং পাদাম্বুজাদর্শনে,

চক্রে যো দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে ।

মিথ্যাবাচমপূজ্যমেব সততং হংসস্বরূপং বিধিং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালপ্রদেশে বাহার বিরাট মূর্ত্তির চরণকমলের সন্ধান পান নাই, আর সেই সত্য কথা প্রকাশ করাতে যিনি বিষ্ণুকে রূপা-পূর্ব্বক সমস্ত জগতেও আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া ( উক্কে উখিত হইয়া ) বাহার ( বিরাটমূর্ত্তিব ) মস্তক-দর্শন না হইলে ও দর্শন করিয়াছি, এইরূপ মিথ্যা বলাতে যিনি তাঁহাকে সতত অপূজা করিয়া দেন,—সাম্ব পরব্রহ্মরূপী সেই শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৮ ॥

নশ্রাসন্ ধরণী জলাগ্নি-পবন-ন্যোমার্ক-চন্দ্রাদয়ো,

বিখ্যাতাস্তনবোহৃষ্টধা পরিণতা নান্নভতো বর্ভতে ।

ওঙ্কারার্থবিবেচনী শ্রুতিরিয়ং চাচক্ষু তূর্য্যং শিবং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—বাহার মূর্ত্তি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বোম, চন্দ্র, সূর্য্য, যজমান এই অষ্টধা পরিণত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ; ব্রহ্মাণ্ডে বাহা হইতে অতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই ; শ্রণবের অর্থবিচারিণী শ্রুতি বাহাকে তুরীয়া পুরুষ শিব বলিয়া বর্ণন করেন, সেই উমাসহস্র পরব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুব্রহ্মশ্রুতধিপপ্রভৃতয়ঃ সর্বেহপি দেবা যদা,

সমুতাজ্জলধেবিষাং পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্ত্বরম্ ।

তানার্ভান্ শরণাগতানিতি শ্রুতান্ যোহরক্ষদর্শকৃণাং,

তস্মিন্ মে হৃদয়ং স্থথেন রমতাং সাম্বে পরব্রহ্মণি ॥ ১০ ॥

ইতি দশশ্লোকী স্তুতিঃ সমাপ্তা ।

**অনুবাদ** ।—সমুদ্রমহনকালে সমুদ্র হইতে কালকূট সমুৎপন্ন হইলে ত্রিহরি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ যখন সেই মহাবিষ হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে কাতর ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অর্দ্ধকর্ণমধ্যে (সেই কালকূট পান করিয়া) সকলের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, সেই সাধ পদ্মব্রহ্মরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ১০ ॥

দশলোকী স্তুতি সম্পূর্ণ ।

## শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র ।

গণেশায় নমঃ ।

আদৌ কস্ম্যপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুমং মাতৃকুক্কৌ স্থিতং মাং,  
বিগ্নদ্রোমেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ।  
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রথমতঃ কৰ্ম্মবন্ধ-নিবন্ধন আমি কলুবর্ণ জননা-জঠরে যখন নিবিষ্ট ছিলাম, তখন অপবিত্র মলমূত্রমধ্যে মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সৰ্কাদা নানারূপ ব্যথা দিয়াছে; অথবা যে যে দুঃখ তথায় ব্যথা দিয়া থাকে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? (এই সকল দুঃখই আমার অপরাধের ফল) । হে শস্তো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ১ ॥

বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা,  
নো শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো \* ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুর্দান্ত ।  
নানারোগোৎস্রঃখাছুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখভোগ হইয়াছে, তৎকালে আমার সর্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত হইত, স্তম্ভপানে তৃষ্ণা জন্মিত, (তখন ইচ্ছামত স্তনদুগ্ধ পান করিতে পারিতাম না), আমার ইঞ্জিয়-

\* 'নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো' পাঠান্তর ।

গ্রাম সবেও তাহাদিগের উপর আমার প্রভুত্ব ছিল না, সুতরাং সংসারজ্ঞে  
উৎপাদিত মশকাদি জীবগণ নিরত আমাকে বাধা দিয়াছে, নানারোগে অসীম  
ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর উদয়পোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম  
শ্রবণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব! (এই সকলই আমার  
অপরাধ) আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২ ॥

প্রোক্তোহহং বোবনশ্চো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্শ্মশ্ৰুসকৌ,  
দক্টো নক্টো বিবেকঃ স্ততধনযুবতীস্বাত্মসৌখ্যে নিমগ্নঃ ।  
শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,  
কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিবঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৩॥

অনুবাদ :- আমি বয়োবৃদ্ধির পরে বোবন প্রাপ্ত হইলাম, পঞ্চ (শব্দ,  
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) বিষয়-ভুজঙ্গ আমার মর্শ্বসন্ধিতে দংশন করিল, তাহাতেই  
আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, ধন, পুত্র, যুবতী-সন্তোগ ও স্বাত্তোজনে  
মুগ্ধজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আদক্ত থাকিতাম। আমার চিন্তা পরিণামচিন্তা-  
শূন্য হইয়া মন ও গর্বেব বশীভূত ছিল। (এই সকলই আমার অপরাধ)  
হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৩ ॥

বার্কিক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ,  
পাটৈ রোগৈবিয়োগৈস্তনবাসিতবপুঃ প্রোড়িহীনং চ দীনম্ ।  
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটেধ্যনশূন্যং,  
কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিবঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥৪॥

অনুবাদ :- বার্কিকা উপস্থিত হইল, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল,  
জ্ঞান হাস প্রাপ্ত, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে পাপ, রোগ ও বিয়োগভঃ বৃত্ত  
হইতেছে, কিন্তু দেহের অবসান নাই, কেবল অবসাদগ্রস্ত ও ক্লীণ, (তথাপি)  
আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া কতরূপ ইচ্ছা করত ভ্রমণ করিতেছে,  
ধূর্জটের ধ্যানে প্রবৃত্ত হয় না; (এই সকলই আমার অপরাধ) হে শিব! হে  
মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৪ ॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকস্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যবাযাকূলাখ্যং,  
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে ।

নাহ্মা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং,  
ক্ৰন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব! শস্তো ॥৫॥

**অনুবাদ**।—প্রতিপদে জটিল ও প্রত্যাবারবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কৰ্ম্ম করিবার (যখন) শক্তি হয় নাই, (তখন) দ্বিজকুলবিহিত শ্রোত কৰ্ম্মের আর গারভূত ব্রহ্মমার্গের কথা আর বলিব কিরূপে? (কলতঃ) যখন ধর্ম্মে আস্থা হয় নাই, (তখন) শ্রবণ মনন বিচার কি? কিপের বা নিদিধ্যাসন 'অর্গাং' কিছুই করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার এই সকল অপবাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৫ ॥

স্নাত্বা প্রতুষকালে স্পননবিধিবিধৌ নান্নতং গাঙ্গতোয়ং,  
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহ্নতরগহনাং খণ্ডবিল্বীদলানি ।  
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্তদর্থং,  
ক্ৰন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—হে শিব, আমি প্রত্যুষে স্নান করিয়া তোমার বিধিবিহিত অভিষেকের জন্ত গাঙ্গাজল আনয়ন করি নাই, কখনও তোমার পূজার জন্ত অরণ্যমধ্যে গমন পূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার জন্য সরোবর হইতে বিকসিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শস্তো! হে মহাদেব! আমার এই সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৬ ॥

দুগ্ধৈর্গন্ধাভ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং  
নো লিপ্তং চন্দনাগ্ধৈঃ কনকবিরচিতৈঃ \* পূজিতং ন প্রসূনৈঃ ।  
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপাহারৈঃ,  
ক্ৰন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, স্নত, দধি, শর্করা একত্র করিয়া কোন শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও চন্দনাদি অমূলিপ্ত করি নাই, (অকৃত্রিম) ধূতূরপুষ্প বা (স্বর্ণাদি) রচিত (কৃত্রিম) গুপ্পে তাঁহার

পূজা করি নাই। ধূপ, কর্পূর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পূজা করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার (এই সকল) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজৈভ্যো,  
হব্যং তে লক্ষসংখ্যেহ'তবহবদনে নার্পিতং বীজমস্ত্রেঃ ।  
নো তপ্তং গাক্সতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্ধজাপো'র্ন বোদৈঃ,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৮॥

অনুবাদ :- হে মহেশ্বর! আমি কখন শিবনামযুক্ত তোমাকে চিন্তা করিয়া ব্রাদ্ধগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষ বীজমন্ত্র দ্বারা তোমার উদ্দেশে হোমদ্রব্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গাক্সতীরে বসিয়া ব্রত জপ নিয়ম অথবা বেদপাঠ পৃষ্ঠক কোন তপস্তা করি নাই এই সকলই আমার অপরাধ। হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার (সেই) অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৮ ॥

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুংকুন্তকে (১) সূক্ষ্মমার্গে,  
যান্ত্রে শাস্তিপ্রলীনে (২) প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরাগ্রে (৩) পরাখে।  
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং (৪) সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৯॥

অনুবাদ :- ( হে শস্তো! ) আমি পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া প্রণবময় খাসবায়ুর কুন্তকাবস্থায় ( শঙ্করকে স্মরণ করি নাই ), সূক্ষ্মমার্গে, ( সুসূক্ষ্মপথে ) শমপ্রলীনচিত্তে বিভবপ্রাপ্তচিত্তে জ্যোতিঃসমূহের আদি পরমতত্ত্বে ( কোথাও ) শঙ্করকে ( নিষ্কল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করি নাই ), ব্রহ্মবাচ্য অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য অথবা প্রণববাচ্য ভবদীর লিঙ্গপ্রতীক আলম্বনে অভীষ্ট স-কল-সমুণ ব্রহ্ম শঙ্করকে স্মরণ করি নাই, ( নিষ্কল ও স-কল-বিবিধরূপেই শঙ্করস্মরণ না করায় আমার ঘোর অপরাধ হইয়াছে ) হে শিব! হে মহাদেব! হে শস্তো! আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৯ ॥

(১) কুণ্ডলে (২) শাস্ত্রে যান্ত্রে মুখই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ (৩) জ্যোতিরূপে ও জ্যোতীরূপে এই একর পাঠও দেখা যায়। (৪) 'লিঙ্গন্তে ব্রহ্মবাক্যে' মুখই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ।



নম্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধজিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহাঙ্ককারো,  
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ ।

উন্মন্যাবস্থয়া হ্যাং \* বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,  
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥১০॥

অনুবাদ :- হে হর ! নম্র অর্থাৎ দিগম্বর, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ( সর্ববিষয়ে  
অনাসক্ত ও নির্বিকার ), সঙ্গ, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, অজ্ঞানরূপ-অন্ধকার-  
বর্জিত নাশাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি শিবমহিমাভিজ্ঞ ( কোন ব্যক্তিকে ) কখনই আমি দেখি  
নাই ; হে শঙ্কর ! উন্মন্যনামক যোগাবস্থায় কলিমলক্ষয়কারী তোমাকে স্মরণ করিতে  
পারি নাই, হে শিব, হে শস্তো, হে মহাদেব, আমার ( এই ) অপরাধ ক্ষমা করিতে  
আজ্ঞা হয় । ১০ ॥

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,  
সপৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোথবৈশ্বানরে ।  
দন্তিভ্রুকৃত-সুন্দরাস্বর-ধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,  
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলা † মণ্ডেশ্ব কিং কস্মাভিঃ ॥১১॥

অনুবাদ :- ষাঁহার মৌলি চন্দ্রখণ্ডপ্রদীপ্ত, যিনি কামদেবকে ভস্মী-  
ভূত করিয়াছেন, যিনি স্বায় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের  
মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্প দ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, ষাঁহার  
নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম দ্বারা সুন্দর অশ্বর ধারণ করিয়া-  
ছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই হবেন চিত্ত-বৃত্তি  
স্তির কর, অশ্ব কর্ণে প্রয়োজন কি ? ১১ ॥

কিং বানেন ‡ ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,  
কিংবা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।  
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,  
ধাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্বতাবল্লভম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে

\* উন্মন্যাবস্থয়া কচিৎ পাঠ ।

† ‘মণিলা’ এই পাঠও আছে ।

‡ দানেন’ পাঠও দৃষ্ট হয় ।

কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যে কি হইবে? পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পশু ঘাঁরাই বা কি হইবে? এই দেহ বা গৃহেই বা কি হইবে? এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, ইহা জানিয়া রে মন, দূর হইতে এ সকল পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্শ্বতীব্রভক্রে ভজনা কর, ভজনা কর ॥ ১২ ॥

আয়ুর্নশ্চাতি পশ্চাতাং প্রতিদিনং বাতি ক্ষয়ং যৌবনং,  
 . প্রত্যায়াস্তি গতঃ পুনর্ন দিবসাঃ কাণো জগদ্রক্ষকঃ ।  
 লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,  
 তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**।—দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, এই যৌবন (প্রতিকর্ণ) ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্বার আগমন করিতেছে না, সন্ধ্যাসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলকেই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও সলিলতরঙ্গের স্তায় চপল, এই জীবন বিদ্যুতের স্তায় চঞ্চল! অতএব হে শরণদ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

বপুঃ প্রাতুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মানি পুরা  
 পুরারে ন প্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্ ।  
 নমস্তুক্তঃ সম্প্রত্যহমতনুরগ্রেহপ্যনতিভাঙ্  
 মহেশ ক্ষন্তব্যং তমিদমপরাধদ্বয়মপি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**।—হে ত্রিপুরাস্তক, এই শরীর যখন হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তোমাকে কখনই প্রণাম করি নাই, ইহা অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি তোমাকে প্রণাম করিয়া (তাহার কলে মুক্তিলাভ করার শরীর ধারণ কারব না; স্মরণ্য পরে) আর তোমাকে প্রণাম কবিতো পারিব না, (অগ্র-পশ্চাতে প্রণাম না করার জন্ত যে) এই দুই অপরাধ, হে মহেশ, তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা ১৭ ॥ ১৪ ॥

করচরণকৃতং বাক্যাজং কশ্মজং বা,  
 অবগনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।  
 বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব,  
 জয় জয় করুণাক্ষে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**।—হে শস্তো! হে মহাদেব! আমার হস্তকৃত, পাদকৃত,

বাক্যকৃত, শরীরকৃত, কৰ্ম্মকৃত, প্রবণকৃত, নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাঁহা কিছু করিয়াছি, হে কৰুণাসাগর ! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হ শম্ভো ! হে মহাদেব ! তোমার জয় হউক ॥ ১৫ ॥

গাত্রং ভস্মাসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,  
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।  
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূৰ্দ্ধনি,  
সৌহৃদ্যং সৰ্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥\*

ইতি শিবরাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—যাঁহার গাত্র ভস্মাঙ্কলেপনে শ্বেতবর্ণ, হাত্রে শ্বেতবর্ণ, হস্তে শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্টাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, সেই সৰ্ব্বশ্বেত শঙ্কর পাপক্ষয় সহ বিভব প্রদান করুন ॥ ১৬ ॥

শিবাপরাধক্ষমাপনস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্র ।

উপাসকানাং যদুপাসনীয়-  
মুপাত্তবাসং বটশাখিমূলে ।  
তদ্ধাম দাক্ষিণ্যজুষা স্বমূর্ত্য।  
জাগৰ্ত্তু চিত্তে মম বোধরূপম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—উপাসকগণের যিনি উপাসনীয়, বটরক্ষের মূলে অবস্থিত সেই জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতিঃ, দাক্ষিণ্যপূর্ণ নিজ মূর্তি আশ্রয়ে আমার চিত্তে জাগরিত থাকুন ॥ ১ ॥

অদ্রাক্ষমক্ষীগ-দয়ানিধান-  
মাচার্য্যমাগং বটমূলভাগে ।  
মৌনেন মন্দস্মিতভূষিতেন  
মহর্ষি-লোকস্ত তমো মুদন্তম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—পূর্ণদয়ানিধি যুহ্মন্দ ঈবং তাস্তযুক্ত মৌন-মুদ্রা-দ্বারা মহর্ষি-বৃন্দেয় অজ্ঞানাকার দূর করিতেছেন, এইরূপ প্রথম আচার্য্যকে আমি বট-মূলদেশে বোধিয়াছি ॥ ২ ॥

বিদ্রাবিতাশেমতমোগুণেন  
মুদ্রাবিশেষেণ মুহুমুর্নীনাম্ ।  
নিরস্ত্রায়াং দয়য়া বিধত্তে  
দেবো মহাংস্তত্ত্বমসীতি বোধম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—মহাদেব অশেষ তমোগুণবিনাশী মুদ্রাবিশেষ দ্বারা মূর্নি-গণের অবিজ্ঞা দূর করিয়া কৃপা পূর্বক তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ-বোধ সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অপারকারুণ্য-সুধাতরঙ্গৈ-  
রপাঙ্গপাঠৈরবলোকয়ন্তম্ ।  
কঠোর-সংসার-নিদাঘ-তপ্তান্  
মুনীনহং নোমি গুরুং গুরুণাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি দারুণ সংসারতাপতপ্ত মূর্নিগণের প্রতি অপার করুণাসুধাতরঙ্গময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাত করিতেছেন, গুরুগণের সেই গুরুকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

মমাগ্ দেবো বটমূলবাসী  
কৃপাবিশেষাৎ কৃত-সন্নিধানঃ ।  
ওঙ্কাররূপাম্পদিশ্য বিগ্রাম্  
আবিগ্ধকধাস্তমপাকরোতু ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—বটমূলবাসী অভীষ্টদেব বিশেষ কৃপাশুণে সন্নিহিত হইয়া প্রণববিজ্ঞা উপদেশ পূর্বক অস্ত্র আমার অবিজ্ঞা-অন্ধকার দূর করুন ॥ ৫ ॥

কলাভিরন্দোরিব কল্লিতাঙ্গং  
মুক্তাকলাপৈরিব বন্ধমূর্ত্তিম্ ।  
আলোকয়ে দেশিকমপ্রমেয়-  
মনাগ্রবিজ্ঞাতিমিরপ্রভাতম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- ধাঁহার অঙ্গ-সমূহ যেন চক্রকলার দ্বারা নিশ্চিত, ধাঁহার  
মূর্ত্তি যেন মুক্তাকলাপে রচিত, অনাদি অবিজ্ঞা-তিমিরের প্রভাত তুলা সেই  
অতুলনীয় উপদেশকে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬ ॥

সদক্ষ-জানু-স্থিত-বামপাদং  
পাদোদরালঙ্কৃত-যোগপট্টম্ ।  
অপস্মৃতেরাহিতপাদমঙ্গে  
প্রণৌমি দেবং প্রণিধানবস্তম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- স্বীয় দক্ষিণ জাম্বুর উপরিভাগে ধাঁহার বাম পাদ অবস্থিত,  
ধাঁহার যোগপট্ট ভূজঙ্গে অলঙ্কৃত, মিথ্যাজ্ঞানরূপা মূর্ত্তিমতী অপস্মৃতির অঙ্গে  
ধাঁহার পাদপদ্ম অপিত, সেই প্রণিধান-যোগপরায়ণ দেব-দেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

তত্ত্বার্থমন্তেবসতামৃষীণাম্  
যুবাপি যঃ সন্ন্যপদেষ্ঠুমীক্ষে ।  
প্রণৌমি তং প্রাক্তনপুণ্য-জালৈ-  
রাচার্য্যমাশ্চর্য্য-গুণাধিবাসম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি যুবা হইয়াও (বৃদ্ধ) অস্তেবাসী ঋষিদিগকে তত্ত্বার্থ  
উপদেশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন, সেই আশ্চর্য্য গুণনিকেতন  
আচার্য্যকে প্রাক্তন পুণ্যপুণ্ড্রে স্তব করিতেছি ॥ ৮ ॥

একেন মুদ্রাং পরশুং করেণ  
করেণ চান্মেন মৃগং দধানঃ ।  
স্বজানু-বিন্যস্তকরঃ পুরস্তা-  
দাচার্য্যচূড়ামণিরাবিরস্ত ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- যিনি এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্তে কুঠার, অথ হস্তে

মৃগ ধারণ করিতেছেন, নিজ জাহ্নুতে অপর হস্ত বিস্তৃত, সেই অচার্য্যচূড়ামণি  
সম্মুখে আবিস্ফুট হউন ॥ ৯ ॥

আলেপবস্ত্রং মদনান্ধৃত্য।  
শার্দূলকৃত্য পরিধানবস্ত্রম্ ।  
আলোকয়ে কখন দোশকেন্দ্র-  
মজ্জানবারাকর-বাড়বাগিম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- মদনদেহভঙ্গ্য যাহার অমুলেপন, শার্দূল-চর্ম্ম যাহার  
পরিধানবস্ত্র, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের বাড়বানলস্বরূপ কোন দোশকেন্দ্রকে অবলোকন  
করি। দোশকেন্দ্র অর্থে আচার্য্য-চূড়ামণি ॥ ১০ ॥

চারুস্থিতং সৌমকলাবতংসং  
বীণাধরং ব্যক্ত-জটাকলাপম্ ।  
উপাসতে কেচন যোগিনস্ত-  
ম্পাত্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাহার শিরো  
ভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, যাহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদানু-  
সন্ধানযোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত তাঁহাকে কোন কোন (ভাগাবান্) যোগী উপাসনা  
করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

উপাসতে যং মুনয়ঃ শুকাদ্য।  
নিরাশিষো নিশ্চয়মতাদিবাশাঃ ।  
তং দক্ষিণামূর্ত্তিতনুং মহেশ-  
ম্পাস্মহে মোহ-মহাভি শাষ্টেত্য ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- শুক প্রভৃতি মমত্বদোষশূন্য নিকাম মুনিগণ যাহাকে  
উপাসনা করেন, মোহমহাভ্র-শাস্তির জন্য দক্ষিণামূর্ত্তি-রূপধারী সেই মহেশ্বরকে  
উপাসনা করি ॥ ১২ ॥

কাস্ত্য্য নিম্ভিত-কুন্দ-কন্দল-বপুন'ন্যগ্রোধমূলে বসন্  
কারুণ্যামৃতবারিভিগু'নিজনং সজ্জাবয়ন্ বীক্ষিতৈঃ ।

মোহ-ধ্বাস্ত-বিভেদনং বিরচয়ন্ বোধেন ততাদৃশা

দেবস্তত্বমসীতি বোধয়তু মাং মুদ্রাবতা পাণিনা ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—বাহার শরীরকান্তি কুলকুসুমপুঞ্জকে নিন্দা প্রদান করিয়াছে, বটমূলে যিনি অবস্থিত হইয়া করুণামৃতপূর্ণ দৃষ্টিপাতে মুনি-জনকে অমুগ্ধীত করিতেছেন, তাদৃশ অর্থাৎ মহাবাক্যজনিত জ্ঞানতুলা তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা যিনি মোহাকার দূর করিতেছেন, সেই দেব জ্ঞানমুদ্রাবক্ত করগন্ধেতে আমাকে, তত্বমসি এই বাক্যার্থ বোধ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥

অগোরগাত্রৈরললাট-নেত্রৈ-

রশান্তবেষৈরভূজঙ্গভূষণৈঃ ।

অবোধমুদ্রৈরনপাস্তুনিদ্রৈ-

রপূরকামৈরমরৈরলং নঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ।—বাহাদিগের দেহ শুভ্র নহে, বাহাদিগের ললাটে নেত্র নাই, বাহাদিগের বেশ শান্ত নহে, বাহাদের ভূজঙ্গ-ভূষণ নাই, বাহাদের হস্তে তত্বমুদ্রা নাই, বাহার (যোগবলে) নিদ্রাজয় করিতে সমর্থ হন নাই, বাহার পূর্ণকাম নহেন, এরূপ দেবতায় আমাদের প্রয়োজন নাই ॥ ১৪ ॥

দৈবতানি কতি সন্তি চাবনৌ

নৈব তানি মনসো মতানি মে ।

দীক্ষিতং জড়ধিয়ামনুগ্রহে

দক্ষিণাভিমুখমেব দৈবতম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—ভূমণ্ডলে কত দেবতা আছেন, তাঁহারা কিন্তু আমার মনোমত নহেন, জড়মতি জনগণের অনুগ্রহে ব্রতী দক্ষিণামুর্তিই (আমার মনোমত) দেবতা ॥ ১৫ ॥

মুদিতায় মুগ্ধশশিনাবতংসিনে

ভসিতাবলেপ-রমণীয়-মূর্তয়ে ।

জগদিস্রজাল-রচনা-পটীয়সে

মহসে নমোহস্ত বটমূলবাসিনে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—সুন্দর, শশিকলা-শিরোভূষণ, ভাস্মাতুলেপন-কমনীয়-কার,

ইন্দ্রজালরূপে জগৎনিৰ্মাণ-মুগ্ধু. বটমূলবাসী মৃদিত জ্যোতির প্রতি নমস্কার  
( অপি ত ) হউক ॥ ১৬ ॥

ব্যালম্বিনীভিঃ পরিতো জটাভিঃ

কলাবশেষেণ কলাধরেণ ।

পশ্চল্লাটেন মুখেন্দুনা চ

প্রকাশসে চেতসি নিৰ্ম্মলানাম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—তুমি চতুর্দিকে বিদ্যমান জটাকলাপশোভিত লুলাট ও  
কলাবশেষ-শশধর-ভূষিত চন্দ্রতুলা মুখমণ্ডলে ও ললাটে নগনবস্ত্র, তুমি নিৰ্ম্মল  
পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাক ॥ ১৭ ॥

উপাসকানাং ভ্রমুণাসহায়ঃ

পূর্ণেন্দুভাবং প্রকটীকরোমি ।

নদত্ত তে দৰ্শনমাত্রতো মে

দ্রব্যত্যাগো মানসচন্দ্রকান্তঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—( ১৮ দেব ! ) তুমি উদা-সমৰিত হইয়া উপাসকবর্গের পক্ষে  
পূর্ণচন্দ্রভাব প্রকাশ করিতেছ, ( উদাললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ও তোমার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র,  
এইরূপে পূর্ণচন্দ্র সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ পূর্ণচন্দ্রবৎ শুভ্র ও আল্লাদকর হইয়াছে )  
যে হেতু অতঃ তোমার দৰ্শনমাত্র আমার মানসরূপ চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হইতেছে ।  
( পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশে চন্দ্রকান্তমণির জলক্ষণ প্রসিদ্ধ—মানস আদ্র হয় তজ্জিবলে ) ॥ ১৮ ॥

বস্ত্রে প্রসন্নানুসন্দধানো

মুত্তিং মূদা মুগ্ধশাঙ্কমৌলেঃ ।

ঐশ্বর্য্যমায়ুর্লভতে চ বিদ্যা-

মস্তে চ বেদান্ত-মহারহস্তম্ ॥ ১৯ ॥

ইতি দক্ষিণামুত্তি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি আনন্দ সহকারে সুন্দর শশিকলা-মৌলি তোমার  
প্রসন্ন মুক্তির ধ্যান করেন, তিনি ঐশ্বর্য্য, আয়ুঃ ও বিদ্যা লাভ করেন এবং  
অন্তে বেদান্তমহারহস্ত বস্ত্র ( ব্রহ্ম ) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণামুত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত ।



# দক্ষিণামূর্ত্যষ্টক ।\*

ঐগণেশায় নমঃ ।

বিশ্বং দৰ্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজাস্তর্গতং

পশুশ্চাত্তানি মায়ায়া বহিরিবোদ্ধৃতং যথা নিদ্রিতম্ ।

যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং, †

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি দৰ্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর তায় এই নিজাস্তর্গত বিশ্বকে মায়াপ্রভাবে বহিঃপ্রদেশে উদ্ধৃতের তায় দর্শন করত নিদ্রাবস্থাপ্রাপ্ত স্বাত্মার নিদ্রাসাক্ষিষের তায় জাগ্রত সময়ে নিজ অদ্বয় আত্মাকে ( দৃশ্যমান বিশ্বের ) সাক্ষী করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ১ ॥

বীজশাস্ত্ররিবাক্কুরো ‡ জগদিদং প্রাণনির্বিকল্পং পুন-

শ্রায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্ ।

মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- বীজের মধ্যে যেমন অক্ষর থাকে, সেইরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে নির্বিকল্প ( অব্যাকৃত ) অর্থাৎ অব্যক্ত ছিল, যিনি তাহাকে মায়াকল্পিত দেশ-কাল-রূপাদি বৈচিত্র্যে বিবিধরূপী করিয়া মায়াবীর ( ঐন্দ্রজালিকের ) তায় অথবা মহাযোগীর তায় স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ২ ॥

যস্মৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসংকল্পার্থকং ভাসতে,

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্ ।

যৎসাক্ষাৎকরণান্তবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবান্তোনির্ধো,

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- বাহার সংস্করণ স্ফুরণ, অসংকল্প বিষয়রূপে প্রকাশ পাইয়া

\* অন্তবিধ দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র । পাঠান্তর দক্ষিণামূর্ত্যষ্টক ।

† ‘মেবাবাযং’ পাঠান্তর ।

‡ ‘বীজশাস্ত্ররিবাক্কুরং’ পাঠে ‘দং’ পদের অধাঃসার করিতে হয় না ।

থাকেন, 'তৎ স্বমসি' এই বেদবাক্য দ্বারা যিনি আশ্রিতগণের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করেন, যাহার সাক্ষাৎকার হইলে, ভবসমুদ্রে পুনরাগমন হয় না, সেই শ্রীগুরুমূর্তি ত্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৩ ॥

নানা-ছিদ্র-ঘটোদর-স্থিত-মহাদীপ-প্রভা-ভাস্বরং,  
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে ।  
জানামীতি যমেব ভাস্তমমুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং ত্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৪ ॥ •

অনুবাদ ।—যেমন নানাছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে সেট প্রদীপের আভা ঐ ঘটস্থিত ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হয়, আর 'জানামি' এই আকারে প্রকাশমান যাহার আত্মগতোই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, সেট শ্রীগুরুমূর্তি ত্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়ান্যাপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিচুঃ,  
স্ত্রীবালাকুজডোপমাস্ত্বহমিতি ভাস্তা ভৃশং বাদিনঃ ।  
মায়া-শক্তি-বিলাস-কল্যা-তদহং-ব্যামোহ-সংহারিণে \*  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং ত্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—স্ত্রীলোক, বালক, অন্ধ ও জড়সদৃশ ভাস্তবাদী সকল,—দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, কণিক বিজ্ঞান ও শূন্যকে 'অহং' বলিয়া জানে, যিনি মায়া-শক্তিবিলাসে কল্যনীয় সেই 'অহং'-জানরূপ অজ্ঞানকে সংহার করেন, সেই শ্রীগুরুমূর্তি ত্রীদক্ষিণামূর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৫ ॥

রাহগ্রন্থদিবাকরেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাং,  
সম্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোহভূৎ স্তম্ভুঃ পুমান্ ।  
প্রাগস্বাস্থ্যমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজায়তে,  
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং ত্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি মায়াকৃত আচ্ছাদনে রাহগ্রন্থ হৃদ্য-চক্রে সদৃশ,

\* 'কল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে' ইতি পাঠান্তর ।

( অন্ধকার আলোকের যগপৎ সন্নিবেশ ) যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের বা ব্যাপারের বিলয় দ্বারা সন্ন্যাসরূপে সুষুপ্ত ছিলেন, জাগরণসময়ে আমি সুপ্ত ছিলাম, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হয়েন, সেই ত্রিগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৬ ॥

বাল্যাদিষপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাস্বপি,  
বাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তঃ সদা ।  
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,  
তস্মৈ ত্রিগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাল্যাদি বয়োহবস্থা এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পরিবর্ত্তনেও যিনি অপরিবর্ত্তমান, ‘অহং’রূপে সদা অস্তরে প্রকাশমান, যিনি তত্র ( মঙ্গলকর ) মুদ্রা দ্বারা ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই ত্রিগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৭ ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যাকারণতয়া স্বস্থানিসম্বন্ধতঃ,  
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাত্মানা ভেদতঃ ।  
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-  
স্তস্মৈ ত্রিগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পুরুষ মায়াচক্রে পরিভ্রামিত হইয়া বিশ্বকে কার্য্যাকারণ-ভাবে স্বস্থানি-সম্বন্ধে শিষ্য ও আচার্য্যভাবে এবং পিতা-পুত্রাদিভাবে ভেদদৃষ্টিতে অবলোকন করেন (অর্থাৎ যিনি জীবভাবে স্থিত), সেই ত্রিগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৮ ॥

ভূরন্তাংস্বনলোহনিলাস্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-  
নিত্যাভাতি চরাচরাঙ্কমিদং যশ্চৈব মূর্ত্ত্যৈকম্ ।  
নাথং কিঞ্চন বিদ্বতে বিমুশতাং বশ্যাং পরস্মাদ্বিভো-  
স্তস্মৈ ত্রিগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহারই—পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, স্বর্গ্য ও পুরুষ অর্থাৎ যজমান এই অষ্ট মূর্ত্তি—চরাচর বিশ্ব, তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে, যে বিভূ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সেই ত্রিগুরুমূর্ত্তি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিকে এই নমস্কার ॥ ৯ ॥

সৰ্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমৃশ্মিঃস্তবে,  
তেনাস্ত শ্রবণাত্তথার্থ-মননাদ্ধ্যানাত সঙ্কীৰ্ত্তনাৎ ।

সৰ্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্রাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,  
সিধ্যোত্তং পুনরকুথাপরিণতং চৈশ্বর্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** :—যে হেতু এই স্তরে, এই ভাবে সৰ্বাত্মত্ব স্পষ্টীকৃত, অতএব  
এই স্তরের সম্যক পাঠ, শ্রবণ, অর্থ-মনন এবং ধ্যানের ফলে, সৰ্বাত্মত্ব  
মহাবিভূতি-সমীকৃত ঈশ্বরত্ব স্বতঃ হইয়া থাকে, আবার তাহারই অষ্টবিধ অব্যাহত  
ঈশ্বর্য ( অগিমাди ) সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিমগ্নঃ  
সকলগুণিজনাং জ্ঞানদাতারমারাং ।

ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং,  
জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি বটবৃক্ষ-সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া সমীপগত সকল  
গুণিজনে স্বীয় শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি জনন-মরণ-জনিত  
দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই ত্রিলোকের গুরু দক্ষিণামূর্তি দেবকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুযুবা ।  
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** :—বটবৃক্ষের মূলে আশ্রযা বাপার এই, গুরু যুবা, শিষ্যগণ  
বৃদ্ধ ; মৌনবৃত্ত ব্যাখ্যান আর তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় দূর হইতেছে ॥ ১২ ॥

ওঁ নমঃ প্রণবার্থীয় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তয়ে ।  
নিৰ্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি প্রণবের প্রতিপাত্ত, ঈশ্বার মূর্তি শুদ্ধ জ্ঞানময়, যিনি  
নিৰ্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সৰ্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।  
গুরবে সৰ্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সৰ্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সৰ্বপ্রকার ভব-  
রোগীর চিকিৎসক, যিনি সৰ্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর-ব্রহ্ম-তত্ত্বং যুবানং,  
বাশিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরারতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।

আচার্যেन्द्रং কর-কলিত-চিন্মুদ্রমানন্দ-রূপং,  
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—মৌনযুক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক বাশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ স্ত্রীয়া ঋষিশিষ্যগণে পরিবৃত্ত দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী আচার্য্যাম প্রসন্ন-বদন তরুণ আচার্য্যরাজ দক্ষিণামূর্তিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

**এই স্তবের ভাবার্থঃ**—একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগৎ=মিথ্যা, দর্পণে প্রতিবিম্বের ত্রায় মায়া-কল্পিত জগৎ ব্রহ্মেই প্রকাশমান হইয়া থাকে; ঐন্দ্রজালিক যেমন ঐন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, ব্রহ্ম সেইরূপ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত জীবের আরোপিত নিদ্রাসাক্ষিৎ স্বরূপ, জীবের বিশ্বসাক্ষিৎও সেইরূপ। সাক্ষিৎস্বরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎকার; যিনি সাক্ষাৎকারের কর্তা, তিনি সাক্ষী। ‘সাক্ষাৎকার’ কথাটার অর্থ—অব্যবহিত অপরোক্ষজ্ঞান। বাহুবস্তুর যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে ব্যবধান আছে, কারণ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাদি ইহার মধ্যে আছে, অতএব তাহা অব্যবহিত নহে,—অন্তঃকরণবৃত্তি বা অবিজ্ঞাবৃত্তিবিষয়ে যে অপরোক্ষ জ্ঞান—তাহা অব্যবহিত। আত্মা ও বৃত্তি এই দু’এর মাঝে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধাদি অপর কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকাতেই ইহা ব্যবধান-শূন্য। সেই বৃত্তিবিষয়ে জীবের যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা অব্যবহিত, অতএব তাহা সাক্ষাৎকার। নিদ্রার সহিত নিদ্রিত জীবের এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। সেই জন্তই নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণের অবস্থায় আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। নিদ্রা অবিজ্ঞা-বৃত্তি। অবিজ্ঞা অন্তঃকরণের উপাদান, এই অবিজ্ঞাই সমষ্টিরূপ হইলে মায়া নামে অভিহিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাস্তব বহিঃসত্তা নাই, উহা নিদ্রার ত্রায় মায়া বা অবিজ্ঞারই বৃত্তি। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ত্রায় বাহুবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অবিজ্ঞা-বৃত্তি; এই কারণে ইহার সাক্ষাৎকার জীব করিয়া থাকেন, এই সাক্ষাৎকারের অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা।

• ইহা ‘বৃত্তি’স্বরূপ না হইয়া যথার্থ বাহুবস্ত হইলে, জীব ইহার সাক্ষাৎকার-কর্তা অর্থাৎ ‘সাক্ষী’ হইতেন না। জীবকেই প্রথম শ্লোকে ‘ব্রাহ্মা’ বলা হইয়াছে। দক্ষিণামূর্তি ব্রহ্মের মায়িক মূর্তি—সদাশিবেরই জ্ঞানোপদেশক রূপ।

তিনিই ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যস্থ ‘তৎ’-পদার্থ এবং ‘ঈং’-পদার্থ। অবিস্তাবশে ভেদ-জ্ঞান তাঁহাতেই প্রকাশিত হয়, এবং ভেদজ্ঞান-নিরুক্তি তাঁহাতেই হয়। সদাশিব ব্রহ্মস্বরূপ, এই কারণে বিশ্ব তাঁহারই অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া কথিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু না থাকাতেই এই উপদেশ আছে। দক্ষিণামূর্ত্তিধারী সদাশিব ত্রিভুবনের গুরু, যিনিই উপদেশক-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, দক্ষিণামূর্ত্তির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা তাঁহাতেই হইয়া থাকে। এই যে দক্ষিণামূর্ত্তি নামে আখ্যাত সদাশিবের মায়িক রূপ,—ইহা যৌবনমণ্ডিত ও মনোহর, জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা বিনা বাক্যোচ্চারণে অন্তর্যামিস্বরূপে ব্রহ্ম বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বটমূলে ইনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। সেই দক্ষিণামূর্ত্তি-দেবতা-আলম্বনে ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই স্তব করিয়াছেন।

দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্র সমাপ্ত।

## অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র। \*

চাম্পেয়গৌরাক্ষশরীরকায়ৈ কপূরগৌরাক্ষশরীরকায়।

ধন্মিলকায়ৈ চ † জটাধরায়, নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায়ে ॥১॥

অনুবাদ।—যিনি অর্দ্ধশরীরে চম্পক-কুঙ্কমেব জায় গৌরবর্ণ ও অর্দ্ধ-শরীরে কপূরবৎ শুভ্রবর্ণ, ষাঁহার দন্তকে ( একদেশে ) ব্রহ্ম কবরী ও ( অপর একদেশে ) জটাজূট, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ে’ ও ‘নমঃ শিবায়ে’ অর্থীং এই দুই শব্দে নমস্কার ॥ ১ ॥

কস্তুরিকাকুঙ্কমচর্চিতায়ৈ, ‡ চিতারজঃপুঞ্জবিচর্চিতায়ৈ। ¶

কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায়ে ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—যিনি ( অর্দ্ধশরীরে ) মৃগনাভি ও কুঙ্কমে চর্চিতা, ( অর্দ্ধ-শরীরে ) চিতাভয়পুঞ্জ চর্চিত, ষাঁহার একাংশ কামদেবকে উজ্জীবিত করিয়াছেন,

\* অর্দ্ধনারীশ্বর-স্তোত্র ও হরগৌষাষ্টক এই দুই নামের যে দুইটি স্তব দেবা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে একটমাত্র, স্তোত্রের নামভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঠভেদ এবং শ্লোকবিন্যাসে পার্থক্যবশতঃ আছে। এই স্তোত্রের হরগৌষাষ্টকের পাঠ পাদটীকায় পাঠান্তররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনতিপ্রয়োজনীয় বোধে বিস্তারিত ভেদ প্রদর্শিত হইল না। অতএব হরগৌষাষ্টকের পৃথক্ সন্নিবেশ পরিত্যক্ত হইল।

† ধন্মিলবতৌ ইতি পাঠান্তর।

‡ ‘চন্দনলেনপনায়ৈ’—পাঠান্তর।

¶ অশানভস্মাবিলেপনায়—পাঠান্তর।

অপর অংশ কামদেবকে ভয় করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ', এবং 'নমঃ শিবায়' ॥ ২ ॥

ঝনং-কণং-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাজরাজং-কণিনূপুরায় । \*

হেমাক্ষদায়ৈ ভূজগাক্ষদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ঝনংকারনিকণযুক্ত কাঞ্চন-নূপুর বাহার ( এক চরণে ), (অপর) চরণকমলে ভূজঙ্গনূপুর বিরাজমান, বাহার ( এক বাহুতে ) স্তবর্ণময় কৈয়ূর, (অপর বাহুতে) ভূজঙ্গকৈয়ূর, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' এবং 'নমঃ শিবায়' ॥ ৩ ॥

বিশাল-মৌলোৎপললোচনায়ৈ, বিকাশি ণ পঙ্কেরুহলোচনায় ।

সমেক্ষণায়ৈ ‡ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার এক নয়ন বিশাল মৌলোৎপলতুলা ও সমসংস্থান, অপর নয়ন প্রকুল ( খেত ) কমলতুলা ও বিষমসংস্থান, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৪ ॥

মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাক্লিতকঙ্করায় । ¶

দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার (বাগভাগের) অলকাবলী মন্দারমালা-ভূষিত, (দক্ষিণ-ভাগে) কঙ্করায় কপালমালা বিলম্বিত, বাহার ( বামভাগে ) দিব্য বস্ত্র এবং (দক্ষিণভাগে) দিগম্বর, তাঁহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৫ ॥

অস্ত্রোদর-শ্যামল-কুলুলায়ৈ, তড়িৎপ্রভাতাত্মজটোদরায় । §

নিরীশ্বরায়ৈ নিখিলেশ্বরায়, ॥ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার কেশপাশ ( বামভাগে ) জলদকৃষ্ণ, ( দক্ষিণভাগে ) বিজ্যদ্বর্ণ আতাত্ম জটাজূট, সেই নিরীশ্বর ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ' ও 'নমঃ শিবায়' ॥ ৬ ॥

\* বলং-কণং-কঙ্কণনূপুরায়ৈ । বিভ্রাট্কাপাঠ্যনূপুরায়—পাঠান্তর ।

† প্রকুল—পাঠান্তর ।

‡ 'ত্রিলোচন'—অন্যত্র পাঠান্তর ।

¶ 'মন্দারমালাপরিঃশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিঃশোভিতায়'—পাঠান্তর ।

§ 'বিজ্যদ্বর্ণ'—অন্যত্র পাঠান্তর ।

॥ প্রপন্নভক্তে হৃদ্যাদরায়—পাঠান্তর ।

প্রপঞ্চমৃচ্ছানুখলাশ্রুতায়ৈ, \* সমস্ত † সংহারকতাণ্ডবায় ।

জগজ্জননৈঃ জগদেকপিত্রে, ‡ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- বাহার রমণীশ্ললভ গুঢ় নৃত্য জগৎস্থষ্টির অশুকুল এবং ষাঁহার তাণ্ডব সমস্ত বিশ্বসংহারের হেতু, সেই জগজ্জননী ও জগজ্জনক উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ ও ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৭ ॥

‘প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল-কুণ্ডলায়ৈ, স্ফুরন্মহাপন্নগ-কুণ্ডলায় । ৭ ।

শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- বাহার ( এক কর্ণের ) কুণ্ডল প্রদীপ্তরত্নোজ্জ্বল, ( অপর কর্ণের ) কুণ্ডল মনোহর মহাগর্পে রচিত, ষাঁহার একাংশ শিবের সহিত মিলিত এবং অপর অংশ শিবের সহিত মিলিত, তাঁহার উদ্দেশে ‘নমঃ শিবায়ৈ’ এবং ‘নমঃ শিবায়’ ॥ ৮ ॥

এতৎ পঠেদকটকমিচ্ছদং যো, ভক্ত্যা স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী ।

প্রাপ্নোতি সৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ§ সদা তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি অর্কনারীশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ :- এই অষ্টাষ্টপ্রদ অষ্টক-স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ করে, সে ভূতলে মাত্ৰ হইরা দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং অনন্তকাল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদা তাহার সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অর্কনারীশ্বরস্তোত্র সমাপ্ত ।

\* পাঠান্তরে স্রোকের তৃতীয় চরণ ।

† ‘ত্রৈলোক্য’—পাঠান্তর ।

‡ ‘কৃতম্বরায়ৈ বিকৃতম্বরায়’—পাঠান্তর ।

§ সদাশিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাশিবানাং পরিভূষণায়—পাঠান্তর

§ ‘ভবেৎ’ পাঠ সঙ্গত ।



## দ্বাদশলিঙ্গশিব-স্তোত্রম্

গণেশায় নমঃ ।

সৌরাষ্ট্রদেশে বসুধাবকাশে জ্যোতিষ্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্ ।

ভক্তিপ্রদানায় কৃতাবতারং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ভূমণ্ডলের অনাবৃত অংশ সৌরাষ্ট্রদেশে ভক্তিপ্রদানার্থ অবতীর্ণ শশিকলাবতংস প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্ময় সোমনাথ শিবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবিধ-প্রসঙ্গে শেষাদ্রিশৃঙ্গেহপি সদা বসন্তম্ ।

তমজ্জুঁনং মল্লিকপূর্ব্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—বিবিধপ্রসঙ্গে শ্রীশৈলশৃঙ্গে এবং সদা শেষাদ্রি শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত সেই বৈ মল্লিকাজুঁন শিব, ভবসাগরসেতুস্বরূপ—ঐহাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

অবন্তিকায়ং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম্ ।

অকালমৃত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহং সুরেশম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সজ্জনগণের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা এবং মুক্তিপ্রদানের জন্ত অবন্তীদেশে অবতীর্ণ দেবাদিদেব মহাকাল-শিবকে আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

কাবেরিকানর্ষদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় ।

সদৈব মাক্ষাতৃ-পুৰে বসন্তমোক্ষারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—কাবেরী ও নর্ষদা নদীর পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে মাক্ষাতৃপুৰে সজ্জননিস্তারার্থ অবতীর্ণ অদ্বিতীয় ওঙ্কারেশ্বর শিবের স্তব করি ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বোত্তরে পারলিকাভিধানে সদাশিবং তং গিরিজাসমেতম্ ।

সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈষ্ণনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে পারলিক-নামক স্থানে পার্শ্বতীসম্বিধে<sup>৭</sup> সেই সদাশিব—যিনি সুরাসুরার্চিতপাদপদ্ম শ্রীবৈষ্ণনাথ,—ঐহাকে সতত নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

আমর্দসংক্ষেপে নগরে চ রম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ ।

সদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—আমর্দনামক রমণীয় নগরে বিবিধভোগযুক্ত বিভূষিতদেহ  
সজ্জনের ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা শ্রীনাগনাথ নামক এক মহাদেবের শরণাপন্ন  
হইতেছি ॥ ৬ ॥

সানন্দমানন্দবনে বসন্তম্ আনন্দকন্দং হতপাপরন্দম্ ।

বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আনন্দকাননে সর্বদা সানন্দে অবস্থিত, পাপরাশিবিনাশী,  
আনন্দমূল, অনাথনাথ বারাণসীনাথ শ্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭ ॥

যো ডাকিনীশাকিনিকা-সমাজে নিষেব্যমাণঃ পিশিতাশনৈশ্চ ।

সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিক্তং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি ডাকিনী-শাকিনী-সমাজে এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক সদা  
সেবিত হইয়া আসিতেছেন, ‘ভীম’ আদি পদপ্রসিক্ত ( ভীমেশ্বর ) ভক্তহিতকারী  
সেই শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

শ্রীতাত্রপণীজনরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং নিশি বিল্বপট্টৈঃ ।

শ্রীরামচন্দ্রেন সমর্চিতং তং রামেশ্বরাত্ম্যং সততং নমামি ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শ্রীতাত্রপণী-সাগরসঙ্গমক্ষেত্রে, সেতুবন্ধনাশ্তে রাত্রিকালে  
শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পূজিত সেই রামেশ্বর শিবকে সতত নমস্কার  
করি ॥ ৯ ॥

সিংহাদ্রিশৃঙ্গেহপি তটে রমন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে ।

যদর্শনাৎ পাতকজাতনাশঃ প্রজায়তে ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—সিংহাদ্র দর্শনমাত্রে পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, গোদাবরীর  
পবিত্র তীরপ্রদেশে সিংহাদ্রিপার্শ্বতটে কমনীয় ( অথবা অকাম ) সেই  
ত্র্যম্বকেশ্বরের স্তব করি । [ রমং তন্ম অরমং তন্ম—ইতি বা পদদ্বয়ম্, রমশব্দঃ  
কান্তবাচী কামবাচী চ, অরমম্ অকামম্, কমবৈরিণম্ অত্রার্থে অকারপ্রসেবঃ ।  
প্রবন্ধভরত্রে ] ॥ ১০ ॥

হিমাद्रিপার্শ্বেহপি তটেহরমন্তং সম্পূজ্যমানং সততং মুনীন্দ্রেঃ ।  
সুরাসুরৈর্যক্ষ-মহোরগাদিঃ কেদারসংজ্ঞং শিবমেকমীড়ে ॥১১॥

**অনুবাদ** ।—হিমালয়পার্শ্বতটে, মুনীজবৃন্দ, সুরাসুর, যক্ষ ও মহোরগাদি  
কর্তৃক পূজিত কামনাশন কেদারক নামক এক শিবকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

এলাপুরীরম্যশিবালয়েহস্মিন্ সমুল্লসন্তং ত্রিজগদ্বরেণ্যম্ ।

বন্দে মহোদারতরম্ভাবং সদাশিবং তং ধ্বংশেশ্বরাম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—এই এলাপুরীস্থ রম্য শিবালয়ে বিরাজমান, ত্রিজগদ্বরেণ্য,  
মহোদার-তর-ম্ভাব—অর্থাৎ বাঁহার স্বরূপ তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহামহিমপূর্ণ,—সেই  
প্রসিদ্ধ ধ্বংশেশ্বরনামক সদাশিবকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

এতানি লিঙ্গানি সदैব মর্ত্যাঃ প্রাতঃ পঠন্তোহমলমানসাস্ত ।

তে পুত্রপৌত্রৈশ্চ ধনৈরুদারৈঃ সংকীৰ্ত্তিভাজঃ স্তুখিনো ভবন্তি ॥১৩॥

ইতি পরমহংস-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—যে সকল মানব প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিশ্চলমানসে এই  
সকল লিঙ্গস্তব পাঠ করে, তাহারা সংকীৰ্ত্তিভাজন হইয়া পুত্র, পৌত্র, ধনসমৃদ্ধি  
দ্বারা স্তবী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত দ্বাদশলিঙ্গ-স্তোত্র সমাপ্ত ॥

## কালভৈরবাক্তকম্ ।

গণেশায় নমঃ ।

দেবরাজ-সেব্যমান-পাবনাজি-পঙ্কজং,

ব্যাল-যজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্ ।

নারদাদি-যোগিবৃন্দ-বন্দিতং দিগম্বরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—স্বরাজ ইন্দ্র বাহার পাবন-পাদপদ্ম সেবা করেন, বাহার গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত লব্ধমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্বজীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ বাহার বন্দনা করেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

ভানু-কোটি-ভাস্বরং ভবাক্ষি-তারকং পরং,

নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থ-দায়কং ত্রিলোচনম্ ।

কাল-কালমম্বুজাক্রমক্ষশূলমক্ষরং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কোটিস্থোম দ্বায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরি-  
ত্ৰাণ-কর্তা ( বাহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়  
না ), যিনি পরব্রহ্মরূপী, বাহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ  
প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকক্ষরূপ, বাহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ  
কিংবা চন্দ্র বাহার নয়নরূপে বিজ্ঞান আছেন, বাহার করে অক্ষমালা  
ও শূল শোভা পাইতেছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা  
করি ॥ ২ ॥

শূল-টঙ্ক-পাশ-দণ্ডপাণিমাди-কারণং,

শ্যাম-কায়মাди-দেবমক্ষরং নিরাময়ম্ ।

ভীম-বিক্রমং প্রভুং বিচিত্র-তাণ্ডব-প্রিয়ং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরমুণ্ড ও দণ্ড  
বিভ্রম্যমান, যিনি জগতের আদিকারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি  
ক্ষয়োদয়শূন্য, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের  
অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্বিত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই  
কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারবিগ্রহং,

ভক্তবৎসলং স্থিরং সমস্তলোকবিগ্রহম্ ।

নিকণ্ঠ-মনোজ্ঞ-হেম-কিঙ্কিণী-লসৎকটিং,

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ সুখভোগ করাইয়া  
অন্তিমশয়ময় মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর,  
যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার মুখে নিরন্তর মঙ্গল মন্ত্র হস্ত  
বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শস্যমান কুঞ্জ  
ঘটিকায় সমাবৃত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম-সেতু-পালকং ত্রধর্ম্ম-মার্গ-নাশকং

কর্ম্ম-পাশ-মোচকং সু-শর্ম্ম-দায়কং বিভূম্ ।

স্বর্ণবর্ণকেশপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, \*

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া  
দেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান  
করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ কেশ-পাশে

উত্তমাক্ষ-মণ্ডল সমলঙ্কৃত আছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

রত্ন-পাছুকা-প্রভাভিরাম-পাদ-যুগ্মকং,  
নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্ ।

মৃত্যু-দর্প-নাশনং করাল-দংষ্ট্র-মোক্ষণং, \*  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যাহার চরণদ্বয় রত্ন-পাছুকার প্রভা দ্বারা অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য ( অনন্তকালস্থায়ী ), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ববিষয়ে নিলিপ্ত, যিনি রুতাস্তের দর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করালদংষ্ট্র কাল হইতে মুক্তি দেন, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

অট্টহাস-ভিন্ন-পদ্মজাগু-কোশ-সন্ততিং,  
দৃষ্টি-পাত-নষ্ট-পাপ-জালমুগ্র-শাসনম্ ।  
অষ্ট-সিদ্ধি-দায়কং কপালমালিকঙ্করং, †  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- যাহার অত্যাচ্ছ হান্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডকোশসমূহ ভগ্ন হয়, যাহার দৃষ্টি-পাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, যাহার উগ্র শাসন সৰ্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ভূত-সংঘ-নায়কং বিশাল-কীৰ্ত্তি-দায়কং,  
কাশি-বাসি-লোক-পুণ্য-পাপ-শোধকং বিভূম্ ।  
নীতি-মার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎ-পতিং,  
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীৰ্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন

\* 'হৃৎকণ'—পাঠান্তর ।

† 'মালিকাধরং'—পাঠান্তর ।

(কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিষা তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিষা থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং,  
জ্ঞান-মুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্য-বর্দ্ধনম্ ।  
শোক-মোহ-দৈন্ত-লোভ-কোপ-তাপ-নাশনং,  
তে প্রয়াস্তি কালভৈরবাজি-সন্নিধিং ব্রুবম্ ॥ ৯ ॥  
কালভৈরবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাষ্টক পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান দক্ষিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবৰ্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্ত, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যাকৃত কালভৈরবাষ্টক সমাপ্ত ।

## শ্রীবিষ্ণুভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

চিদংশং বিভুং নির্মলং নির্বিকল্পং  
নিরীহং নিরাকারমোক্ষারগম্যম্ ।  
গুণাতীতমব্যাক্তমেকং তুরীয়ং  
পরং ব্রহ্ম যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—(যোগিগণ) যাহাকে নানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অথচ গুণাতীত, বিভু (পূৰ্ণব্যাপক), নির্মল, নির্বিকল্প (প্রমাস্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য), নিরীহ (নির্জিয়), নিরাকার, ওকারপ্রতিপাত্ত, অব্যাক্ত, অদ্বিতীয়, তুরীয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত) পরব্রহ্ম বাণিয়া জানেন, সেই তোমাকে নমস্কার ।

**বিশেষ ব্যাখ্যা**—তুরীয় অর্থে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির অতীত বলা হইয়াছে, ইহার একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, বহু ভাবের মধ্যে এইরূপ তুরীয় শব্দ আছে।

দেহ ত্রিবিধ ;—কারণদেহ, হৃদয়দেহ এবং স্থলদেহ ; ইহাও সমষ্টি-বাষ্টি-ভেদে—অর্থাৎ মিলিত ও পৃথক্কৃতভাবে প্রথমতঃ দ্বিবিধ ;—সমষ্টি কারণ দেহ ও বাষ্টি-কারণ দেহ, সমষ্টি হৃদয়দেহ ও বাষ্টি হৃদয়দেহ ইত্যাদি ; সমষ্টি কারণ দেহ—নায়া ; সমষ্টি-হৃদয়দেহ—সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদি ; সমষ্টি স্থলদেহ সমষ্টি স্থলভূত। এই দেহত্রয়ের মধ্যে কারণদেহে হৃদয় ও স্থল পদার্থের বিলয় হয় বলিয়া ইহাকে সুষুপ্তি বা এই দেহের অবস্থাবিশেষকে সুষুপ্তি বলা হয়, স্থলভূতের বিলয় বলিয়া সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদির স্বপ্ন নাম প্রদত্ত হয়, আর স্থলভূতসমূহের জাগ্রৎ সংজ্ঞা। এই যে দেহত্রয়, ইহা চৈতন্ত্যেরই এক এক কল্পিত আশ্রয়, কারণদেহ বাহার কল্পিত আশ্রয়, সেই চৈতন্ত্যের নাম ঈশ্বর ; সমষ্টি-হৃদয়দেহ বাহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম 'হিরণ্যগর্ভ', সমষ্টি-স্থলভূত বাহার কল্পিত আশ্রয়, তাঁহার নাম 'বৈশ্বানর'। দর্পণে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়েন, সূর্য্য বহুদূরস্থ সূর্য্যঃ ও আকাশস্থিত হইলেও সূর্য্য-প্রতিবিম্বকে ধারণ করায় দর্পণকে যেমন সূর্য্যের আশ্রয়রূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপ উক্ত দেহত্রয় সর্বাধিষ্ঠান সর্বব্যাপক ব্রহ্মের কল্পিত আশ্রয়, এই কল্পিত আশ্রয়ের শাস্ত্রকার-প্রদত্ত নাম 'উপাধি'। কল্পিত আশ্রয়ের সঞ্চ-কল্পনায় যে সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎসঞ্চ চৈতন্ত্যে কল্পিত হইয়াছে, বস্তুতঃ যিনি সেই তিনের বাহিরে, কল্পনার সহিত বাস্তবের সঞ্চ না থাকায়, দর্পণ-বহিঃস্থ সূর্য্যের জ্ঞান যিনি স্বয়ং তদতীত সমুজ্জ্বল চৈতন্ত্য, উপাধি-সঞ্চ-হীন, নামত্রয়ে তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, এ জ্ঞান তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ। বাষ্টির পক্ষেও দেখ :—অবিদ্যা বাষ্টি-অজ্ঞান, তাহা একৈক জীবের কারণদেহ ; পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণসমূহ, বাষ্টিভাবে একৈক জীবের হৃদয়দেহ ; এবং স্থলপঞ্চভূতোপম নাতা-পিতৃজাত জরায়ুজ ও অণুজ অথবা অযোনিজ শ্বেদজ উদ্ভিজ্জ, বাষ্টিভাবে—স্থলদেহ। কারণদেহে সুষুপ্তি, হৃদয়দেহে স্বপ্ন ও স্থলদেহে জাগ্রৎ অবস্থা হয়। এই অবস্থাত্রয় প্রসিক, জাগ্রতের দর্শন ও ব্যবহার স্বপ্নাবস্থায় বিলীন হয়, স্বপ্নের দর্শন ও ব্যবহার সুষুপ্তিতে লীন হয়। জাগ্রৎ অবস্থাপন্ন স্থলদেহে অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত্য জীব, 'বিশ্ব', স্বপ্নাবস্থাপন্ন হৃদয়দেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত্য জীব, 'তৈজস' ও সুষুপ্তাবস্থাপন্ন কারণদেহেব অধিষ্ঠাতা চৈতন্ত্য জীব 'প্রাজ্ঞ' নামে কথিত। এষ্ট সকল দেহ চৈতন্ত্যের কল্পিত



অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ইহাও উপাধিমাত্র, এই কল্পনা ত্যাগ করিলে এই তিন অবস্থা বা সংজ্ঞা চৈতন্ত্যে থাকে না, সুতরাং তিনি এই তিনের বাহিরে, তাই 'তুরীয়'। জীবের দিক হইতে দেখিলেও যিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়', ঈশ্বরের দিক দিয়া দেখিলেও তিনি তিনের বাহিরে 'তুরীয়' অর্থাৎ চৈতন্ত্যের বাস্তব স্বরূপই 'তুরীয়'। কল্পনা হেতুক তাঁহার সংজ্ঞা-ভেদ। ইহা তুরীয় শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥

বিশুদ্ধং শিবং শাস্ত্রমাণ্ডন্তশূন্যং

জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপম্ ।

অদিগ্দেশকালব্যবচ্ছেদনীয়ং,

ত্রয়ী বক্তি যং বেদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- বিশুদ্ধ, মঙ্গলময়, শাস্ত্র, আদি-অন্তহীন, জগতের জীবনস্বরূপ, জ্যোতির্ময়, আনন্দবিগ্রহ, দিক্, দেশ ও কালের অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া যিনি কীর্তিত হইয়াছেন, তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বিশেষ ব্যাখ্যা—সর্বদিক্ ও দেশ ব্যাপিয়া সর্বকালে তিনি বর্তমান,—এই জ্ঞাই দিক্ দেশ ও কালের তিনি অপরিচ্ছেদ্য।

সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইতেছেন, এইরূপে সূর্য্যকে এক বিশেষরূপ দিক্ উল্লেখ করিয়া নির্দেশ করা হয়—এই জ্ঞা তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য।

কাশীধাম উত্তরপশ্চিম দেশের একটি নগর,—সুতরাং দেশ উল্লেখ দ্বারা কাশী-ধামের নির্দেশ হওয়ার কাশীধাম দেশপরিচ্ছেদ্য, রাজা যুধিষ্ঠির ষাণ্ময়যুগের শেষে বা কালির প্রথমে রাজ্য করিতেন, অতএব রাজা যুধিষ্ঠির কালপরিচ্ছেদ্য, যাহার পরিমাণ সর্বদিগ্‌ব্যাপী নহে,—তিনি দিক্পরিচ্ছেদ্য, যাহার স্থিতি সর্বদেশব্যাপক নহে, তিনি দেশপরিচ্ছেদ্য, যিনি উৎপত্তি বা বিনাশযুক্ত, তিনি কালপরিচ্ছেদ্য ॥ ২ ॥

মহাবোগপীঠে পরিভ্রাজমানে,

ধরণ্যাদিতত্ত্বাত্মকে শক্তিযুক্তে ।

গুণাহঙ্করে বহুবিশ্বাধ্বমধ্যে,

সমাসীনমৌল্লিকিকে হৃষ্টাক্ষরাজে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও শক্তিযুক্ত বিভ্রাজমান মহাবোগপীঠগুণরূপ সূর্য্যমণ্ডলস্থ অধ্বজমণ্ডলে প্রণব-কণিকাবৃত্ত অষ্টাক্ষর-মহু-পদে যিনি উপবিষ্ট ॥ ৩ ॥

সমানোদিতানেক-সূর্যেন্দুকোটি-

প্রভাপূরতুল্যদ্যুতিং দুর্নিরাক্ষম্ ।

ন শীতং ন চোষ্ণং স্ববর্ণাবদাত-

প্রসন্নং সদানন্দসংবিৎস্বরূপম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার কাস্তি এককালীন উদিত বহুকোটি সূর্য্য ও চন্দ্ৰের  
প্রভাপূর্ণ। জ্বর, বাহার দিকে তেজের আধিকা হেতু দৃষ্টিপাত কর্ত্তা যায় না,  
যিনি শিথলও নহেন, উষ্ণও নহেন, কাঞ্চনবৎ যিনি স্বচ্ছ, যিনি নিরন্তর প্রসন্ন,  
সদানন্দপূর্ণ ও জ্ঞানময় ॥ ৪ ॥

সুনীসাপুটং স্তন্দর-ক্রললাটং,

কিরীটোচিতাকৃষ্টতন্ত্রিকেশম্ ।

স্ফুরৎ-পুণ্ডরীকাভিরামায়তাক্ষং,

সমুৎফুল্ল-রত্ন-প্রস্নাবতংসম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার নাসাপুট সুশোভন, ক্র ও ললাটদেশ মনোহর,  
আকৃষ্ট তন্ত্র কেশকলাপ, কিরীটধারণে সদা শোভমান, যিনি বিকসিত  
পুণ্ডরীক-স্তন্দর, বিশাল-লোচন এবং প্রফুল্ল রত্নপুন্ড্রাভরণে বাহার কর্ণযুগল  
বিভূষিত ॥ ৫ ॥

লসৎ-কুণ্ডলামৃচ্চ-গণ্ডস্থলাস্তং,

জবা-রাগ-চোরাধরং চারুহাসম্ ।

অলি-ব্যাকুলামোদি-মন্দারমালাং,

মহোরস্ফুরৎ-কৌস্তভোদারহারম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার গণ্ডস্থলের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল কুণ্ডল সংলগ্ন,  
বাহার অধর-রাগ জবা-কুমুমের রক্তিম। অপহরণ করিয়াছে, বাহার হস্ত চিত্তরঞ্জন,  
বাহার গলদেশে বিলম্বিত সুগন্ধি মন্দার-পুষ্পের মালা অলিকূলে আবৃত,  
বাহার বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে দীপ্তিমান্ কৌস্তভমণি ও অত্যাৎকৃষ্ট হার  
বিরাজমান ॥ ৬ ॥

স্বরত্নাঙ্গদৈরন্বিতং বাহুদশৈশ্চ-

শচতুর্ভিঃচলৎ-কঙ্কণালঙ্কৃতাগ্রৈঃ ।

উদারোদরালঙ্কৃতং পীত-বস্ত্রং,

পদদ্বন্দ্ব-নিধূত-পদ্মাভিরামম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহার চারিটি বাহুতে দিব্য রত্নাঙ্গদ ও অগ্র অর্থাৎ প্রকোষ্ঠে চঞ্চল কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, যাঁহার বিশাল উদরদেশ শোভাময়, যাঁহার পরিধানে স্ত্রীতাম্র এবং যাঁহার চরণযুগলের শোভা পদ্মের সৌন্দর্য্যাক্রক ও বিড়ম্বিত করিতেছে ॥ ৭ ॥

স্বভক্তেষু সন্দর্শিতাকারমেবং,

সদা ভাবয়ন্ সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়াশ্চঃ ।

দুরাপং নরো যাতি সংসার-পারং,

পরৈশ্চ পরেভ্যোহপি তৈশ্চ নমস্তে ॥ ৮ ॥ (কুলকম্) ।

**অনুবাদ** ।—ভক্তবৃন্দের সমক্ষে তাঁহার সন্দর্শিত এই প্রকার রূপ—মানব, ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গগণকে নিরুদ্ধ করিয়া সদা চিন্তা করিলে সংসারসমুদ্রের ছল ভ পরপারে গমন করে, সেই সর্ব্বপরাংপর তোমাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

শ্রিয়া শাতকুস্ত-দ্যুতি-স্নিগ্ধ-কাস্ত্যা,

ধরণ্যা চ দুর্কী-দল-শ্যামলাঙ্গ্যা ।

কলত্রদ্বয়েনামুনা তোষিতায়,

ত্রিলোকী-গৃহস্থায় বিষ্ণো নমস্তে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—কনককাস্তিমতী কমলা ও দুর্কাদলশ্যামলাঙ্গী বসুন্ধরা এই ভার্য্যাঙ্গয় যাঁহার প্রীতিবিধান করেন এবং ত্রিলোকা-গৃহের যিনি গৃহস্থানী, হে বিষ্ণো ! সেই তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

শরীরং কলত্রং সূতং বন্ধুবর্গং,

বয়শ্চ ধনং সদা ভূত্যং ভুবধঃ ।

সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো,

গমিষ্যামি দুঃখেন দূরং কিলাহম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—অহো ! কি কষ্ট ! শরীর, পুত্র, ভার্য্যা, বন্ধুবর্গ, বয়স,

ধন, গৃহ, কিঙ্কর, পৃথিবী—এই সকল পরিহার পুরঃসর একাকী আমি কোন দূর-  
দেশে গমন করিব ॥ ১০ ॥

জরেয়ং পিশাচীৰ হা জীবতো মে,

বসামত্তি রক্তং চ মাংসং বলঞ্চ ।

অহো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্,

কিমত্য়াপি হন্তু ত্বেদ্যোদাসিতব্যম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ :-** হায় ! জীবিতাবস্থাতেই জরা-পিশাচী আসিয়! আমার  
বসা, শোণিত, মাংস ও শক্তি কবলিত করিতেছে । অহো ! হে দীনানুকম্পিন্ !  
আমি ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি । এখনও তুমি উদাসীন হইয়া থাকিবে !  
অর্থাৎ কৃপা-প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে পরিজ্ঞাণ কর ॥ ১১ ॥

কফব্যাহতোষোল্লগ-শ্বাসবেগ-

ব্যথা-বিস্ফুরৎ-সর্ব্ব-মর্মান্ধিবন্ধাম্ ।

বিচিন্ত্যাহমন্ত্যামসংখ্যামবস্থাং,

বিভেমি প্রভো কিং করোমি প্রসীদ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ :-** কফ-প্রতিরুদ্ধ উষ্ণ তীব্র শ্বাসবেগে বেদনায় সকল মর্মান্ধল  
ও অস্থিবন্ধন উৎকম্পিত, বাক্শক্তিহীন ( বা সংজ্ঞাহীন ) অন্তিম অৱস্থা চিন্তা  
কারিয়া আমি ভীত হইয়াছি । হে প্রভো ! আমি কি করি ? আমার প্রতি  
প্রসন্ন হও ॥ ১২ ॥

লপন্নচ্যুতানন্দ গোবিন্দ বিষেণা,

মুরারে হরে নাথ নারায়ণেতি । .

যথানুস্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং,

তথা মে দয়ালীল দেব প্রসীদ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ :-** আমি ভক্তিপূতভাবে ‘হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ,  
হে বিষ্ণু, হে মুরারে, হে নাথ, হে নারায়ণ’ এই সকল বাক্য উচ্চারণ সহকারে  
যাহাতে তোমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হই, হে কৃপালীল দেব ! তুমি সেইরূপ  
প্রসন্নতা অবলম্বন কর ॥ ১৩ ॥

ভুজঙ্গ-প্রয়াতং পঠেদ্ যন্তু ভক্ত্যা,

সমাধায় চিত্তে ভবন্তং মুরারে ।

স মোহং বিহায়াশু যুগ্মং-প্রসাদাৎ,

সমাশ্রিত্য যোগং ব্রজত্যাচ্যুতং ত্বাম্ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ**।—হে মুরারে ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন পূর্বক ভক্তি সহকারে এই ভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি তৌমার প্রসাদে মোহশাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগাবলম্বন সহকারে অচিরে অচ্যুত-স্বরূপ—তোমাকে লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রয়াতস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## বিষ্ণুপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্রম্ ।

লক্ষ্মীভৰ্ত্তৃভূজাগ্রে কৃত-বসতি সিতং যশ্চ রূপং বিশালং

নীলাদ্রেস্তমশ্চস্থিতমিব রজনীনাথবিশ্বং বিভাতি ।

পায়ামঃ পাক্ষজগ্ৰঃ স দিতিস্ততকুলত্রাসনৈঃ পূরয়ন্ সৈ-

নিবানৈর্নীরদৌঘ-ধ্বনিপরিভবদৈরম্বরং কম্বুরাজঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**।—ঐহার বিশাল স্তম্বরূপ ত্রীপতির ভূজাগ্রে অবস্থিত হইয়া নীলাচলের ভূঙ্গ শৃঙ্গে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমণ্ডলের ত্রায় শোভা পাইয়া থাকে, সেই শঙ্খপাক্ষ পাক্ষজগ্ৰ দৈত্যকুল-বিত্রাসন ঘনঘটা-গর্জনবিজয়ী স্বীয় নির্ঘোষে গগন-মণ্ডল পূর্ণ করতঃ আমাদিগকে রক্ষা করেন ॥ ১ ॥

আত্মর্ষশ্চ স্বরূপং ক্ষণমুখমখিলং সূরয়ঃ কালমেতং

ধ্বান্তশ্চৈকান্তমন্তং যদপি চ পরমং সর্বধাম্মাং চ ধাম ।

চক্রং তচ্চক্রপাণেদ্বিতিজতনুগলদ্রক্তধারাক্তধারং

শশ্বম্মো বিশ্ববন্দ্যং বিতরতু বিপুলং শশ্ম ঘশ্মাংস্ত-শোভম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**।—পণ্ডিতগণ ক্ষণ প্রভৃতি নিখিল কালকে ঐহার স্বরূপ

বলিয়া থাকেন, এবং যিনি স্বাস্থ্যজালের একান্ত ধ্বংসকারী, সর্বভেদের পরম ভেদঃ, দৈত্যগণ-তনু-বিগলিত রুধিরধারার রঞ্জিতধার,—চক্রপাণির সেই বিশ্ববন্দা চক্র আশ্রয়গকে বারংবার বিপুল স্নেহ প্রদান করেন ॥ ২ ॥

অব্যাবিধাতবোরো হরিভুজপবনামর্শনাধ্যাতমূর্ত্তে-

রশ্ম্যান্ বিস্মেরনেত্র-ত্রিদশমুতি-বচঃসাপুকারৈঃ স্মতারঃ ।

সর্বং সংহর্তুমিচ্ছোররিকুল-ভুবনং স্ফার-বিস্ফার-নাদঃ

সংযত্-কল্পান্তসিকৌ শরসলিলঘটাবাগৃচঃ কার্ম্মুকস্ত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- নারায়ণ-চক্ররূপ সমীরণের সকালনে বাহার মূর্ত্তি টঙ্কার-মুগ্ধ, যিনি যুদ্ধরূপ প্রলয়সাগরে শরনিকররূপ বারিধারা-বর্ষণে মেঘতুলা, সেই কার্ম্মুক যেন নিখিল পিপুলকুলস্থান-সংহারে অভিলষী হইবা নির্ঘাত-ঘোর, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ধ্বনি করিয়াছেন, বিষমপূর্ণ-দৃষ্টি দেবগণের স্তববাক্যে ও সাধুবাদের সম্মেলনে উচ্চতঃ সেই ধ্বনি আমাদের রক্ষা করেন ॥ ৩ ॥

জামৃতশ্যামভাসা মুহুরপি ভগবদ্বাহুনা মোহয়ন্তী

যুদ্ধেষুদ্ব্যমানা ঝটিতি তটিদিবালক্ষ্যতে যস্য মূর্ত্তিঃ ।

সোহসিস্ত্রাসাকুলাক্ষ-ত্রিদশরিপুবপুঃ-শোণিতাস্বাদ-তৃপ্তো

নিত্যানন্দায় ভূযান্ মধুমধন-মনোনন্দনো নন্দকো নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- বাহান মূর্ত্তি ঘনশ্রামকান্তি নারায়ণবাহু দ্বারা বদ্ধহলে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইয়া মোহপ্রদায়িনী সৌন্দর্যমিনী তার কণতরে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, ভয়চকিতনেত্র দেবারিগণের শরীরশোণিতাস্বাদ-পরিভূত, মধুসুন্দরের ক্ষুদ্রানন্দ-বিধারী সেই নন্দক নামক অসি, আমাদের নিত্য আনন্দের হেতু হউন ॥ ৪ ॥

কত্রাকারা মুরারেঃ করকমলতলেনাগুরাগাদগৃহীতা

সমাগব্ধতা স্থিতাশ্চে সপদি ন সহতে দর্শনং যা পরেষাম্ ।

রাজস্তী দৈত্যজীবাসবমদমুদিতা লোহিতালেপনার্জা

কামং দীপ্তাংশুকাস্তা প্রদিশতু দয়িতেবাস্ত কৌমোদকো নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- মুরারি, অগুরাগ সহকার নিজ করকমলতলে বাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সমাগব্ধতা (মূর্খতা অথচ মগগতিতা), অগ্রে অবস্থিত হইয়াও যিনি কণকালের জন্তও পরপুরুষ-পুরুষান্তর এবং শত্রু) দর্শন সহিতে পারেন না,



মুক্তিভেদ-সম্প্রদায় বলিয়া ইহ-জগতে অবগত আছেন, নদীর করুণার্ণব মনীর কটাক্ষ একবারমাত্র নিপতিত হইলেও পুরুষদিগের সমগ্র সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে, কুলেন্দ্রসুন্দর মুহম্মদ ঈসৎ হাফেজ মনোহর-বদনকমলা, সুন্দরাসী, অশেষজন-বন্দনীয় মুরারিবক্ষঃস্থলবাসিনী সেই ইন্দিরা দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যা সূত্রে সত্যজালং সকলমপি সদা সম্মিধানেন পুংসো  
ধত্তে যা তত্ত্বযোগাচ্চরমচরমিদং ভূতয়ে ভূতজাতম্ ।  
ধাত্রীং স্বত্রীং জনিত্রীং প্রকৃতিমবিকৃতিং বিশ্বশক্তিং বিদ্বাত্রীং  
বিষ্ণোবিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি ॥ ৯ ॥

অনুবাদি ।—যিনি পুরুষের ( পরমাত্মার ) সাম্রাজ্য বশতঃ সদা নিখিল বস্তু প্রসব করেন, যিনি মহাদাদি তত্ত্বযোগে এই চরাচর ভূতসমূহকে ধারণ করেন, ধাত্রী বিশ্বাত্মা বিষ্ণুর বিপুলগুণময়ী প্রাণাধীশ্বরী সর্ববিধানদক্ষা মাতৃস্বরূপা চৈত্রস্থিরা সেই বিশ্বশক্তি অবিকৃতপ্রকৃতিকে সম্পদের ভূতত্ত্ব করি ॥ ৯ ॥

যেভ্যোহনৃসৃষ্টিকৃচ্চৈঃ সপদি পদমুরু ত্যজ্যতে দৈত্যবর্গৈ-  
র্ঘেভ্যো ধর্তুং চ মূর্খাঃ স্পৃহয়তি সততং সর্বগীর্বাণবর্গঃ ।  
নিত্যং নিষ্কূলয়েয়ুর্নিচিততরমগী ভক্তির্নিম্নাত্মনাং নঃ  
পদ্মাক্ষস্যাজি পদ্মদ্বয়তলনিলয়াঃ পাংসবঃ পাপপঙ্কম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদি ।—দৈত্যবর্গ ষাছাদিগের প্রতি অহুয়া হেতু অবিলম্বে নিজ নিজ স্বীয় উচ্চ মহৎ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সমস্ত দেবগণ মন্তকে ধারণ করিবার জন্য যে সকলের প্রতি সদা স্তুতি-সম্পন্ন, পুণ্ডরীকাক্ষের চরণকমলযুগলতল-নিলীন সেই রেণুরাজি ভক্তিপরতন্ত্রচেতা আমাদিগের অতিপূজ্যসম্বিত পাপ-পঙ্ককে যেন নিতা নিষ্কূল করেন ॥ ১০ ॥

রেখা লেখাদিবন্দ্যাস্চরণতলগতাশ্চক্রমংস্তাদিরূপাঃ  
স্মিতাঃ সূক্ষ্মাঃ সূজাতা মুছুললিততর-কোম-সূত্রায়মাণাঃ ।  
দহ্যুর্নো মঙ্গলানি ভ্রমরপরজুষা কোমলেনাক্ষিজায়াঃ  
কত্রেণাত্রেভ্যমানাঃ কিসলয়-মুছুনা পাণিনা চক্রপাণেঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদি ।—কীরোদ-সম্ভবার অলিকুল-সেবিত কিসলয়-কোমল কমনীয়-কর-সংবাহনে পুনঃ পুনঃ স্পৃষ্ট, দেবাদি-বন্দনীয়, মুছুললিত-কোম-সূত্রসদৃশ সূক্ষ্ম,



দ্বিষ্ট, স্ৰজাত, চক্ৰপাণি-চরণস্থ কমণীয় চক্ৰ-সংস্থাদি রেখা-সমূহ যেন আমাদিগকে  
মঙ্গল বিতরণ করেন ॥ ১১ ॥

যস্মাদাক্রামতো ত্যাং গরুড়-মণি-শিলা-কেতু-দণ্ডায়মানা-  
দাশ্চ্যাতন্তী বভাসে সুরসরিদমলা বৈজয়ন্তীব কান্তা ।  
ভূমিষ্ঠো যন্তথাণ্ডো ভুবনগৃহবৃহৎ-স্তম্ভশোভাং দধৌ নঃ  
পাতামেতো পয়োজোদরললিততলৌ পঙ্কজাক্ষ্ম পাদৌ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—মরকতমণিময় ধ্বজদণ্ড সদৃশ যে চরণ স্বর্ণ আক্রমণে  
উখিত হইলে, তাহা হইতে নির্মলা সুরধুনী ক্ষরিত হইয়া কমণীয়া বৈজয়ন্তীর  
(পতাকার) স্তায় শোভা পাইয়াছিলেন, আর যে অপর চরণ ভূতলব্যাপী হইয়া  
ভুবনমণ্ডলরূপ গৃহের স্তম্ভবৎ শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পৃথুরীকাক্ষের কমল-  
গর্ভ-মনোহর-তল-সম্পন্ন সেই চরণদ্বয় আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১২ ॥

আক্রামদভ্যাং ত্রিলোকীমসুরসুরপতী তৎক্ষণাদেব নীতো  
যাভ্যাং বৈরোচনীন্দ্রো যুগপদপি বিপৎ-সম্পদোরেকধাম ।  
তাভ্যাং তাস্মাদরাভ্যাং মুহুরহমজিতস্মাঞ্চিতাভ্যামুভাভ্যাং  
প্রাক্জৈশ্বৰ্য্যপ্রদাভ্যাং প্রণতিমুপগতঃ পাদপঙ্কেরুহাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহারা ত্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অসুররাজ  
বলি এবং সুররাজ ইন্দ্রকে যুগপৎ (যথাক্রমে) বিপত্তি ও সম্পত্তির একাধিকারী  
করিয়াছিলেন, তান্ন-তল-মনোহর প্রভূত ঐশ্বৰ্য্যপ্রদ সৰ্বলোক-পূজিত সেই নারায়ণ-  
চরণকমলযুগলে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩ ॥

যেভ্যো বর্ণশ্চতুর্থশ্চরমত উদভূদাদিসর্গে প্রজানাং  
সাহস্রী চাপি সংখ্যা প্রকটমভিহিতা সৰ্ববেদেষু যেমাম্ ।  
ব্যাপ্তা \* বিশ্বস্তরা যৈরতিবিততনোবিশ্বমূর্তেবিরাজো  
বিষোন্তেভ্যো মহদ্ব্যং সততমপি নমোহস্তজি পঙ্কেরুহেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রজাগণের আদিসৃষ্টিকালে, যে সমস্ত হইতে শেষে চতুর্থ  
বর্ণ উদ্ভূত, সৰ্ববেদে গীতাদিগের সহস্রসংখ্যা স্পষ্টভাবে কথিত, যাহারা ভূমণ্ডলকে

ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতি বিশালকাণ্ড বিধ্বমূর্ত্তি বিরাট পুরুষ বিষ্ণুর সেই মহৎ  
ঐচরণকমলনিকরের উদ্দেশে আমার সতত নমস্কার ॥ ১৪ ॥

বিশেষঃ পাদদ্বয়াগ্রে বিমলনখরুচি \* ভ্রাজিতা রাজতে যা  
রাজীবশ্চেব রম্যা হিমজল-কণিকালঙ্কতাগ্রা দলালী ।  
অস্মাকং বিশ্বম্যাহাণ্যখিলজন-মনঃ-প্রার্থনীয়া হি মেয়ং  
দগাদাগানবগা ততিরতিরুচিরা মঙ্গলান্ধুলীনাম্ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ঐবিষ্ণুর চরণযুগলের অগ্রভাগে, নির্মলনখপ্রভায়  
উদ্ভাসিত হইয়া হিমজলকণিকা-ভূষিতাগ্র রমনীয় কমলদলনিকরবৎ শোভা  
পাইতেছেন ; • অখিল-জন-মনঃ-প্রার্থনীয়, জগৎস্থতির পূর্বে প্রকাশিত সেই  
নির্দোষ অঙ্গুলিরাছি আমাদেরিগের বিশ্বয়কর কল্যাণরসস্পরা যেন প্রদান  
করেন ॥ ১৫ ॥

যস্মাং দৃষ্টামলায়াং প্রতিকৃতিমমরাঃ সম্ভবন্ত্যানমন্তঃ  
সেন্দ্রাঃ সাস্ত্রীকৃতেৰ্যাস্ত্রপরস্তরকুলাশঙ্কয়াতঙ্কবন্তঃ ।  
সা সগুঃ সাতিরেকাং সকল-সুখকরাং সম্পদং সাধয়েম্-  
শঙ্কচাক্ষুঃশুচক্রা চরণ-নলিনয়োশ্চক্রপাণেৰ্নখালী ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ইন্দ্রসমন্বিত দেবগণ প্রণাম করিবার সময়ে, নির্মলতা হেতু  
যাহার ভিতরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, অপর দেবতাগণের প্রাহুর্ভাব আশঙ্কা  
হওয়ায় প্রগাঢ় ভীষা সহ আতঙ্ক প্রাপ্ত হইয়েন, মনোহর-কিরণাবলি-প্রসারিণী,  
চক্রপাণির পদকমলবিরাজিত সেই নখররাছি আমাদেরিগের সর্বসুখবিধায়িনী  
অত্যধিক সম্পদ অবিলম্বে সম্পন্ন করুন ॥ ১৬ ॥

পাদান্তোজম্ম-সেবা-সমবনতস্তর-ভ্রাত-ভাস্বৎ-কিরীট-  
প্রভ্যুপ্তোচ্চাবচাশ্ম-প্রবরকরণগৈশ্চিত্রিতং যদ্বিভাতি ।  
নভ্রাপাণাং হরেনেঁ হরিদুপল-মহাকূর্ম্ম-সৌন্দর্য্য-হারি-  
চ্ছায়ং শ্রেয়ঃ-প্রদায়ি প্রপদযুগমিদং প্রাপয়েৎ পাপমন্তম্ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—চরণকমল-সেবার্থ প্রণত দেববন্দের উজ্জল কিরীট-নিবন্ধ  
বিবিধ উৎকৃষ্ট অগ্নিময়ুখজালে বিবিধ বর্ণ ধারণ করতঃ যিনি শোভা পাইয়া থাকেন,

মরকতমণিময় মহাকূৰ্ম্মপৃষ্ঠের তায় সুখী সুঠাম সেই শ্রেয়ঃপ্রদ ত্রীহরি-প্রপদযুগল,  
নব্রকায় আমাদিগের যেন পাপসমূহ বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥

ত্রীমত্যো চারুব্রজে করপরিমলনানন্দ-হৃষ্টে রমায়াঃ

সৌন্দর্যাঢ্যে স্ত্রনীলোপল-রচিত-মহাদণ্ডয়োঃ কান্তি-চোরে ।

সূরীন্দ্রেঃ স্তুষ্যমানে সুরকুল-সুখদে সূদিতারাতিসজ্জে

জজ্জে নারায়ণীয়ে মুহুরপি জয়তামস্মদংহো হরন্ত্যো ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—উৎকৃষ্ট ত্রীসম্পন্ন, সুবস্ত্র ( সুগোল ) লক্ষ্মীকরকমল সম্পাদিত  
সংবাহন-সুখে রোমাঙ্কিত, ইন্দ্রনীল-মণিরচিত স্ত্রনর মহাদণ্ডযুগলের কান্তিহরণকারী,  
সুরশ্রেষ্ঠগণের স্তুতিভাজন, অরতিসজ্জাবিজয়ী, সুরকুলসুখদায়ী নারায়ণজ্ঞা-  
যুগলবায়ংবার আমাদিগের পাপহরণ করতঃ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৮ ॥

সম্যক সাহ্যং বিধাতুং সমমিব সততং জজ্জয়োঃ শিরমোর্ঘ্যে

ভার-ভূতোরুদণ্ডদ্বয়ীভরণকৃতোত্তমভাবং ভজেতে ।

চিন্তাদর্শং নিধাতুং মহিতমিব সতাং তে সমুদগায়মানে

ব্রতাকারে বিধতাং হৃদি মুদমজ্জিতস্থানিশং জানুনী নঃ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—ধাঁহারা ( উরুভারবহনে ) শির জজ্জ্যায়ুগলের সতত সমভাবে  
সম্যক সাহায্য করিবার জন্যই যেন উরুদণ্ডযুগলভার বহন করিয়া স্তম্ভভাব প্রাপ্ত  
হইয়াছেন, এবং ধাঁহারা সজ্জনগণের প্রশংসনীয় মনোদর্পণ স্থাপনের সম্পূর্ণক তুল্য,  
অজিতের (নারায়ণের) সেই ব্রতাকার জামুঘ্য আমাদিগের হৃদয়ে সতত আনন্দবিধান  
করুন । [ মণিদর্পণ বড় আকারের কোটামধ্যে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল । এখানে  
ভক্ত কবি, জজ্জ্য ও উরুর মধ্যস্থিত জামুর ( হাঁটুর ) বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা করিয়া  
বলিলেন, প্রভুর ঐ যে সুঠাম জামু, উহা জামু নহে, বড় আকারের কোটা, উপরে  
তাহারাই ঢাকুনি দেখা যায় । ঐ কোটার ভিতরে একখানি উৎকৃষ্ট গোলাকৃতি  
মণিদর্পণ আছে ; সজ্জনগণের মনই সেই দর্পণ । ইহাই তৃতীয় চরণের ভাবার্থ ] ॥ ১৯ ॥

নেবো ভীতিং বিধাতুঃ সপদি বিদধতো কৈটভাখ্যং মধুক্ষা-

প্যারোপ্যারুঢ়গব্বাবধিজলধি যয়োরাদিদৈত্যো জঘান ।

ব্রতাবশ্যোত্তুল্যো চতুরম্পচয়ং বিভ্রতাবজ্রনীলা-

বুরু চারু হরন্ত্যো মুদমতিশয়িনীং মানসে নো বিধতাম্ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—সহসা ব্রহ্মার ভীতি সম্পাদক, গর্জিত আদি-দৈত্য মধু ও

কৈটভকে দেব নারায়ণ যথায় রাখিয়া জলধিমধ্যে নিহত করিয়াছিলেন, সুব্রত (সুগোল) পরস্পরতুল্য উপবৃত্ত উপচয়প্রাপ্ত স্ত্রীর সহিত স্ত্রীচাক উরুযুগল আমাদিগের হৃদয়ে অধিকতর আনন্দবিধান করুন ॥ ২০ ॥

পীতেন গোততে যচ্চতুর-পরিহিতেনাস্বরেণাত্যাদারং  
জাতালঙ্কার-যোগং জলমিব জলধের্বাড়বাগ্নি-প্রভাভিঃ ।  
এতং পাতিতাদাম্নো জঘনমতিঘনাদেনসো মাননীয়ং  
সাতত্যেনৈব চেতো বিষয়মবতরং পাতু পীতাস্বরস্য ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি, নিপুণভাবে পরিহিত পীতবর্ণ অম্বর দ্বারা বাড়বাগ্নি-প্রভাভূষিত জলধিজলের জায় অতি উত্তমরূপে শোভা পাইয়া থাকেন, পীতা-স্বরের এই সেই মাননীয় জঘন আমাদিগের হৃদয়ে সতত উপস্থিত হইয়া পাতিতা-প্রদ অতি নিবিড় পাপরাশি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

যন্তা দান্না ত্রিধান্নো জঘনকলিতয়া ত্রাজতেহঙ্গং যথাক্রে-  
মধ্যস্থো মন্দরাদ্রিভূর্জগপতি-মহাতোগ-সম্বন্ধ-মধ্যঃ ।  
কাঞ্চী সা কাঞ্চনাতা মণিবর-কিরণৈরুৎসাদতিঃ প্রদীপ্তা  
কল্যাং কল্যাণদাত্রী মম মতির্মনিশং কয়রূপা করোতু ॥২২॥

**অনুবাদ ।**—যদীয় দান অর্থাৎ গোছা জঘনদেশে ধারণ করার ত্রিধান্না নারায়ণের দেহ, নাগরাজের মহাভোগে আবদ্ধ-নিতম্ব স্ত্রীরোদসমুদ্রমধ্যস্থ মন্দর-পর্বতের জায় শোভা পাইয়া থাকেন, উন্নতি মণিবরকিরণজালে উদ্দীপ্ত সেই কমলীয়কান্তি কাঞ্চনবর্ণা কাঞ্চী (কটিভূষণ) নিরন্তর কল্যাণদাত্রী হইয়া আমার বুদ্ধিকে নিরাময় করুন ॥ ২২ ॥

উন্নতং কয়মুচ্চৈরুপচিতমুদভূদ্ যত্র পত্রৈর্বিচিত্রৈঃ  
পূর্বং গীর্বাণ-পূজ্যং কমলজ-মধুপস্মাস্পদং তং পয়োজম্ ।  
তস্মি \* মীলাশ্ব-নীলৈস্তরল-রুচিজলৈঃ পুরিতে কেলিবৃক্ষা  
নালীকাক্ষ্য নাতী-সরসি বসতু নশ্চিত্ত-হংসশ্চিরায় ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—স্বর্গের প্রথমাবস্থায় বিচিত্র-দলপূর্ণ, কমলীয়, উন্নত, চকুরানন-মধুকরোর আসন, দেবগণ-পূজ্য সেই পদ্ম, যথায় উড়ত হইয়াছিল, নীলকান্তমণির

\* যন্মিন্ এই পাঠ বাগীবিলাস পুস্তকে আছে ।

তায় নীলবর্ণ মেখলা-মধ্যমণির কান্তি-সলিলে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীকাক্ষের সেই নাভি-  
সরোবরে আমাদিগের চিত্তরূপী হংস, কেলিবোধে চিরতরে বাস করুক ॥ ২৩ ॥

পাতাঙ্গং যশ্চ নালং বলয়মপি দিশাং পত্রপংক্তিন'গেদ্রান্  
বিদ্বাংসঃ কেসরালীর্বিদুরিহ বিপুলাং কণিকাং স্বর্ণশৈলম্ ।  
ভূষাদ্ গায়ং স্বয়ম্ভূ-মধুকর-ভবনং ভূময়ং কামদং নো  
নালীকং নাভি-পদ্মাকর-ভবমুরু তন্মাগশয্যাস্থ শৌরেঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পাতালকে যাহার নাল বলিয়া, দিগ্‌মণ্ডলকে দলসমূহ বলিয়া,  
শ্রেষ্ঠ পর্বতদিগকে কেসরাবলি বলিয়া এবং স্বমেরু পর্বতকে বিপুল কণিকা বলিয়া  
জগতের পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন, বেদগানরত ব্রহ্মা যথায় গুঞ্জনপুয়ায়ু লমরবং  
নিষল, ভূজঙ্গশয্যায় শয়ান নারায়ণের নাভিকমলসমুৎসেই ভূমণ্ডলরূপ মহৎপদ্ম  
আমাদিগের অতীষ্টসাধন করুন ॥ ২৪ ॥

আদৌ কল্লশ্চ যস্মাং প্রভবতি বিততং বিশ্বমেতদ্বিকল্পৈঃ  
কল্লান্তে যশ্চ চান্তঃ প্রবিশতি সকলং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ।  
অত্যন্তাচিন্ত্যমূর্ত্তেশ্চিরতরমজিতশ্চাস্তরীক্ষ-স্বরূপে  
তস্মিন্নস্মাকমন্তঃকরণমতিমুদা ক্রৌড়াভ্যাং ক্রৌড়াভ্যাং ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—কল্পের প্রারম্ভে এই বিকল্পপূর্ণ বিশাল বিশ্ব যাহা হইতে  
উদ্ভূত হয়, আর কল্লান্তে সকল স্থাবর-জঙ্গম যাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে,  
অত্যন্ত অচিন্ত্যমূর্ত্তি অজিতের ( নারায়ণের ) আকাশরূপ সেই ক্রৌড়াভ্যাং ( উদরের  
একাত্ম্যে ) আমাদিগের অন্তঃকরণ অতি আনন্দ সহকারে চিরতরে ক্রৌড়া  
করুক ॥ ২৫ ॥

কান্ত্যন্তঃ পূরপূর্ণে লসদসিত-বলী-ভঙ্গ-ভাস্বন্তরঙ্গে  
গম্ভীরাকারনাভী চতুরতর-মহাবর্ত্ত-শোভিন্যুদারে ।  
ক্রৌড়ত্বানন্ধ-হেমোদর-নহন-মহাবাড়বাগ্নিপ্রভাঢ্যে  
কামং দামোদরীয়োদরসলিলনিধৌ চিত্তমৎশ্চিচিরং নঃ ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—কান্তিসলিলে পরিপূর্ণ, ( মরকতমণির তায় ) মনোহর  
নীলবর্ণ ত্রিবলীতরঙ্গে শোভিত, গম্ভীরাকার অতিসুন্দর নাভিস্বরূপ বিশাল আবর্ত্তে  
বিরাজিত, সুবর্ণময় উদরবন্ধরূপ ( উদরবন্ধি নিবারণের জন্য দেশবিশেষে ব্যবহৃত

রজ্জু আকারে নিখিত অলঙ্কার উদরবন্ধ নামে কথিত ) বাড়বানলপ্রভায় উদ্ভাসিত,  
সূচাকন্দর্শন, নারারণের উদর-রূপ-সমুদ্রে আমাদিগের চিত্ত-মংস্ত্র চিরকাল ক্রীড়া  
করুক ॥ ২৬ ॥

নাভী-নালীক-মূলাদধিক-পরিমলোন্মোহিতানামলীনাং  
মালা নীলেব যান্তী ক্ষুরতি রুচিমতা বক্তৃপদ্যোন্মুখী য়া ।  
রম্যা সা রোমরাজির্মহিতরুচিকরী মধ্যভাগস্ত্র বিবেগ-  
শিচন্তস্থা ঞা বিরংসীচ্চিরতরমুচিতাং সাধয়ন্তী শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ।—নাভিকমল হইতে অধিক পরিমল-লোভমুগ্ধ হইয়া মুখকমলা-  
ভিমুখে উখিত কীচির রুক্ষবর্ণ-ভ্রমরপঙ্ক্তির গায় যিনি শোভা পাইতেছেন, জগৎ-  
পুঞ্জিত ( দেবঋষি )-গণের আকাঙ্ক্ষিত নারায়ণ-মধ্যাঙ্গ বিরাজিত সেই রমণীয়  
রোমাবলি আমাদিগের মনে অবস্থান করিয়া চিরতরকাল স্থায়ী উপসুক্ত ঐশ্বর্যা-  
সম্পাদন কার্য্য হইতে যেন বিরত না হবেন । তাবার্ণ,—নারায়ণের নাভিস্থান হইতে  
বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উখিত যে রোমাবলি, তাহাতে কবির উৎপ্রেক্ষা এই যে,  
নাভিপথে স্থিত অলিপুঞ্জ মুখকমলের অধিক সুগন্ধে লুগ্ন হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে উপরে  
উঠিতেছে, রোমাবলি তাহারই রূপ ॥ ২৭

সংস্তীর্ণং কৌস্তভাংশু-প্রসর-কিনলয়ৈ \* মূঞ্জ-মুক্তাফলাঢ্যং †  
শ্রীবৎসোল্লাসি- ‡ ফুল্ল-প্রতিনব-বনমালাক্ষি § রাজদ্ভুজান্তয় ।  
বক্ষঃ ॥ শ্রীবৃক্ষকান্তং ॥ মধুকর-নিকর-শ্যামলং শার্ঙ্গপাণেঃ  
সংসারাক্ষ-শ্রমার্ভৈরুপবনমিব যৎ সেব্যতে তৎ প্রপদ্যে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ।—নবগগন সদৃশ কৌস্তভ-মণি-কিরণ-জালে আকীর্ণ, রমণীয়

### সংস্কৃত বিম্বমপদব্যাখ্যা ।—

- ১ কৌস্তভাংশুপ্রসরঃ কিনলয়ানি । উপবনপক্ষে, প্রসরা ইব কিনলয়ানি  
† মুক্তাফলানি যৌক্তিকহারঃ । উপবনপক্ষে, মুক্তা ইব ফলানি ।  
‡ শ্রীবৎসঃ শ্রীহর্য্যেক্যভূষণম্ । উপবনপক্ষে, শ্রীঃ শোভা, বৎসঃ গৌলিশবঃ অজ্ঞাভবত্য  
§ প্রতিনবঃ অর্থঃ, লক্ষণস্তা তৎপত্রগ্রহণঃ তথৎ কান্তঃ, অর্থঃপত্রঃ যথা—উদ্ধৃতা বিবৃতা অর্থঃ  
মক্ষীগণঃ তথ্যদিত বক্ষঃপক্ষে ।

মুক্তাফল-সম্পন্ন (১) অীবৎস-শোভিত (২) নব নব প্রফুল্ল বনমালা-অঙ্কিত (৩) ভূজাস্ত্র বিরাজিত (৪) অীবৃক্ষকাস্ত্র (৫) মধুকর-নিকর-শ্রামল, (৬) যে নারায়ণ-বক্ষঃস্থলকে সংসার-কান্তার-ভ্রমণ-শ্রমার্ভগণ উপবনবৎ সেবা করেন, আমি তাঁহার প্রণম হইতেছি ॥ ২৮ ॥

কাস্ত্রং বক্ষো নিতাস্ত্রং বিদধদ্বিব গলং কালিমা কালশত্রো-

রিন্দোর্বিশ্বং যথাক্ষো মধুপ ইব তরোর্মজ্জরীং রাজতে যঃ ।

অীমান্-নিত্যং বিধেয়াদবিরলমিলিতঃ কৌস্তভঅীপ্রতানৈঃ

অীবৎসঃ অীপতেঃ স শ্রিয় ইব দয়িতো বৎস উকৈঃ শ্রিয়ং নঃ ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।**—নীলিমা যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠদেশকে বিশেষ শোভায়ুক্ত করিয়াছে, কলঙ্ক যেমন চন্দ্রবিশ্বকে অধিক শোভাসম্পন্ন করিয়াছে, ভ্রমর যেমন তরুকুসুমমঞ্জরীকে অধিক শোভায়ুক্ত করে, যিনি কৌস্তভমণি-প্রভা-সমূহের সহিত নিরন্তর মিলিত থাকিয়া অীপতির বক্ষঃস্থলকে সেইরূপ অধিকতর শোভাযিত করিতেছেন, অীম (সর্বশোভাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর) প্রিয় পুত্রতুলা সেই অীবৎস

### দুঃসাহ পদের অর্থ।

(১) মুক্তাফল মুক্তারচিত হার ; উপবনপক্ষে, মুক্তার শ্রায় স্বচ্ছ ও গোভনীয় লবলী দ্রাক্ষা প্রভৃতি ফল-সমূহ ।

(২) অীবৎসচিহ্নযুক্ত, উপবন পক্ষে, অী—শোভা, ও বৎস—অজাতদন্ত গো-শিশু ; অীসম্পন্ন ও অজাতদন্ত গো-শিশু তথায় সোপায়ে ছুটাছুটি করিতেছে ।

(৩) বক্ষঃস্থলে প্রফুল্ল-কুসুমগ্রথিত অভিনব বনমালা দোহলায়মান । উপবনপক্ষে, মল্লিকাবন, যুধীবন, জাতিবন ইত্যাদি প্রফুল্ল কুসুমিত নব নব বনশ্রেণী যেন তথায় অঙ্কিত অর্থাৎ চিত্রিত রহিয়াছে ।

(৪) আজাহুল্যযিত ভূজসুগল, বক্ষঃস্থলকে যেন ফোড়ে করিয়া শোভা পাইতেছেন ; উপবনপক্ষে, ভূজসদৃশ যে পার্শ্ব-ভাগছত্র, তদ্বারা বিরাজিত ।

(৫) অীবৃক্ষ,—অর্থং, অর্থংপত্রের শ্রায় উর্দ্ধাংশে বিস্তৃত ও নিম্নভাগ ক্রমশঃ কীর্ণ, এইরূপ কমলীয় আকৃতিবিশিষ্ট । অথবা অী—লক্ষ্মী, বৃক্ষকাস্ত্রা—লতা ; লক্ষ্মীদেবী লতায় শ্রায় ষীহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন । উপবনপক্ষে, অীবৃক্ষ—অর্থং, বিধ প্রভৃতি বৃক্ষাবলির দ্বারা কমলীয় ।

(৬) ভ্রমরপংক্তির শ্রায় কৃষ্ণবর্ণ । উপবনপক্ষে, ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ ॥ ২৮ ॥

(মণিবিশেষ, মতান্তরে রোমাবর্ত, অগ্রমতে তৃণপদচিহ্ন) আমাদিগের উক্ত সম্পৎ সম্পাদন করুন ॥ ২৯ ॥

সন্তুষ্ণাস্তোধি-মধ্যাং সপদি সহজয়া যঃ শ্রিয়া সন্নিধন্তে  
নীলে নারায়ণোরঃস্থন-গগন-তলে হারতারোপসেব্যো ।  
আশাঃ সর্বাঃ প্রকাশা বিদধদপি দধচ্চাত্ত-ভাসান্যতেজাং-  
শ্যাস্চর্য্যাকরো নো দ্যুমণিরিব মণিঃ কৌস্তভঃ সোহস্তু ভূতৌ ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সমুদ্রমধ্য হইতে (মস্তককালে) উদ্ধৃত হইয়া হার-  
স্বরূপ তারকামালা-মণ্ডিত নারায়ণ-বক্ষঃস্থলরূপ নীল নভস্তলে, সহজাতা লক্ষ্মীর  
সহিত আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বর্গের তায় সর্বদিস্থ গুল-প্রকাশক ও  
নিজ প্রভায় অস্ত্র তেজকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই আশংগাকর কৌস্তভমণি  
আমাদিগের ঐশ্বর্য্যাজনক হউন ॥ ৩০ ॥

যা বায়াবানুকূল্যাং সরতি মণিরুচা ভাসমানাসমানা  
সাকং সাকম্পমংসে বসতি বিদধতী বাস্তভদ্রং স্তভদ্রম্ ।  
সারং সারঙ্গসংজ্ঞায়ুখরিতকুসুমামেচকাস্তা চ কাস্তা  
মালা মালালিতাস্মান্ন বিরমতু স্তথৈষোজয়ন্তী জয়ন্তী ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।**—যাঁহার সাম্য বা উপমা অন্যত্র নাই, অস্বকূল বায়ু-বহনে  
চঞ্চলভাবে (নারায়ণের) স্বরূপদেশে হারমণি-কিরণসহ উজ্জলমূর্তিতে যিনি  
অবস্থিত, যিনি বাস্তভদ্র অর্থাৎ বিকৃতকৃতকে পরম মঙ্গলাস্পদ করিয়া থাকেন,  
যাঁহার কুসুমচয় অলিকূলে মুখরিত ও যাঁহার স্বরূপ (অলিসঙ্গে) নীলিমাপ্রাপ্ত,  
সেই লক্ষ্মী-লালিত জয়ন্তী অর্থাৎ বৈজয়ন্তী-নারী কমলীয় মালা আমাদিগকে  
অবিলম্বে সুখী করিতে বিরত না হউন ॥ ৩১ ॥

### সংস্কৃত টীকা ।

[‘অসমানা’ অল্পপমা বারো আত্মকূল্যাং ‘সরতি’ বাতি সতি ‘সাকম্পং’  
আকম্পেন সহ বর্তমানং যথা শ্রাং তথা, ‘মণিরুচা’—হারমণিরূচা সাকং ভাসমানা  
যা, অংসে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বসতি, ‘সারঙ্গসংজ্ঞায়ুখরিতকুসুমামেচকাস্তা’  
‘মেচকাস্তা’ শ্রামলস্বরূপা ‘কাস্তা’ কমলীয়া চ, ‘বাস্তভদ্রং’ বাস্তর্ষিকুঃ তত্র ভদ্রঃ  
সাধুঃ বাস্তভদ্রঃ বাস্তুঃ শ্রেষ্ঠঃ উপাস্তম্ভেন প্রশস্ততমো বা যস্ত স বিকৃতকৃত ইত্যর্থঃ,  
‘স্তভদ্রং’ স্তম্ভলং বিদধতী, ‘মা’ লক্ষ্মীঃ তয়া ‘লালিতা’ আদরেণ পালিতা,



সা 'জয়ন্তী' বৈজয়ন্তীমালা 'অরং' শীত্রে অগ্নান্ সুধৈর্যোজয়ন্তী ন বিরমত্ ন  
নিবৃত্তা ভবতু ] ॥ ৩১ ॥

হারশ্যোরু-প্রভাভিঃ প্রতিনব-বনমালাংশুভিঃ প্রাংশুরুপৈঃ

ত্রীভিশ্চাপ্যঙ্গদানাং কবলিতরুচি যম্মিক্কাভিশ্চ ভাতি ।

বাহুল্যেনৈব বদ্ধাঞ্জলিপুটমজিতশ্চাভিয়াচামহে তদ্

বদ্ধান্তিঃ বাধতাং নো বহু-বিহতি-করোং বক্ষুরং বাহুমূলম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ :- হারের মহতী প্রভা, অভিনব বনমালার উচ্চদাঁপ্ত, কেয়ূরঃ  
আভা ও নিক-নামক স্বর্ণময় বক্ষোভূষণের ছাতি, ষাঁহার শ্রাম কান্তিকে গ্রাস  
করিয়াছে ; আমরা কুতাজলিপুটে বহুলভাবে প্রার্থনা করি, নারায়ণের সেই  
সুন্দর বাহুমূল, বহু ব্যাঘাতদায়িনী আমাদিগের ভববন্ধনবাধাকে বিনষ্ট  
করুন ॥ ৩২ ॥

বিশ্ব-ত্রাণৈকদীক্ষাস্তদনুগুণ-গুণ ক্ষত্র-নিশ্মাণ-দক্ষাঃ

কর্তারো দুর্নিরূপ-স্ফুটগুণ-যশসাং কশ্মণামদ্রুতানাম্ ।

শাস্ত্রং বাণং কৃপাণং ফলকমরিগদে পদা-শাঙ্খৌ সহস্রং

বিভ্রাণাঃ শস্ত্রজালং মম দধতু হরের্বাহবো মোহহানিম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ :- ষাঁহার। বিশ্বরক্ষায় একমাত্র ত্রীতী, রক্ষাকার্য্যের অনুকূল  
গুণসম্পন্ন সেই ক্ষত্রিয়বর্ণের উৎপত্তি যথা হইতে হইয়াছে, অসংখ্যেয় সুপ্রকাশিত  
গুণকীর্তির নিদান অদ্রুত কশ্ম ষাঁহার। করিয়াছেন, শাস্ত্রধনু, বাণ, ( নন্দক )  
অসি, বশ্ম, ( সুদর্শন ) চক্র, ( কোমোদকী ) গদা, পদ্ম, ( পাঞ্চজন্য ) শঙ্খ  
প্রমুখ শস্ত্রসমূহধারী ত্রীহরির সহস্র বাহু আমার মোহ ধ্বংস করুন ॥ ৩৩ ॥

কণ্ঠাকল্লোদগৈর্ব্যঃ কনকময়-লসৎকুণ্ডলোত্থৈরুদারৈ-

রুগোতৈঃ কোস্তভশ্যাপ্যুরুভিরূপচিত্তশিচত্রবর্ণো বিভাতি ।

কণ্ঠাশ্লেষে রমায়াঃ কর-বলয়পদৈর্মুদ্রিতে ভদ্ররূপে

বৈকুণ্ঠিয়েহত্র কণ্ঠে বসতু মম মতিঃ কুণ্ঠভাবঃ বিহায় ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ :- যিনি. কণ্ঠভূষণ হইতে উদগত সুশোভিত কনক-কুণ্ডলো-  
থিত উৎকৃষ্ট ছাতি দ্বারা, বিশেষতঃ কোস্তভমণির অত্যাশ্চল জ্যোতির্মণ্ডলে

সংবর্দ্ধিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছেন ; আলিঙ্গনের সময়ে লক্ষ্মী-কর-  
বলয়চিহ্নাঙ্কিত চাকুর্ভূতি সেই নারায়ণ-কণ্ঠে আমার বুদ্ধি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া  
অবস্থিত হউক ॥ ৩৪ ॥

পদ্মানন্দ-প্রদাতা পরিলসদরুণ-শ্রী-পরীতাগ্রভাগঃ

কালে কালে চ কন্মুপ্রবর-শশধরাপূরণে যঃ প্রবীণঃ ।

বক্ত্রাকাশান্তরস্থস্তিরয়তি নিতরাং দন্ততারৌঘশোভাং

শ্রীভঁরুর্নস্তবাসো-দ্যুমণিরঘতমো নাশনায়াত্বসৌ নঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি পদ্মানন্দকারী ( পদ্মা—লক্ষ্মী, তাঁহার আনন্দ, স্বর্ঘ্য  
পক্ষে পদ্মপুষ্পের প্রকরতা ; বাহ্যিক অগ্রভাগ অরুণ-শ্রীশোভিত, ( ওষ্ঠ পক্ষে  
অগ্রভাগ-প্রান্ত ; অরুণ শ্রী, রক্ত আভা । স্বর্ঘ্যপক্ষে অগ্রভাগ স্বর্ঘ্যরথের  
সম্মুখভাগ, বা স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বাভাস, অরুণ—স্বর্ঘ্যের সারথি, বা তৎপূর্বোদিত  
স্বর্ঘ্যাকিরণ, তদীয় শ্রী—তদীয় শোভা । যিনি সময়ে সময়ে ( একপক্ষে বুদ্ধ ও  
উৎসবসময়ে পক্ষান্তরে গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ) শঙ্করাজ-  
স্বরূপ চক্রেয় আপূরণে ( ওষ্ঠপক্ষে, বাদনার্থ মুখব্যূহ দ্বারা আপূরণে, স্বর্ঘ্য-  
পক্ষে চক্রেয় ক্ষীণ কলাকে পূর্ণ করিতে ) শ্রদ্ধাক ; যিনি বদনাকাশভাস্তরে  
অবস্থিত হইয়া দন্তপংক্তি-স্বরূপ নকত্রাবলীর শোভা হরণ করেন, শ্রীনাথের সেই  
ওষ্ঠাধররূপী স্বর্ঘ্য আমাদিগের পাপরূপ অন্ধকার বিনাশের কারণ হউন । এই  
শ্লোকের ভাবার্থ :—স্বর্ঘ্যের কার্য্য পদ্মপুষ্পকে প্রকর করা, তাঁহার সম্মুখভাগে  
থাকেন অরুণদেব,—উদয়ের পূর্বে সেই অরুণের দর্শন পাওয়া যায়, স্বর্ঘ্যাকিরণ  
দ্বারাই চক্রেয় কলা পূর্ণ হয়, চক্রেয় যে অংশ পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত থাকে,  
তাহা স্বর্ঘ্যাকিরণলাভে বঞ্চিত হয়, যতটুকু ছায়ায় বাহিরে থাকে, তাহাতেই স্বর্ঘ্য-  
কিরণপাত হয়, আর উজ্জলতা লাভ করে, তিথি অনুসারে গতিভেদহেতু, চক্রে-  
কলার আবরণে নূনাধিকা হয় । স্বর্ঘ্য আকাশমণ্ডলে যে স্থানে প্রকাশিত থাকেন,  
তথায় নকত্রপ্রভা তিরোহিত হয়, এই সকল ভাব স্বর্ঘ্যের দ্বায় নারায়ণের ওষ্ঠা-  
ধরে আছে, তাই তাঁহাকে স্বর্ঘ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা—ওষ্ঠাধরের প্রান্ত-  
ভাগ অত্যন্ত অরুণবর্ণ, উহাই অরুণোদয়ের সহিত স্মীকৃত, পাঞ্চজন্ত শব্দ খল-  
তায় চক্রেত্বা, মুখাভাস্তরস্থ বায়ুবোগে তাঁহাকেও পূর্ণ করিতে হয়, সেই পাঞ্চজন্ত  
শব্দের পূরণে ওষ্ঠাধর প্রত্যক্ষ হেতু, আর এই ওষ্ঠাধরই মুখবিবরে থাকিয়া দন্তা-  
বলীকে আবৃত রাখিয়াছে, ( বিবর আকাশ বাতীত কিছুই নহে ) চক্রেদন্তাবলী

তারকাপঙ্ক্তির দ্বায় । এই রূপকে নারায়ণের ওষ্ঠাধরকে সূর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া  
তাঁহার নিকটে পাপাঙ্ককর ধ্বংসের প্রার্থনা বড়ই শোভন ॥ ৩৫ ॥

নিত্যং স্নেহাতিরেকাম্বিজকমিতুরলং বিপ্রযোগাক্ষমা যা  
বক্তৃন্দোরন্তরালে কৃতবসতিরিবাভাতি নক্ষত্ররাজিঃ ।  
লক্ষ্মীকান্তস্য কান্তাকৃতিরতিবিলসন্ মুঞ্চমুক্তাবলিশ্রী-  
দন্তালী সমুতং সা নতি-মুতি-নিরতানক্ষতান্ রক্ষতামঃ ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রেমের আতিশয্যে নিজ কান্তের ( চন্দ্রের ) দীর্ঘ বিচ্ছেদ  
সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াই যেন নারায়ণ-মুখচন্দ্রের অভ্যন্তরে সদা অবস্থিত নক্ষত্র-  
রাজির দ্বায় বাঁহারা শোভা পাইয়া থাকেন, সুবিস্তৃত স্তম্ভের মুক্তাপেও স্ত্রী-শোভনা  
লক্ষ্মীকান্তের সেই দশনপঙ্ক্তি সদা স্তম্ভনতিপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন,  
এবং যেন আমরা অক্ষত থাকি ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যজিহ্মং মতিমপি কুরুষে দেব সম্ভাবয়ে ত্বাং  
শস্তো শক্র ত্রিলোকীমবসি কিমমরৈর্নারদাণ্ডাঃ স্তথং বঃ ।  
ইথং সেদাবনত্র্যং সুর-মুনি-নিকরং বীক্ষ্য বিবেণাঃ প্রসন্ন-  
শ্রাস্তেন্দোরাশ্রবন্তী বর বচন-সুধাঙ্কাদয়েন্ মানসং নঃ ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ** ।—“হে ব্রহ্মন্ ! বেদে অবক্র বুদ্ধি রাখিয়াছ ত ? হে দেব  
শস্তো ! আপনার সর্গকর্মা করিতেছি । হে ইন্দ্র ! দেবগণ-সহযোগে ত্রৈলোক্য  
রক্ষায় রত আছ ত ? নারদাদি মুনিগণ ! তোমরা স্তথে আছ ত ?” সেবা  
বিনম্র দেবতা ও মুনিগণকে অবলোকন করিয়া নারায়ণের প্রসন্ন মুখচন্দ্র-নিঃসৃত  
( পূর্ব্বোক্ত ) উৎকৃষ্ট বচনামৃত যেন আমাদিগের হৃদয়কে আপ্যায়িত  
করেন ॥ ৩৭ ॥

কর্ণস্থ-স্বর্ণ-কম্বোজ্জ্বল-মকর-মহাকুণ্ডল-প্রোতদীপ্যন্  
মাণিক্যশ্রীপ্রতানৈঃ পরিমিলিতমলি-শ্যামলং কোমলং যৎ ।  
প্রোথৎসূর্য্যাত্মুরাজন্-মরকত-মুকুরাকারচোরং মুরারে-  
র্গাঢ়ামাগামিনীং নঃ শময়তু বিপদং গণ্ডয়োর্মণ্ডলং তৎ ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ** ।—নারায়ণের ভ্রমর-কৃষ্ণ কোমল গণ্ডমণ্ডল, কর্ণস্থিত স্বর্ণ-  
ময় উজ্জ্বল কমরীয় মকরাকৃতি মহাকুণ্ডলনিবদ্ধ প্রদীপ্ত মাণিক্য-প্রভাপুঞ্জে

সম্মিলিত হইয়া, যিনি উদীয়মান সূর্য্যাকিরণোদ্ভাসিত মরুতমণিদৰ্পণের আকার অপরূপ করিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আগামিনী গাঢ় বিপদ শমিত করুন ॥ ৩৮ ॥

বক্ত্রাস্তোজে লসন্তঃ মুহুরধরমণিং পৰুবিস্বাভিরাষং

দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রং\* শুকশ্চ ক্ষুটমবতরতস্তত্ত্বদগুণ্যতে যঃ ।

ঘোণঃ শৌণীকৃতঃ স† শ্রবণযুগলসংকুণ্ডলোঽশ্রমূঁরারেঃ

প্রাণাখ্যস্যানিলস্য প্রসরণসরণিঃ প্রাণদানায় নঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি শ্রোত্রযুগল-বিরাজিত মণিকুণ্ডলকিরণপাতে অরুণ-বর্ণ হওয়াতে, (নারায়ণের) মুখকমলবিরাজিত পৰুবিস্ব-রমণীয় অধরমণি দর্শন করিয়া দংশনার্থ অবতীর্ণ শুক পক্ষীর তুণ্ড-দণ্ড অর্থাৎ চক্ষুপুটের সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারায়ণের প্রাণানিলসঞ্চারণমার্গ নেই নাসিকা আমাদেরই প্রাণদানের হেতু হউন ॥ ৩৯ ॥

দিক্‌কালৌ বেদয়ন্তৌ জগতি মুহুরিমৌ সঞ্চরন্তৌ রবীন্দ্র

ত্রৈলোক্যালোক-দীপাবভিদধতি যয়োরেব রূপং মুনীন্দ্রাঃ ।

অস্মানজপ্রভে তে প্রচুরতরুপানির্ভরং প্রেক্ষমাণে

পাতামাতাশ্চশুরা সিতরুচিরুচিরে পদ্মনেত্রস্থ নেত্রে ॥৪০॥

**অনুবাদ ।**—ত্রৈলোক্যদর্শন দীপ, দিক্‌কাল-পরিজ্ঞাপক সূর্য্য ও চন্দ্রকে যদীয় রূপ বলিয়া মুনীজগণ নির্দেশ করেন, পুণ্ডরীকাক্ষের আভাস-কৃষ্ণ-স্তম্ভবর্ণে (প্রান্তে আভাস, তারকার কৃষ্ণ এবং তৎপার্শ্বে স্তম্ভবর্ণ) মনোহর সেই নয়নযুগল, প্রচুরতরুপাপূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করতঃ আমাদেরইকে ব্রহ্মা করুন ॥ ৪০ ॥

পাতাং পাতালপাতাং পতগপতিগতেজ্র্যুগং ভূমধ্যাং

যেনেষচ্চালিতেন স্বপদনিয়মিতাঃ সাসুরা দেবসম্রাঃ ।

নৃত্যল্লালাটরঙ্গে রজনিকরতনোরদ্ধখণ্ডাবদাতে

কালব্যালহয়ং বা বিলসতি সময়া বালিকা মাতরং ‡ নঃ ॥৪১॥

**অনুবাদ ।**—সাহার ঈষৎ সঞ্চালনে অসুর ও দেবগণ স্ব স্ব পদে স্থির

\* “দৃষ্ট্বা” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† “শৌণীকৃতাস্তা” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ ‘মাতরং’ পাঠ সঙ্গত ।

থাকেন, যিনি চন্দ্রবিম্বের অর্দ্ধখণ্ডাকার নির্মল ললাটরঙ্গে নৃত্যরত ( বলিয়াই যেন ) ভূয়মধ্য, এবং যিনি কৃষ্ণসর্পযুগলের জায় অথবা মাতৃসমীপে বালিকার জায় শোভা পাইতেছেন, গরুড়বাহন নারায়ণের সেই জয়গল আমাদিগকে পাতালপাত অর্থাৎ অধঃপাত হইতে রক্ষা করুন। আংশিক ভাবার্থঃ—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নারায়ণ-ললাটে ভ্রমরকৃষ্ণ ধনুর্ভাকৃতি জয়গলও ভ্রমরকৃষ্ণ, আকারে ও বর্ণে ললাটের সহিত জয়গুলের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ এই ললাট, ক্ষুদ্র জয়গুলকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ললাটকে মাতা ও ক্রকে বালিকা বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। গরুড় নাগলোকের অন্তকবচরূপ ; পাতাল—নাগলোক ; এখানে ‘গরুড়-বাহনের জয়গল’ এইরূপ নির্দেশ করায় তাঁহার যে পাতালের উপর অসীম প্রভাব, তাহা স্মৃতিত, অতএব পাতালপাত হইতে রক্ষা তাঁহার কাৰ্য্য, আর কৃষ্ণ-ভূজঙ্গের সহিত তুলনা করার নাগলোকে জয়গলের গার্হস্থ্য স্মৃতিত, গৃহস্থামী গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রীতিতে অশ্রু ব্যক্তির পাতাল-পাতে বা পাতালপ্রবেশে বাধা দিতে ভূজঙ্গের অধিকার আছে, কারণ, সে পাতালবাসী ; অতএব এইরূপ প্রার্থনাবাকাটি বড়ই শোভন হইয়াছে।

### বিশেষ স্থলের সংস্কৃত টীকা।

মাতরং সময়া মাতুরন্তিকে বালিকা \*বা বিলসতীতি পদদ্বয়মত্রাপ্যনেন্তি দেহলীদীপগারাং। বা কার ইবার্থে, অত্র তদাবৃত্তা বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বার্গঃ স্বীকার্য্যঃ। জয়গনিত্যেকবচনানুরোধাৎ বালিকেত্যেকবচনং, প্রয়োগনাধুস্তায়, অত্র তদর্থো ন বিবাক্ষিতঃ, কিন্তু, বালিকাহেন বালিকাঘয়শ্চ গ্রহণমথবা জয়গন্তৈবৈকবালিকারূপেণ গ্রহণম্। অত্র ‘বালিকানাস্তরং নঃ’ ইতি বৃত্তঃ পাঠঃ। অত্ভার্থঃ—অলিকামং সেতুকামং অন্তরং অন্তরাশ্বানং সময়া বা আসন্নাদেব পাতালপাতাং পাতালপতনাং পাতাদ্ ব্রক্ষতু।

### এই পাঠান্তরের অনুবাদ।

আমাদিগের অন্তর সেতু কামনা করিতেছে, আমাদিগকে আসন্নতর পাতাল-পতন হইতে (জয়গল) রক্ষা করুন। ভাবার্থ এই—ভবসমুদ্রের সেতু কামনা যাহার আছে, সেই আমার অন্তরাশ্বা সেতুলাভের পরিবর্ত্তে অচিরেই পাতালে পতিত হইবে, অতএব তাহাকে রক্ষা করুন ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মাকারালকালি-স্মুরদলিক-শাশ্বাদ্বিসন্দর্শ-মীলন-  
নেত্রাস্তোজ-প্রবোধোৎসব-নিভৃততরালীনভঙ্গচ্ছটাতে ।  
লক্ষ্মীনাথশ্চ লক্ষ্মীকৃত-বিবুধগণাপাঙ্গ-বাণাসনার্কি-  
ছায়ে নো ভূরি-ভূতি-প্রসবকুশলতে ক্রলতে পালয়েতাম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ :- অলকাবলি ( বাঁপটা চুল ) বাঁহার কলঙ্ক আকারে প্রতীত-  
মান, সেই ললাটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রদর্শনে মুদিত, নয়ন-কমলের প্রবোধসময়ের অপেক্ষার  
অতি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ভ্রমরকুলের সাদৃশ্য যথায় বর্তমান, লক্ষ্মীকৃত-দেব-  
সংহতির অপাঙ্গ-চাপার্কি-সমাকৃতি \*, প্রভূত ঐশ্বর্য-সম্পাদন-কুশল, লক্ষ্মীকান্তের  
সেই ছই ক্রীড়া<sup>১</sup> আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥

রুক্ম-স্ফারেক্ষু-চাপচ্যুতশর-নিকর-ক্ষীণ-লক্ষ্মী-কটাক্ষ-  
প্রোৎফুল্লং-পদ্মমালা-বিলসিত-মহিত-স্ফাটিকেশানলিঙ্গম্ ।  
ভূয়াদ্ ভূয়ো বিভূতৈ মম ভুবনপতেক্রলতাদ্বন্দ্বমধ্যা-  
হুখং তৎ পুণ্ড্রমুদ্রং জনিমরণতমঃখণ্ডনং মণ্ডনঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ :- কামদেবের ইক্ষুণ্ড-চাপ-নিঃসৃত রুক্ম-শরনিকরসম্পাতে  
ক্ষীণ ( হইলেও ) লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মমালার অর্পণে পূজিত,  
স্ফাটিক শিবলিঙ্গাকৃতি যে উর্দ্ধপুণ্ড্র, ভুবনপতি নারায়ণের ভ্রূগলমধ্যা হইতে উখিত  
হইয়াছে, তিনি আমার বহুতর বিভূতির নিমিত্ত অলঙ্কারস্বরূপ হউন, এবং আমার  
জন্মমরণ-ধ্বান্ত বিনাশ করুন ।

[ এই উর্দ্ধপুণ্ড্র ষেতবর্ণ, মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর রক্তবর্ণরেখাচিহ্ন আছে । মধ্যে  
স্থল, উর্দ্ধে তদপেক্ষা ক্ষীণ । বিষ্ণুভক্ত কবি নিজেও এইরূপ তিলকধারণের প্রার্থনা  
করিতেছেন ! বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, দেহ শ্লোকের প্রথমিক ও পরবর্তী শ্লোকের  
প্রথম চরণ দর্শনে বিবেচনা হয়,—এই পাদাদি কেশান্ত স্তোত্র, মহারাষ্ট্র দেশের  
সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুরজ নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শনে রচিত ; কারণ, সেই মূর্ত্তির মস্তকে একটি  
কুণ্ড শিবলিঙ্গ আছে । উর্দ্ধপুণ্ড্রের উর্দ্ধে অস্ত্রমহানে সেই শিবলিঙ্গ বলিয়া

\* অপাঙ্গ—নেত্রপ্রান্ত ও অনঙ্গ । দেবসংহতি—দেবগণ, নারায়ণের অপাঙ্গ লক্ষ্য, তাঁহার  
রূপাকটাক্ষের দেবতারা অধিকারী, হুতরাং নারায়ণের আরও অপাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এবং  
ক্রলতার আকৃতি ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশের স্তায় :—ইহা এক অর্থ অপর অর্থ, সমস্ত দেবগণই  
বাঁহার বাণের লক্ষ্য, সেই অবজ্ঞা-দেবের মোহন ধনুর অর্দ্ধভাগের স্তায় ক্রলতার আকৃতি ।

উর্দ্ধপুণ্ড্র সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথমার্ধের ভাবার্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে।—মদনশরাঘাতে ক্ষীণ শিবলিঙ্গ বিষ্ণুমস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উর্দ্ধপুণ্ড্র বিস্তারসময়ে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পদ্মমালা আকারে তাহাতে নিপতিত এবং তাহাতেই তিনি অর্চিত হইয়াছেন। মদনশরাঘাতে ক্ষীণতাই শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার কারণ, এবং ঐ উর্দ্ধপুণ্ড্র হইতেই বিস্তারকারিণী লক্ষ্মীর কটাক্ষলাভে তিনি সুস্থ হইয়াছেন। ইহাই কবির উৎপ্রেক্ষা ] ৪৩ ॥

পীঠাভূতালকাস্তে \* কৃতমুকুট-মহাদেবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠে  
লালাটে নাট্যরঙ্গে বিকটতরতটে কৈটভারেশ্চিরায় ।  
প্রোদঘাট্যেবাত্ততন্ত্রী-প্র কটপটকুটীং প্রস্ফুরস্তী স্ফুটোঙ্গঃ  
পটীয়াং ভাবনাখ্যাং চটুলমতিনটী নাটিকাং নাটয়েমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ :—যথায় অলকাগ্রভাগ পীঠস্বরূপ, ও মুকুটরূপী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, কৈটভমদনের সেই অতিসুন্দর ললাটলব্বরূপ নাট্যরঙ্গক্ষেত্রে আশ্রয় বিষয়ে অজ্ঞানরূপ পটগৃহ উদঘাটন করিয়া সুব্যক্তাবয়বে আবির্ভূত নিপুণা এই চঞ্চল বুদ্ধিরূপা নটী, ভাবনানামী ( ধ্যানরূপা ) নাটিকা আমাদের সমীপে অভিনয় করুন ।

[ বিশেষ বক্তব্য, পূর্ব-শ্লোকের ত্রায় এ স্থানেও পাণ্ডুরঙ্গ-মূর্ত্তির চিত্র পরিষ্কৃত, মুকুটস্থানে শিবলিঙ্গ, কাজেই অলকাস্ত তাঁহার পীঠ, সপীঠ শিবলিঙ্গ ললাটেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় চরণে “নাট্যরঙ্গ” শব্দ “পাণ্ডুরঙ্গ” নামের স্মারক। ] ॥ ৪৪ ॥

মালালীবাঁলিধাম্নঃ কুবলয় কলিতা শ্রীপতেঃ কুন্তলালী  
কালিন্দ্যারুহ্য মুর্দ্ধে। গলতি হরশিরঃ-স্বধুনীস্পর্কয়া নু ।  
রাহুর্বা যাতি বক্তং সকলশশিকলা-ভ্রান্তিলোলান্তরাভ্রা  
লোকৈরালোক্যতে যা প্রদিশতু সততং সাখিলং মঙ্গলং নঃ॥৪৫॥

অনুবাদ :—ইহা কি ভ্রমরকুলের আভা—বহুমালাকারে সজ্জিত, ( ইহা ঐ ভ্রমরবাসস্থানের শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সজ্জা বিস্তার ) কিংবা যমুনা, শিব-মস্তক ও গঙ্গার প্রতি স্পর্শ করিয়া ( নারায়ণের ) মস্তকে আরোহণ করিয়া তলা হইতে ক্ষণিত হইতেছেন, অথবা পূর্ণ শশধর ও শশিধর ভ্রমে ( ললাট দর্শনে

\* “পীঠাভূতালকাঃ” ইহা বাণবিলাস মুদ্রিত পুস্তকপাঠ ।

শশিধৃৎ ভ্রম) লুচ্চ হইয়া রাহু মুখমণ্ডলের প্রতি ধাবিত হইতেছে—লোকে এই-  
রূপ (বিতর্ক সহ) জীপতির যে কুবলয়শোভিত কেশপাশকে অবলোকন করে,  
তিনি আমাদিগকে সদা অখিল কলাণ প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥

স্বপ্তাকারাঃ প্রসুপ্তে ভগবতি বিবৃদ্ধৈরপ্যদৃষ্টস্বরূপা

ব্যাণ্ডব্যোমান্তরালান্তরল-মণিরুচা রঞ্জিতাঃ স্পষ্টতাঃ ॥

দেহচ্ছায়াদগমাতা রিপু-বপূরগুরু-শ্লোষ-রোষাশ্লি-ধূমাঃ \*

কেশাঃ কেশিহস্তো নো বিদধতু বিপুলক্লেশপাশপ্রণাশম্ ॥৪৬॥

অনুবাদ :- যখন ভগবান্ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন (প্রলয়াবস্থায়) দেবগণ ও  
গীহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না, যাঁহারা আকাশমণ্ডলকে বাস্তু করিয়া  
অবস্থিত ; হারমধ্যমণি-প্রভায় রঞ্জিত স্পষ্টপ্রকাশ ও সুররিপুশরীররূপী অগুরুবন-  
দাহক রোষানলের ধূমস্বরূপ ; কেশিহস্তা নারায়ণের উদ্ধোখিত কলেবর-কান্তি  
সদৃশ ( জলদকৃষ্ণ ) সেই কেশসমূহ আমাদিগের বিপুল ক্লেশবন্ধন বিনষ্ট করুন ॥৪৬॥

যত্র প্রভৃৎ-রত্ন-প্রবর-পরিলসদ্-ভূরি-রোচিস্প্রতান-

স্মৃর্ত্যাং মূর্তিষু রাৱেত্ৰ্যমণি-শত-চিতব্যোমবদ্ ভূনিরীক্ষ্যা ।

কুর্ষৎ পারে পয়োধি-জলদকৃষ্ণ-শিখা-ভাস্বদৌর্বাগ্নিশঙ্কাং

শশ্বমঃ শশ্ব দিশ্যাৎ কলিকলুষতমঃপাটনং তৎ কিরীটম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ :- যদৌর উৎকৃষ্ট রত্ন-রাজি-নিঃসৃত প্রভাণ্ডলফুরণে, সুরারির  
মূর্তি শত-স্থ্যা-সমুদ্ভাসিত গগনতলের জ্বায় হৃদর্শ হইয়া থাকেন, সমুজ্জ্বলানে  
প্রজ্বলিত বিপুল শিখাভাস্বর বাড়বানল-শঙ্কা-সম্পাদনকারী কলিকলুষাকার-  
বিধ্বংসী সেই ( সুরারি- ) কিরীট, আমাদিগকে সর্বদা সুখ প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

ব্রাহ্মা ব্রাহ্মা যদন্তুস্ত্রিভুবনগুরুরপ্যদেকোটীরনেকাঃ

গন্তং নাস্তং সমর্থো ভ্রমর ইব পুনর্নাভিনালীকনালাৎ ।

উন্মজ্জমূর্জিতশ্রীস্ত্রিভুবনমবরং † নিশ্মমে তৎ সদৃক্ষং

দেহাশ্চোধিঃ স দেয়াম্মিরবধিরমৃতং দৈত্যবিধেষিণো নঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ :- ত্রিভুবনগুরু উজ্জিতশ্রী ব্রহ্মাও যাঁহার অভ্যন্তরে বহু

\* ‘ধূমাঃ’ এট পাঠ বাগ্গবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† ‘মপরাঃ’ বাগ্গবিলাস মুদ্রিত পাঠ ।



কোট বৎসর ভ্রমণ করিয়াও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন নাভিকমলনাল হইতে ভ্রমরবৎ উন্মথ হইয়া তাহার অন্তকরণে ক্ষুদ্র ত্রিভুবন নির্মাণ করেন, দৈত্যারি নারায়ণের সেই অবধিহীন দেহ-সমুদ্র আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন ॥ ৪৮ ॥

মৎস্যঃ কূশ্মো বরাহো নরহরিণপতির্বামনো জামদগ্ন্যঃ

কাকুৎস্থঃ কংসঘাতী মনসিজবিজয়ী যশচ কল্কির্ভবিষ্যন্ ।

বিষ্ণোরংশাবতারো ভুবনহিতকরো ধর্ম্মসংস্থাপনার্থাঃ

পায়ামুর্মাং ত এতে গুরুতর-করুণাভারখিনীশয়া যে ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ** ।—মৎস্য, কূশ্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য-রাম, কাকুৎস্থ রাম, কংসঘাতী, মারজিৎ ( বুদ্ধ ) আর যিনি ভবিষ্যৎ অবতার কল্কি,—ইহার বিষ্ণুর ভুবনহিতকর, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অংশাবতার - গুরুতর করুণাভারখিন-চেতা এই সেই ইহার আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

যস্মাদ্ বাচো নিবৃত্তাঃ সমমপি মনসা লক্ষণাগীক্ষমাণাঃ

স্বার্থালাভাৎ পরার্থব্যপগম-কথন-জ্ঞাঘিনো বেদ-বাদাঃ ।

নিত্যানন্দং স্বসংবিল্লিরবধি বিমলস্বাস্ত-সংক্রান্ত-বিস্ম-

ছায়াপত্যাপি নিত্যং সূখয়তি যমিনো যত্নদব্যান্ মহো নঃ ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ** ।—লক্ষণা পর্যালোচনা করত ষাঁহা হইতে বাক্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনও ( নিবৃত্ত হইয়াছে ), বেদবাক্য স্বার্থকে লাভ না করাতে পরার্থ-নিবৃত্তিকথন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন ; যিনি নিরবধি নিত্যানন্দ ও স্বপ্রকাশ,—নির্ম্মল চিত্তে প্রতিফলিত বিশ্বস্বরূপ স্বকীয় ছায়াপাতে যিনি যম-পরায়ণদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

[ দ্রুহ অংশের ভাবার্থ,—“ষাঁহার আকার আছে বা গুণ বা কর্ম্ম আছে, কথা দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান যাইতে পারে,—যট পট পশু পক্ষী মানব—এ সকলেরই বিশেষ বিশেষ আকারাদি থাকায় সেই সব অঙ্গুসন্ধান করিয়া কথায় তাহার লক্ষণ হয়,—লক্ষণ করিবার পূর্বে মনের দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায়, আকাশের আকার না থাকিলেও শব্দগুণ ও অনাবরণতা এই সব লক্ষণ দ্বারা আকাশ লক্ষ্য ও মনের আয়ত্তে থাকে,—কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের ভাষা নাই, মনও তদ্ব্যয় পৌছিতে পারে না, তাই বেদ বলিয়াছেন, শরীর ব্রহ্ম নহে,

ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ম নহে, বুদ্ধি ব্রহ্ম নহে—সমস্ত জড় পদার্থ হইতে তিনি ভিন্ন, ইহাকেই “তন্ন” ‘তন্ন’ করা বলে,—যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য, ব্রহ্ম যে তাহা নহেন, এইটুকু বলিবার অধিকারেই বেদ শ্লাঘাযিত, এমন কোন পদ কি বাক্য নাই—যাহার সাক্ষাৎ অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে। এইরূপ তিনি মনেরও গম্য নহেন” এই ভাবটাই শ্লোকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ] ॥ ৫০ ॥

আপাদাদা চ শীর্ষাদ্ বপুরিদমনঘং বৈষ্ণবং যঃ স্রচিভে  
ধভে নিত্যং নিরস্তাখিলকলিকলুষে সন্ততান্তঃপ্রমোদম্ ।  
জুহ্বাজ্জিহ্বাকৃশানৌ হরিচরিত-হাবিঃ-স্তোত্র-মন্ত্রানুপাঠৈ-  
স্তংপাদাভ্যোহুহাভ্যাং সততমপি নমস্কুর্নহে নির্মলাভ্যাম্ ॥৫১॥

অনুবাদ ।—যিনি এই স্তোত্রমন্ত্র পাঠ করতঃ জিহ্বারূপ অনলে হরি-  
চরিতানুবাদস্বরূপ হব্য অর্পণ পূর্বক পাদ হইতে মন্তক পর্য্যন্ত ত্রিবিধুর এই সততা-  
নন্দপ্রবাহজনক নির্মলমূর্ত্তি, নিহত-নিখিল-কলি-কলুষ-শুদ্ধ নিজ চিত্তে ধারণ  
করেন, আমরা তদীয় নির্মল চরণকমলযুগলে সদা প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥

মোদাৎ পাদাদি কেশস্তৃতিমিতি রচিতাং কীর্ত্তয়িত্বা ত্রিধামঃ  
পাদাজ-দ্বন্দ্বসেবা-সময়নতমতির্মন্তকে না নমেদ্যঃ ।  
উন্মুট্যেবাত্মনৈনো-নিচয়কবচকং পঞ্চতামেত্য ভানো-  
বিস্মাস্তর্গোচরং স প্রবিশতি পরমানন্দমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ  
শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য  
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতো  
বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্রং  
সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—ত্রিধামা বিষ্ণুর পাদাদি কেশ পর্য্যন্ত বিষয় বিরচিত এই  
ঐচরণকমলযুগলসেবাসময়ে তক্তিনন্দবুদ্ধি সহকারে কীর্ত্তন করিয়া যে ব্যক্তি  
ভূমিতে মন্তক রাখিয়া প্রণাম করিবেন, তিনি স্বয়ং পাপরাশিময় বর্ষ উন্মোচন  
পূর্বক মৃত্যুর পরে স্বর্ধ্যামণ্ডলান্তর্বর্ত্তী আত্মস্বরূপ পরমানন্দে প্রবিষ্ট হবেন ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বিষ্ণুপাদাদি-কেশান্ত-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দশাবতার-স্তোত্র ।

চল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীন- \* স্ফুরন্তক্ৰচক্রাতিবক্ত্রাস্থলীনঃ ।

হতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাস্তদেবঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ :**—যিনি মৎস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তমতত্ত্বমালাসঙ্কুল মকরকুণ্ডীরাদি-জলচরসমূহের মুখবাদানযুক্ত সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্বক শঙ্খা-  
মুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই বস্তুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষা  
করুন ॥ ১ ॥

ধরা নির্জরারতি-ভারাদপারা-

দকৃপারনীরাভূরাধঃপতন্তী ।

ধৃতা কৃশ্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্ঠাৎ,

স দেবো যুদে বোহস্ত শেষাঙ্গশায়ী † ॥ ২ ॥

**অনুবাদ :**—বসুমতী অমুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া সাগরজল-  
ম্ভাবনে অধোগামিনী হইলে, যিনি কৃশ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বসুমতীকে স্বীয়  
পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বস্তুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের  
আনন্দবর্দ্ধন করুন ॥ ২ ॥

উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা,

স্থিতা তস্ম্যঃ কেতকাগ্রে মঃজ্যেঃ ।

তনোতি শ্রিয়ং স শ্রিয়ং নস্তনোভু,

প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ :**—( ধাহার ) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্কতা পৃথিবী,  
কেতকীকুসুমগ্রে অবস্থিত ঘটপদের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কেতক-  
কুসুমস্থ ঘটপদের জ্বায় শোভা পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীবরাহাবতার প্রভু মুরারি  
আমাদিগের শ্রী সম্পাদন করুন ॥ ৩ ॥

\* ‘কল্লোলিনীশ’ ইতি পাঠান্তর ।

† শেষাঙ্গশায়ী—পাঠান্তর ।

উরোদারআরম্ভসংরক্ষিণো যো \*

রমাসম্ভ্রমভঙ্গুরাট্ঠনখাট্ঠেঃ ।

স্বভক্তাতিভক্ত্যবিভক্ত্য-† সদারু-

ণ্যঘোঘং সদা বঃ স হিংস্রাম্‌সিংহঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আদিবরী ( হিরণ্যকশিপুৰ ) আঘাতে বিভক্ত দাক্ষুণ্ডে স্বভক্ত প্রহ্লাদের অতিভক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া যিনি লক্ষ্মীদেবীর ভীতিপ্রদ অভঙ্গুগ্ৰাণ প্রথর নখাঘাতে ( সেই আদিবরীর ) বক্ষঃস্থল বিদৌণ করিয়া ছিলেন, সেই নৃসিংহ তোমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ ॥

ছলাদাকলয় ত্রিলোকীং বলীনাং ‡

বলিং যো ববন্ধ ত্রিলোকী-বলীনাম্ § ।

তনুঙ্গং নধানাং তনুং সন্দধানো,

বিমোহং মনো বামনো বঃ স মূজ্যাৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ত্রিলোকবিলয়স্থান ( ত্রিলোকা ) বলীনম্ অবলম্বো বহু ভাম্ ) নিজ দেহ খৰ্জরূপে পরিণত করিয়া ( ত্রিপাদভূমি ) উপহারচ্ছলে ত্রৈলোকা গ্রহণ করত বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাদিগের মনকে মোহমুক্ত করুন ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াস্বক্-প্রপান-প্রমত্ত-প্রনৃত্যৎ-পিশাচ-প্রগীত-প্রতাপঃ ।

ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ॥৬॥

**অনুবাদ** ।—যিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্মত্বা করিয়াছিলেন, নিহত ক্ষত্রিয়-গণের ক্রধিরপানমত্ত নৃত্যপরায়ণ পিশাচগণ বাহার প্রতাপ কীৰ্ত্তন করিয়াছিল, সেই পরশুরাম তোমাদিগের চিত্তে বিহার করুন ॥ ৬ ॥

নতগ্রীব-সুগ্রীব-সাম্রাজ্য-হেতুর্দশগ্রীবসস্তানসংহারকেতুঃ ।

ধনুর্ঘেন ভগ্নং মহৎ কামহন্তঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হস্ত ॥৭॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নভশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন,

\* 'সংরক্ষিণোহসৌ'—পাঠান্তর ।

† ভিষ্যক্তেন পাঠে চন্দোভঙ্গ ।

‡ 'বলীনাম্' ইতি পাঠান্তর ।

§ ত্রিলোকী বলীঃ ইতি পাঠান্তর ।

যিনি রাবণকুল-সংহারে ধূমকেতুস্বরূপ ও মদনমথনের মহাধনুর্ভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনষ্ট করুন ॥ ৭ ॥

ঘনাদ্ গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গো-বর্দ্ধনেন ।  
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥৮॥

**অনুবাদ ।**—যিনি গোপালরূপে স্বীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন-গিরি দ্বারা মেঘজালবর্ষণে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, চক্রধর পৌণ্ড্রকবাহুদেবকে যিনি সমরে নিহত করিয়াছিলেন, সর্পাকৃতি অঘাসুরকে যিনি বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পদাঘাতে যিনি শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই চক্রী আমাদের রক্ষা করুন । (এখানে শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে কীর্তিত ।) অথবা যিনি গোপনন্দন বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রধান তেজঃস্থান অর্থাৎ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় গিরি গোবর্দ্ধন দ্বারা মেঘজাল হইতে গোধন রক্ষা প্রভৃতি লীলা করিয়াছেন, সেই চক্রী (বলরামরূপী) নারায়ণ আমাদের রক্ষা করুন । (এইপ্রকার কষ্ট কল্পনা করিতে হয়) ॥ ৮ ॥

ধরা-বন্ধপদ্মাসন-স্বাস্থি যষ্টিনিয়ম্যানিলং যন্তনাসা গ্রদৃষ্টিঃ ।  
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোহস্ত নশ্চিত্তবর্তী ॥৯॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ভূতলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক প্রাণসংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করতঃ উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলি-যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববোধপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব, আমাদের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥

দুরাচার-সংসারসংহারকারী, ভবত্যাচারঃ কৃপাণপ্রহারী ।  
মুরারির্দশা কারধারী হুকুকী, করোতু দ্বিবাং ধ্বংসনং বঃ স কল্লী ॥১০॥

ইতি দশাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি অশোণরি সমাক্রূত হইয়া স্বীয় করে খড়্গ ধারণ পূর্বক দুর্জ-ভগ্নপূর্ণ সংসার সংহার করিয়া থাকেন, দশরূপধারী মুরারি সেই বিপুল চরিত্র কঙ্কিরূপে তোমাদিগের বড়রিপু ক্ষয় করুন ॥ ১০ ॥

দশাবতার-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## আর্ত্তব্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক ।

প্রহ্লাদ ! প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্বত্র,—মে দর্শয়,

• স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমস্বরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ ।

বক্ষন্তস্য বিদারয়ম্মিজনৈর্কর্বাৎসল্যমাবেদয়-

মার্ত্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—“হে প্রহ্লাদ ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে আমরা দেখাও।” হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্যে আবির্ভূত হইলেন এবং আশু স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং ( নিজভক্তের প্রতি ) বাৎসল্যভাব প্রদর্শন করত আর্ত্তবাক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

শ্রীরামাব বিভীষণোহয়মধুনা ত্বাভৌ ভয়াদাগতঃ,

সুগ্রীবানয় পালয়েয়মধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্ ।

এবং যোহভয়মসু সর্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-

বার্ত্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—( একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সম্মিথানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিলেন, “শ্রীরাম ! বিভীষণ নিতান্ত আর্ত্ত ও ভীত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহাকে রক্ষা করুন।” (তখন শ্রীরাম কহিলেন) “সুগ্রীব ! তুমি সেই পুণস্তানন্দনকে মৎসরীপে আনয়ন কর, আমি এখনই ইহার রক্ষা ব্যবস্থা করিতেছি।” এই প্রকারে রামচন্দ্র বিভীষণকে অভয়দানপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান যে করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। মার্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

নক্ৰগ্রস্তপদং সমুদ্রতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,

পাহীতি প্রচুরার্ভরাব-করিণং দেবেশ শক্তীশ চ ।

মা শোচেতি ররক্ষ নক্ৰবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-

দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- গজকুস্তীরের সংগ্রামকালে যখন কুস্তীর গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনগোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, “হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! হে দেব, হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ কর ।” (গজরাজের এই আৰ্ত্তনাদ শ্রবণ পূৰ্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ) “করিবর! শোক করিও না ।” এই বলিয়া চক্রান্তপ্রভাবে কুস্তীরের মুখ হইতে গজরাজকে তৎক্ষণাৎ যিনি রক্ষা করেন, আৰ্ত্তবাক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আগার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,

কাসি কাসি স্তবোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্ ।

ইত্যুক্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোহরক্ষদাপদগতা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- (যখন দুর্গোধনের আজ্ঞাক্রমে দ্রুপদাশ্রম, সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া, ) “হা কৃষ্ণ, হা অচ্যুত, হা করুণাজলনিধে, হা পাণ্ডবগতে! তুমি কোথায় আছ, কোথায় আছ? দুর্গোধন আমাকে অবমানিতা করিতেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর” বলিলে দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে যিনি অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনুযুগ্ম রক্ষিত করিয়া বিপন্ন দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আৰ্ত্ত-ত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাজনখোদকং ত্রিজগতাং পার্শ্বোঘবিধ্বংসনং,

যন্মামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সস্তাপসংহারকম্ ।

পাষাণশ্চ যদজ্জিতো নিজবধূরূপং যুনেরাশুবা-

মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- খাহার চরণ-কমল-নখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর

করে, বাঁহার নামসুধা পান করিলে নিখিল সম্ভাপ বিদূরিত হয়, বাঁহার পাদস্পর্শে পাষণ্ড (অহল্যা) মুনিবধূরূপ মানবীতম্ লাভ করিয়াছিল, আৰ্ত্তজনের রক্ষা-কার্যে নিরতচিহ্ন সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রতোহপরিমিতং সংসারবারাং নিধিঃ,

ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুৰ্দ্ধনোহপি পরমং বিম্বোঃ পদং শাস্বতম্ ।

তশ্চৈবাত্মত্বত্বে কারণস্য জগতাং নাথস্য দাসোহস্ম্যহ-

মার্ত্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—বাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুৰ্দ্ধন লোকও আত্ম অপার সংসারসাগর পার হইয়া নিত্যানন্দ বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, (যিনি অদ্বৈত কার্য্য-সাধন করিতেছেন), আমি সেই অদ্বৈতকারণ জগৎপতি জনার্দিনেব দাস । আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে তৎপর সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয় ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরগুণ্তমাক্ষগমিতং ভক্তোত্তমং স্বং ধ্রুবং,

দৃষ্ট্বা তৎসমমারুৰুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং শতম্ ।

যোহদাং তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,

হার্ত্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাপনার জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া দইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন । বালক ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোর তপস্তা দ্বারা জনার্দিনের আরাধনা করেন । জনার্দিন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে স্নমেকশিখরে সর্কোংকুট অক্ষরস্থান প্রদান করেন । আৰ্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিহ্ন সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৭ ॥

নাধীত-শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতযো ঘোষস্থিতা গোপিকা,

জারিণ্যঃ কুলজাতিধৰ্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ ।

ভক্তিৰ্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদগতি-

হার্ত্তব্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—বেদাধ্যয়ন-বর্জিত ব্রজগোপিকারা ত্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুল-ধৰ্ম্ম বিসর্জন পূর্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই



তাহারা অধ্যাত্মভাব লাভ করে। অতএব জারভাবেও যাহার প্রতি ভক্তি যুক্তি-  
দায়িনী এবং যিনি সজ্জনগণের একমাত্র গতি, আর্ন্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত  
সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥

ক্ষুত্বৃষার্ভসহশ্রিশিষ্যসহিতং দুর্বাসসং কোভিতং,

দ্রোপতা ভয়ভক্তিয়ুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্চিতম্ ।

ভুক্তাতপ্যদাত্তুরতিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-

নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- ভয় ও ভক্তিয়ুক্ত হৃদয়ে দ্রোপদীর স্বহস্তার্চিত শাক-  
কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া যিনি ক্ষুধাতৃষার্ভ বহু সহস্র শিষ্যসহ উপস্থিত কোপন-  
স্বভাব মহর্ষি দুর্বাসাকে ভোজন-তৃপ্তি প্রদান করত স্বীয় সর্বাশ্রয়ভাব জ্ঞাপন করিয়া-  
ছিলেন, আর্ন্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আধ্যাত্মিক  
এই ;—যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতে-  
ছিলেন, তখন ক্ষুধাতৃষাতুর দশসহস্র শিষ্য সমতিবাহারে দুর্বাসা ঋষি ছুয়োধনের  
প্রার্থনায় একদা পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথাপ্রার্থনা করত উপস্থিত হন। তখন  
দ্রোপদীরও ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, ঐ দিবসে অতিথিসংস্কার করিতে  
পারেন, এমন কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ  
কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলে, দ্রোপদী আসন্ন-বিপদক্লারের অত উপায় নাই ভাবিয়া  
সেই সর্ববিপদবারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপদমুক্তার কারণ জনার্দ্রন  
ক্রপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ‘পাঞ্চালি ! তোমার গৃহে আহারীয়  
বস্তু যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।’ তখন গৃহে আহারীয় কিছুই  
ছিল না, স্বর্ঘ্যদত্ত স্থালী খোত হইয়াছিল ; দ্রোপদী সেই স্থালীমধ্যে কণিকামাত্র শাক  
পাইয়া তাহা ত্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দ্রন সেই শাককণা ভক্ষণ  
কুরিবারাত্র শিষ্য দুর্বাসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের  
আয়োজন নষ্ট হইল, পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়েই প্রস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥

যেনারক্তি রঘুভ্রমেন জলধেন্তীরে দশাস্ত্রানুজ-

স্ত্রায়াতঃ শরণং রঘুভ্রম বিভো ! রক্ষাতুরং মামিতি ।

পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোহথ সদসি ভ্রাত্রো চ লক্ষাপুরে,

হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে লক্ষা-নগরীস্থ সভা

হইতে বিদূরিত করিলে, বিতীৰ্ণ সাগরতীরে রঘুনাথের শরণগ্রহণ করিয়া বলিলেন, ‘আমার ভাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন), আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।’ রামরূপধারী যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্তজনের রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্তকালে মহা-

লীলাক্রোড়বপুর্ধ্বৈরৈ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্ ।

যঃ পাপিদ্ৰুমসম্প্রবর্তমচিরাকৃষ্ণা চ যোহগাং প্রিয়া-

মর্ত্তজাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ :-** যখন বসুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিলেন, তখন জনার্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিতেছিলেন এবং অচিরে আক্রমণকারী পাপিগণকে সংহার করিয়া প্রিয়া বসুমতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর্তবক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্তা নরাণাং বলে,

রাধায়া অকরোদ্ভতে \* রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ ।

যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-

নর্ত্তজাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ :-** যিনি ত্রিলোকীতলে অধিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি মানবগণের ভরণকর্তা ও বলরামের অম্বরক্ত, যিনি রাধিকার রতি-বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাপন্ন পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, আর্তবক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপনি-দেশিকায় তনয়ং লোকাস্তরাং সম্রতং,

চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জ্বল্যমাণার্ভয়ে ।

সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা গুর্ব্বর্থসম্পাদনা-

দার্ত্তজাগপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ :-** যিনি ( গুরু সান্দীপনির ) পরলোকগত পুত্রকে ( পরলোক হইতে ) আনয়ন করিয়া, পুত্রমরণ-শোকাচ্ছন্ন গুরু সান্দীপনির হস্তে-প্রদান করত

সন্তোষসাধন করেন, গুৰুৰ কাৰ্য্যসম্পাদন দ্বাৰা, অমিতমহিমসম্পন্ন আৰ্ত্তব্ৰাণ-  
পৰায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রয়। আধ্যাত্মিক এই;—শ্রীকৃষ্ণ  
সান্দীপনী ঋষির নিকটে অধ্যয়ন কৰিয়াছিলেন, পাঠশেষ হইলে পর মুনিশ্ৰেষ্ঠ  
গুৰুদক্ষিণাক্ৰমে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা কৰিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়  
গুৰুৰ মৃতপুত্র আনয়ন কৰিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥

যন্নামস্মরণাদযৌঘরহিতো বিপ্রঃ পূরাজামিলঃ,  
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবান্তিযুক্ ।  
সৰ্গো ভাগবতোত্তমাত্মনি গতিং প্রাপাস্বরীবাতিধ-  
শ্চাৰ্ত্তব্ৰাণপৰায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—পুৰাকালে দাবানলসদৃশ পাপরাশিজনিত-পীড়া-ভোগ-যোগ্য  
বিপ্র অজামিল অন্তিমকালে ষাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত পাপবজ্জিত হইয়া পরিণামে  
শাস্ত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অশ্ববীষ, প্রধান ভগবদ্বক্তৃৰূপ আত্মাকে  
সদ্যঃ জানিতে পারিয়াছিলেন, আৰ্ত্তব্যক্তিৰ রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্  
নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচেলাভিধং,  
দৈত্যাদ্দীনজনৈক-পালন-পরঃ শ্রীশঙ্খচক্ৰোজ্জ্বলঃ ।  
তজ্জীর্ণাস্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্তদ্বা কণা-  
দাৰ্ত্তব্ৰাণপৰায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ ।**—দীনজনের একমাত্র পালক শ্রীশঙ্খচক্ৰোজ্জ্বল বে দেব, সদা  
বসনাদিশৃঙ্খ কুচেলনামক এক ব্রাহ্মণকে তাহার জীৰ্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি চিপ-  
টুক গ্রহণ পূৰ্ব্বক ভক্ষণ কৰিয়া ভৎক্ষণ্যং দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ কৰিয়াছিলেন,  
আৰ্ত্তব্যক্তিৰ রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যংকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্তানিশং শিক্ষতে,  
নস্মিন্ সৎ পততি প্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ ।

যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রবৎসকৃদ্ভানুমা-

দাৰ্ত্তব্ৰাণপৰায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ষাঁহার নিৰ্ম্মল মঙ্গলময় গুণে রমণীয় শিক্ষা, মননলীল

সাধক সতত করিয়া থাকেন, এই বিশ্ব ষাঠাতে আদিভূত, প্রতিষ্ঠিত এবং লীন হয়, আগম ইহা বলেন, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, আর্ন্তজনের রক্ষাকারণে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,  
চন্দ্রাস্তোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রী সমারাধিতে ।

শ্রীমন্মুখো ভূজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-  
নার্ত্তব্রাহ্মণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—যে পরমপুণ্য অতিমনোহর সর্বকল্যাণকর পবিত্র যমুনা-পুলিনপ্রদেশে কপূর শুভ্র-প্রলয়-সাগর জলজাত বটপটে, বিদ্যাত্ম-সমারাধিত পবিত্র জীবজন্তুত্রে এবং অনন্তশয্যায় সদা শয়ান, আর্ন্তজনের রক্ষাকারণে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তান্তিনির্ব্বাপণা-

দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাং ।

সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,

প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাক্রবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্ন্তব্রাহ্মণাষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—বাৎসল্য, অভয়-দান, হুঃখ-নিবারণ, শুদায়া, পাপক্ষয়ন, এবং অসৌম-মঙ্গলপদ-প্রদানের জগ্গ শ্রীপতিই সর্বজগতের সেবা । প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, দ্রোণদী, অহল্যা এবং ধ্রুব ( যথাক্রমে বাৎসল্যাদির ) সাক্ষী । ( নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে ; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়াছিলেন ; গজরাজ যখন কুন্তীরের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্ন্তব্রাহ্মণপরায়ণ নারায়ণ সেই সময়ে সেই গজরাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি অসৌম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন । গৌতমপত্নী অহল্যা পতিশাপে পাব্যাবী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহার অখিল পাপ বিনাশ করেন ও ধ্রুবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে অত্যাচরণ প্রদান করিয়াছিলেন ) ॥ ১৮ ॥

ইতি আর্ন্তব্রাহ্মণাষ্টাদশক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# নারায়ণ-গীতি-স্তোত্রম্ ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নারায়ণ, নারায়ণ, গোবিন্দ, হরে, জয়, হে নারায়ণ,  
নারায়ণ, গোপাল, হরে, জয় ॥ ৫৫ ॥

করুণাপারাবার। বরুণালয়গম্ভীরাঃ \* ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে করুণাসাগর ! হে সাগর সদৃশ অতলম্পর্শ ! হে নারায়ণ  
নারায়ণ গোবিন্দ হরে জয়, হে নারায়ণ, নারায়ণ গোপাল, হরে, জয় ॥ ১ ॥

ঘননীরদসঙ্কাশাঃ কৃতকলিকল্মষনাশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিবিড়-জলদগ্ধামল, হে কলিকল্মষ-হারিন্ ! হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২ ॥

\* বিশেষ বক্তব্য—“করুণাপারাবার।” ইত্যাদি স্থলে যে আকার আছে, তাহা প্লুত উচ্চারণের স্তোত্রক। মাত্রাঃ উচ্চারণকালবিশেষ; যিমাত্র “অ” কারের নাম “আ” কার; প্লুত ত্রিমাত্র, অর্থাৎ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর, কিন্তু তাহার জন্ত পৃথক্ রূপ নির্দেশ না থাকায় দীর্ঘতর দ্বারা ই তাহার সূচনা এ স্থলে করা হইয়াছে। অন্ত্যাক্ষর দুই হইতে আত্মান-স্থলে প্লুত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় মূলপদ “করুণাপারাবার।” ইত্যাদি বিসর্গহীন পাঠ হইলে, এই প্রকার উপপত্তি। কিন্তু যিনি অন্তর্যতম, তাঁহাকে প্লুতাক্ষরযুক্ত সন্ধোদন ভেদন সম্ভব হয় না। অতএব ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধোদনই সম্ভব, স্মরণার্থক “আঃ” এই অব্যয় শব্দ ঐ সকল সন্ধোদন পদের অন্তে যোগ করিলে সবিসর্গ পাঠ হয়; যে স্থলে প্রথম পদে বিসর্গ লোপের সম্ভব হইয়াছে, সেখানে বিসর্গ নাই, বধ্য,—“করুণাপারাবার।” ভক্ত কবি প্রত্যেক সন্ধোদন পদ উচ্চারণসময়ে তাহার অর্থ ও দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতেছেন, ইহাই “আঃ” এই অব্যয় শব্দ দ্বারা বুঝায়। বাঙ্গালা দেশের উচ্চারণে সবিসর্গ পাঠে মিত্রাকর ছন্দেও দোষ হয় না, এই কারণে আমরা মূলে সবিসর্গ পাঠই প্রদান করিলাম। নির্বিসর্গ পাঠ বোধে মুজ্জিত ভোক্তাপুস্তকে আছে।

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পদ্মপলাশলোচন, হে জগৎসৃষ্টিরচনার মূল সূত্র, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তভগণিহারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে যমুনাতীরবিহারিন্, হে কৌস্তভগণিহারভূষিত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

পীতাম্বরপরিধানাঃ সুরকল্যাণনিধানাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে পীতাম্বরপরিধান, হে দেবগণের মঙ্গলনিধান, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মাধ্যমানুষবেশাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মনোহর গুঞ্জালভূষণভূষিত, হে নিজমায়ার মাধ্যম-রূপধারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

মুরলীগানবিনোদা বেদশ্রুত- \* ভূ-পাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মুরলীগানবিনোদ, হে বেদশ্রুত-ভূমি-পাদ (অর্থাৎ তোমার চরণ হইতে যে ভূমণ্ডল উৎপন্ন, তাহা বেদে কথিত আছে), হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

বৰ্হিণবৰ্হাপীড়া নটনাট্যফণিক্রীড়াঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—হে ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত চূড়াধারিন্, হে কালিয়-নাগ-শীৰ্ষে নট  
সদৃশ নৃত্যক্রীড়াপ্রদৰ্শক, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

অঘবকবৃষ- \* কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে অঘাসুর, বকাশুর, অরিষ্টাসুর ও কংস রাজ্য বিনাশক,  
হে কেশব কৃষ্ণ মুরারে, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

রাধাধর-মধু-রসিকা রজনী-কর-কুল-তিলকাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ**।—হে রাধাধর অধর-মধু-রসে রসিক, হে চন্দ্রবংশের তিলক,  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

গোবৰ্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ**।—হে গোবৰ্দ্ধনগিরির আনন্দপ্রদ, হে গোপীজন-মনোহরণ-  
কাবিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুষ্ণিগিরিরমণাঃ †

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**।—হে কমলকুসুমভরণমণ্ডিত, হে রাধারমণ রুষ্ণীগিরমণ  
হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

\* “অঘবকবৃষ” এই মাত্রাভঙ্গযুক্ত পাঠ প্রচলিত আছে ।

† “রুষ্ণিগিরমণাঃ” নামি ইত্বঃ বৈদেশিকোচিতবৎ । (সং টাঃ)

হতমুষ্টি কচাণুরা মুনিজনমনোবিহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ** ।—হে চাণুর-মুষ্টিক-বিনাশিন্, হে মুনিজনমানসবিহারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অচলোদ্ধৃতচঞ্চকর ভক্তানুগ্রহতৎপর ।

•নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে গিরি-উত্তোলন-ব্যগ্র-হস্ত, ভক্তানুগ্রহতৎপর, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

মাং মুরলীকর ধী-বর, পালয় পাহি ( \* ) শ্রীধর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** —হে মুরলীধর, হে বুদ্ধিসীমন্তিনীৰ নাথক ( বুদ্ধির পরিচালক ), আমাকে পালন কর, তে শ্রীধর, আমাকে রক্ষা কর । হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে সূবর্ণবর্ণ-পীতাম্বর, মাধব, আমার ভীতি দূর কব । হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ** ।—হে দশরথরাজকুমার, হে দানবদর্শহারিন্, হে নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* “পালয় শ্রীধর” সন্ধ্যা পাঠান্তর



সরযুতীরবিহারী সজ্জনঋষিমন্দারীঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ**।—হে সরযুতীরবিহারিন্, হে সজ্জন ও ঋষিগণের মন্দারতরু ( অর্থাৎ মন্দারতরুর স্তায় আনন্দপ্রদ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বামিত্রমথত্রা বিবিধসুরাসুরচিত্রাঃ ।

‘ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষক, হে বহুদেবাসুরের বিশ্বমৌল্যপাদক ( অর্থাৎ মারীচতাড়ন, তাড়কাবধ ও হরধনুর্ভঙ্গে দেবতা ও অসুরগণও বিশ্বয়াপন হইয়াছিলেন ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ**।—হে গৌতমপত্নী অহলায় সম্মানদাতা, হে করুণাপূর্ণ-নিরীক্ষণ, হে নারায়ণ, নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা. ধরনিস্তাসহমোদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ**।—হে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত-পাদপদ্ম, হে ধরিত্রীনন্দিনী জানকী সইযোগে আনন্দপ্রাপ্ত, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

দশরথবাগ্ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ**।—হে দশরথবাক্যরক্ষণে ধুরন্ধর, দণ্ডকারণ্যসঞ্চারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২২ ॥

তালীবনদলনাট্য নটগুণবহুবিধনাট্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে তালীবনদলনাট্য ( অর্থাৎ সপ্ততালতরুবিদারণসমৃদ্ধ ),  
হে নুটের দ্বায় বিবিধ নাট্যকারিন্ ( অর্থাৎ অভিনেতা যেমন বিবিধ অভিনয় করে,  
তুমিও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া মনুষ্যবৎ শোক-দুঃখ-শঙ্কতা-মিত্রতার অভিনয়  
করিয়াছ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বালিবিনিগ্রহশৌর্য্য বরসুগ্রীবহিতার্য্যাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে বালিবিজয়বীর, হে সুগ্রীবহিতকর বরপ্রদ, আর্ঘ্য, হে  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে সাগরবন্ধনবিচক্ষণ, হে রাবণ-কণ্ঠছেদতা, হে নারায়ণ  
নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

জনকসুতাপ্রতিপাল জয় জয় সংসৃতিলীলাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জনকসুতার উদ্ধারকর্তা, হে সংসারলীলাময়, হৈ  
নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥

সঙ্কমসীতাহারাঃ সাকেতপুরবিহারাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে অযোধ্যাপুরবিহারিন্, সঙ্কমে ও লোকাপবাদকরে,  
সীতাপরিত্যাগিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

পাতকরজনীচরহর, করুণালয় মামুঙ্কর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ** ।—হে পাগনিশাচরবিনাশিন, হে করুণাময়, আমাকে উদ্ধার কর, হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা, রক্ষাশ্রিত \* প্রহ্লাদাঃ ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ** ।—হে নিগমগানে আনন্দসম্পন্ন ( লবকুশের রামায়ণ-গানে আনন্দিত, অথবা সামগানে আনন্দিত ), হে প্রহ্লাদ-রক্ষক, হে নারায়ণ নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥

ভারতযতিবরশঙ্কর নামানৃতমঞ্চিস্তর ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—হে নিখিল জগতের অস্তর্ধ্যামিন, ( এই ) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজ শঙ্করের ( উচ্চারিত ), অথবা ( এই ) নামামৃত ভারতীয় যতিরাজের মঙ্গল-প্রদ, হে নারায়ণ, নারায়ণ... ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## কৃষ্ণাষ্টক ।

শ্রিয়ান্নিক্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্বেদবিষয়ো,

ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরস্বরহস্তাজনয়নঃ ।

গদা শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাত্ত, যে বিষ্ণু সর্বদা লক্ষ্মী কর্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের জ্ঞানস্বামী, যিনি অস্বরগণের হস্তা, বাহার নয়ন পদ্মদলের ত্রায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, ত্রিনিঃত্রিমল বনমালা ধারণ করেন, বাহার উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও ত্রয়ো-  
হিত হয় না, যিনি সকলের শরণা ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ১ ॥

যতঃ সর্বং জাতং বিয়দনিন্মুখ্যং জগদিদং,

স্থিতৌ নিঃশেষং যোহবতি নিজসুখাংশেন মধুহা ।

লয়ে সর্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যন্তু স বিভূঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—(সৃষ্টিকালে) ষাঃ ইহাতে আকাশ ও বায়ুপ্রমুখ সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিখ্যাস্তনিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, যে বিষ্ণু সকলের শরণা ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

অস্নায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যঃ স্তকরণৈ-

নিরুধ্যেনং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্ ।

যমীভ্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—শ্রেষ্ঠমতি মুনীগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধনপূর্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করত চিত্ত বিলয় করিয়া যে ত্রিলোকপূজা মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সকলের শরণা ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা,

যমিত্যাণৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্ ।

নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিশ্বরনৃণাং মোক্ষদমসৌ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** —পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া যিনি মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পৃথিবী ষাঁহাকে জানে না, ইত্যাদি মর্মে 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' ইত্যাদি সন্দর্ভে ঋতি (বৃহদারণ্যক) ষাঁহার মহাত্মা কীৰ্ত্তন করেন, যিনি জগতে অধিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রকার দোষশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ ষাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥

মহেন্দ্রাদিন্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো,

ন কস্য স্নাতস্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমূতে ।

কবিন্দাদেৰ্গবং পরিহরতি যোহসৌ বিজয়িনঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** —ষাঁহার বলেই মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন, ষাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, ষাঁহার শক্তিসাধ্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের কবিন্দাদি-জনিত গর্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥

বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাঃ

বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা ।

বিনা যস্য স্মৃতা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** —ষাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক শূকরাদি পশু প্রাপ্ত হয়, ষাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোক সকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, ষাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্ম কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অধিতীয় অধীশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়ন-গোচর হউন ॥ ৬ ॥

নরাতকোত্তরঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো,  
 ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়শ্চোহর্জুনসখঃ ।  
 স্বয়ম্ভূভূতানাং জনক উচিতাচারমুখদঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি ব্রহ্মকে ব্রহ্মকণ্ঠ  
 সম্পাদন করেন, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের ঞায় শ্যামকলেবর,  
 যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্র, যিনি অর্জুনের  
 সখা, যিনি নিজে (ইচ্ছাবশে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যিনি সকলের জনক,  
 যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সূত্রপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয়  
 ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যদা ধর্ম্মপ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভণকর-  
 স্তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধ্বজঃ ।  
 সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,  
 শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন যখন ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিব্রত করিয়াছে,  
 তখনই যিনি জন্মরহিত হইলেও লোকনায়করূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মমর্যাদা  
 রক্ষা করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সংপদার্থমাত্রের বিধানকর্তা, যিনি সর্ববিকার-  
 শূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে ধার্য গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর  
 সেই ব্রহ্মেশ্বর কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৮ ॥

ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেন,  
 শ্রুতিবিশদগুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাশ্রুতঃ ।  
 যতিবরনিকটে ত্রৈলোক্য আবির্ভবতু,  
 যশস্বত উদারঃ শঙ্খচক্রাজ্জহন্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—পরিত্রাজকবর ঐশ্বর্য্যচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত  
 প্রকারে নিখল জগতের আত্মা শ্রুতিবর্ণিত গুণসম্পন্ন আদিপুরুষ হরির ( শুব দারা )  
 আরাধনা করিলে, তিনি নিজগুণরূপ দেহধারণ পূর্বক শঙ্খ, চক্র, ( পদা ) পদ্ম  
 হস্তে ত্রৈলোক্য উদাররূপে সেই যতিরাজের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন ।

ইতি কৃষ্ণাষ্টক সম্পূর্ণম্ ।

## গোবিন্দাষ্টকম

সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং

গোষ্ঠপ্রাক্ষণরিক্ষণ- \* লোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।

মায়াকল্লিত-নানা কারমনাকাশং ভুবনাকাশং

ক্ষমা-মা-নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ; যিনি নিত্য, অনাকাশ ( আকাশ নহেন ) ও পরমাকাশ ( পরমবোম ) ; যিনি গোষ্ঠপ্রাক্ষণে ধাবিত হইবার জন্ত চঞ্চল, কিন্তু আয়াসহীন এবং পরম আয়াস ( পরমশক্তিস্বরূপ ) ; যিনি স্বয়ং নিরাকার, কিন্তু মায়াশক্তিরযোগে অসংখ্য আকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ বিম্বরূপ ; যিনি পৃথিবী ও লক্ষ্মীর নাথ ( লক্ষ্মী ও পৃথিবী উভয়েই বিষ্ণু-পত্নী ) ও স্বয়ং অনাথ ( বাহার নাথ কেহ নাই, যে হেতু তিনি সর্বেশ্বর ), সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ১ ॥

মুৎস্নামৎসৌহেতি যশোদাতাড়ন-শৈশব-সম্ভ্রাসং

ব্যাদিত-বক্ত্রালোকিত-লোকালোক-চতুর্দশ-লোকালিম্ ।

লোকত্রয়-পুর-মূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- “এখানে যুক্তিকা ভক্ষণ করিতেছ” এই প্রকার যশোদাকৃত ভৎসনে শৈশবে যিনি সঙ্গত হয়েন ও ( তিনি যে যুক্তিকা ভক্ষণ করেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্ত যশোদাবাক্যে ) মুখবাদান করিয়া ( ভ্রমধ্যে ) লোকালোক পরস্পর চতুর্দশ ভুবনশ্রেণী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি ত্রৈলোক্য-রূপ প্রাসাদের মূলস্তম্ভ, লোকালোক অর্থাৎ সর্বলোকপ্রকাশক অথচ অনালোক ( অদৃশ্য ), সেই লোকনাথ পরমেশ্বর পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ ব্যাদিতপদমাধনং যথা, ব্যাদা ইতি ব্যাদানার্থকং কৃতপ্রত্যয়নিম্নপদম্, ব্যাদা সম্ভ্রাত্যেতি তারকাদিভাদিতচ্-প্রত্যয়েন ব্যাদিতমিতি সিদ্ধম্ ] ২ ॥

\* “রিক্ষণ” এই স্থলে “রিক্ষণ” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে

ত্রেবিষ্টপরিপু-বীরস্বঃ ক্ষিতিজ্বরস্বঃ ভবরোগস্বঃ  
কৈবল্যঃ নবনীতাহারমন্ডাহারঃ ভুবনাহারম্ ।  
বৈমল্যস্ফুটচেতোরুত্তি-বিশেষাভাসমনাভাসঃ  
শৈবং কেবলশাস্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—যিনি স্বর্গবাসিগণের বৈরি বীরদিগকে নিহত করেন, যিনি ভূভার হরণ করেন, যিনি ভবরোগবিনাশী ও সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ, যিনি নব-নীতাহার ( ব্রহ্মলীলার নবনীত-ভোজন যাহার বিশেষ কার্য্য ), অনাহার ( নিষ্ক্রিয়, নিরাকার চিন্মাত্রের আহার থাকিতে পারে না ) ও ভুবনাহার ( বিশ্বগ্রাসী ), নৈর্মল্য ( বিশদ চিত্তবৃত্তিবিশেষে ) যিনি প্রতিভাসিত হয়েন, অথচ যাহার আভাস ( মিথ্যাজ্ঞান ) নাই, সেই কেবল শাস্ত শিবময় পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং গোকুলপালং \*  
গোপীখেলন-গোবর্দ্ধনধৃতি-লীলা-লালিত-গোপালম্ ।  
গোভিনিগদিত-গোবিন্দ-স্ফুট-নামানং বহুনামানং  
গো-ধী-গোচর-দূরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—( ভূভারহরণ দ্বারা ) যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছেন, প্রাতঃকালীয়ায় যিনি গোপাল-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ( গোপাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ), যিনি গোকুলরক্ষক ( নন্দের পূর্বস্থান “গোকুল” ইহা গোকুলনগর, গোকুলপুর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গোরক্ষক ও কু-রক্ষক ইহা অর্গাস্তর ), গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ও গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি লীলার গোপালদিগকে ( গোপ ও গোপীগণকে ) যিনি লাগন করিয়াছেন, যাহার “গোবিন্দ” এই প্রসিদ্ধ নাম স্মরণ প্রভৃতি গোবৃন্দেরই কথিত, সেই গো, অর্থাৎ বাক্য এবং ধী ( বুদ্ধি ) গোচরের দূরস্থ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ।

[ বিশেষ কথা—বসুদেব, জন্মের পরেই ঐকৃষ্ণকে যে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নন্দালয় “গোকুলে” ছিল। “গোকুল”গ্রাম এখনও বর্তমান আছে, উহা বৃন্দাবনের অপর পারে। পৃথনা-ভৃগাবর্জ-বধ, যমলাজ্জুনভণ্ড এই স্থানে হইয়াছিল ] ৪ ॥

\* “কুলগোপালং” ইহা বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ্য ।



গোপী-মণ্ডল-গোষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং  
 শব্দ-গোথুর-নিধু-তোদগতধূলী-ধূসর-সৌভাগ্যম্ ।  
 শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিস্ত্যং চিস্তিতসম্ভাবং  
 চিস্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- যাহার এক প্রকার নৃত্যসভা গোপীমণ্ডল দ্বারা সম্পন্ন হয়, ভেদাবস্থাতেও যিনি অভেদপ্রভ, অনবরত গোথুরক্ষেপ-সমুদগত-ধূলী-ধূসরতা যাহার সৌন্দর্যের সহিত সম্বন্ধ, শ্রদ্ধাভক্তিব্যোগে যাহার নিকট হইতে আনন্দ গ্রহণ করা যায়, যাহাকে চিস্তা করিলে সম্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার মহিমাটী সাক্ষাৎ চিস্তামণি, সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৫ ॥

স্নান-ব্যাকুল-যোষিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারুঢ়ং  
 সম্প্রেমস্তুতী \* রধ দিগ্‌বজ্রা দাতুমুপাকর্ষন্তং তাঃ ।  
 নিধু-তদ্বয়-শোক-বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তঃস্বং  
 সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যিনি স্নানে আসক্ত রমণীগণের বস্ত্র লইয়া বুদ্ধাক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই .রমণীগণ স্ব স্ব বস্ত্রপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইলে তৎপ্রদানার্থ সেই দিগ্‌বসনা রমণীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব এবং শোক-মোহ যিনি দূর করিয়া দেন বা যাহার নাই, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানময় ও বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত, সেই সত্তামাত্রস্বরূপ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৬ ॥

কান্তং কারণ-কারণমাদিমনাদিং কালঘনাতাসং  
 কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি স্নন্যন্তং মুহুরত্যন্তম্ ।  
 কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষন্তং  
 কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- যিনি কারণ-কারণ, কমনীয়-কলেবর, ( সকলের ) আদি, অনাদি ( তাহার পূর্ববর্তী আর কিছুই নাই ) ও নীলমেঘবর্ণ ; যিনি কালিন্দী-নিলয় কালির নাগের মস্তকে পুনঃ পুনঃ এবং স্নানরূপে অত্যন্ত নৃত্য করিয়াছেন, কাল দ্বারা এই স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কালসংখ্যানের অতীত, নিখিল প্রপঞ্চের

“ব্যাদিত্যন্তী” এই পাঠ বাণীবিলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

আশ্রয় ও কলিদোষহারী, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালে একমাত্র গতিদায়ক  
( অথবা কালত্রয়ের ব্যবস্থা-হেতু ) পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবন-ভূবি বৃন্দারকগণ-বৃন্দারাদিত-বন্দ্যাতাং  
কুন্দাভামলমন্দস্মের-সুধানন্দং স্মহানন্দম্ ।  
বন্দ্যাশেষ-মহামুনি-মানসবন্দ্যানন্দ-পদম্বন্দুঃ  
বন্দ্যাশেষগুণাক্রিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—বৃন্দা অর্থাৎ তুলসী দ্বারা বৃন্দারকগণের আরাধিত ও  
বন্দনীয়, বৃন্দাবনভূত্যাগে কুন্দকুসুমকান্তি স্বচ্ছ মন্দ হস্তে যিনি সুধাজনিত  
আনন্দ সম্পাদন করেন, গোপরাজ নন্দ ধাঁহার জন্ত মহামহিমসম্পন্ন হইয়াছেন,  
বন্দনীয় নিখিল মুনিমানস ধাঁহার চরণযুগলবন্দনায় একাগ্র, অভিনন্দনীয়, সকল-  
গুণসাগর সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৮ ॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দাপিতচেতা যো,  
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি ।  
গোবিন্দাজি-সরোজধ্যান-সুধাজল-ধৌত-সমস্তাঘো  
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমস্তম্বং স তমভ্যেতি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-

ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ

কৃতৌ গোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—যে ব্যক্তি “হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, হে বিষ্ণো,  
গোকুলনায়ক, কৃষ্ণ,” এই বলিয়া গোবিন্দে চিত্ত অর্পণ পূর্বক এই গোবিন্দাষ্টক  
পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ, গোবিন্দচরণকমলধ্যানরূপ সুধা-সলিলে ধৌত  
হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অন্তরে ( সদা ) অবস্থিত পরমানন্দামৃতস্বরূপ তৎপদার্থ  
গোবিন্দকে লাভ করে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত

গোবিন্দাষ্টক সম্পূর্ণম্ ।

## জগন্নাথায়কম্

কদাচিৎ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-কবরো

মুদাভীরী- \* নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।

রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশাৰ্চিত-পদো

‘জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- যিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আস্বাদ গ্রহণে যিনি মধুকর, ষাঁহার চরণবৃগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা আৰ্চিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ১ ॥

ভুজে সবে্য বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে

দ্রুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং চ বিদধৎ ।

সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিনীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- যিনি বামহস্তে বেণু, মস্তকে ময়ূরপিচ্ছ, কটিতটে দ্রুকূল (কোম বস্ত্র বা সূক্ষ্ম বস্ত্র), এবং নয়নপ্রান্তে সহচরবর্ণের প্রতি কটাক্ষ লইয়া আছেন, সর্বদাই শ্রীমদ্বৃন্দাবনবাসিনীলার ষাঁহার পরিচয়, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

মহাস্তোমধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-স্বর-সেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- যিনি মহাসাগরতীরে স্ববর্ণমনোহর নীলাচলশিখরে বলশালী ভ্রাতা বলভদ্র সহ, মধ্যস্থলে সুভদ্রাকে রাখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে

\* “মুদা গোপী” ইহা বাণীবিলাস পুস্তকে মুদ্রিত পাঠ ।

বাস করতঃ সকল দেবতার সেবা করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো

রমা বাণী-সোম-স্মুরদমল-পদ্মোদ্ভব-গুণৈঃ ।

স্তরৈশ্চৈরারাদ্যঃ শ্রুতি-গণ-শিখোদগীত-চরিতো \*

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৃপাসিদ্ধ, সজলজলদাবলি-মনোহর, এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, সোম ( উমাসহার শিব, অথবা চন্দ্র ) এবং উজ্জল নির্ম্মলমূর্ত্তি পদ্মযোনি প্রভৃতি দ্বেষপ্রধানগণের আরাধ্য, বাঁহার চরিত্র বেদান্তবর্ণিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৪ ॥

রথারুঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ

স্তুতিপ্রাভুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ষ্য সদয়ঃ ।

দয়াসিকুর্ব্বকুঃ সকলজগতাং সিদ্ধুস্ততয়া

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি রথারোহণে গমন করিবার সময়ে পথে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উচ্চারিত স্তোত্র প্রতিপদে শ্রবণ করিয়া সদয় হইলেন, অর্থাৎ গমনবিষয় বিধ্বস্ত করেন, সেই লক্ষ্মী-সম্মিলিত দয়াসিদ্ধ সর্বজগৎকে স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হইলেন ॥ ৫ ॥

পরো বর্হাপীড়ঃ † কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো

নিবাসো নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহনন্তশিরসি ।

রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-স্থখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যে পরাংপর, বর্হাপীড় অর্থাৎ শেখররূপে ময়ূরপিচ্ছকে ধারণ করেন, বাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন পদ্মপলাশসদৃশ ; বাঁহার নিবাস নীলাচলে, এবং চরণদ্বয় অনন্তমন্তকে স্থাপিত ; যিনি রস ও আনন্দস্বরূপ ;

\* ‘শিখাগীতচরিতো’ প’ঠান্তর ।

† ‘পর ব্রহ্মাপীড়ঃ’ ইতি বাণীবিলাস বৃত্তিত গুস্তকে পাঠ ।

রাধিকার সরস দেহ আলিঙ্গনেই বাহার সুখ ; সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার  
নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৬ ॥

ন বৈ প্রার্থ্যং রাজ্যং ন চ কনকতা-ভোগবিভবে  
ন যাচেহং রম্যাং নিখিলজনকাম্যাং বরবধূম্ ।  
সদা যাচে ‡ কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—রাজ্য আমার প্রার্থনীয় নহে, সুবর্ণময় ভোগ্য বৈভবও  
প্রার্থনীয় নহে, আনি নিখিলজনস্পৃহণীয়া রমণীয়া বরস্বীও যাচ্চা করি না;  
শিবগীতচরিত স্বামী জগন্নাথ যেন সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হশেন. ইহাই  
সদা যাচ্চা করি ॥ ৭ ॥

হর হং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে  
হর হং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে ।  
অহো দীনানাথং নিহিতমচলঃ ‡ পাতুমনিশং  
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতো

জগন্নাথাষ্টকং সম্পূর্ণম্ । †

**অনুবাদ ।**—হে দেবপ্রধান ! ( আমার ) অসার সংসার দ্রুত হরণ কর,  
হে যাদবপতে ! ( আমার ) পাপরাশি অত্যধিক ( হইলেও ) তাহা হরণ কর ;  
আহা ! আত্ম-সমর্পিত দীন ও অনাথ জনকে সতত রক্ষা করিবার জন্ত অচল  
ভাবে স্থিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ-শঙ্করাচার্য্যকৃত জগন্নাথাষ্টক সম্পূর্ণ ।

\* “সদা কালে কালে” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† “নিহিতমচলং” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ এই জগন্নাথাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ইহা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধ ।

## অচ্যুতাক্ষকম্ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

‘অচ্যুত’ অচ্যুত হরে পরমাত্মন, রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষেণ ।

বাংস্বেদেব ভগবন্তনিকরুদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- হে অচ্যুত ! তুমি অবায়, কে হরে ! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, কে বিষ্ণো ! তুমিই সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ । হে বাসুদেব ! হে অনিরুদ্ধ ! হে শ্রীপতে ! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র ।

মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- হে বিভো ! তুমি জগতের কল্যাণ-সাধন কর, হে জগদীশ ! হে নন্দনন্দন । হে নৃসিংহরূপিন । হে নরেন্দ্র ! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর । হে মুকুন্দ ! হে মুরারে ! হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি-বিধান করিয়া দেও ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র রঘুনাথক দেব, দীননাথ ছুরিতক্ষয়কারিন্ ।

যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, (অতএব) তুমিই রঘুবংশের অধিনায়ক, তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দুরূহিত ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের ইন্দ্ররূপ, যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমি যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছ । হে শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৩ ॥

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য-স্বমূর্ত্তে ।

দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- হে দেব ! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখকাননের অগ্নিস্বরূপ । হে রাধিকারমণ ! তোমার মূর্ত্তি অতি

মনোহর। হে নাথ! তুমি সকলের দুঃখমোচন কর, তুমি কৃপাসাগর। হে  
শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নিগুণ নিরঞ্জন জিষেণ।

পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শৰ্ব্ব, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি গোপিকা-মুখশশধরের চকোরস্বরূপ।  
তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন; তুমি জয়শীল, পূর্ণরূপ; তুমি সকলের  
কল্যাণবিধান কর; তুমি সংহারকর্তা, তোমার জয় হউক, হে শ্রীপতে!  
তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

গোকুলেশ গিরিধারণ-ধীর, যামুনাচ্ছতটখেলন বীর।

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ  
করিয়াও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নির্মল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া  
থাক এবং তুমিই জগতের অধিতীয় বীর। নারদাদি মুনিবৃন্দ সর্বদা তোমার পাদ-  
পদ্ম সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

দ্বারকাধিপ দুরূহ গুণাক্ষে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবारे।

জ্ঞানগম্য গুণসাগর ভূমন্, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি তর্কপথে  
অজ্ঞেয়, তুমি গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ণরূপস্বরূপ, তুমি মানবের সংসার  
বিনাশ কর। হে ভূমন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি ত্রিগুণনদীর  
তিরোধানস্থান, হে শ্রীপতে, তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

দুর্জননির্দমন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্।

রাবণাস্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- হে দেব! তুমি দুর্জগণের নিঃশেষদলন কর, তুমি অতিশয়  
কৃপালু, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে বহুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ববুদ্ধির  
আধার; তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে  
শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাক্ষিকমিদং রমণীয়ং নির্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্ ।

যঃ পঠেদ্ বিনয়-বৃষ্টি-নিবৃষ্টি-জন্ম-দুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য

শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতা-  
চ্যুতাক্ষিকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ** ।—( ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ) সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই  
অচ্যুতাক্ষিকস্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়-  
ভোগবাসনায় নিবৃত্ত হইয়া অখিল জন্মদুঃখ পরিত্যজে সমর্থ হইবেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাক্ষিকস্তোত্র সমাপ্ত ।

## অন্যবিধ অচ্যুতাক্ষিক । \*

অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং

কৃষ্ণং-দামোদরং বাহুদেবং হরিম্ ।

শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং

জানকী-নায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—( যিনি ) অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর,  
বাহুদেব হরি ; ( যিনি ) শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক, শ্রীরামচন্দ্র ;  
( তাঁহাকে ) ভজনা করি ॥ ১ ॥

অচ্যুতং কেশবং সত্যভামা-ধবং

মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাদিতম্ ।

ইন্দিরামন্দিরং চেতসা স্মরং

দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি কখনই চ্যুত হইবেন না,—যিনি ক (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব)

\* অন্তিম শ্লোকে ‘কর্তৃ বিশ্বত্তরম্’ পাঠ বহু বৈশেষ্যে প্রচলিত, তাহা হইলে এই অচ্যুতাক্ষিক  
বিষয়ভরচিত, শঙ্করাচার্য্যরচিত নহে, শ্রীবিষ্ণু নাম-প্রাচুর্য্য লক্ষণে এ বিষয়ের শচীনন্দন বিষয়তর,  
ইহাই বলা যায় । কিন্তু শঙ্কররচিতরূপে প্রসিদ্ধ বিধায় ইহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল ।



এবং ব ( বাহু-বক্রণ-স্বরূপ ), যিনি সত্যভামা-পতি, মধুবংশে বাহার জন্ম, অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য বাহাতে বর্ত্তমান, রাধিকা বাহাকে আরাধনা করিয়াছেন, লক্ষ্মী-নিকেতন, সেই দেবকীগর্ভজাত সুল্লর নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে মিলিত করি ॥ ২ ॥

বিষ্ণুবে জিষ্ণুবে শঙ্খিনে চক্রিণে

কুন্তিলী-রাগিণে জানকী-জানয়ে ।

বল্লবী-বল্লভায়াচিঁতায়াত্মনে

কংস-বিশ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ।—( যিনি ) বিষ্ণু, জিষ্ণু, শঙ্খ-চক্র-ধারী, কুন্তিলীর অম্বরক, জানকীপতি, গোপীবল্লভ ; ( যিনি ) অর্চিত ( সর্বলোকপূজিত ), আত্মা ( পর-মাত্মা ), সেই কংসবিশ্বংসী মুরলীধর তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম-নারায়ণ

ত্ৰীপতে বাসুদেবাজিত ত্ৰীনিধে ।

অচ্যুতানন্ত হে মাধবোধোকজ

দ্বারকা-নায়ক দ্রৌপদী-রক্ষক ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হে রাম-নারায়ণ, হে ত্ৰীপতে, বাসুদেব, হে অজিত, হে ত্ৰীনিধে, হে অচ্যুত, অনন্ত, মাধব, অধোকজ, হে দ্বারকানায়ক, তুমিই দ্রৌপদীকে ( কোরব-সভায় লজ্জা হইতে ) রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥

রাক্ষসক্লেভিতঃ সীতয়া শোভিতো

দণ্ডকারণ্য-ভূ-পুণ্যতা-কারণম্ ।

লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতো-

হংস্ত্যসংপূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করত সীতাবিবাহের পর সীতা ও লক্ষ্মণসহ দণ্ডকারণ্যভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, রাক্ষসকৃত ক্লেভ প্রাপ্ত হইয়া বানরগণের সেবার সীতাসহ শোভা প্রাপ্ত হইলেন, অগস্ত্য-সম্পূজিত তিনি আমাকে রক্ষা করুন ।

[ এই শ্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণকথা বর্ণিত হইয়াছে । ‘রাক্ষসক্লেভিতঃ’ ইহাতে অবতার-হেতুও সূচিত, এ অস্ত্র প্রথমেই এই বিশেষণ, তৎপরেই ‘সীতয়া

শোভিতঃ' থাকায় রাক্ষসকোভের পরেই যে সীতা উদ্ধার, ইহা সূচিত,—সুতরাং 'রাক্ষসকোভিতঃ' পদের পুনরাবৃত্তি ও বিবিধ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য হইতে সীতা-বিচ্ছেদ হওয়ার্তে দণ্ডকারণ্যগমন উল্লেখের পর 'লক্ষ্মণেনাবিতঃ' আছে, ইহাতেই সীতাহরণ সূচিত। 'দণ্ডকারণ্য-ভূপুণ্ডা-কারণ্যম্' এই বিশেষণের পূর্বে 'সীতয়া শোভিতঃ' থাকায় তৎপূর্বে সীতা-বিবাহ-প্রসঙ্গ সূচিত, এই কারণে ঐ পদ্যেরও আবৃত্তি দুইবার করিয়া অর্থস্বর গৃহীত। জন্ম হইতে লীলাসমাপ্তি পর্যন্ত রাঘবের থাকায় উহা শেষাংশে। আর 'অগস্ত্য-সংপূজিতঃ' উত্তরকাণ্ডের অগস্ত্য-সংবর্কন অভিযুক্ত। তদ্বারা রাজ্যাভিষেক সূচিত হইয়াছে ] ১৮ ॥

ধেনুকানিকটহানিকটকৃদ্বৈষিণাম্

কেশিহা কংসহৃদ্বংশিকানাদকঃ ।

পুতনাকোপকঃ সূরজা-খেলনো

বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্বদা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি পুতনা-বৈরী, ধেনুক ও অরিস্ট অনুরের হস্তা, যিনি কেশী দৈত্যকে হনন করিয়াছেন, যিনি শত্রুগণের অনর্থসম্পাদনে দক্ষ, সেই যমুনাবিহারী বংশীবদন বালগোপাল সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন। [এই স্থলে বিশেষ কথা এই যে, ধেনুকানুরবধ বলরাম করিলেও ঐক্কক-প্রেরণায় তাহা হওয়ার ঐক্ককে ধেনুকানুরহস্তা বলা হইয়াছে, শ্রীমদভাগবতেও আছে "হস্তা রাসভদৈত্যং তৎকুংস্বলাভিতঃ ।" ১০।২৬।১০। এই রাসভ দৈত্যই ধেনুকানুর। ভাগবত ১০।১০।১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐক্ককের বাল্যলীলা এই শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ] ৬ ॥

বিদ্যুদ্যুতোদবৎ-প্রস্ফুরদ্-বাসসং

প্রাবুড়স্তোদবৎ প্রোল্লসদ্-বিগ্রহম্ ।

বন্যমা মালয়া শোভিতোরঃস্থলং

লোহিতাজিহ্বয়ং বারিজাকং ভজে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—ধাঁহার পরিধানবস্ত্র বিদ্যুৎপ্রকাশবৎ উজ্জ্বল, ধাঁহার শরীর বর্ষাকালীন জলধরের জায় বিরাজমান, বন-মালা-শোভিত-বক্ষঃস্থল অরুণচরণ-বৃগল সেই পুণ্ডরীকাককে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

কুক্ষিতৈঃ কুস্তলৈর্জাজমানাননং

রক্তমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ ।

হার-কেয়ুরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং

।ৎ শ্যামলং তং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কুক্ষিত কুস্তলজালে ধাহার সুধমণ্ডল শোভাসম্পন্ন, ধাহার রক্ত-ময় কিরীট ও গণ্ডয়ুগলে কুণ্ডল দোহুলামান, (বিনি) হার ও কেয়ুর ধারণে (ভক্তগণের) সুধ-সম্পাদক, কঙ্কণে ভূষিত কিঙ্কিণী-শোভিত সেই শ্যামকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

অচ্যুতশ্র্যাকং যঃ পঠেদিক্ৰীদং

প্রেমতঃ প্রত্যহং পুরুষঃ সম্পূহম্ ।

ব্রততঃ স্তন্দরং বেণুবিষম্ভরং \*

তস্য বশো হরির্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিভ্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দ-

ভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ

কৃতাবচ্যুতাক্ৰীদং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ—স্থলিত ব্রতে নিবদ্ধ জগদীশ্বরবোধক অতীষ্টপ্রদ এই অচ্যুতাক্ৰীদং যে পুরুষ প্রত্যহ প্রেম পূর্বক সাগ্রহে পাঠ করিবে, হরি তাহার সত্বর বশীভূত হইবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য-রচিত অচ্যুতাক্ৰীদং সমাপ্ত ।

# সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্ ।

( অথবা করাবলম্ব-স্তোত্র )

ঐগণেশায় নমঃ ।

শ্রীমৎপরোনিধি-নিকেতন-চক্রপাণে,

ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্তে ।

যোগীশ-শাশ্বত শরণ্য ভবাক্ষিপোত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥

**অম্বুবাদ** ।—হে ঐপতে ! ক্ষীরোদসমুদ্র তোমার অবস্থান । হে চক্র-পাণে ! নাগরাজ অনন্তের কণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের জীবন, তুমি সনাতন, শরণ্য, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের পোতধরূপ । হে সলক্ষীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১ ॥

ব্রহ্মেন্দ্ররূদ্রমরুদক্কিরীটকোটি-

সজ্জটীতাজি-কমলামলকাস্তিকান্ত ।

লক্ষ্মীলসৎকুচ-সরোরুহরাজহংস,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

**অম্বুবাদ** ।—হে বিভো ! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদগণ ও আদিত্য ইহারা নিরন্তর স্বর্গীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পাদপদ্ম সংঘটিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে । তুমি কমলার কুচকমলে রাজহংস । হে সলক্ষীক নৃসিংহদেব ! তুমি আমাকে করাবলম্বন দাও ॥ ২ ॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,

\* মারোগ্র-ভীকর-মৃগপ্রবরাদিতম্ ।

আর্তম্ মৎসরনিদাঘনিপীড়িতম্,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

**অম্বুবাদ** ।—হে মুরারে ! আমি সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিত্রাণ

করিতেছি, কামরূপ উগ্র ও ভীষণ বৃগরাজ সর্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মাংসদ্বারূপ গ্রীষ্মগীড়নে পীড়িত, অতএব আর্ত। হে সলস্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলঘন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

সংসার-কুপমতিঘোরমগাধমূলং,

সংপ্রাপ্য দুঃখশত-সর্পসমাকুলস্ত।

দীনস্ত দেব কৃপণা \* পদমাগতস্ত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভুজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুল করিতেছে, আমি অতি দীন এবং কদম্বা আপদে পতিত। হে সলস্মীক নৃসিংহদেব! কৃপা করিয়া আমাকে করাবলঘন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

সংসার-মাগরবিশালকরালকাল-

নক্র গ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্ত।

ব্যগ্রস্ত রাগরসনোগ্নি-নিপীড়িতস্ত,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব! ভবমাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুন্তীরের আক্রমণ ও গ্রাসে আমার দেহ নিপীড়িত, কাম ও লোভরূপ উর্ধ্বজালে ভাড়িত হইয়া আমি (উদ্ধারলাভের জন্ত) ব্যাকুল, হে সলস্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলঘন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

সংসার-বৃক্ষমঘবীজমনস্তকর্ম-

শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।

আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে কৃপালো! পাপসমূহ বাহার বীজ, অনন্ত কর্ম বাহার শত শত শাখা, ইজিরগ্রাম বাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ বাহার কুসুম এবং দুঃখ

\* 'কৃপণা' হলে 'কৃপণা' পাঠ উৎকৃষ্ট।

বাহার ফল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আকৃষ্ট হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে সলম্বীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥

সংসার-সর্পঘনবস্ত্র-ভয়োগ্রস্তীত্র-

দংষ্ট্রাকরালবিষদন্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ ।

নাগান্নিবাহন স্নুধাক্রিনিবাস শৌরে,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গরুড়বাহন ! সংসাররূপ ভূজঙ্গ বদন-ব্যাধাদ্র করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিধে আমার সর্বাঙ্গ দন্ধ হওয়াতে আমি বিনষ্ট হইতেছি। হে স্নুধাগাগরশারিন্ ! হে শৌরে ! হে সলম্বীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ভাবার্থ,—গরুড় সর্পভোজী, এবং স্নুধা বিববিনাশক, এই দুই-ই বাহ্যর আয়ত্ত, সর্প-ভয়ে ও বিষ-দাহে তাঁহার কৃপাভিক্ষাই করণীয়, তাহাই করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সংসার-দাবদহনাতুর-ভীকরোরু-

জ্বালাবলীভিরভিদন্ধতনুরুহস্য ।

ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেব ! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি, সেই দাবানলের ভয়ঙ্করী মহতী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দন্ধ করিতেছে, আমি আপনার পাদদ্বয়কমলসরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলম্বীক নৃসিংহদেব ! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

সংসার-জালপতিতস্য জগন্নিবাস,

সর্বৈন্দ্রিয়ার্থ-বড়িশার্ত্ত \* ঝাষোপমস্য ।

প্রোৎখণ্ডিতপ্রতত † তালুকমস্তকস্য

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগন্নিবাস ! আমি সংসারজালে বীনবৎ পতিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের বিবরসকল বড়িশের স্তায় আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিধৃত তালুপ্রদেশ খণ্ড

\* 'বড়িশার্ত্ত' পাঠান্তর নিকৃষ্ট ।

† 'প্রচুর'—পাঠান্তর ।

খণ্ড করিয়া মন্তক পর্ধ্যস্ত বিদারণে উদ্ভূত। হে সলস্কীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

সংসার-ভীকরকরীন্দ্র-করাভিঘাত-

নিষ্পিষ্টমর্শ্ববপুষঃ সকলার্তিনাশ।

প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলশ্চ,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :- হে সর্ষপঃখহারিণ্! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় ভৃগুভি-  
ঘাতে আহার দেহের মর্শ্বহুল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ষাপ্তিহারিণ্! আমি  
প্রাণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলস্কীক নৃসিংহদেব! আমাকে  
করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

অক্ষস্য মে হৃতবিবেক-মহাধনশ্চ,

চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়েঃ।

মোহাক্কূপকুহরে বিনিপাতিতস্য,

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- হে প্রভো! আমি অক্ষ, ইন্দ্রিয়-নামক বলী চোরগণ মদীর  
বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহাক্কূপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত  
করিয়াছে। হে সলস্কীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান  
কর ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো,

বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুঙ্করাক্ষ।

ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দন বাহুদেব,

দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে বিষ্ণু! হে বৈকুণ্ঠ!  
হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! হে দেবপ্রধান ব্রহ্মরশ্মি! হে  
কেশব! হে জনার্দন! হে বাহুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বন  
প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যন্মায়রোজ্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহ-

মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্ ।

লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাক্রমধুত্রেন,

স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥

ইতি সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—এই ভূমণ্ডল-সুখকর করাবলয় স্তোত্র, যাহার মায়াবলে সম্পাদিত অনাদি সুপ্রচুর জন্মপ্রবাহে নিমগ্ন জীবগণের যত প্রকার বিষয় আছে, তৎসর্কাপেক্ষা মহত্ব-পূর্ণ অথবা সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেই লক্ষ্মীনৃসিংহচরণকমলে ভ্রমরঈক্যলক্ষণবাচ্য তাহা রচনা করিলেন ।

—( আংশিক ভাবার্থ এই—মূলে যে অর্থ শব্দ আছে, তাহার অর্থ বিষয় ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় । এতদ্বাধ্যো এই স্তব শব্দস্বরূপ, 'অপর যত কিছু শব্দাদি বিষয় আছে, এই স্তব-শব্দ তৎসর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কারণ, ইহা দ্বারা পরম সুখলাভ করা যায় ) ॥ ১৩ ॥

সঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্নম্ ।

ত্বৎপ্রভুজীবপ্রিয়মিচ্ছসি চেম্বরহরিপূজাং কুরু সততঃ

প্রতিবিশ্বালঙ্কতিধ্বতিকুশলো বিশ্বালঙ্কতিমাতনুতে ।

চেতোভ্রঙ্গ ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং

ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে চিত্ত ) যদি তুমি নিজ প্রভু জীবের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছা কর তো সতত নরহরি-পূজা কর, ( দর্পণাদিহিত মুখাদি ) প্রতিবিম্বে অলঙ্কার-ধারণ-কার্য্যে কুশল হইতে হইলে বিশ্বকে অলঙ্কৃত করিতে হয় । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর ! নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-সকরন্দ-পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ১ ॥



শুভ্রো রজতপ্রতিভা জাতা কটকত্বার্থসমর্থ্য চৈদ্র  
 দুঃখময়ী তে সংসৃতিরেষা নিবৃতিদানে নিপুণা স্ম্যৎ ।  
 চেতোভ্রু ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভুমৌ বিরসায়াম্  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—শুভ্রিতে রজতযুক্তি হইলে (ঐ রজত) যদি বলয় প্রভৃতি  
 অলঙ্কারের উপযুক্ত হয়, তবেই এই দুঃখময় সংসার সুখপ্রদানে সমর্থ হইবে ।  
 অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত রজতে যেমন অলঙ্কারাদি গঠন হয় না, মিথ্যা কল্পিত সংসারেও  
 সেইরূপ সুখের কারণ হইতে পারে না, (তাই বলি) হে চিত্তভ্রমর, নীরস  
 সংসারমরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নিখিল চরণকমল-  
 মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ২ ॥

আকৃতিসাম্যচ্ছায়ালিকুসুমে স্থলনলিনত্ভ্রমমকরো-  
 গন্ধরসাবিহ কিমু বিদ্রোতে বিফলং ভ্রাম্যসি ভ্রুশবিরসহেশ্বিন্ ।  
 চেতোভ্রু ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভুমৌ বিরসায়াম্  
 ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে চিত্তভ্রমর, আকার-সাদৃশ্যে তুমি শিমুলকূলে স্থলপদ্ম-ভ্রম  
 করিয়াছ, ইহাতে (স্থলপদ্মের) গন্ধরস আছে কি ? এই গন্ধরসহীন শিমুলকূলে  
 বৃথা ভ্রমণ করিতেছ । তাই বলি, হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা  
 ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেবের নিখিল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন  
 কর ॥ ৩ ॥

অকৃষ্টন্দন-বনিতাদীন বিষয়ান্ সুখদান্ মত্বা তত্র বিহরসে  
 গন্ধকলীসদৃশা নতু তেহমী ভোগানন্তরদুঃখকৃতঃ স্ম্যঃ ।  
 চেতোভ্রু ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভুমৌ বিরসায়াম্  
 লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—(হে চিত্ত) অকৃষ্টন্দন-বনিতাদি বিষয়-সমূহকে সুখজনক মনে  
 করিয়া, ভোগানন্তর বিহার করিতেছ, ওহে (জান না) তাহার। যে চন্দ্রক-কলিকার  
 সদৃশ, সুখদানকর হইয়া থাকে, অর্থাৎ মধুলোভে স্বাদগ্রহণের পরেই  
 ক্ষয় পাইয়াছে বিবেচনায় চন্দ্রককলিকা যেমন-দুঃখ হেতু হয়,

সুখলোভে ভোগ করিবার পরেই সুখের পরিবর্তে সংসারও সেইরূপ চঃখকর হইয়া থাকে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৪ ॥

তব হিতমেকং বচনং বক্ষ্যে শৃণু সুখকামো যদি সততঃ  
স্বপ্নে দুষ্টং সকলং হি যুযা জাগ্রতি চ স্মর তদ্বদিতি ।

চেতোভ্রঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াম্  
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দমুখা ৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্নং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—হে' চিত্তভ্রঙ্গ, যদি সদা সুখাভিলাষী হইয়া থাক তে তোমাকে একটি হিতকথা বলিব, শুন । যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট সকল বস্তুই জাগ্রদবস্থা মিথ্যা বলিয়া স্মরণ করিয়া থাক, জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুও সেইরূপ মিথ্যা স্মরণ করিবে । ( তাই বলি ) হে চিত্তভ্রমর, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ, শ্রীলক্ষ্মীসিংহদেবের নির্মল চরণকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরত্ন সম্পূর্ণ ।

## হরিস্তুতিঃ ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

স্তোম্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিঃ জগদাদিঃ,

যস্মিন্নেতৎ সংসৃতিচক্রং ভ্রমতীর্থম্ ।

যস্মিন্ দুষ্টে নশ্রুতি তৎ সংসৃতিচক্রং,

তং সংসারধাস্তবিনাশং হরিস্তুতিঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—বাহার আদি নাই, বিধি কলকের আদি, ধামাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসারচক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসারচক্র অন্ধকারনাশ হরিকে কব কব করি ॥ ১ ॥

যস্মৈকাংশাদিত্মশেষং জগদেতৎ,

প্রাহুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্মম্ ।

যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং স্মৃতদুঃখং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—এই অশেষজগৎ বাঁহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাহুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের স্মৃতদুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ বাঁহার সান্নিধ্যবশতই জীব স্মৃতদুঃখাদি বোধ করিতে পারে, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ২ ॥

সর্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্বঃ সকলো যো,

যশ্চানন্দোহনন্তগুণো যোহগুণধামা ।

যশ্চাব্যক্তো ব্যক্তসমন্তং সদসদ্য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বময় হইয়াও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশ-বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, বাঁহার গুণের অন্ত নাই অথচ ধাম অর্থাৎ প্রকাশসত্ত্বাদি গুণশূন্য, যিনি অব্যক্তভাবে সর্বত্র বিস্তারিত আছেন, যিনি সদস্য সমুদয় পদার্থ-স্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও অংশে বিভক্তব্য প্রতীয়মান, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৩ ॥

যস্মাদন্যন্ নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং

দৃশ্যাদন্যো নির্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ ।

জ্ঞাতজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোহপি সদাজ্ঞ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—এই ব্রহ্মাণ্ডে বাঁহা ভিন্ন কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্য হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্বদা জ্ঞানময়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যেভ্যো লব্ধস্বস্বাচ্যুততত্বাদ্-

বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চ দ্রুতিমাত্যাং \* ।

ভক্ত্যেকাগ্রাধ্যানপরা যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আচার্য্যগণের নিকট স্বল্প অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদগণ ধীহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাশী হরিকে স্তব করি ॥ ৫ ॥

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিন্তং হৃদি বুদ্ধ্বা,

নাশ্রুং স্মৃজ্য তং পুনরত্রৈব বিলাপ্য ।

ক্ষীণে চিন্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদূষং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রাণায়াম করিয়া প্রণবযোগে হৃদয়ে চিন্তাবৃত্তিনিরোধ পূর্বক অন্তঃস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে বিলীন করিলে যখন চিন্তাবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন ধীহাকে ‘জ্ঞানভ্রোতিঃ’স্বরূপে ‘আমি’ ( আমি ) এই ভাব জানা যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনশ্রুং পরিপূর্ণং,

হৃৎস্থং ভক্তৈলভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্ ।

ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, ধীহা হইতে অস্ত্র দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, স্বল্প, ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানস্বরূপে লভা, ধীহার জন্ম নাই, যিনি স্বল্প ( স্থূল-দর্শীর অতি অজ্ঞেয় ) এবং অতর্কনীয়, ব্রহ্মবিদগণ ধীহাকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৭ ॥

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্ত্ববিবোধং,

জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্রূপলভ্যম্ । \*

ভাবগ্রাহানন্দমনন্তং চ বিদূর্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মাত্রাতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যিনি জ্ঞেয় হইতে অতীত জ্ঞানময় ও হৃদয়ে অমৃতবনীয়, ঐহাকে কেবল সত্তা দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যিনি আনন্দময় এবং ঐহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্ যদ্ বেদ্যং বস্তু সতত্বং বিষয়াখ্যং,

তত্তদব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ ।

ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাত্মা মুনয়োহজং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে-॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয়-নামক ( ব্যবহারিক ) বাস্তব পদার্থ বাহা বাহা, সেই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা জানিয়া আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনীগণ ঐহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি জন্মরহিত, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যদ্যদ্ বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়,

স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানমম্মানন্দমবাপ্য ।

তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিশীড়ে ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে, সেইরূপে তাহার কিছুই আমি নহি, এই প্রকারে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ করত ঐহাতে ‘আমি’ এই ভাবে যে ঈশ্বরকে জানেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

হিহা হিহা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং,

মহা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্ ।

ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তা-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—নাম রূপাদি বিকল্পবৃত্ত দৃশ্য পদার্থ সকল তন্ন তন্নরূপে পরিভ্যাগ পূর্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞানজ্যোতির্মাত্র এবং আকাশবৎ থাকেন, অচ্যুতভক্তগণ দেহত্যাগান্তে যাহাতে প্রবেশ করেন, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১১ ॥

সর্বত্রাস্তে সর্বশরীরী ন চ সর্বঃ,

সর্বং বেত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্বঃ ।

সর্বত্রাস্তর্যামিতয়েথং যময়ন্ য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ ।**—ব্রহ্মাণ্ডের সর্বস্থানে জীবদেহে বর্তমান থাকিলেও যিনি সেই সকল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে যাহাকে জানিতে পারে না, এই প্রকারে যিনি অন্তর্গামিরূপে সর্বজন্মদয়ে বিজ্ঞমান থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করিতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২ ॥

সর্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্য। জগদেতদ্-

দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্বজনেষু ।

সর্বাত্মৈকোহস্মীতি বিদূষং জনহংস্থং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ ।**—স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়া ও সর্ব-জীবে জন্ম-রহিত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্বজন্মদয়েই অধিষ্ঠিত যাহাকে 'এক আমিই সর্বাত্মা' এই ভাবে (তত্ত্বজ্ঞগণ) জানিয়া থাকেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী, সেই-হরিকে স্তব করি ॥ ১৩ ॥

সর্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিহ্মত্যথ ভুঙ্তে,

স্প্রষ্টা শ্রোতা বোধতি \* চেত্যাহরিমং যম্ ।

সাক্ষী চাস্তে কর্তৃষু পশ্যমিতি চাত্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ।—একই পুরুষ সর্বত্র দর্শন করিতেছেন, আশ্রাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও বুঝিতেছেন, উপ-নিষদে কোথাও এইরূপে বাহার স্বরূপ কথিত হইয়াছে এবং বাহাকে কর্তৃষু দ্রষ্টা ও সাক্ষিরূপে অতুচ বলা হইয়াছে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

পশ্যন্ শৃণুম্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্,

জিহ্মন্ বিভ্রদেহমিমং জীবতয়েথম্ ।

ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিময়জ্জং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, জ্ঞানকর্তা, রসাস্বাদনকর্তা, ভ্রাণকর্তা এই ভাবে জীবরূপে যিনি এই দেহ ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন, এইরূপে যে ঈশ্বরকে বিষয়ের জ্ঞাতা আত্মা বলিয়া (বেদান্তের অন্ত হান হইতে) জানা যায়, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥

জাঞ্জদৃক্ষ্বা স্থলপদার্থানথ মায়াং,

দৃক্ষ্বা স্বপ্নেহথাপি স্মৃণুগো স্থখনিদ্রাম্ ।

ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ।—যিনি জাগরণকালে স্থলপদার্থ দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়া দর্শন করেন, স্মৃণুকালে স্থখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি বিভিন্ন-বহাদর্শী আপনাকে দর্শন করিয়া সানন্দে তুরীয়ভাবে অবস্থিত, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৬ ॥

‘বুধ্যতি’ এই পাঠ বহু স্থলে দেখা যায় ।

পশুন্ শুদ্ধোহ্যপ্যক্ষর একো গুণভেদা-

মানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ ।

ভিন্নশূন্যশচায়মজঃ কস্মিন্মৈত্র্য-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সান্নিধ্যবশতঃ নানাক্রমে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয়, শুদ্ধ ও শাস্ত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও নিগূঢ় থাকিয়া কন্দ-ফলাহুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রহতাশৌ রবিচন্দ্রা-

বিদ্রো বায়ুর্ঘজ ইতীথং পরিকল্প্য ।

একং সমুত্তং যং বহুধাহুর্ন্যতিভেদা-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে ষাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, ঘজ ইত্যাদি করুনা করিয়া বহু প্রকার স্বরূপসম্পন্ন বলিয়া থাকে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৮ ॥

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনস্তং ব্যতিরিক্তং,

শাস্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনশ্চম্ ।

ইত্যাহাদৌ যং বরুণোহসৌ ভৃগবেহজং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শাস্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময় এবং আত্মা হইতে অভিন্ন ইত্যাদিরূপে বরণ পূর্ব্বে ভৃগুকে যে অজ অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারান্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ১৯ ॥



কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়,

ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চত্য দৃশিস্থঃ ।

পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে,

তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—যজুর্বেদের উপনিষদভাগে কথিত আছে, বরুণভনয় ভৃগু পুরোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিজ আত্মাতেই ষাঁহাকে জানিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশক সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ২০ ॥

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃ

ক্ষেত্রজোহয়ং কারয়িতা জন্তুযু কৰ্ত্তুঃ ।

কৰ্ত্তা ভোক্তাত্মাত্ৰ হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—ষাঁহার আবেশে, ষাঁহার শক্তিবলে, যদীয় অধীন জীব, প্রাণিমধ্যে কৰ্ত্তার প্রযোজক, এবং স্বয়ং কৰ্ত্তা ও চিৎশক্তিসংস্থিত হইয়া আত্মা ও ভোক্তা, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ২১ ॥

সৃষ্টা সৰ্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেথমতর্ক্যং,

ব্যাপ্যাধাস্তঃ কৃৎস্নমিদং সৃষ্টমশেষম্ ।

সচ্চ ত্যচ্চাত্ত্বং পরমাত্মা স য এক-

স্তং সংসারধ্বাস্তুবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে বিস্তৃত, যিনি সর্বব্যাপী অথচ সকলের অন্তর্ক্য; যিনি সৎ, ত্যৎ, অর্থাৎ অসৎ বস্তু, পরমাত্মা ও অদ্বিতীয় পুরুষ, সংসার-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তুব করি ॥ ২২ ॥

বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাতনৈঃ,

শাস্ত্রৈশ্চাত্মৈঃ সাত্ত- \* তন্ত্রৈশ্চ যমীশম্ ।

দৃষ্টাধাস্তশ্চেতসি বুদ্ধা বিবিশ্বৰ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—বেদান্ত-শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, আগমাদি অপরা  
শাস্ত্র এবং ভক্তিশাস্ত্র দ্বারা যে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মননাদি-যোগে অন্তরে দর্শন  
করিয়া বাহ্যতে\* (যোগিগণ) প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সংসার-অন্ধকার-বিনাশী  
হরিকে স্তব করি ॥ ২৩ ॥

প্রজ্ঞাভক্তিধ্যানশমাতৈর্ঘর্যতমানৈ-

জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাস্তু য ঈশঃ ।

দুর্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর প্রজ্ঞা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদিসাধন  
দ্বারা বিশেষ যত্ন সহকারে ইহজগৎ নীত পরিজ্ঞাত হইলেন, প্রজ্ঞা-ভক্তি প্রভৃতি  
ব্যক্তিরে কে শত শত জন্মেও বাহ্যকে জানা বাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকার-  
বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥

যশ্চাতর্ক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরতত্ত্বং †

সর্বং খল্বিত্যত্র নিকৃন্তং শ্রুতিবিশ্টিঃ ।

তজ্জাদিত্বাদকিতরঙ্গাভমভিন্নং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহ্য স্বাত্মবিভূতির পরম তত্ত্ব অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ  
মুনিগণ “সর্বং খল্বিদং” এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, সমুদয় পদার্থ তজ্জাত, তৎ-  
পালিত ও তল্লীন বলিয়া সাগর ও তদীয় তরঙ্গের ত্রায় বাহ্য হইতে অভিন্ন, সংসার-  
অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥

\* ‘পাশত’ পাঠান্তর ।

† ‘পরমার্থঃ’ পাঠও আছে ।

দৃষ্ট্বা গীতাস্বাক্ষরতত্ত্বং বিধিনাজং

ভক্ত্যা গুৰ্ব্যালভ্য হৃদিস্থং দৃশিমাভ্রম্ ।

ধ্যাত্বা তন্নিব্বাস্যাহমিত্যত্র বিদূৰ্ঘং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ ।**—গীতাতে যথাবিধি স্বাক্ষরতত্ত্ব দর্শন (জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণপূর্বক) মহাভক্তিবোধে শুদ্ধ হৃদয়স্থিত জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি অর্থাৎ মনন ও ধ্যান করিয়া ধীহাকে ‘‘অহমস্মি’’ আমিহি ইনি এই ভাবে (মুনিগণ) জ্ঞাত করেন, সংসাররূপ স্বাক্ষকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো,

ভুঙ্ক্তেহজ্ঞস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ ।

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেহপিন্দুবদেকো বহুধাস্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভূ জীবাশ্রয়তাব প্রাপ্তিপূর্বক পঞ্চমুখে (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে) অনবরত ভোগ্য পদার্থসকল ভোগ করিতেছেন, আর যেমন একই চক্রে জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেকবৎ প্রতীয়মান হইলে, সেইরূপ তিনি এক হইয়াও নানাদেহে বিস্তৃমান থাকার বহুরূপে প্রতীয়মান হইলে, সংসার-স্বাক্ষকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥

যুক্ত্যালোভ্য ব্যাসবচাংশুত্র হি লভ্যঃ,

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাস্তরবিস্তিঃ পুরুষাখ্যঃ ।

যোহহং সোহসৌ সোহস্ম্যহমেবেতি বিদূৰ্ঘং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ ।**—ইহাতেই (গীতাতেই) ব্যাসদেবের বাক্যসমূহ যুক্তি দ্বারা আলোচনা করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (দেহত্বয় এবং জীবের) ভেদভুক্ত ব্যক্তিগণ অহংরূপে যে পুরুষনামক ক্ষেত্রজ্ঞকে জানিতে পারেন, তিনি ইনি, আমিহি তিনি, এইরূপে ধীহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-স্বাক্ষকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৮ ॥

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং,

যং বিজ্ঞায়ৈহৈব স এবাশু ভবন্তি ।

যস্মিঞ্জীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ ।**—অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহকালেই আত্মস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া যায়, (অন্তে) বাহ্যতে লীন হওয়াতে পুনর্জন্ম জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৯ ॥

দ্বৈশ্চৈকত্বং যচ্চ মধুত্রাক্ষণবাক্যৈঃ,

কৃত্বা শক্তোপাসনমাসাগ্ৰ বিভূত্যা ।

যোহসৌ সোহহং সোহস্ম্যাহমেবেতি বিদুর্ঘং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ) মধুত্রাক্ষণের বচনানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যানিশ্চয়পূর্বক ‘ইত্রে। মায়াভিঃ’ ইত্যাদি প্রকারে বিভূতি (দশগত অং) সহ ইত্দের উপাসনা অর্থাৎ স্বরূপাবধারণ করত যিনি তিনি, তিনি আমি, তিনি আমিই, এইরূপে বাহ্যকে জ্ঞাত হওয়া যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩০ ॥

যোহহং দেহে চেষ্টয়িতাস্তংকরণস্থং,

সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোহস্ম্যাহমেব ।

ইত্যাত্মৈকোপাসনয়া যং বিদুরীশং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ ।**—যে আমি অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহে চেষ্টা উৎপাদন করি, যিনি সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করাইতেছেন, সেই আমিই সেই আত্মা ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) বাক্য-বোধিত একাত্মভাবে উপাসনা দ্বারা যে ঈশ্বরকে জানা যায় সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞানাংশো যস্য সতঃ শক্ত্যধিক্রূটো,  
 বুদ্ধিবোধাত্মকঃ \* বহিবোধ্য পদার্থান্ ।  
 নৈবাস্তুঃস্থঃ বোধতি † যং বোধয়িতারং,  
 তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩২ ॥

**অনুবাদ ।**—যে সং অর্থাৎ সত্যবস্তুরঃশক্তিসমাপ্তিত বিজ্ঞানাত্মক, বুদ্ধি-  
 রূপে বাহ্য-বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে, অস্তুঃস্থ  
 বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে  
 স্তব করি ॥ ৩২ ॥

কোহয়ং দেহে দেব ইতীথং সুবিচার্য,  
 জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈষ হি দেবঃ ।  
 ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদুর্য়ং,  
 তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ ।**—এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপ বিচারে  
 যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপ  
 আলোচনা দ্বারা আমিই দেই পরমাত্মা দেব, এই প্রকারে ষাঁহাকে জানা  
 যায়, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥

কো হেবাশ্বাদাত্মনি ন স্তাদয়মেঘ,  
 হেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি ।  
 ইত্যস্তিত্বং বক্তৃপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা,  
 তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ ।**—( আনন্দময় আত্মা ) ইনি না থাকিলে, কে শ্বাস-প্রশ্বাস-  
 কার্য্য করিতে পারিত, আনন্দময় আত্মা আছেন বলিয়াই জীব শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য  
 করিতে সক্ষম হইয়াছে । ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ষাঁহার  
 অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে  
 স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

\* 'বুদ্ধিবোধাত্মক' এই পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† 'বোধতি' পাঠাদৃষ্ট হয় ।

প্রাণো বাহং বাক্শ্রবণাদীনি মনো বা,  
বুদ্ধির্বাহং ব্যস্ত উতাহোহপি সমস্তঃ ।  
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরহাস্মীতি বিদূর্যং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ।**—আমি প্রাণ, আমি বাক্য, আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথকরূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে যাহাকে “আমি ফলস্বরূপ” এইরূপ জ্ঞান বায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহং,  
নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ ।  
যোহত্র জ্ঞাতঃ সোহস্ম্যহমেতি বিদূর্যং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।**—আমি প্রাণ নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি, চিত্তবৃত্তি নহি, (যেহেতু, ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থও দৃশ্য সাবয়ব ঘটাদির দ্বারা উপচয়াপচরশালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়।) যিনি (দৃশ্যাদি-ধর্ম্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী) জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাহাকে জ্ঞান বায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ,  
সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মস্বতায় ।  
সান্নামস্তে প্রাহ পিতা যং বিভূমাত্মং,  
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ।**—“সত্তামাত্র অদ্বিতীয়, জ্ঞানময়, উৎপত্তিরহিত, সংস্করণ, স্থায় ও নিত্য, তিনিই তুমি”—“তং ত্বমসি—” এইরূপে সামবেদের অন্তর্ভাপে (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পিতা (উদ্ধারক) নিজ পুত্রকে (খেতকেতুকে) যে সর্বকারণ বিত্ববিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥

মূর্ত্যামূর্তে পূর্বমপোহ্যাত সমাধৌ,

দৃশ্যং সর্বং নেতি চ নেতীতি বিহায় ।

চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সমস্তঞ্চ বিদূর্য্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৮ ॥

**অনুবাদ ১**—(আত্মতত্ত্বাহুসন্ধানকারী যোগিগণ) অগ্রে মূর্ত্যামূর্তে সকল পদার্থ পরিভাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পূর্বক অবশিষ্ট চৈতন্ত্বরূপ স্বীয় আত্মায় সদাস্থিত বলিয়া ধাহাকে জানিয়াছেন, সংসার-রূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

ওতং প্রোক্তং যত্র চ সর্বং গগনাস্তং,

যোহস্থূলানগ্নাদিষু সিদ্ধোহক্ষরসংজ্ঞঃ ।

জ্ঞাতাতোহন্যো নেতৃ্যপলভ্যো ন চ বেদ-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ ২**—ধাহাতে ক্রিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, যিনি “স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন”—“অস্থূলম্ অনগ্নম্”—ইত্যাদি ঋতি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও ধাহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ জ্ঞাতা নহেন, ধাহাকে এই ভাবেই কেবল বুঝিতে হয়, (প্রকারান্তরে) যিনি জ্ঞেয় নহেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

তাবৎ সর্বং সত্যমিবাভাতি যদেতদ্-

যাবৎ সোহস্মীত্যাভিনি যো জ্ঞো ন হি দৃক্ঃ ।

দৃষ্টে তস্মিন্ সর্বমসত্যং ভবতীদং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ ৩**—যাবৎ,—আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে যে পরমাত্মার পরমার্থদর্শন না হয়, তাবৎ—সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে । যে পরমাত্মরূপী হরির দর্শনে সমস্তই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে, সংসার-রূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪০ ॥

রাগায়ুক্তং লোহয়ুতং হেম যথামৌ,

যোগাষ্টাঙ্গৈরুজ্জ্বলিতজ্ঞানময়ামৌ ।

দন্ধাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদূষ্যং,

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

**অনুবাদ** ।—যেমন লোহয়ুত সুবর্ণকে অগ্নিতে দন্ধ করিলে সেই লোহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বারা সমুজ্জ্বল জ্ঞানগ্নিতে রাগরঞ্জিত আপনাকে দন্ধ করিলে (রাগ—বিষয়মুহ বিদর্শন হয়) কেবল একমাত্র যে জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, বলিয়া (জ্ঞানীরা) অবগত হইলেন, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাগুং সুষিতাতং,

হৃৎকেন্দ্রম্যোকসমীভ্যং তড়িদাতম্ ।

ভক্ত্যারাদ্যেহৈব বিশস্ত্যাত্মনি সন্তং,

তং সংসার-ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২ ॥

**অনুবাদ** ।—যে আশু বিজ্ঞানজ্যোতিঃ হৃদয়মধ্যে সুপ্রকাশ, যিনি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যাতের দ্বায় তেজোময়, বাঁহাকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে আশ্রয়িত বাঁহাতে ইহলোকেই প্রবেশ করা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥

পায়ান্তুক্তং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো,

ভক্ত্যা স্তৌতীত্যঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম্ ।

ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহত্য সদৈক-

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যাঁহা পুরুষকে “অগ্নি ভক্ত আঙ্গিরস্বরূপ, এই আমাকে বিষ্ণু রক্ষা করুন” যিনি ভক্তরূপে, এইপ্রকার স্তব করেন, অর্থাৎ নিজ আত্মাতে সর্বাত্মাঙ্গীন করিয়া সদা একরূপে স্থিত, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪৩ ॥



ইথং স্তোত্রং ভক্তজনেভ্যং ভবভীতি-

ধ্বাস্তার্ক্যভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ ।

বিম্বোলে'কং বস্তি \* শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো,

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি মনুষ্যঃ † ॥ ৪৪ ॥

ইতি হরিস্তুতিঃ ।

**অনুবাদ** ।—যে মানব উক্তপ্রকার ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তজনের পূজ্য, সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এই স্তব উচ্চারণ করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি বিম্বলোকে গমন করেন এবং সেই জ্ঞাতা আত্মাতেই জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## শ্রীরামভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্ ।

ত্রিগণেশায় নমঃ ।

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং

গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্ ।

মহাস্তং বিভাস্তং গুহাস্তং গুণাস্তং

সুখাস্তং স্বয়ং ধাম রামং-প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নিখিল গুণের আধার অথচ গুণাতীত, যিনি হৃদয়-গুহার অধিষ্ঠিত অথচ নিরাধার, বিষয়-স্বপ্নের পরপারে স্থিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই স্বপ্রকাশ সর্বকারণ বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপ শ্রীরামের প্রণম্য হইতেছি ॥ ১ ॥

\* 'পঠতি' পাঠান্তর, কিন্তু হ্রস্বভঙ্গ ।

† এই য়োকটি বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে নাই

শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং

স্থখাকারমাকারশূন্যং স্মরাম্যম্ ।

মহেশং কলেশং সুরেশং পরেশং

নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপত্তে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি মঙ্গলময়, অধিতীয় বিভূ, গাহার নাম তারকাক্ষর, যিনি নিরাকার, নিত্যস্থব্বরূপ, সর্বকলার ( অগ্নির দশ কলা, সূর্য্যের দ্বাদশ কলা, চন্দ্রের দ্বাদশ কলা, এবং সৃষ্টাদি পঞ্চাশং কলার ) অধোবর ও জগন্নাথ, যাহার প্রভু কেহ নাই, যিনি মহেশ্বর, সুরেশ্বর ও পরমেশ্বর, সেই নরনাথ ভূপালের প্রণয় হইতেছি ॥ ২ ॥

যদাবর্ণয়ং কর্ণমূলেহস্তকালে

শিবো রাম রামেতি রামেতি কাশ্যাম্ ।

তদেকং পরং তারকাক্ষররূপং

ভজেহং ভজেহং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—শিব কাণীতে হস্তকালে জীবের কর্ণমূলে যে ‘রাম রাম রাম’ এই বর্ণ প্রদান করেন, তারকাক্ষররূপ সেই এক সর্বপ্রধান বস্তুকে আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি, আমি ভজনা করি । ( আনন্দের আতিশয্যে ও একান্ত নিশ্চয়ভোতনের জন্য পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন হইয়াছে ) ॥ ৩ ॥

মহারত্নপীঠে শুভে কল্পমূলে

স্থখাসীনমাদিত্যকোটিপ্রকাশম্ ।

সদা জানকীলক্ষ্মণোপেতমেকং

সদা রামচন্দ্রং ভজেহং ভজেহম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—শুভ কল্পবৃক্ষমূলে মহারত্নময় পীঠে স্থখে আসীন, সতত জানকী এবং লক্ষ্মণ-সমবিত, কোটিসূর্য্যসমভেদা, অধিতীয় রামচন্দ্রকে আমি ভজনা করি, আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥

কৃণদ্রুমঞ্জীর-পাদারবিন্দং

লসম্মেখলা-চারু-পীতাম্বরাত্মম্ ।

মহারত্ন-হারোল্লসৎ-কৌস্তভাঙ্গং

নদচঞ্চরীমঞ্জরীলোলমালম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার চরণকমলে রত্ন-নুপুর বাজিতেছে, সুশোভিত-কটি-  
হার-মনোহর পীতাম্বর বাঁহার পরিধানে আছে, বক্ষঃস্থলে মহারত্নহার-শোভিত  
কৌস্তভমণি বিরাজমান, বাঁহার দোচুলায়ান মালায় কুসুমমঞ্জরী, শুভ্রনরত ভ্রমরী  
শোভিত ॥ ৫ ॥

লসচ্ছন্দ্রিকা-স্মের-শোণাধরাভং

সমুদ্র-পতঙ্গেন্দু-কোটিপ্রকাশম্ ।

নমদ্রক্ষ-রুদ্রাদি-কোটির-রত্ন-

ক্ষুরং-কান্তি-নীরাজনারাধিতাজিম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- বাঁহার অরুণ অধরের আভা, জ্যোৎস্না সদৃশ স্নেহ হস্ত-  
শোভিত হইয়া বিরাজমান, বাঁহার জ্যোতি উদীয়মান কোটিস্থী ও চন্দ্রের স্তায়,  
বাঁহার চরণবৃগল প্রণত ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রমুখ দেবগণের কিরীটরত্ন-নিঃসৃত কিরণজাল-  
নীরাজন্য আরাধিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

পুরঃ প্রাজলীনাঙ্গনেয়াদিভক্তান্

স্ব-চিন্মুদ্রয়া ভদ্রয়া বোধয়ন্তম্ ।

ভজ্যেহং ভজ্যেহং সদা রামচন্দ্রং

তদন্তং ন মন্ত্যে ন মন্ত্যে ন মন্ত্যে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- যিনি সমুদ্রে কৃতান্তগিপুটে অবস্থিত অজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি  
ভক্তবৃন্দকে কল্যাণদায়িনী স্বীয়জ্ঞানমুক্তা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ-প্রদানে তৎপর, আমি  
সেই রমিচন্দ্রকে সদা ভজনা করি, সদা ভজনা করি । আমি তাঁহা ব্যতীত  
কাহারকেও মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে চাহি না, মনে আনিতে  
চাহি না ॥ ৭ ॥

যদা মৎসমীপং কৃতান্তঃ সমেত্য  
প্রচণ্ড-প্রকোপৈর্ভট্টৈর্ভীষয়েন্মাম্ ।

তদাবিক্রোশি হৃদীয়ং স্বরূপং

সদাপংপ্রণাশং স-কোদণ্ডবাণম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যখন আমার কাছে কৃতান্ত আসিয়া প্রচণ্ড ক্রোধবৃত্ত  
নিজ যোদ্ধগণ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইবে, তখন সদা-বিপত্তি-ভঞ্জন ধনুর্বাণধারী  
তোমার মুষ্টি ( নিশ্চয়ই আমার সমক্ষে ) প্রাহৃত করিবে ॥ ৮ ॥

নিজে মানসে মন্দিরে সন্নিধেহি

প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ।

স-সৌমিত্রিণা কৈকয়ী-নন্দনেন

স্বশক্ত্যানুভক্ত্যা চ সংসেব্যমান ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে প্রভো, রামচন্দ্র ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; লক্ষণসহ  
কৈকেয়ীনন্দন নিজ শক্তি আর অল্পগত তক্তিসহকারে তোমার সেবা করিতেছেন,  
এইরূপে আমার মানসমন্দিরে উপস্থিত হও ॥ ৯ ॥

স্বভক্তাগ্রগণ্যঃ কপীশৈর্মহীশৈ-

রনীকৈরনৈকৈশ্চ রাম প্রসীদ ।

নমন্তে নমোহস্তীশ রাম প্রসীদ

প্রশাখি প্রশাখি প্রকাশং প্রভো মাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—নিজভক্তাগ্রগণ্য কপিরাজ-সমূহ, ভূপালসমূহ এবং বহুসৈন্য-  
সমবিত হে রাম ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ; হে ঈশ্বর ! তোমার প্রতি  
( আমার ) পুনঃ পুনঃ নমস্কার ( অর্পিত ) হউক । হে রাম, প্রসন্ন হও, হে  
প্রভো, আমাকে প্রকাশরূপে উপদেশ প্রদান কর, উপদেশ প্রদান কর ॥ ১০ ॥

ত্বমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং

স্বচৈতন্যমেতৎ ত্বদগ্নয়ন মন্তে ।

যতোহুদ্ভবমেয়ং বিয়দ্-বায়ু-তেজো-

অলোকব্যাদিকার্য্যকরকাচরক ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রভৃতি

অপরিমিত চরাচরকার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি এক নিত্য চৈতন্ত্বরূপ, সেই তুমিই আমার পরম দেবতা হইতেছ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমা ভিন্ন মনে করি না ॥ ১১ ॥

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ

নমো দেবদেবায় রমায় তুভ্যাম্ ।

নমো জানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্ডরীকায়তাক্ষায় তুভ্যাম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :-সেই সচ্চিদানন্দরূপকে নমস্কার, হে দেবদেব রাম, তুমিই সেই, তোমাকে নমস্কার, জানকী-জীবিতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, হে পুণ্ডরীক-বিশাললোচন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

নমো ভক্তিয়ুক্তানুরক্তায় তুভ্যং

নমঃ পুণ্যপুঞ্জৈকলভ্যায় তুভ্যাম্ ।

নমো বেদবেদ্যায় চাধ্যায় পুংসে

নমঃ স্তন্দরায়েন্দিরাবল্লভায় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :-নিজ ভক্তগণের প্রতি অমুরক্ত তোমাকে নমস্কার, একমাত্র পুণ্যপুঞ্জলভ্য তোমাকে নমস্কার, বেদবেদ্য আত্ম পুরুষ (তোমাকে) নমস্কার, স্তন্দরহর্ষি (ঐবল্লভ) তোমাকে ) নমস্কার ॥ ১৩ ॥

নমো বিশ্বকর্ত্তে নমো বিশ্বহর্ত্তে

নমো বিশ্বভোক্তে নমো বিশ্বমাত্রে ।

নমো বিশ্বনেত্রে নমো বিশ্বজ্ঞেত্রে

নমো বিশ্বপিত্রে নমো বিশ্বধাত্রে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :-বিশ্বকর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বহর্ত্তাকে নমস্কার, বিশ্বভোক্তাকে নমস্কার, বিশ্বজ্ঞাতাকে নমস্কার, বিশ্বনেতাকে নমস্কার, বিশ্বজ্ঞেতাকে নমস্কার, বিশ্বপিতাকে নমস্কার, বিশ্বধাতাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

নমস্তে নমস্তে সমস্তপ্রপঞ্চ-  
 প্রভোগ-প্রয়োগ-প্রমাণ-প্রবীণ ।  
 মদীয়ং মনস্ত্বং-পদদ্বন্দ্বসেবাং  
 বিধাতুং প্রবৃত্তং হুচৈতন্যসিদ্ধৌ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ :- হে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের অব্যাহত ভোগ, প্রয়োগ এবং  
 বাথার্থ্য-নির্ভয়ে প্রবীণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । আমার মন হুচৈতন্য  
 অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য তোমার চরণযুগল সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

শিলাপি ত্বদজিহ্বা-ক্ষমাসঙ্গিরেণু-  
 প্রসাদাচ্ছি চৈতন্যমাধত্ত্ব রাম ।  
 নরস্ত্বং পদদ্বন্দ্ব-সেবাবিধানাৎ  
 হুচৈতন্যমেতীতি কিং চিত্রমত্র ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ :- হে রাম ! তোমার চরণসঙ্গত পাখির রেণুর প্রসাদে  
 শিলাও চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল । মাহুষ তোমার চরণযুগল সেবা করিলে যে  
 হুচৈতন্য লাভ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ১৬ ॥

পবিত্রং চরিত্রং বিচিত্রং ত্বদীয়ং  
 নরা যে স্মরন্ত্যন্বহং রামচন্দ্র ।  
 ভবন্তং ভবান্তং ভরন্তং ভজন্তো  
 লভন্তে কৃতান্তং ন পশ্যন্ত্যতোহন্তে ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ :- হে রামচন্দ্র ! যাহারা জগৎপালক তোমাকে ভজনা করত  
 প্রত্যহ তোমার পবিত্র বিচিত্র চরিত্র স্মরণ করে, তাহারা সংসারের পারশ্রাব্য  
 হইয়া থাকে, অতএব অন্তে আর কৃতান্তদর্শন করে না ॥ ১৭ ॥

স পুণ্যঃ স গণ্যঃ শরণ্যো মমায়ং  
 নরো বেদ যো দেব-চূড়ামণিঃ হ্রাম ।  
 সদাকারমেকং চিদানন্দরূপং  
 মনোবাগগম্যং পরং ধাম রাম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ :- হে রাম, তুমি দেব-চূড়ামণি, নিত্যমূর্ত্তি, বাক্য-মনের অতীত,

চিদানন্দস্বরূপ, পরমজ্যোতিঃ, যে মানব তোমাকে 'ইনি আমার শরণ্য' ইহা উপলব্ধি করেন, তিনি পুণ্যবান্ এবং তিনি গণনীয় ॥ ১৮ ॥

প্রচণ্ড-প্রতাপ-প্রভাবাভিভূত-

প্রভুতারিবীর প্রভো রামচন্দ্র ।

বলং তে কথং বর্ণ্যতেহতীববাল্যে

যতোহখণ্ডি চণ্ডীশকোদণ্ড-দণ্ডম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে প্রভো রামচন্দ্র, তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে অগণিত অস্রাতি বীরগণ অভিভূত হইয়াছে, তোমার এই অতীব বল কিরূপে বর্ণনা করিব, যে হেতু তুমি অল্পবয়সে হরধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

দশগ্রীবমুগ্রং সপুত্রং সমিত্রং

সরিদুর্গ-মধ্যস্থ-রক্ষো-গণেশম্ ।

ভবন্তুং বিনা রাম বোরো নরো বা-

সুরো বামরো বা জয়েৎ কস্ত্রিলোক্যাম্ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম ! সাগর-দুর্গমধ্যস্থ রাক্ষসবৃন্দের অধিপতি সপুত্র সমিত্র উগ্র দশগ্রীবকে জয় করিতে ত্রৈলোক্যমণ্ডলে তোমা ব্যতীত কোন্ সুরাসুর-মানব-বীর সমর্থ ? ॥ ২০ ॥

সদারাম রামেতি নামামৃতং তে

সদারামানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্ ।

পিবন্তুং নমন্তুং স্তুদন্তুং হসন্তুং

হনুমন্তুমন্তুর্ভজে তং নিতাস্তম্ ॥ ২১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম, সজ্জনের আরামপ্রদ আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত যিনি সদা পান করিতেছেন, তোমার প্রশাসন করিতেছেন, ওত্র দশনপঙক্তি বাহির করিয়া হাস্য করিতেছেন, সেই হনুমান্কে আমি অন্তরে একান্ত ভজনা করি ॥ ২১ ॥

সদারাম রামেতি নামায়ুতং তে  
 •সদারামমানন্দ-নিম্যন্দ-কন্দম্ ।  
 পিবন্নম্বহং নম্বহং নৈব যুতো-  
 বিভেমি প্রসাদাদসাদান্তবৈব ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে রাম ! সজ্জনগণের সতত আরামপ্রদ আনন্দ-  
 প্রশ্রবণের মূল উৎস তোমার ‘রাম’ এই নামায়ুত আমি প্রতিদিন পুন করত  
 তোমারই অব্যাহত প্রসাদে যত্নকেও ভয় করি না ॥ ২২ ॥

অ-সীতা-সমেতৈরকোদণ্ড-ভুষৈ-  
 রসৌমিত্রি-বন্দ্যৈরচণ্ড-প্রতাপৈঃ ।  
 অলঙ্কেশ-কালৈরসুগ্রীব-মিত্রে-  
 ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে রাম ) ষীহার। সীতা-সমস্থিত নহেন, কোদণ্ডভূষণ  
 ষীহাদের নাই, ষীহার। সৌমিত্রির বন্দনীয় নহেন, ষীহার। প্রচণ্ড-প্রতাপশালী  
 নহেন, লঙ্কেশ্বরের মৃত্যু ষীহার। করিতে পারেন নাই, সুগ্রীব ষীহাদের মিত্র  
 নহেন, রাম ষীহাদের নাম নহে, এমন দেবতার আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥

অ-বীরাসনস্থৈর-চিন্মুদ্রিকাটো-  
 রভক্তাঞ্জনেয়াদিতত্ত্বপ্রকাশৈঃ ।  
 অমন্দারমূলৈরমন্দারমালৈ-  
 ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ ।**—ষীহার। বীরাসনে আসীন নহেন, জ্ঞানময়ী মুদ্রা ষীহাদের  
 হস্তে নাই, অজ্ঞানানন্দন প্রভৃতি ভক্ত-সমক্ষে ষীহার। তত্ত্বপ্রকাশ করেন নাই,  
 মন্দারমূলে ষীহাদের স্থিতি নহে, মন্দারমালা ষীহাদের নাই, রাম ষীহাদিগের  
 নাম নহে, এইরূপ দেবতার আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪ ॥



অ-সিদ্ধু-প্রকোপৈর-বন্দ্যপ্রতাপৈ-

র-বন্ধু-প্রযাণৈর-মন্দ-স্মিতাট্যৈঃ ।

অ-দণ্ড-প্রবাসৈর-খণ্ডপ্রবোধৈ-

র-রামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর্নঃ ॥ ২৫ ॥

**অনুবাদ।**—সমুদ্রের প্রতি ষাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন  
নাই, ষাঁহাদের প্রতাপ বন্দনীয় হয় নাই, ষাঁহাদিগের বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নাই,  
ষাঁহাদিগের মুখে যুহুমন্দ দ্বিৎ হাস্য নাই, দণ্ডকারণে ষাঁহার প্রবাস করেন  
নাই, ষাঁহার আত্মবিস্মৃত নহেন, রাম ষাঁহাদিগের নাম নহে, এইরূপ দেবতায়  
আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥

হরে রাম সীতাপতে রাবণারে

থরারে মুরারেহসুরারে পরোতি ।

লপন্তুং নয়ন্তুং সদাকালমেবং

সমালোকয়ালোকয়াশেষবন্ধো ॥ ২৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে হরে, হে রাম, হে সীতাপতে, হে রাবণারে, হে  
থরবিনাশন, হে মুরারে, হে অসুররিপো, হে পরাংপর, এইরূপ কথায় সকলকাল  
যাপন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে হে অধিলবন্ধো, অবলোকন কর, অবলোকন  
কর ॥ ২৬ ॥

নমস্তে স্মিত্রা-সুপুত্রাভিবন্দ্য

নমস্তে সদা কৈকয়ী-নন্দনেভ্য ।

নমস্তে সদা বানরাধীশবন্দ্য

নমস্তে নমস্তে সদা রামচন্দ্রে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে স্মিত্রা-তনয়ের অভিবাদনীয়, তোমাকে নমস্কার, হে  
কৈকেয়ী-নন্দনের স্তবপাত্র, সর্বদা তোমাকে নমস্কার, হে বানরগতি সুগ্রীবের  
বন্দনীয়, তোমাকে নিরন্তর নমস্কার, হে রামচন্দ্রে, সতত তোমায় নমস্কার,  
তোমায় নমস্কার ॥ ২৭ ॥

প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডপ্রতাপ  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রচণ্ডারিকাল ।  
 \* প্রসীদ প্রসীদ প্রপন্নানুকম্পিন  
 প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ।—হে প্রচণ্ড-প্রতাপ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রচণ্ড-শঙ্কর  
 কৃতান্ত, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ; হে প্রপন্নজনে সদা অনুকম্পাপরায়ণ, প্রসন্ন হও,  
 প্রসন্ন হও ; হে প্রভো রামচন্দ্র, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও ॥ ২৮ ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতং পরং বেদসারং  
 শ্রুদা রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।  
 পঠন্ সন্ততং চিস্তয়ন্ শাস্ত্ররঙ্গে  
 স এব স্বয়ং রামচন্দ্রঃ স ধন্যঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য  
 শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য  
 শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ  
 শ্রীরামভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

অনুবাদ ।—(যে ব্যক্তি) ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে নির্মিত রামচন্দ্রের বেদ-সার  
 পরম স্তব সানন্দে ভক্তি সহকারে পাঠ করেন এবং অন্তঃকরণে সদা চিন্তা করেন,  
 তিনি ধন্য এবং তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র ॥ ২৯ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শ্রীরাম-ভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সম্পূর্ণ :

## পাণ্ডুরঙ্গায়কম্ ।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা,

বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রেঃ ।

সমাগত্য তিষ্ঠন্তুমানন্দকন্দং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—[ পুণ্ডরীক নামে এক সাধক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে শিরোদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ পূর্বক আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গনামক কটিতটন্তুহস্ত স্তূঠাম মূর্তিতে অবস্থান করিতেছেন । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দ্বিখিজয়কালে সেই ভীমরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন । ] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনীগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিদ্যমান আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

তড়িদ্‌বাসসং নীলম্বেঘাবভাসং,

রম্যামন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্ ।

বরস্থিষ্ঠকয়াং সমন্যস্তপাদং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার পরিধেয়বস্ত্র বিহ্যংগুঞ্জের স্তায় সমুজ্জ্বল, ঐহার দেহ নবজলধরের স্তায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, ঐহার কলেবর অতি সুন্দর, ঐহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিস্তার করিয়া বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রমাণং ভবাক্কেরিদং মামকানাং,

নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ ।

বিধাতুর্কসতৈ্য ধৃতো নাভিকোষঃ,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার ভক্তগণের পক্ষে ভবসাগরের পরিমাণ ( গভীরতা )

এইমাত্র ( কটিদেশ পর্য্যন্ত ), ইহা জ্ঞাপনের জন্ত ( যে ভবসাগর অন্তের পক্ষে হস্তর, তাহা আমার ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসে পার হইবার যোগ্য—মাত্র কোমর-জল, ইহা দেখাইবার জন্ত ) ছই হাত যিনি নিজ কটিদেশে স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজন। করি ॥ ৩ ॥

•ক্ষুরং-কৌস্তভালঙ্কতং কণ্ঠদেশে,

শ্রিয়া জুষ্ঠ-কেয়ূরকং শ্রীনিবাসম্ ।

শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ :**—ঈহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জল কৌস্তভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী ঈহার কেয়ূরযুগল সর্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান-স্বরূপ, যিনি সর্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের স্তত্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ-নামক নারায়ণকে ভজন। করি ॥ ৪ ॥

শরচ্চন্দ্র-বিন্ধাননং চারু-হাসং,

লসৎ-কুণ্ডলাক্রান্ত-গণ্ড-স্থলান্তম্ ।

জবারাগবিন্ধাধরং কঞ্জনেত্রং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ :**—ঈহার বদন শরৎকালীন চন্দ্ৰের ত্রায় অতিশয় শোভমান, ঈহার বদনে অতি মনোহর হাস প্রকাশ পায়, ঈহার গণ্ডপ্রান্তভাগ কুণ্ডল-মণ্ডিত, ঈহার অধর জবা-পুষ্পের ত্রায় লোহিতবর্ণ, ঈহার নয়নযুগল পদ্মের ত্রায়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গ নারায়ণকে ভজন। করি ॥ ৫ ॥

কিরীটোজ্জ্বলৎসর্কদিক্প্রান্তভাগং,

স্বরৈরর্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্থৈঃ ।

ত্রিভঙ্গাকৃতিং বহুমালাবতংসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ :**—ঈহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ ঈহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চনা করেন, যিনি

ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যমান আছেন, যিনি ময়ূরগৃহ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তুং চুরন্তুং,

স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্ ।

গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ্য**—যিনি জগতের অধিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্বদা বেণুবাদন করিয়া বিদ্যমান করেন, যিনি সকলের হস্তাপা ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলাপ্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গো-গণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্যবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

অজং রুক্ষিণী-প্রাণসঞ্জীবনং তং,

পরং ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্ ।

প্রসন্নং প্রপন্নান্তিহং দেবদেবং,

পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ্য**—যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুক্ষিণীর প্রাণসঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ স্বাহাতে লীন হইলে আর পতন হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির ক্লেশ নিবারিত হয়, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে,

পঠন্ত্যেকচিন্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্ ।

ভবান্তোনিধিং তেহপি তীৰ্ত্তাস্তকালে,

হরোরালয়ং শাস্বতং প্রাপ্নু বন্তি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ শ্রীপাণ্ডুরঙ্গায়ক-

স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ্য**—যাঁহার প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাপুণ্যগ্রন্থ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব করেন, তাঁহারই অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিম্বলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥

পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ ।

## ভগবান্নানসপূজা

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

হৃদস্তোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্যামলতনুঃ,  
সরোজাক্ষঃ অশ্বী মুকুটকটকাভরণবান্ ।  
শরজ্জ্বালা-নাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং,  
বঁহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের জায় শ্রামকলেবর, বাঁহার নয়নযুগল  
পদ্মসদৃশ, যিনি মুকুট, মালা, কেয়ূর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, বাঁহার  
বদন শরৎকালীন চন্দ্রের জায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন,  
সেই গোপীগণ-পরিবৃত কুঙ্কুমাক্তিদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

পয়োহস্তোদ্ধৌপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-  
ন্মণিব্রাতভ্রাজৎ \* কনকবরপীঠং ভজ হরে ।  
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদ্বকুলজ ! নেনেজ্জমি স্তজলৈ-  
গৃহাণেদং দুর্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে ভগবন্! কীর্ত্তনসাগরের বীপ হইতে আসিয়া আমার  
হৃদয়ে আগমন কর । হে হরে ! তথায় মণি-খচিত কনকময় পীঠে আসন  
গ্রহণ কর । হে যদ্বকুলজ ! তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগল স্নানার্থ জল দ্বারা আমি  
ধোত করিতেছি অর্থাৎ পাণ্ড প্রদান করিতেছি । হে মুরারে ! আমি তোমাকে  
দুর্বাদল, ফল ও জলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

ত্বমাচামোপেক্ষ ! ত্রিদশসরিদস্তোহতি-শিশিরং,  
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতফলরসান্নাবমঘহন্ † ।  
দ্যনগ্নাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুন্তস্থিতমিদং,  
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে উপেক্ষ ! আমি তোমাকে স্তবীতল গঙ্গাজল আচমনীয়-

\* আত্মহিত পরত্নৈপদ প্রয়োগ কথঞ্চিৎ বোধনীয় । ‘ব্রাতব্রাজৎ’ বিত্তক পাঠঃ ।

† ‘পঞ্চামৃতরসিতান্নাব’—পাঠান্তর ।

রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা আচমন কর। হে পাপহারিন্! তুমি (মৎপ্রদত্ত) ফলরসপ্লুত পঞ্চামৃত (মধুপর্করূপে) গ্রহণ কর। এই স্বর্ণকুন্তস্থ গজা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি মৎপ্রদত্ত সেই জল দ্বারা স্নান কর এবং পুনরায় আচমন কর ॥ ৩ ॥

তড়িদ্বর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাধিহরণঃ\*

প্রলম্বারিভ্রাতম্বুতুলমুপবীতং কুরু গলে।

ললাটে পাটীরং যুগমদযুতং ধারয় হরে,

গৃহাণেদং মাল্যং শতদল-তুলস্থাদি-রচিতম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে অতীষ্টজনমনঃপীড়ানাশন বিজয়িন্! আমার প্রদত্ত এই বিদ্রাঘ্য যুগ্মবস্ত্র গ্রহণ কর, হে বলামুজ, (মৎপ্রদত্ত) যজ্ঞোপবীত গলদেশে ধারণ কর। হে হরে! ললাটে কস্তুরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর, এবং পদ্ম ও তুলসীনির্ম্মিত মালা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪ ॥

দশাঙ্গং ধূপং সদ-বরদচরণাগ্রেহর্পিতময়ে,

মুখং দীপেনেন্দু-প্রভব-রজসা† দেব! কলয়ে।

ইমৌ পাণী বাণীপতিনুত স-কর্পূর-রজসা,

বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নুহরে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে সদবরদপাদপদ্ম! আমি তোমার সম্মুখে দশাঙ্গ-ধূপ অর্পণ করিতেছি, তোমার মুখসমীপে কর্পূরেণুপূর্ণ দীপ প্রদান করিলাম, তদ্বারা তোমার মুখ দর্শন করিতেছি। হে ব্রহ্মাদিবন্দ্য, তোমাকে কর্পূর-বাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা এই নিজ করদ্বয় শোধন করিয়া আচমন অর্থাৎ গভূষ গ্রহণ কর ॥ ৫ ॥

সদা তৃপ্তাঙ্গং যত্নসবদখিলব্যঞ্জনযুতং,

স্ববর্ণপাত্রে গো-ঘৃত-চমক-যুক্তে স্থিতিমিদম্।

যশোদাসুনো! ত্বৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ,

প্রসাদং বাঞ্ছন্তিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র-সম্বিত

\* ‘বিহরণ’ পাঠান্তর।

† ‘প্রভবিরজসং’ বাণীবিলাস মুদ্রিত পাঠ।

স্বর্ণপাত্র স্থাপিত করিয়া ষড়্‌ঙ্গসমন্বিত ব্যঞ্জনসহিত সতত তৃপ্তিপ্রদ অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরম দয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাজী সখাগণের সহিত এই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! তৎপরে জল পান কর ॥ ৬ ॥

সচন্দ্রঃ \* তাশ্বলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে,  
ফলং স্বাদু প্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্।  
সপরিয়া-পর্য্যাপ্তো কনকমণিজাতং স্থিতমিদং,  
প্রদীপ্তপারাত্রিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট ! রচয়ে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে হরে! আমি মুখরুচিকর সৰ্ব্বপূর তাশ্বল প্রদান করিতেছি, ‘অনুকম্পাপুরঃসর তুমি সেই তাশ্বল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও সুবাহু ফল—প্রীতিপূর্ব্বক ইহা আস্বাদন কর। হে লক্ষ্মীসমালিঙ্গিত-কলেবর! তোমার পূজাসিদ্ধার্থ এই কনকমণি সকল স্থাপিত, ( তাহা গ্রহণ কর ) আর প্রদীপ দ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাট্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥

বিজাতীয়েঃ পুষ্পৈরতি-সুরভিভির্ব্বিবল্ল-তুলসী-  
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজিত ! তে মুক্তি নিদধে।  
তব প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমণমঘবিধংসি রচিতং,  
চতুর্বারং বিষ্ণো ! জনিপথগতিশ্রাস্তবিদুষা † ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে অজিত! আমি তোমার মন্তকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও তুলসী একত্র করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। হে বিষ্ণো! আমি অভিজ্ঞ ও জন্ম-পথগমনাগমনশ্রাস্ত ( সেই ক্রেশের পরিহারার্থ ) চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক ॥ ৮ ॥

নমস্কারোহষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ,  
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রম্যাকান্ত ত ইয়ম্।  
তব শ্রীতৈ্য ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো,  
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেহস্ত ভগবন্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।—হে রমাশ্রীতিভাজন প্রভো! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ-নমস্কার

\* ‘সচন্দ্রং’ বাণীবিলাস পাঠ।

† ‘পতেচাস্তবিদুষা’ পাঠান্তর।



করিতেছি, আমার সকল ছরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব  
করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার  
দাস, আমার কৃত কৰ্ম্মচ্ছিন্ন পূর্ণ কর, অর্থাৎ আমার কৰ্ম্ম অচ্ছিন্ন হউক—ক্রটি-  
শূন্ত হউক, হে ভগবন্ ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ স-জল-ঘন নীলঃ করতলে,

দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্ ।

কদাচিৎ কান্তানাং কুচ-কলস-পত্রালি-রচনা-

সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি করতলে দধ্যন্ন, তৎপরে নবনীত ও বৃক্ষী ধারণ  
করিয়াছেন, যিনি প্রিয়বয়স্কদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনী-  
গণের কুচকলসোপরি পত্রাবলি-রচনায় সমাসক্ত, সেই কৃষ্ণ সদা সকলের  
সেবা ॥ ১০ ॥

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্ ।

যঃ কুব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥ \*

ইতি ভগবান্মানসপূজনং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—এই মানসপূজা মণিকর্ণীর ইচ্ছায় উদ্ধৃত। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি  
প্রত্যুৎসাহে উত্তররূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন  
হন ॥ ১১ ॥

ভগবান্মানসপূজা সম্পূর্ণ ।

## কনকধারা-স্তোত্রম্ ।

ঐশ্বর্যে নমঃ ।

অঙ্গং হরেঃ পুলক-ভূষণমাশ্রয়ন্তী  
ভূঙ্গাঙ্গনেব মুকুলাভরণং তমালম্ ।  
অঙ্গীকৃতাখিল-বিভূতিরপাঙ্গলীলা  
মাঙ্গল্যদাস্তু মম মঙ্গলদেবতায়াঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ**—মুকুলাবৃত-তমালতরু-আশ্রিতা ভ্রমরীর স্তায় বাহা, পুলক-ভূষিত-নারায়ণ-অঙ্গে নিবদ্ধ, অখিল বিভূতির আধার মঙ্গলদেবতা লক্ষ্মীর সেই অপাঙ্গলীলা আমার মঙ্গলদাত্রী হউন ॥ ১ ॥

মুখা মুহূর্বিদধতী বদনে মুরারেঃ,  
প্রেমত্রপাপ্রণিহিতানি গতাগতানি ।  
মালা দৃশোর্মধুকরীব মহোৎপলে যা,  
সা মে শ্রিয়ং দিশতু সাগর-সম্ভবায়াঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ**—কমলে মধুকরীর স্তায় যিনি মুরারিবদনে প্রেম ও লজ্জার প্রেরণায় বারংবার গতায়াত্ত করিতেছেন, কীরোদতনয়ার সেই মুখ দৃষ্টিধারা আমার সম্পৎপ্রদা হউন ॥ ২ ॥

বিশ্বামরেন্দ্র-পদ-বিভ্রম-দান-দক্ষ-  
মানন্দ-হেতুরধিকং মুরবিস্মিষোহপি ।  
ঐষম্মিবীদতু ময়ি ক্ষণমীক্ষণার্জ-  
মিন্দীবরোদর-সহোদরমিন্দিরায়্যাঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—যিনি ইজিতমাত্রে সর্বদেবরাজ-ইন্দ্র-পদ প্রদান করিতে সমর্থ, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথেরও অধিক আনন্দহেতু, ইন্দিরাদেবীর সেই নীল-কমল-গর্ভ-সুন্দর অর্জুনাঙ্গ আমারে ঐষৎ নিপতিত হউন ॥ ৩ ॥

আমীলিতাক্ষমধিগম্য মুদা মুকুন্দ-

মানন্দ-কন্দমনিমেঘমনঙ্গতন্ত্রম্ ।

আকেকর-স্থিত-কনীনিক-পক্ষ্ম-নেত্রং,

ভূতৈ্য ভবেশ্মম ভুজঙ্গশয়ান্গনায়াঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—আনন্দে অর্ক-নিমীলিত নয়ন, আনন্দ-মূল, মদন্যবেশ-যুক্ত নারায়ণকে লাভ করিয়া যিনি নিমেষশূন্য হইয়াছেন, ষাঁহার তারা বক্রভাবে অবস্থিত, শেষশাশ্বি-দয়িতার সেই পক্ষ্মল নয়ন আমার যেন প্রশংসাসম্পাদন করেন ॥ ৪ ॥

বাহুবস্তুরে মধুজিতঃ শ্রিতকৌস্তুভে যা,

হারাবলীব হরি-নীলময়ী বিভাতি ।

কামপ্রদা ভগবতোহপি কটাক্ষমালা,

কল্যাণমাবহতু মে কমলালয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কৌস্তুভমণি-মণ্ডিত মধুসূদন-বক্ষঃস্থলে, তাঁহারই কাল রংএ রঞ্জিত হারাবলীর ছায় শোভা পাইয়া থাকেন, ভগবানেরও মদন-সম্পাদিনী কমলালয়ার সেই কটাক্ষমালা আমার কল্যাণবহা হউন ॥ ৫ ॥

কালানুদালি-ললিতোরসি কৈটভারে-

ধাঁরাধরে স্ফুরতি যা তড়িদঙ্গনেব । \*

মাতুঃ সমস্তজগতাং মহনীয়-মূর্তি-

ভদ্রাণি মে দিশতু ভার্গবনন্দনায়াঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি জলধরমধ্যে সৌদামিনী-কমলিনীর ছায়, কালানুদ-রমণীয় নারায়ণ-বক্ষঃস্থলে বিরাজ করেন, সমস্ত জগজ্জননী ভার্গবতনয়া লক্ষ্মীর সেই অর্হণীর মূর্তি আমার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৬ ॥

প্রাপ্তং পদং প্রথমতঃ খলু যৎ-প্রভাবা-

ম্মাক্সল্যভাজি মধুমাখিনি মন্থথেন ।

ময্যাপতেত্তদিহ মন্থরমীক্ষণাঙ্কং,

মন্দালসং চ মকরালয়কণ্ঠকায়াঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার প্রভাবে পঞ্চশর, মন্দালয় মধুসূদনে প্রথমতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, বারিধি-তনয়ার সেই মন্দালস অর্কদৃষ্টি মন্থরভাবে (স্থিরভাবে) ইহজীবনে আমাতে নিপতিত হয় । (প্রণয়ীর প্রতি দৃষ্টি চকল, পুত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির,—কবি স্বয়ং পুত্রভাবে মাতৃদৃষ্টির প্রার্থী) ॥ ৭ ॥

দগাদয়ানুপবনো দ্রবিণান্মুধারা-

মগ্নিন্ন কিঞ্চন বিহঙ্গশিশৌ বিবগ্নে ।

দুর্কর্ম্মদ্বন্দ্বমপনীয় চিরায় দূরং

নারায়ণ-প্রণয়িনী-নয়নাস্মু-বাহঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—করুণারূপ অমূলক পবন-মিলিত, হরিপ্রিয়া-দৃষ্টিপাতরূপী মেঘ, চিরসঞ্চিত দুর্কর্ম্মতাপ দূরে অপনীত করিয়া বিহঙ্গ-(চাতক) শিশুরূপী যেন এই বিবগ্ন অকিঞ্চনকে ধন-জলধারা প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

ইচ্ছা বিবিক্তমতয়োহপি যয়া দয়ার্দ্ৰ-

দৃক্ষ্যা ত্রিবিষ্টপপদং সুলভং লভন্তে ।

দৃষ্টিঃ প্রহৃষ্টকমলোদরদীপ্তিরিচ্ছাং,

পুষ্টিং কৃষীচ্ছ মম পুঙ্করবিষ্টরায়াঃ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বাহার প্রীতিপাত্র হইয়াই তদীয় করুণার্জ দৃষ্টিপ্রভাবে অনায়াসে স্বর্গপদ লাভ করেন, সেই পদ্মাসন্ন লক্ষ্মীর প্রফুল্লকমলগর্ভ-কমনীয়া দৃষ্টি আমার অভিলষিত পুষ্টি সম্পাদন করুন ॥ ৯ ॥

গীর্দেবতেতি গরুড়ধ্বজসুন্দরীতি,

শাকন্তরীতি শশিশেখরবল্লভেতি ।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কেলিষু সংস্থিতায়ৈ,

তটৈশ্চ নমস্ত্রিভুনৈকগুরোস্তুরুণৈঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—বিনি সৃষ্টিলীলার বাগদেবতা (ব্রাহ্মী শক্তি) এইরূপে,

স্থিতিলীলায় গুরুভক্ষনসুন্দরী অর্থাৎ বৈষ্ণবী শক্তি, এইরূপে বা শাক্তরী এই-  
রূপে, এবং প্রলয়লীলায় শশিশেখরবল্লভা অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গী এইরূপে  
অবস্থিতা, ত্রিভুবনৈকগুরু নারায়ণের সেই তরুণীকে (লক্ষ্মীকে) প্রণাম  
করি ॥ ১০ ॥

শ্রুতৈ নমোহস্ত শুভকর্মফলপ্রসূতৈ,  
রতৈ নমোহস্ত রমণীয়গুণার্ণবায়ৈ ।  
শষ্টৈ নমোহস্ত শতপত্রনিকেতনায়ৈ,  
পুষ্টৈ নমোহস্ত পুরুষোত্তমবল্লভায়ৈ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—যিনি শুভকর্মফলপ্রসবিনী শ্রুতিস্বরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ;  
যিনি রমণীয়-গুণ-সাগরায়মাণারূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি কমল-  
বাসিনী শক্তিরূপা, তাঁহাকে নমস্কার ; যিনি পুরুষোত্তমদয়িতা পুষ্টিরূপা, তাঁহাকে  
নমস্কার ॥ ১১ ॥

নমোহস্ত নালীক-নিভাননায়ৈ,  
নমোহস্ত দুগ্ধোদধি-জন্ম-ভূতৈ ।  
নমোহস্ত সোমায়ুতসোদরায়ৈ,  
নমোহস্ত নারায়ণবল্লভায়ৈ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—(সেই) কমলাননাকে নমস্কার, ক্রীড়োদসম্ভবাকে নমস্কার,  
চন্দ্র ও অমৃতের সহোদরাকে নমস্কার, নারায়ণবল্লভাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

সম্পৎ-করাণি সকলেন্দ্রিয়-নন্দনানি,  
সাম্রাজ্য দান-বিভবানি সরোরুহাঙ্কি ।  
হৃদ্যন্দনানি ছুরিতাহরগোচতানি  
মামেব, মাতরনিশং কলয়ন্তু মাংস্তে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—হে কমলনয়নে, মাংস্তে, তোমার বন্দনা সম্পত্তিসম্পাদক,  
সর্বোচ্চের জ্ঞানদায়ক, সাম্রাজ্যদানে সমর্থ এবং পাপ-অপনয়নে সফল-উত্তম-  
সম্পন্ন ; মাতঃ, ঐ সকল বন্দনা সর্বদা যেন (কর্তৃরূপে) আমাকেই আশ্রয়  
করে ॥ ১৩ ॥

যৎকটাক্ষসমুপাসনা-বিধিঃ,

সেবকস্ত সাকলার্থসম্পদঃ ।

সন্তনোতি বচনাঙ্গমানসৈ-

স্ত্রাং মুরারিহৃদয়েশ্বরীং ভজে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—যাঁহার কটাক্ষলাভের জন্ত উপাসনাবিধি সেবকের সর্ব-  
বিধ অর্থসম্পদ সম্পাদন করিয়া থাকে, নারায়ণ-হৃদয়েশ্বরী সেই তোমাকে কায়-  
মনোবাক্যে ভজনা করি ॥ ১৪ ॥

সরসিজ-নিলয়ে সরোজ-হস্তে,

ধবলতমাংশুক-গন্ধ-মাল্য-শোভে ।

ভগবতি হরি-বল্লভে মনোজ্ঞে,

ত্রিভুবন-ভূতিকরি প্রসীদ মহম্ম ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে কমলবাসিনি, হে কমলধারিণি, অতি শুভ্রগন্ধমাল্য-  
বস্ত্রশোভিতে, ভগবতি, ত্রিলোকেশ্বর্য্যাবিধায়িনি, মনোরমে, শ্রীহরিবল্লভে, আমার  
প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৫ ॥

দিগ্ঘস্তিভিঃ কনক-কুন্তুমুখাবশ্ৰুত-

স্বর্বাহিনী-বিমল-চারু-জল-প্লুতান্ধীম্ ।

প্রাতর্নামি জগতাং জননীমশেষ-

লোকাধিনাথগৃহিণীমমৃতাক্ষিপুত্রীম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ।**—দিগ্গজগণ, স্বর্ণকুন্তুমুখবিগলিত নির্মল স্বর্ণগঙ্গা-রমণীয়-  
সলিলে যাঁহার অভিব্যেকক্রিয়া সম্পাদন করে, অশেষলোকাধিপতিগৃহিণী অমৃত-  
সিদ্ধনন্দিনী সেই ত্রিজগজ্জননীকে প্রভাতে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

কমলে কমলাক্ষবল্লভে ত্বং করুণাপূরতরঙ্গিতৈরপাঙ্গৈঃ ।

অবলোকয় মামকিঞ্চনানাং প্রথমং পাত্রমকৃত্রিমং দয়ায়াঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গুণরীকাক্ষদয়িতে, কমলে, আমি অকিঞ্চনগণের  
প্রধান এবং দয়ার অকৃত্রিম পাত্র, করুণাপ্রবাহতরঙ্গিত অপাঙ্গে তুমি আমার  
প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ১৭ ॥

স্ববস্তুি যে স্তুতিভিরমীভিরম্বহং

ত্রয়ীময়ীং ত্রিভুবনমাতরং রমাম্ ।

গুণাধিক। গুরুতরভাগ্যভাগিনো ‡

ভবস্তুি তে ভুবি বুধভাবিতাশয়াঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎ

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

কনকধারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—ঐহারা ত্রয়ীময়ী ত্রিভুবনজননী রমাকে এই সকল স্তুতি-  
পত্রে প্রত্যহ স্তব করেন, তুলে তাঁহারা গুণাধিক এবং গুরুতর ভাগ্যের অধি-  
কারী হয়েন এবং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য বোদ্ধা ব্যক্তিরও  
চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্ গোবিন্দের শিষ্য

শ্রীমৎশঙ্কর-ভগবানের রচনাতে কনকধারাস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ত্রিপুরসুন্দরী-স্তোত্র ।

শ্রীগণেশায় নমঃ

কদম্ববনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদম্বিনীং

নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্ ।

নবানুরূহ-লোচনামভিনবান্দুদশ্যামলাং

ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুর-সুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি কদম্ববনमध्ये সর্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের  
হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপা, ঐহার নিতম্ব পর্তকে জয় করিয়াছে, সুর-  
নিতম্বিনীগণ ঐহার সেবা করেন, ঐহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের স্তায় সুদৃশ্য,  
যিনি নবীন-নীরদের স্তায় শ্রামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুর-  
সুন্দরীর (ভক্তি সহকারে) আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ ॥

‘ভাকিনো’ পাঠ বাণীবীলাস-মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

কদম্ব-বন-বাসিনীঃ কনক-বল্লকী-ধারিণীঃ,  
মহার্হ-মণি-হারিণীঃ মুখ-সমুল্লসদ্-বারুণীম্ ।  
দয়া-বিভব-কারিণীঃ বিশদ-লোচনীঃ চারিণীঃ,  
ত্রিলোচনকুটুস্থিনীঃ ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবীণা ধারণ করি-  
তেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার পরিধান করিয়াছেন, যাহার মুখ-  
কমলে বারুণী উল্লসিত থাকে, যিনি দয়াবিভবকারিণী বিশদলোচনী অর্থাৎ  
নির্মল-জ্ঞানদায়িনী এবং সুন্দরগমনা ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর  
আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ২ ॥

কদম্ব-বন-শালয়া কুচ ভরোল্লসস্মালয়া,  
কুচোপমিত-শৈলয়া গুরু-কৃপা-লসদ্-বেলয়া ।  
মদারুণ-কপোলয়া মধুর-গীত-বাচালয়া,  
কয়্যাপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনে গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, যাহার স্তনযুগলে  
মণিময় হার বিরাজমান আছে, যাহার কুচযুগল গিরিবরের ত্রায়, যাহার মহতী  
কৃপা সর্বকালে বিরাজমান, যাহার কপোলদেশ মদভরে আরুত, যিনি সর্বদা  
মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ত্রায় নীলবর্ণা, সেই প্রকার দেহ  
লীলাবশে আমরাগের রক্ষাকবচ হইয়াছেন ॥ ৩ ॥

কদম্ববনমধ্যগাং কনক-মণ্ডলোপস্থিতাং,  
ষড়ম্বরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্ ।  
বিড়ম্বিত-জবারুচিং বিকচ-চন্দ্রচূড়ামণিং,  
ত্রিলোচনকুটুস্থিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কদম্ববনমধ্যবর্তিনী, যিনি স্রবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা  
আছেন, যিনি মূল্যধারাদি ষট্চক্রপথে বাস করেন, যিনি সর্বদা সিদ্ধিবিকাশে  
সৌদামিনীতুল্যা, যাহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে,  
যাহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণিস্বরূপে বিজ্ঞমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুস্থিনী  
আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥



কুচাঞ্চিত-বিপঞ্চিকাং কুটিল-কুস্তলালঙ্কতাং,  
 কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত্ত-বিদ্বেষিণীম্ ।  
 মদারুণ-বিলোচনাং মনসিজারি-সন্মোহিনীং,  
 মতঙ্গ-মূনি-কণ্ঠকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া থাকেন, যিনি কুটিল কুস্তলে  
 অলঙ্কতা, যিনি কমলাসনা, যিনি কুটিলহৃদয় লোকদিগের ঘেষ করেন, বাহার  
 লোচনগল সর্সদা মদবশে আরক্ত, যিনি মদনাস্তক মহাদেবকেও মোহিত করি-  
 য়াছেন, যিনি মতঙ্গমূনির কণ্ঠরূপে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন, আমি সেই মধুর-  
 ভাষিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দু-নীলাম্বরাং,  
 গৃহীত-মধুপাত্রিকাং মধুবিঘূর্ণ-নেত্রাঙ্কলাম্ ।  
 ঘন-স্তন-ভরোন্নতাং গলিত-কুস্তলাং \* শ্যামলাং,  
 ত্রিলোচন-কুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—যাহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করা বিহিত, বাহার  
 নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধু-  
 পানে বাহার লোচন সর্সদা ঘূর্ণমান এবং স্তনবয় অতি ঘন ও উন্নত, বাহার কেশ-  
 পাশ আলুলায়িত, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীর  
 আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কুম-বিলেপনামলকচুম্বি-কন্তুরিকাং,  
 সমন্দ হসিতেক্ষণাং সশর-চাপ-পাশাকুশাম্ ।  
 অশেষ-জন-মোহিনীমরুণ-মাল্যভূষাং,  
 জবাকুসুমভাসরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যাহার অঙ্গে কুঙ্কুমাঙ্গি বিলেপন রহিয়াছে, বাহার অলক-  
 প্রাক্ত কন্তুরূপে সজ্জিত, যিনি মন্দ হাস্যসহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যিনি চারি  
 হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অকুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে  
 মোহিত করেন, যিনি রক্তমালা, রক্তবর্ণ অলঙ্কার ও রক্তবসনে বিভূষিতা, বাহার

\* 'কুস্তলাং' এই স্থলে 'কুলিকাং' পাঠও আছে ।

দেহকান্তি জবাপুষ্পের ত্রায় অতিশয় সমৃদ্ধল, সেই জগজ্জননোকে জপকার্যে  
আমি স্মরণ করি ॥ ৭ ॥

পুরন্দর-পুরস্কিকাং চিকুর-বন্ধ সৈরিস্কিকাং

পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটীর-চর্চারতাম্ ।

মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্ ক্রিয়াকারিণীং,

ভজামি ভুবনাস্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥

• ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।- যিনি পুরন্দরপুরের পুরস্কীস্বরূপা (ইচ্ছাণী), যিনি কেশবন্ধনে  
সৈরিস্কী, যিনি ব্রহ্মাঙ্গ পতিব্রতা শক্তি (ব্রহ্মাণী), যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি  
উত্তম চন্দনে অলুগিষ্ঠা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা (বৈষ্ণবী), যিনি নিখিল ভুবনের  
জননী এবং সুরবধূগণ ঘাঁহার দাসীকার্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি ॥ ৮ ॥  
ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত ।

## ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

প্রাতঃ স্মরামি ললিতা-বদনারবিন্দং,

বিস্বাধরং পৃথুল-মৌক্তিক-শোভি-নাসম্ ।

আকর্ণ-দীর্ঘ-নয়নং মণি-কুণ্ডলাঢ্যং,

মন্দ-স্মিতং যুগ্মদোজ্জ্বল-ভাল-দেশম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।- ওষ্ঠাধর বিষফল সদৃশ, সুরহং মুক্তামণ্ডিত নাসা, ললাটে  
যুগ্মনাভর তিলক ও ( কর্ণে ) মণিকুণ্ডলযুক্ত, ঈষদহাস্ত-শোভিত ললিতা-দেবীর  
( ত্রিপুরসুন্দরীর ) মুখকমল আমি প্রভাতে স্মরণ করি ॥ ১ ॥

প্রাতঃভজামি ললিতা-ভুজ-কল্প-বল্লীং,

রত্নাঙ্গুলীয়-লসদঙ্গুলি-পল্লবাঢ্যাম্ ।

মাণিক্য-হেম-বলয়ান্নদ-শোভমানাং,

পুণ্ড্র-ক্ষু-চাপ-কুসুমেষু-স্বগীর্দধানাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।- রত্নময় অঙ্গুরীয়যোগে রঞ্জিত অঙ্গুলিপন্নবসম্পন্ন, মাণিক্য

ও স্বর্ণময় বলয় ও কেয়ূরে বিরাজিত, গুণ্ড নামক (পুড়ি আক) ইন্দুদণ্ড, পুষ্পবাণ ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশের ধারণস্থান ললিতাদেবীর বাহু-কল্প-লতাকে প্রাতঃকালে ভজনা করি ॥ ২ ॥

প্রাতর্নমামি ললিতা-চরণারবিন্দং,

ভক্তেষ্টদান-নিরতং ভব-সিদ্ধু-পোতম্ ।

পদ্মাসনাদি-স্বরনায়ক-পূজনীয়ং,

পদ্মাকুশ-ধ্বজ-সুদর্শনলাঞ্ছনাঢ্যম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতদানে নিরত, সংসারসমুদ্রের পোতস্বরূপ, পদ্ম, অঙ্কুশ, ধ্বজ ও সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত, ব্রহ্মপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণের পূজনীয় ললিতাদেবীর চরণকমলে আমি প্রভাতে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ \* স্তুবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং,

ত্রয়্যস্তবেণ-বিভবাং করুণানবদ্যাম্ ।

বিশ্বস্ত্র সৃষ্টি-বিলয়-স্থিতি-হেতুভূতাং

বিদ্যেশ্বরীং নিগম-বাক্যানসাতিদূরাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বেদান্ত-বিজ্ঞেয়-বিতৃতি, করুণাশুণে প্রশংসিতা, শাস্ত্র, বাক্য ও মনের অগোচর, জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, সর্ববিদ্যার ঈশ্বরী, পরমশিবা ভবানী ললিতাদেবীকে আমি প্রভাতসময়ে স্তুব করি ॥ ৪ ॥

প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম,

কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি ।

শ্রীশাস্ত্রবাতি জগতাং জননী পরেতি,

বাগ্‌দেবতেতি বচসা ত্রিপুৱেশ্বরীতি ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ললিতে ! আমি প্রভাতকালে তোমার কামেশ্বরী, কমলা, মহেশ্বরী, শ্রীশাস্ত্রবী, জগজ্জননী, পরা, বাগ্‌দেবী ও ত্রিপুৱেশ্বরী, এই সমস্ত নাম বাক্‌-ইন্দ্রিয়-বোণে, উচ্চাচরণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতাস্বিকায়াঃ,

সৌভাগ্যদং সুললিতং পঠতি প্রভাতে ।

তস্মৈ দদাতি ললিতা ঋটিতি প্রসন্না,

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিম্ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীভগবৎ-গোবিন্দ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

শ্রীললিতাপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি প্রভাতে জননী ললিতাদেবীর এই মনোহর পঞ্চশ্লোকগ্রন্থিত সৌভাগ্যপ্রদ স্তব পাঠ করে, ললিতাদেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তাহাকে বিদ্যা, শ্রী, বিমল আনন্দ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

ললিতাপঞ্চরত্ন-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্ ।

উগ্ধদভানু-সহস্র-কোটিসদৃশীং কেয়ূর-হারোজ্জ্বলাং,

বিশ্বোষ্ঠীং স্থিত-দন্তপঙ্ক্তি-রুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কতাম্ ।

বিষ্ণু-ব্রহ্ম-সুরেন্দ্র-সেবিতপদাং সত্ত্বস্বরূপাং শিবাং,

মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্যাবারাং নিধিম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—ঈহার কান্তি যুগপৎপ্রদিত কোটিসহস্র সূর্য্যোর ত্যায়, কেয়ূর ও হারে যিনি বিভূষিত, ঈহার ওষ্ঠ বিষফল সদৃশ লোহিতবর্ণ, যিনি ঈষদ্ হান্তসমন্বিত দন্তরাজিতে রমণীয়া, যিনি পীতাম্বরে শোভিত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও দেবরাজ ঈহার পদসেবা করেন, যিনি তত্ত্বরূপা (ব্রহ্মস্বরূপা) ও কল্যাণময়ী, আমি সেই করুণা-বারিধি মীনাক্ষীদেবীকে সতত প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মুক্তাহার-লসৎ-কিরীট-রুচিরাং পূর্ণেন্দু-বস্ত্র-প্রভাং,  
 শিঞ্জম্ পুর-কিঙ্কিণী-মণিধরাং পদ্মপ্রভা-ভাস্বরাম্ ।  
 সৰ্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদাং গিরিসুতাং \* বাণী-রমা-সেবিতাং,  
 মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥২॥

অনুবাদ্—যিনি মুক্তাহার ও উজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিতা, যাহার বদন-  
 শোভা পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, চরণদ্বয় মণিময় নুপুর ও কিঙ্কিণী রুণ রুণ ধ্বনি করিতেছে  
 এবং উজ্জ্বল লাবণ্য কমলতুল্য ; লক্ষ্মী-সরস্বতী-সেবিতা সৰ্ব্বাভীষ্টফলদায়িনী সেই  
 করুণাবারিধি পার্শ্বতী মীনাক্ষী দেবীকে সৰ্বদা প্রণাম করি ॥ ২ ॥

ত্রিবিদ্যাং শিব-বামভাগ-নিলয়াং হ্রীঙ্কার-মন্ত্রোজ্জ্বলাং,  
 ত্রীচক্রাক্ষিত-বিন্দু-মধ্য-বসতিং ত্রীমৎ-সভা-নায়কীম্ ।  
 ত্রীমৎ-যগ্ম খ-বিন্য়রাজ-জননীং ত্রীমজ্জগন্মোহিনীং,  
 মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৩॥

অনুবাদ্—যিনি ত্রিবিদ্যারূপা, শিবের বামভাগে যাহার অবস্থান, যিনি  
 হ্রীৎ-মন্ত্রে সমুদ্ভাসিত অর্থাৎ হ্রীৎ যাহার বীজমন্ত্র, ত্রীচক্রান্তর্গত বিন্দুমধ্যে যিনি  
 অধিষ্ঠিতা, ত্রীমৎ সভানায়ক মহেশ্বরের মহাশক্তি এবং ত্রীমৎ কার্ত্তিকের ও বিদ্যেশ্বর  
 গণপতির জননী, সেই বিশ্বমোহিনী করুণাবারিধি ত্রীমতী মীনাক্ষী দেবীকে  
 আমি সতত প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

ত্রীমৎ-সুন্দর-নায়কীং ভয়-হরাং জ্ঞান-প্রদাং নির্ম্মলাং,  
 শ্যামাভাং কমলাসনার্চিত-পদাং নারায়ণশ্যামুজাম্ ।  
 বীণা-বেণু-মৃদঙ্গ-বাঢ়-রসিকাং নানাবিধাভিনয়িকাং,  
 \* মীনাক্ষীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৪॥

অনুবাদ্—যিনি ত্রীমৎ সুন্দরেশ্বর শিবের পত্নী, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদা,

\* বিশেষ কথা,—এখানে ‘গিরিসুতাং’ পদটি লক্ষ্য করিতে হইবে । গিরিসুতা-বাণী-রমা-  
 সেবিতাং পাঠ হইলে পরবর্ত্তী মীনাক্ষী-স্তোত্রের সহিত একার্থ হয়, নতুবা কিঞ্চিৎ বিরোধ হয় ।  
 সেই স্তোত্রে কথিত আছে, ‘তিনি পার্শ্বতী-পূজিতা এবং মলয়ধ্বজের কন্যা’ এই যে  
 আপাত-বিরোধ, তাহার মীমাংসা এই যে, কুমারী অবস্থায় পার্শ্বতী আত্মশক্তির পূজা করেন  
 তখন তিনি অংশুরূপা ছিলেন, শিববিবাহান্তে তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেন, তখন পূর্ণ আত্মশক্তি  
 মীনাক্ষী ও পার্শ্বতী একই হওয়ার এখানে তাহাকে গিরিসুতা অর্থাৎ পার্শ্বতী বলা হইয়াছে ।

নির্মলা ও শ্রীকৃষ্ণভগিনী, ব্রহ্মা যাহার পাদপদ্ম পূজা করেন, যিনি শ্রামকাস্তি, বীণা-বেণু-মৃদঙ্গবাত্তপ্রিয়, বিবিধ কৰ্ম্মপ্রবর্তিকা করুণাবারিধি সেই মীনাঙ্কী-দেবীকে আমি সৰ্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

নানায়োগি-মুনীন্দ্র-হৃদ্রবসতিং নানার্থসিদ্ধিপ্রদাং,

নানাপুষ্পবিরাজিতাজি-যুগলাং নারায়ণেনাৰ্চিতাম্ ।

নাদ-ব্রহ্মময়ীং পরাং পরতরাং নানার্থ-তত্ত্বাত্তিকাং,

মীনাঙ্কীং প্রণতোহস্মি সন্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥ ৫ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবতঃ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

মীনাঙ্কীপঞ্চরত্নস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ ।—বহু যোগী ও মুনীপ্রবরগণের হৃদয়-মন্দিরে যাহার অবস্থান, যিনি নানাপ্রকার অর্থসিদ্ধিপ্রদাত্রী, যাহার পদযুগলে নানারূপ পুষ্প বিরাজিত, নারায়ণ-পূজিতা নাদ-ব্রহ্মময়ী, পরাংপরতরা নানা পদার্থতত্ত্বস্বরূপা করুণা-বারিধি সেই মীনাঙ্কী দেবীকে আমি সৰ্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

মীনাঙ্কীপঞ্চরত্ন স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## মীনাঙ্কী-স্তোত্রম্ । \*

শ্রীবিষ্ণে শিব-বামভাগ-নিলয়ে শ্রীরাজরাজাৰ্চিতো

শ্রীনাথাদি-গুরুস্বরূপ-বিভবে চিন্তামণিপীঠিকে ।

শ্রী-বাণী-গরিজা-নুতাজি-কমলে শ্রীশাস্ত্রবি শ্রীশিবে

মধ্যাহ্নে মলয়ধ্বজাধিপ-স্তুতে মাং পাহি মীনাঙ্কিকে ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—হে শ্রীবিষ্ণে, শিবের বামভাগে তোমার স্থান ; হে কুবের-পূজিতে, তোমারই বিভূতি শ্রীনাথাদি গুরুস্বরূপ ; চিন্তামণিপীঠে তুমি অধিষ্ঠিতা ;

\* ত্রিপুরহুন্দরী আত্মাশক্তি, তাহার তিন অংশ ;—লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কুমারী পার্বতী । স্বয়ং ত্রিপুরহুন্দরীই গোড়মগধাধিপতি মলয়ধ্বজ-রাজের দুহিতা রাজরাজেশ্বরীরূপে অবতীর্ণ হইলেন ; তাহার বৌগিক নাম মীনাঙ্কী, সংক্ষিপ্ত নাম মীনা । স্বয়ং পরব্রহ্ম হুন্দরেশ্বর শিবরূপে অবতীর্ণ হইয়া মীনাঙ্কীকে বিবাহ করেন । এই বে আত্মাশক্তি, ও পরব্রহ্মের লীলা, ইহার বিবৃত বিবরণ মীনাঙ্কী-মাহাত্ম্যে আছে । দাক্ষিণাত্যদেশে বাহুর সহরে মীনাঙ্কী দেবীর মন্দির আছে । পার্বতী শিবপরিণীতা হইয়া পূৰ্ব্বতা প্রাপ্ত হইলেন ; সেই ভবানীমূৰ্ত্তিও ত্রিপুর-হুন্দরীর লীলা-মূৰ্ত্তি ।

লক্ষী, সরস্বতী এবং পার্শ্বতী তোমার চরণ-কমলের স্তব করিয়াছেন। হে শ্রীশান্তি, হে শ্রীশিব, হে রাজা মনমথবজ্রের তনয়রূপে অবতীর্ণা 'মীনাধিকে', অর্থাৎ জননি মীনাধিক, মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

**আবশ্যক ব্যাখ্যা।**—এই স্তোত্রমধ্যে প্রত্যেক শ্লোকেই কর্মপদ ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পদই সঙ্ঘোদনরূপে প্রযুক্ত, শেষ শ্লোকে কেবল অসঙ্ঘোদন বহু পদ আছে, সঙ্ঘোদন পদের অর্থানুসারে বাক্য-বিশ্লেষণ, ভাষা-সরসতার জন্ত অনুবাদে করা হইয়াছে, সর্বত্র সঙ্ঘোদনরূপে ব্যবহৃত হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে রক্ষার অর্থ, আহারশুদ্ধি সম্পাদন কর। অন্নহারের কাল মধ্যাহ্ন,—এই সময়ে আত্মশক্তির রূপাকটাক্ষপাত না হইলে আহারশুদ্ধি লাভ অসম্ভব। আহারশুদ্ধি না থাকিলে সবুজ হয় না, শুদ্ধ আহারে পাতিভ্য পর্য্যন্ত হয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই যে ভোজনাপেক্ষী, সেই ভোজন যদি আত্মশক্তির রূপায় সবুজির অনুকূল হয়, তাহা হইলে ধ্যান-ধারণাদি সকলই সুচারু সম্পন্ন হয়। এই কারণে মধ্যাহ্নে রক্ষার প্রার্থনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

চক্রশ্ছেহচপলে চরাচর-জগন্মাথে জগৎপূজিতে

অর্ত্তালীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজ-ভারাস্বিতে ।

বিদ্যে বেদকলাপ-মৌলি-বিদিতো বিদ্যুল্লতাবিগ্রহে

মাতঃ পূর্ণ-সুধারসাদ্র-হৃদয়ে মাং পাহি মীনাধিকে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—হে ঐচক্রস্থিতে, তুমি স্থিরা, চরাচর জগতের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি বিশ্বপূজিতা, হে অর্ত্তজনে বরদায়িনি, প্রণত-জন-ভয়হারিণি, হে স্তনভারবিনম্রে বিদ্যে, শ্রুতি-সমূহের শিরোভাগ (উপনিষৎ শাস্ত্র) কেবল তোমাকে জ্ঞাত আছেন, তোমার মূর্ত্তি বিদ্যুল্লতা-সদৃশ, হে পূর্ণ-সুধা-রসাদ্র-হৃদয়ে মাতঃ মীনাধিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ২ ॥

**বিশেষ কথা।**—অঙ্কিত ঐচক্রবিদ্যা বাহুপূজার যন্ত্র, অন্তর্ধাগে ঐচক্র পৃথক্, মূলধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে বিস্তৃত। মূলে বক্ষোজভারাস্বিতে আর অনুবাদে স্তনভারবিনম্রে আছে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্তবের মধ্যে এই বিশেষণ কি জন্ত? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিজগজ্জননীর সকল সন্তানের পানোপযোগী স্তন্য সেই স্তনযুগলে আছে, এই মাতৃভাবটা মনে আনিবার জন্তই স্তনভারের কথা এই স্থানে এবং অস্ত্রত্ৰয় আছে ॥ ২ ॥

কোটিরাজদ-রত্ন-কুণ্ডলধরে কোদণ্ড-বাণাঙ্কিতে

কোকাকার-কুচদ্বয়োপরি-লসৎ-প্রালম্ব-হারাঙ্কিতে ।

শিঞ্জম্পূর-পাদ-সারস-মণি-শ্রী-পাদুকালঙ্কিতে

মদারিদ্ৰ্য-ভুজঙ্গ-গারুড়-খণ্ডে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- হে কীরীট-কেয়ুর-রত্ন-কুণ্ডলভূষণে, ধনুর্ধ্বাধারিণি, তোমার চক্রবাক-যুগলাকৃতি স্তন-যুগলের উপর ‘প্রালম্ব’ (কণ্ঠদেশ হইতে সরলভাবে লম্বিত) হার শোভা পাইতেছে, নৃপুং-ধ্বনি-যুক্ত-চরণকমল-বিশিষ্ট মণিময় শ্রীপাদকার দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত। এবং আমার দারিদ্ৰ্য-ভুজঙ্গ-বিনাশে তুমি গারুড়-বংশজাতা পার্শ্বণী সদৃশী, (তাই) হে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

ত্র্যম্বকশাচ্যুত-গীর্য়মান-চরিতে প্রেতাসনান্তস্থিতে

পাশোদকুশ-চাপ-বাণ-কলিতে বালেন্দু-চূড়াঙ্কিতে ।

বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে বালার্ককোট্যুজ্জ্বলে

মুদ্রারাধিত-দেবতে \* মুনি-নুতে † মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ :- (জননি!) ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু তোমার চরিতাবলী গান করিয়া থাকেন, তুমি শবাসনে আসীন, পাশ, উর্দ্ধীকৃত অকুশ, ধনুঃ ও বাণ, তোমার হস্তে বর্তমান, নবীন শশিখণ্ড তোমার শিরোভাগে শোভমান, হে বালে, তোমার নয়ন কুরঙ্গ-শাবকনয়নবৎ চঞ্চল, উদীয়মান কোটি দিবাকরের স্থায় তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আর তুমি মুদ্রা দ্বারা আরাধিতা দেবতা; হে মুনিগণস্তুতে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

বিশেষ কথা ।—ত্রিপুরার ভেদত্রয় তন্ত্রশাস্ত্রে আছে;—বাল, ভৈরবী ও স্কন্দরী। এই স্ততি-পত্রে তাঁহাকে ‘বাল’ নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। মুনিমুতে পাঠ হইলে তাহার অর্থ—হে কাত্যায়নি, অপর লীলার কাত্যমুনির কঙ্কারূপে পরিচিতা কাত্যায়নী—আত্মাশক্তি মীনাক্ষী ॥ ৪ ॥

\* দেবতে—পাঠান্তর।

† মুনি-মুতে—পাঠান্তর।



গন্ধর্ব্বামর-যক্ষ-পন্নগ-নুতে গন্ধাধরালিঙ্গিতে  
 গায়ত্রী গরুড়াসনে কমলজে সুষামলে সস্থিতে ।  
 খাতিতে খলদারু-পাবকশিখে খচোতকোট্যুজ্জ্বলে  
 যন্ত্রাধিত-দেবতে মুনিযুতে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥৫॥

**অনুবাদ** ।—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ তোমাকে স্তব করিয়া থাকে, তুমি  
 গন্ধাধরের আলিঙ্গনে অবস্থিত। অর্থাৎ রুদ্রানী, তুমিই গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণী,  
 তুমিই গরুড়াসনা স্কীরোদসম্ভবা অর্থাৎ বৈষ্ণবী, তুমিই সস্থিত। শ্রামা, তুমি  
 ইন্দ্রিয়ের অতীতা ( বা গগনমণ্ডলের অতীতা ), তুমিই খলস্বরূপ দারুচয়ের পক্ষে  
 বহিঃশিখা-স্বরূপা, কোটিখচোতবৎ সমুজ্জ্বলা ও যন্ত্র সহযোগে আট্টাধিতা দেবতা ;  
 হে মুনিগণ-স্তুতে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

নাদে নারদ-তুষ্মুরাণুবিযুতে নাদান্তনাদাত্মিকে  
 নিত্যে নীললতাত্মিকে নিরুপমে নীবারশৃকোপমে ।  
 কাস্তে কামকলে কদম্ব-নিলয়ে কামেশ্বরাক্ষ-স্থিতে  
 মদবিদ্রে মদভীষ্ট-কল্প-লতিকে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—হে নিত্যে ! নারদ, তুষ্মুর প্রভৃতি ( নাদজ্ঞগণ ) নাদমধ্যে  
 তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তুমি নাদান্ত অর্থাৎ বিন্দু এবং নাদস্বরূপা, হে  
 নীললতারপিনি ! অর্থাৎ তারারপিনি ! তোমার উপমা নাই, তুমি নীবার-শৃকের  
 স্তম্ভ স্ফন্দা, তুমি কমলয়া কামকলা ( কামশক্তি রতিদেবী ), কদম্ববনে তোমার  
 আলয়, তুমি কামেশ্বর শিব-অঙ্গে অবস্থিত, তুমি আমার বিদ্যা এবং আমার অতীষ্ট-  
 দানে করলতা, ( তাই প্রার্থনা ) হে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

**বিশেষ কথা** ।—নাদ ধ্বনিবিশেষ, স্বর, রাগ এবং সঙ্গীত নাদ ব্যতীত  
 হইতেই পারে না । সঙ্গীতদামোদরে উক্ত আছে—“আকাশগ্নিমরুজ্জ্বাতো  
 নান্দেব স মুচ্চরন্ । মুখেন্ভিব্যাক্তিমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ ॥ ন নাদেন  
 বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ । ন নাদেন বিনা রাগস্তম্মাদান্বকং জগৎ ॥”  
 অর্থাৎ শরীরাত্মকরূপ আকাশ, অগ্নি ও বায়ুযোগে এই নাদ উৎপন্ন, নাতি হইতে  
 ইহার আনন্দ, মুখে অভিব্যক্ত, এইরূপ ধ্বনিই নাদনামে অভিহিত । নাদ ব্যতীত  
 গীত, স্বর ও রাগ হয় না। অতএব জগৎ নাদময় ।

দেবার্ধি নারদ ও তুষ্মুর-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সঙ্গীতগুরুগণ নাদের সাধক । এই নাদ

বহু বীজমন্ত্রের উপাস্ত্য অবয়বরূপে কথিত, ইহার চিহ্ন অর্দ্ধচন্দ্র, ইহার পরই বিন্দু যোজিত হয়। সপ্তম ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎপত্তি, ইহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত, এই নাদ অমুচ্চাৰ্য্য বর্ণ, বিন্দুযোগে অমুস্বারবৎ উচ্চারণীয়।

জগৎ বিবিধ ;—কুদ্র ও বৃহৎ। কুদ্র জগৎ মানব-দেহ। কুদ্র জগতে নাদের উদ্ভব এবং তাহার স্বরূপ ও মহিমা সঙ্গীতদামোদরে কথিত। বৃহৎ জগৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; ইহার মূলে যে নাদের সম্বন্ধ আছে, তাহা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে :— •

“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলাং পরমেশ্বরাং।

“আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্ভবঃ।”

ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু। এই বিন্দু হইতে বর্ণক্রমে জগৎসৃষ্টি কথিত হইয়াছে। জগৎ যে নাদসমুদ্ভূত, তাহা বেদসম্মত। ব্রহ্মহুত্র দেবতাধিকরণ ১৩৩২৮ শাংবীরক ভাষ্যে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। সেই নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রে অভিব্যক্ত, নাদ অমুচ্চাৰ্য্য, বিন্দুযোগে অমুস্বারবৎ উচ্চাৰ্য্য। শক্তিসমুদ্ভূত প্রথম নাদ ও নাদপরবর্তী প্রথম বিন্দুর যোগে মন্বসকল দেবতাব প্রাপ্ত হইলেন, দেবী মীনাক্ষী সেই নাদবিন্দুস্বরূপা ॥ ৬ ॥

বীণা-নাদ-নিমোলিতার্ক-নয়নে বিম্বস্ত-চুলী-ভরে

তাম্বূলারুণ-পল্লবধর-যুতে তাড়ক-# হারাম্বিতে।

শ্রামে চন্দ্র-কলাবতংস-কলিতে কস্তুরিকা-ফালিতে

পূর্ণে পূর্ণ-কলাভিরাম-বদনে মাং পাহি মীনাম্বিকে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—হে শ্রামে ! বীণানাদ-শ্রবণস্থখে তোমার অর্দ্ধনয়ন নিমীলিত, কেশপাশ বিম্বস্ত, তোমার অধরপল্লব তাম্বূলরাগে রঞ্জিত, ( কর্ণে ) তাড়ক, ( কর্ণে ) হার, শিরোদেশে চন্দ্রকলা, ললাটে মৃগনাভি-তিলক ; হে পূর্ণচন্দ্রবদনে ! পূর্ণে ! মীনাম্বিকে ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

বিশেষ শব্দকথা।—ত্রিপুরসুন্দরীর মূলবর্ণ উদীয়মান স্বর্ঘ্যাসদৃশ, লীলা-মূর্তির বর্ণ বিবিধ, শ্রামবর্ণ অন্ততম, তাই ‘শ্রামে’ সম্বোধন। তাড়ক কর্ণভূষণ এখন নারীমণ্ডলীতে প্রচলিত নাই ; ইহার নাম “কাণ-তড়কা”, প্রতিমার গাঙ্গে এই অলঙ্কার এখনও ব্যবহৃত হয় ॥ ৭ ॥

\* “তাড়ক” পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

শব্দব্রহ্মময়ী চরাচরময়ী জ্যোতির্শ্রময়ী বাঙ্ময়ী  
 নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্ত্বময়ী চিন্ময়ী ।  
 তত্ত্বাতীতময়ী পরাংপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী  
 সর্বৈশ্বর্যময়ী সদাশিবময়ী মাং পাহি মীনাস্বিকে ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-

ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতো  
 ঐ মীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ।**—মাতঃ মীনাক্ষি ! তুমি শব্দব্রহ্মময়ী-স্বাক্ষর, ও জড়ম বাহ্য  
 কিছু, দে সমস্তই তোমা হইতে অতিরিক্ত নহে, তুমি জ্যোতির্শ্রময়ী, তুমি বাঙ্ময়ী,  
 তুমি নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, “তত্ত্বং”-পদার্থ, তুমিই চিন্ময়ী, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত  
 তত্ত্বও তুমি, তুমিই মায়াময়ী এবং শ্রীময়ী, তুমিই সর্বৈশ্বর্যরূপা ও সদাশিবস্বরূপা  
 (অতএব বিজ্ঞাদি সর্ববিষয় রক্ষা করিবার শক্তি তোমারই আছে, তাই প্রার্থনা  
 করিতেছি) আমাকে রক্ষা কর ।

**বিশেষ কথা।**—মূলে “তুমি” কথা নাই, কিন্তু অর্থে তাহার যোজন্য  
 আবশ্যক ; সংস্কৃতে একবার “ত্বং” অধ্যাহারেই তাহা সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনুবাদে  
 তাহাতে দুর্বৃত্ততা হইবে মনে করিয়া বহুবার “তুমি” শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে ।  
 মূলের “ময়ী” অনেক, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া অনুবাদে কিছু কমাইয়াছি ॥৮॥

ইতি মীনাক্ষী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্রম্ ।

চাঞ্চল্যারুণ-লোচনাঙ্কিত-কৃপা-চন্দ্রাঙ্কিঃ\* চূড়ামণিঃ  
চারুশ্বেত-মুখাং চরাচরজগৎ-সংরক্ষণীং তৎপদাম্ ।  
চুঞ্চচম্পক-নাসিকাগ্র-বিলসম্মুক্তামণী-রঞ্জিতাং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—ঐহার আরক্ত নয়নে চঞ্চলতা দ্বারা কৃপা অভিযুক্ত অর্ধচন্দ্র  
ঐহার চূড়ামণি, দোহলামান চম্পকাকৃতি স্বর্ণভূষণভূষিত নাসিকার অগ্রভাগ  
দিব্যমুক্তা-বিরাজিত হইয়া ঐহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে, সেই শ্বেত-চারু-বদনা,  
চরাচরজগৎ-পালিনী, তৎপদপ্রতিপাত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপা শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী  
শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ১ ॥

কস্তুরী-তিলকাঙ্কিতেন্দু-বিলসৎ-প্রোদ-ভাসি-ভাল-স্থলীং  
কর্পূর-দ্রব-মিশ্র-চূর্ণ-খদিরামোদোল্লসদ্-বীটিকাম্ ।  
লোলাপাঙ্গ-তরঙ্গিতৈরধিকৃপা-সারৈর্নতানন্দিনীং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—ঐহার কস্তুরীতিলকযোগে শোভমান শশিকলা-সমুদ্ভাসিত  
স্বভাবসুন্দর ললাট, মুখে কর্পূরদ্রবসংযুক্ত স-চূর্ণ খদির-স্বরতি তাষূল, করুণা-  
পূরিত অচল অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রণত জনগণের আনন্দবিধায়িনী সেই শ্রীশৈলবাসিনী  
ভগবতী মাতাকে ভাবনা করি ॥ ২ ॥

রাজমুক্ত-মরাল মন্দগমনাং রাজীব-পত্রেক্ষণাং  
রাজীব-প্রভবাদি দেব-মুকুটৈরজ্যৎ-† পদাঙ্কোরুহাম্ ।  
রাজীবায়তমণ্ড-‡ মণ্ডিত-কুচাং রাজাধিরাজেশ্বরীং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—ঐহার সুঠাম বীরগমন মন্তমরালগমনভূগা, নয়ন পদ্মপলাশ-  
সদৃশ, পাদপদ্ম পদ্মবোধিপ্রমুখ দেবতাগণের মুকুটনিচয়ে রঞ্জিত এবং স্তনবৃগল

\* 'কৃপা-চন্দ্রাঙ্কি' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

† 'রাজৎ' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে ।

‡ রাজীবায়তমন্ম ইতি পাঠান্তর ।

প্রকল্পকমলবৎ আয়ত ও ময়ূরপুচ্ছে ভূষিত, সেই ত্রিশৈলস্থলবাসিনী ত্রীমাতা ভগবতী রাজরাজেশ্বরীকে ভাবনা করি ॥ ৩ ॥

ষট্-তারারং গণ-দীপিকাং শিব-সতীং ষড়্-বৈরি-বর্গাপহাং,  
ষট্-চক্রান্তর-সংস্থিতাং বরসুধাং ষড়্-যোগিনী-বেষ্টিতাম্ ।  
ষট্-চক্রাঙ্কিত-পাদুকাঙ্কিত-পদাং ষড়্-ভাবগাং ষোড়শীং  
ত্রিশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ষট্-তারা ও গণদীপিকা নামে কথিত, যিনি মহাদেবের সহধর্ম্মিণী, যিনি কামাদি ষড়্‌রিপুকে সংহার করেন, (জীবশরীরস্থিত) ষট্-চক্র-ভ্যন্তরে ষাঁহার অধিষ্ঠান, যিনি পরমামৃতরূপিণী, (ডাকিনী, ঘ্রাকিনী, লাকিনী, সাকিনী, শাকিনী, ও হাকিনী) এই ছয়টি যোগিনী ষাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, (ষোড়শদল চক্র, অষ্টদল চক্র, চতুর্দশার চক্র, বহির্দশার চক্র, অন্তর্দশার চক্র এবং অষ্টার চক্র) এই ষট্-চক্রস্থিত পাদুকাতে ষাঁহার পদদ্বয় বিজ্ঞমান, যিনি ষড়্-ভাবের (জন্ম, বিজ্ঞমানতা, বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন ও ধ্বংস এই ছয় অবস্থায়) অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ষোড়শীরূপা, সেই ত্রিশৈলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে আমি ভাবনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ষট্-তারা—ছয়টি তার অর্থাৎ প্রণব ষাঁহার মন্ত্রমূর্ত্তিতে বিজ্ঞমান, তিনি ষট্-তারা । তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা—

ত্রিপর্য্য বাগ্‌ভবাত্মৈশ্চ ঈশ্বরী তারমন্মথৈঃ ।

আত্মভূতৈর্ভিগ্‌মানা স্কন্দরী ষড়্-বিধা ভবেৎ ॥

ত্রিপুরস্কন্দরীর বীজমন্ত্রপূর্ণ এই তান্ত্রিক বচনের ব্যাখ্যা করিব না, কেবল ‘ষট্’ আর ‘তার’ এই দুইটি পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ।

**গণদীপিকা ।**—গণ এবং কূট একার্থক শব্দ ; ত্রিপুরস্কন্দরীমন্ত্র ত্রিকূট, ‘দীপনী’ বিদ্যা প্রভেদে বৃট্-ই ৩’ছে । ৩৩৩৩ঃ টিঃ ৩৩ঃ ৩ঃ ৩ঃ বলিয় এই বিজ্ঞার নাম ‘দীপনী,’ মন্ত্রের বীর্গাই দীপ্তি । তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইরাছে ;—  
‘এবা তু দীপনী বিদ্যা অজপা প্রাণরূপিণী

দীপনেনৈব যুক্তাঃ সর্কে মজ্জা বীর্ঘ্যবস্তো ভবন্তি ।’ ত্রিকূটমন্ত্রের পূর্বে উচ্চারণীয় পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র দীপনী বিদ্যা । মন্ত্রগণের দীপ্তিবিধায়িনী বহিরা দীপনীই গণদীপিকা নামে গৃহীত হইরাছে ।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল মঠ স্থাপন করেন, তৎসমুদায়ের বৈশিষ্ট্য—চন্দ্র-মৌলীধর শিব এবং শ্রীচক্র। শ্রীচক্রে ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা হয়। ললিতা-পঞ্চরত্ন, সারদা-ভূজপ্রয়াত-স্তোত্র, ভ্রমারাবাটক, মীনাক্ষী-স্তোত্র, মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ন সমস্তই ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব; এতদ্ভিন্ন ‘আনন্দলহরী’ এতদ্বিষয়ে সর্বপ্রধান স্তব। ত্রিপুরসুন্দরী,—শ্রীবিদ্যা, রাজরাজেশ্বরী, ষোড়শী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। আর একটি নাম বাল্লালায় বর্তমানে প্রসিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সেই নামটি হইতেছে—‘ললিতা’। ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্য ভগবান্ আচার্য্যেরই রচিত। প্রথমোক্ত পাঁচখানি ক্ষুদ্র ছোট্র-গ্রন্থে সেই ভাষ্যোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ, ধ্যান মন্ত্ররহস্ত ও চক্রের সূচনা আছে। সেই সূচনা বা সূত্রের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহার স্পষ্ট আভাস আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যালহরীমূলে আছে।

জীবের যে ষড়্ভাব বা ছয় অবস্থা—জন্ম, বিদ্যমানতা প্রভৃতি, তাহা শক্তির অধিষ্ঠানেই সামর্থ্যযুক্ত, চেতন জীবকে সেই অচেতন অবস্থা যেন অধীন করিয়া রাখে, ইহা কি কম সামর্থ্যের কথা। ৪।

‘ষট্-চক্রান্তর-সংস্থিতাব’ মূল পদ্যের দ্বিতীয়পাদস্থ বাক্যের অনুবাদ—(‘জীব-শরীরস্থিত’) ষট্-চক্রান্তর-সংস্থিত বাহার অধিষ্ঠান’ এই ষট্-চক্রের নাম মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আঞ্জা। শরীরান্তর-বায়ুগ্রন্থি এক বায়ুর উৎপত্তিস্থিতিস্থান আছে, নির্গম ও প্রবেশের জন্ত বিভিন্ন নাড়ী আছে, উৎপত্তিস্থান গুহদেশস্থ মূলাধার, তাহার পর ক্রমে লিঙ্গমূল, নাভিমণ্ডল, হৃদয়, কণ্ঠ এবং ক্রমশঃ,—স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি চক্রের স্থান; চক্রসমূহ বায়ুগ্রন্থি বা বায়ুর আবর্ত, বায়ুর মধ্যেই সূক্ষ্ম তেজ থাকায় শাস্ত্রে ঐ সকল চক্রের বর্ণ-নির্দেশ আছে। আত্মশক্তি ঐ সকল চক্রে আছেন, কারণ, জগতে যে কিছু শক্তি দেখা যায়, তাহার মূলপ্রস্রবণ আত্মশক্তি। বায়ু যে আবর্ত-কৃত-সন্নিবেশ-বলে দেহকে জীবিত রাখিয়াছে, সেই বল বা শক্তির মূল শক্তি সেখানে আছেন, তিনিই মাতা আত্মশক্তি। এই সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূল বিবৃতি আনন্দলহরী ৯ শ্লোকের পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। এই পদ্যের ৩য় পাদে আর একটি ষট্-চক্র শব্দ আছে, অনুবাদে বেষ্টনীমধ্যে তাহার উল্লেখ আছে, সেগুলি কি এবং কোথায়, তাহা এই স্থানে বলিতেছি :—শ্রীচক্রের উল্লেখ স্তবমধ্যে অনেক স্থানে আছে, সেই শ্রীচক্র বহিঃপূজার যন্ত্র, তাহার অঙ্কনপ্রণালী আনন্দলহরীতে সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে, এখানেও তাহাই নামমাত্রে জ্ঞাপিত। সেই যন্ত্রে বাহিরে ষোড়শদল-পদ্ম আর অভ্যন্তরে অষ্টদলপদ্ম ও মধ্যে উর্দ্ধ ও অধোমুখ ৯টি ত্রিকোণ রেখার

৪৩টি কোণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্যস্থ কোণ বাদ দিয়া অপর ৪২ কোণই চতুর্দশার চক্র ইত্যাদিরূপে সংগৃহীত;—মধ্য কোণ ও বিন্দু, মহাশক্তি স্বান, অত্র ৪২ স্থানে তাঁহার পাছকাশক্তি। আনন্দলহরী ১১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। ৪।

ত্রীনাথাদৃত-পালিত-ত্রিভুবনাং ত্রীচক্রসঞ্চারিণীং

জ্ঞানাসক্ত-মনোজ-যৌবন-লসদ্-গন্ধর্ব্বকন্ত্যর্চিতাম্ । \*

দীনানামতিবেল-ভাগ্য-জননীং দিব্যাস্বরালঙ্কৃতাং

ত্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—ত্রীশব্দযোগে ‘নাথ’সম্বন্ধরূপ স্থানে যিনি আদৃত, (সংহারপ্রাপ্ত) ত্রিভুবনকে যিনি (মুক্তিপ্রদান করিয়া) পালন করেন, ত্রীচক্রে বাহার সঞ্চার, জ্ঞান-রত কামদেব এবং যুবতী গন্ধর্ব্বকন্তাগণ বাহার অর্চনা করেন, যিনি দরিদ্রগণেরও অত্যন্ত সৌভাগ্য-সম্পাদন করেন, দিব্য-বসনভূষণ-সজ্জিতা সেই ত্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৫ ॥

**বিশেষ কথা।**—ত্রিপুরসুন্দরীর আন্তরপীঠতাসে চারিটি পীঠের পারি-  
ভাবিক নাম,—কামগিরি, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং উড্ডীয়ানপীঠ। এই চারিটি পীঠই চারি নাথস্বরূপ—মিত্রীশনাথ, বটীশনাথ, উড্ডীশনাথ, ত্রীচর্য্যানাথ। নাথস্বরূপ এই পীঠচতুষ্টয়ে ‘ত্রী’ শব্দযোগে পাছকা-নমস্কার-বাকা উচ্চারণ ও স্বরণ করিতে হয়, ইহাই আদর। যথা—কামগির্যাগারে মিত্রীশনাথাত্মকে কামেশ্বরী-রুদ্রাশক্তি-ত্রীপাছকায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। এই পীঠতাসপ্রসঙ্গ ‘ত্রী’ ‘নাথ’ ও ‘আদৃত’ এই তিনটি পদ দ্বারা সংক্ষেপে উপদিষ্ট। নাথ শব্দ দ্বারা নাথ চতুষ্টয়স্বরূপ পীঠচতুষ্টয়, ত্রী শব্দ দ্বারা ত্রীপাছকা ও আদৃত শব্দ দ্বারা তাঁহার প্রতি নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। (‘ত্রী’ ইত্যাকারক-শব্দঃ, তেন করণেন নাথেষু নাথাত্মকেষু আদৃতা সংকৃতা,—ত্রীশব্দমুচ্চার্য্য পাছকাশকোপাদানাং সংকারবিশেষবৃচনং, তথা নম ইত্যেনোপি। উত্তরপদেন কস্মধায়য়সমাং, আদৃতে তাত্র পুংবদভাবঃ ইতি সংস্কৃতটীকা।)

**পালিত-ত্রিভুবনা।**—ইহার অনুবাদ—ভুবনকে যিনি পালন করেন, কিন্তু বেটনৌচিরূপে ‘সংহারপ্রাপ্ত’ ও ‘মুক্তিপ্রদান করিয়া’ এই দুইটি শব্দ যোজিত হইয়াছে। ঐরূপ স্থলেই ‘পালনই’ প্রকৃত পালন, কোন যত্নামুখ-প্রবিষ্ট মুচ্ছাপন্ন

কঙ্কালসার অনাথশিশুকে যদি প্রকৃতিস্থ করিয়া তাহার পোষণ করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ পালন,—প্রমাণে এইরূপ পালনের কথাই আছে, তাই সংক্ষিপ্ত স্তোত্রের বাক্যানুবাদে মৰ্গ্যকথা প্রকাশের জন্ত ঐ পদদ্বয়ের যোজনা করা হইয়াছে। প্রমাণ এই—

“নয়ে ত্রিলোক্যামপি পূরণত্যাং

প্রায়োহষিকায়াত্রিপুয়েতি নাম।” প্রপঞ্চসার। (তন্ত্রসার)

প্রলয় হইলেও ত্রিলোকীর পূরণ যিনি করেন, প্রলয়ে যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহার যোজনা এবং তৎপরে পোষণ, ইহাই প্রকৃত পূরণ। ত্রি + (ত্রিভুবান্) পূরা (পূরণকর্ত্তা)

কামদেব ইঁহার মন্ত্রসাধনা করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেন। সাধনা জ্ঞান ব্যতীত হয় না, তাই ‘জ্ঞানাসক্ত মনোজ’ মূলে আছে। প্রমাণ—

“এতানুপাস্ত দেবেশি কামঃ সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।”

তন্ত্রসারধৃত জ্ঞানার্ণব।

গন্ধৰ্ব্বকন্যাগণ দেবীর সাধনপ্রভাবে যোগিনী হইয়াছেন। এই যোগিনী-পূজা ত্রীবিম্বাপূজাপদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে।

ঐচক্রদেবীকে পূজা যিনি করিবেন, তিনি অচিরে সৌভাগ্য ও অগ্নিাদি অষ্ট-সিদ্ধির আধিপত্য লাভ করেন। যথা :—

“চক্রেহস্মিন্ পূজয়েদ্ যো হি স সৌভাগ্যমবাশ্রুয়াৎ।

অগ্নিমাণ্ডলসিদ্ধীনামধিপো জায়তেহচিরাত্ ॥”

তন্ত্রসারধৃত স্বচ্ছন্দভৈরববচন ॥ ৫ ॥

লাবণ্যাধিক-ভূমিতাঙ্গ-লতিকাং লাক্ষা-লসদ্রাগিণীং

সেবায়াত সমস্ত-দেব-বনিতা-সীমন্ত-ভূষাশ্চিতাম্।

ভাবোল্লাসবশীকৃতপ্রিয়তমাং তণ্ডুস্বরচ্ছেদিনীং

ত্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং ত্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ :- যাহার অঙ্গলতিকা অসামান্য লাবণ্যে বিমণ্ডিত, সেবার্ধ সমাগত সমস্ত দেববনিতাগণের সীমন্তভূষণে বস্ত্রিত হওয়াতে যাহার চরণস্থ লাক্ষ্যরাগ অধিকতর উজ্জল, ভাবাবেশে প্রিয়তম মহাদেবকে যিনি একান্ত বশীভূত করিয়াছেন, সেই তণ্ডুস্বরবিমর্দিনী ত্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ত্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৬ ॥



ধন্যং সোম-বিভাবনীয়-চরিতাং ধারাধর-শ্যামলাং  
মুখ্যারাধন-মেধিনীং সুষুবতীং মুক্তি-প্রদান-ব্রতাম্ ।

কথা-পূজন-সুপ্রসন্ন-হৃদয়াং কাঞ্চী-সসন্মধ্যমাং ।

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ধন্য, বাহার চরিত্র সোম-বিভাবনীয়, যিনি মেঘসদৃশ  
শ্রামকান্তি, মুনিগণের আরাধনা-সামর্থ্যের বৃদ্ধিদায়িনী, পূর্ণসুবতী ও মুক্তিদান-  
পরায়ণা ; কুমারী পূজা করিলে বাহার হৃদয় প্রসন্ন হয়, বাহার মধ্যভাগ কাঞ্চী-  
ভূষণশোভিত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৭ ॥

**বিশেষ কথা ।**—ধন্য শ্রাঘা, সকলেই বাহার উৎকর্ষ খ্যাপন করে,  
তিনিই শ্রাঘা । ‘সোমবিভাবনীয়’ কথাটির নানা অর্থ (১) সোম চন্দ্র, চন্দ্রবৎ  
নির্মল, (২) চন্দ্রের দোয়, (৩) সোমস্থানে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে বাহার ধ্যান  
করিতে হয়, ইড়া নাড়ী শক্তিরূপা, (৪) সোমযোগে বাহার ভাবনা করিতে হয়,  
(৫) সোম উমাসহচর শিব যে আত্মশক্তির চরিত্র ধ্যান করিয়া থাকেন ।  
মূলের ‘ধারাধরশ্যামলা’ আর অনুবাদের মেঘবৎ শ্রামকান্তি ত্রিপুরসুন্দরীর  
স্বরূপের বর্ণনহে, কিন্তু কালী প্রভৃতি মূর্তিও তাঁহারই, তাই তিনি মেঘবৎ শ্রাম-  
কান্তি, আত্মশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী ধ্যানমগ্নে যে বর্ণে এবং রূপে বর্ণিত হউন না, কিন্তু  
সেই রূপই তাঁহার একমাত্র নহে, তিনি নানারূপধারিণী, এই কারণে পরবর্তী  
শ্লোকে তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তাঁহার সন্ন্যস্তী প্রভৃতি মূর্তি  
কপূরবৎ শুভ্র । তবে ঐ পদের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে, কপূরবর্ণ সদাশিব  
তদুপরিস্থিতা বলিয়া তাঁহাকে ‘কপূর-বর্ণ-স্থিতা’ বলা হইয়াছে । তবে এই অর্থটি  
কষ্টকল্পিত । সুষুবতী পূর্ণসুবতী,—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে মাতা হইয়াও—বহুকাল-  
স্থায়িনী হইয়াও—কালধর্ম্ম জরা তাঁহার নিকট আসিতে পারে না, এইরূপ কাল-  
বিজয়শক্তি এই বিশেষণ দ্বারা জ্ঞাপিত । ত্রিপুরসুন্দরীধানে, অনর্ঘরত্নবাটিত কাঞ্চী-  
যুক্তনিতম্বিনীং থাকাতো এ স্থানেও ‘কাঞ্চীলসন্মধ্যমা’ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

কপূরাগুরু-কুঙ্কুমাঙ্কিত-কুচাং কপূর-বর্ণ-স্থিতাং,  
কৃষ্ণোৎকৃষ্ট-সুকৃষ্ট-কর্ম্ম-দহনাং কামেশ্বরীং কামিনীম্ ।

কামাঞ্চীং করুণা-রসাদ্র-হৃদয়াং কল্লান্তর স্থায়িনীং,

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—বাহার স্তনদ্বয় কপূর, অগুরু ও কুঙ্কুমে লিপ্ত, যিনি

কর্পূরবর্ণস্থিতা, কৃষ্ট ( বিপ্রকৃষ্ট সঞ্চিত ), উৎকৃষ্ট ( প্রারক ) এবং সুকৃষ্ট ( সন্নিহিত ক্রিয়মাণ ) ত্রিবিধকর্ম্ম যাহার কৃপায় দম্ব হইয়া যায়, যিনি কামেশ্বরী এবং কামিনী-শক্তি, যিনি কামাক্ষী, যাহার হৃদয় করুণায়সে আর্দ্র, কলান্তরুণ ও যাহার স্থিতি অব্যাহত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৮ ॥

**বিশেষ কথা ।**—কর্পূর, অমৃত ও কুঙ্কুম, বিহিত পূজার উপকরণ-মধ্যে বিশেষ আদরনীয়, ইহা প্রথম বাক্য দ্বারা প্রকাশিত । কর্পূরবর্ণস্থিতা অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থিতা, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা । প্রারক কর্ম্মের দাহ অর্থাৎ নাশ জগদম্বার আরাধনা দ্বারা হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন । কেহ কেহ বলেন, দাহ শব্দের অর্থ নাশ নহে, ব্যর্থতাবিধান । প্রারক কর্ম্ম হইতেও যে সুখ-দুঃখ, তাহা জগদম্বার কৃপা হইলে মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, ইহাই তাহার ব্যর্থতা । যে কাম লোকের চিত্তকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সংপথের সহায় করিবার বিধান ত্রিপুরসুন্দরীই করিয়া দেন, এই জন্ত তিনি কামেশ্বরী, কামের যে শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, তাহার মূল তিনি, এই জন্তই তিনি কামিনী । শিবকোপানলে ভস্মীভূত কাম তাঁহারই কৃপা-কটাক্ষে পুনর্জীবিত হয়, এই কারণে তিনি কামাক্ষী ॥ ৮ ॥

গায়ত্রীং গরুড়-ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্ব্ব-গান-প্রিয়াং  
গন্তীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং গন্ধাক্ষতালঙ্কৃতাম্ ।  
গঙ্গা-গৌতম-গর্গ-সন্নুতপদাং গাং গৌতমীং গোমতীং  
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

ভ্রমরাস্বষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি গায়ত্রীম্বরূপা ( ব্রাহ্মীশক্তি ), গরুড়ধ্বজা ( বৈষ্ণবী-শক্তি ), যিনি শৃঙ্গচারণী ও গন্ধর্ব্বকৃত গানে শ্রীতিমতী, যাহার মূর্ত্তি গন্তীর, গতি গজেশ্বরের দ্বায়, যিনি পর্ব্বতরাজের কন্যা ( শৈবীশক্তি ) ও চন্দ্রনাক্ষত্রে বিমণ্ডিতা, গঙ্গা, গৌতম ও গর্গ যাহার চরণ বন্দনা করেন এবং যিনি বসুমতী, গোদাবরী ও গোমতীরূপিনী, আমি সেই শ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৯ ॥

**বিশেষ কথা।**—ভ্রমরাষ্টক নামের কারণ সুদূতরূপে নির্ণয় করা যায় না, তবে বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য আপনাকে বা নিজচিন্তাকে ভ্রমররূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ত অষ্টক বা মাতৃ-অষ্টক স্তোত্র বলিয়া ইহা ভ্রমরাষ্টক নামে খ্যাত।

ভ্রমর যেমন মধুলুক, সংসারী জীব বা তদীয় মন সেইরূপ বিষয়রস-লুক, তাই তাহার ‘ভ্রমর’ আখ্যা অসঙ্গত নহে। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামটি বহু পুস্তকসম্মত। ‘ভ্রমরাষ্টক’ নামও আছে। বহুমতীর পূর্বসূত্রিত পুস্তকে এই স্তোত্রটি ভ্রমরাষ্টক-স্তোত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

ভ্রমরাষ্টক সমাপ্ত।

## শারদাভূজঙ্গ-প্রয়াতায়ক-স্তোত্র

স্ববক্ষোজকুম্ভাং স্বধাপূর্ণকুম্ভাং,

প্রসাদাবলম্ব্যং প্রপুণ্যাবলম্ব্যাম্।

সদাশ্চেন্দ্রবিন্ধ্যাং সদানোষ্ঠবিন্ধ্যাং,

ভজে শারদাস্বামজ্যস্তং মদস্ব্যাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি রমণীয় কুচকলসবয়ে বিরাজমানা, ষাঁহার হস্তে স্বধা-পূরিত কুম্ভ শোভা পায়, যিনি প্রসন্নভাবেই সদা অবস্থিতা, ষাঁহাকে অবলম্বন করিলে পরম পুণ্যলাভ হয়, ষাঁহার উত্তম মুখমণ্ডল শশাঙ্কবিষের তায় শোভা পাইতেছে এবং ষাঁহার বরদান-সুফুরিত ওষ্ঠপুট পকবিশ্ববৎ সুদৃশ্য, আমার জননীৰূপা সেই জগজ্জননী শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ১ ॥

কটাক্ষে দয়াদ্রাং করে জ্ঞানমুদ্রাং,

কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ স্তভদ্রাম্।

পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তঙ্গভদ্রাং,

ভজে শারদাস্বামজ্যস্তং মদস্ব্যাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—যিনি কটাক্ষে দয়াদ্রা, অর্থাৎ, যিনি কৃপাকটাক্ষে দর্শন করিতেছেন, ষাঁহার হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি (নিরন্তর) নৃত্যগীতাদি চক্ৰঃখি

কলা-বিদ্যায় জাগরিত ( ব্যাপ্ত ) রহিয়াছেন, যিনি বিদ্বৎ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা পুরজী,  
যিনি আলম্ব্যবিহীনা ও ভুজভদ্রা-নারী নদী যাহার পুরোভাগে অবস্থিতা, আমার  
জননীকুপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে আমি নিরন্তর ভজনা করি ॥ ২ ॥

ললামাক্ষ-ফালাং \* লসদ্-গান-লোলাং,

স্বভক্তৈকপালাং যশঃশ্রীকপোলাম্ ।

করে হৃক্ষমালাং কনৎ-† প্রতুলীলাং,

ভজে শারদাম্বামজত্ৰং মদম্বাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহার ললাট কন্তুরী-ভিলকে অঙ্কিত, উত্তম সঙ্গীতে যিনি  
আকৃষ্টা হয়েন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, যাহার ( স্বচ্ছ ) কপোল-  
স্থল মূর্ত্তিমতী যশঃশ্রী, যাহার হস্তে অক্ষমালা, যাহার প্রাচীন লীলাবলি সমুজ্জল,  
আমার জননীকুপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৩ ॥

স্বসীমন্তুবেগীং দৃশা নির্জিজ্ঞৈতীগীং,

রগৎকীরবাগীং নমদ্বজ্রপানিম্ ।

স্বধামহুরাস্ত্রাং মুদা চিন্ত্যবেগীং,

ভজে শারদাম্বামজত্ৰং মদম্বাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—যাহার সীমন্তু-বেগী মনোরম, যাহার নয়নশোভায় মৃগী পরা-  
জিত, শুক-পক্ষিকুলের মুখে যাহার কথা শ্রবিত হইতেছে, বজ্রধারী দেবেস্ত্র যাহাকে  
প্রণাম করেন, যাহার বদন অমৃতে পরিপূর্ণ, ভক্তবৃন্দ যাহার বেগীকে হর্ষসহকারে  
ধ্যান করে, আমার জননী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৪ ॥

**বিশেষ কথা ।**—‘মুদা চিন্ত্যবেগীং ইহার অল্পবাদে বেগী শব্দেই ব্যবহৃত  
হইয়াছে, দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ধ্যানের বিধি থাকায় বেগীধ্যান অসঙ্গত নহে ।

অথবা “অচিন্ত্য বেগীং” এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে, বেগী শব্দের অর্থ নদীর ধারা  
বা প্রবাহ । যে পবিত্র প্রবাহ মানবের চিন্তার অতীত, তিনি সেই মল্লাকিনী-  
প্রবাহরূপা এবং আনন্দময়ী ।

\* ‘ললামাক্ষফালাং’—পাঠান্তরম্ ।

† ‘কপং’—পাঠান্তরম্ ।

অশান্তাং হৃদেহাং দৃগন্তে কচাস্তাং,

লসৎসল্লতাপ্তীমনস্তামচিস্ত্যাম্ ।

অরৎ-তাপসৈঃ সঙ্গপূর্বস্থিতাস্তাং, \*

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি অশান্ত-প্রকৃতি, বাঁহার কলেবর কমনীয়, বাঁহার নেত্রপ্রান্ত কেশান্তস্পর্শী, অলকদাম-সংলগ্ন বাঁহার সত্যস্বরূপ, অঙ্গবলী শোভাসম্পন্ন, বাঁহার আবৃত্ত নাই, যিনি অরৎপরায়ণ তাপসগণেরও অচিন্তনীয়, সৃষ্টির পূর্বেও যিনি স্বরূপে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৫ ॥

কুরঙ্গে তুরঙ্গে যুগেন্দ্রে খগেন্দ্রে,

মরালে মদেভে মহোক্ষেহধিরুঢ়াম্ ।

মহত্যাং নবম্যাং সদাসামরূপাং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি ( বায়ুরূপে ) যুগে, ( সূর্য্যরূপে ) অখে, ( চর্গারূপে ) সিংহে, ( বিষ্ণুরূপে ) গরুড়ে, ( ব্রহ্মারূপে ) হংসে, ( ইন্দ্ররূপে ) মত্তহস্তীতে এবং শিবরূপে মহাবর্ষে আরোহণ করেন, অথচ যিনি অরূপা ( নিরাকারা ) এবং মহা-নবমীতে নিত্য আসীনা, আমার জননীরূপিণী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৬ ॥

জ্বলৎকাস্তিভঙ্গিঃ জগন্মোহনাক্ষীং,

ভজে মানসাস্তোজস্বভ্রাস্তভূঙ্গীম্ ।

নিজস্তোত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাক্ষীং,

ভজে শারদাস্বামজত্ৰং মদস্বাম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার কাস্তি-লহরী উজ্জ্বল, দেহাটী বাঁহার বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমোহিত করে, যিনি মানসকমলচারিণী ভূঙ্গরূপিণী, নিজস্বতি, সঙ্গীত ও নৃত্য বাঁহার প্রকাশের অঙ্গ, আমার জননী বিশ্বমাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৭ ॥

\* সঙ্গ, সঙ্গলং অঙ্গলংহানি,—মারাসম্বন্ধ ইতি যাবৎ তেন সৃষ্টিকালক্যতে । সঙ্গ ইতি পাঠ্যমঙ্গলং । ( সংস্কৃতশ্রীক )

ভবাস্ত্রোজনেত্রাজসংপূজ্যমানাং,

লসম্মন্দহাসপ্রভাবস্তু চিহ্নাম্ ।

চলচ্চক্কাচারুতটিককর্ণাং,

ভজ্রে শারদাস্বামজস্রং মদস্বাম্ ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ

• শ্রীশারদাভূজঙ্গপ্রয়াতটিকং সম্পূর্ণম্ ।

অম্মুবাদঃ—মহেশ্বর, পদ্মপলাশলোচন হরি ও ব্রহ্মা ষাঁহার অর্চনা করেন, ষাঁহার বদনমণ্ডল মুহু মুহু হাস্যচ্ছটায় সদা লক্ষিত, সোদামিনী-রমণীয় তটিক-ভূষণ ষাঁহার কর্ণে দোহলামান, আমার জননীরূপা বিশ্বজননী সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা করি ॥ ৮ ॥

শারদাভূজঙ্গপ্রয়াতটিক-স্তোত্র সমাপ্ত ।

## অস্বাটকম্

চেটী-ভবন্-নিখিল-খেটী-কদম্ব-তরু-বাটীষু নাকি-পটলী-

কোটীর-চারুতর-কোটি-মণী-কিরণ-কোটি-করস্থিত-পদা ।

পাটীর-গন্ধ-কুচ-শাটী কবিত্ব-পরিপাটীমগাধিপস্থতা

ঘোটী-কুলাদধিক-ধাটী মুদার-মুখ-বীটী-রসেন তনুতান্ ॥ ১ ॥

সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা ।—চেটী—দাসী ! খেটী—খেচরী স্বরললনা ইত্যর্থঃ । নাকিপটলী—দেবদম্বঃ । কোটীর—কিরীটম্ । কোটি—অগ্রম্, উৎকর্ষো বা । দ্বিতীয়কোটিশব্দঃ শতলক্ষসংখ্যাবাচকঃ । করস্থিতং—খচিতম্ । পাটীরচন্দনম্ । ধাটী—শঙ্করসম্মুখগমনম্ স্বরিতং প্রতিবন্ধিনং—প্রত্যাসাদনমিতি ধাবৎ । বীটী—তাম্বুলম্ ॥ ১ ॥

অম্মুবাদঃ—যে কদম্ব-বৃক্ষবাটিকায় নিখিল খেচরললনা ( দেবাদি-রমণী ) দাসীরূপে নিবৃজ্জা, তথায় অমরবৃক্ষ-কিরীট-নিচয়ের কমলীয়াপ্রভাঙ্গিত

অসংখ্য মণিকিরণে বাঁহার চরণ খচিত, বাঁহার স্তনাচ্ছাদনবস্ত্র চন্দন-গন্ধযুক্ত, সেই গিরিরাজনন্দিনী নিজ-মুখ-(চর্চিত) তাম্বুল-রস-প্রসাদ প্রদান দ্বারা (সত্ত্বরভায়) বড়বাকুলের অপেক্ষা অধিক প্রতিপক্ষ-আক্রমণ-সমর্থ (মদীয়) কবিত্বশক্তি সম্পাদন করুন, অর্থাৎ তাঁহার প্রসাদে আমি যেন দ্রুত কবিতা-রচনায় সমর্থ হই, এবং সেই দ্রুত রচনায় আমার তুল্য কেহ না থাকে ॥ ১ ॥

কূলাতিগামি-ভয়-তুলা-বলি-জ্বলন-কীলা নিজ-স্তুতি-বিধা  
কোলাহল-ক্ষপিত-কালামরী-কুশল-কীলাল-পোষণনভাঃ ।  
শূলা<sup>১</sup> হুচে জলদনীলা কচে কলিত-লীলা কদম্ব-বিপিনে  
শূলায়ুধ-প্রণতি-শীলা বিভাভু হৃদি শৈলাধিরাজ-তনয়া ॥ ২ ॥

সংস্কৃত বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।—কুলেতি ।—‘কূলাতিগামি’ হস্তরং ভয়মেব তুলাবলিঃ তুলরাশিঃ ; তত্র জ্বলনকীলা অগ্নিশিখাস্বরূপা । নিজস্তুতীত্যাदि । স্তুতি-পরায়ণ-স্বরললনা-কুশলরূপ-সলিলবর্ষণে নভোমাসতুল্যা । নভা ইতি শ্রাবণ-মাস-নাম ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—যিনি অপার-ভয় (সংসার-সাগর-ভীতি) স্বরূপ-তুলরাশির দাহে অগ্নিশিখা, যিনি নিজস্তুতি-কোলাহলে কালধাপনকারিণী অমররমণীগণের কল্যাণবারিবর্ষণে শ্রাবণমাসতুল্যা, পীনস্তনো, ঘননীলকুস্তলা, কদম্ববন-বিহারিণী, শঙ্করপ্রীতিপরায়ণা সেই গিরিরাজনন্দিনী (আমার) হৃদয়ে বিরাজমানা হউন ॥২॥

যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তল-শুকা  
মুত্রাম-কাল-মুখ-সত্রাশন-প্রকর-সুত্রাণকারি-চরণা ।  
ছত্রানিলাতিরয়-পত্রাভিরাম-গুণ-মিত্রামরী-সম-বধুঃ  
কুত্রাসদৃশি-# বিচিত্রাকৃতিঃ স্ফুরিত-পুত্রাদি-দান-নিপুণা ॥৩॥

সংস্কৃত বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।—ওকং—বস্ত্রম্ । হত্রামা—ইন্দ্রঃ, কালঃ—বমঃ । সত্রাশনাঃ—দেব্যাঃ । সুত্রাণং—সুধেন শোভনং বা ব্রহ্মণম্ । ছত্রম্—আতপত্রম্ । অনিলাতিরয়ঃ—অনিলবদ্ বেগাতিশয়ঃ পত্রং বাহনং তেষু অভিরাম-গুণাঃ অমরীসমাঃ বক্ষো মিত্রাণি যন্তাঃ । অথবা ছত্রযুক্তা অতিবেগ-বিবিধবাহন-শোভিতা যোগিত্তো যন্তাঃ সহচর্যাঃ । অমর্যাঃ—দেব্যাঃ, সমাঃ—সর্বাঃ বধ্বাঃ ইতি

বা বহুব্রীহী পদার্থঃ। কুজ—পৰ্কতঃ তন্তু অসদৃক্ অহুপমো যো মণিঃ তদ্বিচিত্রা  
আকৃতিবৃত্তা, ইতি বহুব্রীহিঃ সা চাসৌ বিচিত্রাকৃতিশ্চেতি বা কৰ্ম্মধারয়ঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**।—বাহার ত্রিচরণ, ইজ্র যম প্রমুখ দেবগণের সুরক্ষণ করিয়া  
ধাকেন, অমরীসদৃশী যদীয় সহচরী ডাকিনী-যোগিনীগণ, ছত্রধারণে, বায়ুবেগ-সদৃশ  
গমনে এবং বাহনচালনে পরম গুণ-সম্পন্ন; অথবা ছত্রযুক্তা, বায়ুবেগগামি-  
বাহন, রূপ ও অভিরামগুণসম্পন্ন; যিনি গিরিরাজের অতুলনীয় রত্নস্বরূপা ও  
অপরূপরূপশালিনী অথবা নানাবর্ণা, সুন্দর পুত্রাদিদানদক্ষা, সেই পার্কতী আমার  
মনোমত স্থানে অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩ ॥

বৈপায়ন-প্রভৃতি-শাপায়ুধ-ত্রিদিব-সোপান-ধূলি-চরণা  
পাপাপহঁ-স্বম্নু-জাপানুলীন-জন-তাপাপনোদ-নিপুণা ।  
নীপালয়া সুরভি-ধূপালকা ছুরিত-কূপাতুদঞ্চয়তু মাং  
রূপাধিকা শিখরি-ভূপাল-বংশ-মণি-দোপায়িকা ভগবতী ॥ ৪ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ ব্যাখ্যা**।—‘শাপায়ুধাঃ’—ঋষয়ঃ। ‘ত্রিদিব—  
সোপান’ স্বর্গারোহণসাধনং ‘ধূলিঃ’ রেণুর্ঘয়োঃ তৌ ‘চরণৌ’ বৈপায়নপ্রভৃতিষু ঋষিষু  
যন্তাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ**।—বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের সেবিত যদীয় চরণের ধূলি  
স্বর্গারোহণের সোপান; যিনি পাপবিনাশন নিজমস্ত্রজপে নিরত জনগণের ত্রিতাপ-  
নাশে নিপুণা, কদম্ববননিলায়া ধূপ-সুরভি-অলক-বিরাজিতা রূপাতিশয়শালিনী, সেই  
গিরিরাজকুলের রত্নদীপসদৃশী ভগবতী আমাকে ছুরিত-কূপ হইতে উদ্ধার  
করুন ॥ ৪ ॥

যালীভিরাত্মতনুতালী-সক্লং-প্রিয়-কপালীষু খেলতি ভয়-  
ব্যালী-নকুল্যাসিত-চুলীভরা চরণধূলীলঘন-মুনিবরা । \*  
বালীভৃতি শ্রবসি তালীদলং বহতি যালীক-শোভি-তিলকা  
সালীকরোতু মম কালী মনঃ স্বপদ-নালীক-সেবন-বিধৌ ॥ ৫ ॥

**সংস্কৃত-বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**।—আম্বনস্তরী মূবী যা তালী  
করতলসংযোগঃ তয়া সক্লং প্রিয়ানু কপালীষু ধর্পরধণ্ডেযু আলীভিঃ সখীভিঃ সহ  
যা খেলতি ! এতেন বাল্যলীলা স্থচिता । ভয়ব্যালী নকুলী, ভয়নাশিনীত্যর্থঃ ।

\* ‘লসমুনিবরা’ পাঠান্তরঃ।



বালীভূতি—ভূষণবতি, তালীদলং—তালপত্রম্ । অলীকং—লগাটম্ । অলীকরোতু—ভ্রমরীকরোতু । নালীকং পত্নম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি আপনার ক্ষুদ্র করতলতালীর সঙ্কট প্রীতিসংযোগ-প্রাপ্ত খর্পরথণ্ডে সখীগণসহ খেলা করেন, ( অথচ ভক্তগণের ) ভয়স্বরূপভূজগী-বিনাশে যিনি নকুলী, মুনিগণ ষাঁহার পদধূলির অভিনাষী, ষাঁহার ( শৈশবেয় ) অদীর্ঘ কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ, অলঙ্কৃত কর্ণে তালীপত্র দোহুলামান, লগাট-পটে তিলক শোভিত, সেই কালী আমার মনকে নিজ চরণকমল-সেবন-কার্য্যে ভ্রমর সদৃশ করাই ॥ ৫ ॥

শঙ্কাক রে বপুষি কঙ্কাল-<sup>\*</sup> রক্ত-পুষি কঙ্কাদি-পক্ষিবিষয়ে

ত্বঙ্কামনাময়াস কিঙ্কারণং হৃদয়-পঙ্কারিমেহি গিরিজাম্ ।

শঙ্কা-শি ১-নিঃশত-টঙ্কায়মান-পদ-সং কাশমান-স্মনো-

অঙ্কার-মান-তাতমঙ্কানুপেত-শশি-সঙ্কাশি বক্ত্র-কমলাম্ ॥ ৬ ॥

**সংস্কৃত-বিষয়-পদ-ব্যাখ্যা ।**—শৃঙ, কাক, রে ইতি ছেদঃ । শৃঙ নীচঃ, কাকঃ অতিধৃষ্টঃ, সন্মোহনপদস্বরূপঃ ; তচ্চ স্বং প্রতি বা সংসারিণং প্রপন্নং প্রতি বা প্রযুক্তম্ । রে ইতি নীচ-সন্মোহন-ছোতকমব্যয়-পদম্ । কঙ্কাদি-পক্ষি-ভক্ষ্য-হস্তিরক্তযুক্তে বপুষি কথং ত্বং কামনাম্ অয়সি প্রাপ্নোষীতি তদর্থঃ । শঙ্কা ভয়ং শিলেব । টঙ্কঃ পাবাণভেদি শস্ত্রম্ । তৎস্বরূপে পদে সঙ্কাসমানাঃ বিরাজমানাঃ স্মনসো দেবাঃ । সকলভয়-বিনাশনয়দীয়-চরণ-শরণ-দেবানাং স্তবধ্বনিবহুলা সিংহ-নাদযুক্তা বা মান-ততি-মহিমাধ্বনিঃ পূজাপর্যায়ো বা যস্তান্তামকলকচক্রমুখীং অন্তঃপাপনাশিনীং গিরিজাং প্রপত্ত্বশ্বেতি কেষাক্ষিৎ পদানাং ক্লুতাঘয়ানাং প্রতিশব্দা-ধ্যানম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—রে ( আমার ) অতিধৃষ্ট নীচ ( মন ), অস্থি ও রক্তযুক্ত কঙ্ক-প্রভৃতি পক্ষিগণের লোভনীয় দেহে কি কারণে অতুরাগযুক্ত হইতেছে ? ভীতিপাবাণচ্ছেদনে, শাণিত টঙ্কতুলা, যন্ত্রীয়া চরণসমীপে বিরাজিত দেবব্রহ্ম-কণ্ঠঝঙ্কারে ষাঁহার মান বিস্তৃত, সেই অকলঙ্কশিবদনা অন্তরের পাপনাশিনী গিরিজায় আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কশ্মা \* বতীব সম-বিড়ম্বা গলেন নবতুস্মাভ-বীণ-সবিধা  
শম্বাহলেয়-শশি-বিস্মাভিরাম-মুখ-সম্বাধিত-স্তন-ভরা ।  
অস্মা কুরঙ্গমদজম্বাল-রোচিরিহ লম্বালকা দিশতু মে  
বিস্মাধরা বিনত-শম্বায়ুধাদি-নিকরম্বা কদম্ব-বিপিনে ॥ ৭ ॥

**সংস্কৃতবিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা ।**—গলেন—কঠেন, কস্মো—শম্বে,  
অতীব সমঃ বিড়ম্বঃ অম্লকরণং সংস্থানং বা যস্তাঃ, কষুঃ যস্তাঃ কঠদেশমালাদ্যা  
অম্লকরণমতিসাম্যোনে ক্রোতি ইতি ভাবঃ । তুস্মাভোভিতা বীণা যন্ত ইতি শিবপক্ষে ।  
যন্তেতি স্থানপক্ষে । তুস্মাভবীণঃ শিবঃ স সবিধঃ সমীপবর্তী যস্তাঃ, অথবা তুস্মাভবীণঃ  
সবিধঃ সমীপস্থানং যস্তাঃ । বাহলেয়ঃ কান্তিকৈয়ঃ । মে মতং মম বা শং দিশতু ।  
কুরঙ্গমদঃ—কন্তুরিকা । জম্বালঃ পঙ্কঃ পঙ্কতাপন্ন-কন্তুরিকা-চর্চিতা ইত্যর্থঃ ।  
শম্বঃ—বজ্রম্ । শম্বায়ুধ—ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার গলদেশের সুসদৃশ গঠন শম্বে বর্তমান, নবতুস্মা-  
বিরাজিত বীণাধারী শিব ঐহার সমীপে অবস্থিত, (অথবা ঐহার সমীপস্থানই  
ঐরূপ বীণাশোভিত), ঐহার স্তনমণ্ডল কান্তিকৈয়ের শশিবিশ্বকমনীয় বড়বদনচূষণে  
ব্যথাপ্রাপ্ত, ঘৃষ্ট যুগনাভি-রচিততিলকালঙ্কতা, কদম্ববনে প্রণতইন্দ্রাদি-দেবগণ-  
পরিবৃত্তা সেই জননী লম্বিতালকা, বিস্মাধরা আমার কল্যাণদায়িনী হউন ॥ ৭ ॥

ইক্ষান-কীর-মণিবন্ধা ভবে হৃদয়বন্ধাবতীব রসিকা  
সন্ধাবতী ভুবন-সন্ধারণেহপ্যমৃত-সিদ্ধাবুদার-নিলয়া ।  
গন্ধানুভান-মুহুরন্ধালি-বীত-কচ-বন্ধা সমপর্যতু মে  
শঙ্কাম ভামুমপিসন্ধানমাশুপদ-সন্ধানমপ্যগস্ততা ॥ ৮ ॥  
ইতি শ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্ অস্মাচকং সমাপ্তম্ ।

**সংস্কৃতবিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা ।**—ইক্ষানেতি । কীরঃ—কান্দীর-  
প্রদেশঃ—মণিবন্ধঃ—মণিবন্ধপাতস্থানং তন্নাম প্রসিদ্ধম্ । ইক্ষানাঃ প্রভাবন্তঃ কীরঃ  
কান্দীরপ্রদেশঃ মণিবন্ধঃ মণিবন্ধপাতস্থানং চ যত্র যস্তা বা কান্দীরপ্রদেশে মণিবন্ধ-  
নামি তৎপাতস্থানে চ সতীরূপায়া দেব্যা অঙ্গবিশেষণতনেন একপক্ষাশংসীঠাস্তর্গ-  
তম্ ইতি তেবাং মহিমোচ্ছলম্ । ‘সন্ধাবতী’ স্থিতিমতী সততবৃত্তা ইত্যর্থঃ ।  
গন্ধানুভানেতি । গন্ধানুভবেন বারংবারং অকীভূতৈরলিকুলৈঃ যস্তাঃ কবরীবন্ধঃ

ব্যাশ্চ ইত্যর্থঃ । সন্ধানমাস্থিতি ।—সন্ধ্যা—সন্ধ্যা তত্র যে নমস্তি তে সন্ধানমাঃ  
 তৈরাণ্ডপদসন্ধানং পদস্বরূপং পদমেলনং বা যন্ত এবম্বৃত্তং ধামস্বরূপং ভাস্করমপি  
 প্রাপন্নতু ; স্বর্ঘ্যধারেণ হি সঙ্কণত্রকোপাসকা মুচ্যন্তে ইতি শ্রুত্যাঃ<sup>১</sup> হিত্রাসঙ্করেঃ ।  
 ভাস্করমপি ইত্যপিকারঃ শমিতি কল্যাণমিত্যেননায়েতি, সন্ধানমপি ইত্যপিকারঃ  
 ভাস্করমিত্যেনন, অপিকারো চার্থে । ঐহিকং কল্যাণঞ্চ প্রাপন্নতু মোক্ষার্থং স্বর্ঘ্যঞ্চ  
 প্রাপন্নতু, উভয়োঃ কালভেদতোতন্যর্থমিদমপিকারদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি কাশ্মীরপ্রদেশকে ( কণ্ঠপীঠ করিয়া সারদাক্রমে )  
 ও মণিবন্ধ নামক স্থানকে ( মণিবন্ধপীঠ করিয়া গায়ত্রীক্রমে ) উজ্জল করিয়াছেন,  
 যিনি হৃদয়বন্ধ শিবের অতীব অনুরক্তা, ভুবনধারণে সতত যুক্তা এবং সুধাসিদ্ধ-  
 মধ্যে মহানিলয়ে অবস্থিতা ; যাহার কবরীবন্ধকে গন্ধান্নভবে ( পুষ্পক্রমে ) বারংবার  
 মুখ অলিকুল আৱত করিতেছে, সেই নগনন্দিনী, আমাকে ( ঐহিক ) মঙ্গলও  
 অর্পণ করুন এবং সন্ধ্যাসময়ে প্রণতগণের সংস্রবগীত-পদ স্বর্ঘ্যকে ( অন্তে ) প্রবেশ-  
 স্থানরূপে অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিত অষ্টাষ্টক সমাপ্ত ।

## ভবাশ্রয়ক-স্তোত্রম্ ।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা,

ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা

ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমাস্তে,

তদেকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র  
 নাই, পুত্রী নাই, ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই, জায়া নাই, বিদ্যা নাই, বৃত্তিও নাই ; তাই  
 হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ১ ॥

ভবান্ধাবপারে মহাত্মঃখ-ভীরুঃ,

পপাত \* প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ ।

কুসংসারপাশ-প্রবন্ধঃ সদাহং,

গতিস্বং গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ২ ॥

অম্মুবাদ ।—আমি অতীব কাগর্ভ, প্রলুব্ধ, নিরস্তর কুসংসারজালে সংবদ্ধ, মহাত্মঃখে ভীরু ; (কিন্তু) প্রমত্ত হইয়া অপার ভবসাগরে (জানি না কতকাল) পতিত হইয়াছি । (এখন) হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ২ ॥

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং,

ন জানামি তদ্ব্যং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্ ।

ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং,

গতিস্বং গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ৩ ॥

অম্মুবাদ ।—আমি দান ( অর্পণবিধি বা শুদ্ধি ) জানি না, ধ্যানযোগ জানি না, তত্ত্ব জানি না, স্তোত্রমন্ত্র জানি না, অর্চনা জানি না, ন্যাসযোগও অবগত নহি ; হে ভবানি ! ( আমার ) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৩ ॥

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিত্ ।

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-

র্মমৈকা গতিস্বং গতিস্বং ভবানি † ॥ ৪ ॥

অম্মুবাদ ।—আমি কোন কালেই পুণ্য অবগত নহি, তীর্থ অবগত নহি, মুক্তি অবগত নহি, লয়যোগ অবগত নহি, ভক্তি অবগত নহি, ব্রতও অবগত নহি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৪ ॥

কুকর্মা কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,

কুলাচার-হীনঃ কদাচার-লীনঃ ।

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্বং গতিস্বং ভবানি ॥ ৫ ॥

অম্মুবাদ ।—আমি কুকর্মে লিপ্ত, কুসংসর্গী, কুমতি, কুভৃত্য, কুলাচার-

\* 'প্রপাতঃ' পাঠ স্থচিং দেখা যায়।

† 'গতিস্বং গতিস্বং মমৈকা ভবানি' এই পাঠান্তর পরবর্তী মোকগুলিতে আছে ।

বর্জিত, কদাচারপরায়ণ, কুদৃষ্টিবৃত্ত ও কুবাক্যরচনায় নিরত। হে ভবানি !  
আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৫ ॥

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,

দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ ।

ন জানামি চান্ধং সদাহং শরণ্যে,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ।—হে শরণ্যে ! হর, হরি, ব্রহ্মা, দেবেজ, দিবাকর, নিশাকর  
বা অস্ত্র ইত্যাদিকেও আমি কদাচ অবগত নহি। হে ভবানি ! আমার একমাত্র  
তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৬ ॥

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,

জলে চানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে ।

অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—হে শরণ্যে ! কি বিবাদক্ষেত্রে, কি বিষাদসময়ে, কি  
প্রমাদে, কি বিদেশে, কি জলগর্ভে, কি অগ্নিতে, কি পর্বতে, কি অগ্নিমধ্যে, কি  
অরণ্যে, সর্বত্র সর্বদা তুমি আমার রক্ষাবিধান কর। হে ভবানি ! আমার  
একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৭ ॥

অনাথো দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো,

মহাক্ষীণ-দীনঃ সদা-জাড্যবস্ত্রঃ ।

বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং,

মমৈকা গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি ॥ ৮ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-  
শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ ভবান্ধকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ ।—আমি অনাথ, দরিদ্র, জরারোগী, অতিক্ষীণ ও দীন ;  
আমার মুখ সদা জড়তাপূর্ণ ; আমি নিরস্তর বিপদে নিগতিত হইয়া প্রণষ্ট অবস্থায়  
আছি । হে ভবানি ! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৮ ॥

ইতি শঙ্করাচার্য্যকৃত ভবান্ধকস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## ভবানীভুজঙ্গ-স্তোত্রম্ ।

ষড়াধার-পঙ্কেরুহান্তবিরাজৎ-

স্বমুন্নাস্তরালেহতিতেজোলসন্তীম্ \* ।

স্বধামণ্ডলং দ্রাবয়ন্তীং পিবন্তীং,

স্বধামুর্তিমীড়ে চিদানন্দরূপাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি মূলাধারাদি ষট্চক্রস্থিত পদ্মমধ্যে শোভমান স্বমুন্নানারী নাড়ীর অন্তরালে বিপুলতেজে সমুদভাসিতা, যিনি সহস্রদলকমলগত স্বধামণ্ডল দ্রাবিত করিয়া সেই স্বধাপানে নিরত আছেন, সেই স্বধাময় মূর্তিধারিণী চিদানন্দরূপা † (ব্রহ্মময়ী) ভবানীকে স্তব করি ॥ ১ ॥

জ্বলৎ-কোটি-বার্কার-ভাসারুণাঙ্গীং,

স্বলাবণ্য-শৃঙ্গার-শোভাভিরামাম্ ।

মহাপদ্ম-কিঞ্জল্ক-মধ্যে বিরাজৎ-

ত্রিকোণে নিষগ্নাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত কোটি সূর্য্যের ত্রায় উজ্জ্বল-আভাষ বাহার অঙ্গসমূহ অরুণ-বর্ণ, অপূৰ্ণ লাবণ্য ও বেশ-বিত্তাস-শোভায় যিনি পরমরমণীয়া, মূলাধারমহাপদ্মে ত্রিকোণমণ্ডলে যিনি বিরাজমানা, সেই দেবী শ্রীভবানীকে আমি ভজনা করি ॥ ২ ॥

রুণৎ-কিঙ্কিণী-নূপুরোদভাসি-রত্ন-

প্রতালীঢ়-লাক্ষাদ্র'-পাদমাজ-যুগ্মম্ ।

অজেশাচ্যুতাত্মৈঃ স্মরৈঃ সেব্যমানং,

মহাদেবি মন্যুর্দ্ধি তে ভাবয়ামি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মহাদেবি ! শকাগমান কিঙ্কিণী ও নূপুরে বিরাজিত রত্ন-প্রভায় রঞ্জিত ও লাক্ষারস-সিক্ত এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি স্মরবৃন্দ-সেবিত তোমার চরণকমলবুগল মনীর মস্তকে ধ্যান করি ॥ ৩ ॥

\* 'তেজোলসন্তীম্' বাণীবিলাস বুক্তিত পাঠ ।

† চিদানন্দরূপা—ব্রহ্মানন্দ বা জ্ঞানানন্দকেই চিদানন্দ বলে । একমাত্র জ্ঞানময় ব্রহ্মই ঐ আনন্দ ।

অশোণাশ্রাবন্ধ-নীবী-বিরাজন্-

মহারত্ন-কাঞ্চী-কলাপং নিতম্বম্ ।

স্মরদক্ষিণাবর্তনাভিং চ তিস্রো

বলীরম্ব তে রোমরাজিং ভজেহহম্ ॥ ৪ ॥ \*

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! তোমার স্মরত্ব দুকূল-সংবৃত কটিদেশে বিরাজিত মহারত্নময় কাঞ্চীকলাপে (চক্রহার) শোভিত নিতম্বদেশ, দক্ষিণাবর্ত-বিরাজিতভ্রাতা, ত্রিবলি এবং রোমাবলিকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

লসদব্রতযুত স্তু-মাণিক্য-কুন্তো-

পমশ্রি স্তনদ্বন্দ্বমদ্বাপুজাম্ ।

ভজে দুগ্ধপূর্ণাভিরামং তবেদং,

মহাহার-দীপ্তং সদা প্রস্নুতাস্তম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কমল-নয়নে জননি, (আমি তোমার তনয়) তোমার স্নেহত, উচ্চ ও রত্নময় ঘটদৃশ শ্রীসম্পন্ন উৎকৃষ্ট হার-বিরাজিত (সন্তানবাৎসল্যে) দুগ্ধস্রাবী অসুরস্ত দুগ্ধের আধার ঐ স্তনযুগল ভজনা করি ॥ ৫ ॥

শিরীষ-প্রসূনোল্লসদ-বাহুদগৈ-

জ্বলদ-বাণ-কোদণ্ড-পাশাঙ্কুশৈশ্চ ।

চলৎ-কঙ্কণোদার-কেয়ূর-ভূষো-

জ্বলন্তিলসন্তীং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ভাষ্যে ধনুর্বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ-যুক্ত, চঞ্চল কঙ্কণে ও দিব্য কেয়ূরভূষণে উজ্জ্বল, শিরীষ-কুসুম-কোমল বাহুলতা-চতুষ্টয় দ্বারা শোভমান শ্রীভবানীকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

শরৎ-পূর্ণচন্দ্র-প্রভা-পূর্ণ-বিন্ধ্যা-

ধর-স্নেহ-বক্তারবিন্দাং সুশান্তাম্ ।

স্বরত্নাবলী-হার-তাটঙ্ক-শোভাং,

মহাসুপ্রসন্নাং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—ঐহার সহস্র বিদ্যধর-যুক্ত যুথারবিন্দ শরৎকালীন-পূর্ণচন্দ্র

সদৃশ সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত, যিনি পরমা শান্তির আশ্রয়, দিব্যরত্নরাজিখচিত হার  
ও তাটকবিভূষণে যিনি শোভমানা এবং অতীব সুপ্রসন্ন, সেই শ্রীভবানীদেবীকে  
ভজনা করি ॥ ৭ ॥

স্বনাসাপুটং সুন্দর-ক্র-ললাটং,

তবোষ্ঠপ্রিয়ং দান-দক্ষং কটাক্ষম্ ।

ললাটে লসদগন্ধ-কন্তুরিভূষণং,

স্মরচ্ছ্রীমুখাশ্চোজমীড়েহহমস্ম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! তোমার অতীব রমণীয় নাসাপুট, সুন্দর ক্র,  
ললাট, ওষ্ঠের শ্রী, অতীষ্টদানে সুদক্ষ কটাক্ষ এবং চন্দন ও কন্তুরিকা-ভূষিত  
ললাটদেশ-সমুদ্ভাসিত শ্রীমুখকমলের স্তব করি ॥ ৮ ॥

চলৎ-কুন্তলাস্ত্রমদ্-ভঙ্গ-বন্দং

ঘন-স্নিগ্ধ-ধন্মিল্ল ভূষোজ্জ্বলং তে ।

স্মরম্মৌলি-মাণিক্য-বন্ধেন্দুরেখা-

বিলাসোল্লসদ্বিব্যমুর্দ্ধানমীড়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ।—(জননি) সৌরভলোভ-বিভ্রান্ত ভ্রমরকূলে অন্তঃশোভিত  
চঞ্চল কুন্তলে বিরাজিত, মসৃণ-বেণী-অলঙ্কারে সমুদ্ভাসিত, কীরীটস্থিত উজ্জ্বল  
মাণিক্যসংস্পৃষ্ট শশিকলা-বিলাসোল্লসিত তোমার ঐ দিব্য মস্তকপ্রদেশের স্তব  
করি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভবানি স্বরূপং তবেদং,

প্রপঞ্চাৎ পরং চাতিসূক্ষ্মং প্রসন্নম্ ।

স্মরত্বম্ ভিস্তম্ মে হৃৎসরোজে,

সদা বান্ধয়ং সর্ববতেজোময়ং চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—হে জননি ভবানি ! হৃদীয় এই স্বরূপ—বিষপ্রপঞ্চের  
অতীত, অতীব হৃৎসর, প্রসন্ন, পঞ্চাশদ্বর্ণময় ও নিরন্তর অসীম তেজো-  
রাশিতে সমুদ্ভাসিত ; আমি তোমার বালক, আমার হৃদয়গগনে ইহা স্মরিত  
হউক ॥ ১০ ॥



গণেশাভিমুখ্যাখিলৈঃ শক্তিবৃন্দৈ-

বৃত্তাং বৈ স্ফুরচ্চক্ররাজোল্লাসস্তীম্ ।

পরং রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুরি ত্বাং,

শিবাক্ষোপরিস্থাং শিবাং ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ :- হে রাজরাজেশ্বরী ত্রৈপুরি-দেবি ! তুমি গণেশাভিমুখী নিখিল শক্তিসমূহে পরিবৃত্তা, সমুজ্জ্বল ‘ত্রৈচক্র’ নামে প্রসিদ্ধ চক্ররাজে বিরাজমানা, ও মহেশ্বরের অঙ্কদেশে অবস্থিতা পরমা শিবা, তোমাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১১ ॥

ত্বমর্কস্তুমিন্দুস্তময়িস্ত্বমাপ-

স্ত্বমাকাশভূ-বায়বস্ত্বং-মহত্ত্বম্ ।

ত্বদন্তো ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চোহস্তি সর্বং,

ত্বমানন্দসংবিৎ সদা ত্বাং \* ভজেহহম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ :- তুমিই স্বর্গ, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বহি, তুমিই জল, তুমিই আকাশ, তুমিই ভূ, তুমিই অনিল এবং তুমিই মহত্ত্ব, তুমি অখিলরূপিণী, তুমি ভিন্ন কোন-রূপ প্রপঞ্চ নাই, তুমি আনন্দরূপিণী ও চিৎস্বরূপা, তোমাকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

শ্রুতীনাংগম্যো স্তবেদাগমস্তা

মহিম্নো ন জানন্তি পারং তবান্ধ ।

স্তুতিং কর্তৃমিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি,

ক্ষমস্বৈদমত্র প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমি শ্রুতিসমূহের অজ্ঞেয়, বেদ ও আগমে অভিজ্ঞ-  
(মুনি)গণ তোমার মহিমার সীমা অবগত নহেন, হে ভবানি, আমি মূঢ়মতি,  
আমি যে তোমার স্তুতিবাদে অভিলষী হইয়াছি, তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা কর ॥ ১৩ ॥

গুরুস্ত্বং শিবস্ত্বং চ শক্তিস্ত্বমেব,

ত্বমেবাসি মাতা পিতা চ ত্বমেব ।

ত্বমেবাসি বিদ্যা ত্বমেবাসি বন্ধু-

গতিমে' মতির্দেবি সর্বং ত্বমেব ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ :- দেবি ! তুমি গুরু, তুমি শিব, তুমিই শক্তি, তুমিই জননী,

তুমিই জনক, তুমিই বিজ্ঞা, তুমিই বন্ধু, আমার গতি ও মতিও তুমি, তুমিই  
( আমার ) সব ॥ ১৪ ॥

শরণ্যে বরেণ্যে স্তুকারুণ্যমূর্তে,

হিরণ্যোদরাট্টরগম্যে স্থপুণ্যে ।

ভবারণ্যভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্রে,

নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ** ।—হে শরণ্যে ! হে বরেণ্যে ! হে পরমকরুণাময়মূর্তে ! হিরণ্য-  
গর্ভাদি কেহই তোমাকে বুঝিতে সমর্থ নহেন । হে স্থপবিত্ররূপে, হে **জলময়ি** !  
সংসারারণ্য-সজ্জাস হইতে আমাকে রক্ষা কর, হে ভবানি ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ  
( তিনবার ) নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

ইতীমাং মহাশ্রীভবানীভূজঙ্গ-

স্তুতিং যঃ পঠেদুভক্তিযুক্তশ্চ তস্মৈ ।

স্বকীয়ং পদং শাস্বতং বেদসারং,

শ্রিয়ং চাক্ষুসিদ্ধিং ভবানী দদাতি ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—যে ব্যক্তি ভক্তি-সম্বিত হইয়া এই মহাশ্রীযুক্ত ভবানীভূজঙ্গ-  
স্তোত্র পাঠ করে, দেবী ভবানী তাহাকে বেদসারভূত নিজ নিত্যপদ, অষ্টসিদ্ধি-  
যুক্ত শ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার-

মুদারং মুদা সর্বদা যে জপন্তি ।

ন শোকো ন মোহো ন পাপং ন ভীতিঃ,

কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিচ্ছঙ্কনানাম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি পদ্মমহৎস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্য শ্রীগে বিবন্দ-ভগবৎ-

পূজ্যপাদশিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ

শ্রীভবানীভূজঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ** ।—যাহারা নিরন্তর আনন্দ সহকারে ‘ভবানী, ভবানী, ভবানী’  
এই নাম বারত্রেয় উদারভাবে জপ করে, কখনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে কিছু-  
মাত্র শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহাদিগের মোহ বিস্তমান থাকে না, পাপ  
থাকিতে পারে না এবং তাহাদিগের ভীতিও বিস্তমান থাকে না ॥ ১৭ ॥

ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্ ।

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী  
নির্ঝুতাখিলদোষ- \* পাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী ।  
প্রালেয়াচল-বংশ-পাবন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন, হস্তে বর ও অভয়-মুক্তা ধারণ করিতেছেন, বাহার শরীর সৌন্দর্য্যরত্নাকর যিনি, (ভক্তবৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরীশক্তি, যিনি (জন্মদারা) হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছেন, সেই তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

**বিশ্বম-পদ-ব্যাখ্যা**—বরাভয়করী—ভরাভয়ে করে যন্তাঃ সা, স্বাক্ষাদিত্যাदि ह्यत्रैव वैकल्पिकीविधानात्, বরাভয়করী, অথবা বরা অভয়করী চেতি ছেদঃ, বরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভয়করী ভক্তানামভয়কারিণী । অশব্দাদেঃ কৃষ্ণঃ শীলাথে টপ্রত্যয়ন সিদ্ধম্ । চিহ্নাদ্ ভী । এবমন্তত্র ।

সৌন্দর্য্যরত্নাকরী—সৌন্দর্য্যস্ত রত্নাকরঃ সাগরঃ,—রত্নাকর ইতানেন সৌন্দর্য্যো রত্নস্বমর্থাদারোপিতম্ । স চ দেব্যাঃ কাঃ, তন্ত্বেষমিতাণ্ প্রত্যয়াং স্ত্রীভে ভী । সৌন্দর্য্যরত্নাকরঃ থলু দেব্যাঃ শরীরং তৎসম্বন্ধিনী তদধিষ্ঠাত্রী চিজ্জপা দেবতা । অতএব আত্মা দেহীত্বাচ্যতে । অণ্ প্রত্যয়ঃ বিনা রত্নাকরীতি প্রয়োগো নোপপত্ততে । এবং যথাক্রতার্থাকীকারে অন্তত্রাপি যত্র পদসাধুতা ন ভবতি তত্র তৎ সাধুত্বোপপাদনায়েদৃশো মে প্রযত্ন ইতি বোধ্যম্ ।

নানা-রত্ন-বিচিত্র-ভূষণ-করী হেমাশ্বরাড়শ্বরী  
মুক্তা-হার-বিলম্ব মান-বিলসদ্-বক্ষোজ-কুস্তান্তরা ।  
কাশ্মীরাগুরু-বাসিতা রুচিকরী † কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ভূষিত

\* 'বোর' পাঠান্তর ।

† 'কাশ্মীরাগরবাসিতাভরুচিরে' এই পাঠ বাণীবিলাস পুস্তকে আছে ।

করিয়াছেন, স্বৰ্গময় বসন সদা ধাঁহায় প্রিয়, ধাঁহায় উচপীন কুচকুস্তে মুক্তাহার  
বিলম্বিত, এবং যিনি অন্তর্ধ্যামিনী, কুঙ্কুম ও অগুরু-সৌরভে আমোদিনী ও দীপ্তি-  
কারিণী সেই তুষ্টি কালীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি করুণা করিয়া  
আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—নানা... করী,—নানারত্নবিচিত্রাণি ভূষণানি কঙ্কণ-  
কেয়ূরাদীনি করে যন্তাঃ সা, অথবা নানরত্নবিচিত্রভূষণসম্পাদিনী, স্বস্ত বা ভক্তনানং  
বেতি শেষঃ ।

হেমাশ্বরাড়শ্বরী—হেমাশ্বরাড়শ্বরীমুরাগিনী, আশ্বনঃ হেমাশ্বরাড়শ্বরীমুহুতি ইতি  
কাচি হেমাশ্বরাড়শ্বরীরূপাতোঃ কর্ত্তরি কিপি হেমাশ্বরাড়শ্বরীরিতি তেন চ পদেন  
পরপদস্ত বিশেষণেন চেতি কর্ণধারয়ঃ । সমাসপূৰ্ণপদত্বাদ্ বিভক্তিলোপঃ ।

মুক্তা...বক্ষোজকুস্তান্তরী—মুক্তেত্যাদি বক্ষোজকুস্তা ইত্যন্তমুত্তরপদম্, আন্ত-  
রীতি পৃথগদমন্তপদম্ । মুক্তাহারস্ত বিলম্বো লম্বনং যয়োস্তৌ—মানবিলসন্তৌ,  
মানেন পরিমাণেন পরিণাহতুজ্জ্বলপেণ বিলসন্তৌ বিরাজমানৌ বক্ষোজকুস্তৌ  
কুচকলসৌ যন্তাঃ সা, আন্তরী অন্তরম্ অন্তরাশ্চা তন্ত্বেয়ম্, বটার্থঃ স্বামিষ্মন,  
অন্তর্ধ্যামিনীত্যাঃ । কাশ্মীরং কুঙ্কুমং ।

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,  
চন্দ্রার্কানলভাসমান-লহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী ।

সর্বৈশ্বর্য্যসমন্তবাহিতকরী \* কালীপুরাধীশ্বরী  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ**—যিনি যোগানন্দবিধায়িনী, শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থপূরণকারিণী,  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভা ধাঁহার ( প্রভা-সমুদ্ভেদ ) ছোট বড় তরঙ্গমাত্র, ত্রিভুবনের  
রক্ষাকর্ত্ত্রী, ভক্তবৃন্দের বাহিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী, সেই তুমি কালীপুরীর অধীশ্বরী  
মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রার্কানল-ভাসমান-লহরী,—চন্দ্রার্কানলভা অস-  
মান উচ্চাষচা নিরুপমা বা লহর্য্যো যন্তাঃ, তেন দেব্যাঃ প্রভা-সমুদ্ভেদঃ ব্যঞ্জিতম্ ।  
চন্দ্রসূর্য্যগ্নিপ্রভাঃ খলু—প্রভা-সমুদ্ভেদরূপায়াঃ যন্তাঃ বিবিধাকারতরঙ্গবৎ ক্ষুদ্রাংশ-  
ভূতাঃ । ইতি ভাবঃ ।

‘সর্বৈশ্বর্য্যকরী তপঃকলকরী’—পাঠান্তর ।

কৈলাসচল-কন্দরালয়-করী গৌরী উমা শঙ্করী,  
কৌমারী নিগমার্থ-গোচর-করী \* ওঙ্কার-বীজাকরী ।  
মোক্ষদ্বার-কপাট † পাটন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্কাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী ‡ মাতাম্বপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি কৈলাস-পর্বতের কন্দরমধ্যে বাস করেন, যিনি গৌরী, উমা ও শঙ্করী এবং কৌমারীরূপা, যিনি উপযুক্ত সাধককে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অতীন্দ্রিয় বিষয়েরও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা করেন, প্রণব ধাঁহার বীজ, যিনি ব্রহ্মশক্তি, এবং মোক্ষধামের দ্বারস্থ কর্ণাট যিনি উদঘাটন করেন, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্কা দাও ॥ ৪ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—নিগমার্থগোচরকরী,—নিগমার্থগোচরঃ নিগমার্থ-বিষয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যো বিধয়ো মোক্ষঃ তং কৰোতি সাধয়তি ভাস্তানামিতি শেষঃ । অথবা নিগমার্থাঃ । সৰ্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যানি গোচরাঃ প্রত্যক্ষরূপা যেষাম্—তথা-বিধান, অতীন্দ্রিয়দর্শিনঃ কৰোতি যা সার্কজ্যসম্পাদিকেত্যর্থঃ ।

ওঙ্কারবীজাকরী,—ওঙ্কারবীজেত্যেকমাকরীত্যপরং পদম্ । ওঙ্কারঃ প্রণবো বীজং সাধনমন্ত্রো যত্রাঃ সা, আকরী,—অক্ষরং ব্রহ্ম তত্ত্বয়ম্, ব্রহ্মশক্তিরিত্যর্থঃ । অক্ষরীতিচ্ছেদো বা, অক্ষরো-মৃত্যুঞ্জয়ঃ তন্ত পত্নী পুংযোগে ভীবিধানাৎ । মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী, মোক্ষদ্বারস্ত যৎ কপাটঃ রোধককাষ্ঠফলকতুল্যম্ অজ্ঞানমিতি যাবৎ তন্ত পাটনকরী ভেদনকরী বিঘটিকা ইত্যর্থঃ ।

দৃষ্টাদৃশ্য-বিভূতি-বাহন-করী ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী,  
লীলা-নাটক-সূত্র-খেলন-করী বিজ্ঞান-দীপাকরী ।  
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্কাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্বপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি দৃষ্টাদৃশ্য সম্পৎসম্পাদিনী, ব্রহ্মাণ্ড ধাঁহার জঠরমধ্যে নিহিত আছে, যিনি বিজ্ঞানরূপা, যিনি সংসারলীলা-নাটকভিনয়ে সূত্রধাররূপা ও যিনি বিজ্ঞানদীপকে অক্লুরিত করেন, শ্রীবিশ্বনাথ-হৃদয়-প্রসন্নতাবিধায়িনী সেই

\* ‘ওঙ্কারবীজাকরী’ পাঠ—বাণীবিলাস পুস্তকে আছে ।

† ‘কপাট’ স্থলে ‘কবাট’—পাঠান্তর ।

‡ ‘ভেদনকরী’—পাঠান্তর ।

তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—দৃশ্যাদৃশ্যবিভূতিবাহনকরী,—দৃশ্য ইহ ভূমণ্ডলে লভাঃ অদৃশ্য মহাশুদ্ধদর্শনাভীতাঃ স্বর্গাদৌ লভাঃ যা বিভূতয়ঃ তাঙ্গাং বাহনং প্রাপণং তৎকর্ত্ত্বী তৎসাধিনী । ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,—ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমুদরয়তি উদরং কৰোতি ইতি গুণজন্তনামধাতোঃ কৰ্ম্মণোহণ্ ইতি অণ্-প্রত্যয়েন দ্বীভাৎ সিদ্ধম্ । ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডমেব তস্মা উদরভূতাম্, উদরং যথা দেহশ্চৈকদেশঃ তথা ব্রহ্মাণ্ডমপি তস্তাস্তথা । উদরং যথা ভূকুবন্তুনাং স্থানং ব্রহ্মাণ্ডমপি কালস্বরূপয়া তয়া ভূতানাং সর্বেষামেব স্থানম্ । মৃতানাং সর্বেষামেব জীবানাং তত্ৰৈব স্থিতেঃ । অথবা ব্রহ্মাণ্ডম্ উদরবৎ উদরসম্বন্ধম্ উদরস্থমিতি যাবৎ কৰোতি সম্পাদয়তি,—ব্রহ্মাণ্ডমেব তদ্রহস্যমিতি ভাবঃ । গিচি নতোলুংকি পূৰ্ব্ববৎ সাধনীয়ম্ । লীলানাটকসুত্ৰখেলনকরী—লীলৈব নাটকং তস্মৈ সূত্রম্ আরম্ভঃ তেন খেলনং কৰোতি,—লীলানাটকসুত্ৰধারণস্বরূপা প্রথমপ্রবর্ত্তিনীতি তাৎপৰ্য্যম্ । বিজ্ঞানদীপম্ অঙ্কয়য়তি অঙ্কয়বস্ত্তং কৰোতি—বীজরূপেণ স্থিতং অব্যক্তভাবেন স্থিতং তম্ অঙ্কয়বস্ত্তং কৰোতি । অজ্ঞানজবনিকারতো হি জ্ঞানদীপঃ, যয়া অজ্ঞানাপসারণাং প্রকাশ্যতে ইতি তদাশয়ঃ ।

উর্ব্বী সর্বজনেশ্বরী জয়করী \* মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী, †  
বেণী- ‡ নীল-সনানকুস্তল-হরী নিত্যাম্নদানেশ্বরী ।  
সর্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,  
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**—যিনি মলীকুপা, জনসমূহের ঈশ্বরী, সাকারভাবে পরিমাণ-কারীদিগের নিকট যিনি পূর্ণা নছেন, কিন্তু—শিবসীমন্তিনী শিবজায়া, নীলবর্ণ উৎকৃষ্ট বীহার কুস্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, যিনি বিষ্ণুতুল্য পালন-পরায়ণা, স্তুতরাং অন্নদানে অব্যাহত সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন, মহাদেবের আনন্দবিধায়িনী বালাদি দশ দশা ও মঙ্গল উভয়দাত্রী সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—উর্ব্বী মহতী পৃথিবীরূপা যা “মহীশ্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ইত্যুক্তেঃ ।

\* ‘জয়করী’ স্থলে ‘ভগবতী’—পাঠান্তর ।

† ‘মাতা কৃপাসাগরী’—পাঠান্তর ।

‡ ‘নারী’—পাঠান্তর আছে ।

মাতাম্পূর্ণেশ্বরীতি প্রথমচরণস্থবাক্যে মাতাং ন পূর্ণেশ্বরী ইতি, মাতাং ন পূর্ণে অশ্বরী ইতি বা ক্ষেদঃ, তত্র প্রথমকল্পস্তার্থস্ত মাতাং [মা-ধাতোঃ শত্বপ্রত্যয়ঃ ততঃ বষ্ঠা বহুবচনম্] সাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নতাং মন্দাধিকারিণাং (পক্ষে) ন পূর্ণা অব্যাপকত্বাৎ, ঈশ্বরী ঈশ্বরস্ত শিবস্ত জ্ঞায়া, অয়ং ভাবঃ যা বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্না পূর্ণা চিন্মাত্রস্বরূপা সৈব পরিমাণং কুর্বতাম্ ইয়দাকারবতীর্যম্ ইতি ধারয়তাং সমীপে ন পূর্ণা, কিন্তু, শিবপত্নীত্বেনৈব ঋকরূপা প্রতীয়তে, যে যথা মাং প্রপণ্ডস্তে তাস্তথৈব ভজ্যমাহম্ ইতি গীতোক্তেঃ, অত্র পুংযোগে ভী । অত্রা ত্র ঔণাদিক বরট্ প্রত্যয়েন তৎসিদ্ধিঃ,† দ্বিতীয়কল্পস্তার্থশ্চ—হে পূর্ণে যা ইং মাতাং পরিচ্ছিন্নতাং পক্ষে ন অশ্বরী ন ব্যাপিকা সাকারত্বাৎ, অশ্বরীতি অশূদ্ভ্ ব্যাপ্তৌ ইত্যশধাতোকর্কশ্চ প্রত্যয়ে জ্বিয়াং রূপম্ এবং চ ন চতুর্থচরণান্তিমভাগেন পৌনরুক্তম্ ।

বেণী-নীল-সমান-কুস্তল-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী,—নীলং নীলীবৃক্ষঃ তৎসমানাঃ তৎসবর্ণাঃ, যদ্বা নীলাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ সমানাঃ অত্রোত্তমদৃশাঃ মন্থণত্বাদিশুণেন পরস্পরং তুল্যাঃ মানেন পরিমাণবিশেষণে দৈর্ঘ্যেণেতি যাবৎ সহ বর্তমানা ইতি বা, মানঃ পূজা প্রশংসা তেন সহ বর্তমানা উৎকৃষ্টত্বেন সর্বেস্বরাধৃত্য ইতি কল্পান্তরঃ কুস্তলা ইতি কৰ্ম্মধারয়ঃ, বেণীভূতা নীলসমানকুস্তলা যন্তাঃ সা চাসৌ হরী-নিত্যান্নদানেশ্বরী চেতি বিশেষণকৰ্ম্মধারয়ঃ, হরিঃ বিষ্ণুঃ তদ্বদাচরন্তীতি কৰ্ত্ত্বরূপমানাচায়ে কাঙ্ডি হরীর ধাতোঃ কৰ্ত্তরি ক্ৰিপি হরীতি সিদ্ধম্ । পালনং বিষ্ণুকাৰ্য্যং তৎকরণেন হরিতুল্যাচরণযুক্তম্ অতএব নিত্যম্ অন্নদানে ঈশ্বরী । অব্যাহতসামর্থ্যা, স্বাতন্ত্র্যেণ তৎ সাধয়িত্বীত্যর্থঃ, হরীচ্চাসৌ নিত্যান্নদানেশ্বরী চেতি বিশেষণে কৰ্ম্মধারয়ঃ ।

দশান্তানি, দশাশ্চ শুভানি চ তৎকৰ্ত্ত্বী বাল্যাধিকারীঃ, অবস্থাঃ কলা-কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনীতি সপ্তশত্ব্যক্তেঃ বাল্যাধিকৰ্ত্ত্ব্যং দেব্যাঃ সিদ্ধম্ ।

আদি-ক্ষান্ত-সমস্তবর্ণন-করী শস্ত্রপ্রিয়া শাক্ষরী \*

কাশ্মীরত্রিপুরেশ্বরী ত্রিনয়নৌ-বিশ্বেশ্বরী † শৰ্ব্বরী ।

সাক্ষান্মোক্ককরী সদা শুভকরী ‡ কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥

অনুবাদ ।—যিনি (কুলকুণ্ডলিনীরূপে) অকারাদি ককারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ করেন, যিনি শব্দদয়িতা মাহেশ্বরী, যিনি কাশ্মীরেশ্বরী

\* ‘পত্নোত্তরিতাবাকরী’—পাঠান্তর ।

† ‘নিত্যাহুরা’ এই পাঠও দৃষ্ট হয় ।

‡ ‘কামাকাক্ষকরী জনোদয়করী’ পাঠান্তর ।

সারদা ও ত্রিপুরেশ্বরী, যিনি নয়নত্রয়-শক্তি দ্বারা বিশ্বের অধীশ্বরী এবং সম্ভারকারিণী ; সাক্ষাৎ মোক্ষবিধায়িনী, সতত শুভকারিণী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৭ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—আদি-কান্ত-সমস্ত-বর্ণন-করী,—অকায়াদি ককা-রাস্তাঃ সমস্তবর্ণাঃ তেষামাখ্যানং বর্ণনং পরাদিভাবেন প্রকাশঃ, তৎকারিণী ; বর্ণনকন্ত গিজন্তু বর্ণনমিত্যেকপদম্ । কুণ্ডলিনীরূপা হি দেবী বর্ণান্ প্রকাশয়তি, তজ্জন্তং প্রপঞ্চসারে—“অবৈষত্যাশুখশ্রোত্রমার্গস্ত্রাবিষদাক্ষরম্ । অপ্যব্যক্তং প্রলপতি যদা সা কুণ্ডলী তদা । •মূলধারে বিষণ্ণতি সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহঃ ।” ইতি । এতদবিবরণং পদার্থাদর্শে, “হৃন্মা কুণ্ডলিনী মধ্যো জ্যোতিশ্চাত্রাস্বরূপিণী । আশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদ্ভগচ্ছত্বাঙ্গিঙ্গামিনী । স্বয়ংপ্রকাশা পশুস্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ । সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী । অন্তঃ সংজ্ঞরমাত্রা শ্রাদবিত্তোক্তাঙ্গামিনী । সৈবোরঃকণ্ঠতালুহা শিরোভ্রাণরদস্থিতা । জিহ্বামূলোষ্ঠনির্দুত্ত-সর্ববর্ণপরিগ্রহা । শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহা তু বৈশ্বরী ।” ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী ত্রয়াণং নয়নানাং সমাহারঃ ত্রিনয়নী, তয়া বিশ্বস্ত ঈশ্টে (ঔণাদিকো বরট্) সোমসূর্য্যাক্ষিকপনয়নত্রয়েণ সর্ব্বাতিশায়িনী বিশ্বনিয়ন্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

দেবী সর্ব্ব-বিচিত্র-রত্ন-খচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,

বামা স্বাহু-পয়োধরা প্রিয়করী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী ।

ভক্তভীষ্টকরী সদা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র রত্নে অলঙ্কৃত, যিনি সুন্দরী দাক্ষায়ণী, যিনি বামা, মধুর স্তম্ভশালিনী, সদাপ্রীতিদায়িনী এবং সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী, অর্থাৎ সকলকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা, ভক্ত-সাধারণের অতীষ্টপ্রদায়িনী, সদা কল্যাণ-সম্পাদিনী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৮ ॥

চন্দ্রার্কানল-কোটি-কোটি-সদৃশী চন্দ্রাংশু-বিশ্বাধরী,

চন্দ্রার্কায়ী-সমান-কুণ্ডল-ধরী চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী ।

মালাপুস্তক-পাশসাক্ষধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** :—যিনি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বহির জায়



সমুদ্ভূতপ্রভাশালিনী, জ্যোৎস্নাচুষ্ণিত বিষফলের ত্রায় বাহার ( স্নিত-শোভিত ) অধর, বাহার চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ত্রায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল, যিনি মালা অক্ষপুস্তক পাশধারিণী অঙ্কুশ-সমবিতা ও গিরিবৎসলা, সেই তুমি কাশীর অধীশ্বরী, ঈশ্বরী মাতা অন্নপূর্ণা ; আমাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯ ॥

**বিশ্বমপদ-ব্যাখ্যা**—চন্দ্রাংশুবিষাধরী,—চন্দ্রাংশুবিষম্ চন্দ্রাংশবো যস্মিন্ তৎ চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতমিত্যর্থঃ, বিষং বিষফলং, তৎ অধরয়তি অধরং কল্পেতি ইতি নামধাতোঃ কৰ্ম্মণোহপি স্ত্রীহে চন্দ্রাংশুবিষাধরীতি । সদা মন্দস্মিতোদ্ভাসিতঃ খলু দেব্যাঃ অধরশ্চন্দ্রাংশুচ্ছুরিতবিষফলসদৃশ ইতি ভাবঃ ।

চন্দ্রাকবর্ণা ঈশ্বরীতি হেহদঃ যত্র বর্ণঃ চন্দ্রবৎ বিন্দুঃ সূর্য্যাবদীপ্রশ্চ,—ঈশ্বরী অষ্টৈশ্বর্যবতী । চতুর্থচরণে অন্নপূর্ণেশ্বরীতাত্র ঈশ্বরীপদং জগৎসৃষ্ট্যাদিকর্ত্ত্বীবাচকম্, ইত্যর্থভেদান্নাস্ত্র পৌনরুক্ত্যম্ । ভক্তিবাহুলাভ্যোতকতয়া পুনরুক্তিরত্র ন দোষায়েতি বা সৰ্ব্বত্র সমাধানম্ ।

অথবা চন্দ্রশ্চন্দ্রনাড়ী—ইড়া, সূর্য্যঃ সূর্য্যানাড়ী—পিঙ্গলা, বর্ণেশ্বরী বর্ণাভি-  
ব্যঞ্জনসমর্থ্যা সুষুম্নানাড়ী । ‘সুষুম্নাং বেষ্টতে মুহঃ’ ইত্যুক্তেঃ । নাড়ীত্রয়রূপা ।  
ইড়া পিঙ্গলা স্বং সুষুম্না চ নাড়ীত্ব্যুক্তেঃ । মালা-পুস্তক-পাশ-সাক্ষুশ-ধরী—মালা-পুস্তক-  
পাশা চাসৌ সাক্ষুশা চেতীতি বিশেষণে কৰ্ম্মধারয়ঃ । অত্র চ মালা-পুস্তক-পাশা  
অস্তাঃ সন্তীতি অৰ্ণ আদিবাদচ্ মালা-পুস্তকসহিতঃ পাশো যত্রাম্ ইতি মধ্যপদ-  
লোপী বা বহুব্রীহিঃ । সাক্ষুশা অঙ্কুশেন সহ বর্ত্তমানা । ততো মালা-পুস্তক-পাশ-  
সাক্ষুশা চাসৌ ধরীশ্চেতি সমাসঃ ।

ধরং পর্য্যন্তম্ ইচ্ছতি, ইতি ধরশব্দাৎ কাচি কৰ্ত্ত্বরিকিপি রূপম্ । হিমালয়-  
ব্রহ্মহৃৎকেন কৈলাসাবস্থিত্যা বা ইষ্টপর্য্যন্ত ইত্যর্থঃ সা চাসৌ কাশীপুরাধীশ্বরী চেতি  
সমাসঃ ॥ ৯ ॥

কৃত্তব্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,

সৰ্ব্বানন্দকরী \* সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরী স্ত্রীধরী † ।

দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি ঋত্নিকুল পরিব্রাণ করিয়াছেন, উৎসবে অভয় প্রদান করেন, যিনি মুক্তিমণ্ডী করুণা এবং স্নহাশ্বরূপা, শিবের আনন্দবিধায়িনী, সতত

\* ‘সাক্ষাৎসাক্ষকরী’ এই পাঠও আছে ।

† ‘বিশ্বেশ্বর-ঈশ্বরী’ পাঠান্তর ।

শিবসম্পাদনৌ বিধেখরী ; যিনি লক্ষ্মীরূপা, দক্ষদুঃখবিধায়িনী ও নিরাময়করী, সেই তুমি কালীপুরের অধীশ্বরী মাতা জৈশ্বরী অন্নপূর্ণা ; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১০ ॥

**বিশ্বম্পদ-ব্যাখ্যা**—মহাভয়করী,—মহন্ত উৎসবন্ত অভয়করী উৎসব-ভক্তভয়নিবারণী, শক্রপাং মহতীং ভীতিং জনয়ন্তী ইতি বা, মহৎ অব্যাহতম্ অভয়ং কুর্কন্তী ভক্তানাম্ ইতি কল্পান্তরম্ ।

কৃপাসাগরী, সাগরস্তেয়ং ইতি সাগরী শক্তির্গম্যতে, কৃপা সাগরী সাগরশক্তি-রিব যন্তাং, সাগরশক্তির্যথা নিরবধিঃ তথা যন্তাং কৃপা নিরবধিঃ, সাগরী সাগরসমুদ্রা সূধা ইত্যর্থঃ, কৃপৈব সাগরী যন্তাং ইতি বা, অথবা কৃপাসাগরীতি চ পৃথক্ পদদ্বয়ং, কৃপা মূৰ্তিমতী করুণা, “যা দেবী সর্বভূতেষু দয়াক্রপেণ সংস্থিতা” ইত্যুক্তেঃ । সাগরী সূধাকৃপা চ “সূধা ভ্রমক্ষরে নিতো” ইত্যুক্তেঃ । ঐশ্বরী ঐশ্বর্য্যন্ত পত্নী লক্ষ্মীঃ, হে মাতঃ লক্ষ্মীস্বস্তো নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে ।

জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি চ পর্বতি ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** ।—হে অন্নপূর্ণে ! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুলা প্রিয়পত্নী । হে পার্বতী ! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্য-সিদ্ধির জন্ত ভিক্ষা দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অহুন্নাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জন পূর্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর ॥ ১১ ॥

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।

বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি অন্নপূর্ণা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

**অনুবাদ** ।—পার্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২ ॥

অন্নপূর্ণা-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## আনন্দলহরী-স্তোত্রম্ ।

ঐগণেশায় নমঃ ।

ভবানি স্তোতুং হ্রাং প্রভবতি চতুর্ভিন্ বদনৈঃ,

প্রজ্ঞানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি ।

ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-

স্তদান্বেষণং কেষাং কথয় কথমগ্নিবসরঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ :- ভবানি ! প্রজাপতি ব্রহ্মা চতুর্মুখে, ত্রিপুরবিজয়ী ( পঞ্চানন ) পঞ্চমুখে দেবসেনাপতি ( ষড়ানন ) ষড়্মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত সহস্রমুখেও তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন বল, অত্ৰ কাহার এ বিষয়ে সম্ভব হইতে পারে ॥ ১ ॥

স্বত-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধু-মধুরিমা কৈরপি পদৈ-

বিশিষ্যানাথ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ ।

তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ,

কথঙ্কারং ক্রমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥

অনুবাদ :- স্বত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেৰূপ কোন কথা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসনামাত্রেরই বিষয় অর্থাৎ স্বতাদির আশ্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝাইতে পারা যায় না, তজ্জপ তোমার সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের দৃষ্টিগোচর, হে সর্ব্বশাস্ত্রের অগোচর-গুণ-সম্পন্ন ! ( তাহা ) আমরা বাক্য দ্বারা কিরূপে প্রকাশ করি ॥ ২ ॥

মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কঙ্কলকলা,

ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা ।

স্কুরংকাক্ষী শাটী পৃথুকাটিতটে হাটকময়ী,

ভজামস্ত্যং গৌরীং নগপতি-কিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তোমার মুখে তাম্বূল, নয়নদ্বয়ে কঙ্কল, ললাটে

কুসুমবিন্দু, গলে মৌক্তিক-হার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চী  
(চন্দ্রহার) ও কটদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে ; তুমি পর্বত-রাজকুমারী  
গৌরী, আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩ ॥

বিরাজন্মন্দার-দ্রুম-কুসুম-হার-স্তন-তটী,  
নদদ-বীণা-নাদ-শ্রবণ-বিলসৎ-কুণ্ডল-গুণা ।  
নতাস্ত্রী মাতঙ্গী-রুচির-গতি-ভঙ্গী ভগবতী,  
সূতী শস্তোরস্তোরহ-চটুল-চক্ষুর্বিবজয়তে ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—বাঁহার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে,  
ঝঙ্কারিণী বীণার ঝঙ্কার বাঁহার শ্রবণযুগলে দোহুলায়মান কুণ্ডলদ্বয়ের গুণস্বরূপে  
প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা কর্ণাঙ্কদেশাবধি সংশ্লিষ্ট  
ধাকাতো ঐ মধুর ঝঙ্কার যেন কুণ্ডল হইতেই উৎথিত হইতেছে এইরূপ মনে  
হয়, বাঁহার অঙ্গসকল সম্রত, করিণীর ত্রায় বাঁহার গতিভঙ্গী অতি মনোহর,  
কমলচাকুলোচনা শিবের সেই সতী বিজয়যুক্তা হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥

নবীনার্ক-ভ্রাজন্মগি-কনক-ভূষা-পরিকরৈ-  
র্কৃতাঙ্গী সারঙ্গী-রুচির-নয়নাঙ্গীকৃত-শিবা ।  
তড়িৎপীতা পীতাম্বর-ললিত-মঞ্জীর-সুভগা,  
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি স্তম্ভৈরস্তু স্তম্বুখী ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—নবোদিত স্বর্ষ্যপ্রভার ত্রায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত্তি বিবিধ  
কাঞ্চনবিভূষণে বাঁহার অঙ্গসকল পরিবৃত, হরিণীনয়নসদৃশ নয়নের দৃষ্টিগাতে শিবকে  
যিনি আপনার জন করিয়া লইয়াছেন, যিনি সোদামিনীর ত্রায় পীতবর্ণা এবং  
পীতাম্বর ও মনোহর নুপরে শোভিতা, নিরবধি স্তম্ভপূর্ণা সেই অপর্ণা আমার  
প্রতি স্তম্বুখী (প্রসঙ্গ) হউন ॥ ৫ ॥

হিমাশ্রেঃ সম্ভূতা স্থললিত-করৈঃ পল্লবযুতা,  
সুপুপ্পা মুক্তাভিজ্জমর-কলিতা চালক-ভরৈঃ ।  
কৃতস্থাপুস্থানা কুচ-ভর-নতা সূক্তি-সরসা,  
রুজাং হস্তী গস্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন এই জলময় চিদানন্দলতা

অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিয়াছেন, মনোহরকরচতুর্দশ ইহার পল্লব, মুক্তাসমূহ ইহার কুসুম, অলকাবলি ভ্রমরনিকর, স্থাণু (দেবী পক্ষে—শিব; লতাপক্ষে—শাখাহীন বৃক্ষ) আশ্রয়ে ইহার অবস্থিতি, কুচভারে ইহার নম্রভাব সম্পাদিত, স্নমধুর বচনই ইহার (মধুর ফল)-রস, ইনি রোগহারিণী। (দেবী পক্ষে রোগ ভবরোগ, লতা পক্ষে ব্যাধি) ॥ ৬ ॥

স-পর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,

শ্রয়ন্ত্যন্তো বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি ।

অ-পর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ-পরিবৃতঃ,

পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য-পদবীম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ :- অপরাপর লোকে, সপর্ণা (পত্রে মণ্ডিতা,) কতিপয় গুণ-শালিনী লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার কিন্তু মত এই যে, জগতে এক-মাত্র অপর্ণারই সেবা করা সকলেরই উচিত, (তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত) ইহার আলিঙ্গনে পুরাতন স্থাণুও মোক্ষফল প্রসব করিতেছেন। (পুরাতন স্থাণু জীর্ণ শাখাহীন বৃক্ষ, অথচ জগতের আদ্য শিব) ॥ ৭ ॥

বিধাত্রী ধর্মাণাং ভ্রমসি সকলান্নায়জননী,

ভ্রমর্থানাং মূলং ধনদ-নমনীয়াজি-কমলে ।

ভ্রমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,

সতাং মুক্তেব্বীজং ভ্রমসি পরমব্রহ্মমহিবী ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :- মাতঃ ! তুমিই সকল ধর্মের বিধানকর্ত্রী, ( কারণ ) তুমিই বেদ ও তন্ত্রসমূহের জননী-স্বরূপা ; তুমিই অর্থের মূল কারণ, ( কারণ ) ধনপতি কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি ! তুমিই কামনা সকলের আদি, ( কারণ ) কন্দর্পবিজয়—কন্দর্পের পুনর্জীবন, তোমার দ্বারাই সম্পাদিত, তুমিই সাধুবৃক্ষের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আদি কারণ, ( কারণ ) তুমিই পরব্রহ্মের মহিবী ॥ ৮ ॥

প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-

স্তয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোকোহ্যহমধুন।

পর্যোদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,

ভৃশং শঙ্কে কৈর্ক্যা বিধিভিন্ননুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :- জননি ! আমি চক্ৰলম্ভি, তোমার প্রতি যদিও আমার

প্রচুর ভক্তি না থাকুক, তথাপি (মা!) আমার প্রতি তোমার সদয়-দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, চাতক জলদের প্রতি কোনরূপ ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে। কোন্ কৰ্ম্মফলে আমার বুদ্ধি এভাবে চালিত হইল, এই শঙ্কা আমি বিশেষভাবে করিতেছি ॥ ৯ ॥

কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরঙ্গা সাধুচরিতে,

ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণ-দীক্ষায়ুপগতে ।

নচেদিচ্চং দত্তাদনুপদমহো কল্পলতিকা,

বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে। কল্পলতিকা যদি স্বরায় অভিলষিত প্রদান না করে, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ॥ ১০ ॥

মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,

নিধায়ান্মৈকান্ত্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে ।

তথাপি ত্বক্ষেতো যদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং,

নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—হে উমে! আমি তোমার ত্রীপাদপদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অত্যন্ত দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। মাতঃ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিন্তে করুণা না জন্মে, হে গণেশজননি, তাহা হইলে অবলম্বন-শূন্য আমি কাহার শরণাগত হইব? ॥ ১১ ॥

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং

যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গন্ধৌষ-মিলিতম্ ।

তথা তত্তৎ-পাটৈরতিমলিনমস্তম্ভম যদি,

ত্বয়ি প্রেমাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—স্পর্শমগিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ বেরূপ আন্ত সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, যেমন রথ্যা-জলও গন্ধাপ্রবাহে মিলিত হইলে আন্ত বিত্তক হইয়া থাকে, আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসম্বন্ধে যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি

ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও সেইরূপ  
বিশুদ্ধ হইবে না কেন ? ॥ ১২ ॥

ত্বদন্তশ্চাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম-

স্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থ্য বিতরণে ।

ইতি প্রাহঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনায়াস্বয়ি মন-

স্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তং ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি ! তোমা ভিন্ন অস্ত্র দেবগণের নিকট হইতে অভি-  
লাষিত বস্তু যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই, এমন নিয়ম নাই, (অধিক ফলপ্রাপ্তি দূরের কথা)  
আর তুমি ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থদানেও সমর্থ্য,—পশ্চ্যবানি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ  
এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি ! যাহাতে আমার চিত্ত রাত্রিদিন  
তোমাতে সমাসক্ত থাকে, সেই উচিত কার্য্য কর ॥ ১৩ ॥

স্মুরম্মান-রত্ন-স্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-

ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছাধর-বীলাসৌঘ-শিখরম্ ।

মুকুন্দ-ব্রহ্মেন্দ্র-প্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে,

তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! যিনি ত্রিভুবনের অধিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার  
গৃহিণী । তোমার আলয়-ভিত্তি সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্মিত,  
তাহাতে তোমার আকার সর্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে । চঞ্চল চন্দ্রপ্রতিবিম্ব-  
মণ্ডিত জলপ্রবাহ তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যথায় গরিজনরূপে অবস্থিত, তোমার সেই রমণীয়  
ভবন সর্বোৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখায়াঃ স্তুতিকরাঃ,

কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ ।

মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনি-ধরাধীশ-তনয়ে,

ন তে সৌভাগ্যস্য কচিদপি মনাগন্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! কৈলাসপর্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ তোমার স্তুতিপাঠক, ত্রিলোক তোমার কুটুম্ব, অগ্নিমানি

অষ্টমিদ্ধি নিরত তোমার নিকট কৃতান্তলিপুটে বিজ্ঞমান, মহেশ্বর তোমার পতি,  
যিনি ধরাধরসমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয় তোমার পিতা । সুতরাং তোমার  
দোড়াগেয় ঈষৎ তুলনাও কোথাও নাই ॥ ১৫ ॥

বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং,  
শ্মশানং ক্রীড়াভূভূজগনিবহো ভূষণবিধিঃ ।  
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-  
র্ঘদেতৈশ্চৈশ্বৰ্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—বৃদ্ধ বৃষ, বাহন ; হলাহল আহারীয় দ্রব্য ; দিগ্ভ্রমণল বস্ত্র ;  
শ্মশান ক্রীড়াভূমি ; ভূজঙ্গগণ ভূষণ ; ইহাই স্মররি-শিবের সমগ্র সম্পত্তি সকলেরই  
পরিজ্ঞাত ; তবে যে তাঁহার ঐশ্বৰ্য্য, ( তিনি যে সকলের ঈশ্বর ) ইহা তোমারই  
সৌভাগ্যের মহিমা ॥ ১৬ ॥

অশেষ-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়-বিধি-নৈসর্গিক-মতিঃ,  
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ ।  
দধৌ কণ্ঠে হলাহলমখিলভূগোলকূপয়া,  
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কল্যাণকারিণি ! পশুপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়-  
কার্য্যেই স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে থাকেন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন  
অর্থাৎ মরণ, মরণ স্থান ও মরণ-চিহ্নই ঐহার প্রিয়, তাঁহার দয়া কি থাকিতে পারে ;  
( তথাপি ) তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ  
করিয়াছেন, মাতঃ ! ইহা তোমারই সহবাসের ফল ॥ ১৭ ॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,  
ভিষ্মৈবাসীদ-গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে ।  
তদেতশ্চাস্ত্রাম্যদ-বদনকমলং বীক্ষ্য কূপয়া,  
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে গিরিনন্দিনি ! তোমার অল্পপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই  
গঙ্গাদেবী তরেই জলময় ( বর্ণাক্ত ) কলেবরা হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মুখপদ্ম  
স্থান দেখিয়া গিরিশদেব দয়াবশে তাঁহাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান  
দ্বারা গৌরব করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥



বিশাল-শ্রীখণ্ড-দ্রবমৃগমদাকীর্ণ-মুষ্ণ-

প্রসূন-ব্যামিশ্রং ভগবতি তবাত্যঙ্গ-সলিলম্ ।

সমাদায় অষ্টৌ চলিত-পদ-পাংশুম্বিজকরৈঃ,

সমাধতে সৃষ্টিং বিবুধ-পুর-পঙ্কেরুহ-দৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ ।**—প্রভূত চন্দনদ্রব, মৃগনাভিবৃক্ত কুসুম ও কুসুম-মিশ্রিত তোমার অভ্যঙ্গ-জল ও তোমার গমন-চঞ্চল চরণ-রেণু নিজ কবচতুষ্ঠয়ে সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকর্তা ( তুমি ) সুরপুরভূষণ কমলনয়নাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিত-লতাভিঃ পরিবৃতে,

স্ফুরন্নানাপদ্যে সরসি কলহংসালি-সুভগে ।

সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়-পবনান্দোলিত-জলে,

স্মরেদ্ যস্তাং তস্য জ্বরজনিত-পীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরী-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

**অনুবাদ ।**—কুল বিবিধ-কমল-শোভিত, কলহংস ও ভ্রমরকুলের সঞ্চারে সুদৃশ্য, মলয়-পবন-চঞ্চল-সলিল-সরোবরে সখীগণ সহ ক্রীড়া-নিরত তোমাকে যে স্মরণ করে, তাহার জ্বরজনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দ-লহরী-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

## দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,

ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ ।

ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,

পরং জানে মাতিস্তদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, প্রসিদ্ধ যন্ত্রও জানি না, স্তোত্র জানি না, আহ্বান জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চনাতে যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য

প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দৈন্ত প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি ! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অনুসরণই নিখিল ক্লেশবিনাশক ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,  
বিধেয়াশক্যত্বাস্তব চরণযোৰ্যা চ্যুতিরভূৎ ।  
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্তব্যাহুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ক্রটি ঘটয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি ! আমার সে সকল ক্রটি,—সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর । জননি ! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,  
পরং তেষাং মধ্যেহবিরল-তরলোহহং তব স্তুতঃ ।  
মদীয়োহয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি ! বহুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহার। সকলেই সরল, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে নিরন্তর চাক্ষু-যুক্ত, হে শিবে ! তাই বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। হে মাতঃ ! কুপুত্র হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয়েন না ॥ ৩ ॥

জগন্মাতর্শ্রীতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,  
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া ।  
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরূপমং যৎ প্রকুরুষে,  
কুপুত্রো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে জগজ্জননি ! হে মাতঃ ! আমি কদাচ তোমার

চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই,  
তথাপি তুমি মৎপ্রতি অসীম স্নেহ করিতেছ, (জননি! অতএব জানিলাম)  
কুপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হন না ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,  
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি ।  
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,  
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, বিবিধ  
বিধিপালনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত, (বিবিধ বিধিসেবা) দেবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য  
হইয়াছি, হে লম্বোদরজননি! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর,  
তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ ৫ ॥

ঋপাকো জল্লাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরী,  
নিরাতঙ্কো রক্ষো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ ।  
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে কলমিদং,  
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—ঋপাক অর্থাৎ মূর্থ (ক্লক্কাভাষী) চণ্ডাল, মধুর বচনবিজ্ঞাসে  
বাগ্মী হইয়া থাকে, নিধন ব্যক্তি বহুকোটিনুবর্ণ লইয়া বিহার করিয়া থাকে। হে  
অপর্ণে! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু  
বিধিপূর্বক তোমার মন্ত্রজপ করিলে যে ফল হয়, তাহা কে জানিতে  
পারে? ॥ ৬ ॥

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিকৃপটধরো,  
জটাধারী কর্ণে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ ।  
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,  
ভবানি ত্বং-পানিগ্রহণ-পরিপাটী-ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন, খাদ্য বিষ, বস্ত্র দিগ্‌মণ্ডল, অর্থাৎ  
উলক, মাথার জটা, ভুজের হার, বৃষ বাহন, নরকপাল হস্তে, ভূতপ্রোত ভূতা,  
এমন যিনি, তিনিও যে একমাত্র জগদীশ্বরপদ লাভ করিয়াছেন, হে ভবানি,

তাহা তোমারই পাণিগ্রহণের ফল, অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াই সেই হৃত দরিদ্র শিবের এই অসামান্ত ঐশ্বর্য্য ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষশ্রাকাজ্ঞা নব-বিতব-বাঞ্ছাপি ন চ মে,

ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্তখেচ্ছাপি ন পুনঃ ।

অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,

মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! মুক্তি ইচ্ছা নাই, অলঙ্ক-সম্পত্তি-বৃত্তিও ইচ্ছা নাই, আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না । হে চন্দ্রাননে ! আমি স্তব্ধভোগ করিব,\* এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না । জননি ! আমি তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবন-যাপন হয় ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,

কিং \* ক্লৃক চিস্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ ।

শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,

ধৎসে কৃপামুচিতমন্থ পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চনা ত করিই নাই, (অধিকন্তু) ক্লৃক ও বিষয়ভাবনা প্রকাশক বাক্য দ্বারা তোমার কি (অগ্রিয়)করি নাই ? হে কালি ! অনাথ আমি, আমার প্রতি যদি তুমিই কিঞ্চিৎ কৃপা কর, মা, তাহাই তোমার পক্ষে উচিত, (আর কেহ কি এরূপ অধমের প্রতি কৃপা করেন ?) ॥ ৯ ॥

আপৎস্ব মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি । •

নৈতচ্ছঠং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীঃ স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে কৃপাসাগরেষরি ! হে হর্গতিনাশিনি ! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি । মাতঃ ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও না । কারণ, সন্তান বধন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখন মাতাকেই স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

জগদম্ব বিচিত্রমত্রে কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেম্ময়ি ।

অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে স্ততম্ ॥ ১১ ॥

অম্বুবাদ ।—হে জগন্মাতা ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে । যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমু পাতকী নাস্তি পাপস্বী ত্বৎসমা ন হি ।

এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-গোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-

শিষ্যস্ত্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ দেব্যপরাধ-

ক্ষমাপণ-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

অম্বুবাদ ।—হে জননি ! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার দ্বায় পাপহারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি বাহ্য উচিত বোধ কর, তাহাই কর ॥ ১২ ॥

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ।

# ଆନନ୍ଦଲହରୀ ବା ମୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ

ଶ୍ରୀମଦଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ-କୃତ-ଟୀକୟା

ତଥା

ଶ୍ରୀମଲ୍ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରକୃତ-ଟୀକୟା ଚ ସମେତା

## মহিশূররাষ্ট্রীয়- প্রথম-যুদ্ধাপকপণ্ডিতস্ত পীঠিকা

ইয়ং খলু দেবীস্তুতিঃ শ্লোকশতীমিতা সময়াগমরহস্যগৰ্ভিতা সৌন্দর্যালহরী  
আনন্দলহরীতি চ প্রথমে । কো হু এতস্তা রচয়িতা কিমভিধান ইতি নাস্তাপি  
নিশ্চেতুঃ\*পারয়ামঃ, যতঃ প্রাক্তনা অপি ব্যাখ্যাভারঃ বিষয়েহস্মিন্ সন্ধিহানা এব  
স্ততিমেতাং ব্যাচকুঃ । তথা চ ভিণ্ডিমাখ্যাং সৌন্দর্যালহরীব্যাখ্যায়াম্ আদৌ—

স্তোত্রমেতদ্বদন্ত্যেকৈ শিবেন পরিভাষিতম্ ।

তস্ত্রৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন ॥

কেচিদ্ধদস্ত্যাত্মশঙ্কৈর্লিতায়্য মহৌজসঃ ।

দশনেভাঃ সমুদ্ভূতমিতি নানাবিধশ্রুতিঃ ॥ ইতি ॥

স্বধাবিত্তোত্তিনীনামিকায়ং তু টীকায়াং ক্ষত্রবংশশিখামণেঃ দ্রুমিড়দেশাধিপতেঃ  
দ্রুমিড়াভিধানস্ত বেদবতীসহধর্মচারিণীকস্ত নৃপস্ত স্ততঃ প্রবরসেনো নান্না স্তন-  
ক্ষয়ঃ স্ততিমেতাং চকারেত্যভাষায়ি । যথা—

অথ পূর্বেজন্মদমরোপাসনাক্লাদিতমত্যা ভগবত্যাঃ স্তত্য়ামৃতপান-সমুন্নাসিতচিত্ত-  
বৃত্তিঃ প্রবরসেনাভিধঃ স্তোত্ররাজং রচয়াক্ষকার—

আসীৎ প্রবরসেনাখ্যঃ ক্ষত্রবংশশিখামণিঃ ।

যস্ত বাল্যং চ বার্কিক্যং বিনা যৌবনবৃদ্ধতা ॥

দ্রুমিড়ো নাম তস্ত্রাসীদ্দ্রুমিড়েষু পিতা নৃপঃ ।

তস্ত্রামাত্যঃ শুকো বিদ্বান্ যো ধর্ম্মনিরতো দ্বিজঃ ॥

তদধীনমতিঃ সোহথ পুত্রোৎপত্তৌ সমুৎসুকঃ ।

কৃত্বা শুভানি কৰ্ম্মাণি বেদোক্তানি পরম্পরঃ ॥

তস্ত্র ভার্য্যা বেদবতী পরমামিতলোচনা ।

পুত্রং প্রবরসেনাখ্যং প্রাপ হস্তযুগাঙ্মকে ॥

সিংহে লগ্নে নবমচরমং দেবতাদেশিকৈঃ ॥

যাতে সূর্য্যো মিথুনভবনং বোধনে মীনযাতে ।

শুক্রে কুন্তং তপনতনয়ে গোপতো নাগভুক্তে

জাতো রাজ্যং বিজয়মকুটৌ বেদমাগার্থবেদী ॥

কিঞ্চিদ্যাত্তা শুকো বিপ্রঃ কুজান্মৃগগতাদয়ম্ ।  
 ভবিষ্যত্যরিহীনো হি কুশলং তস্ত কিং ভবেৎ ॥  
 • প্রোবাচ দ্রমিড়ং সোহথ তে স্মৃতো যদি জীবতি ।  
 নৃপাসনাচ্চ্যুতং নুনং ভবিষ্যতি কুলং তব ।  
 ইত্যুক্তঃ স নৃপঃ পুত্রং তত্যাজ গিরিমূৰ্দ্ধনি ।  
 অত্ৰুং তমাগতো ব্যাজ্রস্তদা তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥  
 মত্বা তং রত্নসংঘাতমাদায় গতবাম্বিলম্ ।

- পূৰ্ব্বজন্মজন্মং বিপ্রঃ কুলীন ইতি বিশ্রুতঃ ॥  
 গঙ্গাসাগরয়োস্তীরে কামরাজং চিরং ভজন্ ।
- কদাচিৎ সলিলে গাঙ্গে মৃতো হি গুপতদবধঃ ॥  
 স এব বেদবতাস্ত জাতোহরং দ্রমিড়ান্মৃপঃ ।  
 স বুদ্ধা পূৰ্বকৰ্ম্মাণি যোগিকানি পরন্তপঃ ॥  
 আধারমাদৌ সন্মার চতুর্দলসমম্বিতম্ ।

\* \* \* \* ॥

তদানীং তস্ত বদনকুহরাস্তারতী শিবা ।  
 সমুদ্রপতা তদ্বিময়া বিচিত্রপদশোভিতা ॥  
 ক্লিন্নাস্ত পদ্মসংভূষ্টা গৌরী দর্শনমাগতা ।  
 স্নেহদ্রবনসা তোকমাদায় পরমেশ্বরী ॥  
 দদৌ \* \* \* ।  
 পাদয়োঃ পতিতস্তস্য মুকুটাগ্রেণ সংস্পৃশন্ ॥  
 অস্ত দত্তা বরান্ধবী জগাম বনিতোত্তমা ।  
 বিলোপরি স্থিতস্তস্ত জিজ্ঞাসুঃ পূলহো মুনিঃ ॥  
 ধ্যাত্বা বহুবিধৈধৌগৈঃ \* \* \* ।  
 \* \* \* যস্ত সন্ধায়োনিয়মায় বৈ ॥  
 মজ্জা বিনষ্টা অভবন্ কিমেতদिति চাকুলঃ ।  
 দ্রষ্টুং তদা স্তোত্রকৃতং বিচিন্ম প্রযযৌ বনে ॥  
 বিলম্বারে স্থিতং দিব্যং মুক্তামপি-বিভূষিতম্ ।  
 কিরীট-রত্ন-সংঘাত-সমুদ্রসিত-কাননম্ ॥  
 দদর্শ মুনিবর্যাস্তং প্রণিপত্য পুন্নঃ স্থিতম্ ।  
 তদা মজ্জান্ বুঝোধাথ গতৌহরং নিয়মায় বৈ ॥



তদানীং মৃগয়াং জগ্মুঃ স্মিলাস্তত্র মানবাঃ ।

হয়মারোপ্য নৃপতিং তে রাষ্ট্রং পুনরাগতাঃ ॥

\* \* ধন্য কন্যা রূপবতী শুভা ।

তস্তাঃ পুত্রোহমঘিচ্ছন স্ততিব্যাখ্যাং কৰোমি তাম্ ।

স্থাবিছোতিনীং নামা পিত্রা সমাক্ প্রবোধিতঃ ॥ ইতি ॥

লক্ষ্মীধরস্ত শঙ্করভগবৎপাদকৃতামিমাং স্ততিমভিদধে । পরস্ত সোহপি শৈশব  
এব শঙ্করাচার্য্যাকৃতেনং স্ততিরিত্যমুমুতে । যতন্তেন পঞ্চদশতিতমস্ত পঞ্চম  
ব্যাখ্যায়াং “দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়-জাতিসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা” ইতি  
ব্যাখ্যাতম্ ।

সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী-নামকটীকাকর্ত্তাহপি “দ্রবিড়শিশুঃ মল্লকণঃ” ইতি, বিবৃৎস্নেব-  
মাধ্যায়িকামাহ—

অত্রেয়ং চিরন্তনাধ্যায়িকা—ভগবতঃ শঙ্করাবতারস্ত পিতা সন্ততং পরমেশ্বরী-  
ভক্তঃ গ্রামান্নহিঃ পরমেশ্বর্যা আয়তনং গচ্ছা হুঞ্চে ন পরমেশ্বরীং সংলাপ্য পূজাং  
বিধায় নমস্কৃত্য অবশিষ্টং কিঞ্চিদুৎসং সঙ্গে গতায় হনবে শঙ্করাচার্য্যায় প্রযচ্ছতি ।  
বালকস্ত মনসি প্রতাহং পরমেশ্বরী স্বয়ং পিবতি পীতশেষং মহং পিতা দদাতীতি  
মতির্জাগর্ত্তি । কদাচিদ্গ্ৰামান্তরং গচ্ছন্ পিতা বালকস্ত মাতরং প্রত্যাক্ৰু-  
গতঃ প্রতাহং মদাগমনং যাবত্তাবত্বয়া হুঞ্চে ন পুনরীয়া ভগবতী পূজনীয়া  
সম্যগিতি । সা তথা কুর্বাণা কদাচিং জীধাশ্বিনী জাতা । গৃহে কোহপি  
নাস্তি । তদা পুত্রং প্রেষিতবতী । হুঞ্চে ন ভগবতীং সংলাপ্য পূজাং  
বিধায়াগচ্ছতি । বালকো গচ্ছা পূজাং বিধায় হুৎসং পুরো নিধায় পরমেশ্বরীদং  
পিবতি পদিতবান্ । যদা বিলম্বো জাতঃ ভগবতী চ ন পিবতি তদা রোদিতু-  
মারম্ভবান্ । তদা পরমেশ্বরী দয়য়া আবিভূয় হুৎসং পীতবতী । পুনঃ পাত্রং  
রিক্তং বিলোক্য সর্বং ত্বয়া পীতং মদার্থে ন স্থাপিতং কিমপীতি রোদিতুং প্ররম্ভঃ ।  
ততো বিহস্ত বালকমন্ধে সমারোপ্য স্তম্ভং দত্তবতী জগদম্বিকা । স্তম্ভপানেন সর্বা  
বিভাঃ তদানীমেব পুরতঃ-স্মৃতিকা জাতাঃ । কবয়স্লেব গৃহং গতঃ । এতন্নিম্নস্তরে  
পিতা সমাগতঃ । বালকস্তাক্রুতিং বাগ্‌বিজুস্তিতং চালোক্য সাক্ষর্যোহভূৎ । স্বপ্নে  
আগত্য পরমেশ্বর্যুক্তবতী—“অনেন লোকোদ্ধারো ভবিষ্যতি, ত্বয়া চিত্তা ন  
কার্য্যা, মম বালকোহগ্রমিতি” । ইতি ॥

অন্তে তু ডিণ্ডিমাদিব্যাখ্যাকর্ত্তারঃ “পুরা কাঞ্চিকানগরে স্বকার্য্যাসক্ত্যা  
পিত্রোর্গতবতোঃ কশ্চন সংবন্ধনামধেয়ঃ স্তনকয়ঃ ষণ্মাসবয়াঃ পরম্ অথ অশ্বেত্যা-

কৌশলপ্রবীণঃ স্তম্ভপিপাসয়া পার্শ্বত্যা করুণয়া দত্তং স্তম্ভমাশ্রিত্য অতিশৈশব এষ  
কবিরভূদিতি গাধাহনুসংধেয়া” ইতি বিলিখন্তঃ সৌন্দর্য্যলহরীকর্ত্তুরন্তমেব  
দ্রমিলশিশুমত্র বিবৃক্ষিতং মন্তস্তে । যথা তথা বাহুস্বেতং । স্ততিরিয়ঃ স্নুললিত-  
পদগুস্তমধুরা গূঢ়তরাগমার্থগভীরা দেবীঃ শক্তিমুপাসীনৈরবগ্ৰঃ হৃদয়ে নিধেয়েত্যত্র  
তু ন কন্তচিচ্ছিন্নঃ ।

স্তুতি চাত্তাঃ স্তুতে: ভূয়স্তষ্টীকাঃ তাস্মৈ চ লক্ষ্মীধর্য্যবিরচিতৈবেব গূঢ়তমানাগ-  
মার্থাশ্লিশদয়িতুমলমিতি সৈবাস্মাভিরিহ নিবেশিতা, অস্ত্যা চ ব্যাখ্যায়ামন্তে ব্যাখ্যাতা  
অস্ত্য গজপতিবীরপ্রতাপরুদ্রাপ্রতিতাতঃ সরস্বতীবিলাসাত্মনেকস্তুতিনিবন্ধন-লক্ষ্মী-  
ধরাত্মনেকসাহিতানিবন্ধননির্মাতৃতাং চ স্বয়মেব প্রাচীকশং । তেন প্রতীমঃ প্রতাপ-  
রুদ্রযশোভূষণাভিধাণকারনিবন্ধস্ত্য সরস্বতী-বিলাসাভিধানধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধনস্ত্য চ কর্ত্তা  
বিদ্বানাত্ম এব লক্ষ্মীধরোহসাবিতি । সম্ভাবাতে চ লক্ষ্মীধর ইতি চাত্ত্য স্বর্ঘ্যপুরুষ-  
নামসমানং নামকর্ম্মণি পিত্রা সংকেতিতং নাম । বিদ্বানাত্ম ইতি চ স্ত্রীনাথ ইতিবৎ  
পূর্ণাভিষেকানুবন্ধি অভিধানমিতি । যন্তপি সরস্বতীবিলাসঃ প্রতাপরুদ্রনৃপতি-  
বিরচিত ইত্যেব তল্লিবন্ধান্তে দৃশ্যতে । যথা—

“ইতি বরগজপতিগোড়েশ্বরনবকোট-কর্ণাটককলুব্রি ( গুপ্তবরগারী ) গেশ্বর-  
জমুনাপুরাধীশ্বরহৃদয়সাহিস্ত্য-ব্রাণশরণ-রক্ষণ-স্রীহর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্রচরিত-রাজাধি-  
রাজ-পরমেশ্বরস্রীপ্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিত-স্তুতি-সংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে”  
ইতি । তথাহপি স্বাশ্রয়রাজ্যশোভনবৃত্তয়ে স্বকৃতগ্রন্থং প্রতাপরুদ্রকৃতস্বেন ব্যালি-  
খদগ্রন্থকার ইতি নিশ্চীয়তে । অসিদ্ধং হি আপ্রতিবিবৃধে: স্বকৃতপ্রবন্ধানাং  
রাজার্ণবম্ । প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ প্রাক্ ষষ্ঠস্ত বর্ষশতকস্তাদিভাগে উষিতবান্ ইতি  
লক্ষ্মীধরস্তাপি স এব কাল ইত্যগ্নীয়তে ইত্যালম্ ।

## द्वितीय-युद्धापणप्रवर्तकस्य समालोचनम्

अत्र क्रमः । श्रीचैतन्यमहाप्रभूतकृष्ण दक्षिण-देशाधिराज-श्रीप्रतापरुद्रदेवस्य  
गोड़ेश्वर-हसन-साहेन युद्धं सक्रिष्ट कदाचित्को जात इति प्रारम्भम् । अत्र  
गोड़ेश्वरेत्यादि विशेषणं यदि हसनसाहि-पदार्थश्च ज्ञातं तदा लक्ष्मीधरोद्भवः सार्द्ध-  
चतुःशती-वत्सरेभ्यः प्राक् पञ्चशततम-वत्सरादवाक् च जात इति निश्चीयते ।  
तत्कालश्चैव समुल्लिखितप्रतापरुद्रोद्भवस्य निःसंशयं निरूपणम् । अथ कश्चिद-  
परः प्रतापरुद्रो भवेत् तद्वार्त्तादिकं विशेषतो मृगम् । तत्र च जमुना-पूराधीश्वर  
इत्येतावन्मात्रं हसनसाहिविशेषणं तद्विवरणमप्यानुसन्नातव्यं भवति । यदि  
कृततन्निश्चयः पीठिकाकृतं ज्ञातं, प्रतापरुद्रदेवश्च इतः ( १८८० खः वत्सरात् )  
प्राक् षष्ठं वर्षशतकस्यादिभाग उषितवानिति वदन्नुपादेयवचनः ज्ञानं दृष्ट्वा  
गोड़देशप्रसिद्धा आनन्दलहरिरचनाया जनश्रुतिश्चेत्तम्—श्रीभगवान् शङ्कराचार्यः  
शक्तिं न मेने, एकदा च नानार्थं गच्छन् मधो-मार्गमा-वक्षे मायापक्षेत्तमाङ्गीत् ।  
यदाच विफलोत्तरणप्रयत्ने यावदाकुलनयनमितस्ततो ज्ञपातयत् तावदेकामवलम्बित-  
यष्टिं ज्वरती मपाश्रुत् । सा च दृष्टमात्रा क्वाथिहोवाच, उन्निष्ठ वत्स उन्निष्ठ, मा ताव-  
दितोहधिकं निमाङ्गीरिति आचार्योणोक्तं मातः सास्त्रतं मे शक्तिर्नास्त्यथान् ।  
तदा ज्वरता प्रत्यूक्तं वत्स श्रुते दृष्ट्वा शक्तिरेव नाङ्गीक्रियते । आचार्यावर्येण  
तदा तामेव शक्तिं मत्तमानुष्ठेयम् । साकमेव तदा ज्वरता मायापक्षमप्यङ्गीर्हितम् ।  
सैव श्रुतिरानन्दहेतुत्वेनानन्दलहरीति ज्ञाते । यथा भवतु श्रीशङ्कराचार्य एवाश्रु  
रचयितेत्यत्र एतदेक्षीयानां प्रागं विद्वद्वाचनैकमत्यमेव । इति शुभम्

## আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যলহরী ।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,  
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি ।  
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি \*  
প্রণস্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥

### লক্ষ্মীধর-কৃত-ব্যাখ্যান-প্রারম্ভঃ ।

বল্লামহে মহীয়াংসমংসলম্বিজটাভরম্ ।  
যৎকঙ্কণ-ঝণৎকারবঃ শব্দানুশাসনম্ ॥  
শেষাশেষোক্তিত্বাঃ কণচরণচণগ্রহসৌগন্ধ্য-জিহ্বাঃ  
ভট্টোক্তি-প্রোঢ়ি-লীঢ়া গুরুগুরুতরগীর্জন্তুস্তদ্বিজ্জন্তাঃ ।  
নিঃশব্দাঃ শব্দরোক্তৌ পশুপতিমতনিবাহকাঃ সাংখ্যসাংখ্যাঃ  
যন্তু ত্রীলোললক্ষ্মীধর-বিবুধমণেৰ্ভাস্তি বাচাং নিগুপ্তাঃ ॥  
সোহং লক্ষ্মীধরঃ প্রাহ টীকাং লক্ষ্মীধরাভিধাম্ ।  
এনাং সমাহিতস্বাস্তাঃ সেবস্তাং সততং বুধাঃ ॥  
স্তাদেব মেহলসতয়া মতিমান্দাতো বা  
দোষঃ কচিৎ কচিদথাপি ন কাহপি শব্দা ।  
নৈসর্গিকী খলু গুণীকরণপ্রবীণা  
শক্তিঃ সদা বিজয়তে ভূবি সজ্জনানাম্ ॥

ইহ খলু শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদাঃ সময়মততত্ত্ববেদিনঃ সমরাখ্যাং চম্পকলতাং  
শ্লোকশতেন প্রস্তুবন্তি—

শিবঃ সর্বমঙ্গলোপেতঃ সদাশিবতত্ত্বম্ । বশ কান্তৌ ইত্যান্নাকাতোঃ শিবশকৌ  
নিম্পন্নঃ । বখোক্তম্—

হিসিধাতোঃ সিংহশকৌ বশকান্তৌ শিবঃ স্মৃতঃ ।

বর্ণব্যত্যরতঃ সিকৌ পশুকঃ কস্তপো বধা ॥

\* বিরিকাদিভিরপীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ

ইতি । বশ কান্তো, ইত্যয়ং ধাতুঃ তুদাদিঃ অদাদিশ্চ সংগৃহীতঃ । তুদাদেবশতে: দীপ্তিরর্থঃ । কান্তিদীপ্তিঃ । অদাদেবষ্টিরিত্তি কামনা অর্থঃ । ইচ্ছাশক্ত্যাপ্রয়ঃ ঈশ্বরস্ত শিবশ্চ । বশতি প্রকাশতে স্বয়ং প্রকাশ ইতি । যদা স্বম্বিন্ প্রপঞ্চং প্রকাশয়তীতি, শিবঃ । যদা—শীঘ্ৰে স্বপ্নে ইত্যাদ্যধাতোঃ শিবশব্দো নিম্পন্নঃ । স্বপ্নং বাতি ক্ষিপতীতি শিবঃ, জাদ্যরহিতঃ, অবিজ্ঞানিশূন্যঃ ইত্যর্থঃ । যদা স্বপ্নম্ অবিজ্ঞানং বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ, সাদাধাকলাসংবলিত ইতি যাবৎ । তন্ত্ৰৈব শিবশব্দ-বাচ্যং বক্ষ্যতে । তাদৃশঃ শিবঃ শক্ত্যা জগন্নির্মাণশক্ত্যা যুক্তঃ অবচ্ছিন্নঃ—অবিজ্ঞাব-চ্ছিন্নচেতন্ত্ৰৈব ব্রহ্মণঃ জগন্নির্মাণশক্তত্বাৎ—যদি চেৎ, ভবতি শক্তঃ সমর্থঃ প্রভবিতুং প্রপঞ্চং নির্মাতুম্ । ন চেদেবং, শক্ত্যা যুক্তো ন চেদিত্যর্থঃ । দীব্যতীতি দেবঃ পূৰ্ব্বোক্তঃ সদাশিবঃ । ন খলু নিষেধসম্ভাবনায়াম্ । স্পন্দিতুমপি চলিতুমপি কুশলঃ সমর্থঃ । নিরাকারস্ত বিভোরাকাশত্বলাস্ত স্পন্দনাযোগাৎ ইতি দ্ব্যধাতোহর্থঃ ।

বাচ্যার্থস্ত—শিবশক্ত্যোঃ জাগ্রাপতিত্বায়েন জায়য়া শক্ত্যা যুক্তশ্চেৎ প্রপঞ্চ-রূপসত্ত্বানং নির্মাতুং শক্নোতি, তয়া বিযুক্তশ্চেৎ ন শক্নোতীতি ।

আগমরহস্যার্থস্ত—শিবশব্দেন নবযোনিচক্রমধ্যে চতুষ্টোত্ত্বাশ্রকমর্দকক্রমুচ্যতে । শক্তিশব্দেন অবশিষ্টঃ পঞ্চযোত্ত্বাশ্রকমর্দকক্রমুচ্যতে । এবং অর্দ্ধবয়মিলিতং নব-যোত্ত্বাশ্রকং চক্রং ভবতি । এতস্মাচ্চক্রাদেব জগৎপত্তিস্থিতিলয়া ভবন্তীতি পুরস্তান্নিবেদয়িত্বাৎ । উক্তং চ—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ ।

শিবশক্ত্যাশ্রকং জ্ঞেয়ং ত্রীচক্রং শিবমোর্বপুঃ ॥

ইতি । শিবশক্ত্যোর্মেলনং ষড়্‌বিংশং সর্বতত্ত্বাতীতং তত্ত্বাস্তরমিতি পুরস্তা-ন্নিবেদয়িত্বাৎ । তস্মাৎশেলনাদেব জগৎপত্তিস্থিতিলয়াঃ, ন কেবলাদেব ইতি চ বক্ষ্যতে । যথোক্তং বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে চতুঃশতায়াম্—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবেদযদি ।

•

সৃষ্টিস্থিতিলয়ান্ কর্তুমশক্তঃ শক্ত এব হি ॥

ইতি । এতচ্চ “চতুর্ভিঃ ত্রীকটৈঃ” \* ইত্যাদিন্মোকবাধ্যানাবসরে নিপুণ-তরমুপপাদয়িত্বামঃ ।

অতঃ তস্মাৎকতোঃ ত্রাং ভগবতীং আরাধ্যাং আরাধয়িতুং পূজয়িতুং হরি-হর্যবিরিঞ্চাদিভিঃ, হরিবিক্রুঃ, হরো রুদ্রঃ, বিরিঞ্চো ব্রহ্মা, আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে । তে চ অধিকারপুরুষাঃ প্রপঞ্চাস্তঃপাতিনঃ । তৈর্নমস্কারাঘং প্রপঞ্চ-

জনয়িত্বাঃ ভগবত্যাঃ যুক্তমেবেতুক্তম্ “অতস্মাদাধ্যায়াম্” ইতি, ন তু আরোপ-  
স্তিতিরিত্তি ধ্যেয়ম্। যথা—নিগমা বা আদিশব্দেন সংগৃহ্যন্তে, নিগমসেবাভ্যাং  
ভগবত্যাঃ। তদুক্তমত্র “শ্রুতীনাং মূর্খানাঃ” \* ইত্যাদৌ স্ফোৰ্য্যতে। বিরিক-  
শব্দঃ অকারান্তঃ। অপিশব্দঃ কথংশব্দার্থমুপস্করোতি। প্রণন্তং নমস্কর্তৃম্। প্রশব্দঃ  
কারিকং বাচিকং মানসিকং ত্রিবিধং নমস্কারমাহ। স্তোতুং বা, কেবলং স্ততিমাত্রমপি  
কর্তৃং বেতি। অকৃতপুণ্যঃ—পূৰ্ব্বজন্মার্জিতপুণ্যানিচয়ঃ কৃতপুণ্যঃ, তদন্তঃ অকৃত-  
পুণ্যঃ। প্রভবতি স্লেষ্টে শব্দঃ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি, শিবো দেবঃ শক্ত্যা যুক্তো ভবতি ॥ ১ ॥  
প্রভবিতুং শব্দঃ। এবং ন চেৎ, স্পন্দিতুমপি কুশলো ন খলু। অতঃ হরিহরবিরিকাদি-  
ভিরপি অধ্যায়্যং স্বাম্ অকৃতপুণ্যঃ প্রণন্তং স্তোতুং বা কথং প্রভবতি ॥ ১ ॥

সম্বন্ধীকৃতকৃত ব্যাখ্যান অনুবাদ।—শিব নির্বিশেষ  
ব্রহ্ম, নিরাকার, সর্বব্যাপক, তিনি শক্তি অর্থাৎ মায়াযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছা—  
সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তা হয়েন, নতুবা শক্তিরহিত হইলে তিনি স্পন্দনেও  
অসমর্থ; [ আকাশতুল্য নিরাকার সর্বব্যাপকের স্পন্দনাদি ক্রিয়া হইতে পারে  
না। ] এই অংশের আগমসম্মত অর্থ এই,—

শিব—উর্দ্ধমুখ চারিটি ত্রিকোণ রেখা,—শক্তি অধোমুখ পাচটি ত্রিকোণ রেখা-  
সহ মিলিত হইলে অর্থাৎ শিব-শক্তিময় ঐচক্র হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টিস্থিতি-  
সংহারকার্য্য সম্পন্ন হয়। (কেবল শিব হইতে হয় না, ইহা বাখ্যা ১১  
শ্লোকে বিস্তৃতভাবে হইবে।) কেবল শিব স্পন্দনেও অশক্তি। (হে ভগবতি)  
অতএব তোমাকে কারিক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার করিতে অথবা স্তব করিতে  
প্রাক্তন পুণ্যহীন (মাদৃশ) ব্যক্তির সাগর্থা কিরূপে হইতে পারে?

অচ্যুতানন্দ-টীকা।—ওঁ নমঃ শিবায়া। নম্রা পিত্রোঃ পদাভ্যোজং  
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্দলহরীস্তোত্রস্ত্রাচ্যুতানন্দশর্ষণং ॥ কদাচিত্তগবতা,  
শঙ্করাচার্য্যোণ শঙ্করমূর্ত্তিনাপি বিবিধশাস্ত্রানুশীলনতয়া ‘সর্বং বৈ পরং ব্রহ্মেতি’  
মতমাপ্রিত্যা হরেরক্তদেবং ন জান ইত্যবুশাসত্য প্রত্যক্ষীভূতয়া শক্ত্যানুগৃহীতেন তস্তা  
এব প্রাধান্তমভবতা স্তোত্রমারকম্। শিব ইতি। শিবো ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজান-  
ক্রিয়াদিশক্ত্যা যুক্তো ভবতি, তদা প্রভবিতুং অধিকর্ত্তুং শব্দঃ; ন চেদেবং স্পন্দিতুং  
চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোহ্যং প্রণন্তং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যো জনঃ কথং  
প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্ততিনত্যাদিকং ন সম্পত্ত্ব ইত্যর্থঃ। যৎ কিস্তু তাম্?

হরিহরবিরিঞ্চাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্তুতস্ত হৃষ্টাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তদ্বক্তৃং  
 গীতায়াম্,—“অজোহপি সন্নব্যায়াম্মা দেবানামীষরোহপি সন্। “প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়  
 সম্ভবাম্যাম্মায়য়া ॥” সারদায়ামগি,—“সচ্চিদানন্দবিভবাং সকলীং পরমেশ্বরং।  
 আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাবিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥” তদ্ব সাকলাদিতি কলাযুক্তশক্তিমত  
 ইত্যর্থঃ। বামকেশ্বরতস্ত্বেহপি,—“পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কৰ্ত্তুং ন কিঞ্চন।  
 শক্তস্ত পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥” অত্র মন্ত্রমণ্ডিতরতি। শিবো  
 হকারঃ যদি শক্ত্যা সংকারেণ যুক্তো ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততন্ত্রাণামাদি-  
 র্ভবিতুং শক্তিঃ। হংসমন্ত্রঃ সোহহঙ্ক। অথবা শিবঃ কাদিক্কারপর্য্যন্তবর্ণসমূহঃ।  
 শক্তিঃ ষোড়শস্বরঃ। তয়া যুক্তো যদি ভবতি তদা বেদাদিকং স্পষ্টীকৰ্ত্তুং  
 শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিষয়ীভবিতুমপি ন কুশলঃ।  
 তদ্বক্তৃং সারদায়াম্,—“বিনা স্বরৈস্ত নাত্রেষাং জায়তে ব্যক্তিস্রজসা। শিব-  
 শক্তিময়ান্ত্রাদ্যবর্ণা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥” বাখ্যানঞ্চ—শিবশব্দ ইক্যারেণ যুক্তশ্চেৎ  
 ঙৈশ্বরবাচকঃ, অত্রথা শব ইতি শব্দচ্ছলঃ। তস্মৈ দৃষ্টং যথা,—“সংকারেণ বহির্ঘাতি  
 হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। হংসো হংস ইনং মন্ত্রং জীবো জপতি সৰ্ব্বদা ॥” অথবা  
 ত্বাং কিস্তুতাম্? প্রণবাদিবেদমন্ত্ৰৈরারাদ্যাম্। প্রণবস্ত হরিহরবিরিঞ্চিবাচকৈঃ  
 অকার-উকার-মকারবাচকৈঃ। তথা চ গোরক্ষসংহিতায়াম্—“অকারো হরি-  
 রিত্যাঙ্করকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্ত তৈঃ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই  
 তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে  
 সমর্থ হয়েন; অত্রথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। এই হেতু  
 জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং  
 অগ্ন্যাগ্নি দেবতা সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঐন্দ্রশী অবস্থায়  
 মৃদুশ অক্লান্তপূণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব  
 করিতে সমর্থ হইবে? ১ ॥

**তাত্পর্য্য।**—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ  
 শাস্ত্রানুগীলন দ্বারা “সমস্তই পরমব্রহ্ম” এইরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র  
 ব্রহ্মেরই আরাধনা করিতেন; ‘হরি (ব্রহ্ম) ভিন্ন দেবতা জানি না’ এরূপ  
 উপদেশও দিয়াছিলেন। শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যাকরূপে শক্তির  
 প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিলাভ-প্রত্যাশায় শক্তিকে প্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত  
 এই আনন্দলহরী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মশক্তি-স্বীকার শারীরিক ভাষা থাকায় তাহার সহিত ও আচার্য্যের দিগ্‌বিজয়কালে শক্তিপূজার প্রোত ব্যবস্থা-প্রবর্তন, ত্রীচক্রস্থাপন প্রভৃতির সহিত এই প্রবাদের সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইলে, বলিতে হয়, শারীরিক ভাষা-রচনাদির পূর্বে শঙ্করাচার্য্যের ঐক্লপ ভাব ছিল ও ফলতঃ পঞ্চোপাসকগণ উপাত্তে যেক্লপ দৃষ্টি করিবেন, তৎশিক্ষাপ্রদর্শন ভগবান্ শঙ্কর করিয়া গিয়াছেন, নানা দেবত্বকৃত স্ততির স্তায় দেবীস্তুতিও অনেক আছে, আনন্দলহরী তন্মধ্যে অন্ততম। এই আনন্দলহরীর মাধবাচার্য্য-সম্মত নাম ‘সৌন্দর্যালহরী’।

অথবা শিবশব্দে ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্দে অকারাদি স্বরবর্ণ শিব যদি শক্তিব্যুক্ত হয়েন, অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই বেদ প্রভৃতি বান্ধ করিতে পারে; অথবা (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে) ব্যঞ্জনবর্ণ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশব্দে ইকার যোগ না থাকিলে শব্দ হয়, শব্দে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়া থাকে। কিংবা শিবশব্দে হং, শক্তি শব্দে সঃ। শিব শক্তিব্যুক্ত হইলে অর্থাৎ হংসঃ এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে তদ্ব্যাক্ত প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে। জীব নিশ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা সর্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিশ্বাস আকর্ষণে হং, নিশ্বাস-পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অথবা হে মাতঃ! তুমি ‘ঐ’ প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা আরাধ্য। প্রণব হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাচক অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-বাচক। প্রণবে যেক্লপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইক্লপ ঐ তিন দেবতাতেও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবস্থিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিতেছেন; জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে অধিষ্ঠান-পূর্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান করিয়া সংহার করিতেছেন; ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরের সামর্থ্যের তুমিই মূল ॥ ১ ॥

তনীয়াসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,

বিরিঞ্চিঃ সন্ধিশ্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্।

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহশ্রেণ শিরসাং,

হরঃ সংস্কৃষ্টেনং \* ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিবিধম্ ॥২॥

সঙ্গীত-টীকা।—তনীয়াসং অতিস্বল্পং পাংশুং রজঃকণং তব ভবত্যাঃ দেব্যাঃ চরণপঙ্কেরুহভবং চরণৌ পঙ্কেরুহে ইব তাভ্যাং ভবং বিরিঞ্চিঃ

\* সংস্কৃষ্টেনমিতি কচিং পাঠঃ।



ব্রহ্ম—বিরিক্ষিশব্দ ইকারান্তঃ, “বিরিক্ষিচ্চ বিরিক্ষনঃ” ইতি অময়কোষে অভি-  
ধানাৎ, (সক্শিবন্) সংপাদয়ন্, ভাণ্ডীকুর্বনিত্যর্থঃ, বিরচয়তি বিবিধান্ করোতি,  
লোকান্ লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ স্বাবরজঙ্গমাশ্চকপ্রপঞ্চঃ ইত্যর্থঃ তান্। যদ্বা  
উর্দ্ধলোকাঃ সপ্ত ভূবাদয়ঃ, অধোলোকাঃ সপ্ত অতলাদয়ঃ, এবং চতুর্দশলোকান্।  
অবিকলং পরম্পরাসংকীর্ণং যথা ভবতি তথা। যদ্বা—যাবৎপ্রলয়মেবাং বৈকল্যাৎ  
যথা ন ভবতি তথা, বহতি প্রাপয়তি ব্রক্ষতি, এনং পাংশুকণং চতুর্দশ-  
লোকাশ্চকতয়া অবস্থিতম্। শৌরিঃ শূরশ্চ যদোরপতাং শৌরিঃ বলভদ্রঃ, তেন  
শেষো লক্ষ্যতে, শেষাবতারদ্বাং বলভদ্রশ্চ। যদ্বা—শৃণোতি হিনস্তি দশভীতি শৌরিঃ  
সর্পরাজঃ, শেষ ইতি যাবৎ। যদ্বা—শৌরিঃ বিষ্ণুঃ। তথোক্তং চতুঃশতায়াম্—

শিশুমারায়না বিষ্ণুঃ সপ্তলোকানধঃ স্থিতান্।

দক্ষে শেষতয়া লোকান্ ভূবাদীনূরুতঃ স্থিতান্ ॥

ইতি। শেষপক্ষেপি শেষ এব বিষ্ণুঃ, ব্রক্ষণে বিষ্ণোরৈবাধিকারাতঃ। কথ-  
মপি কথংচিৎ সহশ্রেণ শিরসাম্। হরঃ অন্তকালে প্রপঞ্চঃ হরভীতি হরঃ  
সংস্কৃত সম্যক্ মদাঘ্নিহা এনং চতুর্দশভূবনাশ্চকতয়া অবস্থিতং পাদরজঃকণং,  
ভজতি সেবতে, উপদিহতীত্যর্থঃ। ভসিতোকুলনবিধিং ভসিতেন যদুকুলনং  
উপদেহনং অঙ্গরাগকরণং, তন্তু বিধিঃ অনুষ্ঠানং, তং তথোক্তম্।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি, বিরিক্ষিঃ তব চরণপঙ্কে রূহভবং তনীয়াসং  
পাংশুং সংচিবন্ লোকান্ অবিকলং বিরচয়তি। হে ভগবতি, শৌরিরেনং শিরসাং  
সহশ্রেণ কথমপি বহতি। হে ভগবতি, এনং সংস্কৃত হরঃ ভসিতোকুলনবিধিং  
ভজতি।

অনং ভাবঃ—ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরানাং প্রপঞ্চবিষয়সৃষ্টিস্থিতিলয়ক ভূতং ভগবত্যাঃ  
পদাঙ্জবেণুমহিমায়ন্তমিতি ॥ ২ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—পরমাণু হইতে ভূবাদি লোক-  
সৃষ্টি, উহা প্রসিদ্ধই আছে,—হে নাতঃ, সে পরমাণু তোমারই চরণরজঃকণা। ব্রহ্মা  
তাহাই সঞ্চয় করিয়া অব্যাহতভাবে চতুর্দশ লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু  
অনন্তরূপে সহস্র অন্তক দ্বারা—লোকরূপে পরিণত সেই পাদপদ্মেরেণু কোন  
প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। আর হর অন্তকালে তাহাকে চূর্ণ করিয়া তদ্বারা  
তন্তু মাখিবার কার্য সম্পন্ন করেন ॥ ২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—দেব্যান্তরণেরেণুনাং মহিমানমাহ তনীয়াসং-  
মিতি। হে নাতন্তব পাদপদ্মভবম্ অন্তরং পাংশুং ধূলিং ব্রহ্মা রাণীকুর্বন্

স্বচ্ছন্দং লোকান্ সৃজতি । তব মহিমা তনীয়সোহপি বহুলীকরণসামর্থ্যমিতি  
ভাবঃ । এনং চরণরেণুং জগৎস্বেন সম্পন্নমপরিমেষপরাক্রমোহপি নাগায়ণঃ  
অনন্তরূপেণ কষ্টসৃষ্ট্যা সহশ্রেণ শিরসাং বহতি । তনীয়সোহপি এবভূতং  
পরীক্ষমিতি ভাবঃ । হর এনং অন্তকালে স্বতেজসা, দণ্ডং সংকুদ্য চূর্ণীকৃত্য  
বিভূতিব্রহ্মণবিধিং ভস্মলেপনবিধিং ভজতি । তদাশ্রকঙ্কায়ং ভস্মনি পুনস্তনীয়মিতি  
ভাবঃ । তব পাদরেণবঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্যার্থঃ ।  
অত্র ভূতগুহ্যবীজাহ্বাদরস্তু ; তনীয়ংসং-শব্দাং যংকারঃ । চরণশব্দাদ্রেকঃ ।  
পাংশুশব্দাং বিন্দুঃ । অবিকলং-শব্দাং লঙ্কারঃ । ভবং-শব্দাং বঙ্কারঃ । এতেন  
যং রং লং বং ইতি ভূতগুহ্যবীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—জননি ! ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অন্নমাত্র ধূলি সংগ্রহ  
করিয়া ( অর্থাৎ পরমাণু লইয়া ) তদ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্মাণ করিয়াছেন ।  
পরে বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা ভূদীয় ( পাদপদ্ম-পরাগবিनिর্মিত ) সেই  
জগৎ ধারণ করিতেছেন । প্রলয়কালে হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ ( দণ্ড ও  
ভস্মাবশিষ্ট ) বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

**তাৎপর্য ।**—ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবতীর স্বরমাত্র চরণরেণুই সৃষ্টি,  
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার অচ্যুতানন্দ ভূতগুহ্য  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—তনীয়ংসং শব্দে যং, চরণশব্দে রং, পাংশুশব্দে  
বিন্দু, অবিকলং শব্দে লং, ভবং শব্দে বং । ইহা দ্বারা যং রং লং বং এই  
বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইল ॥ ২ ॥

অবিদ্যানামস্তস্তিমির-মিহিরোদীপ-নগরী, \*

জড়ানাং চৈতন্য-স্তবক-মকরন্দ-স্রুতি-শিরা । †

দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,

নিমগ্নানাং দংষ্ট্রী মূররিপুবরাহস্য ভবতী ‡ ॥ ৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকা ।**—তমেব পাংসুঃ প্রস্তোতি—এষঃ পাংসুঃ অবিদ্যানাং  
অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তানাং অজ্ঞানানামিত্যর্থঃ, ন তু অবিজ্ঞানবিদ্যানাম্, অবিজ্ঞানাঃ ভাবরূপ-  
দ্বাং । অর্শ-আদিদ্বাং অচ্-প্রত্যয়ঃ । অবিজ্ঞাবস্তুঃ অবিজ্ঞা ইতি । যদ্বা—অবিজ্ঞাবিষ্টচিত্তা  
অপি উপচায়েণ অবিজ্ঞা ইতি । তেবাং অস্তস্তিমিরমিহিরবীপনগরী—অস্তস্তিমিরং

\* মিহিরবীপনগরীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

† করীতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

‡ ভবতি ইতি লক্ষ্মীধরসম্মতঃ পাঠঃ ।

অন্তহিতাজ্ঞানম্। অজ্ঞানস্ত তিমিরদ্বারোপণম্ আবরকত্বসাম্যাৎ—যথা বাহুপদার্থ-  
নাবৃণোতি তমঃ, তথা আস্তরপদার্থম্ আত্মানম্ আবৃণোতি অবিজ্ঞা। তস্ত তিমিরস্ত  
মিহির-দ্বীপনগরী, মিহিরস্ত সূর্য্যস্ত দ্বীপঃ সমুদ্রমধো উদয়প্রদেশঃ; তত্র নগরীপত্তনং  
বাসগৃহমিতি বাবৎ। জড়ানাং মল্লানাং দুর্মেধসাং, চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দক্ষতিবরী  
চেতনৈব চৈতন্ত্বম্, স্বার্থে স্বাঞ্, চেতনা নাম আত্মগতপদার্থপ্রবোধকারিণী চিত্ত-  
বিস্তাররূপা কাচন শক্তিঃ, তদেব স্তবকঃ কল্পরূপশূচ্চঃ তস্ত মকরন্দঃ পুষ্পরসঃ,  
তস্ত ক্ষতিঃ শ্রবণং নিশ্চলঃ তস্ত বরী প্রবাহঃ। দরিদ্রাণাং দীনানাং চিন্তামণিশূণ-  
নিকা চিত্তবৃণেঃ রত্নবিশেষস্ত গুণনিকা গুণনা আত্রেড়নং, সমূহ ইতি বাবৎ।  
জন্মজলধৌ জন্মৈব সংসার এব জলধিঃ সমুদ্রঃ—সংসারে সমুদ্রদ্বারোপণং অপারত্ব-  
সাম্যাৎ—তত্র নিমগ্নানাং নিতরাম্ উন্মজ্জনরাহিতো ন মগ্নানাং দংষ্ট্রা—পৃষ্ঠম্—  
মুররিপু-বরাহস্ত, মুরো নাম দৈত্যঃ, তস্ত রিপুঃ বিষ্ণুঃ অয়ং মুররিপুশব্দঃ বিশেষণ-  
বাচ্যপি বিশেষ্যঃ বিষ্ণুমেব কথয়তি, শব্দস্বভাবাৎ; ন চাত্ৰ পঙ্কজাদিপদবৎ শক্তি-  
সংকোচঃ, দ্রব্যবাচকত্বাদন্তেতি—স এব বরাহঃ তস্ত বরাহঃ অবতারবিশেষঃ, তস্ত  
ভখোজস্ত ভবতি বর্ততে।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি, তব পাদাজরেণুঃ এষঃ অবিজ্ঞানাং অন্তঃতিমির-  
মিহিরদ্বীপনগরী, জড়ানাং চৈতন্ত্বস্তবকমকরন্দক্ষতিবরী, দরিদ্রাণাং চিন্তামণি-  
শূণনিকা, জন্মজলধৌ নিমগ্নানাং মুররিপুবরাহস্ত দংষ্ট্রা ভবতি।

অত্র পরিণামলঙ্কারঃ, আরোপ্যমাণস্ত আরোপণবিষয়াত্মকতয়া স্থিতেঃ। তথ্যচ  
মত্বকসূত্রম্—“আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বং ১. রণামঃ” ইতি। অন্ত্যর্থঃ  
—আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বং আরোপণবিষয়াত্মকতয়া স্থিতিনিবন্ধনমেবেতি  
কলাভিপ্রায়েণোক্তমিতি। যথা—উল্লেখালঙ্কারঃ, নগর্যাদিরূপেণ পাৎসোকুলেখনাৎ।  
রূপকং বা ভবতু—প্রকৃতোপযোগো ন বিবক্ষ্যত ইতি ॥ ৩ ॥

• লেঙ্গী-অনুবাদ।—ভগবতি! আপনার চরণেণু অবিজ্ঞানগ্রস্ত মানব-  
গণের আন্তরিক অন্ধকারের পক্ষে সূর্য্যোদয়-দ্বীপনগরী তুল্য, অজ্ঞদিগের চৈতন্ত্ব-  
কল্পবৃক্ষের কুহুম-মকরন্দক্ষরণ নিবারণরূপ, দরিদ্রগণের চিন্তামণিহারস্বরূপ এবং  
সংসারসাগরনিমগ্নদিগের পক্ষে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দন্তস্বরূপ হইতেছেন।  
ভাবার্থ এই যে, বেদে আছে, সূর্য্য জল হইতে উথিত হইলেন, কবি তদনুসারে  
কল্পনা করিলেন, সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইলেন নগরীতে সূর্য্যের রথ, সে নগরীতে  
অন্ধকারের একেবারেই সম্পর্ক নাই। ভগবতীর চরণেণুও সেইরূপ, সেই রেণু-  
হইতে বহু বর্ষে, তথায় অন্তরের অন্ধকার—অজ্ঞান থাকিতেই পারে না ॥ ৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভক্তেশ্বরকল্পামাহ অবিজ্ঞা ইতি।  
অবিজ্ঞানামজ্ঞানিনাং যদন্তস্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশনগরী  
বাদশাদিত্যোদয়স্থলরূপা নগরীত্যাঃ শ্রীভগবতী। ভগবত্যা অমুকুলা  
চেৎ মূর্খোহপি প্রসন্নচেতা ভবতীত্যাঃ। মিহিরোদীপনকরীতি কচিং পাঠঃ।  
তত্র রবিপ্রকাশনকরী ভূমিত্যাঃ। জড়ানাং কর্তব্যাকর্তব্যবিমূঢ়ানাং  
নানাজাতীয়জ্ঞানরূপং যৎ গুণগুচ্ছং তত্র মকরন্দক্ষতিশিরা। অজ্ঞঃ-  
প্রবোধমধুস্রবাণাং সম্পাদয়িত্বী স্বং, জড়ানামপি বিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ভূম্ ইত্যর্থঃ।  
দরিদ্রাণাং চিস্তামণিঃ অভীষ্টফলদো মণিবিশেষঃ। তস্ত গুণনিকা গুণরূপা স্বং  
দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা স্বং যয়া দারিদ্র্যভঞ্জনং ভবতি সা ভূমিত্যাঃ। তথা  
সংসারসমুদ্রময়ানাং পৃথিব্যাদারকস্ত বরাহরূপস্ত বিষ্ণোর্দন্তরূপা ভবতী। বিষয়-  
ব্যাপারিণামপি মোক্ষদাত্রীত্যাঃ। অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্র্যবিদারণ-সংসার-  
তারণ-বীজাভ্যুদয়স্তি। চৈতন্ত্যশব্দাদেকারঃ। জড়ানাং শব্দাবিন্দুঃ। মিহির-  
শব্দাৎ হকাররেকো। নগরীশব্দাদীকারঃ। অবিজ্ঞানাং-শব্দাবিন্দুঃ। এতেন ঐং  
হ্রীং ইতি বীজদ্বয়ং প্রকাশকং বোধকঞ্চ। বরাহশব্দাৎ বকাররেকো। জলধৌ-  
শব্দাদৌকারঃ। নিমগ্নানাং শব্দাৎ বিন্দুঃ। অবিজ্ঞানাং-শব্দাৎ বকারম্। তিমির-  
শব্দাদ্রেকঃ। ভবতীশব্দাদীকারঃ। দংষ্ট্রাশব্দাবিন্দুঃ। এতেন ত্রৌং ত্রীং ইতি  
বীজদ্বয়ং দারিদ্র্যাদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কার-  
রূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে তুমি বাদশাদিত্যের উদয়-নগরীস্বরূপা, নির্বোধ-  
দিগের জ্ঞান-কুমুদ-স্রবক-মকরন্দ-স্রবণে তুমিই শিরা-স্বরূপা, অর্থাৎ তুমি নির্বোধ  
ব্যক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক। তুমি দরিদ্র জনগণের অভীষ্ট-  
ফলপ্রদ চিস্তামণিশক্তি এবং সংসারসাগরনিমগ্নগণের উদ্ধারে বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রা-  
স্বরূপ,—অর্থাৎ উদ্ধারকর্ত্রী ॥ ৩ ॥

**তাৎপর্য।**—এই শ্লোক দ্বারা অচ্যুতানন্দ টীকাকার প্রকাশক, বোধক,  
দারিদ্র্যানাশক ও সংসারতারক, এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিতেছেন; চৈতন্ত্য শব্দে  
ঐকার, জড়ানাং শব্দে বিন্দু, মিহির শব্দে হকার ও রেক, নগরী শব্দে ঙ্কার,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং এই প্রকাশক ও বোধক বীজদ্বয় উদ্ধৃত  
হইল। বরাহ শব্দে বকার ও রেক, জলধৌ শব্দে ঔকার, নিমগ্নানাং শব্দে বিন্দু,  
অবিজ্ঞানাং শব্দে বকার, তিমির শব্দে রেক, ভবতী শব্দে ঙ্কার, দংষ্ট্রা শব্দে বিন্দু।  
ইহা দ্বারা ত্রৌং ত্রীং এই বীজদ্বয় উদ্ধৃত হইল। উক্ত বীজদ্বয় দারিদ্র্যানাশক ও  
সংসারতারক ॥ ৩ ॥

ত্বদন্ত্যঃ পাণিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-

স্ত্রমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া ।

ভয়াং ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঙ্কাসমধিকং,

শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণৌ ॥ ৪ ॥

লঙ্কারীকরণ-টীকা ।—ঋ ভবত্যাঃ সকাশাং অন্তঃ ইত্যঃ পাণিভ্যাং

হস্তাভ্যাং অভয়বরদঃ অভয়ং ভয়রাহিত্যং, ভয়প্রাপ্তিমিত্তি যাবৎ, বরঃ  
ইষ্টার্থঃ, ত্রাতো দদাতীতি অভয়বরদঃ, একেন হস্তেন অভয়দঃ, অন্ত্রেন বরদ  
ইত্যর্থঃ । দৈবতগণঃ দেবতা এব দৈবতানি, বিনয়াদিত্যং স্বার্থে অণ,  
“স্বার্থিকাঃ প্রতয়াঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনাত্ততিবর্তন্তে”, যথা চেতনৈব  
চেতন্তমিতি । তেষাং গণঃ ইন্দ্রাদয়ঃ আদিত্যাদয়শ্চ গণদেবতাঃ । ঋ  
ভবতী একা মুখা, একসংখ্যাসংখ্যয়া বা, নৈবাসি ন ভবন্তেব । প্রকটিতঃ  
প্রকাশিতঃ, “হস্তাভ্যাং” ইতি শেষঃ, বরঃ ইষ্টার্থঃ, অভীতিঃ অভয়ং ভয়াং ভ্রাণং,  
ভয়োরভিনয়ঃ অভিবাঞ্ছনং বস্তাঃ সা তথোক্তা । হস্তাভ্যাম্ অভয়বরপ্রদানং সৰ্ব্ব-  
দৈবতসাধারণমিতি সৰ্ব্বেষাম্ অসাধারণম্ অভয়বরপ্রদানপ্রকারমাহ—ভয়াং ত্রাতুং  
সংসারাদ্রিক্তুং দাতুং ফলং বাঞ্ছিতার্থানুরূপম্, অপি চঃ সমুচ্চয়ে, বাঙ্কাসমধিকং  
বাঙ্কয়াঃ কামনায়াঃ সমাগধিকং কামিতার্থাদধিকমিত্যর্থঃ । শরণো শরণার্থে  
লোকানাং চতুর্দিশতুবনানাম্ । তব ভবত্যাঃ । হিশদঃ ইত্যর্থঃ, ইতি সংচিন্ত্যো-  
ত্যর্থঃ । চরণৌ পাদৌ । এষকারঃ অবধারণে নিপুণৌ সমর্থো ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! লোকানাং শরণো ! ত্বদন্ত্যো, দৈবতগণঃ  
পাণিভ্যামভয়বরদঃ । একা ঋ পাণিভ্যাং প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া নৈবাসি, হি  
ইতি সংচিন্ত্য তব চরণাবেব ভয়াং ত্রাতুং বাঙ্কাসমধিকং ফলমপি চ দাতুং নিপুণৌ ।

অয়ং ভাবঃ—হস্তাভ্যামভয়বরদানং সৰ্ব্বসাধারণমিতি ঋ ত্বদন্ত্যো ত্বচরণাবেব  
তাদৃশাভয়বরপ্রদানে স্বয়মেব ব্যাপ্তৌ । অতন্ত্ব ন কর্তব্যং হস্তাভ্যাম্ অভয়বর-  
প্রদানং, প্রয়োজনাত্ভাবাৎ, সৰ্ব্বসাধারণ্যপ্রদানং, লৌকিকশরণ্যস্বব্যাবাহিত্যেচ্ছা-  
পদেশ ইতি ।

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ । বাক্যালঙ্কারঃ কারালিঙ্গালঙ্কারোহপি স্পষ্টঃ ।

ভয়োরভিনাদিভাবেন লঙ্কারঃ ॥ ৪ ॥

লঙ্কারী-অনুবাদ ।—মা, হস্তবুগল দ্বারা বর ও অভয়দানের অভিনয়-

এক। তুমিই যে কর, তাহা নহে,—তোমা ব্যতীত, দেবতারা হস্তবুগল

দ্বারা বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করিয়া থাকেন, হে শরণো, এই চিন্তা করিয়া লোক-সমূহকে ভয় হইতে রক্ষা, এ আকাজ্জ্বার অতিরিক্ত ফলদান করিতে তোমার চরণযুগলই নিরত হইয়াছেন। (অপর দেবতা হইতে ইহাই আপনার বিশেষত্ব) ॥৪॥

ভগবত্যা অন্তদেবতাতোহবাধারণামাহ তদন্ত ইত্যাদি। হে লোকানাং শরণো লোকানাং রক্ষিত্বি। তথাচ,—শরণং গৃহরক্ষিত্বোন্নিত্যমরঃ। তদন্তো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যাংমেব অভিনয়ং কৃত্বা বরাভয়মুদ্রাং ধৃত্বা বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি। একা হং তথা ন করোষি। কিম্বুতা? প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া প্রকটিতং ফুটে বরাভীতিমুদ্রারহিতং বরাভীত্যভিনয়ং বরাভীতিদানং যন্ত্যঃ। হি যন্ত্যং তন্ত্যং ত্রাতুং বাহ্যাসমধিকঞ্চ ইষ্টতোহপাধিকং ফলঞ্চ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ। অন্তেষাং হস্তকৃত্যং যত্নসাধ্যং, ত্রিমত্যা অমত্নেন চরণাভ্যাংমেব সম্পাদিত ইতি ধ্বনিঃ। অত্র খালামন্ত্রমণ্ডিরান্তি। দৈবতশব্দাদৈক্যঃ। পাণিভ্যাং-শব্দাদ্-বিন্দুঃ। এতেন ঐ। লোকানাং-শব্দাৎ ককারলকারানুসারাঃ। বরাভীত্যভিনয়েতিশব্দাদৌকারঃ। এতেন ক্রী। সমধিকশব্দাৎ সকারঃ। চরণৌ-শব্দাদৌকারঃ তদন্তঃশব্দাদ্বিসর্গঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—হে লোকশরণো, হস্তযুগলে অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা প্রদর্শনাভিনয় তোমা ব্যতীত অপর দেবতাগণ করিয়া থাকেন। কেবল এক তুমিই সমপ্রত্যক্ষীকৃত বর ও অভয়দান করার অন্ত দেবতার বর ও অভয় মুদ্রার অভিনয়কারিণী নহ। যে হেতু তোমার চরণযুগলই ভয় হইতে রক্ষা এবং কামনার অধিক ফল দান করিতে সক্ষম ॥ ৪ ॥

অর্থপরিচয়।—এ স্থলে টীকাকার অচ্যুতানন্দ বাৰ্দ্ধামজ উদ্ধৃত করিতেছেন।—দৈবতশব্দে ঐকার, পাণিভ্যাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। লোকানাং শব্দে ককার, লকার ও অনুস্বার। ‘বরাভীত্যভিনয়া’ শব্দে জ্জিকার। ‘ইহা দ্বারা ক্রী’ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শব্দে ঐকার, ‘তদন্তঃ’ শব্দে বিসর্গ। ইহা দ্বারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল অর্থাৎ ‘ঐ ক্রী সৌঃ’ এই বীজত্রয় ‘মঙ্গল’ করিয়া ত্রিপুরাবালার মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ৪ ॥

হরিস্তামারাম্য প্রণতজনেসৌভাগ্যজননীং,  
পুরা নারী ভূত্বা পুরন্নিপুমপি কোভমনয়ৎ।

স্মরোহপি ত্বাং নত্যা রতিনয়নলোহেন রপুমা,  
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতীম্ ॥ ৫ ॥

সম্বোধন-টীকা।—হরিশ্চৈব, ত্বাং ভবতীং, চক্রবর্তিনী

বিভাক্লপিনীং চ, আরাধ্যা পূজয়িত্বা জগিত্বা ধ্যায়া চ। অতএব ত্রিপুরসুন্দরী-প্রস্তারভেদেষু একস্ত প্রস্তাবস্ত ঋষিঃ বিষ্ণুঃ। ঋষিনাম বেদস্থিতো মন্ত্রো যেন দৃষ্টঃ স ইতি। অত এবাহুঃ “দর্শনাদৃষিঃ” ইতি। ইয়ং পঞ্চদশাঙ্করী বিভা ঋগ্বেদে আয়াতা “চত্বার ঙ্গে বিব্রতি ক্ষেময়ন্তঃ” \* ইত্যাদৌ। ন চ অত্র ঙ্গংকারত্ৰয়ং, হুল্লৈখাত্ৰয়শ্চৈব ঋতত্বাৎ, ইতি বাচ্যম্। ষোড়শকলাত্মকস্ত ত্রীবীজস্ত গুরুসম্প্রদায়বশাদ্বিজ্ঞেয়স্ত স্থিতত্বাৎ চতুর্ণামীংকারাণাং সিদ্ধে: মূলবিভায়াঃ বেদস্থিতত্বং সিদ্ধম্।

। অত্র কেচিত্তু কুলসমগ্রাচারানভিজ্ঞাঃ “চত্বার ঙ্গে বিব্রতি ক্ষেময়ন্তঃ” + ইত্যাদি ঋতিবোধিতাশ্চত্বার ঙ্গংকারাঃ ঙ্গংকারেণ সাক্ষিঃ হুল্লৈখাত্ৰয়মিত্যাহুঃ। তন্ন, ঙ্গংকারস্ত ঙ্গংকারত্বোক্তেরঘুক্তত্বাৎ, মূলবিভায়াঃ ষোড়শবর্ণাত্মকত্বাৎ—ষোড়শ-বর্ণাত্মকত্বং চ ষোড়শনিত্যাশ্রুতিভূতত্বাৎ মূলবিভায়াঃ। এতচ্চ “চতুঃষষ্ট্য। তদ্বৈঃ” ‡ ইতি “শিবঃ শক্তিঃ কামঃ” § ইতি চ শ্লোকদ্বয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়ি-  
ষ্যামঃ। কিঞ্চাস্ত মন্ত্ৰস্ত বেদমূলত্বং সংজ্ঞানামুবাচেন ॥ “ইয়ং বাবসরা” ॥ ইত্যমু-  
বাকেন চ প্রতিপাত্ত ইতি বক্ষাতে।

প্রকৃতমহুসারামঃ—প্রণতজনসোভাগ্যজননীং, প্রকর্ষণে নতাঃ প্রণতাঃ কারিক-  
বাচিকমানসিকনমস্কারবন্তঃ জনাঃ ভক্তলোকাঃ, তেবাং সোভাগ্যস্ত জননী প্রসবিত্রী,  
ত্বাং পুরা পূর্বে নারী কাস্তা ভূত্বা নারীরূপং ধৃত্বা পুররিপুং জিপুরাস্তক-অপিশকো  
জিতেন্দ্রিয়ত্বং সম্ভাবয়তি—কোভং মনোবিকারং অনয়ং নয়তিস্ম। “গতিবুদ্ধি”  
ইত্যাদি-সুত্রেণ দ্বিকর্মকত্বম্। সরোহপি মন্থথোহপি। অপিশকঃ পূর্বোক্ত-বিষ্ণুধর্ম্যং  
সমুচ্চিনোতি—যং বিষ্ণুর্ভবয়ন্ত ঋষিঃ, এবং সরোহপি। ত্বাং ভবতীং নত্বা শরণ-  
মুপগম্য, ত্রীচক্রং সমাগভার্চ্য, তন্মূলবিভাং সমাগভ্যাস্ত, তৎপ্রভাবাপন্নসদ্বঃ রতিনয়ন-  
লেখেন, রতে: স্বপদ্ব্যাঃ নয়নাভ্যাং লেহেন লেহনার্হেণ, রতিনয়নৈক-দৃশ্তেনে-  
ত্যর্থঃ। যদ্বা—রতিনাম অতিসুন্দরী, তস্তাঃ নয়নগৌয়েন ইত্যতিসৌন্দর্যাং কাম-  
দেহন্তেতি। বপুষা দেহেন। মুনীনাং জিতেন্দ্রিয়াণাম্। অপিশকঃ সম্ভাবনায়াম্।  
স্তুস্তঃ অন্তরঙ্গে চিত্তবৃত্তৌ। প্রভবতি সমর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। “মোহায় শব্দাদি-  
বিষয়বাহোৎপাদনায়। মহতাং মহাম্মনাম্।

অত্রেথং পদযোজনা—হে ভগবতি! প্রণতজনসোভাগ্যজননীং ত্বাং হরিরারাধ্য  
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি কোভমনয়ং। সরোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেখেন  
বপুষা মহতাং মুনীনামপ্যস্তমোহায় প্রভবতি হি।

পুরা কিল নারায়ণঃ জীৱণধারী কনকসামিনঃ প্রলোভ্য অবধীৎ । তাদৃশং জীৱণং শব্দনা প্রার্থিতঃ সন্ তস্মৈ দর্শয়িত্বা তং ব্যামোহয়ামাসেতি কথা অক্লৃপক্লেয়া । মন্থথোহপি সকলমুনিমনঃসংকোভং কুর্বাণঃ প্রবর্ততে । এতচ্চ বামকেশ্বর-মহাত্ম্যে চতুঃশতাং নিরূপিতম্—

এতামেব পুরাহরাধ্য বিজ্ঞাং ত্রৈলোক্যমোহিনীম্ ।

ত্রৈলোক্যং মোহয়ামাস কামারিং ভগবান্ হরিঃ ॥

কামদেবোহপি দেবেশীং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

সমরাধাভবল্লোকে সর্বসৌভাগ্যসুন্দরঃ ॥

ইতি । অতচ্চ যত্র যত্র রতিমূলকং মনঃসংকোভকরণং ভবতি তদ্বগবতীপ্রসাদ-লভামিতি বক্তুং শব্দবেরয়মায়ত্ত্বঃ ॥ ৫ ॥

**লক্ষ্মী-মর্থ্যানুবাদ**।—বিষ্ণু প্রণতজন-সৌভাগ্যপ্রদায়িনী তোমাকে (ঐচ্ছকরূপিনী ও বিজ্ঞারূপিনীকে) আরাধনা (পূজা, জপ ও ধ্যান) করিয়া, নারীরূপে ত্রিপুরারিকেও মনোবিকারযুক্ত করিয়াছিলেন, কামদেবও তোমাকে প্রণাম করিয়া রতিনয়নলেহনীয় (কোমল) শরীরের দ্বারা মুনিদিগেরও মনঃকোভসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন । (বিষ্ণু এবং কাম ঐবিজ্ঞার দুইটি পৃথক্ পৃথক্ মস্ত্রের ঋষি, বিষ্ণুদৃষ্টমস্ত্রের বিবরণ ঋগ্বেদে আছে, তাহার উল্লেখ টীকাতে এবং পাদটীকায় স্থাননির্দেশ করা আছে) ॥ ৫ ॥

যত্বেপি পূর্বস্মিন্ ল্লোকে ভগবতীপ্রসাদাসাদিতঃ মন্থথশ্চ প্রাগল্ভ্যমুক্তং, তথাহপি মন্থথশ্চ অনল্পবিজ্ঞায়াং মন্থথপ্রস্তারশ্চ ঋষিত্বাং তদায়ত্তমতিপ্রাগল্ভ্যমাহ ।

**অচ্যুতানন্দ-কৃত টীকা**।—সর্বত্র ঐমত্যাশ্চরণারাদনশ্চ কারণ-তামাহ হরিশ্বামিত্যাদি । পুরা হরিনারায়ণঃ প্রণতজনসৌভাগ্যজননীয় প্রণতানাং সৌভাগ্যকরীঃ স্বামারাধ্য নারী ভূয়া মোহিনীরূপমাহার পুররিপুমপি যন্ত যোগ-বলেন ত্রিপুরং দম্বত্বং অর্থাৎ তং মতাবোগীভ্রমপি কোভং অনয়ৎ অশ্বৈর্ধ্যাং প্রাপয়ৎ । স তু ভবল্লগ্নাজাত ইতি তস্মিন্ কদাচিদৈতং কার্য্যং সম্ভাব্যতে । অপি তু ঋয়ো যঃ কান্মুঠৈকঃ শ্রমণীয়তাং প্রাপ্তঃ সোহপি স্বাং নম্রা রতিনয়নলেহন বপুবা ত্রিগাচক্ষুঃপ্রীতিকরেণ দেহেন অর্থাৎ জীবন্তেন শরীরেণাপি মহতাং যুনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনামপি অন্তর্দোষহার মনসোহশ্বৈর্ধ্যায় প্রভবতি । যদ্বা হে প্রণতজনসৌভাগ্যজননি ! ঈমিতি চতুর্থবীজাত্মককাম-কলারূপাং ধ্যায়া পুররিপুমপি কোভমনয়ৎ । ঐমত্যাঃ পূজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতিকামদেবো পূজ্যবিভি তাৎপর্য্যার্থঃ । সাধাসিদ্ধাসনবিজ্ঞামপ্যাকরন্তি । হরিশকাং



হকারয়েকো, জননীং শকাৎ ঙ্কারাহুস্বারো । এতেন হ্রীং । অরঃ কামবীজম্ ।  
লেহেন শকাৎ লেকারঃ । বগুঃ শকাৎ বকারঃ । মুনীনাং শকাৎ বিন্দুঃ । এতেন  
হ্রীং ক্লীং ব্লোং ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সোভাগ্যসম্পৎ-প্রদাত্রী ।  
বিষ্ণু তোমার আরাধনা করত পূর্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরারি মহা-  
দেবকেও বিকোভিত করিয়াছিলেন । তোমার চরণেণুবলে মদন রতিনয়নের  
অস্বাদনীয় স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে  
সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—অথবা হে প্রণত-জন-সোভাগ্যজননি ! নারায়ণ তোমাকে  
ঐ এই চতুর্থবীজাঙ্কিকা কামকলারূপা ধ্যান করিয়া স্বয়ং নারীরূপ ধারণ পূর্বক  
দেবদেব মহাদেবকেও বিষ্ণুক করিয়াছিলেন । এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের তাৎপর্য্য  
এই যে, ভগবতী ত্রিপুরাদেবীর পূজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের  
পূজা করিতে হইবে । এই স্থলে সাধ্যাসিদ্ধাসন-বিদ্যা উদ্ধৃত হইতেছে । যথা—  
হ্রি শব্দে হকার ও রেফ, জননীং শব্দে ঙ্কার ও অহুস্বার । ইহা দ্বারা হ্রীং এই  
বীজ উদ্ধৃত হইল । অরশব্দে ক্লীং, লেহেন শব্দে লেকার, বগুঃ শব্দে বকার,  
মুনীনাং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা হ্রীং ক্লীং ব্লোং এই বীজত্রয় উদ্ধৃত হইল ॥ ৫ ॥

ধনুঃ পৌষ্পং মোর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা

বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়াধনরথঃ ।

তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমাগরিস্থিতে কামপি কৃপা-

মপাঙ্গান্তে লব্ধ্বা জগদিদমনস্তো বিজয়তে ॥ ৬ ॥

**লব্ধ্বাশ্বত্থ-টীকা ।**—অত্র পঞ্চ যন্তদোরধ্যাহারঃ । উভয়াধ্যাহারঃ  
সকলকবিসময়সিদ্ধিঃ । রঘুবংশে—“বাগর্থাবিব সংপৃক্তো” ইত্যত্র যৌ সংপৃক্তৌ তৌ  
বন্দে ইতি । তথা “যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্” \* ইত্যাদৌ য উৎপৎ-  
স্ততে তং প্রত্যেষ যন্ত ইতি । ধনুঃ আয়োজনসাধনং চাপঃ পৌষ্পং পুষ্পময়ম্ ।  
পুষ্পাণামতিমুদ্রলভ্যাং স্পর্শসহজাং নমনাকর্ষণাদি—চাপকাৰ্য্যানর্হমিতি তাৎপর্য্যম্ ।  
মোর্ব্বী শিজিনী মধুকরময়ী মধুকরৈঃ ভ্রমরৈঃ প্রচুরা, ভ্রমরপঙ্ক্তি-নির্মিতেতার্থঃ ।  
পরম্পরাসম্বন্ধানাং শিজিনীং ন সঙ্গচ্ছত ইতি তাৎপর্য্যম্ । পঞ্চ পঞ্চসংখ্যা-  
সংখ্যেয়াঃ বিশিখাঃ বাণাঃ । পঞ্চানাং বিক্ষেপণে তুচ্ছীভাব এব শরণমিতি তাৎপর্য্যম্ ।

কিঞ্চ—“পঞ্চবিশিখাঃ ইত্যনেন্, তদ্বিশিখানাং গ্রন্থনাশ্বকত্বপ্রসিদ্ধেঃ বিশিখ-  
কার্য্যকারিত্বাভাব ইতি তাৎপর্য্যম্ । বসন্তঃ কালবিশেষঃ, “বসন্তো মধুমাধবো”  
ইত্যভিধানাৎ । সামন্তঃ সচিবঃ । তস্ত কালান্বকত্বাৎ সাচিব্যকারিত্বং ন সম্ভবত  
ইতি তাৎপর্য্যম্ । মলয়মক্ৰৎ দক্ষিণানিলঃ আরোধনরথঃ আরোধনস্ত বৃদ্ধস্ত  
সাধনং শ্রদ্ধনঃ । মলয়মক্ৰতো মলয়ে স্থিতত্বাৎ ন সার্বত্রিকত্বম্, সার্বত্রিকত্বেইপি ন  
সর্বদা সম্ভাবঃ, সর্বদা সম্ভাবেইপি নীরূপহাদ্রথকাংগ্যকারিত্বাভাবঃ ইতি তাৎপর্য্যম্ ।  
তথাইপি উক্তপ্রকারে সার্বজনীনে সিদ্ধেইপি একঃ অসহায়শূরঃ সর্বং সকলং  
প্রপঞ্চম্ । হিমগিরিস্থিতে, হিমপ্রধানো গিরিঃ হিমগিরিঃ, শাকপার্বত্যাদিত্বাৎ সাধুঃ,  
তস্ত স্ত্রীতানন্দিনী, তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । কাম্ অনির্বাচ্যাম্ । অপিশকঃ সম্ভাবনায়াম্ ।  
রূপাং অল্পকম্পাম্ । অপাক্কাৎ কটাক্কাৎ তে তব লজ্জা প্রাপ্য । জগৎ জঙ্গমাশ্বকং  
লোকং—স্বাবরাশ্বকত্বপ্রসক্তেঃ । ইদং পরিদৃশ্যমানম্ । অনঙ্গঃ অনঙ্গরহিতঃ । অত্র  
সাধকস্তাপি দৌর্ভাগ্যং সূচিতম্ । হস্তাভাবাদেব চাপাকর্ষণশরসন্ধানে অপ্যাসম্ভা-  
বিতৈ । পাদাভাবাচ্চ রথাদৌ স্থিতিরপ্যাসম্ভাবিতা । বক্রনয়নাস্তভাবাৎ বয়শ্চেন  
মধুনা সার্কং সম্ভাবণসম্মিত্রীকণসহাসনাদয়ঃ অসম্ভাবা ইতি তাৎপর্য্যম্ । বিজয়তে  
“বিপর্য্যাত্যং জেঃ” ইত্যায়নেপদম্ ।

অত্রেখং পদযোজন—হে হিমগিরিস্থিতে ! যস্তানঙ্গস্ত ধনুঃ পোশ্যং, মোবী  
নধুকল্পময়ী, বিশিখাঃ পঞ্চ, সামন্তো বসন্তঃ, আরোধনরথঃ মলয়মক্ৰৎ, তথাইপি  
সৌহনঙ্গঃ একঃ তে অপাক্কাৎ কামপি রূপাং লজ্জা সর্বমিদং জগৎ বিজয়তে ।

অত্র বিভাবনালঙ্কারঃ, বিজয়সাধনাতাবেইপি বিজয়োৎপত্তেঃ । “কারণেন বিনা  
কার্য্যোৎপত্তির্বিভাবনা” ইতি লক্ষণম্ ॥ ৬ ॥

**সম্ব্রীধরকৃত-টীকানুবাদ**—যাহার পুষ্পময় ধনুঃ

ভ্রমর-নির্ম্মিত জ্যা ( ছিলা ), বাণ পাঁচটি মাত্র, সচিব ( মন্ত্রী ) বসন্ত, যুদ্ধের বল  
মলয়পবন—অর্থাৎ এ সমস্তই অকিঞ্চৎকর, দৃঢ়ধনুই যুদ্ধোপযুক্ত, কোমল ধনু  
নহে, জ্যা ছিলাও খুব দৃঢ় হওয়া আবশ্যক, ভ্রমরের ছিলা দৃশ্য মাত্র পরস্পর জোড়  
ত নাই, পাঁচটি বাণে কি যুদ্ধ করা যায়, অসংখ্যবাণ আবশ্যক, বসন্ত কালমাত্র—  
জড় পদার্থ সে কি মন্ত্রী হইতে পারে ? আর ফুরুরে হাওয়া কি রথ হইতে পারে,  
এই সব খেলা-ধরের উপকরণ লইয়াও অনঙ্গ ( যাহার হস্তপদাদি নাই ) তোমার  
( আরাধনা-ফলে ) রূপাকটাক্ লাভ করিয়া সমস্ত-লোকবিজয়ী ॥ ৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা**—ঈমত্যা অল্পকম্পয়া অযোগ্যোইপি মহৎ  
কর্ম সাধয়তীত্যাহ ধনুরিত্যাদি । হে হিমগিরিস্থিতে ! তে অপাক্কাৎ নয়নকোণাৎ

কামপি অনির্বচনীয়ং রূপাং লব্ধ্ব। অনলোহপি অনলদেহপি কৰ্ম্মযোগাতা নৃচিভা।  
 একোহিসহায়ো জগদ্বিজয়তে চরাচরং বশীকরোতি। জগদ্বশীকরণে সামগ্রীষাড্-  
 গুণাং দর্শয়িতুমাং—পুষ্পরচিতং ধনুঃ অতি কোমলং, গুণং, ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চলঃ,  
 পঞ্চ বাণা নাথিকাঃ, বসন্ত-ঋতুঃ সারথিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বায়ুযুদ্ধরথঃ স মন্দগামী।  
 এতেন সৰ্ব্ব এব যুদ্ধাযোগাঃ। অত্র কন্দৰ্পবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। কামপি-শব্দাৎ  
 ককারঃ। মলয়-শব্দাৎ লকারঃ। মোৰ্ব্বীশকাদীকারঃ। পোম্পং-শব্দাবিন্দুঃ।  
 এতেন ক্রীং ॥ ৬ ॥

**অনুবাদঃ**—হে হিমগিরিসুত্রে! মদন স্বয়ং অনল, অর্থাৎ অজহীন।  
 তাঁহার ধনু পুষ্পময়, মোৰ্ব্বী (ধনুকের গুণ) মধুকরময়ী, পুষ্পময় পাঁচটিমাত্র বাণ,  
 বসন্ত-ঋতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পবন যুদ্ধরথ; মদন এতাদৃশ স্নেহস্থাপন ইহঁরাও  
 তোমার অনির্বচনীয় রূপা-কটাক লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয়  
 করিতেছেন ॥ ৬ ॥

**তাৎপর্য্য**।—এ স্থানে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন।—  
 কামপি শব্দে ককার, মলয় শব্দে লকার, মোৰ্ব্বী শব্দে ঙ্কার, পোম্প শব্দে বিন্দু।  
 ইহা দ্বারা ক্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। কামদেব ত্রিপুরসুন্দরীর উপাসক, ইহা  
 তত্ত্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬ ॥

রূপংকাঞ্চীদামা করিকরভকুস্তন্তনভরা, \*

পরিষ্কীণা মধ্যে পরিণতশরচন্দ্রবদনা।

ধনুর্বাণান্ পাশং শূণিমপি দধানা করতলেঃ,

পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা ॥ ৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা**।—“স্বধাদিকোর্ম্মধো” ইত্যন্তরন্বোকোপযোগিতয়া  
 সম্মিলাং চতুর্বিধেক্যাস্তসন্ধানমহিষা মণিপূরে ভগবত্যা যাদৃশং ফুরতি রূপং  
 তাদৃশং প্রভোতি। রূপংকাঞ্চীদামা শিঞ্জয়গিমেখলা। করিকলভকুস্তন্তনভা  
 করিকলভকুস্তন্তুল্যাতাং স্তন্যাত্যমীষরসমধোভার্থঃ। পরিষ্কীণা রূপা মধ্যে  
 অবলগ্নে, তদ্ব্যমধোভার্থঃ। পরিণতশরচন্দ্রবদনা পরিণতঃ সম্পূর্ণকলঃ শরদি  
 শরৎকালে চন্দ্র ইন্দুঃ তদ্ব্যবদনং যন্তাঃ সা। ধনুঃ চাপং, বাণান্ পুষ্পময়ান্,  
 পাশং দাম, শূণিম্ অকুশম্। অপিশবঃ উক্তমেব সমুচ্চিনোতি। দধানা বিজ্রতী  
 করতলেঃ চতুর্ভিঃ হস্তাযুজৈঃ। পুরস্তাং স্বদয়কমলে, মণিপূরান্নির্গতোতি শেবঃ।

আন্ত্যম্ উপবিশতু । নঃ অন্মাকম্ । পুরমথিতুঃ ত্রিপুরাস্তকস্ত । যথা—পুরাণি জ্ঞানি  
বর্ণানি ত্রিপুরাবীজানি মথুতি, মথিত্বা নবনীতং কৰোতি রুদ্রধামলে, যঃ স  
রুদ্রঃ পুরমথিতেতু্যচাতে । আহোপুরুষিকা অহোশব্দ আশ্চর্য্যবাচী ; পুরুষশব্দ  
প্রত্যগাশ্বাচিনঃ অহংশব্দবাচ্যং লক্ষ্যতে ; অতঃ আহো অহস্তাবঃ আহো-  
পুরুষিকা, অহস্তার ইতি যাবৎ । রুদ্রস্তাহস্তাররূপিত্বং ভগবত্যাঃ “শিবঃ শক্ত্যা” \*  
ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানে প্রপঞ্চিতম্ ; প্রপঞ্চিয়াতে চ ॥

অত্রেয়ং পদযোজনা—কণৎকাঙ্ক্ষীদামা করিকলভকুস্তন্তনভা মধ্যে পরিকীর্ণা  
পরিণতশরচক্রবদনা ধনুঃ বাণান্ পাশং শৃণিমপি করতলৈঃ দধানা পুরমথিতুরাহো-  
পুরুষিকা নঃ পুরস্তাদান্ত্যম্ ।

অত্র যদন্ত্যম্ তন্তু “তবাজাচক্রম্” † ইত্যাদি শ্লোকষট্‌কব্যাখ্যানান্তে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যতে । তন্তুত এবাবধারণ্যম্ ॥ ৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মন্ত্যানুবাদ ।**—( ‘মুখ্যাদিকো-  
মধো’ ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকের উপযোগী সমগ্রাচারীদিগের আবশ্যক মণিপুরচক্র-  
বাসিনীর ধ্যান এই শ্লোকে কথিত হইতেছে ) মণিমেখলা-শিঞ্জিতা করিকলভ-  
কুস্তদৃশ স্তনভারে জেয়ং নম্রা, কীর্ণমধা। শারদপূর্ণচক্রসদৃশবদনা, চারিকরকমলে  
ধনুঃ বাণ পাশ ও অজুশ ধারণ করিয়া অবস্থিতা, পুরমথনকর্ত্তা রুদ্রের গর্ভগরিমা-  
রূপিনী দেবী আমাদিগের হৃদয়কমলে ( মণিপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া )  
আবির্ভূতা হউন ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অস্তা ধ্যানগাহ কর্ণদিত্তি। পুরমথিতুঃ  
শিবস্ত আহোপুরুষিকা অহস্তাররূপা নোহন্মাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আন্ত্যং  
প্রত্যক্ষাভবতু । সা কিস্তুতা ? কণৎ শকারমানং কাঙ্ক্ষীদাম যস্তাঃ । পুনঃ করি-  
কস্তকুস্তন্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকস্ত কুস্ত ইব স্তনয়োর্ভরো যস্তাঃ । করীব করভঃ  
করিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ । মধ্যে কীর্ণা । পূর্ণশরচক্র হব বদনং যস্তাঃ ।  
করতলৈঃ ধনুর্বাণান্ পাশম্ অজুশমপি দধানা । অত্র বশিনীবীজমুদ্রস্তি । বাণ-  
শব্দাৎ একারঃ । করতলশব্দাৎ লকারঃ । পুরমথনশব্দাহকারঃ । আন্ত্যঃ শব্দাদ্  
বিন্দুঃ । এতেন ব্রুং ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—বীহার কটিদেশে শকারমান কাঙ্ক্ষীদাম, বীহার স্তনমণ্ডল  
হস্তিশাবক-কুস্তের সদৃশ, বীহার মধ্যদেশ কীর্ণতর, বীহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন  
পূর্ণ-শশধরের তুল্য, যিনি করতলচতুর্ভুজের ধনু, বাণ, পাশ, অজুশ ধারণ করিয়া

আছেন, ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারস্বরূপ। এই প্রকার মূর্তিতে দেবী আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হউন ॥ ৭ ॥

**তাৎপর্য।**—এ স্থলে টীকাকার বশিনীবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—  
বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরমথন শব্দে উকার, আন্তাং শব্দে বিন্দু।  
ইহা দ্বারা ব্রুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৭ ॥

সুখাসিকোন্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিব্রতে,  
মণিধ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে ।  
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্যাক্ষনিলয়াং,  
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—সুখাসিকোঃ অমৃতসমুদ্রস্ত মध्ये সুরবিটপি-  
বাটীপরিব্রতে সুরবিটপিণাং কল্পবৃক্ষাণাং বাটীভিঃ বাম্পাভিঃ পরিব্রতে মণিধ্বীপে মণিময়ে  
অন্তরীপে নীপোপবনবতি নীপৈঃ কদম্বৈঃ উপবনবতি, চিন্তামণিগৃহে চিন্তামণি-  
বিয়চিতে মন্দিরে শিবাকারে শিবাত্মকে শক্তিরূপে \* ত্রিকোণে ইতি যাবৎ, মঞ্চে  
খট্টায়াং পরমশিবপর্যাক্ষনিলয়াং পরমশিব এব পর্যাক্ষঃ তন্নং, তত্র নিলয়ঃ অবস্থিতি-  
র্থশ্চাঃ তাং ভজন্তি স্বেবন্তে ত্বাং ভবতীং ধন্যাঃ ত্বংপ্রসাদবশাৎ কৃতার্থাঃ কতিচন  
বিরলাঃ চিদানন্দলহরীং চিং জ্ঞানং, তদাকারঃ আনন্দঃ নিরতিশয়স্বত্বং, তস্ত  
লহরীং উৎসেকরূপাম্ ।

অত্র ইৎপদযোজনা।—হে ভগবতি ! সুখাসিকোঃ মध्ये সুরবিটপিবাটীপরি-  
ব্রতে মণিধ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্যাক্ষনিলয়াং  
ত্বাং চিদানন্দলহরীং কতিচন ধন্যাঃ ভজন্তি ।

অত্রেদমহুস্ক্লেয়ম্—ভগবৎপাদাচার্ঘ্যাঃ সময়মতপারদৃশ্বানঃ সময়চারপ্রবণাঃ সময়-  
রূপাঃ ভগবতীং স্তবন্তি । সময়চারো নাম আস্তরপূজারতিঃ । কুলাচারো নাম  
বীহরতিরিতি রহস্তম্ । এতচ্চ “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” + ইত্যাদি শ্লোক-  
ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপাদয়িষ্যামঃ । শ্রীচক্রস্ত বিয়চ্চক্রমিতি নামাস্তরমন্তি ।  
বিয়চ্চক্রস্ত তু বিয়ংপূজ্যত্বং । বিয়ংপূজ্যত্বং দ্বিবিধম্ ;—দহরাকাশজং বাহ্যাকাশজং  
চেতি । বাহ্যাকাশজং নাম বাহ্যাকাশাবকাশে পীঠাদৌ ভূর্জপত্রপুঙ্খপটহেম-  
রজতাদিপট্টভলে লিখিত্বা সমারাদনম্ । এতদেব কোলপূজ্যেত্যাহঃ বৃদ্ধাঃ । তদন্তরত্ৰ  
কোর্ধ্যতি । দহরাকাশজং নাম হৃদরাকাশাবকাশে চক্রস্ত পূজনম্ । ইদমেব

সমগ্রপূজ্যেত্যাঙ্কঃ সময়িনঃ । এতদপ্যুত্তরত্র ক্ষোধ্যতে । তত্র নবধোনিষধঃস্থিত-  
শিবাঙ্কধোনিচতুষ্কোণোপরি উর্দ্ধস্থিতশক্ত্যাঙ্কধোনিপঞ্চকাদধঃপ্রদেশস্ত বৈন্দব-  
স্থানস্ত নাম সুধাসিন্ধুরিতি ।

বিন্দুস্থানং সুধাসিন্ধুঃ পঞ্চযোন্তঃ সুরক্ষমাঃ ।  
তত্রৈব নীপশ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ॥  
তত্র চিন্তামণিকৃতং দেব্যা মন্দিরমুত্তমম্ ।  
শিবাঙ্কে মহামঞ্চে মহেশানোপবর্হণে ॥  
অতিরম্যতরে তত্র কশিপশ্চ সদাশিবঃ ।  
ভূতকাশ্চ চতুস্পাদা মহেন্দ্রশ্চ পতঙ্গ্রহঃ ॥  
তত্রাস্তে পরমেশানি মহাত্রিপুরসুন্দরী ।  
শিবাক্ষমণ্ডলং ভিদ্ধা দ্রাবয়ন্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥  
তদুচ্ছৃতাশ্চন্দ্রানি পরমানন্দনন্দিতা ।  
কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্৷ পরং বর্ষণমেতা সা ॥

ইতি ভৈরবধামলে বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে বহুরূপাষ্টকবিদ্যায়াং কথিতম্ । “দেব্যা  
মন্দিরমুত্তমম্” ইত্যন্তার্থঃ—দেবীমন্দিরং ত্র্যশ্চত্বারিংশত্রিকোণাঙ্কং ত্রীচক্রমুচ্যতে ।  
অত উক্তং—“শিবাকারে মঞ্চে” ইতি । ত্রিকোণাঙ্ক-ত্রীচক্রস্ত বৈন্দবস্থানং  
প্রত্যঙ্গহাং, বৈন্দবস্থানস্ত প্রধানহাং, প্রধানেন গুণস্তাস্তর্ভাবাং তদন্তর্ভাব উক্ত  
ইতি রহস্তম্ । “ভূতকাঃ” ইত্যন্তার্থঃ—ভূতকাঃ ভূত্যাঃ ক্রহিণহুরিক্রদ্রেষরাঃ ।  
এতচ্চ “গতাস্তে মঞ্চঃ ক্রহিণ \* ইত্যাदिপ্লোকব্যাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে । শিবাক্ষ-  
মণ্ডলং ভিদ্ধা” ইত্যন্তায়মর্থঃ—শিবা নাম শক্তিঃ কুণ্ডলিনী অর্কমণ্ডলং হৃৎকমলো-  
পরিঃস্থিতং ব্রহ্মচারং পিধায় সহস্রকমলাস্তঃস্থিতমিন্দুমণ্ডলং দশতি দ্রাবয়তি । অতএব  
কুলযোষিৎ কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কুলং কুলমার্গং সুসুমার্মাং ত্যক্ত্৷ তত্রৈবেন্দুমণ্ডলে  
আস্থায় পরং বর্ষণং উৎকৃষ্টবর্ষণং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীষু প্রবর্ষণং কৃষ্বতি শেষঃ †  
সা কুণ্ডলিনী পুনঃ স্বস্থানমেতা স্বাধিষ্ঠানং প্রাপা স্বপিতীতি তাংপধ্যম্ । শিবা-  
দীনাং মঞ্চদ্বোপধানতপতঙ্গ্রহদ্রাবহাপন্নত্বং কামরূপদ্বাদেবানাং অত্যন্তাসন্নসেবার্থং  
ঘটতে । ইমমেবার্থং সংক্ষেপেণোক্তবান্ সদাশিবঃ—

সুধাকৌ নন্দনোত্তানে রত্নমণ্ডপমধ্যাগাম্ ।

বালাকর্মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহাং ত্রিলোচনাম্ ॥

পাশাঙ্কশশরাংচাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রিয়ম্ ।

ধ্যাত্বা চ জ্ঞানতং চক্রে ব্রতস্থঃ পরমেশ্বরীম্ ॥

পূর্বোক্তধ্যানযোগেন সঙ্কিত্য জপমাচরেৎ ॥

ইতি । অনেন “কণংকাকীদামা” ইতি “সুধাসিকোর্মধ্যে” ইতি শ্লোকব্ধ-  
মেকীকৃত্য ব্যাখ্যাতমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন মন্ত্যনুবাদ ।**—( সময়াচার—যোগমার্গ, অন্তর্যোগরতি—তাহাতে অহুষ্ঠেয়, আর কলাচার বাহুপূজারতি, যন্ত্র অঙ্কন করিয়া স্থিতিতে পূজা করিতে হয়, এই শ্লোকে তত্ত্বতরপূজারই প্রণালী বর্ণিত ) যন্ত্রের প্রসিদ্ধ নাম ঐচক্র, ইহার নামান্তর বিয়চ্চক্র, সময়াচারিগণের বিয়চ্চক্র হৃদয়াকাশে কল্পিত, কোলদিগের বিয়চ্চক্র বহিরাকাশে রচিত । সুধাসিদ্ধ ঐচক্রের বিন্দুস্থান, তাহার পঞ্চ ত্রিকোণ রেখা সূর্যতরু-পঞ্চক, উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণরেখা-চতুষ্টয়, কদম্ব-উপবন, বিন্দুস্থানমধ্যে মণিধীপ, ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ কোণযুক্ত বিয়চ্চক্র (ঐচক্র) চিন্তামণি-গৃহ । শিবা অর্থাৎ শক্তি তৎস্বরূপ ত্রিকোণ মধ্যে পরম শিব শয্যায় ( ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র এবং ঈশ্বর, এই পাদচতুষ্টয়যুক্ত পর্যাক্ষ—সদাশিব পিকৃদান,—ইন্দ্র, মহেশ্বর শয্যার আন্তরণ, এইরূপ শয্যায় ) চিদানন্দলহরী ( নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দরূপা তোমাকে কয়েকটি ধনুপুরুষ ভজনা ( অন্তর্যোগ বা বাহ্যে আরাধনা ) করিয়া থাকেন । ( রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব মহেশ্বর—শিবেরই বিবিধ রূপ ॥ ৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—ঐমত্যাঃ পীঠমাহ সুধেতি । কতিচন ধন্বা জনাঃ চিদানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্মস্বরূপাং স্বাং ভজন্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—“নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি ।” কুত্র ? শিবাকারে মঞ্চে । স্বাং কিস্তৃতাম্ । পরম-শিবপর্যাক্ষনিলয়াম্ । তত্চক্রে যামলে,—“ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ । এতে পঞ্চ মহাপ্রোতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতিঃ । এতে দেবাসনস্তাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যাবস্থিতাঃ ।” তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈশ্বর্য্যং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য তত্ত্বস্বামিত্যর্থঃ । অথবা শিবো হকারঃ তদাকারঃ ওকারঃ গজকুন্তাকৃতিত্বাৎ । এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরমশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্যাক্ষং আসনস্থানং নাদঃ স এব নিলয়ো যন্তাঃ । এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ । অতএব চিদানন্দ-লহরীতি বিশেষণং সম্প্রাপ্ততে । যতঃ শিবশক্তিসমায়োগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি । অথবা, শিবাকারে হকারাবয়বে হকারার্দ্ধে মঞ্চে ইত্যর্থঃ । পরশিবপর্যাক্ষনিলয়াং বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপামিত্যর্থঃ । পীঠস্থানমাহ । সুধাসিকোর্মধ্যে অমৃতার্ণ-বস্ত্রাপ্রসিদ্ধস্বাং কলামৃতং কারণমিতি শিবসঙ্কেতঃ । কল্পবৃক্ষবাটিকাবৃতে মণিময়ধীপে

কদম্বোপবনযুক্তে চিন্তামণিরচিভ-মণ্ডপে । এতেন আধারাত্বেয়ক্রমেণ বটপীঠানন্তরং  
পরমশিবপর্যাক্ষনিলয়াং দেবীং ধ্যায়েৎ । অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেতবীজ-  
ধোক্তরন্তি । কতিচনশব্দাৎ ককারঃ । লহরীং-শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ ।  
এতেন ক্লীং ইতি কামেশ্বরী । শিবশব্দেন হকারঃ । সুধাসিন্ধোঃ-শব্দাৎ সকার-  
ঔকার-বিসর্গাঃ । এতেন হ্‌সোঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! সুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত্ত মণিময়-  
দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে শিবদয়, রক্ত ও ঈশ্বর  
অ—বিক্র, ক—ব্রহ্মা, এই চারি দেবতা যাহার চতুষ্কোণে পাদ-পায়া) সুরূপে বর্ত-  
মান, এইরূপ মঞ্চে উপরি পরমশিবময় পর্যাক্ষফলকে উপবিষ্টা চিদানন্দলহরী-  
ব্রহ্মণা ভোমাকে কোন কোন ধাতু ব্যক্তি ভজনা করেন ॥ ৮ ॥

**তাৎপর্য ।**—এ স্থলে সুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিদয়-দ্বীপ, নীপোপ-  
বন, চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ এই বটপীঠের ধ্যান হইতেছে । অথবা এ স্থলে  
শিবশব্দে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুস্তাকৃতি প্রযুক্ত ওকার । ইহা দ্বারা  
ওকাররূপ পর্যাক্ষে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে  
হইবে । ইহার তাৎপর্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা । কিংবা  
শিবাকার অর্থাৎ হকারাক্ষররূপ-মঞ্চে কামকলাস্বরূপা । টীকাকার এই স্থলে  
কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধার করিতেছেন । কতিচন শব্দে ককার, লহরীং  
শব্দে লকার, ঈকার ও অনুস্বার । ইহা দ্বারা ক্লী\* এই কামেশ্বরী-বীজ উদ্ধৃত  
হইল । শিবশব্দে হকার ; সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার, ঔকার ও বিসর্গ । ইহা  
দ্বারা হ্‌সোঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৮ ॥

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হৃতবহং,

স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি ।

মনোহপি ক্রমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং,

সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরহসি \* ॥ ৯ ॥

**লক্ষ্মীশ্রবনকৃত-টীকা ।**—মহীং পৃথিবীতত্ত্বং মূলাধারে মূলে শুদ্ধহানে  
সর্বাধারভূতং চক্রং মূলাধারভূতমিতি, তস্মিন্ মূলাধারে ।

সর্বাধারো মহী যন্তাং মূলাধারভূতয়া স্থিতা ।

তদভাবে তু দেহস্ত পাতঃ সাদৃশ্যমোহপি বা ॥

† বিহরসে ইতি কচিং পাঠঃ ।



ইতি রুদ্ররহস্তে । পৃথিবীতদ্বাশ্বকস্ত মূলধারত্বাভাবে দেহ উৰ্দ্ধং বা গচ্ছৎ, অথো বা পতেদিত্যর্থঃ । কন্ম উদকতত্ত্বম্ । অপিশবঃ স্বাধিষ্ঠানোক্তবহ্নিং সমুচ্চিনোতি । মণিপূরচক্রে । যত্র স্থিতা ভগবতী মণিভিঃ তৎপ্রদেশঃ পূরয়তি, স দেশো মণিপূরঃ । সময়িনাম্ আন্তরপূজাবসরে তৃতীয়কমলে নানাবিধমণিগণখচিতভূষণার্ণবং দেব্যাঃ কর্তব্যমিতি রহস্তম্ । হৃতবহং অগ্নিতত্ত্বম্ । স্থিতং প্রতিষ্ঠিতং । স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠাননামকে চক্রে । কুণ্ডলিষ্ঠাঃ ভগবত্যাঃ স্বরুমধিষ্ঠায় গ্রহিৎ কৃষা অবস্থানং স্বাধিষ্ঠানম্ । যথোক্তং যোগদীপিকায়াম্ :—

রুদ্রগ্রন্থিরয়ং শব্দেঃ স্বাধিষ্ঠানগ্রামীনি । ইতি । যত্ৰাপি আধারচক্রস্তোপরি স্বাধিষ্ঠানং বর্ণনীয়ং, তথাহপি আকাশাদিতত্ত্বোৎপত্তিক্রমবলম্বা ব্যাংক্রমেণ মণিপূরচক্রবর্ণনং কৃতমিত্যাহুসঙ্কেয়ম্ । এতচ্চ “তবাজ্জাচক্রম্” \* ইত্যাদিম্নৌকষট্-ক-ব্যাখ্যানাবসরে সমাপ্তপৰ্বণিয়ম্যতে । হৃদি হৃদয়াকাশে অনাহতনামনি চক্রে । অনাহতনাদস্থানত্বাৎ অনাহতং নামান্ত । মরুতং মরুতত্ত্বম্ । আকাশং আকাশতত্ত্বম্ । উপরি পূৰ্ব্বোক্তানামুপরি বিদ্যুচ্চক্রে । গুহ্যক্ষটিকসঙ্কাশত্বাৎ বিদ্যুচ্ছিন্নীমান্ত । মনঃ মনস্তত্ত্বম্ । অপিশবঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ । ক্রমযো ক্রবোরস্তরালে আজ্জাচক্রে । অত্র আঙ্ দ্বৈবদর্থঃ, জ্ঞা জ্ঞানম্, দ্বৈবং জ্ঞানং যত্র জায়তে সাধকানাং ভগবতী-বিষয়ম্ । ব্রহ্মগ্রন্থিভেদনাতিব্যাগ্ৰতয়া ভগবত্যাঃ আজ্জাচক্রে ক্রণমাত্রাবস্থানাং সাধকানাং তড়িল্পেধারূপেণ অবভাসনাং আজ্জাচক্রং নামান্ত । স্থিতমিতি লিঙ্গবাত্য-য়েন সৰ্বত্রাহুযজ্ঞাতে । সকলং সৰ্ব্বম্ । অপি সমুচ্চয়ে ভিষ্মা কুলপথং সুব্রাহ্ম্যমার্গম্ । সহস্রারে সহস্রদলে পদ্যে কমলে সহ মিলিত্বা রহসি একান্তে পত্যা সদাশিবেন বিহরসে (সি) ক্রীড়সে (সি) ।

অত্রোক্তং পদযোজনা—হে ভগবতি ! মূলধায়ে মহীং, কং মণিপূরে হৃতবহ-মপি, স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহ-মেব, হৃদি মরুতং, আকাশমুপরি, মনোপি ক্রমযো আকাশ-মপি—স্থিতমিতি বিভক্তিবাত্যয়েন সৰ্বত্রাহুযজ্ঞাতে—সকলং কুলপথমপি ভিষ্মা সহস্রারে পদ্যে রহসি পত্যা সহ বিহরসে (সি) ॥

অত্রোদমহুসঙ্কেয়ম্—মূলধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিদ্যুচ্ছাজ্জাশ্বকানি ষট্-চক্রাণি । এতানি পৃথিব্যাগ্নিকলপবনাকাশ-মনস্তত্ত্বাশ্বকানি । তানি তত্ত্বানি তেষু চক্রেষু তন্মাত্রতয়াহবস্থিতানি । তন্মাত্রাস্ত গন্ধরূপরসস্পর্শবাস্তবকাঃ । আজ্জাচক্র-স্থিতেন মনস্তত্ত্বেন একাদশেশ্রিয়গণঃ সংগৃহীতঃ । এবমেকবিংশতিতত্ত্বানি প্রতি-পাদিতানি । পত্যা সহ রহসি সহস্রপত্রে বিহরসে ইত্যনেন তদ্বচতুষ্টিয়ং সূচিতম্ ।

তচ্চ মায়াশুদ্ধবিজ্ঞানমহেশ্বরসদাশিবাত্মকং তত্ত্বচতুষ্টয়ম্। এবং মিলিত্বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি মায়াপৰ্য্যন্তানি মায়ায়া যুক্তত্বাৎ প্রাকৃতানি। মায়া মহেশ্বরেণ সংযুক্তা সতী তস্ত জীবভাবমাপদয়তি। স জীবঃ প্রাকৃত এব। শুদ্ধবিজ্ঞা তু সদাশিবেন যুক্তা সতী সাদাখ্যা কলেতি ব্যবহ্রিয়তে। অতো ভগবতী চতুर्विंशतितत्त्वাত্তিক্রান্তা সদাশিবেন পঞ্চবিংশেন সাক্ষিং বিহরমাণা ষড়্বিংশতত্বত্বমাপন্য পরমাশ্বেতি গীয়তে। এতদ্ব্যকৃতং ভবতি—সাদাখ্যা কলা পঞ্চবিংশেন সদাশিবেন মিলিত্বা ষড়্বিংশা ভবতি, মেলনস্ত তত্ত্বাস্তরত্বাৎ। ন চোভয়োর্মেলনমুভয়াত্মকম্। তস্ত তাদাত্ম্যরূপত্বাৎ তত্ত্বাস্তরমেবেতি রহস্যম্। যন্তু শ্রুতিবাক্যং “পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” ইতি তত্ত্ব সদাশিবতত্ত্বপ্রতিপাদনপরং, ন মেলনপরমিতি ধ্যেয়ম্।

নমু (কথং) বৈশ্ববস্থানং ত্রীচক্রস্ত মধ্যস্থিতং, শিবচক্রাণাং চতুর্গামুপরি শক্তিচক্রাণাং পঞ্চানামধস্তাদবস্থিতত্বাৎ। সহস্রারপদ্যস্ত তু শিরঃস্থিতত্বাৎ সর্বেস্বামুপরি বর্তমানত্বাৎ, তস্ত বৈশ্ববস্থানত্বং নোপপত্ত্ব ইতি চেৎ—

নিশম্যতাং ভাগবতমতরহস্যম্—

চতুর্ভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ।

শিবশক্তিময়ং জ্যেষ্ঠং ত্রীচক্রং শিবায়োর্বপুঃ ॥

ইত্যাদৌ শক্তিচক্রাণি ত্রিকোণাষ্টকোণদশারবিত্তয়চতুর্দশ-কোণাত্মকানি পঞ্চচক্রাণি। শিবচক্রাণি তু অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রিতয়ভূপুরত্রয়াত্মকানীতি। অতঃ শক্তিচক্রাণাং বাহুতঃ শিবচক্রাণি। শিবস্ত শক্তিবাহুত্বাযোগাৎ তানি শিবচক্রাণি বিন্দুরূপেণাকৃষ্টা শক্তিচক্রাস্তরে স্থাপিতানি। অতএব বিন্দুঃ শিবচক্র-চতুর্ভয়াত্মকঃ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চম্ বায়ুবানঃ সমাপ্ত ইতি শিবশক্ত্যোতৈরকামিতি কেচিৎ।

অন্তে তু—বিন্দুত্রিকোণয়োতৈরক্যং, অষ্টকোণাষ্টদলাযুক্তয়োঃ, দশারবুখ্যষোড়শদলাযুক্তয়োঃ চতুর্দশারভূপুরয়োতৈরক্যম্। অনেন প্রকারেণ শিবশক্ত্যোতৈরক্য-মিত্যাহঃ। অত্র বিন্দুশব্দেন শিবচক্রচতুর্ভয়প্রতিনিধিত্বতো বর্তুলাকায়ে লক্ষ্যতে,\* ন তু চতুর্কোণমধ্যবর্তী বিন্দুঃ। স তু সহস্রকমলাস্তর্গতঃ আধারস্বাধিষ্ঠানদশদল-প্রকৃতিভূতঃ শিবশক্তিমেলাবিষ্টতম্ সাদাখ্যা ষড়্বিংশং তত্বম্। তেন সহ নাদ-বিন্দুকলানাং ঐক্যং নাস্তি, তস্ত নাদবিন্দুকলাতীতত্বাৎ। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িত্বাৎ। অতএব সহস্রকমলাস্তর্গতচক্রমণ্ডলমধ্যবর্তী স্বধাসিদ্ধুরেব ভগবত্যা বিহরণ-স্থানমিতি “সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইতি “স্বধাসিদ্ধোর্মধো”

ইতি শ্লোকত্ৰয়ৈক এবার্থ ইতি রহস্যম্ । ইমমেবার্থঃ তৈরবয়ামলে চত্বজ্ঞান-  
বিভাগঃ শিব আহ পার্বত্যম্ :—

চতুৰ্ভিঃ শিবচক্রেণ শক্তিচক্রেণ পঞ্চভিঃ ।  
নবচক্রেণ সংসিদ্ধং ত্রিচক্রেণ শিবয়োর্বপুঃ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
চতুর্দশারং চৈতানি শক্তিচক্রাণি পঞ্চ চ ॥  
বিন্দুচাষ্টদলং পদ্মং পদ্মং ষোড়শপত্রকম্ ।  
চতুরশ্রং চ চত্বারি শিবচক্রাণামুক্রমাং ॥  
ত্রিকোণে বৈন্দবং স্লিষ্টম্ অষ্টারেহষ্টদলাবুজম্ ।  
দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভুবনাশ্রকং ॥  
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাং চ পরস্পরম্ ।  
অবিনাভাবসম্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥  
ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণদ্বয়ং তথা ।  
মহুকোণং চতুকোণং কোণচক্রাণি ষট্ ক্রমাং ॥  
মূলাধারং তথা স্বাধিষ্ঠানং চ মণিপূরকম্ ।  
অনাহতং বিভক্তাখ্যামাজ্জাচক্রেণ বিহবুধাঃ ॥  
তবাধারস্বরূপাণি কোণচক্রাণি পার্শ্বতি ।  
ত্রিকোণরূপিণী শক্তিবিদুরূপঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥  
অবিনাভাবাবসম্বন্ধস্তস্মাৎসিনুত্রিকোণয়োঃ ॥

ইতি । ইতঃ পূর্বম্—

অধোমুখং চতুকোণং শিবচক্রাঙ্কং বিদুঃ ॥

ইত্যনুসারেণ “অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্ককানি” ইত্যুক্তিঃ “শিব-  
চক্রাণি বাহানি তজ্জপেণাবস্থিতানি” ইত্যেবংপরেতি ধোয়ম্ ।

\* যথা—কোলমতানুসারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাঙ্ককানি, উর্ধ্ব-  
মুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাঙ্ককানি । কোলমতে সংহারক্রমেণ লেখনে নবত্রি-  
কোণাঙ্ককম্ ত্রিচক্রেণ । এতৎসর্বং “চতুৰ্ভিঃ ত্রিকৈঃ” \* ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
বক্তব্যমপি “সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইত্যত্রাবশ্যং বক্তব্যম্  
উক্তরোপযোগিতয়া অত্রৈব কিঞ্চিৎ কথিতম্ । বিস্তরস্ত তত্রৈবাবধারণাঃ ॥ ২ ॥

অনুতানন্দকৃত-টীকা ।—মহীমিত্যাदि । হে দেবি ! ঙ্গ সকলং

কুলপথং ভিষা অর্থাৎ কুণ্ডলিনীরূপেণ সহস্রারে পদ্মে ব্রহ্মি নিৰ্জনে অর্থাৎ অকুল-  
স্থানে নাদেনৈকীভূত পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ ।  
অমৃতান্নানং পরম্নোকে স্পষ্টীকরিস্বাতি । তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ—মহীং মূলাধার  
ইত্যাদি । মহীং পৃথ্বীং, কং জলং, হতবহং অগ্নিং, মরুতং বায়ুং, উপরিশক্ৰ  
সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োপরি কৰ্ণচ্ছদে আকাশং, ক্রমধো মনঃ এতদেব সকলং কুলপথং  
ভিক্ষেত্যধরঃ । তথা হি,—মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্ । বিশুদ্ধমাজ্জা-  
চক্রঞ্চ শুদমেদ্রক্রমাদ্বিভূঃ । অস্ত্রে,—শুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ বক্ষঃকণ্ঠে ক্রবো-  
রপি । মহী বহ্নিৰ্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদিশেৎ । এতৎ কুলপথং বিশুদ্ধকুলঞ্চ  
ততঃ পরম্ । ষট্চক্রাণ্যেব ভূভুবঃ স্বঃ মহঃ জনন্তপঃ সত্যং সজ্জাঃ । তথাচ,—  
ব্রহ্মাণ্ডে যে শুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে । অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োৰ্দ্ধারিত-  
ক্রমোণাধরঃ মহাত্মতক্রমাত্মরোধানং । অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি । অত্র  
মেদিনীবীজমপ্যুচ্চরন্তি । মহীংশকাং মকারাত্মস্বারো, কুলপথশকাহুকারলকারো ।  
এতেন মূ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেবি ! তুমি কুলকুণ্ডলিনীস্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত  
মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত  
বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ক্রমধো অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রস্থিত মনস্তত্ত্ব  
এই সমস্ত কুলপথ ( ষট্চক্র ) ভেদ করিয়া গমন করত, সহস্রারপদ্মে পতির  
সহিত একাঙ্গে বিহার করিয়া থাক ॥ ২ ॥ \*

**তাৎপর্য্য ।**—এই শরীরে মূলাধার ভূলোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবলোক, মণি-  
পূর স্বলোক, অনাহতচক্র মহলোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক, আজ্ঞাচক্র তপোলোক  
ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদয় ঘটনা  
হইতেছে, এই দোহেও সেই সমুদয় ঘটনা হইয়া থাকে । এ স্থলে টীকাকার মেদিনী-  
বীজ উদ্ধার করিতেছেন ।—মহীংশকে মকার ও অম্‌স্বার, কুলপথশকে উকার ও  
লকার । ইহা দ্বারা মূ॥ এই বীজ উদ্ধৃত হইল ।

\* পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এই স্থলে ষট্চক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে । জীব-  
গণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে শিঙ্গা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে  
স্বব্রূনান্না নাড়ী । স্বব্রূ নাড়ী চন্দ্র স্বর্বা ও অগ্নিরূপে বহুবর্ণধারিণী এবং  
বিকসিত ধূত্বক-কুসুম-সদৃশী । এই স্বব্রূ নাড়ীতেই ষট্চক্র অবস্থিত । ইড়ানাড়ী  
গুরুবর্ণা, চন্দ্রবর্ণা ও অমৃতময়ী ; শিঙ্গা-নাড়ী রক্তবর্ণা, স্বর্ষ্যবর্ণা ও বিদ্যাবিধি ।  
স্বব্রূ-নাড়ী মূলাধার-পদ্মের মধ্য হইতে সহস্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিব-  
লিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই স্বব্রূর মধ্যভাগে যে ছিন্ন আছে, তদ্ব্যব দিয়া বজ্রাখ্যা

স্বধাধারানারৈশ্চরণযুগলান্তবিবগলিতৈঃ,

প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসান্নায়মহসা \* ।

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুর্ধ্বলয়ং ।

স্মাত্মানং কৃতা স্বাপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীধররূপ-টীকা।—স্বধায়া অমৃতত্ব ধারণামাসারৈঃ সম্পাদিতৈঃ ।

অত্রাসারণক এবং ধারাসম্পাদবচন ইতি ধারাসম্পাদকসাহচর্যাৎ আসারণকঃ সম্পাদিতাঃ-  
পন্ন ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । যদ্বা স্বধায়া আধারভূতা আসারা ধারাসম্পাদিতাঃ, তৈঃ  
চরণযুগলান্তবিবগলিতৈঃ চরণযুগলন্ত পাদারবিন্দবিতরণ্ত অন্তবিবগলিতৈঃ মধ্যপ্রদে-  
শাৎ অবন্তিঃ, প্রপঞ্চং বিসপ্ততিসহস্রসংখ্যাকনাভীমার্গং সিঞ্চন্তী সৈচ্ছন্তী পুনরপি  
সেচনানন্তরমপি রসান্নায়মহসা চক্ষুসকাশাৎ । রসান্নায়মহঃশব্দো যামলেশু কলানিধৌ

নাড়ী মেটদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে । বজ্রানাড়ীর মধ্যভাগে  
চিক্রিণী-নাড়ী আর একটি নাড়ী বিরাজিতা আছে ; এই নাড়ী সূতাত্ত্বের জ্বায় সূক্ষ্মা ও  
কুলকুণ্ডলিনী দ্বারা প্রদীপ্তা । সূক্ষ্মা-নাড়ীতে যে ছয়টি কমল অঙ্কিত আছে, চিক্রিণী  
নাড়ী মধ্যগত ছিন্নপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করত শোভা পাইতেছে । বিগত জ্ঞান  
বাসীত চিক্রিণী নাড়ীর বিষয় জ্ঞাত হওয়ার অল্প উপায় নাই । এই চিক্রিণী নাড়ীর  
মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজ করিতেছে ; উহা মূলধারপদ্ম হরের মুখবিবর হইতে  
মস্তকোপরিস্থিত সহস্রদলকমল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ । এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যায়তাবৎ  
সমুদাসিতা, মূনিগণের হৃদয়ে বজ্রসূত্রের জ্বায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপা, বিগত  
অন্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানবস্তুতাব-বিশিষ্টা । এই নাড়ীর  
মুখেই ব্রহ্মদ্বার ( মূলধারপদ্ম ) বিজ্ঞমান বহিয়াছে । ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা  
স্রাবিত হইতেছে, স্তবরাং ঐ স্থান অতীব রমণীয়, ঐ স্থানই পদ্মের প্রদ্বিধরূপ ।  
যোগিগণ ঐ দ্বারকেই সূক্ষ্মা নাড়ীর মুখস্বরূপে কীর্তন করেন ।

গুহের উর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে, অর্থাৎ গুহ ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক  
মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত । সূক্ষ্মা নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে ।  
ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মূলধারপদ্ম কহে । এই  
পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত । উক্ত দলচতুষ্টয়ে ক্রমাধারে  
ব স ব স চারিটি বর্ণ বিজ্ঞস্ত আছে ; ঐ চারিটি বর্ণ তপ্তস্বর্ণবৎ সমুদাসিত । মূলধার-  
পদ্মের মধ্যস্থলে পরমদীপ্তমান চতুর্কোণ ধ্বজক বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলষ্টক  
দ্বারা পরিবৃত্ত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের জ্বায় কোমলাঙ্গ । এই চক্রের মধ্যভাগে  
পৃথ্বীবীজ লং শোভা পাইতেছে । উপরিকথিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধ্বাবীজ চতুর্ভুজ,  
নানারূপ ভূষণে বিভূষিত ও ঐরাবতাস্কট । ঐ বীজের কোড়দেশে নবীনাক্ষসদৃশ  
লোহিতবর্ণ শিতকর্ণী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিজ্ঞমান আছেন । এই পৃথ্বীচক্রের মধ্যে  
ডাকিনীনন্দী এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন । তিনি মনোরম বাহচতুষ্টয়ে অলঙ্কতা,  
রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশার্কবৎ তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির

প্রসিদ্ধ:—রহস্যসুধারা আশ্রয়ো গুণানামাধিক্যমিতি যাবৎ, তদাশ্রয়ং মহঃ  
কান্তিৰ্যত সঃ রসান্নারমহা ইতি ব্যুৎপত্তে:। অবাণ্য প্রাণ্য স্বাং স্বকীর্য ভূমিঃ  
আধারচক্রং ভূজগনিভং সর্গসদৃশং অধ্যুষ্টবলয়ং অধিষ্ঠিতকুণ্ডলনাবিশেষং স্বং নিজং  
আত্মানং কৃতা ধ্বা স্বরূপমবলম্ব্য উষিতা স্বপিষি নিদ্রাসি কুলকুণ্ডে কুঃ পৃথিবী-  
তৎ লীয়তে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়া সুসুমার্মার্গঃ কুলমিত্যুচ্যতে।  
অতএব কোলাঃ কুলপূজকাঃ আধারসেবকা ইতি কোলকং তেষামিতি রহস্যম্।  
এতদ্ব্তরত্র প্রক্ষোধ্যতে। কুলমার্গস্ত সুসুমারী মূলে যৎ কুণ্ডং কমলকন্দমধ্যস্থিত-  
ছিদ্রকূলাং ছিদ্রং যন্ত কুণ্ডস্ত তত্তথোক্তম্। আধারকন্দমধ্যস্থিতত্ববিষয়মধ্যে  
বিসতন্তনিভা তত্র কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বর্ধত ইতি তাৎপর্যম্।

অন্তেষাং পদযোজনা—তে ভগবতি ! চরণযুগলান্তর্বিগলিতৈঃ সুধাধারানাদৈঃ  
প্রপঞ্চঃ সিন্ধুস্তী রসান্নারমহসঃ সকাশাং স্বাং ভূমিঃ পুনরপ্যাবাপ্য ভূজগনিভমধ্যুষ্ট-  
বলয়ং স্বমাশ্রয়ং কৃতা কুহরিণি কুলকুণ্ডে স্বপিষি।

জ্ঞানদাত্রী। বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যমান  
ত্রৈলোক্যময় একটি ত্রিকোণবস্ত্র বিগলিতমান রহিয়াছে; কন্দর্পনামা বায়ু ঐ বস্ত্রের  
অভ্যন্তরে অবস্থিত করিতেছেন এবং ঐ বস্ত্রের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন।—  
তিনি সমুদ্ভাসিত এবং রক্তবর্ণ জ্বাপুশ্মাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শত্ৰু ত্রিকোণ-  
বস্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিত করিতেছেন। তিনি ত্রীভূত স্বর্ণবৎ কোমল,  
নবপল্লববর্ণ, শারদীয় পূর্ণশশধরবৎ সমুজ্জ্বল কান্তিমান, কালীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর  
আবর্তবৎ বর্ত্তলাকার। উক্ত স্বরূপ-লিঙ্গের উর্দ্ধভাগে মণালতাক্রমবৎ অতিসুন্দর জগদ্রোহিনী  
কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদনব্যানান পূর্বক ব্রহ্মব্যবের মুখদেশ  
আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শম্ভুর আবর্তের জায় বেঠনবেষ্টিত। ইহারা স্বরূপ-  
লিঙ্গের মন্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলধারপদ্মে  
অধিষ্ঠান পূর্বক কোমলকাব্যাক্রপ প্রবন্ধ-রচনার ভেদাভেদক্রমে দ্বারা মন্ত্র জয়মংগলির  
কৃষ্ণের জায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই স্বাসোজ্জ্বলসবিতর্জন  
দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মূলধারপদ্মের গহবরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী ইহারা  
বিরাজ করিতেছেন। পূর্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদাত্রিনী, অতিসুন্দরা,  
নিত্যানন্দরূপিনী, তড়িত-বাশির জায় দেদীপ্যমানা, জিতগময়ী প্রকৃতি অবস্থিত  
করিতেছেন। তাঁহার সমুদ্ভাসিত দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদ্ভাসিত হইতেছে।  
তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিনী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন।

লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ সুসুমার মধ্যে চিত্রিতানারী যে নাড়ী বিস্তারিত আছে,  
তাহাতে সিন্ধুদের জায় রক্তবর্ণ, বড়লব্ধ একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ  
পদ্ম বিদ্যাতের জায় সমুজ্জ্বল, ঐ বড়লব্ধ সিন্ধু বড় ম ব ব স এই ছয়টি বর্ণ-  
সমবিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠানপদ্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠানকমলেবঃমধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি  
ওজ্জ্বল বরুণচক্র এবং চক্রমধ্যে নির্মল শারদীয় চন্দ্রাবৎ শুভ্র মকরবাহন বরুণবীজ  
'বঃ' সংস্থিত আছে। ঐ বরুণবীজের কোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর ত্রিসম্পন্ন, পীতবাস।

অত্রেদমঙ্গলকরম—শিরঃস্থিতং চক্রমণ্ডলং সর্ববোগশাস্তিসিদ্ধম্ । তত্ত্ব সময়িনাং  
মতে ত্রীচক্রমেব চক্রমণ্ডলম্, বোড়শকলাঙ্কস্বাৎ । ত্রীবিভাগ্যঃ প্রতিপদাদিবোড়শ-  
দিনেবু কলাবুদ্ধিকরয়োঃ বক্ষ্যমাণস্বাৎ, চক্রমণ্ডলমেতদেব । বাহ্যস্থিতমপি চক্র-  
মণ্ডলং ত্রীচক্রমেবেতি স্তম্ভগোদয়ব্যাখ্যানে নিদর্শিতম্ । তত্ত্ব মহারহস্যম্ । অতশ্চ  
শিরঃস্থিতসহস্রদলকমলাস্তর্গত-ত্রীচক্রাঙ্কশশিবিষমধ্যস্থিতারা ভগবত্যাশ্চরণকমল-  
নির্দেশনজলৈঃ স্তম্ভাময়ৈঃ সাধকস্ত সকলশরীরং সংপ্রাপ্য পুনঃ ভূজঙ্গরূপেণ আধার-  
কুণ্ডং প্রবিষ্ট স্তম্ভায়ামবষ্টতা সা ভগবতী স্থপিতীতি । যথোক্তং বামকেশর-মহাত্মনে—

নববোবর্দ্ধশিষ্ট, ত্রীবৎস ও কৌশ্ভভালঙ্কৃত, চতুর্ভূজ, দেবদেব নংরায়ণ বিরাজমান  
রহিয়াছেন এবং ঐ বরুণচক্রে নীলেন্দ্রীকর তুলা কান্তিমতী, নানা অঙ্গধারিণী, দ্বিবা  
বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা, উন্নতচিন্তা, রাকিণী-নারী শক্তি বিজ্ঞমানা আছেন । স্বাধিষ্ঠা-  
নাথ্য পদ্মের উর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপুরসংজক একটি পদ্ম বিরাজমান  
রহিয়াছে । উহা গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের শতদলে ক্রমাযয়ে অম্বুস্মারযুক্ত  
ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী উচৈতন্যদধন পঞ্চ এই কয়েকটি বর্ণ বিজ্ঞমান  
আছে ; ঐ পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন  
ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট । এই ত্রিকোণের বাহ্যে তিনটি দ্বার আছে । এই ত্রিকোণ-  
মণ্ডলে বহুবীজ '৩' বিজ্ঞমান রহিয়াছে ; উক্ত বহুবীজকে মেঘাধিরাজ, নবোদিত  
সূর্য্যসন্নিভ ও চতুর্কর্কাস্বকৃৎ ধ্যান করিবে । ঐ বীজের কোড়দেশে বিস্তৃত সিদ্ধরবৎ  
অরুণবর্ণ, ভস্মবিলিঙ্গিত, স্ফটিকসংহত। বুদ্ধরূপী, জিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, কল্পমূর্ত্তি  
মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন ; ইহার স্তম্ভে বর ও অভয়মুদ্রা বিরাজ করিতেছে ।  
এই মণিপুরাশ্রয় পদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্বমঙ্গলদায়িনী চতুর্ভূজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
রহিয়াছেন । ইনি স্ত্রীমা, পীতবস্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভূষার বিভূষিতা (তন্তুকাকনবর্ণা)  
এবং সতত প্রকল্পচিন্তা ।

মণিপুর-সংজক নাভিপদ্মের উর্দ্ধভাগে হৃৎস্থলে বন্ধ-পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল অনাহতাত্ম্য  
দ্বাদশদল পদ্ম বিজ্ঞমান আছে । এই পদ্মের দ্বাদশ দলে কইতে ঠ এই দ্বাদশটি বর্ণ  
বিস্তৃত রহিয়াছে, এই বর্ণ সিদ্ধরের স্ত্রায় অরুণবর্ণ । এই পদ্মের মধ্যে ধ্রুববর্ণ যটকোণ-  
বিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে ; ঐ যটকোণাভ্যন্তরে বং-কারাঙ্কক বায়ুবীজ চিন্তা করিবে । ঐ  
বীজ ধ্রুববর্ণ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, চতুর্ভূজ, কৃষ্ণসারারুঢ় ও সর্বশ্রেষ্ঠ । ঐ বীজের মধ্যে কল্পনাময়,  
নির্ম্মল, স্বেতবর্ণ দৈশান নামক শিবের চিন্তা করিতে হয় । এই অনাহতপদ্মে বিমল  
তড়িতের স্ত্রায় পীতবর্ণা, কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনীনারী শক্তি অধিষ্ঠিতা  
আছেন । তিনি চতুর্ভূজা, আনন্দোদগতা, বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃতা এবং অস্থিমাল্য-  
ধারিণী ; তদীয় হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয়মুদ্রা বিজ্ঞমান আছে, তাঁহার হৃদয়  
সতত স্তম্ভারসে আর্জীকৃত । এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তড়িৎ-কোটিসদৃশ  
কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিজ্ঞমান আছে । ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে ।  
সেই শক্তিমধ্যে বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন । তদীয় শিরোদেশ অর্ধচন্দ্র  
দ্বারা বিভূষিত । এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার স্ত্রায় জীবাত্মা দ্বারা স্তম্ভো-  
ভিত । আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অভ্যন্তর সমুদীপ্ত হওয়ার ইহার কেশর সকল স্তম্ভোভিত  
হইতেছে ।

ভূজলাকারূপেণ মূলধারং সমাপ্রিতা ।

শক্তিঃ কুণ্ডলিনী নাম বিসতন্তুনিভান্ততা ॥

আন্ততা কণপ্রভা বিদ্যাম্ভিতা ইত্যর্থঃ ।

মূলকন্দং ফণাগ্রেণ দষ্ট্ৰা কামলকন্দবৎ ।

মুখেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরজ্জ্বং সমাপ্রিতা ॥

পদ্মাসনগতঃ স্বস্থো গুদমাকৃষ্ণ্য সাধকঃ ।

বায়ুসূৰ্জগতিং কুৰ্ব্বন্ কুন্তকাবিষ্টমানসঃ ॥

রায়াঘাতবশাদগ্নিঃ স্বাধিষ্ঠানগতো জলন্ ।

জলনাঘাতপবনাঘাটৈরুন্মিষ্ট্রিতোহহিরাট্ ॥

একগ্রহিং ততো ভিত্তা বিষ্ণুগ্রহিং ভিনন্ত্যতঃ ।

ব্রহ্মগ্রহিং চ ভিত্তৈব কমলানি ভিনন্তি ষট্ ॥

সহস্রকমলে শক্তিঃ শিবেন সহ মোদতে ।

সা চাবস্থা পরা জ্ঞেয়া সৈব নির্কৃতিকারণম্ ॥ ইতি ।

কঠপ্রদেশে বিসুদ্ধ-সংজ্ঞক বোড়শদশসংযুক্ত পদ্ম সূশোভিত আছে। উহা বৃহৎবর্ণ এবং উহার বোড়শদলে ক্রমাযয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি বোড়শ স্বর বিজ্ঞমান রহিয়াছে। এই পদ্মে পূর্ণ-শব্দধবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে। হিমচ্ছায়াতুল্য শুক্ল গজোপরি আকট, খেতবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী হংসবীজের ক্রোড়দেশে সদাশিব বাস করিতেছেন। তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীস্বরূপী, শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্ধ্যাধরধারী। এই বিসুদ্ধপদ্মে পীতবর্ণা শাকিনী-নারী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন; তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিসুদ্ধা ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহার হস্তচতুর্ষ্টয়ে শর, শরাসন, পদ্ম ও অঙ্কুশ বিজ্ঞমান আছে। ঐ পদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিক্সক্ক বিসুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে।

জ্যুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা-চক্র, উহা দ্বিদলযুক্ত পদ্ম; উহা চন্দ্রবৎ শুভ্র, দুইটি দলে হ ক এই দুইটি বর্ণ। এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিজ্ঞানমুজা, কপাল, ডমরু ও জপমালা-ধারিণী, চতুর্ভুজা, বিমলমানসা, বড়াননা, হাকিনীনারী শক্তি বিরাজিতা। উক্ত পদ্মের মধ্যভাগে স্মররূপী মন অবস্থিত এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিজ্ঞানালার জ্ঞার সমুদ্ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনাড়ী প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে। যোগী ব্যক্তির একান্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্তি, পরে মন, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন। এই আজ্ঞাকমলের অন্তঃচক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে জ্বর ঈষৎ উচ্চ ভাগে বিসুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাখ্য অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ ওকারের উর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার উর্দ্ধে বিস্মরূপী মকার সূশোভিত আছে; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ খেতবর্ণ চন্দ্রতুল্য নাম শোভা পাইতেছে। আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান জানিবে। ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ আছে। এই বায়ুবীজের উপরি শান্ত, বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিববিকু-ব্রহ্মাস্ত্রক ত্রিকোণ বিজ্ঞমান।



ঋতিরপি ভগবত্যাঃ চরণাভূজসুখাধারাসারৈঃ প্রপঞ্চসেবনং প্রতিপাদয়তি ।  
তথা হি—

লোকস্ত দ্বারমর্চিমং পবিত্রম্ ।

জ্যোতিষদ্ব্যভাজমানং মহস্বং ।

অমৃতস্ত ধারা বহুধা দোহমানম্ ।

চরণং নো লোকে সুধিতান্ দধাতু ॥ \*

অর্থার্থঃ—লোকস্ত স্বনিবাসস্থানস্ত সাযুজ্যস্ত বা সার্ট্যাংদেবী ব্রহ্মলোকাদেবী  
ধারং, তৎসাপকমিত্যর্থঃ । অর্চিমং অর্চ্যংবি মনুধাঃ অস্ত সন্তীতি অর্চিমং, অর্চিমদি-  
ত্যর্থঃ । ছান্দসঃ সকারলোপঃ । মনুধাঃ কিরণাঃ । পবিত্রং স্বয়ম তিষ্ঠকম্, অস্তিত্ব-  
হেতুশ্চ । “জ্যোতিষদ্ব্যভাজমানং মহস্বং” ইত্যাম্রোড়নং অর্চিমং স্তব্য-র্ম্ । যথা—

ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমসুর্ধ্যানলাম্বকম্ । ইতি বক্ষ্যতে । “অর্চিমং”  
ইত্যনেন আগ্নেয়াষ্টকীংষ্টোত্তরশতং কথ্যস্তে । “জ্যোতিষং” ইত্যনেন ঐন্দ্রবানি  
ষট্‌ত্রিংশদ্ব্যভাজমানং জ্যোতীংষি নির্দিষ্টস্তে । “মহস্বং” ইত্যনেন ভানবীয়ানি ষোড়-  
শোত্তরশতং মহাংসি কিরণাঃ সংগৃহ্যস্তে । এতচ্চ “কিতৌ ষট্‌পঞ্চাশং” † ইতি

আজ্ঞানামক চক্রে উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূভ্রাকার স্থান আছে,  
সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম স্রশো-  
ভিত রহিয়াছে । উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার  
কেশর সকল প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান্ । এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ-  
বর্ণাঙ্ক ও নিতানন্দস্বরূপ । এই সহস্রদল-কমলের মধ্যে নিকলঙ্ক চন্দ্রমা প্রকাশিত  
আছেন ; তাঁহার জ্যোৎস্নাংশি পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে । উহার মধ্যে  
বিদ্যুতের জ্বায় ত্রিকোণ-যজ্ঞ এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুস্বরূপ পরম গোপনীয় শূভ্রস্থান  
চিহ্না করিবে । ঐ শূভ্রস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত সুন্দর ও পূর্ণচন্দ্রের জ্বায়  
দীপ্তিমান্ । গগনরূপী পরমাস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে বিরাজিত আছেন । তিনি  
পরমানন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহতিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু । নিখিল স্রবের  
আশ্রয়স্বরূপ সর্বেশ্বর সেই পরমশিব ঐ সহস্রা-কমলে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিরন্তর বিমল-  
মতি বোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন । শিব-  
পরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহস্রা-পদ্মকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন । বৈষ্ণবেরা  
উহাকে পরমপুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরের পদ, দেবীর চরণপদ্ম-ভক্তেরা  
শক্তিস্থান এবং অপর কতিপয় ঋষি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন । সহস্রদলকমলাভাস্তরে অমা-নারী ষোড়শী চন্দ্রকলা বিদ্যমান আছে ।  
ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের জ্বায় প্রদীপ্তা, নির্মলা, পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের  
জ্বায় স্ফা ও পরম শ্রেষ্ঠা ; উহা তড়িতের জ্বায় কোমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধো-  
মুখী । উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে । পূর্ব্বোক্ত সুন্দর

শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুৎপাদয়িত্বামঃ । অমৃতস্ত ধারাঃ সুধাপ্রবাহান্  
বহুধা বহুপ্রকারেণ বিশ্লিষ্টসিহস্রনাড়ীমার্গেণ দোহমানং কিরং, চন্দ্রমণ্ডলগতসুধা-  
ধারাপ্রবাহং স্বনির্ণেজনপবিত্রিতান্ বর্ষদিত্যর্থঃ । তচ্চরণং, চরণশব্দো নপুংসকঃ,  
“পদত্রিচরণগোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ । নঃ অস্মান্ সাধকান্ লোকে প্রপঞ্চে সুধিতান্  
তৃপ্তান্, যথা—সজ্জাতবুদ্ধিপ্রকাশান্ সুধিয়ঃ, কৃষ্ণা দধাতু গুণাতু ।

নম্রয়ঃ মন্ত্রঃ অপাঘাশিষ্টিষু বাজ্যাদ্বেনাদ্যাতঃ । মন্ত্রাণাং সমবেতার্থপ্রকাশন-  
নীলদ্বাং, “চরণায় স্বাহা” ইতি চতুর্থ্যর্থোপহিতশব্দস্তেব দেবতাস্বাং, এতদ্ব্যাখ্যানং  
ন সংগচ্ছত ঠিতি চুৎ—

উচ্যতে—অত্রোক্তঃ ভগবৎপাদাঃ—

সিদ্ধমন্ত্রং পঠিত্যজ্য ভিক্কামটতি দুর্মতিঃ ।

ইতি । অয়মাশয়ঃ—বেদস্ত সর্কর্ভুকস্বাসিক্কেঃ ফলদানসমর্থত্বেন সর্ববিষয়ভিত্তমতং  
বুদ্ধব্যবহারাবসিতশক্তিকং “লোকস্ত দ্বারম্” ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্টস্বাহং ভগবত্যা-  
শ্চরণমেব “চরণায় স্বাহা” ইত্যত্র চরণশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

পূর্বশ্লোকে ইন্দুমণ্ডলাঙ্ককং ত্রিচক্রমিত্যুক্তম্ । তদেব ত্রিচক্রমুপদিশতি—

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কুণ্ডলিগা আরোহণমুক্ত্ । অবরোহণ-  
মাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাদি । হে দেবি ! পুনরপি রসায়নমহসা ষট্ চক্রভেজসা  
উপলক্ষিতা সত্যী অর্থাভ্যন্তেনৈব পথা স্বাং ভূমিং নিজবসতিস্থানং স্নানাদারং অবাপ্য ।  
তথা চ শ্রুতিঃ,—“পার্শ্বিপাপস্তেজসবায়বানভসনামানি ষট্ চক্রাণি শাস্তবায়ান্মি”তি ।  
স্বা আত্মানং স্বশরীরং ভূজগনিভঃ সর্পীকারং অধুষ্টবলয়ং সার্কিত্রিবলয়ং কৃষ্ণা কুলকুণ্ডে  
আধারপদ্মাধিক্রোশে স্বপিবি নিদ্রাসি । কুলকুণ্ডে কিভূতে ? কুহরিণি সচ্ছিত্রে ।  
এতেন কুণ্ডলিগাঃ সর্পীকৃতিস্বাং কুলকুণ্ডলস্ত সর্পশয়নযোগ্যতা স্মৃতিত । কিং  
কুর্কর্তী ? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণবুগলাস্তর্বিবগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টিসম্পাতৈঃ প্রপঞ্চে

অমাকলার মধ্যস্থলে নির্বাণ-সংজ্ঞক একটি কলা বিরাজিতা আছে । এই কলা ক্রোশাগ্রের  
সহস্রাংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা, দ্বাদশাদিত্যের স্তায় দীপ্তিমতী, চন্দ্রকলাকারা, জীবগণের  
জ্ঞানলাভের একমাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাত্ম্যবতী । ইহাকেই মহাকুণ্ডলিনী  
বলে ; এই কলা ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয় । এই নির্বাণকলার মধ্যে  
পরমনির্বাণশক্তি অবস্থিত । তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভুবনের জননী,  
কেশাধ হইতে সূক্ষ্মা, পরম শুদ্ধা, জীবকুলের জীবনস্বরূপা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু  
প্রণয়গর্তা । এই নির্বাণশক্তির মধ্যস্থলে নির্মল, নিত্যানন্দ-স্বরূপ, পরম আনন্দানন্দ,  
যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে । কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন  
ব্যক্তি বৈকব-পদ, কোন কোন সুধী হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মোক্ষ-  
পদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ।

যট্চক্রাঙ্কং দেহং সিঞ্চন্তী। তথা চ—শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়তি। গুরুরক্ত-  
মিশ্রনির্কাণসংজ্ঞাঃ সত্ত্বরজস্তমোহতীতগুণপ্রধানম্। তত্র গুরুরক্তরোহিতাচক্রং স্থানং  
মিশ্রস্ত হৃৎকমলং নির্কাণস্ত সহস্রারম্। তদ্বক্তং ভগবতা দন্তাত্রেয়েণ;—ভ্রমধাগৌ  
বিধিহরী তব রক্ত-শুক্লো, পাদৌ রজোহমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। সৃষ্টিস্থিতী  
বিতল্লতে হৃদয়ে তৃতীয়মজ্জিং ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্রবৌধ্যাঃ। তুৰ্য্যং তবাজ্জি-  
কমলং নিরুপাধিবোধং, সাক্ষ্যমৃতং শিবপদে সততং নমামি ॥ শ্লোকষয়েন শ্রীমত্যাঃ  
কুণ্ডলিষ্ঠাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে,—“মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী  
যাবন্নিজাঙ্গিতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যোত মন্ত্র-যন্ত্রাচ্চন্দাদিকম্।” শ্রীমাদ-  
বাচার্য্যপাদাঃ,—“প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তিঃ সা  
জ্ঞেয়া স্বগাদিধাতুনির্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েন্দ্রাদশারং বিকল্পস্বরম্। যোনি-  
স্তংকর্ণিকামধ্যে কুলমাতৃময়ী স্থিতা। বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তস্তাং গচ্ছতি চক্রমাঃ।  
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তস্তাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। উর্দ্ধকোষ্ঠাং সুষুম্নাধ্যা ধৃত্তুর-  
কুহুমাকৃতিঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী ধোয়া পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী ॥ তদ্বর্ণব্রহ্মপদবী বিসতন্ত-  
তনীয়সী। মধ্যমেকগতা নিত্যং সুষুম্না ব্রহ্মরঞ্জকম্। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাতো বিন্দুঃ  
কল্পর্গসংজ্ঞকঃ। তস্মাচ্ছিখা সমুদ্ভূতা স্থিরবিদ্যালতাগমা। তদুর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্ভু-  
মুখবোধিনী। মূলাজ্জকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্। ধ্যায়েন্নিঙ্গমধোবক্তং লোহিতং  
বহ্নজীববৎ ॥” শারদায়াস্ত,—“আধারকন্দমধ্যাহং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। জ্যোতিষাং  
মন্দিরং দিব্যং প্রাহর্য্যগমবেদিনঃ। অত্র বিদ্যালতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরি-  
স্কুরতি সর্কাস্মা সুষুপ্তভূজগাকৃতিঃ ॥” গৌতমীয়ে,—“গুদমেদ্রান্তরে শক্তিং ক্রমাতাঞ্চ  
প্রবর্কয়েৎ। লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ! শত্ভুনা তাং পরাং শক্তি-  
মেকীভাবং বিচিস্তয়েৎ। তত্রোখিতামৃতং যত্নদ্রুতলাকারসোপমম্। পায়স্বিতা চ তাং  
শক্তিং কৃষ্ণাধ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্। যট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তপ্যামৃত ধারয়া। আনয়েন্তেন  
মার্গেণ মূলধারং ততঃ সুধীঃ ॥” অত্র বিমলাবীজমুপাঙ্করন্তি।—অবাণ্যশব্দাৎ  
ল্লকারঃ। ষ্ণলশব্দাৎ লকারঃ। ভূমিং-শব্দাদ্কারাহুস্বারো। এতেন স্লু ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা যট্চক্রভেদ পূর্বক \*  
সহস্রারে গমন করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদ-  
পদ্মগুলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ দ্বারা সমুদ্রের চক্র ও চক্রস্থ দেবতা-  
গণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তপিত করিতে করিতে পুনর্ব্বার তুমি সেই কুলপথ

\* পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থ এই স্থলে যট্চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত  
হইতেছে। যট্চক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উৎখাপিত করিয়া পরমশিবের

দ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সাক্ষিবিবলয়াকৃতি সর্পরূপিনী করিয়া  
মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গে নিম্নিত হইয়া থাক ॥ ১০ ॥

**তাৎপর্য।**—এ স্থলে টীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—অবাণ্য-  
শব্দে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিঃ শব্দে উকার ও অমুস্বার। ইহা দ্বারা মূল  
এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥

চতুর্ভিঃ শ্রীকৈঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি,

প্রতিমাভিঃ শস্তোর্বভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ ।

\* ত্রয়শ্চ দ্বারিংশদ্বন্দ্বলকলাংশ-ত্রিবলয়-

ত্রিরেখাভিঃ সাক্ষিঃ তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥১১॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—চতুর্ভিঃ চতুঃসংখ্যাসংখ্যৈঃ শ্রীকৈঃ—  
শৃণোতি হিনস্বীতি শ্রীঃ বিষং কঠে যন্তাসৌ শ্রীকৈঃ হরঃ । তে কোণা অপি শ্রীকৈঃ ।  
তানান্যায়ং তদ্ব্যপদেশঃ । অতএব বহুবচনসিদ্ধিঃ । শ্রীকৈঃ একৈরিত্যর্থঃ । শিবযুব-  
তিভিঃ শক্তিভিঃ পূর্ববদ্বহুবচনসিদ্ধিঃ । শক্ত্যাদ্বৈকৈরিত্যর্থঃ । পঞ্চভিঃ । অপি-  
শব্দো ভেদে । প্রতিমাভিঃ প্রাকর্ষণে ভিন্নাভিঃ—প্রাকর্ষন্ত শিবশক্তিচক্রমধ্যে  
বৈন্দবস্থানন্ত বিদ্যমানত্বাৎ । এতচ্চ সময়মতেন সৃষ্টিক্রমেণ পঞ্চচক্রেণেনৈঃ ॥

সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (বং) উচ্চারণ পূর্বক বামনাসিকা দ্বারা  
আকর্ষণ করত মূলাধারস্থিত কল্মষবায়ু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহুবীজ (ং) উচ্চারণ  
পূর্বক দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত  
করিতে হইবে। তৎপরে বহিঃ সমুদীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা  
এবং হুঁ এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা আগরিত হইয়া উঠিবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ  
পূর্বক মূলাধার সঙ্কোচিত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্বে যিনি  
সাক্ষিবিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেঠন পূর্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মমার্গ রোধ করিয়া নিম্নিত  
ছিলেন, এক্ষণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং  
আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপ্য্য তাবনা  
দ্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে কুলকুণ্ডলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন,  
তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন।

যখন কুণ্ডলিনী আগরিতা হইয়া উর্দ্ধগমনে উদ্বীর্ণ হইবেন, সে সময় মূলাধারস্থিত  
সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি সমুদায় তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত  
হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং-বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ  
করিবামাত্র শূন্য মূলাধারপদ অধোমুখ ও মুজ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রই  
অধোমুখ ও মুজ্রিত অবস্থায় আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া যখন যে পদে গমন

কৌলমভেন সংহারক্রমেণ নবযোনিচক্রলেখনে উর্দ্ধাধোমুখতয়া অবস্থিতে: প্রভিন্নবং  
জ্ঞেয়ম্। তেনোভয়ং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতমিত্যর্থঃ। শস্তো: ইতি পঞ্চমী। শঙ্কু-  
শব্দেন চম্বার: শ্রীকণ্ঠা: উচ্যন্তে। নবভি: নবসংখ্যে:। অশিশকো বক্ষ্যমাণ-  
বাছল্যাং সমুচ্চিনোতি। মূলপ্রকৃতিভি: প্রপঞ্চস্ত মূলকারণৈ:। অতএব তেষাং  
যোনিশব্দেন ব্যবহার:। নবযোনয়ো নবধাত্বাত্মকা:। তথা চোক্তম্ কামি-  
কায়াম্:—

স্বগম্ভ্রমাংসমেদোহস্থিধাতব: শক্তিমূলকা:।

৬ মজ্জাশুক্র(রু)প্রাণজীবধাতব: শিবমূলকা:॥

নবধাতুরয়ং দেহো নবযোনিসমুদ্ভব:।\*

দশমী যোনিরেকৈব + পরা শক্তিশুদ্ধীশ্বরী ॥

ইতি দশমী যোনি: বৈলম্বস্থানম্। তদাশ্বরী তস্ত দেহস্তেত্যর্থঃ।

করিবেন, তখন সেই পদ্মই উর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, স্তম্ভাং সমুদার পদ্মই  
ভাবনার সময় উর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অত:পর কুণ্ডলিনী স্থাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা  
হইবামাত্র তৎকালে উহা উর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদার  
দেবতা ও বর্ণ কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে  
লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে  
থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্থাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্বক মণিপুরে উপস্থিত হইবেন।  
সেই সময় চক্রস্থিত সমুদার দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং  
বংবীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে, বহ্নিও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমত:  
সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক ক্লান্ত হইয়া পড়েন  
এবং সাধকের উদরায়ন রোগ জন্মে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগ পূর্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন।  
তৎকালে চক্রস্থিত সমুদার দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে।  
বং-বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও বংবীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য।

অত:পর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ করত বিত্তচক্রে উপস্থিত হইবেন।  
তৎকালে চক্রস্থিত সমুদার দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে  
এবং বং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং এই বীজে  
পরিণত হইবে।

\* “জীবধাতুর্নাম জীবাধিষ্ঠানদ্বাং ওজোধাতুরেব জীবধাতুরিত্যুচ্যতে। তদন্তঃ  
বাগ্জটেন—বসামিত্তকাকান্তানাং ধাতুনাং প্রসাদশ্রেষ্ঠো জীবাধারভূতো ধাতু: ওজ ইতি”  
ইত্যয়মধিকো ব্যাখ্যানরূপ: পাঠ: তৎ-পুস্তকে দৃশ্যতে।

† “বশভো ধাতুরেকৈব” ইতি পাঠান্তরম্।

এবং পিণ্ডাণ্ডমুংপন্নং তদ্বদ্রক্ষাণ্ডমুদ্বভৌ ।  
 পঞ্চ ভূতানি শাক্তানি মায়াদীনী শিবস্ত তু ॥  
 মায়্যা চ শুদ্ধবিজ্ঞা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ।  
 পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি তদ্বৈবাস্তত্ববস্তি তে ॥

একাদশেন্দ্রিয়াণি শব্দাদিতন্মাত্রাঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে ।

• শিবশক্ত্যাশ্রয়কং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম ।

চরং পিণ্ডাস্তং, অচরং ব্রহ্মাণ্ডং ইত্যর্থঃ ।

কেচিৎ একপঞ্চাশত্তত্ত্বাত্মকঃ । তথাহি—

পঞ্চ ভূতানি তন্মাত্রপঞ্চকং চেন্দ্রিয়াণি চ ।  
 ঞ্জানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কশ্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥  
 ত্বগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবায়বঃ ।  
 মনশ্চাহংকৃতিঃ খ্যাতিশূর্ণাঃ প্রকৃতিপুরুষৌ ॥  
 রাগো বিজ্ঞা কলা চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ ।  
 মায়্যা চ শুদ্ধবিজ্ঞা চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ॥  
 শক্তিঞ্চ শিবতত্ত্বং চ তত্ত্বানি ক্রমশো বিদুঃ ॥

অনন্তর কুণ্ডলিনী যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন চক্রস্থ দেবতা সকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয় পাইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রেই কল্পপ্রস্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উদ্ভিত হইয়া পরমশিবে সংমিলিত হইবেন।

পরে কুণ্ডলিনী বিন্দুপদ্ম ভেদ করত যেমন উদ্ভিত হইতে থাকিবেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপূরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্ত-দ্বন্দ্বীত অমৃত ঘারা কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্রাবিত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্ত সন্তোগ করিয়া অক্ষরবান্ধু স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপূরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত হইবেন, তখন শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট হইয়া বধ্যস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিগুহ্যচক্রে উপনীতা হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্চনারীশ্বর শিব, শাক্তিনীশক্তি ও বর্ণ প্রভৃতি

ইতি । এতাত্ত্বিকপঞ্চাশত্ত্বানি বায়ব্যসংহিতাদিশৈব-পুরাণেষু সৰ্কেষু প্রতি-  
পাদিতানি । অত্থার্থঃ—পঞ্চ ভূতানি পৃথিব্যপুতেজোবায়ুকাশাশ্মকানি  
কার্য্যকারণরূপেণাবস্থিতানি । গন্ধাদিতম্মাত্রপঞ্চকং পৃথিব্যাদীনাং কারণ-  
ভূতম্ । জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রৌত্রযুক্তক্ষুজ্জিহ্বাভ্রাণাশ্মকানি । কশ্মেন্দ্রিয়াণি  
বাক্‌পাণিপাদপায়ুপস্থাস্মকানি । ধাতবঃ ত্বগস্‌স্‌মাংসমেদোহিমজ্জাশুক্ৰাণি ।  
বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ । মনঃ মননাস্মিকা শক্তিঃ । অহঙ্কৃতিঃ অহ-  
ঙ্কারজনিকা শক্তিঃ । খ্যাতিঃ জ্ঞানম্ । গুণাঃ সম্ভরজন্তমাংসি । প্রকৃতিঃ মূল-  
প্রকৃতিঃ । পুরুষো জীবঃ । রাগঃ ইচ্ছা । বিত্তা জনিতবিকলজ্ঞানম্ । কলাঃ  
বষ্ট্র্যুত্তরত্রিশতসম্ব্যাকাঃ । নিয়তিঃ নিয়ামিকা শক্তিঃ । কালঃ সংহরণশক্তিঃ ।  
মায়্য ঐন্দ্রজালিকাদিজ্ঞানম্\* । শুক্রবিত্তা মোচকজ্ঞানম্ । মহেশ্বরঃ ব্রহ্মাণ্ডা-  
বিষ্টঃ সৃষ্টিকর্তা । সদাশিবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্তা । শক্তিঃ মহেশ্বরসদাশিবয়োঃ ব্রহ্মণ-  
সর্জনশক্তিঃ । চকারাং কালাশ্মিকা + সংহারিণী শক্তিঃ† । শিবতত্ত্বং শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
স্বরূপম্ । এতেষু সৰ্কেষু তত্বেষু কতিচন তত্ত্বানি কুত্রচিত্তস্তর্ভবন্তি । ত্বগাদিসপ্ত-  
ধাতবঃ ভূতেষুস্তর্ভবন্তি । প্রাণাদিবায়বঃ বায়বস্তর্ভবন্তি । অতো ভূতেষেব

আবির্ভূত হইতে থাকিবে । হং-বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে এবং আকাশ  
হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে । এইরূপে  
কুণ্ডলিনী বিদ্যুৎচক্রে দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া অনাহত-  
চক্রে উপস্থিতা হইবেন । এই সময় চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীর হইতে  
আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে । যং-বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে ।  
বায়ু হইতে রং এই বহুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে ।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূরে প্রতিগমন করিবেন । তৎকালে তাঁহার শরীর  
হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাচ্যভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে । পরে  
রং-বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই ব্রহ্মণবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে । তৎপরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলে তাঁহার  
শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতা-সকল ও বর্ণাদি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে  
এবং বং-বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর  
শরীরে লীন থাকিবে ।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত  
দেবতাসকল ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ  
হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে । অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী সার্বভৌমলয়াকারে স্বরভুলিজ  
বেঠন করিয়া মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার অবরোধপূর্বক নিম্নিতা হইয়া থাকিবেন । তৎকালে  
জীবাত্মাও পুনর্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন ।

\* “কাত্তজ্ঞানং” ইতি ৫ পাঠঃ ।

† “কালস্ত সংহারিণী—” ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভেদামন্তর্ভাবঃ। অহঙ্কারস্ত মনস্তন্তর্ভাবঃ। ধাতোর্বিত্ত্যায়ামন্তর্ভাবঃ। শুণানঃ  
প্রকৃতাভ্যন্তর্ভাবঃ। প্রকৃতেস্ত শক্তাবন্তর্ভাবঃ। পুরুষস্ত মহেশ্বরেহন্তর্ভাবঃ। কলায়াঃ  
শুদ্ধবিজ্ঞায়ামন্তর্ভাবঃ। নিয়তেস্ত শক্তাবেবান্তর্ভাবঃ। কালস্ত মহেশ্বরে  
সদাশিবে চান্তর্ভাবঃ। শক্তেস্ত শুদ্ধবিজ্ঞায়ামন্তর্ভাবঃ। শিবত্বস্ত সদাশিব-  
তবেহন্তর্ভাবঃ। ইতি তদ্বানি পঞ্চবিংশতিরেব—পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাপঞ্চকং পঞ্চ  
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি মনস্তত্ত্বং, মায়াবিশুদ্ধবিজ্ঞানমহেশ্বরসদাশিবান্নকানি  
চছারি। এতানি পঞ্চবিংশতিতদ্বানি সর্বসম্মতানি; ঋতানুগৃহীতত্বাৎ। তথা চ  
শ্রুতিঃ—“পঞ্চবিংশ আত্মা ভবতি” \* ইতি। অতঃ চ ষট্‌ত্রিংশতদ্বানীত্যাদিতত্ত্ব-  
বিকল্পঃ ঋতানুসারেণ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপর ইত্যানুসন্ধেয়ম্। অতঃ চ সর্বতত্ত্বাতীতং  
শিবশক্তিসুস্পষ্টম্ ৬ তন্মাদেব জগদ্বৎপত্তিঃ। তদ্বক্তৃত্বম্ সুভগোদয়ে—

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্ত্বং ন কিঞ্চন।

শক্তঃ শ্রুতং পরমেশানি শক্ত্যা বুক্তো ভবেদ্যদি ॥

ইতি। অত্র বহু বক্তব্যমস্তি। তত্ত্ব সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপ-  
পাদিতমম্মাভিরিতি অলমতিবিস্তরেণ। প্রকৃতমনুসরামঃ।

চতুঃচত্বারিংশৎ এতৎসংখ্যাভিঃ বহুদলকলাশ্রিত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ। বসবোহষ্টৌ,  
তেন বহুশব্দেন অষ্টসংখ্যা লক্ষ্যতে। বহুদলং অষ্টদলম্। কলাশ্রং—কলাঃ ষোড়শ।  
তেন কলাশব্দেন ষোড়শসংখ্যা লক্ষ্যতে। অশ্রশব্দেন দলং লক্ষ্যতে। অতঃ  
কলাশ্রং ষোড়শদলমিত্যর্থঃ। ত্রিবলয়ং ত্রয়াণাং বলয়ানাং সমাহারঃ ত্রিবলয়ং,  
ত্রিমেখলমিত্যর্থঃ। ত্রিরেখাঃ প্রাকারবলয়াকাররেখাঃ, ভূপুত্রয়মিত্যর্থঃ। এতচ্চ  
ভূপুত্রয়ং চতুর্দিক্ দ্বারযুক্তম্। তথা চোক্তম্—

বিন্দুত্রিকোণবহুকোণদশারযুগ্মম্বশ্রনাগদলসংযুতষোড়শারম্।

বৃত্তত্রিভূপুত্রযুতং পবিত্রচতুর্দ্বাঃ ঐচক্রমেতদ্বদিতং পরদেবতায়াঃ ॥

ইতি। শ্রুতিরপি—

সতষাষ্টীরগমং তা। সংহারং নগরং তব ॥ †

ইতি। অস্ত্যর্থঃ—সতষা, চতুর্দ্বারমিত্যর্থঃ ছান্দসো বর্ণলোপচ। অষ্টীরগমং  
অষ্টীরৈঃ প্রাকারবলয়ৈঃ ত্রিভিঃ অগমং দুর্গমম্। তা তানীমানি ভূতানি। ভগ-  
বতি! তব নগরং পুত্রং ঐচক্রম্বাকং সংহারং সংহারকমিত্যর্থঃ। পৃথিবাদি-  
মহেশ্বরাস্তানি তদ্বানি তদ্বৈব লীরস্ত ইতি তাৎপর্যম্।



কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে—সংহার্যঃ সংহারক্ৰমেণ লেখনীয়মিতি । তন্ন, কৌলম্বত  
এব সংহারক্ৰমেণ চক্ৰস্ত লেখনীয়মিতি । প্রকৃতমনুসরামঃ—

তাভিঃ সার্কং সহ তব ভবত্যাঃ শরণকোণাঃ শরণং গৃহং বৈন্দবং মন্দিরং, তচ্চ  
কোণাশ্চেতি হৃদয়মাসঃ । ততঃ কোণাশ্চতুশ্চছারিংশদিত্যর্থঃ ।

নহু বিদ্বত্রিকোণেত্যাদিক্রমেণ ত্রিকোণবিন্দুভ্যাং যোগে ষট্চছারিংশৎকোণাঃ  
বিন্দুপরিভ্যাং পঞ্চচছারিংশৎকোণা ইতি চেৎ—

সত্যং, প্রস্তারবশাৎ ত্রিকোণস্যাধঃস্থিতং কোণদ্বয়মষ্টকোণে অন্তর্গতম্ । ততশ্চ  
কোণাঃ ষট্চছারিংশদেবেতি ।

শরণেন সার্কং কোণা ইতি হৃদয়মাসগত্যা ব্যাখ্যাতম্ । যদ্বা—ত্রয়শ্চছারিংশ-  
দিতি পাঠান্তরম্ । তত্র স্পষ্ট এবার্থঃ । পরিণতাঃ পরিণামং প্রাপ্তাঃ । ক্রমমর্থঃ—  
ত্রিকোণাষ্টকোণদশকোণ-ষুগল-চতুর্দশকোণাঙ্কানি শক্তিচক্রাণি । অষ্টদলষোড়শ-  
দলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াঙ্কানি চছারি শিবচক্রাণি । ত্রিকোণে বহুদলং বহুকোণে  
ষোড়শদলং দশারযুগ্মে মেখলাজিতরং ভুবনাশ্রকে ভূগৃহং অন্তর্ভূতমিতি পরিণত-  
মিত্যুচ্যতে । এতচ্চ পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্ ।

অত্রৈখং পদযোজন—হে ভগবতি ! চতুর্ভিঃ ঐক্যৈঃ শস্তোঃ সকাশাং  
প্রভিমাভিঃ পঞ্চভিঃ শিবযুগ্মভিঃ নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ তব শরণকোণাঃ বহু-  
দলকলাশ্রিতবলরত্রিরেখাভিঃ সার্কং পরিণতাঃ সন্তুঃ চতুশ্চছারিংশদিতি ।

অত্রৈদমনুসঙ্কেয়ম্—অগ্নিন্ চক্রে অষ্টাবিংশতিমর্শস্থানানি । সঙ্কেয়স্ত চতুর্বিংশতিঃ ।

নহু মর্শাণি চতুর্বিংশতিরেব, কথং অষ্টাবিংশতিঃ ?

ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানং সন্ধিভিত্তিভিধীয়তে ।

ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানং মর্শ মর্শবিদো বিদুঃ ॥

ইতি ।

উচ্যতে—অষ্টদলষোড়শদলমেখলাত্রয়ভূপূরত্রয়াণাং শিবচক্রাণাং ত্রিরেখাসঙ্গম-  
স্থানাভাবেশ্চপি বাচনিকৌ মর্শসংজ্ঞা । যথোক্তং চক্রেজ্ঞানবিজ্ঞায়াম্—

মহাশ্রুদিশাষ্টকোণবৃত্তচতুষ্টয়ম্ ।

অষ্টাবিংশতিমর্শাণি চতুর্বিংশতিসঙ্কেয়ঃ ॥

ইতি । অত্থার্থঃ—চতুর্দশকোণে দশারযুগ্মে অষ্টকোণে চ ত্রিরেখাসঙ্গম-  
স্থানপর্ণনায় চতুর্বিংশতিমর্শস্থানানি বৃত্তচতুষ্টয়েন শিবচক্রাঙ্কেন সার্কং অষ্টা-  
বিংশতিমিতি ।

এতৎসার্কং চক্রেলেখনাখরিত্তানে জ্ঞাতুং দুঃশকমিতি চক্রেলেখনপ্রকারো

নিরূপ্যতে । স চ দ্বিপ্রকারঃ, সৃষ্টিক্রমেণ সংহারক্রমেণ চেতি । সংহারক্রমেণ লেখনং কোলমার্গ এব । তথাহপি নবযোনিপরিজ্ঞানার্থং স প্রকারো নিরূপ্যতে ।

সংহারক্রমেণ তাবৎ—পুরতো বৃত্তমালিখ্য, বৃত্তমধ্যে নব রেখাঃ লিখিত্বা, পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব, স্বাপেক্ষয়া বষ্ঠ্যা রেখয়া যোজয়েৎ । এবং প্রাগ্বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া সপ্তম্যা রেখয়া যোজয়েৎ । পশ্চিম-  
দ্বিতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । প্রাগ্‌দ্বিতীয়-  
রেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া অষ্টম্যা যোজয়েৎ । ততঃ প্রাক্‌পশ্চিম-  
তৃতীয়রেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণ \* মালিখেৎ । ষট্‌কোণমধ্যস্থিতহৃৎস্বরেখাক্রিতরে  
পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । এবং  
প্রাগ্‌বেথাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া পঞ্চম্যা যোজয়েৎ । মধ্যস্থিতান্তি-  
হৃৎস্বরেখাপ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব স্বাপেক্ষয়া তৃতীয়রেখয়া যোজয়েৎ । এবং চতুর্বিং-  
শতিমর্শ্মাপি, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, নবযোনিচক্রম্ । এতৎ কোলমতরহস্তম্ ।

সৃষ্টিক্রমস্ত সময়মার্গঃ । স চ নিরূপ্যতে—যাদৌ ত্রিকোণমালিখ্য, মধ্যে বিন্দুং  
নিক্ষিপ্য, বিন্দোরূপরি ত্রিকোণং ভিত্ত্বা ত্রিকোণান্তরং প্রাগ্‌গ্রং বিলিখ্য, প্রথম-  
ত্রিকোণাগ্রাং ত্রিকোণান্তরং পশ্চিমাভিমুখং বিলিখেৎ । এবং অষ্টকোণচক্রমুৎ-  
পন্নম্ । এতন্মাদেব দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বৎ—অষ্টকোণপ্রাক্‌পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং  
ষট্‌কোণমুৎপাত্ত্ব বিদিগ্‌গতমর্শ্মস্থানেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ চতুর্ত্ত্রিকোণমুৎপাত্ত্ব অষ্ট-  
কোণগতযোনেরূপরি দক্ষিণোত্তরায়তরেখা ঈশানাদিকোণত্রিকোণেষু যোজয়েৎ ।  
এবং পশ্চিমতো যোজয়েৎ । দশারং ভবতি । এতন্মাদেব দশারং পুনঃ দশারান্তরং  
উক্তরীত্যা উৎপাদয়েৎ । এতন্মাদেব দশারাত্ত চতুর্দশারমুৎপাদয়েৎ । তদ্বৎ—  
প্রথমদশারপূর্বপশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ষট্‌কোণমুৎপাদয়েৎ । ষট্‌কোণগতমর্শ্মস্থানেভ্যঃ  
চতুর্ভ্যঃ ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাদয়েৎ । ততঃ উপরিস্থিতমর্শ্মচতুষ্কায়ং দশারন্তারেন  
ত্রিকোণচতুষ্কমুৎপাত্ত্ব প্রাক্‌পশ্চিমরেখা মেলয়েৎ । এবং ত্রয়চত্বারিংশৎ-  
কোণাঃ, চতুর্বিংশতিসঙ্করঃ, চতুর্বিংশতিমর্শ্মাপি ইতি । এতৎ সময়মতরহস্তম্ ।  
অগ্নিন্ চক্রে ত্রিকোণমুৎপাৎ লেখনীয়ম্ । কোলচক্রে ত্রিকোণমধ্যাগতো  
বিন্দুঃ । সময়চক্রে চতুর্কোণমধ্যাগতো † বিন্দুঃ । কোলচক্রে কোণসংখ্যা নান্তি,  
নবত্রিকোণাস্বকস্বাৎ । নবানাং ত্রিকোণানাং মেলনে মর্শ্মসঙ্কর এবোৎপত্তন্ত ইতি  
মহজ্জহস্তম্ ।

\* “পুংপাত্ত্ব বৃত্তেন যোজয়েৎ” ইতি কচিং পুস্তকে ।

† “ষট্‌কোণ” ইতি কচিং পাঠঃ ।

উভয়চক্রসাধারণমতঃ উর্দ্ধম্—অষ্টদলপদ্যং, ততঃ ষোড়শদলপদ্যং, ততঃ মেঘলাত্ৰিতয়ম্, ততশ্চতুর্বার্ষিকং ভূপুরত্ৰিতয়ম্। ইতি শ্রীচক্রোদ্ধারো বিজ্ঞাতব্যঃ।

অত্র মেরুপ্রস্তারকৈলাসপ্রস্তারভূপ্রস্তারাঃ ত্রয়ঃ সম্ভবন্তি। মেরুপ্রস্তারো নাম,— নিত্য্যষোড়শতাদাশ্চাম্। কৈলাসপ্রস্তারো নাম,—মাতৃকাতাদাশ্চাম্। ভূপ্রস্তারো নাম—বশিষ্ঠাদিতাদাশ্চাম্। এতৎসর্বং “চতুঃষষ্ঠ্যা তত্রৈঃ” \* ইত্যাদিলোক-ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

অত্রোচ্চমধ্যমলে বিশেষ উক্তঃ—

পূর্ণয়ো নাম মুনয়ঃ সর্কে চক্রসমাপ্রয়াঃ।

সেবমানাশ্চক্রবিজ্ঞাং দেবগন্ধর্বপূজিতাম্ ॥

অগ্নীষোমাশ্চকং চক্রমগ্নীষোমময়ং জগৎ।

অগ্নাবন্তর্বভৌ ভাহুরগ্নীষোমময়ং স্বতম্ ॥

ত্রিখণ্ডং মাতৃকাচক্রং সোমস্বর্ধ্যানাশ্চকম্।

ত্রিকোণং বৈবল্লবং সোমামষ্টকোণং চ মিশ্রকম্ ॥

চক্রং চক্রময়ং চৈব দশারদ্বিতয়ং তথা।

চতুর্দশারং বহুৈস্ত চতুশ্চক্রং চ ভাহুময়ং ॥

এতৎপ্রসাদাদিজ্ঞাত্বা বসবোষ্টৌ মরুদগণাঃ।

যে যে সমৃদ্ধা লোকেহস্মিন্ ত্রিপুরাচক্রসেবকাঃ ॥

পুরত্রয়ং চ চক্রম্ সোমস্বর্ধ্যানাশ্চকম্।

মহালক্ষ্ম্যাঃ পুরং চক্রং তত্রৈবাস্তে সদাশিবঃ ॥

ইতি। ইমমেবার্থং প্রতিরূপ্যাহ তৈত্তিরীয়কে অরূণোপনিষৎ—“ইমা মুকং ভুবনা সীষধেম” ইত্যারভ্য “ঋষিভিরদাং পৃথিভিঃ” † ইত্যস্তা। অরূণোপনিষদ্রাম্—অরূণায়াঃ ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিকা উপনিষৎ। “ভদ্রং কণেভিঃ ইত্যারভ্য “তপস্বী পুণ্যো ভবতি” ‡ ইত্যস্তা অরূণোপনিষৎ অরূণামেব প্রতিপাদয়তি। ইমমর্থং দৃষ্টবান্ অরূণকেতুঃ ঋষিঃ। প্রত্যর্থস্তাবৎ :—

ইমা মুকং ভুবনা সীষধেম ॥

অন্তার্থঃ—পূর্ণয়ো নাম মুনয়ঃ পরম্পরং সঙ্গিরস্তে। ইমাং চক্রবিজ্ঞাম্। মুকং বিভর্কে। ভুবনা ভুবনানি। সীষধেম অবগচ্ছাম। চক্রবিজ্ঞামুপাশ্রিত্যেব

ভুবনাত্তবতিষ্ঠন্ত ইতি বিতর্কয়াম ইত্যর্থঃ । যদ্বা—ইমাং চক্রবিভাং ভুবনা ভুবনাত্তবতী  
সীষধেম । হু কং পৃচ্ছায়াম্ । “হু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ \* ॥

ইন্দ্রশচ বিধে চ দেবাঃ ।

অন্ত বাক্যার্থঃ স্পষ্ট এব । চক্রবিভাম্পাশ্রিত্যেব আসত ইতি শেষঃ ।

যজ্ঞং চ নন্তব্যং চ প্রজাং চ । আদিদৈত্যৈঃ সহ সীষধাতু ।

অন্তার্থঃ—যজ্ঞমগ্নিষ্টোমাদিকং নঃ অস্মাকং তবঃ তনুং শরীরার্ধং পত্নীমিতি যাবৎ  
প্রজাং সন্তানম্ । চকারাং সর্কাঃ সম্পদঃ । আদিদৈত্যঃ মরুদগণৈঃ ইন্দ্রঃ সহ  
চক্রবিভোপাসনাং প্রাপ্তপন্নৈঃস্বর্ঘ্যাঃ ইন্দ্রশচক্রবিভামস্মাকং উপদিষ্ট সীষধাতু  
সম্পাদিতবান্ । প্রাপ্তকালে লোট্ ।

আদিদৈত্যৈঃ সহ সগণো মরুদ্বিঃ । অস্মাকং ভূবিতা তনুনাম্ ॥

মন্ত্রধর্যন্তার্থঃ—তনুনাং পুত্রমিত্রকলত্রাদীনাং অবিভা রক্ষকঃ ভূতু ভবতীত্যর্থঃ ।  
ইন্দ্র এবাস্মাকং যোগক্ষেমসম্পাদক ইতি ভাবঃ ।

আপ্নবস্ব প্রপ্নবস্ব ।

পুত্রগ্নশচক্রবিভাং প্রস্তুবন্তি । আপাদমন্তুকং প্নবনং অমৃতনিষ্কলসেচনং  
কুরু । প্রকর্ণেণ প্নবনং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেষু আসেচনং কুরু ।

আণ্ডী ভব অ মা মুহঃ ।

আণ্ডী—পিণ্ডাণ্ডঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ চ, দ্বিপ্রত্যয়ান্তঃ—ভব, পিণ্ডাণ্ডরূপেণাসন্নদৌয়েন  
ব্রহ্মাণ্ডরূপেণ বাহেন ভবদৌয়েন প্রাপ্নুহি, ভবৎসামুজ্জং দেহীত্যর্থঃ । অজ অব-  
গচ্ছ । মুহূর্মামবগচ্ছ, অমুগৃহাণেত্যর্থঃ । “অজ গতো” ইতি ধাতোঃ অকারলোপ-  
শ্চান্দসঃ ।

সুখাদীনুঃ খনিধনাম্ ।

অন্তার্থঃ—সুখমতি আদয়তীতি সুখাদী সুখসম্পাদকঃ ইন্দুঃ চন্দ্রঃ বৈন্দবস্থান-  
গতঃ । খনিধনাং—খং বৈন্দবস্থানমেব নিতরাং ধনং যন্তাঃ সা তাম্ । যদ্বা—সুখাদীং  
সুখপ্রথমাং সুখাশ্বিকাম্ । হুংখন্ত নিধনং নাশো যজ্রেতি হুংখনিধনাং, অবিজ্ঞাত-  
হুংখগন্ধামিত্যর্থঃ । যদ্বা—সুখাদীং শোভনেন খেন ইজ্রিয়েণ মনসা আদীং আত্মাং,  
মনোবেদ্যামিত্যর্থঃ । হুংখনিধনাং হুংখানাং হুষ্টেজ্রিয়াণাং চক্ষুসাদীনাম্ অগোচরামিতি ।

\* হুঃ পৃচ্ছায়াম্ । ভুবনাত্তবতী কং পৃষ্টু । অবগচ্ছাম ইত্যর্থঃ ।

“হু পৃচ্ছায়াং বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ—ইতি কার্ণাটনগরমুক্তিতকোশে ।

প্রতিমুঞ্চস্ব স্বাং পুরম্ ।

স্বাং ভগবতীং পূরং দেহং প্রতিমুঞ্চস্ব অধিতিষ্ঠ ।

মরীচয়ঃ স্বায়ংভূবাঃ ।

অন্তার্থঃ—স্বয়ং ভগবত্যাঃ সকাশাং ভবা উৎপন্নঃ মরীচয়ো 'ময়ুখাঃ' । সর্কাপি ভূবনানি আবৃত্য বর্তন্ত ইতি বাক্যশেষঃ । সূর্যচন্দ্রাগ্নীনাম্ প্রকাশকস্বঃ স্বায়ং-ভূবমরীচিপ্রসাদাদেবেতি উত্তরত্র বক্ষ্যতে ।

যে শরীরায়াকল্পয়ন্ ।

অন্তার্থঃ—যে ময়ুখাঃ ষষ্ট্যুত্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ শরীরানি কলাপ্যকানি ষষ্ট্যু-ত্তরত্রিশতসংখ্যাকানি দিনানি, তাত্ত্বেন সংবৎসরঃ, সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ \* ইতি শ্রুতেঃ ।

তে তে দেহং কল্পয়ন্ত ।

তে মরীচয়ঃ তে তব ভগবত্যাঃ দেহং কল্পয়ন্ত দেহমাশ্রয়ন্ত ।

দেহশব্দেন দেহাবয়বচরণমুচ্যতে । ভবচ্চরণোৎপন্ন ইত্যর্থঃ ।

মা চ তে খ্যা স্ম তীরিষৎ ।

তে তব খ্যা খ্যাতিঃ জ্ঞানং মা চ তীরিষৎ অস্মান্ ন জহাতু, ভববিষয়জ্ঞানম্ অস্মাকং সদা সিধ্যতিত্যর্থঃ ।

ইতঃ পরং পূর্ণম্ চক্রবিভাভূষ্ঠানে স্বরূপাঃ পরম্পরং সঞ্জিরন্তে—

উত্তিষ্ঠত মা স্বপ্ত । অগ্নিমিচ্ছধ্বং ভারতাঃ ।

৫ রাজ্ঞঃ সোমস্ত তৃপ্তাসঃ । সূর্যোণ সযুজোষসঃ ॥

ঋচোন্নমর্থঃ—হে ভারতাঃ ভায়াং ভারুপায়াং জ্যোতীৰুপায়াং চক্রবিভাভূষ্ঠানিতি ধাবৎ, রতাঃ উপাসনারতাঃ । যদা—ভারত্যাঃ সম্বৃত্যঃ ত্রিবিভাগাঃ উপাসকাঃ । সামান্ত্রবিহিতপ্রত্যয়স্ত বিশেষবাচিহ্নাং ভারতা ইতি । উত্তিষ্ঠত উপাসনোপক্রমং কুরুত ১—মা স্বপ্ত অপ্রমত্তা ভবত । অগ্নিমিচ্ছধ্বং স্বাধিষ্ঠানগতাগ্নিং প্রজলয়ন্ত । রাজ্ঞশ্চক্রেস্ত । উময়া সহিতঃ সোমঃ । চক্রেমণ্ডলান্তর্গতবৈশ্বদেবদানবগণতত্ত্বাং দেব্যাঃ, চক্রেস্ত সোমশব্দবাচ্যদ্ব্যসিক্টিঃ । তস্ত চক্রেস্ত নিম্ব্যনৈঃ তৃপ্তাসঃ তৃপ্তাঃ । সূর্যোণ অনাহতচক্রবিশুদ্ধিচক্রেয়োর্মধ্যে স্থিতেন সূর্যোণ সযুজা, অগ্নিচক্রেয়োর্মধ্যবর্তিনা ইত্যর্থঃ । যদা—সূর্যোণ সযুজা রাজ্ঞা তৃপ্তাস ইত্যর্থঃ । কীদৃশাঃ ? উষসঃ স্পৃষ্টমায়া-ময়ক্রেপাঃ । যদা—উষসঃ উষঃকালে ধ্যানরতাঃ, তস্মিন্ কালে ভগবতীনিদিধ্যাস-নাদেবীহিতত্বাৎ ।

ইতঃ পরং পূজাসামগ্রীমুপদিশন্তি পুণ্ডরঃ—

যুবা সুবাসাঃ ।

যুবা দৃঢ়াঙ্গঃ স্বপুঃ । সুবাসাঃ শুভবজ্রঃ । ইদং শুভ্রাভরণ-শুভ্রমালাদীনামুপ-  
লক্ষকম্ । এবংবিধঃ সন্ পূজয়েদিতি শেষঃ ।

ঐচক্রস্ত স্বরূপং তাবদাহঃ—

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা ।

অষ্টকোণ-দশকোণ-দ্বিতীয়-চতুর্দশকোণ-অষ্টপত্র-ষোড়শপত্র-ত্রিবিম্ব-ত্রিবেদী-  
কানি অষ্টাচক্রাণি যন্তাঃ সা অষ্টাচক্রা । অতএব নবদ্বারা নবানি দ্বারাণি ত্রিকোণ-  
রূপাণি যন্তাঃ সা নবদ্বারা ।

দেবানাং পূজ্যোধা ।

দেবানামিচ্ছাদীনাম্ পূজ্যেহেন সম্বন্ধিনী পূঃ ঐবিজ্ঞানগরম্ । যদ্বা—দীব্যস্তীতি  
দেবাঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি, তেষাং পূজ্যধষ্ঠানম্ । যদ্বা—সূর্য্যচন্দ্রায়ীনাং পূঃ,  
সৌমসূর্য্যানলাম্বকস্বাং ঐচক্রস্ত । তস্ত পুরত্রয়সমষ্টিরূপস্বাং পুরিত্যেকবচন-  
সিদ্ধিরিতি ধোয়ম্ । অযোধা অসাধা, মন্দভাগ্যানামিতি শেষঃ ।

তস্তাং হিরণ্ময়ঃ কোশঃ । স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাহবৃতঃ ।

অন্তার্থঃ ।—তস্তাং পুরি ঐচক্রমধ্যে হিরণ্ময়ঃ কোশঃ, সহস্রদলকমলকোশ  
ইত্যর্থঃ, বৈষ্ণবস্থানে সহস্রদলকমলকোশস্ত বিদ্যমানস্বাং । তস্ত কোশস্ত  
জ্যোতিষা স্বর্গো লোকঃ আবৃতঃ । জ্যোতির্লোকঃ স্বর্গলোক ইত্যর্থঃ ।

অথ পুণ্ডরঃ চক্রবিজ্ঞোপাসনায়াঃ ফলমাহঃ—

যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ । অমৃতেনাবৃত্যং পুরীম্ ।

তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মা চ । আয়ুঃ কীর্ত্তিঃ প্রজাঃ দহুঃ ।

অমরর্থঃ ।—ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মস্বরূপায়াঃ ভগবত্যাঃ তাং পূর্ব্বোক্তাং অমৃতেনাবৃত্যং  
চক্রমণ্ডলগলং পীযুষধারাবৃত্যং পুরীং ঐচক্ররূপাং ত্রিপুরায়াঃ পুরং যো বেদ  
জ্ঞানপূর্ব্বকমর্চনং কৰোতি তস্মৈ বিদুবে অর্চকায়, ব্রহ্ম চ ব্রহ্মস্বরূপা ভগবতী,  
ব্রহ্মা চ ব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ । চকারম্বয়ং উভয়োর্মেলনং সমুচ্চিনোতি, মিলিত-  
য়োরেব বৈষ্ণবস্থানে সহস্রারে সুধাসিন্ধুমধ্যে মণিবীণে চিন্তামণিগৃহে নিবাসাং ।  
এতৌ উভৌ আয়ুঃ জীবিতং কীর্ত্তিঃ যশঃ প্রজাঃ সন্তানং দহুঃ দম্বাতাং ইত্যর্থঃ ।  
“ব্যাত্যয়ো বহুলম্” ইতি বচনব্যাত্যয়ঃ ।

শিবশক্ত্যোঃ তত্রৈব নিবাসমাছঃ—

বিভ্রাজমানাং হরিলীম্ । যশসা সংপরীবৃতাম্ ।

পুং হিরণ্যমীং ব্রহ্মা । বিবেশাপরাজিতা ।

অচ্যোমর্থঃ।—বিভ্রাজমানাং—অনন্তকোটিসংখ্যাকরগৈরিতি শেষঃ—  
প্রকাশমানাম্ । হরিলীং হিরণ্যবর্ণাং, “হিরণ্যবর্ণাং হরিলীম্ \* ইতি শ্রুতেঃ ।  
যশসা কীর্ত্ত্য সম্যক্ পরিবৃতাম্, যে যে লোকে কীর্ত্তিমন্তঃ তে সর্বো ভগবতী-  
প্রসাদসমাগাদিতকীর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ । তাং বৈন্দবীং পুং চিন্তামণিগৃহং ব্রহ্মা  
সদাশিবঃ, ব্রহ্মা শিবো মে অন্ত সদাশিবোম্ ।” + ইতি শ্রুতেঃ, পুঞ্জিকব্রহ্মশব্দ-  
সদাশিবশব্দয়োঃ এক এবার্থঃ প্রতীতঃ । বিবেশ অপরাজিতা সাদাখ্যা চন্দ্রকলা  
বিবেশ । বাক্যদ্বয়েন উভয়োঃ প্রবেশভেদপ্রতিপাদনং “বৈন্দবে চিন্তামণিগৃহে  
সদাশিবঃ সৰ্ব্বদা সন্নহিতঃ ; অপরাজিতা কুণ্ডলিনীশক্তিঃ বটচক্রাণি ভিষা ভূয়ো  
ভূয়ঃ প্রবিশতি” ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্ ।

শিবশক্ত্যোঃ তস্মিন চক্রে অবস্থিতিপ্রকারমাছঃ—

পরাজ্যোত্যাঙ্গাময়ী । পরাজ্যোত্যানাশকী ।

অন্ত্যর্থঃ।—পরাজ্যোত্যাঙ্গাময়ী চক্ররূপিনী । শিবশক্ত্যোর্মধ্যে শক্তিঃ অজ্যাময়ী  
জ্যানিরহিতা নাশরহিতা নিত্য্য হৃৎস্বরহিতা আনন্দময়ী বা ইত্যর্থঃ । এতি  
বর্ত্ততে । যদ্বা—অজ্যাময়ী, জ্যা ভূমিঃ, তেন পঞ্চভূতানি লক্ষ্যাস্তে, তন্ময়ী ন  
ভবতীত্যজ্যাময়ী, মনস্তত্ত্বাদিময়ী, শিবচক্রাঙ্কচতুর্ঘোষ্ঠাঙ্কিতি যাবৎ, শিব-  
যোনীনাং বৈন্দবস্থানাদধঃ অবাঙমুখতয়া অবস্থানাং । অনাশকী নাশরহিতা শক্তি-  
চক্রাঙ্কপঞ্চঘোষ্ঠাঙ্কিকা । পরাজ্যোত্যাঙ্গাময়ী এতি, শক্তিযোনীনামপি শিবঘোষ্ঠা-  
পেক্ষয়া অবাঙমুখতয়াং । এবং শিবযোনি-শক্তিঘোষ্ঠোঃ পরস্পরমবাঙমুখত্বং চক্র-  
লেখনক্রমাদবগম্যতে ।

বিভূষঃ ফলমাছঃ—

ইহ চামুত্র চাষেতি । বিদ্বান্ দেবাসুহৃদানুভবান্ ।

দীব্যাস্তীতি দেবাঃ একাদশেশ্বরানি । অসুরাঃ অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণাদিপঞ্চ-  
বায়বঃ তান্ রাস্তি আদদত ইতি পঞ্চতন্মাত্রা ‡ উচ্যন্তে । উভয়ান্ উভয়ত্র দেবা-  
সুরেষু অধিতান্ মায়াশুদ্ধবিজ্ঞানহেত্বরসদাশিবান্ । যো বিদ্বান্ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব-  
জাতং বিদিত্বা শিবশক্তি-সংপূর্টাঙ্কং পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববিলক্ষণং বড়্‌বিংশতত্বং  
বস্ত্বে বেষ্তি স বিদ্বান্ ইহ চ ইহ লোকে পূজাতারতম্যবশ্যাং অমুত্র চ পরলোকে

\* ঐহুক্তে ।

+ তৈঃ, উঃ ৪১২ ।

‡ “মহাদেবঃ” ইত্যধিকপাঠঃ কচিং দৃশ্যতে ।

সার্টি-সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সায়ুজ্যাত্মিকত্বাৎ পঞ্চবিধয়া মুক্ত্যা অবেতি বুধ্যতে ।  
সার্টিয়াদিশ্বরূপং সপ্রপঞ্চং পুরস্তাৎ ( ১০০ শ্লোকব্যাখ্যানে ) প্রপঞ্চয়িষ্যতে ।

অথ ( শ্রুতয়ঃ ) দেবাসুরোভয়জ্ঞানোপায়মাহঃ—

যৎ কুমারী মন্ত্রয়তে যথোষিদ যৎ পতিব্রতা ।

অগ্নিষ্টং যৎকিঞ্চ ক্রিয়তে । অগ্নিস্তদমুবেদতি ।

অয়মর্থঃ ।—কুণ্ডলিনীশক্তেরবহ্নাদ্রয়ং বিদ্যতে যদগ্নিন্ চক্রে কুমারী কুমারা-  
বহ্নামাপন্যা প্রথমং সুপ্তোখিতা মন্ত্রয়তে মন্ত্রস্বরং करोति—কুণ্ডলিতাঃ সর্বাশ্মকত্বাৎ ।  
সর্বৌ হি সুপ্তোখানে মন্ত্রস্বরং करोति, তদ্বদিত্যর্থঃ যদ্ যোষিৎ যস্মিন্ চক্রে কুল-  
যোষিৎ বিষুগ্রহিপর্য্যন্তং গহ্বা, রাতীতি শেষঃ ।

— কুলযোষিৎ কুলং তাক্ণা রাতি বিষ্ণোঃ প্রভেদনে ।

ইতি সনৎকুমারবচনাৎ । যৎ যস্মিন্ চক্রে পতিব্রতা পত্যা সদাশিবেন সার্কং  
সহস্রদলকমলে বিহরমাণা । রিষ্টং শুভাভাবং, “রিষ্টং ক্ষেমে শুভাভাবে” ইত্যভি-  
ধানাৎ, তদগ্নদরিষ্টং শুভং, অমৃতাস্বাদমিত্যর্থঃ, যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তৎ স্বাধিষ্ঠান-  
গতোহগ্নিঃ অনুবেদতি সহায়ং करोति । অতশ্চ অভ্যাসবশাৎ বায়ুনা অগ্নিং প্রজাল্য  
অগ্নিশিখামুবিদ্ধবিলীনচন্দ্রমণ্ডলগলং পীযুষধারামুভবে । পঞ্চবিংশতিতদ্ধাতীতা পরমে-  
শ্বরী ইতি জাতুং স্তম্বকমিত্যুপদেশঃ ।

চক্রবিজ্ঞোপাসনং বর্ণিনাম্ আশ্রমিণাং জ্ঞানিনামজ্ঞানিনাং চ ফলদায়ক-  
মিত্যভিসন্ধায়াহঃ ( শ্রুতয়ঃ )—অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসশ্চ । যজ্ঞানো য়েহপ্যযজ্ঞনঃ ।

স্বর্ঘস্তো নাপেক্ষস্তে ।

অয়মর্থঃ ।—অশ্রুতাসঃ অপকাঃ অক্ষপিতান্তঃকরণকন্মবা ইত্যর্থঃ । শ্রুতাসশ্চ  
পকাশ—“অজ্ঞসেরমুখ্” ইত্যমুগাগমঃ ক্ষপিতান্তঃকরণকন্মবা ইত্যর্থঃ । যজ্ঞানঃ  
যজ্ঞনশীলাঃ ত্রৈবর্ণিকাঃ আশ্রমিণশ্চ । অযজ্ঞনঃ অযজ্ঞানঃ যাগরহিতাঃ শূদ্রাদয়ঃ ।  
“তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেহনবরূপঃ” \* ইতি শ্রুতিঃ ত্রৈবর্ণিকৈকনিয়তাধিকারযজ্ঞশব-  
বাচ্যামিষ্টোমাদিপরা । চক্রবিজ্ঞোপাসনে শূদ্রাণামপি অধিকারটোক্তানাং,  
নিষাদহুপতিবৎ বৈদিকে কর্মণ্যাধিকারসিদ্ধেঃ ন কাচিৎ ক্ষতিঃ । যন্তঃ, ইন্ গতো,  
চক্রবিজ্ঞামবগচ্ছন্তঃ স্বঃ স্বর্গং নাপেক্ষস্তে ।

চক্রবিজ্ঞোপাসনাব্যতিরেকেণ দেবতাস্তরোপাসনান্যামনিষ্টমাহঃ—

ইত্থমগ্নিং চ যে বিহুঃ সিকতা ইব সংযন্তি ।

রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ অশ্মাল্লোকাদমুয়াচ ।



অয়মর্থঃ।—সুস্মাস্থরমুখ্যবন্দিতচরণারবিন্দায়াঃ সর্বভূতান্তর্ধামিণ্যাঃ সর্ব-  
ব্যাপিতাঃ জগদ্বপ্তি-স্থিতিলয়হেতোশ্চক্রবিভায়া অন্তর্ভেদে ইন্দ্রমণিঃ, চকারাৎ  
যমাদিলোকপালান্ পৃথিব্যাদিসদাশিবাস্ততত্বানি চ উপাস্তেহেন যে বিদ্বঃ তে  
সিকতা ইব বালুককণা ইব সংযন্তি, পরস্পরং বিরলাঃ ঞ্জী ভবেয়ুরিত্যর্থঃ।  
কিঞ্চ রশ্মিভিঃ যমপাশৈঃ, উত্তরপ্রবন্ধে “অপেত-বীত” ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতৈঃ,  
সমুদীরিতাঃ সংযতা বদ্ধা ভবেয়ুঃ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অশ্মাল্লোকাৎ অমুশ্মাল্লোকাক্ষ ঞ্জী  
ভবেয়ুরিতি শেষঃ। অতএব শ্রুতান্তরম্—অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিভ্যামুপাসতে। \*

অয়মর্থঃ।—অবিভাং বিভাবিরুদ্ধাঃ জ্ঞানমার্গবিরুদ্ধাম্ ইন্দ্রাদিসেবাং “বাচং  
ধেমুপাসিত”† ইত্যেবমধ্যারোপিতসেবাং চ যে কুর্যতে তে অবিভাংসঃ অন্ধঃ তমঃ  
প্রবিশন্তি অন্ধতামিশ্রং প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। চকারঃ প্রকরণসমাপ্তিদ্যোতকঃ।

‘ঋষিভিরদাং পূন্নিভিঃ।’ পূন্নিভ্যামিভিঃ ঋষিভিঃ এতৎসর্বমদাং, অদায়ি। কশ্মপি  
লুঙ্ ; ছান্দসঃ কশ্মপি প্রত্যয়লোপঃ, কর্তৃপ্রত্যয়ব্যত্যয়শ্চ। ঋষিভিঃ পূন্নিভিরেব-  
মুক্তমিত্যর্থঃ। যথা পূন্নিভিঃ সহিত ঋষিসম্ব্যবসায়দাং, বাচমিতি শেষঃ, উক্ত-  
বানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—চক্রবিভা কোলমতে এবং  
সময়াচারমতে এই স্থলে উপদিষ্ট। কোলমতে সংহারক্রমে এবং সময়াচারমতে  
সৃষ্টিক্রমে। সংহারক্রমে চক্রেলেখনরীতিতে,—প্রথমে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া নব-রেখা  
অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে পশ্চাৎসি-রেখাগুলির প্রান্তভাগ হইতে ত্রিকোণ  
উৎপন্ন করিবে ইত্যাদি ক্রম। সৃষ্টিক্রমের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত  
করিয়া মধ্যে বিন্দু, বিন্দুর উপরে ত্রিকোণ ভেদ করিয়া অপর ত্রিকোণ এইরূপ  
ক্রমে চলিবে। ত্রীকণ্ঠ শব্দে উর্দ্ধমুখী ত্রিকোণ-রেখা এবং শিববৃতিশব্দে  
অধোমুখী ত্রিকোণ-রেখা। গৃহ ( বিন্দুস্থল ) ও কোণ—এতদ্বয়ের সমষ্টি সংখ্যা—  
চতুশ্চছারিংশ (৪৪) ; ত্রীচক্রের ( ত্রীবিভায়ায়ত্নের ) চিত্রদর্শন কর্তব্য। স্বধিষ্ঠানচক্র  
জগ্নিস্থান এবং মণিপূরচক্র জলস্থান, ইহা লক্ষ্মীধরের ব্যাখ্যায় আছে। তদ্ব্যতীত  
৯১০।১১ শ্লোকের মৰ্ম্ম অত্রস্থ অনুবাদ সাহায্যে জ্ঞাতব্য ; চক্রবিভার প্রমাণ শ্রুতি-  
সমূহ পঙ্কত লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার দ্রষ্টব্য। ৯১০।১১।

অদ্যতানন্দকৃত-টীকা।—অথ বাহুপূজার্থে ত্রীমত্যা যন্ত্রমাহ—  
চতুরিতি। হেমাটৈভ্যশ্চতুর্ভিঃ ত্রীকণ্ঠৈঃ উর্দ্ধমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিববৃতিভিরধোমুখীভিঃ  
ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রভিন্নাভিনবভিন্নকর্ম্মধামধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শঙ্কোর্বিন্দু-

রূপশ্চ মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিম্পন্নাঃ । তে কতি-  
 সংখ্যাঃ ইত্যাহ—ত্রয়শ্চছারিংশদিতি সংখ্যাঃ । ন হি কেবলং কোণমাত্রৈণ  
 চক্র-নিম্পত্তিৰ্ভবতীত্যাহ—বসুদল(অষ্টদল)-কলাজ(ষোড়শদলাজ)-ত্রিবলম্(ত্রিবৃত্তে)-  
 ভূপূরৈঃ ত্রিভিঃ সার্কং নিম্পন্নাদিত্যয়ঃ । এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোহষ্ট-  
 কোণং ততো দশকোণদ্বয়ং তত্চতুর্দশকোণম্ । তত্র প্রথমত্রিকোণশ্চ অষ্টকোণে  
 কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চছারিংশংকোণাঃ । ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্ত-  
 ষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপূরত্রয়মিতি ত্রীচক্রম্ । ততোহস্তত্রাপি স্তোত্রোপ-  
 দেশেন যদ্বোদ্ধারঃ ।—শ্রীমত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহ-দিকোণযুগ্মপরচতুর্দশকোণ-  
 যুক্তম্ । বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্দ্বয়মিতি প্রণমামি চক্রম্ ॥ অত্র  
 বিন্দুশব্দাভাবেষ্টপি শব্দশব্দাদেব বিন্দুলভ্যাতে । উর্দ্ধমুখশ্চ বহ্যাস্থকতয়া শব্দো-  
 ত্তদাস্থকত্বাৎ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞা । অধোমুখশ্চ শব্দাস্থকত্বাৎ সুবতিসংজ্ঞা ।  
 তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ,—পঞ্চশক্তিচতুর্বাহিসংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ । নির্মাণস্ত  
 গুরুমুখাৎ । অত্রাপ্যরূণাবীজমুদ্বরন্তি । কলাজশব্দাজ্জকারঃ । শব্দোঃ শব্দাৎ  
 শকারঃ । রেখা-শব্দাৎ রেফঃ । প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ । সার্কং শব্দাবিন্দুঃ এতেন  
 জজ্ঞীং ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! চারিটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ  
 ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি (তাহার বহির্ভাগে ক্রমে) অষ্টদল পদ্ম,  
 ষোড়শদল পদ্ম ত্রিবৃত্ত ভূপূরত্রয় রেখা সহ,—তোমার ভবনের (ত্রীচক্রের)  
 ত্রয়শ্চছারিংশং (৩৩) কোণে \* পরিণত হইয়া থাকে । অর্থাৎ বহির্ভাগে বৃত্ত  
 অষ্টদল, তাহার বহির্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্দেশে তিনটি  
 বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অঙ্কিত করিলে ত্রীচক্র নিম্পন্ন  
 হয় + ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—টীকাকার এ স্থলে অরূণাবীজ উদ্ধৃত করিয়াছেন ।  
 কলাজ শব্দে জকার, শব্দোঃ শব্দে শকার, রেখা শব্দে রেফ, প্রকৃতি  
 শব্দে ঙ্কার ও সার্কং শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা জজ্ঞীং এই বীজ উদ্ধৃত  
 হইল ॥ ১১ ॥

\* অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টকোণ, অনন্তর দশকোণদ্বয় এবং তৎপর  
 চতুর্দশকোণ অঙ্কিত করিলে ত্রিচছারিংশং কোণ হইবে ।

+ ১১ শ্লোকে ‘ত্রয়শ্চছা’ স্থলে ‘চতুশ্চছা’ ‘কলাজ’ স্থলে ‘কলাজ’ ‘ভবন’ স্থলে  
 ‘শরণ’ পাঠ—লক্ষ্মীধরের উল্লিখিত ।



**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যা ধ্যানফলমাহ স্বদীয়মিতি । হে তুহিনগিরিকণ্ঠে ! হিমালয়কণ্ঠে ! স্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিক্ষিপ্ৰভৃতয়ঃ কবীজ্ঞাঃ কথমপি কল্পন্তে । তব সৌন্দর্য্যস্ত উপমারহিতত্বাৎ । তথা হি ব্রহ্মাদয়ো বদ্বর্ণনে অশক্তাঃ, তত্রাস্মাকং কুতোহধিকারঃ ইতি ভাবঃ । যৎ সৌন্দ. ঔৎসুক্যাৎ নিত্যানুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধ্যায়া অমরললনা দেবজিয়ঃ তপোহি হুত্ৰাপামপি গিরিশসায়ুজ্যপদবীং যাস্তি । শ্রীমত্যা ধ্যানমাশ্রয়ে সায়ুজ্যমুক্তি-উর্বতীতি ভাবঃ । পশুনাং হুত্ৰাপামিতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র তন্ত্রাচাররহিতানা-মিত্যর্থঃ । যাস্তি সহসেতি কুত্ৰাপি পাঠঃ । তত্র সায়ুজ্যেন সম্বন্ধঃ । যদালোক্য শিব-সায়ুজ্যপদবীং সহসা যাস্তি । তত্র বীজমপ্যুক্তরস্তি । তুহিনশব্দাৎ হকারঃ সৌন্দর্য্য-শব্দাৎ সকার-যকারো । বিরিক্ষিশব্দেন প্রজ্ঞেশো লক্ষ্যতে । তেন উকারঃ । বটশ্বর-স্তথোকারঃ, প্রজ্ঞেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ । স্বদীয়ং-শব্দাবিন্দুঃ । এতেন হসম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—হে হিমালয়কণ্ঠে ! বিরিক্ষি প্রভৃতি কবিশ্ৰেষ্ঠগণ অতিকণ্ঠে তোমার সৌন্দর্য্য তুলনা করিতে সমর্থ হয়েন । অমরললনাগণ তোমার ঔৎসুক্যবশতঃ তোমার সৌন্দর্য্য মনে মনে দর্শন করিয়া কুচ্ছনায্য তপস্তা দ্বারাও হুত্ৰাপ্য শিব-সায়ুজ্য পাইতে অভিলাষী হইয়া থাকেন । অর্থাৎ ‘জানি, শিবসায়ুজ্য, তপস্তা দ্বারাও হুত্ৰভ, কিন্তু কোন উপায়ে যদি শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হই ত’, আমরা সর্বদাই দেবীর রূপ দর্শন করিতে পারি,’—স্বরসুন্দরীগণও এইরূপ মনে করেন ।—সুন্দরীদিগের স্বভাব এই যে, অপরের সৌন্দর্য্যে ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে,—কিন্তু দেবীর সৌন্দর্য্য এত অধিক যে, তাহা দেখিবার জন্তই স্বরসুন্দরীগণ লালসিত, ঈর্ষ্যা করিবে কি ? ॥ ১২ ॥

**তাৎপর্য্য।**—টীকাকার এই স্থলে মন্তোদ্ধার করিতেছেন—তুহিন শব্দে হকার, সৌন্দর্য্য শব্দে সকার ও যকার । বিরিক্ষি শব্দে উকার এবং স্বদীয়ং-শব্দে বিন্দু । ইহা দ্বারা হসম্ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ১২ ॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্শস্ব জড়ং,

তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ ।

গলদবেগীবন্ধাঃ কুচকলশবিস্রস্তশি(সি)চয়া,

হঠাৎ ক্রট্যৎকাঙ্ক্ষ্যা বিগলিতদ্রুকূলা যুবতয়ঃ ॥ ১৩ ॥

**লক্ষ্মীশঙ্কর-টীকা।**—নরং মনুষ্যমাত্রং, বর্ষীয়াংসং অতিবৃদ্ধং, নয়নবিরসং নয়নাভ্যাং বিরসং কাচকামলপটলাদিনেত্রদোষযুক্তম্, নর্শস্ব জড়ং নর্শস্ব রতিকলাস্ব জড়ম্ অতিমূঢ়ম্, তব ভবত্যাঃ অপাঙ্গালোকে কটাক্ষবীক্ষণে পতিতং,

কটাক্ষকগোচরমিত্যর্থঃ, অনুধাবন্তি অনুধাবমানাঃ শতশঃ শতসংখ্যাকাঃ—শত-  
শব্দঃ সংখ্যাতীতোপলক্ষকঃ, ভূত্বংস্বলোকস্থিতাঃ সৰ্ব্বা ইত্যর্থঃ । গলদ্বৈবীবন্ধাঃ,  
গলন্তো বৈবীবন্ধা যাসাং তাঃ, কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ কুচকলশাভ্যাং বিস্তস্তাঃ  
শিখিলাঃ সিচয়াঃ চেলাঞ্চলা যাসাং তাঃ হঠাৎপ্রুট্যংকাধ্যাঃ হঠাৎ শীঘ্রং ক্রট্যন্ত্যঃ  
গলন্ত্যঃ কাঞ্চ্যো রশনাকলাপাঃ যাসাং তাঃ, বিগলিতহুক্লাঃ স্তন্তনীবীবন্ধাঃ,  
স্ববতয়ঃ তরুণাঃ ।

অত্রৈখং পদযোজন।—হে ভগবতি ! বর্ষায়াংসং নয়নবিরসং নর্দনং জড়ং  
তবাপাঙ্গালোকে পতিতং নরং শতশঃ স্ববতয়ঃ গলদ্বৈবীবন্ধাঃ কুচকলশবিস্তস্তসিচয়াঃ  
হঠাৎপ্রুট্যংকাধ্যাঃ বিগলিতহুক্লাঃ সত্যঃ—তাদৃশং নরং মদনমিতি মম্বেতি শেষঃ—  
অনুধাবন্তি ।

এতাদৃশান্ মাদনপ্রয়োগান্ “মুখং বিন্দুং কৃৎস্না” \* ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১৩ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।**—নিম্নলিখিত অনুবাদে  
তুল্য । যে সাধনবিশেষের কথা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—তাহা মুখং বিন্দু  
কৃৎস্না ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে ।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যা অনুকম্পাকলমাহ নরং বর্ষায়াং-  
সমিত্যাदि । হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশো  
স্ববতয়োহনুধাবন্তি ত্বরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ । কিন্তুতম্ ? বর্ষায়াংসং বৃদ্ধম্ । নয়ন-  
বিরসং চক্ষুঃসভারহিতম্ । নর্দনং জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম্ । স্ববতয়ঃ কিন্তুতাঃ ?  
গলদ্বৈবীবন্ধাঃ পতংকেশবন্ধাঃ । কুচকলশাং বিস্তস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বস্ত্রখণ্ডো  
যাসাম্ । হঠাৎ তৎক্ষণাৎ ক্রট্যৎ পতংপ্রায়াঃ কাঞ্চ্যো রশনা যাসাম্ । বিগলিতং  
হুক্লাং কোষেরং যাসাম্ । এতেন শ্রীমত্যাঃ কৃপাবলোকনমাত্রেন সৰ্ব্বকৰ্ম্মাক্রমোহপি  
সত্তিস্বহাপুরুষত্বেনানুস্মীয়তে ইতি চ স্থচিতম্ ॥ ১৩ ॥

• **অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমি যাহাকে কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে  
ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, কৰ্ম্মাক্রম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসন্তোগে অশক্ত হয়, তথাপি  
স্ববতী রমণীগণ (মন্থবশবর্ত্তিনী হইয়া) তাহার প্রতি ধাবমানা হইয়া থাকে ।  
তৎকালে রমণীদিগের কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তন-  
মণ্ডল হইতে বসন স্থলিত হয়, কটিভূষণ মেথলা পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং  
পরিধেয় কোষের বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে,  
হুতাশে দ্বাষষ্টিচতুরধিকপঞ্চাশদনিলে ।  
দিবি দ্বিঃষট্‌ত্রিংশম্ননসি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে,  
ময়ুখাস্তেষামপ্যুপরি তব পাদান্বজযুগম্ ॥ ১৪ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা।**—ক্ষিতৌ পৃথিবীতত্ত্বযুক্তে মূলাধারে ষট্‌পঞ্চাশৎ

ষট্‌তুরপঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ, দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ দ্বাভ্যাং সমধিকা পঞ্চাশৎ উদকে  
উদকতত্ত্বযুক্তে মৃগীপূরস্থানে, হুতাশে বহ্নিতত্ত্বযুক্তে স্বাধিষ্ঠানচক্রে দ্বাষষ্টিঃ ষো চ  
ষষ্টিচ দ্বাষষ্টিঃ । “বিভাষা চক্ষারিংশংপ্রভৃতৌ সর্কেষাম্” ইতি সূত্রেণ দ্বিশব্দাদি-  
কারক-স্রাকারঃ । চতুরধিকপঞ্চাশৎ চতুঃসংখ্যায় অধিকা পঞ্চাশৎ অনিলে  
বায়ুতত্ত্বযুক্তে অনাহতচক্রে, দিবি আকাশতত্ত্বযুক্তে বিমুক্তিচক্রে দ্বিঃষট্‌ত্রিংশং  
দ্বিষাষ্ঠচষট্‌ত্রিংশংসংখ্যাকাঃ দ্বিসপ্ততিসংখ্যাকা ইত্যর্থঃ, মনসি মনস্তত্ত্বযুক্তে আজ্ঞা-  
চক্রে চতুঃষষ্টিঃ । ইতি এবম্প্রকারেণ যে প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রেষু আগমেষু, স্বসংবেত্ত-  
ত্বেন চ যোগিনাং প্রসিদ্ধাঃ ময়ুখাঃ সন্তি তেবাং ময়ুখানাং অপূপরি সহস্রদল-  
মধ্যাবর্ত্তিচক্রেবিদ্বাঅকে বৈন্দবাপরনামকে সূধাসন্ধৌ তব ভগবত্যাঃ পাদান্বজযুগং  
বর্ত্ততে বিদ্বতে । এবং সময়সম্প্রদায়ঃ ইতি শেষঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! যে ময়ুখাঃ ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ, উদকে  
দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, হুতাশে দ্বাষষ্টিঃ, অনিলে চতুরধিকপঞ্চাশৎ, দিবি দ্বিঃষট্‌-  
ত্রিংশং, মনসি চতুঃষষ্টিঃ, ইতি তেষামুপরি তব পাদান্বজযুগং বর্ত্ততে  
ইতি শেষঃ ।

অত্র ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যাশব্দানাং সংখ্যায়পরত্বাৎ সংখ্যায়ানাং ময়ুখানাং  
বহুত্বেহপি একবচনাস্তত্ত্বমেব । যথা—

বিংশত্যাষ্টাঃ সর্দৈকত্বে সর্কাঃ সংখ্যায়সংখ্যায়োঃ ।

সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বে স্তব্ধাঃ ..... ॥

ন তু সংখ্যায়ৈ ইতি নিয়মাৎ । সংখ্যায়ানাং ময়ুখানাং নিয়মাপ্রসক্তেঃ বহু-  
বচনত্বং সিদ্ধম্ । অত্রেদং তত্ত্বম্—ষট্‌পঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যানাং সংখ্যায়বিশেষণত্বেহপি  
ন শুক্লাদিগুণতোল্যাং, যথাহ পদমঞ্জরীকারঃ—“বিংশত্যাদয়ো গুণাঃ ন শুক্লাদিভিঃ  
গুণৈঃ সমানধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি । বিংশত্যাদয়ো হি তাবৎ পৃথক্ত্বযোগিষু  
দ্রব্যেষু যুগপৎ বর্ত্তন্ত ইতি ব্যাসজ্যবৃন্তয়ঃ, শুক্লাদয়স্ত প্রত্যেকপর্ধ্যবসারিনঃ” ইতি ।  
অত্রেদমতিরহস্তম্—সংখ্যায়পরপাণং সংখ্যাশব্দানাং বহুবচনে ষট্‌পঞ্চাশতো ময়ুখা

ইতি প্রাপ্তৌ ষট্‌ত্রিংশদ্ব্তরশতান্তরত্রিসহস্রসংখ্যাকাঃ ভবেয়ুঃ। অতো ন  
বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরিতি নিয়মফলমিতি।

অত্রেদমতুসংক্ষেপম্—মূলধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রাঙ্কং ত্রীচক্রং  
ত্রিখণ্ডং সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্। মূলধারস্বাধিষ্ঠানচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্।  
মণিপূরানাহতচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। বিশুদ্ধ্যাজ্ঞাচক্রদ্বয়মেকং খণ্ডম্। অত্র  
প্রথমখণ্ডোপরি অগ্নিস্থানম্। তদেব রুদ্রগ্রাঙ্খারতু্যচ্যতে। দ্বিতীয়খণ্ডোপরি  
সূর্য্যস্থানম্। তদেব বিষ্ণুগ্রাঙ্খিরিতু্যচ্যতে। তৃতীয়খণ্ডোপরি চন্দ্রস্থানম্। তদেব  
ব্রহ্মগ্রাঙ্খিরিতু্যচ্যতে। “সোমসূর্য্যানলাঙ্কম্” ইতি অবরোহণকমণোবগন্তব্যম্।  
তত্র প্রথমখণ্ডোপরি স্থিতো বহ্নিঃ স্বজালাদিভিঃ প্রথমখণ্ডমাবৃণোতি। দ্বিতীয়-  
খণ্ডোপরি স্থিতঃ সূর্য্যঃ স্বকীরৈঃ কিরণৈঃ দ্বিতীয়খণ্ডমাবৃণোতি। তৃতীয়খণ্ডোপরি  
স্থিতঃ চন্দ্রঃ স্বকলাভিঃ তৃতীয়খণ্ডমাবৃণোতি। মূলধারচক্রে মহীতত্ত্বাঙ্কে বহ্নেঃ  
ষট্‌পঞ্চাশজ্জালাঃ, মণিপূরকে উদকতত্ত্বাঙ্কে স্রোপরিস্থিতে দ্বিপঞ্চাশজ্জালাঃ।  
এবমষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ জালাঃ। সূর্য্যস্ত অগ্নিতত্ত্বাঙ্কে স্বাধিষ্ঠানে দ্ব্যষ্টিকিরণাঃ,  
অনিলতত্ত্বাঙ্কে অনাহতচক্রে চতুঃপঞ্চাশংকিরণাঃ। সূর্য্যকিরণানাম্ মণিপূরং  
বিহার স্বাধিষ্ঠানপ্রবেশঃ সূর্য্যাগ্ন্যোরেকত্বাৎ, সূর্য্যাস্তত্ত্বাবাদগ্নেশ্চ। স্বাধিষ্ঠানমণি-  
পূরয়োস্ত সূর্য্যাগ্নিস্থানয়োঃ মধ্যো অগ্নিস্থানে সূর্য্যপ্রবেশঃ সূর্য্যস্থানে অগ্নিপ্রবেশঃ  
জগদ্ধন্যাগ্নিশামকঃ \* সংবর্ত্তমেঘাঙ্কসূর্য্যকিরণজনিতবর্ষোৎপত্ত্যর্থম্। এতত্ত্ব  
“তট্‌বৃত্তং শক্ত্যা” † ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপাদয়িষ্যামঃ।  
এবং সূর্য্যস্ত ষোড়শোত্তরশতং কিরণা ভবন্তি। চন্দ্রস্ত কলাঃ বিয়ত্তত্ত্বাঙ্কে  
বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিসপ্ততিঃ মনস্তত্ত্বাঙ্কে আজ্ঞাচক্রে চতুঃষষ্টিঃ। এবং চন্দ্রস্ত ষট্‌ত্রিংশ-  
দ্বত্তরশতং কলাঃ ভবন্তি। যথোক্তং ভৈরবযামলে ভৈরবাষ্টকপ্রস্তাবে :—

অষ্টোত্তরশতং বহ্নেঃ ষোড়শোত্তরকং রবেঃ।

ষট্‌ত্রিংশদ্বত্তরশতং চন্দ্রস্ত চ বিনির্গয়ঃ ॥

ইতি। এবং সোমসূর্য্যানলাঃ পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডে আবৃত্তা বর্ত্তন্তে। পিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডরোরৈকত্বাৎ পিণ্ডাণ্ডাবৃত্তিরেব ব্রহ্মাণ্ডাবৃত্তিরিতি রহস্তম্। এবং পিণ্ডাণ্ড-  
মতীত্য ‡ বর্ত্ততে সহস্রকমলম্। তচ্চ জ্যোৎস্নাময়ো লোকঃ। তত্রত্যশ্চন্দ্রমা  
নিদ্রাকলঃ। এতচ্চ “তবাজ্ঞাচক্রম্” § ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণ-  
তরমুপাদয়িষ্যামঃ। “আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতশ্চন্দ্রঃ” ইতি বহুক্তং তত্ত্ব চন্দ্রকলা-

\* “নামক” ইত্যপি পাঠঃ।

† ৩৮ শ্লোকঃ।

‡ “নাবৃত্তা” ইত্যপি পাঠঃ।

§ ৪১ শ্লোকঃ।

বহানমাত্রম্, ন তু চক্ষুশ্ব স্থানমিতি । যদ্বক্তং সুভগোদয়ে—যোড়শকলানাং যোড়শনিত্যাশ্রয়ত্বাৎ, তাসাং প্রতিপদাদিশূন্যপক্ষকৃৎপক্ষতিথ্যাশ্রয়তয়া বুদ্ধিক্ষয়-সম্ভাব্যং, চক্ষুশ্বাপি সহস্রকমলগতশ্চ বুদ্ধিক্ষয়ৌ ভবত এবেতি, তত্ত্ব চক্ষুসঃ বুদ্ধিক্ষয়ৌ ন ভবতঃ, কিন্তু যোড়শনিত্যাশ্রয়ত্বাৎ যোড়শচক্ষুসকলাঃ \* প্রতিপদাদি-পৌর্ণমাশ্রয়তিথিপ্রবর্তিকাঃ, তথৈব কৃৎপ্রতিপদমায়ভ্য অমাবস্তান্ততিথি-প্রবর্তিকাঃ স্বাশ্রয়তিরোধানতিরোধানাভ্যামিতি মন্ত্রবিদ্রহশ্চম্ ।

ইদমত্রাহুসঙ্কেয়ম্—ঐতিহাসিকঃ চক্ষুসকলাবিভাগপরনামধেয়াঃ পঞ্চদশতিথিরূপত্বাৎ ষষ্ঠ্যন্তরত্রিশতং মনুখাঃ দিবসাস্রক্যাঃ, তেন সংবৎসরৌ লক্ষ্যতে । তস্মৈ শালশক্ত্যা-শ্রয়ত্বাৎ সংবৎসরশ্চ প্রজাপতিরূপত্বাৎ, প্রজাপতেঃ জগৎকর্তৃত্বাৎ, মরীচীনাং জগদ্ব্যপ্তিস্থিতিলয়করত্বম্ । তে চ মরীচয়ঃ অগ্নিন্ ব্রহ্মাণ্ডে পিণ্ডাণ্ডে চ ষষ্ঠ্যন্তর-ত্রিশতসংখ্যাকাঃ । এবং অনন্তকোটপিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডেষু । এবমেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডং প্রতিপিণ্ডাণ্ডং ষষ্ঠ্যন্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ মনুখাঃ । অতশ্চানন্তমনুখাঃ । তে চ মনুখাঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিসম্পৃক্তাঃ ভগবতীপাদারবিন্দজন্মানঃ তান্ তান্ লোকান্ প্রকাশয়ন্তি । অয়ং চ “লোকশ্চ দ্বারমর্চিমংপবিত্রম্” † ইতি শ্রুত্যা মনুখানাং ভগবতীপাদারবিন্দসম্ভব উক্তঃ । তথৈব চ “মরীচয়ঃ স্বারভূবাঃ” ‡ ইতি শ্রুত্যা তেষাং মরীচীনাং সৃষ্টিস্থিতিলয়করত্বমুক্তম্ । এতদ্বক্তং ভবতি—সূর্য্যচন্দ্রাভ্যয়ঃ ভগবতীপাদারবিন্দোভূতানন্তকোটিকিরণমধ্যে কতিপয়ান্ কিরণানাহৃত্য ভগবতী-প্রসাদসমাসাদিতজগৎপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ জগন্তি প্রকাশয়ন্তীতি । অতশ্চ সর্ব-লোকাতিক্রান্তং চক্ষুসকলাচক্ষুং বৈন্দবস্থানমিতি । তত্র বর্তমানং চরণাশুজম্ । অনেককোটব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডাণ্ডাবচ্ছিন্নমনুখানাং উপর্য্যেব বর্তমানত্বাৎ “তেষামপ্যুপরি তব পাদাশুজং বর্ততে” ইতি সিদ্ধান্তবাদঃ, ন হ্যারোপস্তুতিরিত্যাহুসঙ্কেয়ম্ । যথোক্তং ভৈরবযামলে চক্ষুজ্ঞানবিভাগ্যং গৌরীং প্রতি মহেশ্বরেণ :—

সাধু সাধু মহাভাগে পৃষ্টং ত্রৈলোক্যমুন্দরি ।

গুহাদগুহতমং জ্ঞানং ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥

কলাবিভা পরাশক্তে: § ঐতীকাকাররূপিণী ।

ভগ্নমধ্যে বৈন্দবস্থানং তত্রাস্তে পরমেশ্বরী ॥

সদাশিবেন সম্পৃক্তা সর্বতত্ত্বাতিগা সতী ।

চক্ষুঃ ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ ব্রহ্মাণ্ডাকারমীশ্বরী ॥

\* “চন্দ্রাঃ” ইত্যেব কচিৎপাঠঃ ।

† তৈ: ব্রা: ৩।১২।৩

‡ তৈ: আ: ১২।৭

§ শক্তি: ইতি বা পাঠঃ



পঞ্চভূতাত্মকং চৈব তস্মাত্রাত্মকমেব চ ।  
 ইন্দ্রিয়াত্মকমেবং চ মনস্তত্ত্বাত্মকং তথা ॥  
 মায়াদিতত্ত্বরূপং চ তত্ত্বাতীতং চ বৈন্দবম্ ।  
 বৈন্দবে জগদ্বৎপত্তিস্থিতিসংহারকারিণী ॥  
 সদাশিবেন সম্পৃক্তা তত্ত্বাতীতা মহেশ্বরী ।  
 জ্যোতীরূপা পরাকারা যন্তা দেহোক্তবাঃ শিবে ॥  
 কিরণাশ্চ সহস্রং চ দ্বিসহস্রং চ লক্ষকম্ ।  
 ৬ কোটিরবর্ষদমেতেষাং পরা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ “  
 তামেবানুপ্রবিষ্টেব ভাতি লোকং চরাচরম্ ।  
 যন্তা দেব্যা মহেশানি ভাসা সর্বং বিভাসতে ॥ ”  
 তদ্ভাসা রহিতং কিঞ্চিং ন চ যচ্চ প্রকাশতে ।  
 তস্মাশ্চ শিবশক্তেচ্চ চিত্রপায়াম্ভিতিং বিনা ॥  
 আক্ৰম্যাপত্ততে নুনং জগদেতচ্চরাচরম্ ।  
 তেষামনন্তকোটীনাং ময়ূখানাং মহেশ্বরী ॥  
 মধ্যে ষষ্ঠ্যন্তরং তেহমী ত্রিশতং কিরণাঃ শিবে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডং ব্যপ্ত্বানান্তে সোমস্বর্গ্যানলাগ্নানাং ॥  
 অগ্নেরষ্টোত্তরশতং বোড়শোত্তরকং রবেঃ ।  
 ষট্‌ত্রিশত্তরশতং চত্বস্ত্রি কিরণাঃ শিবে ॥  
 ব্রহ্মাণ্ডং ভাসয়ন্তস্তে পিণ্ডাণ্ডমপি শঙ্করি ।  
 দিবা স্বর্গ্যস্তথা রাত্রৌ সোমো বহ্নিচ্চ সন্ধ্যারোঃ ॥  
 প্রকাশয়ন্তঃ কালাংস্তে তস্মাৎ কালাত্মকাজয়ঃ ।  
 ষষ্ঠ্যন্তরং চ ত্রিশতং দিনাত্তেব চ হায়নম্ ॥  
 হায়নায়া মহাদেবঃ প্রজাপতিরিতি ঋতিঃ ।  
 প্রজাপতিলোককর্তা মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ॥  
 স্বজ্যোতীতে লোকপালান্ তে সর্বে লোকরক্ষকাঃ ।  
 সংহারশ্চ হরায়ন্ত উৎপত্তির্ভবনিশ্চিন্তা ॥  
 রক্ষা তু মৃৎসংলগ্না সৃষ্টিস্থিতিগ্নয়ে শিবঃ ।  
 নিযুক্তঃ পরমেশাত্মা জগদেবং প্রবর্ততে ॥

ইতি ।

“তামেবানুপ্রবিষ্ট” ইত্যাদিনা—“তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তন্ত ভাসা

সর্বমিদং বিভাতি” \* ইতি ঋত্যাখোহ্নুদিতঃ । অত্র বহু বক্তব্যমস্মি, তদ্ব্তরত্র  
সম্যগ্নিরূপায়িত্যামঃ ॥ ১৪ ॥

**জলময়ীশ্বর-টীকান্ন অর্থানুবাদ ।**—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর  
অনাহত এবং আজ্ঞা এই ষট্চক্র । এই ষট্চক্রের দুই দুই চক্র লইয়া এক এক  
খণ্ড । প্রথম খণ্ডের উপরিভাগে অগ্নিস্থান । দ্বিতীয় খণ্ডের উপরিভাগে সূর্য্যের  
স্থান । তৃতীয় খণ্ডের উপরিভাগে চন্দ্রস্থান । প্রথম খণ্ডস্থিত অগ্নির কিরণ-সংখ্যা  
অষ্টোত্তরশত । তাহার মধ্যে ক্ষিতি অর্থাৎ মূলাধারচক্রে ৫৬ এবং জল অর্থাৎ  
মণিপূরকে ৫২ আর হুতাশন অর্থাৎ বহ্নিস্থানের অন্তর্গত স্বাধিষ্ঠানচক্রে সূর্য্যের  
কিরণ ৫৪ । সূর্য্যাকিরণ মোট ১১৬ । আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধিচক্রে চন্দ্রকিরণ  
৭২ এবং আজ্ঞাচক্রে চন্দ্রকিরণ ৬৪ চন্দ্রকিরণ মোট—১৩৬ । হে ভগবতি, এই  
সমস্তের উপর তোমার চরণযুগল অবস্থিত । আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রদলপদ্মে  
তোমার স্থিতি । গূঢ় অর্থ এই যে ত্রিবিদ্যার নামান্তর চন্দ্রকলাবিজ্ঞা—৩৬০  
তিথিতে একবৎসর । এই ৩৬০ তিথিই হইল সর্বসমেত ৩৬০ কিরণস্বরূপ । ইহা  
সংবৎসর । প্রভাপতিমাথে কথিত । সেই সকল কিরণও আপনার পাদপদ্ম  
হইতে উদ্ভূত, অতএব সেই সকল কিরণের উপরে আপনার পাদপদ্ম বিরাজিত ।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অথাস্তম্যাত্মকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি । হে  
মাতঃ ! পৃথিব্যাदिষু ব্রহ্মাদিশক্তিষু ষষ্ট্যন্তরশতত্ৰয়সংখ্যা যে মন্থাঃ কিরণা  
বর্ণরূপিণঃ সন্তি তেষামুপরি তব পাদান্বজ্জযুগং হংস ইত্যক্ষরদ্বয়রূপং ভাতিত্যম্বয়ঃ ।  
তথাচ রুদ্রয়ামলে,—“পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জ্জলং নারায়ণস্ত চ । বহ্নী রুদ্রস্ত  
রুদ্রাণী বায়ুরীশস্ত চেশ্বরী । মহেশ্বরস্ত চাকাশং শক্তিস্মাহেশ্বরীতি চ” । এতৎ  
পঞ্চাঙ্গকং প্রোক্তং ষষ্ঠচক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥” কুত্র কতি মন্থা ইতাহ,—ক্ষিতৌ  
মূলাধারে ষট্-পঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্নাত্মকাঃ ঐ হ্রী ত্রী ঐঃ ক্লী সৌঃ । ইতি ষট্-  
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃথ্বীমন্থাঃ । উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎপঞ্চাশন্নাত্মকাঃ  
সৌঃ ত্রীঃ ইতি দ্বিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলমন্থাঃ । হুতাশে মণিপূরে দ্বাষষ্টিঃ, ককারাদি-  
বর্ণচতুর্ষ্টয়া চতুর্দশস্বরূপাং চতুরাবৃত্ত্যাং হ, স, ইত্যক্ষরদ্বয়াং ( অকারাদিবর্ণাচ্চতু-  
র্দশস্বরূপাং চতুরাবৃত্ত্যা হ স ইত্যক্ষরদ্বয়াং—পাঠান্তরম্ ) দ্বাষষ্টিবর্ণরূপা মন্থাঃ ।  
অনিলে অনাহতচক্রে পঞ্চাশন্নাত্মকাঃ ঐ র্ ন ব্ ইতি মিলিতাঃ চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা  
বায়ুকিরণাঃ । দিবি বিশুদ্ধচক্রে ষট্-ত্রিশদ্ বিশ্লিণিতা অকারাদিচতুর্দশস্বরূপ  
পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐ হ্রী ইতি দ্বিশ্লিণতিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ । মনসি আজ্ঞাচক্রে

অকারাদি-বোড়শস্বরস্ত চতুরাবৃত্তা চতুঃষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ । ইতোভিঃ প্রণবস্ত  
ষষ্ট্যন্তরশতত্রয়ৈকর্কণৈঃ সহ হ স ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্চক্রেষু বিভ্রাসেদিতি সাম্প্রদায়িক্যকঃ ।  
অথবা ষট্চক্রাণি বসন্তাদিষড়্ তবঃ । মন্থাঃ অহোরাত্রাণি । তেন ষট্চক্র-সমুদায়ে  
বৎসরপরিমিতঃ কালঃ । তব পাদাষুজং ব্রহ্মপদমব্রহ্মস্বরূপং নাদবিন্দ্বাশ্রয়কং  
তত্শপরি কালাগোচর ইত্যর্থঃ । ষট্পঞ্চাশদ্বিসাশ্রয়কো বসন্তঃ । দ্বিপঞ্চাশ-  
দ্বিসাশ্রয়কো গ্রীষ্মঃ । ইত্যাদিক্রমেণ তাস্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশ্চিৎ ।  
কেচিৎ পৃথিব্যানি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি । এবম্  
আপ্যানি ষড়্ বিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজস্যানি একবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণি-  
তানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, নভোভাগানীতি ষট্ ত্রিংশততত্ত্বানি  
শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি । এতেন ষষ্ট্যন্তরশতত্রয়াণি তত্ত্বানি তাত্ত্বেব  
মন্থাস্তেবামুপরি তব পাদাষুজং সর্বতত্ত্বাতীত-পরত্বেন ভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে জননি ! স্রুধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট্ পঞ্চাশৎ কিরণ  
আছে, স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপূরচক্রে  
তেজের যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ  
রহিয়াছে, বিম্বকচক্রে আকাশে যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে  
মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ বিস্তৃত, তত্শপরি হংস এই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার  
পাদপদ্ম শোভা পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

**তাত্পর্য্য ।**—স্রুধার নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং ঐ ঋী  
ঐ ঋী সৌঃ এই ষট্ পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি  
গায়ত্রী হইতে অভিন্ন । স্বাধিষ্ঠানচক্রে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ ও সৌঃ ঋী  
এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী হইতে  
অভিন্ন । মণিপূর-সংজ্ঞক চক্রে ককারাদি চারি বর্ণ ক, এ, ঙ্গ, ল, এবং চারি-  
গুণিত চতুর্দশ স্বর ও হ স অক্ষরদ্বয় এই বর্ণদ্বয় ( পাঠান্তরে অনুবাদ ।—অ আ ই ঙ্গ  
এই চারিবর্ণ চতুরাবৃত্ত অকারাদি চতুর্দশস্বর এবং ‘হ’ ‘স’ এই বর্ণদ্বয় ) সমুদায়ে  
এই দ্বাষষ্টি (৬?) তেজের কিরণ এবং এই কিরণ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন ।  
অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও ‘ং রং লং বং, এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই  
চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণশক্তি নারায়ণী হইতে  
অভিন্ন । বিম্বকচক্রে অকারাদি চতুর্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার  
সহিত ‘ঐ ঋী’ এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের  
কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন । আজ্ঞানামক

চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হয়, তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবার শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসংখ্যক (৩৬০) রশ্মিবৃন্দের উপর হংস এই অক্ষরদ্বয় রক্ষিয়াছে। কিংবা ষট্ চক্র—বসন্তাদি ছয় ঋতু, ময়ূখ অহোরাত্র। তিন শত বাইট অহো-রাত্র, ছয় ঋতুর ময়ূখ অর্থাৎ রশ্মি। সমুদায় চক্র এই এক বৎসর। তত্‌পরি অর্থাৎ এই কালচক্রের অতীত, তোমার নাদবিন্দুরূপ চরণযুগল পরব্রহ্মই স্বরূপ। কেহ বলেন, ষট্ পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা-ঋতু; চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎঋতু, দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম-ঋতু, চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-ঋতু হয়। তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত ঋতুগণনা এইরূপ বিভিন্ন ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায়ুক্ত দিন, তাহাই ময়ূখ বা রশ্মি। এই মিলিত রশ্মিতে অর্থাৎ তিন শত বাইট দিনে এক বৎসর।

আবার কেহ কেহ বলেন, পাথিব অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। জলীয় ষড়্ বিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ তত্ত্ব শিবশক্তি-ভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষটত্রিংশৎ তত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের দ্বাত্রিংশৎ তত্ত্ব ঐরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষষ্ঠাধিকশতত্ৰয় তত্ত্বস্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপর তোমার চরণযুগল অর্থাৎ তুমি সমুদায় তত্ত্বের অতীত ॥ ১৪ ॥

শরজ্যোৎস্নাশুভ্রাং \* শশিযুতজটাজুটমু(ম)কুটাং,

বর-ব্রাসব্রাণ-স্ফটিক গুণিকা-ণ† পুস্তককরাম্।

সকুম্ভজা ন ত্রাং § কথমিব সতাং সম্মদধতে,

মধু-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুরিম-ধুরীণা ভ(ঃফ)ণিতয়ঃ ॥১৫ ॥

সম্মদধরকৃত-টীকা।—সারস্বত প্রয়োগমাহ—শরজ্যোৎস্নাশুভ্রাং—শরদি শরৎকালে জ্যোৎস্না চন্দ্রিকা তত্ত্বজুৎস্না অতিশুভ্রাম্। শশিযুতজটাজুটমু(ম)কুটাং শশিনা চন্দ্রেণ যুতো বৃক্শঃ জটাজুটো মকুটো যন্তান্তাং চন্দ্রকলাবতঃসামিতার্থঃ।

\* 'শুভ্রাং' ল-পাঠঃ।

\* 'স্ফটিকা' ইতি ল। বৃটিকা ইতি চ কণ্ঠঃ। 'গুণিকা' ইতাপি পাঠঃ।

† 'বা' ইতি ল।

বরত্রাসত্রাণ-ফটিকঘটিকা-পুস্তককরাম্—বরঃ ইষ্টদানমুদ্রা, ত্রাসত্রাণং অভয়-  
দানমুদ্রা, ফটিকঘটিকা ফটিকপানপাত্রম্। ফটিকাক্ষমালেনি কেচিৎ,—তৎপক্ষে  
ফটিকগুলিকেতি পাঠঃ। পুস্তকং বিদ্যামুদ্রা, পুস্তকং বা! এতৈষুক্তকরাম্।  
শাকপার্বিবাতিদ্বাং মধ্যমপদলোপঃ। ন তু ফটিকঘটিকা-পুস্তকানি করেষু বস্তাঃ  
ইতি সপ্তমীবহুব্রীহিঃ। “প্রহরণাদিত্য উপসংখ্যানম্” ইতি তন্ত্ৰ প্রহরণাদিত্য  
এবেতি নিয়তদ্বাং। সন্ধুৎ একবারম্। নকারো নিবেদ্যার্থঃ। ত্বা ত্বামিত্যর্থঃ।  
নত্বা নমস্কারং কৃত্বা। কথং কথঞ্চিৎ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। সত্যং কবীশ্বরগণাম্।  
সংনিদধতে সংনিধানং প্রাপ্নুবন্তি। মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণাঃ কণিতরঃ মধু-  
ক্ষৌদ্রঃ, ক্ষীরঃ পয়ঃ, দ্রাক্ষা মৃদীকা, এতেবাং মধুরিমা মাধুর্য্যং, তত্র ধুরীণাঃ ধুরং  
বহন্তীতি ধুরীণাঃ অগ্রেসরাঃ তদ্বন্মধুরা ইত্যর্থঃ। কণিতরঃ বাগ্ধৈখ্যার্থঃ।

অত্রোক্তং পদযোজনা—হে ভগবতি! শরজ্যোৎস্নাগুহাং শশিযুতজটাজুটমকুটং  
বর-ত্রাসত্রাণ-ফটিক-ঘটিকা-পুস্তককরাম্ ত্বা সন্ধুদ্বা সত্যং মধুকীরদ্রাক্ষামধুরিম-  
ধুরীণাঃ কণিতরঃ কথমিব ন সন্নিদধতে ॥

অয়মর্থঃ—অত্র ব্যতিরেকমুখেন সন্ধুদ্বমস্কারোহপি কবিশ্ববীজভূতসংস্কারোৎ-  
পাদকঃ। তদভাবে প্রকারান্তরেণ যেন কেনাপি তদ্বিজ্যোৎপত্তিনাস্তীতি হৃচিতম্ ॥ ১৫ ॥

লক্ষ্মীশ্বরচীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—(সারস্বত প্রয়োগ কথিত হই-  
তেছে) হে ভগবতি, শরচ্ছত্রিকার শ্যায় অতিশুভ্রবর্ণা চন্দ্রকলাবতংসা, বর, অভয়,  
ফটিকপানপাত্র, এবং পুস্তক-মুক্তহস্তা তোমাকে একবার নমস্কার না করিলে কবী-  
শ্বরগণেরও মধুকীর দ্রাক্ষাতুল্য মধুরতম বাণী কিরূপে সন্নিহিত হয়? অর্থাৎ ব্রহ্মাদি  
কবীশ্বরগণ তোমার ঐ রূপের নমস্কারফলেই কবিত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা না  
করিলে, কোনমতেই কবিত্বলাভ কাহারও হয় না ॥ ১৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-চীকা।—বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃ-জ্ঞান-ক্রিয়েচ্ছা-শক্তীনাং  
শ্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ প্রথমং বাগ্ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শর-  
দিত্তি। ৫ই মাতঃ! সন্ধুদপি ত্বাং ন নত্বা পণ্ডিতানাং ভণিতরঃ কবিরূপাঃ  
শব্দাঃ কথং সন্নিদধতে সন্নিধৌভবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সন্নিধী-  
ভবন্তীত্যর্থঃ। ভণিতরঃ কিঙ্কৃতাঃ? মধুকীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ ধুরীণা ভারযুক্তা  
নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিঙ্কৃতাম্? শরজ্যোৎস্নাগুহাং জ্যোৎ-  
স্নায় ব্যাপকত্বাং বিশ্বব্যাপককাস্তিমিতি ভাবঃ। শশিযুতো জটাসমূহো যুক্টো  
বস্তাঃ। বর-ত্রাসত্রাণ-ফটিক-গুলিকা-পুস্তককরাম্ বরাভয়মুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি  
করেষু বস্তাঃ। চতুর্ভূজামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—(হে বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী ! বা বাগ্ভবধিষ্ঠাত্রী জননি ! )  
তোমার কাস্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ত্রায় নির্মল ও দিগন্তব্যাপিনী, তোমার শিরো-  
দেশে চন্দ্রকলারূপ মুকুট ও সুরম্য জটাকলাপ শোভা পাইতেছে, তোমার হস্ত-  
চতুষ্ঠয়ে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুস্তক রহিয়াছে । মাত ! এই প্রকার মূর্তিবৃত্ত  
তোমাকে যাহারা একবারমাত্রও নমস্কার না করেন, মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার ত্রায়  
অপূৰ্ব্ব মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতারচনা তাঁহাদিগের নিকটে আসিবে  
কিরূপে ? অর্থাৎ বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রী তোমায় একবার নমস্কার করিলেও কবিত্ব-  
সম্পন্ন হওয়া যায় ॥ ১৫ ॥ \*

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিঃ,

ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্ ।

বিরিঞ্চিপ্রেয়শাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-

গভীরাতিৰ্বাগ্ভিৰ্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধররুচ-টীকা।**—কবীন্দ্রাণাং—কবীন্দ্রাণাম্ । চেতঃকমল-  
বনবালাতপরুচিঃ—চেতাংস্তেব কমলানি পদ্মানি, তেষাং বনঃ ষণ্ডং, তস্ত বালাতপ-  
রুচিঃ প্রোভাতিকারুণকাস্তিঃ, তাং, ভজন্তে সেবন্তে যে সন্তঃ সংপুরুষাঃ কতিচিৎ  
বিরলাঃ অরুণামেব অরুণাধ্যাম্ অরুণবর্ণাং চ ভবতীং ত্বাং বিরিঞ্চিপ্রেয়শাঃ বিরিঞ্চিঃ  
ব্রহ্মা, তস্ত প্রেয়শাঃ প্রিয়ায়াঃ সরস্বত্যাঃ তরুণতর-শৃঙ্গার-লহরী-গভীরাভিঃ তরুণতরে  
অতিযোবনে । যদ্বা—তরুণতরশাসৌ শৃঙ্গারশ্চ তস্ত লহরী উজ্জ্বলপ্রবাহঃ । যদ্বা—  
লহরীশব্দেন সমুদ্রস্ত চন্দ্রোদয়ে যাদৃশ উৎসেকঃ সং উচ্যতে । লহরীযুক্তগভীরাভিঃ  
অতিগভীরাভিরিত্যর্থঃ । বাগ্ভিঃ বাগ্ভিলাসৈঃ বিদধতি কুর্বন্তি সতাং সভাসদাং  
রঞ্জনং হৃদয়ানুরঞ্জনম্ । অমী সন্তঃ পরামুগ্রস্তে ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিঃ  
অরুণামেব ভবতীং কতিচিৎ যে সন্তঃ ভজন্তে, অমী সন্তঃ বিরিঞ্চিপ্রেয়শাঃ তরুণতর-  
শৃঙ্গারলহরীগভীরাভিঃ বাগ্ভিঃ সতাং রঞ্জনং বিদধতি ।

\* ঐ ক্লী\* সৌঃ এই বীজত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির  
ধ্যানফল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বলা হইল । ইহা টীকাকার  
অচ্যুতানন্দের মত । সিদ্ধান্ত এই যে, ত্রিপুরাসুন্দরীর ত্রিকূট মন্ত্র,—বাগ্ভবকূট, কামরাজ-  
কূট ও শক্তি-কূট । বাগ্ভবকূটাধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান এই স্থলে বলা হইল, ইহার পর  
শ্লোক দ্বারা যদ্বাক্ষে কামরাজকূট ও শক্তিকূটের অধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান কথিত হইবে ।

অর্থঃ—হৃদয়কমলে ভগবতীমরুণাং ধ্যায়ন্তঃ পুষ্পাবমাপন্ন্য সরস্বতীব শৃঙ্গার-  
রসপ্রধানৈঃ বাগ্‌বিলাসৈঃ সভারঞ্জনং কুর্ন্তুস্তি । ভগবত্যাঃ মাতৃকাঙ্কস্বাং সরস্বতী-  
রূপত্বেনৈব সারস্বতপ্রদম্ । অরুণবর্ণাধ্যানমহিয়া শৃঙ্গাররসপ্রাধাত্তেন বাগ্‌বিলাস  
প্রবৃন্তিরিতি । যথোক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে :—

অরুণাখ্যাং ভগবতীম্ অরুণাভাং বিচিস্তয়েৎ ।

পাশাকুশধরাং দেবীং ধনুর্ধ্বাং ধরাং শিবাম্ ॥

বরদাভয়হস্তাং চ পুষ্পকাঞ্চনগন্ধিতাম্ ।

অষ্টবাহুং ত্রিনয়নাং খেলন্তীমমৃতাস্থধৌ ॥

স করোত্থেব শৃঙ্গাররসাদানলম্পটান্ ।

সভাসদঃ সদা সর্বান্ সাধকেন্দ্রঃ সভাস্থলে ॥ ইতি ॥

অত্র পরম্পরিতরুপকমলকারঃ, বালাতপরুচিৎসারোপণশ্চ চেতসি কমলত্বা-  
রোপণশ্চ নিমিত্তত্বাং, “রূপকহেতুরূপকং পরম্পরিতং” ইতি লক্ষণাং ॥ ১৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকাকর-মহানুবাদ ।**—হে ভগবতি ! যে কয়টি সং-  
পুরুষ, কবীশ্বর-চিত্ত-কমলবনে প্রাভাতিকাতপারুণকান্তি ‘অরুণা’রূপা তোমাকে  
ভজনা করেন, তাঁহারা পুরুষরূপপ্রাপ্ত সরস্বতীর ত্রায় শৃঙ্গাররসপ্রধান কলা-  
বৈভবে সভারঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—কামাধিষ্ঠা-ইচ্ছাশক্ত্যা ধ্যানমাহ  
কবীতি । যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীঃ ভজন্তে ধ্যায়ন্তি । অমী বাগ্‌ভিঃ  
সভারঞ্জনং নিদধতি কুর্ন্তুস্তি । কিম্বৃতাম্ ? কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনেষু বাগ-  
স্ব্যাকিরণবৎ রুচির্বৃত্তাঃ তাম্ । বাগ্‌ভিঃ কিম্বৃত্তাভিঃ ? বিরিক্ষিগ্রন্থতাঃ সরস্বত্যা  
গন্তগন্তরূপায়াঃ অভিনবশৃঙ্গাররসবাহুল্যেন গভীর্য্যভিঃ সভাসদাঃ শৃঙ্গার-রসেন বধা  
সুখমুৎপত্ততে ন তথাস্তরসেনেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে কামরাজকূটাদিষ্ঠাত্রি বা কামবীজাদিষ্ঠাত্রি জননি ! )  
তুমি মহাকবিদিগের চিত্তরূপ কমলবনে নবোদিত স্ব্যাকিরণরূপে বিজ্বলিতা  
রহিয়াছ । তোমার অরুণবর্ণ । যে সকল সাধু ব্যক্তি এইপ্রকার মূর্ত্তিধারিণী  
তোমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা গন্ত-গন্তময়ী সরস্বতীর অভিনব শৃঙ্গার-রস-  
তরঙ্গ-নিভম্বিনী গভীরার্থ রচনা দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতে  
সমর্থ হইবেন ॥ ১৬ ॥ \*

\* এই স্থলে ক্রীঃ এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্তিরূপা গৌরীর ধ্যান  
বিবৃত হইল ।

সবিত্রীভির্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-

র্বশিত্ৰাভাভিস্তাং সহ জননি সঞ্চিস্তয়তি যঃ ।

স কৰ্ত্তা.কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিস্তভগৈ-\*

র্বচোভির্বাগ্দেবী-বদন-কমলামোদ-মধুরৈঃ ॥ ১৭ ॥

**লক্ষীধররূপ-টীকা।**—সবিত্রীভিঃ জনয়িত্রীভিঃ বাচাং গিরাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চঙ্গকাস্তমণিশকলতুলাকাস্তিভিঃ । দলিতচঙ্গকাস্তমণেঃ অতিধাবল্যাং লোকসিদ্ধম্ । বশিত্ৰাভাভিঃ বশিনীপ্রমুখাভিঃ । তদুৎপত্তিসমুৎপাদানো বহুব্রীহিঃ—বশিনী আভা যাসাং তাঃ শক্তয়োহষ্টৌ বশিত্ৰাভাঃ । যোগিত্তো দ্বাদশ গন্ধাকর্ষিত্যাদয়শ্চতস্র ইতি বশিত্ৰাভাঃ । অত্র একস্ত আত্মশব্দস্ত লোপঃ বশিত্ৰাভাভা ইত্যর্থঃ । বশিত্তষ্টকং—বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কোলিনী । ( যোগিত্তাদীনাম নামানি বক্ষ্যন্তে ) এতাভিঃ স্বাং ভবতীং সহ নাকং জননি ! হে মাতঃ ! সংচিস্তয়তি যঃ, সঃ সাধকঃ কৰ্ত্তা রচয়িতা কাব্যানাং প্রবন্ধানাং ভবতি সমর্থঃ প্রভবতি মহতাং মহাশ্রনাং কালিদাসপ্রভৃতীনাং ভঙ্গিরুচিভিঃ ভঙ্গীনাং রেখাণাং রুচিভিঃ স্বাহুভিঃ বচোভিঃ বাখিলাসৈঃ বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বাগ্দেব্যাঃ ভারত্যাঃ বদনকমলে য আমোদঃ পরিমলঃ তেন মধুরৈঃ অব্যক্তৈঃ পুষ্টাবমাপন্নয়াঃ ভারত্যাঃ বাখিলাসাঃ ইমে ইত্যেবং ভ্রমজনকৈরিত্যর্থঃ ।

অত্রোৎপাদনোক্ত্যর্থঃ—হে জননি ! বাচাং সবিত্রীভিঃ শশিমণিশিলাভঙ্গ-  
রুচিভিঃ বশিত্ৰাভাভিঃ সহ স্বাং যঃ সঞ্চিস্তয়তি, স মহতাং ভঙ্গিরুচিভিঃ বাগ্দেবীবদন-  
কমলামোদমধুরৈঃ বচোভিঃ কাব্যানাং কৰ্ত্তা ভবতি ।

অত্রোদমমুসংক্ষেপম্—“বশিত্ৰাভাভিঃ স্বাম্” ইত্যত্র স্বামিত্যেনেন ভগবত্যাঃ স্বরূপ-  
মুক্তম্ । ভগবত্যাঃ স্বরূপং তু পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকা মাতৃকৈব । এতন্তু “শিবঃ শক্তিঃ  
কামঃ” † ইত্যাদিদ্ব্যেকব্যাক্যার্থানাবসরে প্রপঞ্চয়িষ্যতে । সেয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণাঙ্কিকা ।  
মাতৃকা অষ্টবর্ণাঙ্কিকা ভবতি । তে চাষ্টবর্ণাঃ অকচটতপশ্বাদয়ঃ । অকারাদয়ঃ  
বোড়শ স্বর্যাঃ প্রথমো বর্ণঃ । কাদয়ঃ পঞ্চ দ্বিতীয়ঃ । চাদয়ঃ পঞ্চ তৃতীয়ঃ । টাদয়ঃ  
পঞ্চ চতুর্থঃ । তাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চমঃ । পাদয়ঃ পঞ্চ ষষ্ঠঃ । বাদয়শ্চত্বারঃ সপ্তমঃ ।  
শাদয়ঃ পঞ্চ অষ্টমঃ । এবং অষ্টবর্ণাঙ্কিকা ভগবতী মাতৃকা ত্রিপুরসুন্দরী  
অকচটতপশ্ববর্ণেষু যথাক্রমং বশিত্ৰাদিশক্তিভির্বাচিতা বিন্দুত্রিকোণাঙ্কশিব-

\* ‘ভঙ্গিরুচিভিঃ’ ইতি ল ।

† ৩২ শ্লোকঃ ।



চক্রচতুষ্টয়বস্তুকোণদশাষ্টদ্বিতয়চতুর্দশকোণাঙ্কেষু অষ্টম চক্রেষু যোজিতা ধাতা  
সতী কাব্যকর্ভুষসম্পাদিকা। বশিত্তাষ্টাভিরিতি আদিশব্দেন কামেশ্বরীপ্রভৃতীনাং  
সমস্তানাং সংগ্রহণং বিজ্ঞাদিদ্বাদশযোগিনীসংগ্রহণং গন্ধাকর্ষিণ্যাদিচতুষ্টয়সংগ্রহণং  
কৃতমিত্যুক্তং ভবতি। বশিত্তাষ্টকমুক্তম্। যোগিনীদ্বাদশকং তু ;—বিদ্যাযোগিনী,  
রোচিকাযোগিনী, মোচিকাযোগিনী, অমৃতযোগিনী, দীপিকাযোগিনী, জ্ঞান-  
যোগিনী, আপ্যায়নীযোগিনী, ব্যাপিনীযোগিনী, মেধাযোগিনী, ব্যোমরূপাযোগিনী,  
সিদ্ধিরূপাযোগিনী, লক্ষ্মীযোগিনী। এবং দ্বাদশযোগিনীভিঃ সার্ব্ধং বশিত্তাষ্টকং  
মিলিত্বা। বিংশতিকলাঃ ভবন্তি। তাঃ বিংশতিকলাঃ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্খ্যাঃ দশার-  
যুগ্মকোণেষু সঙ্কিস্তনীয়াঃ উক্তফলদাঃ। অয়ং চ ভূপ্রস্তারভেদঃ। ভূপ্রস্তারঃ  
“চতুঃষষ্ঠা তস্মৈঃ” \* ইত্যাদিম্লোকবাখ্যানাবসরে নিপুণতরং নিরূপয়িষ্যতে। গন্ধা-  
কর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, চ চতুর্দ্বারেষু যোজিতাঃ উক্তফলদাঃ।  
তথা চ শ্রুতিঃ :—

গন্ধদ্বারাং দুর্ধ্বাধাং নিত্যপুষ্ঠাং করীবিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ †

অন্তা অর্থঃ—গন্ধদ্বারাং গন্ধরসরূপস্পর্শাঃ গন্ধশব্দেন সংগৃহীতাঃ, তেন গন্ধা-  
কর্ষিণ্যাদয়ঃ অধিদেবতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি—গন্ধাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী,  
স্পর্শাকর্ষিণী চেতি। তাভিযুক্তানি চতুর্দ্বারানি যন্তাং সা গন্ধদ্বারা, তাং গন্ধদ্বারাম্।  
দুর্ধ্বাধাং দুস্ত্রধাং, মন্যভাগ্যানামিতি শেষঃ। নিত্যপুষ্ঠাং নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্।  
করীবিণীং গন্ধাভাকর্ষিণীমিত্যর্থঃ। যদ্বা—করিভিঃ গজৈঃ ঈবিণীং পরিবৃত্তাম্।  
ঈশ্বরীং অগ্নিদেবতাং সর্বভূতানাম্। তাং ইহ চক্রে উপহ্বয়ে শ্রিয়ং প্রীতিভ্যাম্।  
গন্ধদ্বারামিতি গন্ধাকর্ষিণীচতুষ্কং বশিত্তাষ্টকং যোগিনীদ্বাদশকং সংগৃহীতম্।  
তথা চ শব্দুবচনম্ :—

মাতৃকাং বশিনীযুক্তাং যোগিনীভিঃ সমম্বিতাম্।

গন্ধাভাকর্ষিণীযুক্তাং সংস্রব্রেত্রিপুর্নাস্বিকাম্ ॥

ইতি।

অত্রৈদমন্তসংক্ষেপঃ—বশিত্তাদয়ঃ শক্তয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাশ্চিকা ইত্যুক্তম্। তত্র  
বশিনীশক্তিঃ স্বরাশ্চিকা। স্বরাঃ ষোড়শ অকারাদয়ঃ। তেবাং স্বরূপং সনৎকুমার-  
সংহিতায়াং পঞ্চশতায়ুক্তং সংক্ষেপেণ কথ্যতে—অকারাশ্চিকা শক্তিঃ অষ্টভূজা  
পাশাঙ্কুশবরাভয়পুস্তকাক্ষমালাকমণ্ডলুবাধ্যামুদ্রাকরা। এবং আকারাভাশ্চিকাঃ  
শক্তয়ঃ শুভ্রবর্ণাঃ। ইয়াংস্ত বিশেষঃ—অকারাশ্চিকায়ঃ শক্তেঃ মণ্ডলঃ অশীতি-

লক্ষ্যবোজনায়তম্। আকারস্ত তদ্বিশৃণু। ইকারস্ত নবতিলক্ষবোজনায়তম্।  
ঐকারস্ত তদ্বিশৃণু। উকারস্ত কোটিবোজনপরিমিত-পরিণাহং মণ্ডলম্।  
ঊকারস্ত তদ্বিশৃণু। ঋকারস্ত পঞ্চাশতলক্ষবোজনপরিমিতং মণ্ডলম্। তদ্বিশৃণু  
ক্ষকারস্ত। তদ্বিশৃণু ৯কারঃ কারয়োরপি। এবং একারস্ত সার্বকোটপরিণাহং  
মণ্ডলম্। ঐকার-ওকার-ঊকারাণাং সময়েব একারেণ। বিদ্যুৎবিসর্গয়োস্ত অকার-  
দ্বিশৃণুং মণ্ডলম্। ব্যঞ্জনশব্দীনাং অকারমণ্ডলাদর্কং মণ্ডলম্। তাঃ শব্দয়ঃ  
পাশাঙ্কুশাঙ্কমালাকমণ্ডলুধরাঃ। অন্তহাস্ত পাশাঙ্কুশাভয়বরকরাঃ। উদ্রাগস্ত পাশা-  
ঙ্কুশাঙ্কমালাবরকরাঃ। লকারক্ষকারৌ পাশাঙ্কুশৈক্ষবশরাসনপুশ্ববাণকৃষ্ণকরৌ।  
এতাঃ শব্দয়ঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাশ্চিকাঃ। কেচিত্তু—স্বরাস্চিকাঃ শব্দয়ঃ ক্ষটিকাতাঃ।  
কাদম্বে মাবসানাঃ বিক্রমাতাঃ, যাদয়ো নব পীতবর্ণাঃ ক্ষকারঃ অরুণবর্ণঃ ইতি।

অপরে তু—অকারাদয়ো ধূস্রবর্ণাঃ, ককারাদয়ঃ ঠাস্তাঃ সিন্দূরবর্ণাঃ, ডাদিকাস্তা  
গৌরবর্ণাঃ, বাদিলাস্তা অরুণবর্ণাঃ, বাদিলাস্তাঃ কনকবর্ণাঃ \* ; হক্ষৌ তটিদাতৌ,  
অন্ত্যলকারস্ত লকার এবান্তত্বং, ইতি বদন্তি। ইদমেবান্ময়তং ভগবৎপাদা-  
চার্য্যাণামপি সম্মতম্। এতৎসর্বং সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে চন্দ্রকলায়াং  
সম্যজ্জনিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ১৭ ॥

**সম্মতীকৃত-কৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ**।—মাতঃ, (পঞ্চাশৎ  
মাতৃকাবর্ণ অষ্টবর্ণে বিভক্ত, (১) স্বর, (২) ককারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) চকারাদি পঞ্চ (৪)  
টকারাদি পঞ্চ (৫) তকারাদি পঞ্চ (৬) পকারাদি পঞ্চ (৭) চকারাদি চারিবর্ণ (৮)  
শকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ—এই অষ্টবর্ণে বিভক্ত বর্ণমালার প্রস্থতি চন্দ্রকান্তমণি-খণ্ড-  
শুল্লা বশিনী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং দ্বাদশ যোগিনী ও গন্ধাকর্ষিণী প্রভৃতি চতু-  
র্দ্বার-দেবতার সহিত তোমার ধ্যান যে ব্যক্তি করেন, সরস্বতী-মুখকমল-সৌরভ-মধুর,  
কালিদাসাদি মহাকবি রচনা-সদৃশ মনোহর পদদ্বারা কাব্য নিৰ্ম্মাণে তিনি সমর্থ হইবেন।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা**।—অথ শক্তিবীজার্থিতারূপায়াঃ জন-  
শক্তে ধ্যানকলমাহ সবিদ্রীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিতাত্ত-  
শক্তিভিঃ সহ দ্বাং যঃ সঙ্কল্পয়তি স বচোভিঃ বাঙ্ মাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং  
কর্তা ভবতি, তস্ত সামান্তং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিতাত্তাভিঃ  
কিছুতাভিঃ? বাচাং সবিদ্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্তীভিঃ। বশিতাদীনাম্ বর্ণং মুক্তাবর্ণং  
বর্ণয়ন্নাহ পুনঃ কিছুতাভিঃ? শশিমণিশিলাভঙ্গকচিত্তিঃ চন্দ্রকান্তমণীনাম্ ভঙ্গে সতি  
যথা ক্রটিভবতি তথা ক্রটির্বা সাং অতিশুভ্রবর্ণাভিরিতার্থঃ। বচোভিঃ কিছুতৈঃ? ভক্তি-

\* “হক্ষরোস্ত কার্ণৌ বানৌ বা অন্তর্ভাবঃ” ইত্যাদিকঃ পাঠঃ কতিং পুস্তকে বৃন্তে।

সুভগৈঃ ভক্ত্যা বক্তোক্ত্যা শ্রবণসুখজনকৈঃ । বক্তোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ ।  
 পুনঃ কিমুভৈঃ ? সরস্বতীমুখপদ্যসৌরভমধুরৈঃ । ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণবিনিষ্টৈরিত্তি  
 ভাবঃ । ওজঃপ্রসাদো মাধুর্য্যমিতি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ । বশিত্তাত্তাভিঃ  
 সহ যদ্বাং ধায়তি, তস্ত মুখে স্থিতা স্বয়ং বাগ্দ্বেবীতি ভাবঃ । বশিত্তাত্তাচ বশিনী  
 কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্বেশ্বরী কোলিনী চ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ ।**—( হে শক্তিকূটাধিষ্ঠাত্রী বা শক্তিবীজাধিষ্ঠাত্রী মাতঃ ! )  
 বাঁহাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিত্তাস করিবার শক্তি জন্মে, বাঁহাদের শরীরকান্তি  
 চক্ৰকান্তিগিথগুণের জ্ঞান প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, জেদী রশ্মিনী প্রভৃতি অষ্ট  
 শক্তির সহিত তোমাকে যে ব্যক্তি চিন্তা করেন, তিনি সরস্বতীর মুখপদ্য-সৌরভ-  
 মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট শ্রবণ-সুখকর বক্তোক্তি অলঙ্কার-  
 সম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সমর্থ  
 হইবেন \* ॥ ১৭ ॥

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরুণি-শ্রীধরগিভি-†

র্দিবং সর্বানুবর্ষীমরুণঃ‡মণিমগ্নাং স্মরতি যঃ ।

ভবন্ত্যশ্রু ত্রৈশ্রদ-বন-হরিণ-শালীন-নয়নাঃ,

সহোর্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্বাণগণিকাঃ ॥ ১৮ ॥

**লক্ষ্মীপ্রবৃত্ত-টীকা ।**—তনুচ্ছায়াভিঃ তনোঃ দেহস্ত ছায়াভিঃ  
 কান্তিভিঃ তে ভবত্যাঃ তরুণতরুণিশ্রীধরগিভিঃ তরুণতরুণিঃ বাগ্ধর্য্যঃ, তস্ত শ্রীঃ  
 শোভা, তস্তা ইব সরগিঃ মার্গঃ-সৌভাগ্যমিতি যাবৎ যাসাং তাভিঃ দিবম্ আকাশং  
 সর্বাং উর্বীং কুংস্রাং ভূমিং, রোদঃপ্রদেশমিত্যর্থঃ । অরুণিমনি আরুণো মগ্নাং,  
 অভ্যরুণামিতি যাবৎ । যদা অরুণিমনিমগ্নাং নিতরাং মগ্নাম্ । যথোক্তং শব্দুনা :—

যাবকাকৌ নিমগ্নাং যে দিবং ভূমিং বিচিন্তয়ন্তে ।

তস্ত সর্বা বশং যাতাঃ ত্রৈলোক্যবনিতা ক্রতম্ ॥ §

ইতি । অতশ্চ অরুণিমশম্ভেন যাবকাকিল্লক্ষ্যতে, যাবকাকিমধ্যস্থিতামিত্যর্থঃ ।  
 স্মরতি চিন্তয়তি যঃ সাধকঃ, ভবন্তি অশ্রু সাধকস্ত ত্রৈশ্রদবনহরিণশালীননয়নাঃ,

\* এই স্থলে সোঁ: এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত  
 হইল । বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি যথা—বশিনী, কামেশ্বরী, মোহিনী, বিমলা, অরুণা,  
 জয়িনী, সর্বেশ্বরী ও কোলিনী ।

† ‘সরগিভিঃ’ ইতি ল    ‡ ‘অরুণিমনি’ ইতি ল    § “বশম্” ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রহ্মতো বনহরিণাঃ,—বনশব্দঃ সচ্ছন্দচারিত্বলক্ষণয়া অতিব্রাসং লক্ষয়তি—  
ভেগামিব শালীনে হ্রীণে, অতিসুন্দরে ইতি যাবৎ, নয়নে বাসাং তাঃ তথোক্তাঃ  
সহ সাক্ষম্, উৰ্ব্বশী নাম দেবগণিকা তয়া, বশ্ৰাঃ বশংগতাঃ। কতিকতি  
আতীন্দ্রো বিরুক্তিঃ। ন নিষেধে। গীর্জাগণিকাঃ দেববারাঙ্গনাঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি! তরুণতরুণিশ্রীসরগিভিঃ তে তদ্বচ্ছায়াভিঃ  
সর্বাং দিবং উৰ্ব্বা চ অরুণিমনি মধ্যং যঃ স্রতি অস্ত ব্রহ্মদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ  
গীর্জাগণিকাঃ উৰ্ব্বশী সহ কতিকতি ন বশ্ৰা ভবন্তি? সর্বা অপ্সরসো বশ্ৰা  
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকানুবাদ—হে ভগবতি, যে সাধক  
নবোদিত দিনকরকাস্তি-সদৃশ শ্রীমতী ভবদীয় দেহপ্রভায় সমগ্র নভোমণ্ডল ও  
ভূমণ্ডলকে অলঙ্ক-রাগ-সাগরে-নিমগ্ন বলিয়া ধ্যান করেন, ভয়চকিত বনহরিণ-  
চার-নয়না কত শত অমরগণিকা উৰ্ব্বশীসহ তাঁহার বশীভূতা না হইয়েন? ॥ ১৮ ॥

অচ্যুতানন্দ-কৃতটীকা—অথ শক্ত্যাধিষ্ঠিতরূপাঃ জ্ঞানশক্তের্ধ্যান-  
ফলমাহ তদ্বচ্ছায়েতি। হে মাতঃ! তব দেহকাস্তিকিরণৈঃ অরুণ-মণিমধ্যং  
সূর্য্যকাস্তমণিবর্ণের্ধ্যাপ্তাং সর্বাং উৰ্ব্বাং দিবং তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্রতি, তস্ত উৰ্ব্বশী  
প্রধানাপ্সরসো সহ কতি কতি গীর্জাগণিকাঃ অপরিমিতদেবাজনা বশ্ৰা ন ভবন্তি?  
ভবন্ত্যেব। তদ্বচ্ছায়াভিঃ কিভূতাভিঃ? তরুণতরুণিশ্রীধরগিভিঃ মধ্যাহ্নসূর্য্যশোভাং  
প্রাপ্তাভিঃ। গীর্জাগণিকাঃ কিভূতাঃ? ব্রহ্মদ্বনহরিণানামিব সচকিতং নয়নং  
বাসাং তাঃ। ব্রহ্মদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাক্ষুঃ ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—মাতঃ! তোমার দেহকাস্তি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের শ্রায়  
সমুচ্ছল; যে ব্যক্তি তদ্বারা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সূর্য্যকাস্ত-মণি-কিরণ-  
নিমগ্ন এইরূপ ভাবনা করেন, ভীতা বনহরিণীর শ্রায় চকিতনয়না উৰ্ব্বশী সহ  
কত কত অঙ্গরা তাঁহার বশীভূত না হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥\*

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্ত তদধো,

হকারাঙ্কং ধ্যায়েদ্ গ হরমহিষি তে মন্থথকলাম্।

স সত্ত্বঃ সজ্জ্ঞাভং নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু,

ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্ ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকা—মুখং বক্তৃং বিন্দুং বিন্দুরূপং কৃত্বা, বিন্দু-

\* এই স্থলে শক্ত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপা জ্ঞানশক্তির ধ্যানফল বিবৃত হইল।

† ‘হকারাঙ্কং ধ্যায়েদ্ বো’ ইতি লক্ষ্মীধরসম্বক্তঃ পাঠঃ।

স্থানে মুখং ধ্যাত্ত্ব্যর্থঃ । কুচযুগং স্তনদ্বয়ং অধঃ অধস্তাৎ তস্ত মুখস্ত । তদধঃ  
তস্ত কুচযুগস্ত অধঃপ্রদেশে হরার্কিং হরস্ত অৰ্কং শক্তিং ত্রিকোণং যোনিমিতি  
যাবৎ । ধ্যায়ৎ চিন্তয়েৎ যঃ সাধকঃ । “তত্র” ইত্যধ্যাহার্য্যম্ । হরমহিষি !  
হরস্ত সদাশিবস্ত মহিষি জাগ্রে তে ভবত্যাঃ মন্থথকলাং কামরাজবীজম্ । সঃ  
সাধকঃ সন্তঃ তদানীমেব সংস্কাভং চিন্তবিকারং নশ্বতি প্রাপন্নতি বনিতাঃ  
দ্বিরঃ । ইতিশব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণতোতকঃ । অতিলঘু অতিতুচ্ছম্ । ত্রিলোকী-  
মপি ত্রিভুবনমপি আপ্ত নীজং ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাং—রবীন্দু সূর্য্যচক্ৰো,  
তাবেব স্তনৌ, তয়োঃ যুগং যুগং যন্তাঃ সা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে হরমহিষি ! মুখং বিন্দুং কৃৎস্না, তন্তাধঃ কুচযুগং  
কৃৎস্না, তদধঃ হরার্কিং কৃৎস্না, তত্র তে মন্থথকলাং যঃ ধ্যায়ৎ সঃ সন্তঃ বনিতাঃ  
সংস্কাভং নশ্বতীতি যৎ তৎ অতিলঘু, কিন্তু রবীন্দুস্তনযুগাং ত্রিলোকীমপি আপ্ত  
ভ্রময়তি । অত্র ত্রিলোক্যাঃ রবীন্দুস্তনযুগদ্বয়বিশেষণেন স্ত্রীদ্বারোপগম্য অয়ং  
মাদনপ্রয়োগো বনিতাস্থেব প্রযোক্তব্যইতি জ্ঞাপয়িতুম্ ।

অত্রৈদমন্তুগন্ধেয়ম্—সাধকঃ ত্রিকোণে বিন্দুস্থানে সাধ্যায়াঃ কান্তায়াঃ বক্ত্রং  
ধ্যাত্বা, তদধস্তাৎ তন্তাঃ কুচযুগং ধ্যাত্বা, তৎ কুচদ্বয়স্তাধস্তাৎ তন্তাঃ যোনিং  
বিচিন্ত্য তত্র বক্ত্রকুচদ্বয়যোনিষু প্রধানাঙ্গেষু মারবীজং সঞ্চিন্ত্য তত্র কান্তয়া  
আত্মনস্তাদাত্ম্যং সম্পাদয়েৎ । যথোক্তং চতুঃশত্যাং :—

বিন্দুং সঙ্কল্প্য বক্ত্রং তু তদধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্ ।

তদধঃ হরার্কিং তু চিন্তয়েত্তদধোমুখম্ ॥

•তত্র কামকলারূপামরুণাং চিন্তয়েদিহ ।

ততস্তেনৈব রূপেণ নিজরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥

ইতি । এবং মাদন-প্রয়োগাঃ অনেকে সনৎকুমারসংহিতায়াং সপ্তশত্যাংক্কাঃ ।  
অত্র কতিচন নিরূপ্যন্তে :—

বিন্দৌ তথক্ত মারোপ্য তদধো বাহুযুগ্মকম্ ।

তদধঃ কুচযুগ্মং তু তদধো যোনিমেব চ ॥

এতেষু পঞ্চস্থানেষু পঞ্চবাণাধিচিন্তয়েৎ ॥

পঞ্চবাণবীজানি মুখে বাহুযুগ্মে কুচমধ্যে যোনিমধ্যে যথাক্রমং জ্ঞাৎ জ্ঞী-  
ক্লীং স্ৰুং স ইতি চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ । অয়ং প্রয়োগঃ কামরাজপ্রয়োগসময় এব ।

ত্রিকোণে বৈদ্যবহানে অধোবক্ত্রং বিচিন্তয়েৎ ।

বিন্দোরূপমিভাগে তু বক্ত্রং সঞ্চিন্ত্য সাধকঃ ॥

তদুপর্য্যেব বক্ষোজ্জ্বিতয়ঃ সংস্নেহবুধঃ ।

তদুপর্য্যেব যোনিং চ ক্রমশো ভুবনেশ্বরীম্ ॥

ঐবিজ্ঞাং কামরাজং চ বিভ্রান্তাশ্চ বিমোহয়েৎ ॥

অয়ং প্রয়োগঃ—“মুখং বিন্দুং কৃদ্ধা” ইতি প্রয়োগাদ্ অতিশীজকরঃ । অত্রাপি পঞ্চবাণপ্রয়োগঃ পূর্ব্ববৎ । এবমেতাদৃশমাদনপ্রয়োগাঃ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ অবগন্তব্যঃ গ্রন্থবিস্তারভারান্নোক্তাঃ ॥ ১৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃতটীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ**।—(‘মাদন’ নামক প্রয়োগ কথিত হইতেছে,) হে হরমহিষি, যে (সকাম) সাধক, ঐতিক্ষের বিন্দুস্থানে (কামিনীর) মুখ, তাহার অধোদেশে স্তনযুগল, তাহার অধোদেশে বরাঙ্গ ধ্যান এবং তাহাতে আপনীর কামরাজবীজ ভাবনা করত নিজকে তন্ময় চিন্তা করিবে, সে ব্যক্তি যে কামিনীদিগকেই সংকোভযুক্ত করিবে, ইহা অতি সামান্য, স্বর্ঘ্যচন্দ্র-স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে বিঘূর্ণিত সংকুচিত করিতে তাহার সামর্থ্য হয় ॥১৯॥

**অচ্যুতানন্দ-টীকা**।—অথ পঞ্চমযোগে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিব-রূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পরমশিবাস্তং সূত্ররূপাং স্মৃতাং কুণ্ডলিনীং সৰ্ব্ব-শক্তিরূপাং বিভাব্য সত্ত্বরজস্তমোগুণসূচকং ব্রহ্মবিশুশিবশক্ত্যাশ্রকং স্বর্ঘ্যাগ্নিচন্দ্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্তা অঙ্গে বিভাব্য অধ্ৰুচিংকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যয়েৎ । তদেব কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি । স্বকলয়া বিখং হরতীতি হরঃ । হে হর-মহিষি ! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপে ! তব মন্যথকলাং ত্রিগুণাশ্রকবিভূতিং ধো ধ্যয়েৎ, স সত্ত্বস্তংকলাং বনিতা হস্তপদাদিঘটিতদেহাঃ জিয়ঃ সঙ্কোভং নয়তি ইতি অতিভূচ্ছম্, আশু নীজং ত্রৈলোক্যভূতাং নায়িকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তং করোতি । নায়িকাযে কারণমাহ,—রবীন্দুস্তনযুগাং চন্দ্রস্বর্ঘ্যমণ্ডলস্তনদ্বন্দ্বাম্ । ত্রৈলোক্যানায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ, কথঙ্কারং ধ্যয়েদিত্যাহ,—মুখং বিন্দুং কৃদ্ধা রজোগুণসূচকং বিরিক্যাশ্রকং বিন্দুং মুখং কৃদ্ধা তস্তাধো হৃদয়হাষে সত্ত্বতমো-গুণসূচকং হরিহরাশ্রকং বিন্দুদ্বয়ং কুচযুগং কৃদ্ধা তস্তাধঃ যোনিং গুণত্রয়সূচিকাং হরিহরবিরিক্যাশ্রকং স্মৃতাং চিংকলাং হকারার্দ্ধং কৃদ্ধা যোন্তস্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কৃদ্ধা ধ্যয়েদিতি সৰ্ব্বত্রাষণঃ । তথাচ ঐক্রমে,—“বিন্দুত্রয়স্ত দেবেশি প্রথমং দেবি বজ্রকম্ । বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বন্দ্বং হৃদিস্থানে নিযোজয়েৎ । হকারার্দ্ধং কলাং স্মৃতাং যোনিমধ্যে বিচিত্তয়েদিতি ॥” তচ্ছব্দং ভাবচূড়ামণৌ,—“মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগকম্ । তদধঃ সপরাধিকং সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্” ইতি ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে হরমহিষি ! যে সাধক উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার

বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার স্তনযুগলস্বরূপ করিয়া তাহার নিম্নভাগে স্তন চিংকলাকে হকারার্দ্ধ অর্থাৎ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে কামকলা-রূপা চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে কামিনীগণকে সন্তোঃ উদ্ভাস্ত করা ত অতি তুচ্ছ কথা, তিনি চন্দ্রস্বরূপস্তনযুগলশোভিতা ত্রিলোকীরূপা নারিকাকেও অতি শীঘ্র বিভ্রান্ত (মুগ্ধ বা অস্থির) করিতে সমর্থ হন। অপর অম্ববাদ এই,—নিম্নে (ঐচক্রে) বিন্দুস্থানে (সাধা রমণীর) মুখ, তাহার অধস্থানে স্তনদ্বয়, তাহার ত্রিকোণ-অঙ্গ চিন্তা করিবে, হে হরমহিষি ! (এই অঙ্গত্রে) যে সাধক, তোমার কামরাজবৃত্ত ধ্যান করেন,—( অর্থাৎ এইরূপে বশীকরণ প্রয়োগ করেন ) তাঁহার পক্ষে সাধারণ রমণীগণের মনঃক্ষোভ অর্থাৎ কামভাব উদ্দীপনে বশীভূত করা ত সামান্ত কথা, রবিশশি-মণ্ডলস্বরূপ স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকেও তিনি বিভ্রান্ত (মুগ্ধ) করিতে পারেন (ইহা স্ত্রী-বশীকরণ প্রয়োগ) ॥ ১৯ ॥

**তাৎপর্য্য।**—পঞ্চমযাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করত মূলধারচক্র হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মৃণাল-সূত্রেণ ঞ্চায় অতীবসুন্দর কুলকুণ্ডলিনীকে সর্ব্বশক্তিরূপা চিন্তা করিয়া রজঃস্ব-তমোগুণসূচক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ এবং সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গে চিন্তা করত তাহার অধঃস্থলে চিংকলা ধ্যান করিবে অর্থাৎ উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণসূচক ও ব্রহ্মাত্মক ; ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপে ভাবনা করিতে হইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয়প্রদেশে স্বেতমোগুণসূচক হরি-হরাশ্রমক যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে করিয়া করিবে। তাহার নিম্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপা স্ত্রী চিংকলাকে হকারার্দ্ধ ত্রিকোণাকৃতি অঙ্গরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে ঐক্রেমে কথিত আছে যে, দেবি ! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তনযুগলরূপ বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নিম্নে স্ত্রী চিংকলাকে হকারার্দ্ধ অঙ্গরূপে ভাবনা করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

কিরন্তীমস্তেভ্যঃ কিরণনিকুরস্বামৃতরসং,

হৃদি স্লামাধন্তে হিমকরশিলামূর্তিমিব যঃ ।

স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুস্তাধিপ ইব,

• স্বরপ্পুষ্টিং \* দৃষ্ট্যা স্তথয়াতি স্তধাসার ণ শি(স)রয়া ॥২০॥

**সঙ্গীত-টীকা।**—কিরন্তীং বর্ষতীং অস্তেভ্যঃ অবরবেভ্যঃ কিরণ-

নিকুরনামৃতরসং—কিরণানাং মরীচীনাং নিকুরনং সমূহঃ, তন্মাহংপন্নঃ অমৃতরসঃ, তন্ম। হৃদি হৃদয়ে জ্ঞানভবতীম্ আধতে অন্নতীতি যাবৎ। হিমকরশিলামূর্তিং হিমকর-শিলায়াঃ চন্দ্রকান্তমণেঃ মূর্তিং পুতলিকাং সালভঞ্জিকাং চন্দ্রকান্তমণিনির্মিতদেহাম্। ইব যঃ সাধকঃ, সঃ সাধকঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপঃ শকুন্তানাং পক্ষিণাম্ অধিপো গরুড়ান্ ইব। ইবেতি সম্ভাবনাম্—গরুড়াদাকারাকারিত্বমাত্রং ন ভবতি, তৎকার্য্যাকারিত্বমপি সম্ভাবিতমিতি, গরুড়ান্ ভূষা, প্রত্যক্ষো গরুড়ানিবেত্যর্থঃ। অন্নপ্লুটান্ অরেণ প্লুটান্ সন্তপ্তান্ দৃষ্ট্য। বীক্ষণেন। অত্র দৃষ্টিপ্রয়োগঃ কথিতঃ। সুখয়তি স্থখিনঃ কুরোতি। “তৎ কুরোতি” ইতি গিচি “ণাবিষ্টবৎ প্রাপ্তিপদিকন্ত” ইতি টিলোপঃ। এবং সুখরতীতি রূপং সিদ্ধম্। সুধাধারসিরসঃ সুধায়াঃ অধার-ভূতা। সিরাসমৃতশুল্লিনী নাড়ী। যদ্বা—সুধা ধারাস্বিকা যন্তাং সিরাসমিতি বহ-ব্রীহিঃ। “স্তিরাঃ পুংবদ্ ভাষিতপুংস্কাং” ইত্যাদিনা পুংবদ্ভাবঃ। সুধাধারা চালো সিরাস চ তন্ম। সুধাসারসিরসেতি বা পাঠঃ—সুধাসারাস্বিকা সিরাস।

অত্রেখং পদযোজনা—হে দেবি! যঃ সাধকঃ অজ্ঞেভ্যঃ কিরণনিকুরনামৃত-রসং কিরন্তীং হিমকরশিলামূর্তিমিব জ্ঞান্ হৃদি আধতে, সঃ শকুন্তাধিপ ইব দৃষ্ট্য। সর্পাণাং দর্পং শময়তি। সুধাধারসিরস্যা দৃষ্ট্য অন্নপ্লুটান্ সুখয়তি।

অনেন শ্লোকেন গারুড়প্রয়োগঃ উক্তঃ। তদুক্তং চতুঃশতাম্—

যথাসাধ্যানযোগেন জায়তে গরুড়োপমঃ।

দৃষ্ট্যাকর্ষণতে লোকং দৃষ্ট্যেব কুরুতে বশম্ ॥

দৃষ্ট্য। সংক্ষেপভয়েন্নারীং দৃষ্ট্যেব হরতে বিষম্।

দৃষ্ট্য। চাতুর্থিকাদীংশ্চ জরান্ নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥

চন্দ্রকান্তশিলামূর্তিং চিত্তয়িত্বা বিনাশয়েৎ।

তাপজরানশেষাংশ্চ শীজ্যং তাক্ষ্য ইবাপরঃ ॥

গরুড়ধ্যানযোগেন অরণ্যমাশয়েদ্বিশম্ ॥

ইতি। অতশ্চ প্রাতীতিকমবয়ং—‘যথা শকুন্তাধিপঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি এবং সাধকেন্দ্রঃ অন্নপ্লুটান্ সুখয়তীতি’ তিরস্কৃত্য, সাধকেন্দ্রো অন্নপ্লুটান্ সুখয়তি সর্পাণাং দর্পমপি শকুন্তাধিপ ইব শময়তীত্যাদিত্রিতমিত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য-ভীকান্ন অম্মানুবাদ।—(গারুড় প্রয়োগ কথিত হইতেছে) হে দেবি! যে সাধক, সকল অজ হইতে কিরণ-নিকর-সুধাবিধী চন্দ্র-কান্তমণি-প্রতিমার স্তায় আপনাকে (ছয় মাস) ধ্যান করেন, তিনি খগরাজ গরুড়ের



শ্রায় দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণের দর্পনাশ করেন ; তিনি সুধানিষ্যাদিনী শিরা তুল্য দৃষ্টি  
দ্বারা অরসস্তুপদিগকে সুস্থ করেন ॥ ২০।

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা।**—অথ কামকলা-ধ্যানমাহ কিরস্তীমিতি ।  
হিমগিরিশিলামূর্ত্তিমিব অর্থাৎ অতি সিদ্ধতরাং ত্বাং যো হৃদি আধতে অর্পয়তি শকুন্তা-  
ধিপ ইব স সর্পাণাং দর্পং বিবং শময়তি । ত্বাং কিঙ্কৃতাম্ ? অন্ধৈভ্যাঃ কিরণ-  
নিকুরণামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরস্তীং বিস্তারয়স্তীম্ । সুধাসারগিরিয়া  
সুধাস্রবণনাড়ীরূপয়া দৃষ্ট্যা অরঙ্গুষ্ঠং জনং সুখয়তি । সুধাধারসিতয়েতি কচিং  
পাঠঃ । ক্ষমগুণবৎ সিদ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

**অম্ভুবান্দ।**—জননি ! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস  
বিস্তার করিতেছেন, যাহার মূর্ত্তি হিমাচলশিলার শ্রায় অতীব সিদ্ধতরা, তুমিই সেই  
কুলকুণ্ডলিনী কামকলা । যে সাধক তোমায় এবংবিধ মূলরূপ ধ্যান করেন, তিনি  
দৃষ্টিমাত্র গরুড়ের শ্রায় সর্পবিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের শ্রায়  
সিদ্ধতমা সুধাক্ষরণনাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা অরাভিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী  
করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ২০ ॥ \*

তড়িল্পেখা গ\* তস্মীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ীং,

নিষগ্নাং ষগ্নামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্ ।

মহাপদ্মাটব্যাং মূছতমমমায়েন ঃ মনসা,

মহাস্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্ ॥ ২১ ॥

**সম্ভ্রামন্দকৃত-টীকা।**—তটিল্পেখা বিছাল্পেখা তৎ তস্মী দীর্ঘস্বরা  
জ্যোতির্ময়ী ক্ষণপ্রভা চ তাম্ । স্থিরসৌদামিত্তাঃ ক্ষণপ্রভাষ্ম আজ্ঞাচক্রে  
ক্ষণমাত্রদর্শনাং । এতচ্চ আজ্ঞাশকার্থ-নিরূপণাবসরে পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্ । তপন-  
শশিবৈশ্বানরময়ীং সূর্য্য-চন্দ্রানলাগ্নিকাম্ । এতচ্চ ত্রিখণ্ডনিরূপণাবসরে সম্যগ্ নিরূ-  
পিতম্ । নিষগ্নাম্ আগীনাম্ । ষগ্নাং ষট্ সঙ্খ্যাকানাম্ । অপিঃ সমুচ্চয়ে—গ্রহিত্রয়ঃ  
সমুচ্চিনোতি । গ্রহিত্রয়স্তাপি উপরি কমলানাং পদ্মানাম্ । ষট্ চক্রাণাম্ আধার-  
স্বাধিষ্ঠানমণিপুরকানাহতবিগুণ্যাজ্ঞাশ্রকানাং কমলস্বরূপং পূর্বমেব নিরূপিতম্ ।  
তব ভবত্যাঃ কলাং সাদাধ্যাং বৈন্দবীকলাম্ । মহাপদ্মাটব্যাং মহাস্তি বহুনি  
পদ্মানি পদ্মদলানি সহস্রসংখ্যাকানি, তাগ্নেব অটবী, তন্ত্ৰাং সহস্রদলকমলকর্ণি-  
কারায়ামিত্যর্থঃ । ষদ্বা—মহাপদ্মং সহস্রদলকমলং, তদেব অটবী, তন্ত্ৰাম্ ।

\* ইহা দ্বারা কামকলার মূলধ্যান কীৰ্ত্তিত হইল ।

† ‘তটিল্পেখা’ ল ।

‡ ‘স্থিতমলমায়েন’ ল ।

বুদ্ধিমলম্ব্যেন বুদ্ধিতা কপিভাঃ মলাঃ কামাদয়ঃ মায়াহিবিজ্ঞাহিতাহিহকারাদয়ঃ  
যন্ত তৎ তেন মনসা অন্তঃকরণেন মহাস্তঃ বোগীশ্বরঃ পশ্চস্তঃ সাদাধ্য-  
কলাসুখাধারানিষ্যকম্ অমৃতবস্তুঃ দধতি অবরুদ্ধতে পরমাঙ্লাদলহরীং পরমঃ নিরতি-  
শয়ঃ, আঙ্লাদঃ সুখবিশেষঃ, তন্ত লহরীং উজ্জেকম্ উজ্জিস্তপরমানন্দং সাদাধ্য-  
কলাসুখামৃতভবজ্বলিতং, সর্বদা সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তটিলেখাতরীং তপনশশিবৈবানরময়ীং  
যগ্নাং কমলানামপ্যুপরি মহাপদ্মাটব্যাং নিষগ্নাং তব কলাং বুদ্ধিতমলম্ব্যেন  
মনসা পশ্চস্তো মহাস্তঃ পরমাঙ্লাদলহরীং দধতি ॥ ২১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ ।—ভগবতি, বিদ্যামতার  
ত্রায় লৌক্যস্বা অজ্ঞাতক্রে কণমাত্র দৃশ্য স্বরূপ-বহিঃস্বরূপা যট্ চক্রপদ্মের উজ্জ্বে,  
সহস্রদলকমলবনে সাদা-নারী ভবদীয় কলার মৃতধারা-নিষ্যক, যে মহাপুরুষেরা  
মলম্ব্যাবিহীন হৃদয়ে অমৃতভব করেন, তাঁহারা পরমানন্দলহরী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—কামকলয়াঃ স্থলধ্যানমুক্তা। স্থলধ্যান-  
মাহ তড়িদিত্যাদি । হে মাতঃ ! মহাস্তো বোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মুহুতমং  
সুসুখং যথা ত্রাং তথা মনসা পশ্চস্তঃ পরমাঙ্লাদলহরীং ব্রহ্মসুখামৃতভবং দধতি প্রাপ্ত-  
বন্তি ।—মনসা কিন্তু তেন ? অম্ব্যেন মায়ারহিতেন । কিন্তু তাম্ ? তড়িলেখা-  
তরীং স্থলস্বভেদঃস্বরূপাং তপনশশি-বৈবানরময়ীং বিন্দুত্রয় কারণভূতাং যগ্নাং কমলা-  
নাম্ উপরি নিষগ্নাং যট্চক্রোপরি স্থিতাম্ । কুত্র ? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্রদল-  
রূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদয়গ্যস্বম্ । তথা চ যামলে—“মহাপদ্মবনাস্তঃস্বে কারণা-  
নন্দবিগ্রহে । সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরী ॥” ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—হে মাতঃ ! যে সমুদায় মহাত্মা বোগী প্রশান্তহৃদয়ে মায়-  
পরিপূতচিত্তে যট্চক্রের উপরি ব্রহ্মরজ্জ্বস্থিত সহস্রদল-পদ্মमध्ये তড়িলেখার ত্রায়  
স্থলতমা চক্রস্বরূপা বিন্দুত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা স্বদীয় স্থলমূর্ত্তি স্পর্শ  
করেন, তাঁহারা ই পরম আনন্দলহরী ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাঁহারা  
অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দসুখামৃতভব করেন ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—একশ্রে কামকলা-ভব নিরূপিত হইতেছে । এই কামকলা  
মহাপ্রিয়সুন্দরীস্বরূপা অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ তিনি ত্রিপুরসুন্দরী  
নামে খ্যাত হইরাছেন । দক্ষিণার্ক-সংহিতাতে কথিত আছে যে, “বিন্দুত্রয়সমা-  
বোপাং ত্রিবিম্বো ত্রিপুরা স্থিতা । বিন্দুং সংকল্পয়েদ্বজ্জং তস্তাৎত্যাং কুচযম্ ॥  
তদধঃ সগরার্দ্ধং চিত্তয়েত্তদধোগতম্ । এবং কামকলারূপা সাক্ষাদম্বরূপিণী ॥”—

অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরাদেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধস্থ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্ধ চিন্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মস্বরূপা। কামশব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও সূর্য্য-স্বরূপা। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে,—“মুখং বিন্দুবদ্যাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ববিদ্যাস্বতাপূর্ণং সর্ববাগ্‌বিভবপ্রদম্। সর্বার্থসাধকং দেবি সর্বরঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপারদিত্ত সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্। সর্বদেবাদিভূতং তৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্। সর্বাঙ্কলানসম্পূর্ণং সর্ববর্ণপ্রবর্ত্তকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং স্রুগোপ্যং সাধকোক্তমৈঃ” —উর্দ্ধস্থিত এক বিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় সর্ববিদ্যারূপ, অমৃতের পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বাক্‌শক্তিপ্রদায়ক ও সর্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্ধে বিদ্যাস করত তাহার চতুর্দিকে বরাদ্ধমণ্ডল চিন্তা করিতে হইবে। ইহা সর্বদেবের আদিশ্বরূপ, সর্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণ কামকলার এই সূক্ষ্মাধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিগণ সর্বদাই ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহা নিফল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিদ্যু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার উর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নস্থ চন্দ্র-সূর্য্য-স্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্ধ আছে, তাহা শক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় জগতে জাগরুক রহিয়াছেন।

এই কামকলা-বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্তত্তেজে বিলয়প্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধি ত্যাগ করতঃ মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অল্পভব পূর্ব্বক সহস্রদলকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কোল এবং তিনিই সেবা। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরু নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আগমকল্পক্ৰম—পঞ্চমশাখাতে উক্ত হইয়াছে,—“অখিলজনজীবকমলিনী বামেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখাণ্ডেন অণ্ডেন কুচবন্ধং শেখাঙ্কেনেশানী সাধকমন্ত্রভেদাৎ সা কালী গৌরী তজ্জপেণ।” —অর্থাৎ যিনি অখিলজীবের ঘটচক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুলকুণ্ডলিনীই স্তম্ভরূপে কামকলা বলিয়া বিখ্যাত। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্তি কল্পনা করিতে হইবে। উর্দ্ধস্থিত একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তন-সুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। এই বিন্দুত্রয়ের দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্দ্ধ কল্পনা করিয়া হকারার্দ্ধ দ্বারা তাঁহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

বৃহৎশ্রীক্ৰমে বর্ণিত আছে,—“বিন্দোরঙ্কুরভাবেন বনাবয়বম্বন্দরী। বিন্দুগ্রে কুটিলীভূয় যাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিংকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রতাগাণ্ডেয়মাত্রগা। জ্যোষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বজ্রীভূতা পুনর্কামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছা দক্ষসমাবোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু। তন্মাদাধারপর্য্যাস্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। আধারং পুনরাগত্য ত্রি-মিতং গ্রহিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপার্ব্বক্ষস্বরূপিণী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।”—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে পদ্মবন-বিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রোদ্রভূত হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকস্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থ বিন্দু পর্য্যাস্ত গমন করিলে একটি রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামাশক্তি ও চিংকলা। ঐ রেখা পুনর্কাম ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যাস্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যোষ্ঠা-শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এই রেখা পুনর্কাম বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে অঙ্কুরিত পূর্ব্বোক্ত প্রথমাঙ্কুরে দক্ষিণদিকস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রযুক্ত হইবেন। এই কামকলাই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্ব্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণ দিকে যে আর একটি অঙ্কুর হইবে, তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইবে। প্রণব হইতে পুনর্কাম অঙ্কুর উদ্গত হইয়া মৃণালস্থত্রের আকারে মূলাধার পর্য্যাস্ত গমন করিবে। তৎপরে ঐ রেখা মূলাধারে গমন করত জিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাকিবেন।

এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশিত হইবে।

এই কামকলাই পরব্রহ্মরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী ॥ ২১ ॥

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণা-

মিতি স্তোভুং বাঙ্কন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।

তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসামুজ্যপদবীং,

মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমু(ম)কুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরস-তীকা।**—হে ভবানি ! ভবন্ত পত্নি ! ত্বং ভবতী দাসে ময়ি দাসভূতে কিঙ্করে ময়ি বিতর দৃষ্টিং কটাক্ষং সক্রুণাং ক্রুণাবৃত্তাম্ ইতি এবংপ্রকারেণ স্তোভুং স্তোত্রং কর্ত্বুং বাঙ্কন্ ইচ্ছন্ কথয়তি বদতি ভবানি ত্বমিতি। “ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সক্রুণাম্” ইতি বাক্যপ্রতীকঃ “ভবানি ত্বম্” ইত্যেবং যঃ সাধকঃ, তদৈব “ভবানি ত্বম্” ইতি বাট্যকদেশোচ্চারণসময় এব ত্বং ভবতী তস্মৈ বাট্যকদেশোচ্চারণকায় দিশসি দদাসি নিজসামুজ্যপদবীং নিজন্ত আশ্বনঃ সামুজ্যপদবীং তাদাত্যাম্। মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুটনীরাজিতপদাং—মুকুনো বিষ্ণুঃ, ব্রহ্মা ক্রহিণঃ, ইন্দ্রঃ আশ্বগুণঃ, তেবাং ফুটং যথা ভবতি তথা মকুটে: নীরাজিতে নীরাজনবিধিক্রিয়াঙ্কিতে পদে পাদামুজ্জৈ যন্তান্তাম্।

অব্রহ্মং পদযোজনা—হে ভবানি ! ত্বং দাসে ময়ি সক্রুণাং দৃষ্টিং বিতরতি স্তোভুং বাঙ্কন্ ভবানি ত্বমিতি যঃ কথয়তি তস্মৈ তদৈব ত্বং মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রফুটমকুটনীরাজিতপদাং নিজসামুজ্যপদবীং দিশসি।

অর্থঃ—“ভবানি ত্বং দাসে ময়ি” ইত্যাদি বাক্যপ্রতীকে “ভবানি ত্বম্” ইতি পদদ্বয়ে “ভবানি” ইতিপদন্ত লোড়ুত্তমপুরুষৈকবচনাস্তম্বমবগম্য তৎসামান্যধিকরণ্যে বৎসপদস্তাভয়ে মহাবাক্যপ্রয়োগোহনেন সাধকেন প্রযুক্ত ইতি মত্যা মহাবাক্য-কল্য তাদাত্ম্যং দিশতি ভগবতী ; জগৎসামান্যপাসনাবিধিতাঃ তাদাত্ম্যোপাসনায়াঃ সঙ্গঃ কলদারিত্বাং।

অনিচ্ছয়াহপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ। ইতি ভায়েন অবিবক্ষয়া প্রযুক্ত-মপি মহাবাক্যঃ কলদারকমিতি, নাপি অবিশৃঙ্খলকামিৎ দেব্যা ইতি রহস্তম্ ॥ ২২ ॥

**সঙ্গীতরস-তীকার অন্যানুবাদ।**—“হে ভবানি, আমি দাস, আশ্বাতে আপনি করুণাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন,—” এইরূপ শ্রব করিতে ইচ্ছুক হইয়া “ভবানি ত্বম্”—এই অংশ উচ্চারণ করিবামাত্র (তুমিই আমি হইতেছি—এই) মহাবাক্যার্থ নিষ্কারক সাধকের বাক্যপ্রবণে শব্দমাহাত্ম্যেই তৎকরণ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি

দেবগণের মণিমুকুটে চরণনীরাজনাবৃত্ত নিজ সাযুজ্যপদ আপনি তাহাকে দান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অথ স্তোত্রমহিমানমাহ ভবানীতি । হে ভবানি ! দাসে ময়ি শকরণং দৃষ্টিং রূপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোত্রং স্তুতিঃ কৰ্ত্ত্বং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুৰ্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি হম্ ইতি কথয়তি উচ্চারণয়তি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি ষ্মিতি উচ্চারণকত্রে<sup>১</sup> অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধন-পদাৎ লোড়ুতমপুরুষস্ত প্রবণাৎ অহং ভং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুধ্য। নিজসাযুজ্যপদবীঃ দিশসি আশ্বনোহভেদং দদাসি । সাযুজ্যপদবীঃ কিমু-তাম্ ? মুকুটত্রৈলোক্যমুটমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিরিকীজনানারতপ্রকাশযুক্ত-মুকুটনির্মিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ । কচ্চিৎ কুতর্কবুদ্ধিবাহুগ্যাং যথাস্থং ব্যাখ্যাং কৰোতি ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।**—“ভবানি ! আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি সন্মুখ দৃষ্টিপাত কর ।”—এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি, ‘ভবানি তুমি’ এই পর্য্যন্ত বলে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ ছই পদের ‘আমি তুমি হইতেছি’—এই অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মুকুটের দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২ ॥

ত্বয়া হুত্বা বামং বপূরপরিভূণেন মনসা,  
শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি শঙ্কে হতমভূৎ ।  
তথা হি \* ত্বজ্ঞপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,  
কুচাত্যামানত্বং কুটিলশশিচূড়ালমু(ম)কুটম্ ॥ ২৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ত্বয়া ভবত্যা হুত্বা অপহৃত্য বামং বামার্দ্ধং বপুঃ শরীরং অপরিভূণেন অসম্বলেন মনসা অন্তঃকরণেন শরীরার্দ্ধং শস্তোরপরমপি দক্ষিণমপি শঙ্কে মস্ত্রে হুতং গৃহীতম্ অভূৎ । যৎ যস্মাৎ এতৎ হৃদয়কমলার্ভঃ<sup>২</sup> প্রতিভাসি ত্বজ্ঞপং তব শরীরং সকলং ক্রুৎসং বামদক্ষিণভাগাশ্চকং অরুণাভং অরুণস্ত প্রোভঃকালস্বৰ্ণভাত্তেভাত্তা বস্ত তৎ । যথা—অরুণা রক্তবর্ণা আভা প্রভা বস্ত তৎ অরুণাভম্ । ত্রিনয়নং নয়নত্রয়যুক্তং কুচাত্যামানত্বং স্তনাত্যামীষন্নত্বং কুটিলশশি-চূড়ালমুকুটং কুটিলশশিনা বহুচন্দ্রকলয়া চূড়াল চূড়াবৎ মুকুটং বস্ত তৎ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—চে ভগবতি ! শস্তোর্বামং বপুঃ ত্বয়া হুত্বা অপরিভূণেন

\* ‘যদেতৎ’ ইতি ল ।

মনসা অপন্নমপি শরীরার্দ্ধং হৃতমভূদিতি শব্দে ; বৎ ২৩তং ভ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং কুচাভ্যামানন্দং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্ ।

অর্থঃ—ভগবত্যা শব্দোঃ একস্মিন্নর্থে অপহৃতে অপার্কিত্রাপহার উৎ-  
প্রেক্ষাতে । যথা—উত্তরকৌলসিদ্ধান্তপ্রতিপাদকোয়ং শ্লোকঃ । ‘উত্তরকৌলসিদ্ধান্তে  
শক্তিত্বাৎ অগ্ন্যং শিবত্বং নাস্তি । অতঃ শিবত্বং শক্তিতবে অন্তর্ভূতমিতি তদেব  
উপাস্তমিতি প্রস্তুতম্ । এতচ্চ “মনস্ব্যং ব্যোম স্বম্” \* ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে  
তবাধারে মূলে† ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে চ নিপুণতরমুপাদয়িষ্যামঃ ॥ ২৩ ॥

**লক্ষণীশ্বরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—(হে ভগবতি ! ) আপনি  
শিবের বামার্দ্ধ আশ্রসাৎ করিয়াও মন পরিতুষ্ট না হওয়ায় অপর অর্দ্ধও হরণ  
করিয়াছেন, ইহা আমি বিবেচনা করি । তাই—আপনার সম্পূর্ণশরীর অরুণাভ,  
ত্রিনয়ন, স্তনভারনন্দ ও বক্র শশিকলা মৌলিদেবে অবস্থিত । অর্থাৎ ত্রিনয়ন ও শশি-  
কলা শিবের প্রসিদ্ধ চিহ্ন, তাহা আপনার শরীরে থাকিলেও বর্ণ ও স্তনভারে নিশ্চয়  
হইতেছে, শিব আপনার এই মাতৃমূর্তিতে আশ্রবিসর্জন দিয়াছেন । শিবত্ব যে  
শক্তিত্ব হইতে অভিন্ন, তাহা ৩৫।৪১ শ্লোক-ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ॥ ২৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ স্বয়মিতি ।  
হে মাতঃ ! স্বয়া শব্দোক্ত্যং বপুর্হৃদ্রা আশ্রনো দক্ষিণাজেন শিবস্ত বামাজং মিত্রী-  
কৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তিং বিধায়াপি মনসা অপরিভূপ্তেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপন্নং দক্ষিণার্দ্ধ-  
মপি স্বয়া হৃতমভূৎ ইতি শব্দে তর্কয়ামি ; সর্বং শব্দোঃ শরীরং স্বযোব মিত্রীভূতং  
তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ । তত্র হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাदि । ইদানীং ভ্রূপং সকলম্  
অরুণাভং অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ পূর্বম্ অর্দ্ধং পাণ্ডুরমাসীদিতি ভাবঃ । পূর্বং সার্কষয়-  
নয়নমাসীৎ, ইদানীং ত্রিনয়নম্ । পূর্বং কুচৈকেন নন্দতা আসীৎ, ইদানীং কুচদ্বয়েনা-  
নন্দম্ । কুটিলশশিযুক্তচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যস্মিন্ । পূর্বং মুকুটশশিখণ্ডোরোবর্দ্ধাকর্কেন  
ভূষিতং বপুরাসীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখণ্ডাভ্যাং ভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

**অনুবাদ ।**—জননি ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাজ দ্বারা  
মহেশের বাম অঙ্গ হরণ পূর্বক অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি হইয়াও পরিতৃপ্তহৃদয়া হইতে না  
পারিয়া তুমি মহেশের অবশিষ্ট দক্ষিণাজও হরণ পূর্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত  
করিয়াছ । আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুমি পূর্বে যখন অর্দ্ধ-  
নারীশ্বরমূর্তি ছিলে, তখন তোমার অর্দ্ধশরীর পাণ্ডুরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্বশরীরই  
অরুণবর্ণ দেখিতেছি । তৎকালে তোমার সার্কষয় নয়ন ছিল, এক্ষণে নয়নদ্বয় দৃষ্ট

হইতেছে। পূর্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনবৃদ্ধি  
দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের  
অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা  
পাইতেছে ॥ ২৩ ॥ •

জগৎ সূত্রে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,

তিরস্কুর্বম্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ \* স্থগয়তি ।

সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্ণাতি চ শিব-

স্ত বাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োক্রলতিকয়োঃ ॥ ২৪ ॥

**লক্ষ্মীধনরূপ-টীকা।**—জগৎ স্থাবরজঙ্গমাশ্রকং জগৎ সূত্রে স্থজতি  
ধাতা স্রষ্টা। হরিঃ বিষ্ণুঃ অবতি রক্ষতি। রুদ্রঃ ক্ষপয়তে সংহরতি।  
ধাতৃহরিরুদ্রাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াধিকারিণঃ। তিরস্কুর্বন্ উপসংহরন্ এতৎ ধাতৃহরি-  
রুদ্রাশ্রকং ত্রিতয়ং স্বমপি স্বকীয়নপি বপুঃ দেহম্ ঈশঃ মহেশ্বরত্বং তিরয়তি অন্ত-  
হিতং করোতি। ঈশ্বরঃ ধাতৃহরিরুদ্রান্ আশ্রিত্যারোপ্য স্বয়মপি সদাশিবত্ব-  
অন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়ঃ উক্তঃ। তদনন্তরং ব্রহ্মাণ্ডোৎপাদনারম্ভা  
সদাশিবস্ত জায়তে। তদানীমাহ—সদাপূর্ব ইতি। সদাশব্দঃ পূর্বঃ বস্ত শিব-  
শব্দস্ত সঃ সদাপূর্বঃ শিবশব্দঃ। তেন সদাশিবশব্দেন বাচ্যবাচকয়োঃ অভেদোপচারাৎ  
সদাশিবরূপং তত্ত্বম্ উপচর্যতে। সর্বং তদিদং পূর্বোক্তং ধাতৃহরিরুদ্রেশানাশ্রকং  
তত্ত্বচতুষ্টয়ং অনুগৃহ্ণাতি। চকারঃ শব্দাচ্ছেদে। শিবঃ সদাশিবঃ। কথমনু-  
গৃহ্ণাতীত্যশঙ্কায়ামাহ—তবাজ্ঞামালম্ব্য ইতি। তব ভবত্যাঃ ক্ষণচলিতয়োঃ  
ক্রলতিকয়োঃ ক্ষণমাত্রং চলিতয়োঃ। ক্রলতিকাচলনেন বিজ্ঞেয়মাজ্ঞামালম্ব্যেত্যর্থঃ।  
ভবদ্রাবিক্বেপমাত্রেন ধাতৃহরিরুদ্রেশানাশ্রকং তত্ত্বচতুষ্টয়মুৎপন্নং, ক্রতুটীকস্রণমাত্রেন  
তদ্বিনষ্টমিতি অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডানামুৎপাদনে সংহরণে চ স্বদ্রাবিক্বেপমাত্ররূপা  
শক্তিঃ সচিব্যং সদাশিবস্ত করোতীতি তাৎপর্যম্।

অত্রৈখং পদযোজনা—ভগবতি ! ধাতা জগৎ সূত্রে। হরিঃ জগৎ অবতি।  
রুদ্রঃ জগৎ ক্ষপয়তে। ঈশঃ এতৎ তিরস্কুর্বন্ স্বমপি বপুঃ তিরয়তি। সদাপূর্বঃ  
শিবঃ সর্বং তদিদং তব ক্ষণচলিতয়োঃ ক্রলতিকয়োঃ আজ্ঞামালম্ব্য অনুগৃহ্ণাতি ॥২৪॥

\* 'তিরয়তি' ইতি ল।



**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মতানুবাদ।**—হে ভগবতি, ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণু জগৎ পালন, রুদ্র জগৎ সংহার করেন, ঈশান,—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রকে স্বরূপে লীন করিয়া—নিজ তত্ত্বকেও সদাশিবতবে অন্তর্হিত করেন (ইহা প্রলয়াবস্থা)। অনন্তর সদাশিব আপনার কণসঞ্চালিত জ্বলিতকাষ্মণ্ডলের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরতত্ত্বকে অমুগ্ধীত করেন অর্থাৎ আপনার ইচ্ছিতেই সদাশিবের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে, ঈশ্বরতত্ত্বাদি সৃষ্টি ও তদ্বার জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি হয় ॥ ২৪ ॥

**অনুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরাত্মাভ্যাহ জগদ্বিত্তি । তব কিক্ষিচ্ছলিতয়োজ্জ্বলিতকয়োরাজ্যামালস্য তব কটাক্ষমাসাশ্র ধাতা সৃতে নিশ্চ্যতি, বিষ্ণুঃ রক্ষতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম্ম তিস্কুৰ্দ্ধন নিন্দন স্বং বপুঃ স্বগয়তি বিষয়ব্যাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । সদাপূৰ্ণঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্টাদিকং কৰ্ম্ম ইদং যোগাভ্যাসং কৰ্ম্ম সৰ্ব্বং অমুগ্ধীকৃত্য আত্মসাৎ করোতি ॥ ২৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তোমার ঈষচ্ছলিত জ্বলতা দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে,

ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োৰ্য্য বিরচিতা ।

তথা হি ত্বৎপাদোদবহন-মণিপীঠস্ত নিকটে,

স্থিতা হেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তমসু(ম)কুটাঃ ॥ ২৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ত্রয়াণাং দেবানাং ষাট্‌হরিরূপাণামিত্যর্থঃ । ত্রিগুণজনিতানাং সম্বরজন্তুঃপ্রভবাণাম্ । তব ভবত্যাঃ । হে শিবে ! শিব-মহিষি ! ভবেৎ ভবত্যেব । প্রাপ্তকালে লিঙ্ । পূজা সপৰ্য্যা । সৈব পূজা ন্যস্তেতি । দ্বিতীয়পূজাশব্দস্যর্থঃ । তব চরণয়োঃ যা পূজা বিরচিতা নিশ্চিতা । মুকুটঃ চৈতদিত্যাহ—তথাহীত্যাদিনা । তথাহি বুদ্ধমেতৎ । ত্বৎপাদোদবহন-

মণিপীঠস্ত তব পাদয়োঃ উহ্ননার্থং যন্মণিপীঠং পরিকল্পিতং তস্ত নিকটে উপসিংহা-  
সনসমীপে স্থিতাঃ বর্তন্তে স্ম । হি যন্মাৎ এতে ধাতৃহরিরুদ্রাঃ অধিকারপুরুষাঃ শব্দং  
অনবরতং মুকুলিতকরোত্তংসমকুটাঃ মুকুলিতাঃ কৃতাজ্জলয়ঃ করা এব উত্তংসাঃ,  
তদ্বৃক্ষাঃ মকুটাঃ যেষাং তে ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে শিবে ! তব ত্রিগুণজনিতানাং ত্রয়াণামপি দেবানাং  
তব চরণয়োঃ বা পূজা বিরচিতা ভবেৎ সৈব পূজা । তথাহি তৎপাদোহ্ননমণি-  
পীঠস্ত নিকটে হি যন্মাৎ মুকুলিতকরোত্তংসমকুটাঃ শব্দদেতে স্থিতাঃ ।

অয়ং ভাবঃ—ভগবত্যাঃ পাদপীঠসেবা পূজামাত্রােণ ন লভ্যতে, ● অপি তু  
ভগবত্যাঃ প্রসাদবশাদেবেতি ॥ ২৫ ॥

লক্ষ্মীধনরূত-টীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ ।—হে শিবে, আপনার  
সব, রজঃ ও তমোগুণজনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র—এই দেবত্রয়ের সম্পাদিত যে আপনার  
চরণযুগলপূজা, তাহাই প্রকৃত পূজা, তাই ইহার। আপনার পাদপীঠসমীপে অঞ্জলি-  
বদ্ধকরপুট শিরোভূষণরূপে মুকুটে রাখিয়া নিরন্তর থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন ।  
অর্থাৎ সাধারণ পূজায় এ অধিকার লাভ হয় না । ব্রহ্মাদির প্রতি আপনার  
অসীম কৃপাবশতঃ, ইহাদিগের এই অধিকারলাভ ॥ ২৫ ॥

অচ্যুতানন্দরূত-টীকা ।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতাস্তর-পূজা  
নিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি । হে শিবে ! তব চরণয়োঃ কৃত পূজা বা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-  
শিবানাং পূজা ভবেৎ । ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্ । যতন্তে ভবদ্-  
গুণজাতাঃ । তথাচ প্রকৃতে গুণাঞ্জয়ঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি  
অর্থাৎ সর্ব্বেষাং কারণং যথা তদ্রোপ্স্থলনিষেচনেতি ভাবঃ । হেতুস্তরমাহ, তথাহি  
এতে ব্রহ্মাদয়ঃ মুকুলিতকরোত্তংসমকুটাঃ তৎপাদোহ্ননমণিপীঠস্ত নিকটে  
শব্দানবরতং স্থিতাঃ । মুকুলিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং  
যেষাম্ । তৎপাদাবেব উহ্নেতে যেন রত্নসিংহাসনে তস্ত নিকটে অর্থাভ্যঙ্গিনবরতং  
স্থিতাঃ । তৎসেবয়া সর্ব্বেষাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

অমরানুবাদ ।—হে শিবে ! তোমার চরণকমল অর্চনা করিলে ত্রিগুণ-  
জনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়, তাঁহাদিগের  
আর স্বতন্ত্র পূজায় অপেক্ষা থাকে না । কারণ, তোমার চরণকমলের আশ্রয়  
মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর করপুটে  
অঞ্জলিবদ্ধন পূর্ব্বক তোমার পাদ-পদ্মদ্বয় নিজ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং,  
 বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্ !  
 বিতস্ত্রী মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং, \*  
 মহাসংহারেহস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ॥২৬॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা।**—বিরিঞ্চিঃ ব্রজা পঞ্চত্বং পঞ্চভূতানাং ব্যাটী-  
 রূপতাং, মরণমিতি যাবৎ, ব্রজতি যাতি । হরিঃ বিষ্ণুঃ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি  
 বিরতিম্ উপরতিং, মরণমিতি যাবৎ । বিনাশং মূর্তিং কীনাশঃ ধ্বংসঃ ভজতি । ধনদঃ  
 কুবেরঃ নিধনং মরণং যাতি প্রাপ্নোতি । বিতস্ত্রী বিশেষণে তস্ত্রী প্রমীলা জাভ্যাং  
 যন্তাঃ সা, নিদ্রাণেত্যাৰ্থঃ, মাহেন্দ্রী চতুর্দশানাং মনুনাং ইন্দ্রাণাং বিতাতিরপি সম্মীল্যহপি  
 সম্মীলিতদৃশা সম্মীলিতা দৃশা দৃষ্টিবৃত্তাঃ সা । “হলস্তাদপি টাবিহতে” ইতি টাপ্ ।  
 যথা, সম্মীলিতদৃশা করণেন—বিতস্ত্রী মাহেন্দ্রী । মহাসংহারে কল্পান্তে অস্মিন্  
 বিহরতি বিশৃঙ্খলতয়া বর্ততে, হে সতি ! পতিব্রতে ! ত্বৎপতিঃ সদাশিবঃ হরঃ  
 অসৌ সহস্রদলকমলে পরিদৃষ্টমানঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি । হরিঃ বিরতিং আপ্নোতি ।  
 কীনাশঃ বিনাশং ভজতি । ধনদঃ নিধনং যাতি । মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলিত-  
 দৃশা বিতস্ত্রী । হে সতি ! অস্মিন্ মহাসংহারে অসৌ ত্বৎপতিঃ হরঃ বিহরতি ।

অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বেষাং অধিকারপুরুষাণাং চ সংহারে ব্রহ্মাণ্ডভঙ্গসময়ে তব  
 পত্ন্যৰ্থং বিহরণং তৎ তব পাতিব্রতমহিমায়ত্তমিতি ॥ ২৬ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকান্ন অর্থানুবাদ।**—ব্রজা পঞ্চত্বং প্রাপ্ত,  
 বিষ্ণু উপরত, যম বিনাশপ্রাপ্ত, কুবের নিধনপ্রাপ্ত এবং চতুর্দশ মনুষ্যের বিভিন্ন  
 ইন্দ্রসমূহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন,—এইরূপ মহাসংহার অবস্থাতেও  
 হে সতি, আপনার পতি সদাশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা আপনারই পাতি-  
 ব্রত্যকল ॥ ২৬ ॥

**অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রতমাহ বিরিঞ্চি-  
 রিতি । হে সতি ! অস্মিন্ মহাসংহারে প্রহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বৎপতিঃ সদাশিবো  
 বিহরতি নান্তঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ । যস্মিন্ সংহারে বিরিঞ্চিঃ ব্রজা  
 পঞ্চত্বং ব্রজতীত্যাदि । পঞ্চত্বং মূর্তিম্ । বিরতিং মূর্তিম্ । বিনাশং কীনাশো ধ্বংসঃ ।  
 মাহেন্দ্রসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্বিবর্তস্ত্রাপি তজ্জারহিতাপি সম্মীলতি মহানিদ্রাং

প্রাপ্নোতি । অনিমেষা দৃষ্টিরপি অহুম্বেবা ভবতি, যস্মিন্ মহেজ্জোহপি নিধনং বাতী-  
ত্যর্থঃ । বিহরসীতি কচিং পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

**অম্মুবাদ ।**—হে সতি ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চম  
প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ণুরও শরীর ধ্বংস হয়, কালান্তক যমও বিনষ্ট হইয়া থাকেন,  
ধনাদ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং মহেজ্জের তন্ত্রারহিত সদা উন্নীলিত নয়নসমূহও  
নিমীলিত হইয়া যায় অর্থাৎ মহেজ্জও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েন । এই মহা-  
সংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি সদাশিবই বিহার করিতে থাকেন ॥ ২৬ ॥

সুধামপ্যাস্মাত্ প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং,  
বিপদন্তে বিশ্বৈ বিধিশতমখাত্যা দিবিষদঃ ।  
করালং যৎ ক্ষেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা,  
ন শস্তোস্তস্মূলং জননি তব তাড়(ট)কমহিমা ॥ ২৭ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকা ।**—“বিপদন্তে পঞ্চমম্” ইতি শ্লোকেন বহুস্তং  
তদেব সোপকরমাহঃ—সুধাম্ অমৃতম্ । অপিঃ বিরোধে । আস্মাত্ পীড়া ।  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং প্রতিভয়ে ভয়ঙ্করৌ জরামৃত্যু জরামরণে হরতীতি  
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণী তাম্ । বিপদন্তে ম্রিয়ন্তে বিশ্বৈ অখিলাঃ বিধিশতমখাত্যাঃ  
বিধিঃ ব্রহ্মা শতমখে দেবেজ্জঃ ভৌ আত্মৌ প্রভৃতিভূতৌ যেষাং তে দিবিষদঃ সুরাঃ ।  
করালং অত্যাগ্রং যৎ ক্ষেড়ং বিষং কালকুটং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ কালকলনা  
কালেন অবসানকালেন কলনা অবচ্ছেদঃ, মরণমিতি যাবৎ, ন শস্তোঃ তস্মূলং তন্ত  
কালকলনাইভাবস্ত মূলং কারণং তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! তাটকমহিমা  
তাটকস্ত ( সধবোচিত-কর্ণভূষণস্ত ) সামর্থ্যম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে জননি ! বিধৈ বিধিশতমখাত্যাঃ দিবিষদঃ প্রতিভয়-  
জরামৃত্যু-হরণীং সুধাং আস্মাত্যপি বিপদন্তে । করালং ক্ষেড়ং কবলিতবতঃ শস্তোঃ  
কালকলনা নাস্তীতি যৎ তস্মূলং তব তাটকমহিমা ।

অয়ং ভাবঃ—বদি শস্তোরপি বিপদন্তিঃ স্তাৎ তাটকচ্যুতিঃ তর্হি স্তাৎ । তাটক-  
চ্যাবকঞ্চ কালস্ত নাস্তি, কালোৎপত্তিস্থিতিগয়ানাং তাটকৈকনিয়তত্বাদিতি দেব্যাঃ  
পাতিব্রতমহিমা সর্বাতিশায়ী ইতি ॥ ২৭ ॥

**লক্ষ্মীধন-কৃত-টীকান্ন অম্মীনুবাদ ।**—জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র  
প্রভৃতি দেবগণ জীবন জরামৃত্যুনিবারক অমৃত পান করিয়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

থাকেন, আর শিব করাল কালকূট সেবন করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়,—মাতঃ, ইহার মূল তোমার (সধবাচিহ্ন) কর্ণভূষণের মাহাত্ম্য ॥ ২৭ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা।**—ঐমত্যাঃ পাতিব্রতামহা স্বধামিতি ।  
হে জননি ! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং স্বধাম্ অমৃতম্ অপ্যা-  
বাস্তবক্ষেত্রাভাঃ সর্বে দিব্যদো দেবাঃ বিপদস্তে বিপদা ভবন্তীত্যর্থঃ । ভয়ানকং  
বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শস্তোর্থয় কালকলনা কালবস্ততা মরণং, তন্মূলং  
তন্ত মূলং তব তাড়কমহিমা তব প্রকাশঃ তবাপ্রকাশাদেব শস্তোর্মৃত্যুঞ্জয়মিতি  
ভাবঃ । ঐড়কঃ স্বপ্রকাশে শ্রাতাড়কং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি ! জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদূরগকারী অমৃত  
পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাল-কবলিত  
হইয়া থাকেন ; কিন্তু নীলকণ্ঠ সন্তোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াও  
কালের বশীভূত হয়েন নাই । তোমার আশ্বপ্রকাশ অর্থাৎ শঙ্কু-শরীরে তোমার  
অমুপ্রবেশের এবং মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং,

গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাচ্ছাতবিধিঃ । \*

প্রণামঃ সংবেশঃ স্তম্ভমখিলমাত্মার্পণদশা,

সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥ †

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা।**—জপঃ মন্ত্রজপঃ “উপাংশুচৈক্যে ক্রিয়তে”  
ইত্যাদিভির্চৌদিতঃ সঃ জল্পঃ যাদৃচ্ছিকসঙ্গাপঃ । শিল্পং সকলমপি হস্তবিভাসাদিক্রিয়া-  
নিচয়ঃ মুদ্রাবিরচনা মুদ্রাণাং সংকোভ-দ্রাবণাকর্ষণ-বস্ত্রোদ্ভাদ-মহাঙ্কুশ-খেচরী-বীজ-  
ঘোনিত্রিখণ্ডাঙ্কানাং বিরচনা করণম্ । গতিঃ যাদৃচ্ছিকগমনং প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং  
প্রদক্ষিণক্রিয়া । অশনাদি ওদনাদি যৎকিঞ্চিৎ পদার্থচর্ষণং আছতিবিধিঃ আছতীনাং  
দেবতোদ্যেধেন হবিঃপ্রক্ষেপণাঙ্কানাং বিধিঃ করণম্ । প্রণামঃ নমস্কারঃ  
সংবেশঃ যাদৃচ্ছিকদণ্ডবলুষ্ঠনম্ । স্তম্ভং স্তম্ভকল্পং বস্ত্র জল্পশিল্পব্যতিরেকেণ অঙ্গভঙ্গ-  
নয়নোদ্যোলন-নিমীলনাদিকম্ অখিলং সমস্তং শব্দস্পর্শরসগন্ধাদিকং আত্মার্পণদশা  
আত্মার্পণবুদ্ধ্যা সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়ঃ সপৰ্য্যাপূজা তস্তাঃ পৰ্য্যায়ঃ রূপান্তরং, সপৰ্য্যাবেত্যর্থঃ,  
তব তে ভবতু ভূয়াং যৎ প্রসিদ্ধমেব মে মম বিলসিতং বিলাসঃ ।

\* প্রাদক্ষিণ্যক্রমণপাছতিবিধিঃ । ইতি ল,

† সপৰ্য্যাপৰ্য্যায়ঃ সপৰ্য্যাপূজাঃ সপৰ্য্যাপূজাঃ সপৰ্য্যাপূজাঃ সপৰ্য্যাপূজাঃ সপৰ্য্যাপূজাঃ ।

অত্রেখং পদযোজন—হে ভগবতি ! আত্মার্পণদৃশা জগৎ জপঃ, সকলমপি শিল্পং যুজ্যাবিরচনা, গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণঃ, অশ্বনাতি আহুতিবিধিঃ, সংবেশঃ প্রণামঃ, অধিলং স্তুতং মে মন্থিলসিতং চ তব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ভবতু ।

অরমর্থঃ—জগদীনাং জগাদিরূপতা যথার্থং কল্পিতা । এবং নয়নোন্মীলিত-নিমেঘোন্মেষাকভজজন্তাদীনাং যথার্থং সপৰ্যাপৰ্যায়তা উছা । শব্দাদেঃ স্তুতকরন্ত বস্তনঃ, বোড়শোপচারব্যতিরেকেণ আত্মার্পণবুদ্ধ্যা ত্যাগ এব সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ, ন তু স্বীকৃতানাম্ । যথা—শব্দাদীনাং বাদৃচ্ছিকসম্ভবেন স্তুতপ্রার্থিতাবে তৎস্তুতং মচ্ছেষঃ ন ভবতি কিন্তু সূদাশিবায়ৈত্যৰ্পণং সপৰ্যাপৰ্যায়ঃ ।

অত্রেদমহুসক্লেয়ম্—সময়িনাং মতে সময়স্ত সাদাধ্যাতবস্ত সপৰ্যয়া সহস্রদলকমল এব, ন তু বাহ্যে পীঠাদৌ । যে যে সময়িনো যোগীশ্বর জীবন্তুক্তাঃ সংসারযাত্রা-মহুবর্ভমানাঃ সাদাধ্যাতবমহুচিন্তয়ন্তঃ আট্মিকপ্রবণাঃ বর্তন্তে, তেবাং “জপো জগৎ শিল্পম্” ইত্যাদিনা সপৰ্যয়াপ্রকারো নিরূপিতঃ । যে তু সময়িনো যোগীশ্বরঃ বিজনে গুহান্তরে বা বরূপদ্বাদনাঃ নিগৃহীতেজিয়াঃ সাদাধ্যাতবদ্যাতনৈকনিষ্ঠাঃ বর্তন্তে, তেবাং বক্ষ্যমাণচতুর্বিধবড়বিধৈক্যাহুসক্কানমেব ভগবত্যাঃ সপৰ্য্যোতি অর্থাহুত্বং ভবতি । অতশ্চ পক্ষদ্বয়েইপি বাহ্যপূজায়াং তৎক্রিয়াকলাপে চ তৎসম্পাদনান্যাস-ক্লেশো নাস্তি সময়িনামিতি রহস্তম্ । যন্তু চক্ষুজ্ঞানবিদ্যায়ামুক্তম্ :—

সূর্য্যামণ্ডলমধ্যস্থং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।

পাশাঙ্কুশধনুর্কাগান্ ধারয়ন্তীং প্রপূজয়েৎ ॥

ইতি বাহ্যপূজাপ্রকারকথনং, তন্তু সময়েকদেশিমতমিতি পুরস্তাৎ প্রপ-  
ক্যতে ॥ ২৮ ॥ \*

লক্ষ্মীশব্দকৃত-টীকার মন্তব্যশুবাদ ।—হে ভগবতি, আত্ম-সমর্পণ-বুদ্ধি-অহুসারে শব্দোচ্চারণমাত্রই জপ, শিল্পমাত্রই যুজ্য (খেচরী দ্রাবণ প্রভৃতি) রচনা, গমনমাত্রই প্রদক্ষিণ, ভোজনমাত্রই আহুতি, শয়নমাত্রই প্রণাম এবং অস্ত্রাঙ্ক যে সকল স্তুতবিলাস আমার আছে, তৎসমস্তই আপনার পূজা-স্বরূপে পরিগণিত হউক । অর্থাৎ জীবন্তুক্ত সময়চারী গৃহস্থ, সাদানারী কল্যাণ নিবিষ্টচিত্ত এবং আত্মধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগের বাদৃচ্ছিক শব্দোচ্চারণাদিই জগাদি-স্থানীয় । সাধক সেই ভাব প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—অথ জ্ঞানযোগং প্রকটিকরোতি জপ ইতি । যস্মৈ বিলসিতং বচোষ্টিতং তৎ সপৰ্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু ।

তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জ্ঞানো বচনমাত্রং জ্ঞাপো ভবতু। মম সকলং  
অঙ্গুলিক্রিয়ামাত্রং মূত্রাবিরচনং ভবতু। সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং  
ভবতু। মম অদনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকৰ্ম ভবতু। মম সংবেশং শয়ন-  
মাত্রং অষ্টাঙ্গপ্রণামোহস্ত। মম অখিলং সূখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রং আত্মার্পণদৃশা  
আত্মনি পরদেবতায়াঃ অভেদভাবেনার্পণমস্ত। সকলমিত্যজহল্লিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎ-  
সমস্তই যেন তোমার অর্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার রূপস্বরূপ  
হউক। আর আমি যখন যেরূপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার  
মূত্রা-রচনস্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমা-কেই প্রদক্ষিণ  
করা স্বরূপ, আমার পান-ভোজনা-দি তোমার উদ্দেশে আহুতি-প্রদানস্বরূপ, আমি  
যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ, এবং আমার  
নিখিল-শক্তিসংযোগজনিত-সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক ॥ ২৮ ॥

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-

মমন্দং সৌন্দর্য্যাস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।

তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে,

নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ঘটচরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—দদানে দদতি দীনেভ্যো দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং  
লক্ষ্মীম্ অনিশম্ আশাহুসদৃশীং বাহ্যরূপাম্ অমন্দম্ অধিকং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং  
সৌন্দর্য্যস্ত লাভাশ্রয় প্রকরঃ সমূহঃ এব মকরন্দঃ পুন্দরসঃ তৎ বিকিরতি তব  
ভবত্যাঃ অস্মিন্ দৃশ্যমানে মন্দার-স্তবকসুভগে কল্পবৃক্ষগুচ্ছ-সৌভাগ্যবতি যাতু  
প্রাপ্নুয়াৎ। চরণে পাদান্তে নিমজ্জন্ নিতরাং মজ্জনং কুর্বন্ মজ্জীবঃ অহং চাসৌ  
জীবশ্চ মজ্জীবঃ করণচরণঃ করণানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি মনঃষষ্ঠানি তান্যেব চরণা যন্ত সঃ  
তন্ত্ৰি ভাবঃ ঘটচরণতাং ভ্রমরত্বম্।

**অত্রার্থঃ** পদযোজন।—হে ভগবতি! দীনেভ্যঃ আশাহুসদৃশীং শ্রিয়ম্ অনিশং  
দদানে অমন্দং সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতি মন্দারস্তবকসুভগে অস্মিন্ তব  
চরণে করণচরণঃ মজ্জীবঃ নিমজ্জন্ ঘটচরণতাং যাতু।

অত্রাতিশয়োক্তি-রলঙ্কারঃ, চরণস্ত কমলত্বেন নিগীর্থাধাবসানাৎ। মন্দারস্তবক-  
সুভগ ইত্যর্থ উপালালঙ্কারঃ। অনরোঃ সংসৃষ্টিঃ। করণচরণ ইত্যত্র রূপকং,  
করণানাং চরণত্বেন রূপাৎ। মজ্জীবঃ ঘটচরণতাং বাহিত্যত্র পরিণামালঙ্কারঃ

স্পষ্টঃ। অনরোরজাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। সৌন্দর্য্যপ্রকরমকরন্মং বিকিরতীত্যত্র  
রূপকং নিগীর্ধ্যাখ্যবসানে নিমিত্তম্। অতএব নৈকদেশরূপকম্, অবরবানাং প্রতি-  
পাদনাং। করণচরণঃ ষট্চরণতাং যাদ্বিতি ফলত্বেনোদ্দেশ্যং অবরবৎ তস্ত।  
অতোহস্মিন্ চরণ ইতি আরোপবিষয়তয়া চরণমুপাদায় কমলমারোপ্যমাণবুদ্ধ্যা  
নিগীর্ণমিতি সম্যক্। এবং পরিণামাতিশয়য়োঃ সঙ্কর এব ন তু সংস্ফটিক্রিতি  
ধোয়ম্ ॥ ৩০ ॥

**সম্বন্ধীধরকৃত-টীকার মর্শ্বানুবাদ।**—হে ভগবতি, দীনজনগণে  
আশাস্বরূপ সম্বন্ধিদানতৎপর, অসীম সৌন্দর্য্যস্বরূপ মকরন্দবর্ষী মন্দারবৃক্ষমস্তবক-  
মনোহর, আপনার এই চরণকমলে নিমগ্ন ইন্দ্রিয় ( চক্ষুঃ, শ্রোত্র, শ্রাণ, রসনা, শ্রব  
ও বনঃ এই ষড়্ভিঙ্গিয় ) রূপ চরণযুক্ত মৎস্বরূপ জীব ষট্পদভাবে প্রাপ্ত হউক।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অথৈকান্তিকৌঃ ভক্তিমাহ দদানে  
ইতি। হে মাতঃ! অগ্নিমন্দারস্তবকসুভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব  
চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ ষড়্ভিঙ্গিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্চরণতাং ভ্রমররূপত্বং  
যাতু। কিম্বুতে? দীনেভ্যঃ নিরন্তরম্ আত্মাহুসদৃশীং স্বাভিন্নাং শ্রিয়ম্ আত্ম-  
সদৃশমৈশ্বর্য্যং দদানে। তথাচ মুক্তিচতুর্বিধা,—সার্টি-সালোক্য-সাক্ষ্য-সাবুজা-  
মিতি। পুনঃ কিম্বুতে? সৌন্দর্য্যাসমূহরূপং মকরন্দম্ অমন্দং যথা স্রাত্তথা বিকি-  
রতি বিক্লিপতি ॥ ২৯ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্বদা  
আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরন্তর সৌন্দর্য্যাসমূহরূপ মকরন্দ  
ক্ষরিত হইয়া থাকে, যাহা পারিজাতকুম্ম-স্তবকের ত্রায় স্তম্ভনোহর, তোমার  
সেই চরণ-সরোজে আমার জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া ছয়-ইন্দ্রিয় দ্বারা ষট্পদরূপ ধারণ  
করুক ॥ ২৯ ॥

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিঃ,

কঠোরে কোটীরে স্থলসি জহি জস্তারি(ম)মুকুটম্।

প্রণত্রেষেতেষু প্রসভমুপযাতস্ত ভবনং,

ভবস্তাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্তির্বিজয়তে ॥ ৩০ ॥

**সম্বন্ধীধরকৃত-টীকা।**—কিরীটং মুকুটং বৈরিঞ্চং বিরিক্ষিসম্বন্ধি  
পরিহর দূরত এব কুরু। পুরঃ অগ্রভাগে কৈটভভিঃ কৈটভাহুরং ভিনভীতি

\* অত্র দ্রোক্ত সম্বন্ধীধরটীকা-বৃত্ত-মুক্তিত-পুণ্ডকাসুসাগিনী সংখ্যা ১০।



কৈটভভিৎ তন্ত্ৰ বিষ্ণোঃ কঠোরে কোটীরে মকুটাঞ্চলে স্থলসি । অত্র কাঙ্ক্ষঃ  
অমুসন্ধেয়া । জহি তাজ্জ জন্তারিমকুটং জন্তারেঃ ইন্দ্রস্ত মকুটম্ কিরীটম্ । প্রণত্রেষু  
প্রকর্ষণে দণ্ডবৎ নতেষু এতেষু বিরিক্ষিকৈটভভিজ্জন্তারিষু প্রসভম্ অভিলাষঃ  
সসম্মমিতার্থঃ, উপযাতস্ত সমাগতস্ত ভবনং মন্দিরং ভবন্ত পরমেশ্বরস্ত অভ্যুত্থানে  
অভিমুখোখিতৌ তব পরিজনোক্তিঃ সেবকানাং বচনং বিজয়তে সর্বোৎকর্ষণ  
বর্ততে ।

অত্রৈখং পদযোজন।—হে ভগবতি ! পুরঃ বৈরিক্ষঃ কিরীটং পরিহর,  
কৈটভভিঃ কঠোরে কোটীরে স্থলসি, জন্তারিমকুটং জহি, ইত্যেবংরূপা এতেষু  
প্রণত্রেষু সংস্র ভবনমুপযাতস্ত ভবন্ত প্রসভং তবাভ্যুত্থানে পরিজনোক্তিবিজয়তে ।

অত্র উদাত্তালঙ্কারঃ, “সমৃদ্ধিমবস্তবর্ণনমুদাত্তম্” ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৩০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—হে ভগবতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু  
ও ইন্দ্র যখন ( আপনার চরণসমীপে ) দণ্ডবৎ প্রণত, তখন মহাদেব আপনার ভবনে  
আগমন করাতে আপনি সহসা তাঁহার অভ্যুত্থান করিলে, (সম্মম-প্রচলিত) পরিজন-  
গণের যে একজনকে আর একজন বলিয়া থাকে—‘সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট, পা দিও  
না, ( ওদিকে ) বিষ্ণুর ( ভূপতিত ) কঠোর মুকুটে পড়িয়া যাইবে, ইন্দ্রের মুকুট  
সরাইয়া দেও’—সেই উক্তির জয় জয়কার ॥ ৩০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমত্যা আরাধাতৃমাহ  
কিরীটমিতি । হে মাতঃ ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সংস্র অকস্মাৎস্তব ভবনং উপযাতস্ত  
শিবস্ত অভ্যুত্থানে সতি পরিজনানাং মুক্তির্কচনং বিজয়তে জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি ।  
তৎ কিমিত্যাহ—অগ্রতো বৈরিক্ষম্ বিরিক্ষেঃ ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ।  
কৈটভভিদো বিষ্ণোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরং অগ্নিন্ স্থলসি পতসি অত্র  
সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ । জন্তারিমকুটং জহি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ হনধাতু-  
স্ত্যাগার্থে । পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! ব্রহ্মাদি যখন তোমার চরণে দণ্ডবৎ প্রণত,  
তদবস্থায় শিব সহসা তোমার ভবনে উপস্থিত হইলে—তোমাকে সসম্মমে তাঁহার  
প্রত্যক্ষাগমন করিতে দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ সতর্কতার জন্ত বলিতে থাকেন  
যে, ‘দেবি ! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা দ্বারা যেন তোমার চরণে  
আঘাত লাগে না ; এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন ইহাতে  
পদাঘাতন হয় না । এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস ।’  
দেবি ! তোমার পরিজনগণের এই সমস্ত বাক্য জরোত্তমাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ সকলমভি- \* সন্ধ্যায় ভুবনং,

স্থিতস্তত্ত্বংসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রঃ † পশুপতিঃ ।

পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনাং(না-)

স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্রিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—চতুঃষষ্ঠ্যা চতুঃষষ্টিসংখ্যাতকৈঃ মহামায়া-  
শব্দাদিভিঃ তন্ত্ৰৈঃ সিদ্ধান্তৈঃ । অত্র চতুঃষষ্টিশব্দস্ত সন্ধ্যায়পরত্বাৎ একবচনান্তত্বম্ ।  
সকলং সমস্তং অতিসন্ধ্যায় অপবাহ বধয়িত্বা ভুবনং প্রপঞ্চং স্থিতঃ নিবৃত্তব্যাপারঃ  
তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ তাস্য তাস্য সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ চতুঃষষ্টিতন্ত্ৰেষু একস্মিন্  
একস্মিন্ তন্ত্ৰে প্রয়োজনভূতাঃ একৈকসিদ্ধয় ইত্যর্থঃ, তাসাং প্রসবঃ উৎপত্তিঃ, তত্র  
পরতন্ত্ৰৈঃ । যথা—তেষাং তেষাং সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ যেষাং যেষাং সাধকানাং  
স্বস্বাভিমতাঃ সিদ্ধয়ঃ তত্ত্বংসিদ্ধয়ঃ, তাসাং প্রসবপরতন্ত্ৰৈঃ উৎপাদনৈকনিয়তৈঃ । পশু-  
পতিঃ পশূনাং প্রাণিনাং পতিঃ, পশুস্তীতি পশবঃ । যথা—ইন্দিয়াপ্যেব পশুস্তীতি  
ব্যুৎপত্ত্যা পশবঃ ইন্দিয়াপি, তান্ পশূন্ পাতি রক্ষতীতি পশুপতিঃ জীবঃ,  
শিব এব জীব ইতি পশুপতিঃ শিবঃ, পুনঃ ভূয়ঃ স্মিৰ্ব্বন্ধাৎ ত্বয়া নিৰ্ব্বন্ধঃ তস্মাৎ ।  
চতুঃষষ্টিতন্ত্র-প্রতিপাদিত-সৰ্ব্বসিদ্ধান্তরূপ-সকল-পুরুষার্থ-সাধন-ভূত-তন্ত্রান্তরোপদেশ-  
স্বীকারব্যগ্রয়া দেব্যা ভগবত্যা কৃতো নিৰ্ব্বন্ধ ইতি যাবৎ । যথা—ঋদিতি ভিন্নং পদং  
পঞ্চমাস্তম্ । অখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রম্ অখিলানাং পুরুষার্থানাং মুখ্যত্বেন ঘটনায়াং  
স্বতন্ত্রং স্বয়মেব প্রধানং তে ভবত্যাঃ তন্ত্রং ক্রিতিতলং ভূতলং অবাতীতরং ।  
তরতেণো চণ্ডি রূপম্ । গতার্থত্বাৎ “গতিবুদ্ধি” ইত্যাদিসহজেন দ্বিকৰ্ম্মকত্বম্ । ইদং  
বক্ষ্যমাণম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতিঃ সকলং ভুবনং তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসব-  
পরতন্ত্ৰৈঃ চতুঃষষ্ঠ্যা তন্ত্ৰৈঃ অতিসন্ধ্যায় স্থিতঃ । পুনঃস্মিৰ্ব্বন্ধাৎ অখিলপুরুষার্থৈক-  
ঘটনাস্বতন্ত্রম্ তে তন্ত্রমিদং ক্রিতিতলমবাতীতরং ।

চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণি চতুঃশতান্যম্—

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃণামুক্তমানি চ ।

মহামায়াশব্দঃ চ যোগিনীজালশব্দরম্ ॥

তদ্বশব্দকং চৈব তৈরবাষ্টকমেব চ ।

বহুরূপাষ্টকং চৈব বামলাষ্টকমেব চ ॥

চক্ষুজ্ঞানং মালিনী চ মহাসম্মোহনং তথা ।  
 বামজুষ্ঠং মহাদেবং বাতুলং বাতুলোত্তরম্ ॥  
 হৃদেদং তত্ত্বভেদং চ শুভতত্ত্বং চ কামিকম্ ।  
 কলাবাদং কলাসারং তথাহিত্বং কুণ্ডিকামতম্ ॥  
 মতোত্তরং চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তরম্ ।  
 পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোজ্জামরমেব চ ॥  
 কুলসারং কুলোজ্জীর্ণং কুলচূড়ামণিস্থা ।  
 সৰ্বজ্ঞানোত্তরং চৈব মহাকালোমতং তথা ॥  
 অরুণেশং মোদিনীশং বিকুণ্ঠেশ্বরমেব চ ।  
 পূৰ্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিরুত্তরম্ ॥  
 বিমলং বিমলোক্তং চ দেবীমতমতঃ পরম্ ॥

ইত্যেবং চতুষ্টয়তত্ত্বাণি পার্শ্বদ্বীপে প্রতি কথিতানি । এতানি তত্ত্বাণি ভগতাম্  
 অতিসম্মানকারণানি, বিনাশহেতুভূতানি, বৈদিকমার্গদূরবৰ্জিতাং । অতএবোক্তং  
 ভগবৎপাদৈঃ “চতুষ্টয়া তত্ত্বৈঃ সকলমতিসম্মান্য ভূবনম্”—সকলাবিশ্বলোক-  
 প্রতারকাণি ইমানি চতুষ্টয়তত্ত্বাণি—ইতি । তথাহি—

মহামায়াশব্দরত্নং মায়াপ্রপঞ্চনিৰ্ম্মাণফলম্ । মায়াপ্রপঞ্চনিৰ্ম্মাণং নাম সৰ্ব্বেষাং  
 চক্ষুরাদীনাং অত্যাশংসপার্থগ্রহণকারণং, যথা ঘটস্ত পটাকারেণ প্রতিভাসনম্ ।

যোগিনীজালশব্দরত্নম্—মায়াপ্রধানতত্ত্বং শব্দরমিত্যাচ্যতে । তত্র তত্ত্বৈ যোগিনীনাং  
 জালদর্শনম্ । তচ্চ আশানাদিকুমার্গেণ সাধ্যতে ।

তত্ত্বশব্দরত্নম্—তত্ত্বানাং পৃথিব্যাদীনাং শব্দরত্নং মহেন্দ্রজালবিজ্ঞা । মহেন্দ্রজাল-  
 বিজ্ঞায়াং পৃথিবীতত্ত্বে উদকতত্ত্বাদীনি উদকতত্ত্বে, পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি এবম্  
 অন্তোন্তং প্রতিভাসন্তে ।

ভৈরবষ্টকং নাম—সিদ্ধভৈরব—বটুকভৈরব—কঙ্কালভৈরব—কালভৈরব—  
 কালাগ্নিভৈরব—যোগিনীভৈরব—মহাভৈরব—শক্তিভৈরবপ্রধানানি অষ্টতত্ত্বাণি  
 নিধ্যাতৈষ্ঠিক ফলসাধনাত্তপি কাপালিকমতত্বাং বৈদিকমার্গদূরাণি ।

বহুরূপাষ্টকম্—শক্তেঃ সমুদ্ভূতানি রূপাণি ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কোমারী বৈষ্ণবী  
 বারাহী মাহেন্দ্রী চামুণ্ডা শিবদূতী চেত্যষ্টৌ রূপাণি । এতান্নবল্লভ্য প্রবৃত্তানি তত্ত্বাণি  
 অষ্টৌ, তেষাং গণঃ অষ্টকম্ । এতদপি বেদমার্গ-দূরত্বাৎ হেয়ম্ । অত্র ত্রিবিজ্ঞায়াঃ  
 প্রসঙ্গঃ বহুরূপাষ্টকপ্রস্তাবে প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা পাতিত ইতি ন কচ্চিদ্বোধঃ ।

যমলাষ্টকম্—যমলা নাম কামসিদ্ধায়া তৎপ্রতিপাদকানি তত্ত্বাণি যামলাষ্টকৌ ।

তেষাং গণঃ বামলাষ্টকম্ । তদপি বৈদিকমার্গদূরম্ । যত্বেপি চতুঃষষ্টিতন্ত্রাণাং  
বামলঙ্ঘ্যং লোকব্যবহারসিদ্ধং ; তত্ত্ব অর্বৈদিকত্বসাম্যাৎ উপচারাতিতি ধ্যেয়ম্ ।

চন্দ্রজ্ঞানম্—চন্দ্রজ্ঞানবিভাগ্যং বোড়শনিত্যাং প্রতিপাদনম্ । নিত্যাং প্রতি-  
পাদকত্বেহপি কাপালিকমতান্তঃপাতিত্বাৎ হেয়মেব । উপাদেয়চন্দ্রজ্ঞানবিভাগ্য চতুঃষষ্টি-  
তন্ত্রাতীতা ।

মালিনীবিভাগ্য—সমুদ্রযানোপায়হেতুঃ । সাপি বৈদিকমার্গদূরবর্তিনী ।

মহাসমোহনম্—জাগ্রতামপি নিদ্রাহেতুঃ । তদপি বালজিহ্বাচ্ছেদনাদিকুম্মার্গেণ  
সাধ্যামিতি নিবিদ্ধম্ ।

বামজুষ্টি-মহাদেবতন্ত্রে বামাচারপ্রবর্তকে ইতি হেয়ে ।

শাতুলং, বাতুলোত্তরং, কামিকং চ তন্ত্রত্রয়ং কৰ্ষণাদিপ্রতিষ্ঠান্তবিধিপ্রতি-  
পাদকম্ । তন্মিহ তন্ত্রত্রয়ে কৰ্ষণাদি-প্রতিষ্ঠান্তা বিধয়ঃ একদেশে প্রতিপাদিতাঃ ।  
স চৈকদেশো বৈদিকমার্গ এব । অবশিষ্টস্ত অর্বৈদিকঃ ।

হস্তেদতন্ত্রং কাপালিকমেব । যত্বেপি হস্তেদতন্ত্রে ঘটকমলভেদসহস্রারপ্রবেশী  
প্রতিপাদিতো । তথাপি তন্মিহ তন্ত্রে বামাচার এব প্রযুক্ত ইতি কাপালিকমেব  
তন্ত্রম্ ।

তন্ত্রভেদগুহ্যতন্ত্রয়োঃ প্রকাশেন রহস্তেন চ পরকৃততন্ত্রাণাং ভেদ ইতি তদ্বিত্ত্ব-  
ষ্ঠানে বহুহিংসাপ্রসক্তেঃ তন্ত্রতন্ত্রত্রয়ং বৈদিকমার্গদূরম্ ।

কলাবাদং—কলানাং চন্দ্রকলানাং বাদঃ প্রতিপাদনং যন্মিহ তন্ত্রে তৎকলাবাদং  
বাৎস্তায়নাদিকম্ । যত্বেপি কামপুরুষার্থত্বেহপি কলাগ্রহণ-মোক্শণ-দশস্থানগ্রহণ-চন্দ্র-  
কলারোপণাদীনাং কামপুরুষার্থে অনুপযোগাৎ পরদারগমনাদিনিষিদ্ধাচারোপদেশাচ্চ  
একদেশে নিবিদ্ধম্ । যত্বেপি নিষিদ্ধাংশঃ কাপালিকতন্ত্রং ন ভবতি ; তথাপি তন্ত্র  
প্রবর্তমানঃ পুরুষঃ অবশ্যং কাপালিকাচারো ভবতীতি কাপালিকত্বেন গণনা তন্ত্রতন্ত্র ।

কলাসারম্—বর্ণোৎকর্ষবিধিবত্র প্রবর্ততে তৎ কলাসারং প্রধানম্ ।

কুটিকামতম্—যুটিকাসিদ্ধিহেতুঃ । তদপি বামাচারপ্রধানমেব ।

মতোত্তরমতে—রসসিদ্ধিঃ ।

বীণাখ্যে—বীণা নাম যোগিনী । সা সিধ্যতীতি বীণাখ্যম্ । সা বীণা সন্তোষ-  
যক্ষিণীতি কেচিদান্তঃ ।

ত্রোতলে—যুটিকাঞ্জনপাত্ৰকাসিদ্ধিঃ । যুটিকা পানপাত্ৰম্ ।

ত্রোতলোত্তরে—চতুঃষষ্টিসহস্রসংখ্যাক্ষয়িনীনাং দর্শনম্ ।

সর্বমেতদ্ বামাচারপ্রধানম্ ।

পঞ্চমতম্—পঞ্চানাম্ পৃথিব্যাদীনাং পিণ্ডাণ্ডে যত্র মরণাভাবঃ প্রতিপাদিতঃ  
তৎ পঞ্চমতং তদ্রম্। তদপি কাপালিকমেব।

রূপভেদাদিতত্ত্বপঞ্চকং মারণহেতুরিতি অবৈদিকম্।

সর্বজ্ঞানাদিতত্ত্বপঞ্চকং কাপালিকসিদ্ধান্তৈকদেশিদিগদ্বয়মতমিতি দ্বয়ত এব  
হেয়ম্।

পূর্বাদিদেবীমত্তপর্যাস্তং দিগদ্বয়ৈকদেশশৃঙ্গপণকমতমিতি তত্ততোহপি দ্বয়ত এব  
হেয়ম্।

এবং চতুঃষষ্টিতত্ত্বাণি পরিজ্ঞাতৃণামপি বঞ্চকানি। ঐহিকসিদ্ধিমাত্রপরম্যাৎ  
বৈদিকমার্গদূরাণি। পরিজ্ঞাতারোহপি ঐহিকফলাপেক্ষয়া তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ  
প্রভারিতা এবৈতি রহস্তম্।

নহু বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষরহিতস্ত ভগবতঃ পরমেশ্বরস্ত পশুপতেঃ কাংশ্চিৎ প্রতি  
বিপ্রলস্তকত্বং কথমিতি চেৎ—

মৈবম্—পরমেশ্বরে পরমকারুণিকে বিপ্রলিপ্সাত্মাশয়দোষাঃ ন সন্তোষ। কিন্তু  
পরমেশ্বরঃ পশুপতিঃ ব্রহ্মক্ষত্রবৈশ্যশূদ্রজান্ মূর্খাবসিতাত্মহুলোমপ্রতিলোমজাতীরানধি-  
কৃত্য তত্ত্বাণি নির্মিতবান্। তত্র ত্রৈবর্ণিকানাং চন্দ্রকলাবিজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমধিকারঃ,  
শূদ্রাদীনাং চতুঃষষ্টিতত্ত্বমধিকারঃ। এবমধিকারভেদমজানানাঃ অমীমাংসকাঃ  
ব্যমুহুস্তি। তেবামেবায়ং দোষাঃ, ন পশুপতেঃ পরমেশ্বরস্তেতি ধ্যেয়ম্।

চন্দ্রকলাবিজ্ঞানকং ত্রিবিজ্ঞাপ্রতিপাদকতত্ত্বম্—চন্দ্রকলা, জ্যোৎস্নাবতী, কলা-  
নিধিঃ, কুলার্ণবম্, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বার্ষস্পত্যং, দুর্কাসমতং চেতি। অগ্নিন্  
তত্ত্বাষ্টকে ত্রৈবর্ণিকানাং শূদ্রাদীনাং চ অধিকারোহস্তি। তত্র ব্রাহ্মণাদীনধিকৃত্য  
সব্যমার্গেণ প্রাদক্ষিণ্যেন সর্কোহপ্যহুষ্ঠানকলাপঃ প্রতিপাদিতঃ। শূদ্রাদীনধিকৃত্য  
অপসব্যমার্গেণ বামাচারো নিরূপিতঃ।

শুভাগম-তত্ত্বপঞ্চকে বৈদিকমার্গেণৈব অহুষ্ঠানকলাপো নিরূপিতঃ। অয়ং  
শুভাগমপঞ্চকনিরূপিতো মার্গঃ বসিষ্ঠ-সনক-শুক-সনন্দন-সনৎকুমারৈঃ পঞ্চভিঃ মুনিভিঃ  
প্রদর্শিতঃ। অয়মেব সময়চ্যায় ইতি ব্যবহ্রিয়তে। তথৈবান্মাভিন্নপি শুভাগম-  
পঞ্চকানুসারেণ সময়মতমবলম্ব্যেব ভগবৎপাদমতমহুহুত্যা ব্যাখ্যা রচিতা। চন্দ্র-  
কলাবিজ্ঞানকস্ত কুলসময়ানুসারিণেন মিশ্রকমিত্যুচ্যতে বিধতিঃ। চতুঃষষ্টিতত্ত্বাণি  
কুলমার্গ এব।

মিশ্রকং কোলমার্গং চ পরিত্যজ্যং হি শাক্তি ইতি লিখনবচনাৎ মিশ্রকমতং  
কোলমার্গং চ পরিত্যজ্যম্। কোলৈঃ যুগ্মতে ঽবলম্ব্যতে ইতি কোলমার্গঃ

কৌলমতম্ । কর্ণাণি ঘঞ্ । অতশ্চ শুভাগমপঞ্চকমেব বৈদিতৈকরাদরণীয়ম্, কেবল-  
সময়মার্গপ্রদর্শনপরহাৎ । সময়মার্গস্বরূপং তু “তবাধারে মূলে সহ সময়য়া” \*  
ইত্যাদিন্নৌকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ।

তত্র শুভাগমপঞ্চকে বোড়শনিত্যানাং প্রতিপাদনং মূলবিজ্ঞানামস্তর্ভাবমঙ্গীকৃত্য  
অঙ্গতয়া । চক্রবিজ্ঞানাং অঙ্গতয়ৈবাস্তর্ভাবঃ কথিতঃ । অতএব চতুঃষষ্টিবিজ্ঞান-  
তৃতীয়ঃ চক্রজ্ঞানবিজ্ঞানাং বোড়শনিত্যাঃ প্রধানত্বেন প্রতিপাদিতা ইতি, তৎপ্রতি-  
পাদকং তজ্জং কৌলমার্গঃ, অয়ং তু সময়মার্গ ইতি ভেদঃ ।

অত্রৈদমমুসংক্ষেপম্—শুভাগমপঞ্চকং নাম বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুভ-  
সংহিতা, সনন্দনসংহিতা সনৎকুমারসংহিতা, ইতি পঞ্চসংহিতাঃ শুভাগমপঞ্চকম্ । তত্র  
বসিষ্ঠসংহিতায়াং দেবীং প্রতি ঈশ্বরবচনং বসিষ্ঠেন শক্তিকৌশলিতঃ । যথা :—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যাবোড়শকং তব । †

ন কশ্চচিন্নয়াখ্যাতে সর্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ ॥

তত্রাদৌ প্রথমা নিত্য মহাজিপুরমুন্দরী ।

ততঃ কামেশ্বরী নিত্য নিত্য চ ভগমালিনী ॥

নিত্যক্লিন্না তথা চৈব ভেকুণ্ডা বহিবাসিনী ।

মহাবিশ্বে( বস্ত্রে ) স্বরী রৌদ্রী স্বরিতা কুলমুন্দরী ॥

নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্বমঙ্গলা ।

আলামালিনীচিহ্নপাঃ এতা নিত্যাস্ত বোড়শ ॥

প্রতিপৎপ্রভৃতে দেব্যাঃ পৌর্ণমাস্তত্ত্বমর্চয়েৎ ।

একাদিব্রহ্মা হাত্তা চ দর্শাস্তং দেবি বিগ্রহম্ ॥

এতচ্চ বোড়শনিত্যানাং বোড়শতিথ্যাঙ্কস্বম্ উত্তরল্লৌকে নিরূপাতে ।

ইদানীং বোড়শনিত্যানাং ত্রীচক্রে অঙ্গতয়া অন্তর্ভাবো নিরূপাতে,—বোড়শনিত্যাস্ত  
অষ্টবর্গাঙ্কতয়া অষ্টদলপদ্যে অষ্টপত্রেষু স্থিতাঃ যথাক্রমে অষ্টকোণচক্রে প্রাগাদি-  
কোণমারভ্য একৈকস্মিন্ কোণে দ্বিকং দ্বিকমস্তত্বতম্ । এবম্ অষ্টদ্বিকানি অষ্টকোণেষু  
অস্তত্বতানি । এতা এব নিত্যাঃ বোড়শস্বরাঙ্কতয়া বোড়শদলপদ্যে স্থিতাঃ  
দ্বিদশারেহস্তত্বতঃ । এতাসাং নিত্যানাং মধ্যে প্রথমং নিত্যাস্বয়ং ত্রিকোণ-  
বিন্দুরূপেণ স্থিতম্ । অবশিষ্টাস্ত চতুর্দশ নিত্যাঃ মধ্যশ্রে অন্তত্বতঃ । মেখলা-  
ত্রয়চুপ্তয়ত্রয়ে বৈদ্যবত্রিকোণায়োরন্তত্বতে । এবং নিত্যানাং চক্রে অন্তর্ভাবঃ ।

\* স্রোঃ ৪১ ।

† “বোড়শকম্ নবম্”, “বোড়শিকার্ণবঃ”, ইতাপি পাঠান্তরে

ইমমেবাস্তর্ভাবঃ সেকুপ্রস্তারমাহঃ। অতএব চক্রকলাবিভাগাঃ চক্রবিভাগাঃ অঙ্গস্বং  
নিত্যানাং সিদ্ধম্।

সনন্দসংহিতায়াম্ স্ববীন্ প্রতি সনন্দনবচনম্—এতাস্ত বোড়শনিত্যাঃ চক্র-  
কলায়াঃ চক্রবিভাগা অঙ্গভূতাঃ। এতাস্ত বোড়শনিত্যাঃ স্বরাধ্বিকাঃ পঞ্চদশাকরী-  
নস্তগত “এ”কারাদিভূত “অ”কার-বিসর্গাশ্চক “স”কারাভ্যাং সঙ্ হীতাঃ জীবকলা-  
রূপাঃ বৈন্দবস্থানে স্থাপিতাঃ তত্রৈব অঙ্গভূতাঃ। কাদয়ো মাবসানাঃ পাশাছুশ-  
বীজযুক্তাঃ সন্তঃ অষ্টারে দশকোণধরে চ অঙ্গভূতাঃ। শিষ্টাস্ত যকারাদয়ো নববর্ণাঃ  
দ্বিরাবৃত্ত্যাক্ষরেষু চতুর্দশকোণেষু চতুর্দশ অঙ্গভূতাঃ, শিষ্টং বর্ণচতুষ্টয়ং শিবচক্রচতু-  
ষ্টয়েহস্তভূতম্। ইমমেব কৈলাসপ্রস্তারমাহঃ। এবং নিত্যানাম্ চক্রবিভাগাম্  
অঙ্গস্বং প্রতিপাদিতম্।

সনৎকুমারসংহিতায়ামপি চক্রবিভাগাঃ বোড়শনিত্যানাম্ অঙ্গস্বং প্রতিপাদিতম্।  
যথা সনৎকুমারবচনম্—ত্রীচক্রস্বাঙ্গভূতাঃ নিত্যাঃ বশিত্তানিভিঃ দ্বিকং দ্বিকং মেলয়িত্বা  
বৈন্দবং ত্রিকোণং বিহার্য অষ্টম্ কোণেষুস্তর্ভাব্যাঃ। মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরী অন্তর্ভাব্যা  
অষ্টবর্গাস্ত অষ্ট বশিত্তাদয়ঃ, বোড়শ নিত্যাঃ, দ্বাদশ যোগিত্তঃ,—এবং চতুঃচষারিংশৎ।  
অত্র একাং শক্তিং বিহার্য ত্রয়ঃচষারিংশৎকোণেষু ত্রয়ঃচষারিংশদেবতা  
অন্তর্ভাব্যাঃ, একাং ত্রিপুরসুন্দরীং বৈন্দবস্থানাদধস্তাং, গন্ধাক্ষিণ্যাদয়স্ত চতুর্ভারেবু,  
ইতি নিত্যানাম্ অঙ্গস্বং প্রতিপাদিতম্। ইমমেব তুপ্রস্তারমাহঃ। অষ্টানাং  
বশিত্তাদীনাং দ্বাদশযোগিনীনাং গন্ধাক্ষিণ্যাদীনাং নামধেয়ান “সবিত্রীভিক্টোচাম্” \*  
ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতানি ॥ ৩১ ॥

**সম্মতীশঙ্কর-তীকাক্স অর্থানুবাদ**।—হে ভগবতি, মানবের সেই  
সেই একৈক লৌকিক অভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনসমর্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা নিখিল ভুবনকে  
বঞ্চিত করিয়া অবস্থিত পণ্ডপতি, আগনারই আগ্রহে, নিখিল পুরুষাৰ্থ-সম্পাদনে  
স্বয়মেব সমর্থ—আগনারই বক্ষ্যমাণ তন্ত্র ভূতলে অবতীর্ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহা-  
মীয়া শব্দ প্রভৃতি চতুঃষষ্টি তন্ত্র বেদ-বাছ ও মারা ইন্দ্রজাল প্রভৃতি একৈক ক্ষুদ্র-  
সিদ্ধিসম্পাদক, তাহা অহুলোমসঙ্কর এবং বেদানধিকারী ও ঐক্লপ সিদ্ধি-  
অভিলাষী জনগণের সাধনার্থ শিব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু বাহারা  
উচ্চসাধনার অধিকারযুক্ত ব্রাহ্মণাদি জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে, তাহারাও  
ক্ষুদ্রসিদ্ধিলাভের আশায় এবং অপর সাধনা অপ্রকাশ থাকায় ঐ সকল  
মার্গ-অবলম্বন করিতে বঞ্চিত হইয়াছে। আপনি কল্পময়ী, ব্রাহ্মণাদি সকল

বর্ণের কল্যাণার্থ বেদমার্গানুগত আপনার সাধনোপদেশক তন্ত্র-প্রকাশ শিবমুখ হইতে আপনিই কলাইয়াছেন। এই শিবমুখনিঃসৃত তন্ত্র বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎ-কুমার দ্বারা ভূতলে প্রচারিত ও শুভাগম-পঞ্চক নামে খ্যাত। এই মতোক্ত আচার সমগ্রাচার নামে খ্যাত, ইহা বৈদিক মার্গ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই মতে ত্রিবিজ্ঞা-সাধনার আদর করিয়াছেন। চন্দ্র কলাবিজ্ঞাদি তন্ত্র সমগ্রামতাহুসারী হইলেও কোলভাব-মিশ্রিত বলিয়া মিশ্রক এবং অপর তন্ত্রসমূহ কোলমার্গ নামেই খ্যাত, তাহা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় নহে। শুভাগম-পঞ্চক ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানে স্বাধীনভাবে সক্ষম। এই মত লক্ষ্মীধরের, তিনি তাঁহার ব্যাখ্যামধ্যে চতুঃষষ্টি তন্ত্রের নাম ও কোন্ তন্ত্র ক্রি কারণে কেনবহির্ভূত, তাহা দেখাইয়াছেন। সমগ্রামত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে ॥৩১॥

অথ নিখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্র্য ভগবত্যাস্তন্ত্র্য পশুপতিঃ ক্ষিতিতলমবাতীতর-দিত্যুক্তং পূর্বলোকে। তদেব তন্ত্রং প্রস্তোতি—

**অদ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যা। নিজতন্ত্রমহিমানমাহ চতুরিতি। পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্টি। নিত্যতন্ত্রৈঃ সকলং ভুবনং অভিসন্ধার জ্ঞান্বা অর্থাৎ চতুঃষষ্টিতন্ত্রাবলোকনে সর্বজ্ঞো ভূত্বা তত্ত্বংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যস্মিন্ তন্ত্রে বা সিদ্ধিঃ প্রমাণবাহুল্যাৎ তত্ত্বং-জ্ঞানে অস্বতন্ত্র্যঃ সন্ প্রথমঃ স্থিতঃ। তথাচ, পুরাণাগম-সিদ্ধান্তং নিত্যমাহর্ষনীরিণঃ। পুনরগ্নিসর্বজ্ঞাৎ তব প্রযত্নাৎ অস্মিন্ পুরুষার্থৈকঘটনাৎ হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাক্ষেতোঃ স্বতন্ত্র্যং নাম তন্ত্রাস্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্রং ক্ষিতিতলম্ অবাতীতরং অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্বজ্ঞতা লাভ করত যে তন্ত্রে বৈরাগ্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্য ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণের অধীন হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং তত্ত্বং-সিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সম্বাটত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র নামক তোমার এই কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ,

স্মরো হংসঃ শক্রস্তুদনু চ পরামারহরয়ঃ।

অমীহ্নেন্নেখাভিস্তিস্থভিরবসানেষু ঘটতি,

ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ॥

**সম্মীধনকৃত-টীকা।**—শিবঃ ক্রকারঃ। শক্তিঃ একারঃ। কামঃ



ইকারঃ। ক্ষিতিঃ লকারঃ। অথ শক্ৰঃ অবসানন্তোতকঃ। রবিঃ হকারঃ। শীতকিরণঃ সকারঃ। অরঃ ককারঃ। হংসঃ হকারঃ। শক্রঃ লকারঃ। “তদহ চ” ইতি অবসানং ত্তোতয়তি। পরা সকারঃ। মারঃ ককারঃ। হরিঃ লকারঃ। অমী দ্বাদশ বর্ণাঃ। হ্রস্বেখাতিঃ হ্রীকাকারৈঃ তিস্তৃতিঃ ত্রিঋতিশিষ্টৈঃ অবসানেষু বিদ্বান-  
হানেষু চতুৰ্গণককত্রিকাণামুপরি ষটিতাঃ যোজিতাঃ ভজন্তে প্রাপ্নুবন্তি বর্ণাঃ তে  
পূৰ্ব্বোক্তাঃ ককারাদয়ঃ তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ ! নামাবয়বতাং নারঃ  
ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্ত অবয়বতাং প্রতীকত্বম্।

অত্বেখং পদবোজন—জননি ! শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিঃ অথ রবিঃ শীতকিরণঃ  
অরঃ হংসঃ শক্রঃ তদহ চ পরামার-হরয়ঃ ইত্যোতে বর্ণাঃ তিস্তৃতিঃ হ্রস্বেখাতিঃ  
অবসানেষু ষটিতাঃ তে বর্ণাঃ তব নামাবয়বতাং ভজন্তে।

অত্রৈদমহুসঙ্কেয়ম্—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি বর্ণচতুষ্টয়ম্ আয়েদং  
খণ্ডম্। রবিঃ শীতকিরণঃ অরঃ হংসঃ শক্রঃ ইতি বর্ণগণকং সৌরং খণ্ডম্।  
উজ্জরোঃ খণ্ডয়োঃ মধ্যে ব্রহ্মগ্রহস্থানীয়ঃ হ্রস্বেখাবীজম্। পরামারহরয়ঃ ইতি বর্ণ-  
ত্রয়েণ সৌর্যং খণ্ডং নিরূপিতম্। সৌর্যসৌরখণ্ডয়োর্মধ্যে বিষ্ণুগ্রহস্থানীয়ঃ  
ভুবনেশ্বরীবীজম্। তুরীয়মেকাক্ষরং চন্দ্রকলাখণ্ডম্। সৌর্যচন্দ্রকলাখণ্ডয়োর্মধ্যে ব্রহ্ম-  
গ্রহস্থানীয়ম্ হ্রস্বেখাবীজম্। চন্দ্রকলাখণ্ডং তু গুরুগদেবশাদবগন্তবামিতি ন  
প্রকাশিতম্। অতএব :—

ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্ত্রঃ সৌমহুর্য়ানলাশ্বকঃ ॥

ইতি—অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। “সৌমহুর্য়ানলাশ্বকঃ ইত্যোতাব্যাত্রে  
বক্তব্যো দ্বিখণ্ড ইত্যুক্তিঃ জ্ঞানশক্তীচ্ছাশক্তিক্রিয়াশক্ত্যাশ্বকং খণ্ডত্রয়মিতি জাগ্রৎ-  
বদ্ব্যবস্থাপ্যবহাদ্রাশ্বকং, বিখ্যতৈজসপ্রাজ্ঞবুজিত্রয়াশ্বকং, তমোরজঃসবগুণাশ্বকম্,  
ইত্যেবংপর। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িষ্যামঃ।

অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাदिशक्ताः कचिं लक्षितलक्षणया कचिं लक्षणया ककारादि-  
‘‘वर्धपरः। तथाहि त्रिपुरसुन्दरीमन्त्रस्त बोडशवर्णाः। ते च बोडशवर्णाः बोडश-  
नित्याश्रयतां स्थिताः। अत्र बोडश्राः कदायाः नित्याश्रयपदेशः चन्द्रकलारूप-  
साम्यात्। सा च परा कला चिदेकरसा। तत्राः हारा वितुक्षिचक्रे बोडशारे  
कलाश्रयतां त्रयतीति \* रहस्यम्। सा प्रधानं प्रकृतिश्च। अज्ञा अजज्ञताः  
पञ्चदश नित्या इति पूर्वश्लोके प्रतिपादितम्।

\* “ব্রাহ্মতীতি” ইতি তং পুস্তকে।

যত্ৰপি ককাদয়ঃ শ্রুমাণাঃ পঞ্চদশবর্ণাঃ সস্ত্রদায়তো জাতব্যাঃ, একো বর্ণঃ  
বোড়শকলায়কঃ প্রধানভূত ইতি যত্ৰপি বোড়শীকলা গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যাঃ ;  
তথাপি তত্ৰাঃ অপ্রতিপাদনে ব্যাখ্যানং সাপেক্ষমেব । অতোহহুপাদেয়ং তাদে-  
বেতি সা কলা নিরূপ্যতে ।

ন চ—

সচ্ছিত্ত্যায়োপদেষ্টব্য্য গুরুভক্তায় সা কলা ।

ইতি শিষ্যাণামেবোপদেষ্টব্য্য নাত্তেষামিতি বাচ্যম্ । যে তু মদীয়ং গ্রন্থং দৃষ্ট্।  
তাং কলাং জানন্তি তে সচ্ছিত্ত্য্য এবোত্যস্মাকমনুগ্রহঃ ।

ননু পাদবন্ধন-পাদোপসংগ্রহ-হস্তমন্তকসংযোগাদেঃ অঙ্গকলাপত্ৰ শিষ্যদ্বা-  
দকস্তাভাবে কথং তেবু শিষ্যত্বমিতি চেৎ :—

সত্যম্, অমদীয়গ্রন্থং দৃষ্ট্। বোড়শাঃ কলায়াঃ স্বরূপং গুরুস্তরমুখাদেব জানিতাং  
শিষ্যকং মাহন্ত । যে তু ন জানন্তি গুরুমুখাদপি তেবামুপদেশো ন সম্ভাব্যত এব,  
তদানীং গুরুকপপরতন্ত্রে অস্মিন্ মন্ত্রে “কে বাহস্মাকং গুরবঃ ?” ইতি জিজ্ঞাসারমু-  
দয়মানায়াং তেবাং জিজ্ঞাসানাং বর্তমানানাং বর্তিম্যমাণানাং চ বয়মেব গুরব  
ইতি তেবনুগ্রহঃ কতোহস্মাভিঃ ।

বোড়শীকলা নাম—শকার-রেফ-ঙ্কার-বিন্দুস্তো মন্ত্রঃ । এতন্তেষ বীজন্ত নীম  
ত্রীবিভেতি । ত্রীবীজাঙ্গিকা বিজ্ঞা ত্রীবিভেতি রহস্তম্ । এবং বোড়শনিভ্যানাং  
প্রকৃতিভূতাঃ ককাদয়ঃ । তাস্চ বোড়শনিভ্যাঃ গুরুপ্রতিপদমারভ্য পৌর্ণমাস্ত-  
তিথিরূপাঃ । কৃকপক্ষপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্তান্ততিথিরূপাঃ এতা এব  
চন্দ্রকলাভিধানাঃ । চন্দ্রকলা এব প্রতিপদাদিতিথয় ইতি স্প্রশসিক্তম্ । যথোক্তং  
ছ্যোতিঃশাস্ত্রে :—

প্রতিপদাম বিজ্ঞেয়া চন্দ্রস্ত প্রথম কলা ।

দ্বিতীয়াস্তা দ্বিতীয়াস্তাঃ পক্ষয়োঃ চতুঃককরোঃ ॥

অরমর্থঃ—চন্দ্রস্ত প্রথমার্য্যঃ কলায়াঃ প্রতিপদিত নামধেয়ম্ । সৈব কলায়িকা  
স্বৰ্য্যমণ্ডলান্নির্গতা । কৃকপক্ষে তু স্বৰ্য্যমণ্ডলং প্রবিষ্টা । এবং গুরুপক্ষে স্বৰ্য্যমণ্ডল-  
নির্গতা দ্বিতীয়া কলা দ্বিতীয়া তিথিঃ । কৃকপক্ষে তু স্বৰ্য্যমণ্ডলং প্রবিষ্টা দ্বিতীয়া  
কলা দ্বিতীয়া তিথিরিতি । এবং সৰ্ব্বত্র উহনীয়ম্ । অতস্ত পঞ্চদশকলাব্যবধানং  
স্বৰ্য্যচন্দ্ররোহিত্র সা পৌর্ণমাসী । পঞ্চদশাং কলায়াং স্বৰ্য্যচন্দ্ররোহিত্রভ্যন্তঃসংযোগো যজ্ঞ  
সা অমাবস্তান্তি জ্ঞেয়ম্ । অতঃ কৌলমতে চন্দ্রকলায়িকানাং বোড়শাণাং  
মিত্যস্মাং প্রতিমিতম্ একস্তা এবাহুষ্ঠানম্ । সৰ্ব্বাসাং সময়িমতে । বোড়শীঃ

কলারান্ত পঞ্চদশবিধি তিথিবু অমুষ্ঠানং সিক্তম্। পঞ্চদশানাং নিত্যানাং তত্রৈব সমুষ্ঠাবাং।

অয়ং চ সম্প্রদায়ক্রমঃ সম্যগুক্তোহপি, হুর্কিজ্ঞেয়ং প্রমেরজাতমিতি, বিস্পষ্টার্থে পুনরুচ্যতে। প্রতিপদি ত্রিপুরসুন্দরী কলা ধোয়া। দ্বিতীয়য়াং কামেশ্বরী কলা। তৃতীয়য়াং ভগমালিনী কলা। চতুর্থ্যাং নিত্যক্রিয়া কলা উপাস্তা। পঞ্চম্যাং তেজঃপ্রাণা কলা। ষষ্ঠ্যাং বহ্নিবাসিনী কলা। সপ্তম্যাং মহাবিশ্বে (বজ্রে)-ধরী কলা। অষ্টম্যাং রৌদ্রী কলা। নবম্যাং স্বরিতা কলা। দশম্যাং কুলসুন্দরী কলা। একাদশ্যাং নীলপতাকাধা কলা। দ্বাদশ্যাং বিজয়াধা কলা। ত্রয়োদশ্যাং সর্ক মঙ্গলাধা কলা। চতুর্দশ্যাং জালাধা কলা। পঞ্চদশ্যাং মালিন্ধ্যা কলা। সর্কাসু তিথিবু চিহ্নপাখ্যা কলা বোড়নী উপাস্তা। প্রতিপদি যা ত্রিপুরসুন্দরী কথিতা সা চিহ্নপাখিকা ন ভবতি, চিহ্নপাখিকারাঃ মূলবিদ্বাঃ ভিন্নত্বেন অমুষ্ঠানং। মন্ত্র-ভেদশ্চ—স মন্ত্রঃ প্রতিপদেব অমুষ্ঠৈরো ন দ্বিতীয়ায়ামিতি। ত্রিপুরসুন্দরীনিত্যারাঃ নামসাম্যমিত্যবগন্তব্যম্।

এতাসাং বোড়শনিত্যানাং চন্দ্রকলাখিকানাং বিত্ত্বিচক্রং বোড়শানং স্থানম্। তত্র প্রাণাদিক্রমেণ বোড়শনিত্যঃ তৎকোণেবু পরিবর্তন্তে। তদধঃস্থিতবাদশারে সবিন্যকমলে দ্বাদশসুখ্যমণ্ডলানি প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ পরিবর্তন্তে। তেবাং দ্বাদশানাং সুখ্যাণাং দ্বাদশমাসেবু অধিকারঃ।

এতচ্চ সনৎকুমার-সংহিতায়াং শ্লোকঃ সপ্তশতা নিরুপিতং সংক্ষেপেণ উচ্যতে—  
সুখ্যচন্দ্রয়োঃ দেবদানশিত্ত্বানাত্মকেড়াশিকলানাড়ীমার্গেণ অহোরাত্রয়োঃ সঞ্চরণম্।  
চন্দ্রস্ত বামাণাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গম্ অমৃতেন সিক্তি। সুখ্যস্ত দক্ষিণনাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ তত্ক্ষণিকপ্তান্ অমৃতবিন্দুন উপাহরতি। যদা চন্দ্রসুখ্যয়োঃ আধারচক্রে সমাবেশঃ তদা অমাবান্তা তিথিরুৎপত্ততে। কৃষ্ণপক্ষতিথয়ঃ ততঃ উৎপত্তন্তে। অভএব কুণ্ডলিনীশক্তিঃ আধারকুণ্ডে সুখ্যাকিরণসম্পর্কাৎ বিলীন-  
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যাগলংগীবু পরিপূরিতে স্থপিতি। স্বাপাবহৈব কৃষ্ণপক্ষ ইত্যাচ্যতে।  
বৌদী যদা সমাহিতচিত্তঃ চন্দ্রে চন্দ্রস্থানে সুখ্যং সুখ্যস্থানে বায়ুনা নিরোকুং ক্রমতে তদা চন্দ্রসুখ্যৌ নিরুকৌ অমৃতসেচনতদাহরণয়োঃ অশক্তৌ। তদানীং বায়ুনা প্রেরিতেন স্বাধিষ্ঠানবহিনা শুকীভূতে অমৃতকুণ্ডে নিরাহার কুণ্ডলিনী স্তম্ভোখিতা ব্রতী সর্বং কুংকারং কুর্ত্বতী প্রবিজয়ং তিষ্ঠা সহস্রদলকমলমধ্যবর্তি চন্দ্রমণ্ডলং লবতি। তন্মাদলংগীবুধারাঃ আজাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলং আগ্রাবরতি। তন্মাদ্ গলিতাভিঃ অমৃতধারাভিঃ সর্কং দেহমাগ্নাবরতি। তত্চ আজাচক্রোপরিস্থিতত

চত্বরসঃ কলাঃ পঞ্চদশ নিত্যঃ। তা পঞ্চদশ তদধঃস্থিতবিশুদ্ধিচক্রমাপ্রিত্য  
পরিবর্তন্তে। সহস্রদলকমলাস্তঃস্থিতচত্বরমণ্ডলং বৈদ্যবহানম্। তৎকলা চিত্রনী  
আনন্দরূপা আশ্বেতি গীয়তে। সৈব ত্রিপুরসুন্দরী। এবং গুরুপক্ষ এব কুণ্ডলিনী-  
প্রবোধঃ কর্তুং শক্যতে যোগীশ্বরীণাং, ন তু কৃষ্ণপক্ষে ইতি রহস্তম্। সর্বাঃ গুরু-  
পক্ষতিথয়ঃ পৌর্ণমাসীসংজ্ঞকাঃ। সর্বাঃ কৃষ্ণপক্ষতিথয়স্ত অমাবাস্তায়াং অন্তর্ভবন্তি।  
একৈক্যমাবাস্তা কৃষ্ণপক্ষ ইতি গীয়তে। অতএব আধারঃ অক্ষতামিশ্রম্। স্বাধিষ্ঠানং  
তু সূর্য্যাকিরণসম্পর্কাৎ মিশ্রলোকঃ। মণিপুরস্ত অগ্নিস্থানেষেহপি তত্র স্থিতে জলে  
সূর্য্যাকিরণপ্রতিবিম্বাৎ মিশ্রক এব লোকঃ। অনাহতং জ্যোতির্লোকঃ। এবম্  
অনাহতচক্রপর্ধ্যন্তং জ্যোতিস্তমোমিশ্রকো লোকঃ। বিশুদ্ধিচক্রং চাক্রো লোকঃ।  
আজ্ঞাচক্রং তু চত্বরস্থানঘাৎ সূখালোকঃ। অনরোলোককরোঃ সূর্য্যাকিরণসম্পর্কাৎ  
জ্যোৎস্না নান্তি। সহস্রকমলং তু জ্যোৎস্নাময় এব লোকঃ। তত্র স্থিতচক্রো  
নিত্যকলারূপঃ। চত্বরিংগং ঐচক্রম্। কলা সাদাখ্যা। অতঃ চ ত্রিকোণম্ আধারঃ,  
অষ্টকোণং স্বাধিষ্ঠানম্ দশাং মণিপুরম্, দ্বিতীয়দশারম্ অনাহতম্, চতুর্দশাং  
বিশুদ্ধিচক্রম্, শিবচক্রচতুর্ষ্টয়ম্ আজ্ঞাচক্রং, বিন্দুস্থানং চতুরস্রং সহস্রকমলমিতি  
সিদ্ধম্। আজ্ঞাচক্রগতচত্রে পঞ্চদশকলাঃ, বোড়শাঃ কলারাঃ প্রতিকলনং চ।  
ঐচক্রগতচত্রেবিধে একৈক্য কলা, সা পত্রমা কলা মিলিত্বা বোড়শ কলাঃ। যথা—  
বোড়শেন্দোঃ কলা ভানোঽধির্দশ দশানলে।

সা পঞ্চাশৎকলা জ্ঞেয়া মাতৃকাচক্ররূপিণী ॥

ইতি। এতাঃ পঞ্চাশৎ কলাঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাশ্চিকাঃ পঞ্চদশাকরীমন্ত্রে অন্তর্ভূতাঃ।  
যথা—আদিমেন ককারেণ অন্তিমো লকারঃ প্রত্যাহতঃ তদ্ব্যবর্ত্তিনাং বর্ণানাং  
গ্রাহকঃ। অয়মেব লকারঃ একারপূর্ব্ববর্ত্তিনা অকারেণ প্রত্যাহতঃ পঞ্চাশদ্বর্ণগ্রাহকঃ।  
নহু অনেনৈব প্রত্যাহারগ্রহণেন পঞ্চাশদ্বর্ণাশ্চকমাতৃকাগ্রহণে কিমর্থং ককার-  
লকারয়োঃ প্রত্যাহারগ্রহণপ্রয়াসঃ ?

উচ্যতে—ককারাদি-লকারান্তানাম্ কলাশব্দবাচ্যং গৌণম্, ব্যঞ্জনানাং  
স্বরান্ প্রতি অক্ষরাং, কলানাং স্বরাণাং প্রধানমিতি গুণপ্রধানতাবপ্রদর্শনার্থং  
প্রত্যাহারস্বরপ্রয়োগং কৃতং সনকাদিতিরিতি ধোয়ম্।

চষারোহস্বারাঃ বিন্দুলক্ষকাঃ। তেন বিন্দুনা তদুপরি প্রতীতমানো নাদঃ  
সংগৃহীতঃ। এবং নাদবিন্দুকলাশ্চকং ঐচক্রং ত্রিখণ্ডমিতি কথিতম্। সাদাখ্যা  
কলা ঐবিভাহপরপর্ধারা নাদবিন্দুকলাতীতা।

এতাঃ বোড়শনিত্যান্ত অন্তর্ভূতাঃ। তথাহি—বোড়শ স্বরাঃ, কাদরঃ তাতাঃ

বোড়শ; খাদয়ঃ সান্তান্চ বোড়শ। বোড়শত্রিকং বোড়শনিত্যান্ন অন্তর্ভূতম্।  
হকারঃ আকাশবীজং বৈশ্ববাকাশে নিলীনম্। লকারঃ অন্তর্হাসবৃত্তভৌশি  
ককারেণ প্রত্যাহারার্থং পুনর্গৃহীতঃ। ককারস্ত ককারবকারসমুদায়রূপাৎ।  
ককারাদয়ঃ সান্তাঃ বিবোড়শনিত্যান্ন অন্তর্ভূতাঃ স্বরসহিতাঃ।

অকারেণ প্রত্যাঙ্কতঃ ককারঃ অক্ষমালেতি গীয়তে। অতঃ ককারেণ \*  
সর্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি। অতএব † অন্তিমখণ্ডে সকলহ্রীমিতি ককার-  
লকারয়োর্বোণে কলাশবিন্শতিঃ, কসয়োর্বোণেন ককারনিশ্চয়িত্বমিতি। এবং  
মজ্জৈম সর্বা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ইতি তাৎপর্য্যম্।

অতশ্চ বোড়শনিত্যানাং মজ্জগতবোড়শবর্ণাঙ্কস্বং, বোড়শবর্ণানাং পঞ্চাশ-  
বর্ণাঙ্কস্বং, পঞ্চাশবর্ণানাং সূর্য্যচন্দ্র- (জ্যোতিঃ) কলাঙ্কস্বং, সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপাণ  
ত্রিখণ্ডস্বমিতি ঐক্যচতুষ্টয় ‡ মনুসঙ্কেয়ম্।

এবং চক্রমজ্জরোরপি। যথা হ্রীকারত্রয়ং ত্রীবীজং চ শিবচক্রচতুর্দশাঙ্কত্রিকোণে  
বিন্দুরূপেণ অন্তর্ভূতম্। সকলেতি বর্ণত্রয়েণ সংগৃহীতা কলাশ্রিকা মাতৃকা,  
অক্ষমালাশ্রিকা মাতৃকা, উভয়মপি যথাযোগ্যং চক্রে অন্তর্ভূতম্। তথাহি—  
অন্তর্হাসচত্বারঃ, উদ্রাপচত্বারঃ—এবমষ্টৌ বর্ণাঃ অষ্টকোণাঙ্ককাঃ। কাদয়ো  
নাবানানঃ বর্ণপঞ্চমান বিহায় দশারযুগ্মে অন্তর্ভূতাঃ। বর্ণপঞ্চমান্ত অমুসাররূপেণ  
বিন্দাবস্তর্ভূতাঃ। চতুর্দশারে চতুর্দশ স্বরা অন্তর্ভূতাঃ। অমুসারবিসর্গরোঃ  
বিন্দাবস্তর্ভাবঃ। ইতি চক্রমজ্জরোট্টৈক্যং স্তম্ভগোদয়মতানুসারেণ কথিতম্।

পূর্ণোদয়মতানুসারেণ তু—সোমসূর্য্যানলাঙ্কতয়া চক্রস্ত ত্রিখণ্ডস্বম্। এবং  
মজ্জতাপি ত্রিখণ্ডস্বং স্প্রসিকম্। চক্রস্ত কলাঃ বোড়শ ইন্দুখণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স  
চ ইন্দুখণ্ডঃ ইন্দ্রাঙ্কে যজ্ঞখণ্ডেহস্তর্ভূতঃ। এবং তানোঃ চতুর্বিংশতিকলাঃ  
তানুখণ্ডেহস্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যজ্ঞখণ্ডেহস্তর্ভূতঃ। এবমাগ্নেয়া দর্শকলা  
আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভূতাঃ। স চ খণ্ডঃ যজ্ঞে আগ্নেয়খণ্ডে অন্তর্ভবতীতি কলাব্র-  
হ্মণাম্ ঐক্যমনুসঙ্কেয়ম্।

স্তম্ভগোদয়ে নিত্যানাং স্বরূপমুক্তম্ :—

দর্শাত্মাঃ পূর্ণিমান্তান্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

বোড়শী তু কলা জ্ঞেয়া সচিদিদানন্দরূপিণী ॥

\* “অতঃ অক্ষ” ইতি প্রত্যাহারেণ” ইতি পঃ কোশে।

† স্তব্ধবা ইতি পঃ কোশে।

‡ “বিজ্ঞাচতুষ্টয়” ইতি ভঃ কোশে।

ইতি । অন্ত্যর্থঃ—দর্শাঃ পূর্ণিমাস্তাঃ তিথয়ঃ । দর্শা নাম অমাবান্তানস্তর-  
তাবিনী প্রতিপৎকলা । তস্তা ইদং দর্শনাৎ দর্শা । দর্শা আত্মা বাসাঃ তাঃ । পূর্ণিমা  
অন্তো বাসাঃ তাঃ ।

দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা \* আপ্যায়  
হনুতা ইয়া অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা + পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসী—এতানি নাম-  
ধেয়ানি শ্রুতিবোধিতানি সংগৃহীতানি “দর্শাঃ পূর্ণিমাস্তাঃ” ইত্যেনে । এতাসাং  
স্বরূপং পুরস্তাৎ নিবেদয়িত্বাৎ । দর্শাদীনাম্ পঞ্চদশানাং কলানাং বধাক্রমং  
ত্রিপুরসুন্দরীপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চদশ নিত্য অধিদেবতাঃ । বোড়শাঃ চিত্রাশ্বিনিকারাঃ  
কলায়াঃ সাদাখ্যাতস্বরূপত্বাৎ অধিদেবতাস্তরং নাস্তি । স্বয়মেব সর্বত্র অধিদেবতেতি  
ধ্যেয়ম্ । এতান্নাং নিত্যানাং অভিমানিনী দেবতা কামদেবঃ এক এব ।  
অধিষ্ঠানদেবতা কামেশ্বরী একৈব । অতশ্চ মূলবিভাগতপঞ্চদশবর্ণানাং দর্শাদয়ঃ  
কলাঃ, নিত্যাঃ কলাশ্চ, বিব্রহাস্তরমিতি অহুসঙ্কেয়ম্ । অতএব দর্শাদিকলানাং  
ত্রিখণ্ডত্বং স্পষ্টম্ । দর্শা দৃষ্টা দর্শতা বিশ্বরূপা সুদর্শনা—এষঃ আধেয়ঃ খণ্ডঃ ।  
অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা আপ্যায় হনুতা ইয়া—এষঃ সৌরঃ খণ্ডঃ । অপূর্যমাণা  
আপূর্যমাণা পূরয়ন্তী পূর্ণা পৌর্ণমাসীতি—এষঃ চান্দ্রঃ খণ্ডঃ তৃতীয়ো নিরূপিতঃ ।  
এতাসাং কলানাং নিত্যেহৈক্যং সম্পাদ্য প্রতিপদাদৌ উপাসনাপ্রকারঃ পূর্বমেব  
দিষ্টমাত্রং উদাহৃতঃ । দর্শা কলা শিবতত্ত্বাঙ্গিকা । দৃষ্টা কলা শক্তিতত্ত্বাঙ্গিকা ।  
দর্শতা কলা মায়াতত্ত্বাঙ্গিকা । বিশ্বরূপা কলা শুদ্ধবিশ্বাতত্ত্বাঙ্গিকা । সুদর্শনা  
কলা জলতত্ত্বাঙ্গিকা । এবং পঞ্চতত্ত্বাঙ্গকং খণ্ডং আধেয়ম্ । অগ্নিরত্র অধি-  
দেবতা, কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা, কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রীভূতম্ ।  
আপ্যায়মানা কলা তেজস্তত্ত্বাঙ্গিকা । আপ্যায়মানা কলা বায়ুতত্ত্বাঙ্গিকা ।  
আপ্যায় কলা মনস্তত্ত্বাঙ্গিকা । হনুতা কলা পৃথিবীতত্ত্বাঙ্গিকা । ইয়া কলা  
আকাশতত্ত্বাঙ্গিকা । আপূর্যমাণা কলা বিদ্যাতত্ত্বাঙ্গিকা । এষ সৌরখণ্ডে দ্বিতীয়ঃ ।  
তত্র স্বর্ঘ্যো দেবতা । কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা । কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ভূতম্ । আপূর্যমাণায়াঃ কলায়াঃ চন্দ্রখণ্ডান্তঃস্থিতায় অপি সৌরখণ্ডে অন্তর্ভাবঃ ।  
ইয়াকলাপ্রভেদত্বাৎ ইয়াহপূর্যমাণয়োঃ ঐক্যমিতি অহুসঙ্কেয়ম্ । আপূর্যমাণা

\* ‘অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা’ ।

+ ‘অপূর্যমাণা আপূর্যমাণা’ ইতি পাঠস্বরং যুক্তম্ । তত্র স্বক্যমাণভেদঃ সঙ্কল্পতে । তথাহি  
অপ্যায়মানা তেজস্তত্ত্বাঙ্গিকা, আপ্যায়মানা বায়ুতত্ত্বাঙ্গিকতি অপূর্যমাণা বিদ্যাতত্ত্বাঙ্গিকা  
আপূর্যমাণা মনোহরতত্ত্বাঙ্গিকা চেতি । অপ্যায়মানা, অপূর্যমাণেতানয়োঃ ঐদর্থে নঞ্ প্রয়োগ  
ইতি । ৩ পঃ

কলা মহেশ্বরতত্ত্বাঙ্গিকা। পুরয়ন্তী কলা পরতত্ত্বাঙ্গিকা। পূর্ণা কলা আত্ম-  
তত্ত্বাঙ্গিকা। পৌর্ণমাসী কলা সদাশিবতত্ত্বাঙ্গিকা। এষ সৌমঃ ঋগুঃ। সৌমঃ  
অত্র অধিদেবতা। কামদেবঃ সৰ্ব্বত্র অধিদেবতা। কামেশ্বরী সৰ্ব্বত্র অধিষ্ঠাত্রী-  
ত্বাক্তম্। নিত্য। কলা সাদাধ্যতত্ত্বাঙ্গিকা। এতান্ত বিত্ত্বচ্ছিত্ত্রে বোড়শারে  
প্রাপাদিক্রমেণ বোড়শদিকু পল্লিলম্বন্তি।

তান্ত আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমণ্ডলস্ত বোড়শ কলাঃ ইতি স্তম্ভগোদয়ে ষৎ  
প্রপঞ্চিতং তত্ত্ব—পঞ্চদশকলানামেব বোড়শারে পরিলম্বণং, বোড়শ্যাঃ কলারাঃ  
সহস্রদলকয়লে এব অবস্থানং; তত্র অবস্থিতারাঃ নিত্যারাঃ কলারাঃ প্রভাপটলং  
বোড়শারে ক্ষুরতি—এবংপরমিত্যেব অনুসন্ধেয়ম্।

অয়মর্থঃ—শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিত্তিরিতি শিবশব্দেন শিবতত্ত্বাঙ্গিকা দর্শাধ্যা  
কলা ত্রিপুরসুন্দরীনামধেয়া কথ্যতে। তয়া তৎপ্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে।  
এবং শক্তিশব্দেন শক্তিতত্ত্বাঙ্গিকা যা দৃষ্টা কলা তয়া একারো লক্ষ্যতে। কাম  
ইত্যনেন কামদেবত্যা যা দশতা কলা তয়া ঈকারো লক্ষ্যতে। ক্ষিত্তিরিত্যনেন  
“লকারঃ ক্ষিত্তিতত্ত্বঃ” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা লকারো লক্ষ্যতে। রবিরিত্যনেন  
সূর্য্যথগাং তয়া রবিঃ হকারো লক্ষ্যতে। শীতকিরণঃ চন্দ্রঃ। “সকারঃ চন্দ্রবীজম্”  
ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধ্যা শীতকিরণশব্দেন সকারো লক্ষ্যতে। সুরশব্দেন কামরাজ-  
প্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হংসঃ সূর্য্যঃ হকারাধিপতিরিত্যুক্তং প্রাক্। শক্রঃ  
ইন্দ্রঃ। “লকারঃ ইন্দ্রবীজম্” ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধেঃ শক্রশব্দেন লকারো লক্ষ্যতে।  
পর। চন্দ্রকলেতি চন্দ্রবীজং সকারো লক্ষ্যতে। মারঃ কামরাজবীজমিতি তৎপ্রকৃতি-  
ভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে। হরিঃ ইন্দ্রঃ লকারো লক্ষ্যতে। এবং মন্ত্রগতবর্ণানাং  
ককারাদীনাম্ শিবাদিপদানি লক্ষ্যকাণি, কচিৎ লক্ষিতলক্ষ্যকাণিতি ধ্যেয়ম্।

এবং পঞ্চদশনিত্যানাং সমুদায়াত্মকস্ত মন্ত্রস্ত পঞ্চদশতিথিষু অনুষ্ঠানং বিহিতম্।  
পৃথক্ নিত্যানুষ্ঠানং তু প্রতিদিনং পৃথক্ নিয়তম্। এতচ্চ অতিরহস্তং গুরুমুখাদেব  
অগ্নিস্তব্যমপি শিষ্যানুজিঘৃক্সা কথিতম্। অতচ্চ ইমমেব অর্থঃ প্রতিপত্ত্যাহ।

দর্শাত্তাঃ পূর্ণিমান্তাচ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু।

ইত্যত্র ষৎ বহু বক্তব্যং, তত্ত্ব প্রতিব্যাখ্যানাবসরে নিরুপরিহ্রামঃ। তথা চ  
তৈত্তিরীয়াধারাঃ কাঠকে ক্ষরতে “ইয়ং বাব সরযা” ইত্যনুবাকে\*। তত্র  
বোড়শনিত্যাঙ্গক-দিবসপরিজ্ঞানে ফলং প্রতিপাদিতং, জ্ঞানমাত্রকলপ্রতিপাদকত্বাৎ।  
অনারভ্যাধীতং অধমেধকাণ্ডানন্তরং “সংজ্ঞানং বিজ্ঞানম্”† ইতি, তিথিপ্রতি-

পাদকবাক্যানাং প্রকরণভেদ এব । তত্ত্ব অনুবাক্ত ব্রাহ্মণম্ “ইয়ং বাব সরষা” \* ইতি । এবম্ উভয়ং মন্ত্রব্রাহ্মণাশ্বকম্ অনারভ্যাধীতং জ্ঞানৈককলং বাক্যজাতম্ ।

\* ইয়ং বাব সরষা ।

অন্তার্থঃ—ইয়ং চন্দ্রকলা সাদাখ্যা সরষা সরষাবৎ মধুশুন্দিনী অমৃতত্বান্দনীতি  
ঐচক্রাশ্বকচন্দ্রস্ত সরষাছনিক্রপণম্ ।

\* তত্ত্বা অগ্নিরেব সারষং মধু ।

তত্ত্বাঃ সরষায়াঃ অগ্নিরেব অগ্নিস্থানমেব বৈশ্বদেবং ত্রিকোণং সারষং সরষোদ্ধুতং  
মধু, তন্ত্বেব সুধাসিক্করূপত্বাৎ ।

সারষস্তা মধুনঃ উপচরণচয়প্রকারমাহ :—

\* যা এতাঃ পূৰ্বপক্ষাপরপক্ষয়ো রাত্রয়ঃ ।

এতাঃ সংজ্ঞানানুবাকে কথিতাঃ । পূৰ্বপক্ষাপরপক্ষয়োঃ গুরুপক্ষপক্ষয়োঃ  
রাত্রয়ঃ ।

\* তা মধুকৃতঃ ।

তাঃ রাত্রয়ঃ মধু কুৰ্বন্তীতি মধুকৃতঃ । রাত্রিষেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোক-  
প্রসিদ্ধিঃ । রাত্রাবেব চন্দ্রকলারূপায়াঃ ঐবিভায়াঃ অনুষ্ঠানং, ন চ দিবসে ইতি উপ-  
দেশঃ । পূৰ্বপক্ষরাত্রয়ঃ দর্শাদিপৌর্ণমাস্তত্ত্বাঃ পূৰ্বং নিরূপিতাঃ । কক্ষপক্ষরাত্রি-  
নামধেয়ানি তু :—

† হতা হৃষতী প্রস্থতা হৃষমানাহভিষ্মমাণা ।

পীতী প্রপা সংপা তৃপ্তিস্তপ্যন্তী ।

কান্তা কাম্যা কামজাতাহৃষতী কামহবা ॥

এতাঃ কক্ষপক্ষরাত্রয়ঃ । এতাসাং কক্ষপক্ষরাত্রীণাং আধারচন্দ্রে এব অমা-  
বস্তাশ্বকতয়া অবস্থানাং, সময়িনাং তত্র ব্যবহার্যভাবাৎ, গুরুপক্ষরাত্রিষেব চন্দ্রকলা-  
সংস্কারাৎ, তত্রৈব কুণ্ডলিনীপ্রবোধাৎ, স্বরূপমাত্রোদ্দেশ এব কৃতঃ । গুরুপক্ষ-  
রাত্রীণামেব কলান্তম্ । তৎস্বরূপং পূৰ্বমেব নিরূপিতম্ ॥

অতএব কুণ্ডলিনীপ্রবোধো রাত্রাবেব, ন দিবা, দিবসানাং মধুনঃ আবকত্বাদি-  
ত্যাহ—

\* যাত্ত্বাহানি । তে মধুবুবাঃ ।

মধু বর্ষন্তীতি মধুবুবাঃ । অতএব দিবা যোগিনঃ কুণ্ডলিনীং ন বোধয়ন্তীতি ।

\* তেঃ ব্রাঃ ৩।১০।১০

† তেঃ ব্রাঃ ৩।১০।১



গুরুকৃষ্ণকরোঃ দিবসানাং নামানি নোক্তানি, অপ্রস্তুতত্বাৎ । তথাপি বেদে  
ফলশ্রবণাৎ উদ্দেশ্যোক্তেণ কথ্যন্তে । গুরুপক্ষদিবসনামানি—

† সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং জ্ঞানদভিজ্ঞানং ।

সঙ্কল্পমানং প্রকল্পমানমুপকল্পমানমুপকৃপ্তং কৃপ্তম্ ।

শ্রেয়ো বসীয় আবৎ সংভূতং ভূতম্ ॥

ইতি গুরুপক্ষনামানি । কৃষ্ণকৃষ্ণদিবসনামানি তু—

† প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভূতং সঁস্তেতং কলাপং বিশ্বরূপম্ ।

( গুরুমমৃতং তেজস্বি তেজঃসমিচ্ছম্ ।

অরুণং ভাস্করমরৌচিমদভিতপস্তপস্তম্ ॥

এতেবাং উভয়েবাং গুরুপক্ষকৃষ্ণকৃষ্ণকাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি যো বেদ তত  
ফলমাত্ত :—

\* স যো হ বা এতা মধুকৃতশ্চ মধুবর্ষাংশ্চ

বেদ । কুর্কন্তি হাষ্টৈস্ততা অঘৌ মধু ।

নাষ্টেষ্টাপূর্ত্তং ধরন্তি ॥

সঃ যঃ এতাঃ মধুকৃতো রাত্রীঃ মধুবর্ষান্ দিবসান্ পূর্কোক্তান্ যো বেদ অস্ত  
বেদিতুঃ এতাঃ অঘৌ বৈন্দবস্থানে মধু স্খাদিসিদ্ধং কুর্কন্তি । অস্ত ইষ্টাপূর্ত্তং  
বাহিতার্থপূর্ত্তিং ন ধরন্তি ন রিক্তীকুর্কন্তি ॥

বাতিরেকে অনিষ্টমাহ :—

\* অথ যো ন বেদ । ন হাষ্টৈস্ততা অঘৌ মধু কুর্কন্তি ।

ধরন্ত্যষ্টেষ্টাপূর্ত্তম্ ॥

বাখ্যাত প্রারম্ভেতঃ ।

অয়মর্থঃ—চন্দ্রকলাবিস্তারুষ্ঠানং নাম মাতৃকামন্ত্রয়োন্নৈক্যম্ । মন্ত্রচক্রয়োন্নৈক্যম্ ।

চক্রনিত্যায়োন্নৈক্যম্, নিত্যাপ্রতিপদাদিকলয়োন্নৈক্যমিতি সমন্বিতভূতম্ ।

এতদনুষ্ঠানে গুরুপক্ষকৃষ্ণকৃষ্ণবিবেকঃ, দিবসরাত্রিবিবেকশ্চ উপযুক্তোক্তে ।

দর্শাদিপৌর্ণমাসান্তান্তেষু কলাসু চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানং, ন অমাবান্তারাম্ ! কৃষ্ণকৃষ্ণ-

শব্দঃ অমাবান্তাপরঃ ইতুক্তং প্রাপেব । অতশ্চ অমাবান্তারামিবা গুরুপক্ষদিবসেষুপি

ন অনুষ্ঠানমিতি ধোয়ম্ । এবং পরিশেষবৃত্ত্য। অমাবান্তারাম্ উপাসনানিবেধঃ,

ন তু সর্বস্বিন্ কৃষ্ণপক্ষে । অতশ্চ সর্বাসু বাত্রিসু অমাবান্তাব্যতিরিক্তাসু

উপাসনং, ন সর্বেষু দিবসেষু, ইতি গুরুপদেশবর্ণাৎ জ্ঞেয়ং রহস্তম্ ।

অত উত্তরম্ ।

\* যো হ বা অহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি বেদ । নাহোরাত্রৈষাতিমার্হতি ।  
সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং দর্শা দৃষ্টেতি ।

এতাবল্লবাকৌ পূর্বপক্ষস্তাহোরাত্রাণাম্ নামধেয়ানি ।

প্রস্তুতং বিষ্টুর্ভং স্তুতা স্তব্ধীতি । এতাবল্লবাকাবপন্নপক্ষস্তাহোরাত্রাণাং  
নামধেয়ানি । নাহোরাত্রৈষাতিমার্হতি । য এবং বেদ ॥

ইতি বাক্যজাতং পূর্ববাধ্যায়ৈব ব্যাকৃতম্ উতঃ পরং বক্ষ্যমাণং মুহূর্ত্তাধীমাস-  
ষটিকাধীনং কালানাং নামধেয়জাতং তত্রৈব অন্তর্ভূতমিতি তজ্জাখ্যানেনৈব  
বাধ্যাতমিতি অনুসন্ধেয়ম্ । অতএব সংজ্ঞানাম্বাকঃ “ইয়ং বাব সন্নবা” ইত্যম্ব-  
কঞ্চ ব্যাকৃতাংবেতি অবগন্তব্যম্ বস্তু সাবিত্রপ্রকাশকে “প্রজাপতির্দেবান-  
সৃজত” ইত্যম্বাকে \* “স বদাহ” ইত্যারভ্য “জনকো ত বৈদেহ” ইত্যন্তেন  
তিথ্যাত্মকং সবিতুঃ প্রতীপাদিতম্, তত্ত্ব সাদাখ্যাতব্যাত্মিকার্য্যঃ চন্দ্রকলাবিজ্ঞার্য্যঃ  
ঐতিহ্যাপরনামধেয়্যার্য্যঃ পঞ্চদশতিথ্যাত্মিকার্য্যঃ প্রসাদসমাসাদিতসামর্থ্যং সবিতুঃ,  
নাভিধেতি প্রতীপাদয়িতুং গোপ্যা বস্ত্যা আহ ৳তিঃ । অত এব “এব এব তং” \*  
ইতি গোপবস্ত্যাশ্রয়ণং প্রকটীকৃতম্ । অত্র এতদগ্রহকলাপানন্তরবাক্যম্ ।

জনকো হ বৈদেহঃ অহোরাত্রৈঃ সমাজগাম ॥ †

ইতি আশ্রিতম্ । জনকঃ উৎপাদকঃ ঐতিহ্যার্য্যঃ ঋষিঃ । বিদেহ এব বৈদেহঃ  
মন্ত্রধঃ । অহোরাত্রৈঃ অহোরাত্রাত্মকৈঃ পঞ্চদশাঙ্গরীমন্ত্রবর্গৈঃ দর্শাদিপূর্ণিমাষ্ট-  
কলাত্মকৈঃ সমাজগাম, তং মন্ত্রম্ আকৃতবানিত্যর্থঃ । বস্তু মন্ত্রং আহরতি স  
ঋষিরিত্যুচ্যতে । অতএব অরূপোপনিষদি—

পূজো নির্ণাত্যা বৈদেহঃ । \*

নির্ণাত্যা লক্ষ্য্যঃ । বহা অনির্ণাত্যাঃ লক্ষ্য্যঃ । পূত্রঃ বৈদেহঃ মন্ত্রধঃ ।

অচেতা যচ্ চेतনঃ । \*

অনঙ্গবাদেব চেতোরহিতঃ । চেতনশ্চ সর্বভূতান্তর্য্যামিত্যং ।

স তং মণিমবিলং । \*

সঃ অনঙ্গঃ তং প্রসিকং মণিং বিভ্রাত্মকং বস্ত্রং অবিলং লক্ষ্য্যান্ অপভ্রং । অসৌ  
অবিলঃ অকোহপি অপভ্রমিতি “অকো মণিমবিলং” † ইতি বাক্যশেষবলাৎ লভ্যতে ।  
অতএব পরচিতংকনার্য্যঃ বিভ্রার্য্যঃ ত্রিপুরসুন্দর্য্যঃ মন্ত্রধঃ ঋষিরিত্যুং ।

সোহনকুলিরাবয়ং । \*

সঃ মন্থথঃ অনন্থলিঃ অনন্থদাদেব অনন্থলিঃ আবয়ং অসীবাং । সীবনানন্তর-  
কৃতামাহ—

সোহগ্রীবঃ প্রতামুঞ্চং । \*

সঃ মন্থথঃ অনন্থদাদেব অগ্রীবঃ মণিসম্পাদনফলং প্রতামোচনম্ অকবোং,  
ধৃতবানিতার্থঃ ।

বিত্তারক্রে মণিহারোপগন্ত ফলং ধারণমেব ন ভবতীতাহ :—

সোহজিহ্বো অশম্বত । \*

সঃ অনন্থঃ অনন্থদাদেব অজিহ্বঃ জিহ্বারহিতঃ অশম্বত অচোবং, আত্মাদিত-  
বানিতার্থঃ ।

এতচ্ছকং ভবতি—অনন্থঃ পূৰ্ব্বং বিত্তারক্রে পঞ্চাশবর্ণাশ্বকং বোড়শনিতাশ্বকং  
বোড়শকলাশ্বকং নানাবেদেষু নানাস্থতিষু নানাপুরাণেষু নানাবিধাগমেষু বিপ্রকীর্ণং  
দৃষ্টবান্ । তদনন্তরং বিপ্রকীর্ণম্ ইমং মন্থং দৃষ্ট্ৱা সীবনং কৃতবান্ । পঞ্চাশবর্ণান্  
ত্রিধা বিভজ্য খণ্ডত্রয়ং কৃৎৱা ত্রিপুরস্বন্দর্যাাদিবোড়শনিত্যাঃ তত্র অন্তর্ভাব্য, প্রতি-  
পদাদিত্তিখীন বোড়শ তত্রৈব অন্তর্ভাব্য, পঞ্চদশবর্ণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং কৃৎৱা, তত্র সোম-  
স্বর্ধ্যানগাশ্বকতয়া ব্রহ্মবিক্রমহেম্বরাস্বকতয়া সশ্বরজন্তুমন্তস্ববাবহিততয়া জাগ্রৎস্বপ্ন-  
স্বপ্নাবস্থাপন্নতয়া সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতুভূততয়া নিশ্চিত্য ত্রীবিদ্যাশ্বকে চতুর্থং খণ্ডে  
পঞ্চদশকলানাং অন্তর্ভাব্যং নিশ্চিত্য ভুবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং যোগিনীবিদ্যানাং নবানাং  
ত্রিকস্ত ত্রিকস্ত এতৈককল্পীকারণে অন্তর্ভাবম্ অঙ্গীকৃত্য, সর্বভূতাশ্বকং সর্বমন্ত্রাশ্বকং  
সর্বতত্ত্বাশ্বকং সর্বাবস্থাশ্বকং সর্বদেবাস্বকং সর্ববেদার্থাশ্বকং সর্বশকাশ্বকং সর্ব-  
শক্ত্যাশ্বকং ত্রিগুণাশ্বকং ত্রিখণ্ডং ত্রিগুণাতীতং সাদাখ্যাপরপর্যায়ং বড়বিশেষিব-  
শক্তিসংগুটাস্বকং নিশ্চিত্য বর্ণপঞ্চদশকেন মূলবিদ্যাং অসীবাং । তদনন্তরং স্যাতং  
মন্থরাজং গ্রীবারাং ধৃতবান্, চিরকালং ধ্যানযোগেন পুজিতবান্ । তদনন্তরং চক্ৰ-  
কলামৃতান্বাদং কৃতবানিতি সঃ মন্থথঃ ঋষি অস্ত মন্থশ্চেত্যর্থঃ ।

নৈতমুখিং বিদিত্বা নগরং প্রবিশেৎ । \*

এতম্ ঋষিং মন্থথং বিদিত্বা নগরং ত্রীচক্রাশ্বকং ন প্রবিশেৎ ঋষিজ্ঞানপূৰ্ব্বকং  
ত্রীচক্রাশ্বকং নগরং ন পূজয়েৎ, বাহুপূজাং ন কুর্যাদিতি নিবেদ্যবিধিঃ । রাজপূজায়া-  
মেব ঋষিজনঃপ্রভৃতিজ্ঞানপূৰ্ব্বকত্বম্ । আন্তরপূজায়াং তাবদ্ব্যাহসজ্ঞানাস্থিকার্যং  
ঋষ্যাদিজ্ঞানং নাভ্যোব । উপযোগস্ত দূরত এব । অতো বস্তসিকবস্তাদিপূর্বাদস-

মুখেন ত্রীচক্রস্ত বাহুপূজনং ত্রৈবর্ণিকৈঃ ন কৰ্ত্তব্যমিতি নিয়ম্যতে । তত্ৰুক্তং সনৎ-  
কুমারসংহিতায়াম্—

বাহুপূজা ন কণ্ঠব্য কস্তব্য বাহুজাতাভঃ ।  
সা ক্ষুদ্রফলদা নৃণাম্ ঐহিকার্থকসাধনাং ॥  
বাহুপূজারতাঃ কোলাঃ কপণাশ্চ কপালিকাঃ ।  
দিগম্বরাস্চেতিহাসা \* বামকাজ্জলবাদিনঃ ॥  
আস্তরান্নাধনগরা বৈদিকা ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
জীবনযুক্তাশ্চরন্ত্যেতে ত্রিষু লোকেষু সৰ্ব্বদা ॥

ইতি । কোলাঃ আধারচক্রপূজারতাঃ । কপণকাঃ যোষিত্তিকোণপূজারতাঃ ।  
কপালিকাঃ দিগম্বরাস্চ উভয়ত্র নিরতাঃ । ইতিহাসা \* ভৈরবধামলপ্রামাণ্যবাদিনঃ ।  
বামকাঃ তল্লাবাদিনঃ ইত্যেকং বদন্তি, বানকেশ্বরতন্ত্রবাদিনঃ । কেবলচক্রপূজকাঃ  
তে বেদবাহা ইত্যবয়ঃ । আস্তরপূজারতাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ শুভাগমতন্ত্রবেদিনঃ । শুভা-  
গমপঞ্চকং পূৰ্ব্বমেবোক্তম্ । আস্তরপূজাপ্রকারঃ পূৰ্ব্বমেবোক্তঃ, পুরস্তাৎকালে চ ।

† যদি প্রবেশেৎ ।

অসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ “যদি বেদাঃ প্রনাগং” ইতিবৎ, প্রবিশেদেবেত্যর্থঃ ।

† মিথৌ চরিত্বা প্রবিশেৎ ।

মিথৌ রহস্তে একান্তে চরিত্বা অবগত্য । চর গতিভক্ষণয়োঃ । প্রবিশেৎ,  
আস্তরপূজাং কুর্যাদিত্যর্থঃ । যদ্বা—মিথৌ মিথুনীভূতো শিবৌ, উভয়োঃ মেলনম্  
অবগত্য প্রবিশেৎ অল্পসন্দর্শীতেতি । পূৰ্ব্বব্যাখ্যানেহপি ঐক্যাত্মসংস্কানে সহায়-  
স্তরং ন কৰ্ত্তব্যম্ । একান্তে এব বিদ্ধা ফলতীত্বাপদেশঃ ।

তৎকথমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টাস্তেন ত্রুটয়তি :—

† তৎসম্ভবম্ ত্রুতম্ ।

সম্ভবো মন্থকঃ, চিত্তজাতহাৎ । তস্ত ত্রুতং মাহাত্ম্যং, সহায়স্তরং তিরস্কৃত্য  
একাকিনৈব রহস্তে ত্রীপুরুষসংযোজনরূপম্ । অতঃ মন্থখোণদিশ্চৈব ত্রুতানবতাং  
তথৈব তদ্রুতানমিতি গোপোয়ং বিজ্ঞেতি তাৎপৰ্য্যম্ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে মন্থখৌ  
মিথুনম্ অবগত্য তস্মিন্ মিথুনে প্রবিশতি । এবং শিবশক্তিসংগৃষ্টম্ অবগত্য সাধ-  
কেন প্রবেষ্টব্যমিতি ত্রুতের্থঃ । অতশ্চ “পূজা নিৰ্ধাত্যা বৈদেহঃ” ‡ “জনকো হ  
বৈদেহঃ” † ইতি চ শ্রুতিবাক্যতঃ বৈদেহয়োঃ উভয়োঃ একপ্রত্যয়িজ্ঞাবিষয়হাৎ, “স

\* “বীতবাসা” ইত্যপি কচিং দৃষ্টতে ।

† তৈঃ আঃ ১১১

‡ তৈঃ আঃ ১১১

বদাহ" + ইত্যাদিবাক্যকদম্বকং প্রতিপদাদিতিধিরূপচন্দ্রকলাধিকারঃ শ্রীবিজ্ঞানঃ  
প্রতিপাদনদ্বারা সবিতুঃ তৎপ্রসাদজ্ঞাতং মাহাত্ম্যং নাভ্যুত্তোভ্যং পরমিতি সর্বম্  
অনবত্তম্ ॥ ৩২ ॥

**লক্ষ্মীধনরূপ-টীকার মঙ্গলানুবাদ।**—পূর্ববর্তী শ্লোকে তত্ত্ব  
অবতীর্ণ করিয়াছেন বলা হইয়াছে, এখন সেই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে—( তত্ত্ব  
মন্ত্রশাস্ত্র প্রথমেই মন্ত্রোপদেশ বখা ) হে জননি, শিব (ক), শক্তি (এ), কাম (ঈ),  
ক্ৰিতি (ল), ইহার পরেই : মায়াবীজ, অনন্তর রবি (ত), চন্দ্র (স), সুর (ক), হংস (হ),  
শক (ঐ), ইহার পর মায়াবীজ, তৎপরে পরা (স), মার (ক), হরি অর্থাৎ ইন্দ্র  
(ল), তদন্তে মায়াবীজ, এইরূপ একক খণ্ডের অবসানে মায়াবীজবৃত্ত (চার বর্ণে  
প্রথম, পাঁচ বর্ণে দ্বিতীয়, তিন বর্ণে তৃতীয়,—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত) ক এ  
ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণ, আপনার মন্ত্রের অবয়ব।

প্রথম খণ্ড আগ্নেয়, দ্বিতীয় সৌর, তৃতীয় চান্দ্র, পূর্বে কথিত হইয়াছে—মূল্যধার  
প্রভৃতি ষট্চক্রের দুই দুই চক্র এক এক খণ্ড। কথিত ত্রিখণ্ড মন্ত্রবর্ণ বখাক্রমে  
অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ। মধ্যে যে তিনটি মায়াবীজ আছে—তাহার প্রথমটি আগ্নেয়  
খণ্ডের উপরিস্থিত রুদ্রগ্রন্থি, তদুপরিস্থিত সৌর খণ্ডের উপরি যে মায়াবীজ, তাহা  
বিষ্ণুগ্রন্থি, তদুপরিস্থিত চন্দ্রখণ্ডের উর্ধ্বে বা শেবে যে মায়াবীজ, তাহা ব্রহ্মগ্রন্থি—  
সহস্রললকমলস্থ একাক্ষরী চিন্নয়ী চন্দ্রকলার সহিত এই গ্রন্থিয সম্বন্ধ। রুদ্রগ্রন্থি  
আগ্নেয় ও সৌর খণ্ডের, বিষ্ণুগ্রন্থি সৌর ও চন্দ্রখণ্ডের সহিত সম্বন্ধ। এই যে  
পঞ্চদশবর্ণ, ইহা চন্দ্রকলারূপে ধ্যেয়। সর্বশুদ্ধ মন্ত্রস্থিত পঞ্চদশবর্ণ—প্রতিপদাদি  
শৌর্গমাস্তান্ত শুক্লা ও প্রতিপদাদি অমাবস্তান্ত কৃষ্ণা তিথি। তদুপরি একাক্ষরী  
বোড়লী কল্প। এই বোড়লী কলা নিত্যা। ইহার যোগ তেজু সমস্ত কলাই নিত্যা  
নামে খ্যাত। সমর্য্যচার্য্যমতে ইহাধিপের সাধনা অন্তরেই করিতে হয়।  
এতৎসম্বন্ধে স্রুতি ও তদনুকূল শুভাগমমতও বিশেষ উপদেশ সংকৃত  
ব্যাখ্যা হইতে সাধকের জ্ঞাতব্য ॥ ৩২ ॥

**অচ্যুতানন্দ-রূপ-টীকা।**—অথ শ্রীমত্যা মন্ত্রোক্তারমাহ শিব  
ইতি। হে জননি! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ত্রিকূটোক্তেষু মন্ত্রাধিকারান্তব  
তিস্মৃতিঃ ক্লেশেপাতির্বাচিতাঃ সন্তঃ সূক্তিমত্যাশ্রব নামাবয়বতাং ভজন্তে বাস্তি। তথাচ,  
মহাত্মা দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি। ক্লেশেপানামনিরুক্তিমাহ বহুজনসংগ্ৰহে,—  
“বহুদধিল-মন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্বশঃ। ক্লেশেখব হি ভাগর্গি ক্লেশেখা যুজ্যতে ততঃ ॥”

কে তে ইত্যাং—শিবো হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ, কামঃ ককারঃ, ক্ষিতিলকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। প্রথমং বাগ্ভবকূটম্। অথশব্দেন বীজাস্তরং দর্শয়তি। রবির্হকারঃ, নীতকিরণঃ সকারঃ, স্রঃ ককারঃ, হংসো হকারঃ, শক্ৰো লকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। ইতি কামরাজকূটম্।\* তদনুশব্দেন বীজাস্তরং দর্শয়তি। পরা সকারঃ, মারঃ ককারঃ, হরিশলকারঃ, অস্তে হ্রীংকারঃ। ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্। এষা বিজ্ঞা লোপামুদ্রায়া সর্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥

**অমুবাদঃ।**—হে জননি! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতিশব্দে লকার এবং ইহার অস্তে ক্লমেধা অর্থাৎ হ্রীং এই বীজ বোগ করিলে ‘হ স ক ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল। ইহার নাম বাগ্ভবকূট। রবি শব্দে হকার, নীতকিরণ বলিতে সকার, স্র শব্দে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্ৰ শব্দে লকার, ইহার অস্তে ক্লমেধা বোগ করিলে ‘হ স ক ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল; ইহার নাম কামরাজকূট। পরাশব্দে সকার, মার শব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অস্তে ক্লমেধা বোগ করিলে ‘স ক ল হ্রীং’ এই মন্ত্র হইল; ইহা ত্রৈলোক্যমোহিনী নামক শক্তিকূট। এই ত্রিকূট-মধ্যস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে ॥ ৩২ ॥\*

স্বরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাগ্রে † তব মনো-  
নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।  
জপন্তি ‡ ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবন্ধাকরলয়াঃ, §  
শিবায়ৌ জুহুস্তুঃ স্মরতিস্মৃতধারাহতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—স্বরং কামবীজং, যোনিং ভুবনেশ্বরীং, লক্ষ্মীং ঐবীজং, ইদং ত্রিতয়ং আদৌ তব মনোঃ মন্ত্রস্ত নিধায় সংযোজ্য একে বিমলাঃ সমরিনঃ নিত্যে! আন্তস্তরহিতে! নিরবধি-মহাভোগরসিকাঃ অপরিচ্ছিন্ননিত্যানু-ভবরসজ্ঞাঃ, পরমযোগীশ্বরী ইতি বাবৎ। তজ্জন্তি সেবন্তু ত্বাং ভবতীং সহস্রদল-কমলাং অবরোপ্য জ্বৎকমলে সংস্থাপ্য তাদৃগুবিধাং চিন্তামণিগুণনিবন্ধাক-বলয়াঃ চিন্তামণীনাং গুণং গুণনা আত্রেড়নং, সমূহ ইতি বাবৎ, তেন নিবন্ধো রচিতঃ অক্ষবলয়ঃ অক্ষমালিকা বেবাং তে। বধা—চিন্তামণয় এব গুণনিবন্ধাকাঃ

\* ইহা দ্বারা হ স ক ল হ্রীং স ক ল হ্রীং হ স ক ল হ্রীং এই ত্রিকূট-মন্ত্র উদ্ভূত হইল। ইহার নাম লোপামুদ্রা বিজ্ঞা; এই বিজ্ঞা সমুদায় মন্ত্রের বীজস্বরূপা।

† মনো ইতি ল

‡ ভজন্তি ইতি ল

§ ক্ষবলয়াঃ ইতি ল

স্বরচিত্তাঙ্কাঃ পদ্মবীজানি, তেবাং বলয়ঃ মালিকা যেষাং তে তথোক্তাঃ শিবায়ৌ শিবা শক্তিঃ ত্রিকোণমিতি যাবৎ, তত্র সংস্কৃতঃ অগ্নিঃ শিবাগ্নিঃ। ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিং অবযুত্যা তত্র নিক্শিপ্যা পাশাঙ্কুশাভ্যাং সন্নিক্শ্যা ভুবনেশ্বর্যা অবকুষ্ঠা অগ্নে: জাতকন্দাদি ষোড়শসংস্কারাঃ বত্র ক্রিয়ন্তে, যঃ শিবাগ্নি-  
বিত্তি রহস্তমিতি। অন্নমাশয়ঃ—ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিং নিক্শিপ্যেতি।  
বস্ত্রণি বৈন্দবস্থানং চতুষ্কোণং, তথাপি পুরুষচরণাশ্বকক্রিয়ায়াং সংবিত্তকমলে ত্রিকোণম্ আরোপ্যা সহস্রকমলাং বৈন্দবস্থানস্থাং কামেশ্বরীম্ অবরোপ্য পুরুষচরণং কার্যমিতি সমন্বিতরহস্তমিতি আচার্যাণাম্ আশয় ইতি। জুহুস্তঃ \* সংতর্পয়ন্তঃ সুরভিব্রতধারাহতিশতৈঃ সুরভিঃ কামগবী, তত্য়া: ব্রতম্ আজ্যং, তত্ৰ ধারাঃ, তাভিঃ আহুতয়ঃ ইবি:প্রক্ষেপাঃ, তাসাং শতানি সহস্রং তৈ:।

অত্রেখং পদযোজনা—হে নিত্যো! তব মনো: আদৌ সুরং যোনিং লক্ষ্মীম্ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় নিরবধিমহাতোগরসিকা: একে, চিন্তামণিগুণনিবন্ধাক্রবলয়াঃ শিবায়ৌ স্বাং সুরভিব্রতধারাহতিশতৈঃ জুহুস্তঃ ভজন্তি ॥

অত্রেখং তত্ত্বম্;—সময়িনাং মন্ত্ৰস্ত পুরুষচরণং নাস্তি। জপো নাস্তি। বাহুহোমোহপি নাস্তি। বাহুপূজাবিধয়ো ন সন্তোষ। জংকমল এব সর্বম্ অতুষ্ঠেয়ম্। এতচ্চ “জপো জলঃশিল্পম্” + ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কিকিছুক্তম্। অবশিষ্টং কুৎসং “তবাজ্ঞাচক্রম্” † ইত্যাদিশ্লোকষট্‌কব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন অর্থানুবাদ।**—হে নিত্যো! কাম-বীজ, মায়াবীজ ও শ্রীবীজ এই বীজত্ৰয়কে আপনার মস্তকের প্রথমে স্থাপন করিয়া পদ্মযোগীন্দ্র সময়চারী কতিপয় সাধক চিন্তামণি মস্ত্রে সংবদ্ধ অক্ষ ( অকারাদি ক্ষকারান্ত ) বর্ণমালায় অস্তুরে রাখিয়া বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিবোগসম্পাদিত শিবাগ্নিকুণ্ডে সুরভিব্রতধারায় বহু শত আভতি ভাবনা দ্বারা আপনাকে ভজনা করেন।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—বিভাস্তরং দর্শয়ন্মাহ স্মরমিত্যাदि। হে নিত্যো! তব মন্ত্ৰস্ত আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে জনাঙ্ঘ্রং ভজন্তে। কিন্তুদিত্যাহ,—সুরং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কেচিদ্বীজত্ৰয়মাহ: সুরং কামবীজং যোনিং ভুবনেশ্বরীবিজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। যে শিবায়ৌ কুণ্ডলিনীমুখে

• \* ইত্যত্র চ্যুতসংস্কৃতদোষ: পরিহরণীয়ঃ। শ্রীপ,

† ২৭ শ্লোকঃ।

গোলোকচ্যুতামৃতধারাহতিশতৈর্জুহুঃ চিন্তামণিগুণনিবন্ধাকরণয়া ভবন্তীতি  
অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। স্মরতি-  
গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্তা যুতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে—  
“গোলোকং তং সমীধ্যাতং যদবিকোঃ পরমং পদম্।” চিন্তামণিঃ চিংকলা  
অভীষ্টফলদাতৃহাং। তস্তা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিনিবন্ধেনু অক্ষরেষু লয়ো  
যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং যন্ত তং অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিম্বৃত্তাঃ?  
মহাভোগরসিকাঃ অপৰ্য্যাপ্তসুখানুভবকাক্ষিকঃ। জপন্তীতি কচিং পাঠঃ। তত্র  
মন্ত্ররূপিনীং হাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি কচিং পাঠঃ। তে চিন্তামণিগুণ-  
নিবন্ধাকবলয়া ভবন্তি। বলয়ো মালা চিংকলা গুণৈর্নিবন্ধা অক্ষমালা যেষাম্।  
এতেন অন্তর্থাঙ্গিনো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নিত্যে! মহাভোগরসিক অর্থাৎ অপৰ্য্যাপ্ত সুখানু-  
ভবকাক্ষী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিত্যে ক এ ঙ্গ অথবা ক্লীং হ্রীং ঐং  
এই বীজত্রয় যোগ করিয়া সর্বদা জপ করত যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত  
স্মরতিসমুত শত শত যুতাহতি দ্বারা অর্থাৎ পরমামৃত দ্বারা হোম করেন, তাহা  
হইলে তাঁহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

**তাৎপর্য্য।**—এ স্থলে চিন্তামণি শব্দে অভীষ্টফলদায়িনী চিংকলা।  
চিংকলা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। তাহা দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম  
অথবা উপহিত চৈতন্তরূপ পরমব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

শরীরং ত্বং শস্তোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং,

তবান্নানং মন্থে ভগবতি ভবান্নানমনঘম্ ॥\*

অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,

স্থিতঃ সম্বন্ধো বাৎ সমরসপরানন্দপদয়োঃ † ॥ ৩৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—“তবান্নাচক্রহুম্” ইত্যাদি শ্লোকষট্কেন  
সাময়িকং মতং নিরূপয়িষ্যান্ সপ্রভেদং কোলমতং তদ্ব্যুৎপত্তিযোগিতয়া নিরূপয়তি।  
কোলমতং বিবিধং, পূর্বকোলং উত্তরকোলং চেতি। এতদ্বিত্যং ক্রমেণ  
শ্লোকষতিয়েনাহ—( শরীরমিতি )।

শরীরং দেহঃ ত্বং ভবতী মহাভৈরবী শস্তোঃ আনন্দভৈরবন্ত শশিমিহিরবকো-  
রুহযুগং শবী চন্দ্রঃ মিহিরঃ সূর্য্যঃ তাবেব বক্ষোরুহৌ কুচৌ তয়োর্ব্যুৎপত্তয়ঃ যন্ত তৎ।

\* তবান্নানমিত্যত্র তবান্নানমিতি ল—পাঠঃ।

† পরয়োঃ ইতি ল



তব ভবত্যাঃ মহাভৈরব্যাঃ আশ্বানং দেহং মত্তে জানামি ভগবতি ! ভগঃ অস্তা  
অস্তীতি ভগবতী তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ ।

উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানাং গতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিজ্ঞানবিজ্ঞাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

ইতি স্মরণাৎ । উৎপত্তাদিবেদনং ভগঃ তদ্বতী ভগবতী । যদ্বা—ইন্দুকলা-  
বিজ্ঞায়াঃ নবযোজ্যাক্ষত্বাৎ নবযোনিমতী ভগবতী । প্রাশস্তো মতুপ্ । নব-  
যোনিভিঃ প্রশস্তেত্যর্থঃ । নবাশ্বানং আনন্দভৈরবস্ত নববাহ্যাক্ষত্বাৎ । আনন্দ-  
ভৈরবস্ত নববাহ্যাক্ষত্বাৎ উপরিষ্ঠাৎ বক্ষ্যতে । অনন্যং নির্দোষম্ । অতঃ  
অন্যাক্ষেতোঃ, যতঃ কারণাৎ পরানন্দপরয়োঃ ত্রৈকাং তন্মাদিত্যর্থঃ । শেষঃ গুণভূতঃ  
অপ্রধানম্, শেষী প্রধানম্, ইত্যয়ং এবংপ্রকারঃ, উভয়সাধারণতয়া উভয়োঃ ভৈরবী-  
ভৈরবয়োঃ সাধারণতয়া সাধারণ্যাৎ স্থিতঃ অবস্থিতঃ সম্বন্ধঃ শেষশেষিভাবরূপঃ  
বাং যুবয়োঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমরসে সামরস্তযুক্তে পরানন্দঃ আনন্দভৈরবঃ পরা  
আনন্দভৈরবীরূপা চিচ্ছক্তিঃ কলা, সমরসে চ তে পরানন্দপরে চ তয়োঃ ।

অত্রৈখং পদযোজন—হে ভগবতি ! শস্তোঙ্ক শশিমিহিরবক্কোক্রহুগং শরীরং  
ভবনীতি শেষঃ—আনন্দভৈরবস্ত কালবাহ্যাস্তঃপাতিত্বাৎ সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ বক্কোক্রহ-  
যুগ্ধারোপণং যুক্তম্ । যদ্বা—অগ্রমম্বয়ঃ—হে ভগবতি ! শশিমিহিরবক্কোক্রহুগং  
শরীরং শস্তোঙ্কমেব ।

সূর্য্যচন্দ্রৌ স্তনৌ দেব্যাঃ তাব্বেব নয়নে স্ততো ।

উভৌ ত্যটিকযুগলমিতোষা বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥

ইত্যনেন ভগবত্যাঃ শঙ্কঃ প্রতি শেষত্বযুক্তম্ । হে ভগবতি ! তব আন-  
ন্দনং নবাশ্বানং মত্তে । অতঃ “শেষঃ শেষী” ইত্যয়ং সম্বন্ধঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ  
বাং উভয়সাধারণতয়া স্থিতঃ ।

অত্রৈদমন্তলক্ষ্যম্—মহাভৈরবস্ত নবাশ্বোতি সংজ্ঞা, নববাহ্যাক্ষত্বাৎ । নব-  
বাহ্যাস্তঃ—

কালবাহ্যঃ কলাবাহো নামবাহ্যস্তথৈব চ ।

জানবাহস্তথা চিত্তবাহ্যঃ শ্রাস্তদনস্তরম্ ॥

নাদবাহস্তথা বিন্দুবাহ্যঃ শ্রাস্তদনস্তরম্ ।

কলাবাহস্তথা ভীববাহ্যঃ শ্রাদিতি তে নব ॥

অত্রার্থঃ—কালবাহো নাম—নিমেষাদিকল্পান্তাবচ্ছিন্নকালসমুদায়ঃ কালবাহ্যঃ  
সূর্য্যচন্দ্ররোরপি কালাবচ্ছেদকতয়া কালবাহ্যে অন্তর্ভাবঃ ।

কুলবাহো নাম—নীলাদিক্রপবাহঃ ।

নামবাহো নাম—সংজ্ঞাস্কন্ধঃ ॥

জানবাহো নাম—বিজ্ঞানস্কন্ধঃ । ভাগবাহ ইতি নামান্তরমন্তি স চ দ্বিবিধঃ  
সভাগবিভাগভেদাৎ\* । সভাগো বিকল্পঃ, বিভাগো নির্বিকল্পঃ ॥

চিন্তবাহো নাম—অহঙ্কারপঞ্চকস্কন্ধঃ । অহঙ্কারপঞ্চকং নাম—অহঙ্কারচিন্ত-  
বুদ্ধিমহুগ্ননাংসি ।

নাদবাহো নাম—রাগেচ্ছাকৃতিপ্রবৃত্তস্কন্ধঃ । অনেন মাতৃকারাঃ পরা পশুস্তী  
মধ্যমা বৈথরী ইতি চত্বারি রূপাণি । পরা নাম সান্ত্বরোহরূপা । অন্তরে অন্তঃ-  
করণে উহেন তর্কেণ সহিতং রূপং যন্তাঃ সা সান্ত্বরোহরূপা । বৃত্তাবস্থায়ামেব  
জ্ঞাতবোতাভিসন্ধিঃ । যথোক্তং কামকলাবিজ্ঞায়াম্—

বা সান্ত্বরোহরূপা পরা মহেশী পরা নাম । পশুস্তী নাম এইবেব স্পষ্টা উচ্যতে ।  
যথোক্তং তত্রৈব :—

স্পষ্টা পশুস্ত্যখ্যা ত্রিমাতৃকা চক্রতাং যাতা । ত্রিমাতৃকা ত্রিখণ্ডযুক্তা মাতৃকা  
পঞ্চদশাকরী, তদাখিকা সা চ চক্রতাং চক্রং যাতা । ত্রিখণ্ডাখ্যকচক্রক্যাং  
ত্রিখণ্ডাখ্যকমাতৃকারা ইতি রহস্যম্ । এতচ্চ পূর্বে বহুধা প্রপঞ্চিতম্ স্পষ্টা  
যুক্তাবস্থায়ং অতিসূক্ষ্মতয়া প্রতীতা ইত্যভিসন্ধিঃ । মধ্যমা নাম পরাপশুস্ত্যোঃ  
উচ্চাভুজাবস্থাখিকা । সা দ্বিবিধা—বামাদিব্যাষ্টিক্রুপা, বামাদিসমষ্টিক্রুপা চেতি ।  
বামাদিসমষ্টিক্রুপা সূক্ষ্মা, বামাদিব্যাষ্টিক্রুপা স্থলা । বামাদয়ঃ শক্তয়ঃ বামা জ্যোষ্ঠা রোজী  
অধিকা । এতাস্ততস্রঃ শক্তয়ঃ ত্রীচক্রান্তর্গতাধোমুখচতুর্ধোজ্যাখিকাঃ ইচ্ছা জ্ঞানং \*  
ক্রিয়া শান্তা পরা চেতি পঞ্চ শক্তয়ঃ ত্রীচক্রান্তর্গতোদ্ধমুখশক্তিধোজ্যাখিকাঃ । এতাভিঃ  
শক্তিভিঃ নববাহাখিকাভিঃ ভগবত্যাঃ নবাখ্যং উচ্যতে । যথোক্তং তত্রৈব—

একা পরা তদন্তা বামাদিব্যাষ্টিমাতৃস্থষ্টাখ্যা ।†

তেন নবাখ্যা মাতা জাতা সা মধ্যমাহতিধানাভ্যাম্ ॥

দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থলাকৃতিঃ হিরা সূক্ষ্মা ।

নবনাদময়ী স্থলা নববর্গাখ্যা তু ভূতলিপ্যাখ্যা ॥ †

আত্মা কারণমজ্ঞা কার্যং অনন্যোর্থতন্ততো হেতোঃ ।

সৈবৈবং ন হি ভেদস্তাদাখ্যং হেতুহেতুমদভীষ্টম্ ।

অতীর্থঃ—একা পরেতি সর্বরজস্তমোগুণসাম্যরূপা । তদন্তা পশুস্তী

\* “ইচ্ছানাম” ইতি চ পার্শ্বে দৃশ্যতে ।

† “স্থত” ইত্যন্ত হানে “দ্রাস্ত” ইতি, “লিপ্যা” ইত্যন্ত হানে “বিজ্ঞা” ইতি চ কৃতিং ।

অতত্তরগুণবৈষম্যরূপেতার্থঃ । মধ্যমা বাবাদ্যিবাষ্টিরূপা স্থলাঙ্গিকা । বাবাদয়ঃ শক্তয়ো  
বৈলম্বহানন্ত উভয়ত্র সম্পূটনোবস্থিতাঃ । অতএব এতাঃ ব্যুৎপত্ত্বাচ্যাঃ সত্যঃ  
নবান্বশম্বেন ব্যবহরিস্তে । সমষ্টিরূপান্ত পরায়ামন্তভূতাঃ । তেন কারণেন যাতা  
মাতৃকা নবাঙ্গা জাতা । সা মধ্যমা অভিধানাভ্যাং দ্বিবিধা, হি যন্নাং সা মধ্যমা  
স্থল্লা । স্থলাকৃতিশ্চেতি দ্বিবিধা । স্থল্লাস্বরূপমাহ—স্থিরেতি । স্থৈর্য্যাবস্থায়ঃ  
স্থল্লাবস্থায়ামেব অবভাস্যা । নবনাদময়ীতি—নব নাদাঃ একচট্টপঞ্চকাঃ ।  
এতে পরম্পরং ভিন্নজাতীয়াঃ, স্বরকবর্গচবর্গটবর্গতবর্গপবর্গযবর্গশবর্গকবর্গাণাং  
পরম্পরং ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ । তত্র প্রমাণমাহ—ভূতলিপিাত্যোতি । মিথ্যা  
বিভেদমিথ্যায়ঃ লিপেঃ আখ্যাণরত্বং দর্পণপ্রতিবিম্বস্ত মুখজ্ঞাপকত্বমিব ন বিরূধ্যতে ।  
আত্মা কারণমত্তেতি—আত্মা স্থল্লারূপা মধ্যমা কারণং স্থল্লারূপায়াঃ মধ্যমায়াঃ নব-  
বর্গাঙ্গিকার্যাঃ । অনয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ যতন্ততো হেতোঃ সৈবেরং স্থল্লাবেরং  
স্থলা । অতঃ স্থল্লাস্থল্লয়োঃ ঐক্য অভেদে বিমর্শদশারামপি ন কোহপি হেতুরসীতি  
তাৎপর্য্যোক্তম্—যতন্ততো হেতোরিতি । তদেব প্রতিপাদয়তি—ন হি  
ভেদ ইতি । হেতুহেতুমদिति—হেতু-হেতুমতাদাখ্যাং অতীষ্টমিত্যবয়ঃ । সর্বত্র  
তাদাখ্যাং হেতুহেতুমত্বাতিরেকেণ নাস্তীত্যর্থঃ । অতশ্চ মধ্যমাঙ্গিকার্যাঃ চিচ্ছক্কে:  
নবান্বতা সিদ্ধা । রাগেচ্ছাকৃতিপ্রযত্নানাং কারণত্বেনাগমেসু প্রসিদ্ধাঃ মায়ান্তক-  
বিত্তামহেশ্বরগদানিবাঃ রাগাদীনাং তত্ত্বভূতাঃ সংগৃহীতাঃ । তৈঃ পরাপশুস্তীমধ্য-  
মাবৈবৈধ্যঃ অধিষ্ঠানভূতাঃ সংগৃহীতা ইত্যবগন্তবাম্ ।

বিন্দুব্যাহো নাম—বটচক্রসজ্জঃ ।

কলাব্যাহো নাম—পঞ্চাশৎকলানাং বর্গাঙ্গিকানাং সজ্জঃ ।

জীবব্যাহো নাম—ভোক্তৃস্বকঃ ।

এবং নবানাং ব্যাহানাং ভোক্তৃভোগ্যভোগরূপেণ ত্রৈবিধ্যম্ । আত্মব্যাহন্ত  
ভোক্তৃশ্বেপি ভোগ্যভোগতাদাখ্যাং ত্রৈবিধ্যম্ । এবং ভোগব্যাহন্তাপ্যাহম্ ।  
অয়মায়নঃ—আত্মব্যাহন্ত ভোক্তৃস্বকঃ, জ্ঞানব্যাহন্ত ভোগস্বকঃ, কালব্যাহাদীনাং ভোগ্য-  
মেবেতি আচার্য্যাণাং ত্রৈবিধ্যমভিপ্রেতমিতি । সর্বকোষাং ব্যাহানাং জীবব্যাহন্ত সর্বত্র  
অম্বয়াদৈক্যম্ । কালব্যাহন্ত অবচ্ছেদকত্বাদৈক্যম্ । কুলনামব্যাহরোঃ নিরূপকত্ব-  
দৈক্যম্ । জ্ঞানব্যাহন্ত বিন্দুব্যাহে তাদাখ্যাদৈক্যম্ । নাদকলরোত্রৈক্যাৎ নব-  
ব্যাহন্তকস্বং পরমেশ্বরস্ত সিদ্ধমেব । অতো নববিধৈক্যাং ভৈরবীভৈরবয়োঃ  
জাতব্যমিতি কোলমতরহস্তম্ । অতএব কোলাঃ পরমেশ্বরং নবান্বতি ব্যবহরন্তি ।  
বখাহঃ কোলাঃ—

নববুহাঙ্করো দেবঃ পরানন্দপরাম্বকঃ ।

নবাঙ্করো ভৈরবো দেবো ভুক্তিমুক্তিদায়কঃ ॥

পরানন্দপরাম্বকঃ চিত্রপাংসনন্দভৈরবী ।

ভরোয়দা সামরন্তং জগদ্বৎপদ্যতে তদা ॥

ইতি দ্বিত্বায়ুক্তম্ । অবশিষ্টং “তবাধারে মূলে” \* ইত্যাদৌ নিরূপ্যতে ।  
অয়ং ভাবঃ—আনন্দভৈরবমহাভৈরবোঃ পরানন্দপরাম্বকোঃ তাদাঙ্করো সিদ্ধে  
নবাঙ্করো যয়োঃ সমান । অতঃ শেষশেষিতাবঃ আপেক্ষিকঃ ।—যদা সৃষ্টিস্থিতিরেষু  
আনন্দভৈরবস্ত পরানন্দসংজ্ঞকস্য পরচিত্তস্বরূপারাম্ভে মহাভৈরব্যাঃ প্রবৃত্তঃ উৎ-  
পদ্যতে, তদা ভৈরবীপ্রাধান্যং প্রধানপ্রকৃতিশব্দবাচ্যা মহাভৈরবীতি, তস্তাঃ  
প্রধানত্বং শেষিত্বং, আনন্দভৈরবস্ত অপ্রধানত্বং গুণভাবঃ শেষত্বম্ । যদা সর্বোপ-  
সংহারে প্রকৃতেঃ তন্মাত্রাবস্থিতৌ ভৈরব্যাঃ স্বাভিনি অন্তর্ভাবাস্তদা ভৈরবস্ত শেষিত্বং  
ভৈরব্যাঃ শেষত্বমিতি ॥ ৩৪ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-তীকার মন্ত্যামুবাদ ।**—( পূর্ব-কোলমতের  
তাৎপর্যানুসারে কথিত হইতেছে )—হে ভগবতি ! আনন্দভৈরবী আপনিই  
আনন্দভৈরব শব্দরূপ চক্ষুর্দ্বারাপ স্তনযুগলযুক্ত শরীর, আর আপনার আত্মাকেই  
আমি মনে করি নিশ্চলনববুহাঙ্কর আনন্দভৈরব । অতএব এই যে শেষ-  
শেষিতাব সম্বন্ধ ইহা পরানন্দ ও পরাম্বকরূপা সমরসমগ্রী আপনাদিগের  
উত্তরের পরস্পর সাপেক্ষ সাধারণ । শেষ অঙ্গ বা অপ্রধান, শেষী অঙ্গী বা  
প্রধান । জগতের ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়াবস্থা যত দিন না হয়, তত দিন  
প্রকৃতি আনন্দভৈরবীই প্রধান,—পূর্ণ অব্যক্তাবস্থার, প্রাকৃত লয়সময়ে আনন্দ-  
ভৈরব চিত্রাত্মক প্রধান । এই শিবশক্ত্যাঙ্ক তব পূর্ব-কোলমতে বীকৃত ।  
নববুহ—যথা (১) কালবুহ—নিমেষ হইতে মনস্তর কল্প পর্যন্ত । (২) কুলবুহ  
—নীলাদিকল্প । (৩) নামবুহ—সংজ্ঞাদি । (৪) জ্ঞানবুহ—বিজ্ঞানাদি । (৫)  
চিত্তবুহ—অহঙ্কারাদি । (৬) নাদবুহ—ইচ্ছাপ্রবৃত্তাদি । (৭) বিন্দুবুহ—বট-  
চক্র । (৮) কলাবুহ—পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ । (৯) জীববুহ—ভোক্তৃসমূহ ।  
অর্থাৎ জীববুহ—ভোক্তা, জ্ঞানবুহ—ভোগ এবং অপর সপ্তবুহ ভোগা—এই  
ত্রিবিধ ভাব এতদ্ব্যতীত নিবিষ্ট ॥ ৩৪ ॥

**অমৃতানন্দকৃত-তীকা ।**—অথ শিবশক্তোরাদিধারাত্মকভাবেনকা-  
ন্তাতঃ দর্শনমাহ শরীরম্ ইতি । হে ভগবতি ! শব্দোক্ত্রাণো যৎ শিবব্যাপকং

চন্দ্রস্বৰ্ণাস্তনযুগং শরীরং তৎ স্বম্ । তবাপি বিশ্বাকৃতেরনবং গুণরূপাববৰ্জিতম্  
আত্মানং ভবাত্মানং অর্পাদৃ বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং যন্তে । অতঃ কারণাৎ বাৎ স্ববয়োঃ  
উভয়সাধারণভাবেন শেষঃ শেষীভাৱং সম্বন্ধঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতি-  
রিত্যয়ং সম্বন্ধঃ স্থিতঃ । কিঙ্কৃতয়োঃ ? সমরূপমানন্দপদয়োঃ সমানৈশ্বৰ্য্যানন্দ-  
নির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

**অনুবাদ ।**—হে ভগবতি ! পরব্রহ্মস্বরূপ শিবের চন্দ্রস্বৰ্ণাস্তন-  
যুগল-স্থশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মূর্তি, তুমিই সেই বিরাট বিশ্বমূর্তি । গুণাতীত  
বিশ্বব্যাপ্তক ব্রহ্মস্বরূপই তোমার স্বরূপ । মাতঃ ! একমাত্র তুমিই শিবশক্তিরূপে  
সাধারণাধেয়ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছে । বস্তুতঃ তোমরা  
উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারুথিরসি,  
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতাত্মাং ন হি পরম্ ।

ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা,

চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভূষে ॥ ৩৫ ॥

**সম্মীপব্রহ্মত-ভীক্ষা ।**—মনঃ মনস্ত্বং আজ্ঞাচক্রেস্থিতং স্বম্ এব ।

ব্যোম আকাশত্বং বিস্তৃতচক্রান্তঃস্থিতং স্বম্ এব । মরুৎ বায়ুত্বম্ অনাহতনামক-  
সংবিচ্ছিন্নান্তর্গতম্ অসি ইতি স্বমিত্যর্থকম্ অব্যয়ম্ । মরুৎ-সারুথিঃ বায়ুসপ্তঃ অগ্নি-  
ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতম্ । অসি ইতি পূর্ববৎ অব্যয়ম্ । ত্বম্ আপঃ অগ্নুৎ মণিপূরাত্ত-  
র্গতম্ । ত্বং ভূমিঃ ভূমিত্বং মূলাধারান্তর্গতম্ । এবংরূপেণ স্বয়ি পরিণতাত্মাং  
পরিণতিং তাদাত্ম্যং গতাত্মাং ন হি পরং ইতঃ পরং ন কিঞ্চিদন্তীত্যর্থঃ । ত্বমেব  
স্বাত্মানং স্বরূপং পরিণময়িতুং পরিণামবস্তুং কর্তৃত্বং বিশ্ববপুষা প্রণবরূপেণ চিদানন্দা-  
কারং চিচ্ছক্তে: আনন্দভেদবস্তু চ আকারং শিবযুবতি ! শিবযুবতী তরুণী ।  
স্বতীশবস্ত “সর্বতোক্তিরর্থাদিত্যেকো” ইতি ভীপ্ । তস্তাঃ সখীঃ । ভাবেন  
চিন্তেন বিভূষে । যদা—চিদানন্দাকারং চ ব্রহ্মস্বরূপং শিবত্বং শিবযুবতিভাবেন  
শিবস্ত যুবতির্জগা তস্তাঃ ভাবঃ ত্বং ভেন ।

**অন্ত্রেখং পদবোজনা**—হে ভগবতি ! মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারুথিরসি  
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিঃ । স্বয়ি পরিণতাত্মাং পরং ন হি । ত্বমেব স্বাত্মানং বিশ্ববপুষা পরিণ-  
ময়িতুং শিবযুবতিভাবেন চিদানন্দাকারং বিভূষে ।

**অনর্থঃ**—“মনস্বম্” ইত্যাদি “ভূমি” ইত্যন্তেন পক্ষত্বাস্বকঃ কার্ষকঃ পরিণামো

বিকারঃ উক্তঃ। “অগ্নি পরিণতায়াম্” ইত্যেনে নিকীৰ্কায়াত্মকঃ কারণরূপেণা-  
বস্থিতিবিশেষঃ প্রকৃতাঃ পরিণামঃ ইত্যুক্তঃ। “ন হি পরম্” ইত্যেনে অপরিণামিত্বাঃ  
পরিণামো নাস্তি, অনবস্থাপত্তেঃ ইতি হি শব্দার্থঃ। তথোক্তং চতুঃশতায়াম্:—

শৃণু দৈবি মহাজ্ঞানং সৰ্বজ্ঞানোত্তমং প্রিয়ে ।  
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবাকৌ ন নিমজ্জতি ॥  
ত্রিপুরা পরমা শক্তিরাস্তা জাতা মহেশ্বরী ।  
স্থলস্থলবিভাগেন ত্রৈলোক্যোৎপত্তিনাতৃকা ॥  
কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিনী ।  
যস্তাং পরিণতায়াম্ তু ন কিঞ্চিৎ পরমিষ্যতে ॥

অর্থঃ—কবলীকৃতঃ আত্মভারোপিতঃ কারণাত্মকো অবস্থিতঃ, যথা বৃদি  
ঘট ইব, নিঃশেষং যথা ভবতি তথা তত্ত্বানাং পঞ্চতত্ত্বানাং গ্রামঃ সমূহঃ কবলীকৃতঃ  
নিঃশেষতত্ত্বগ্রামঃ, স এব স্বরূপং যস্তাঃ সা, কার্যানি কারণে উপসংহৃত্য স্বয়ং  
কারণাঘনা অবস্থিতেত্যর্থঃ; সংকার্যবাদিনাং মতে কারণে কার্যস্তানি শক্তিরূপেণ  
বিদ্যমানত্বাৎ ইতি। এতচ্ছক্তং ভবতি—উত্তরকোলমতে প্রধানমিব জগৎকর্তৃ।  
প্রধানত্বাদেব শেষভাবো নাস্তি, শিবস্তাভাবাৎ। তস্ত পরিণতিঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মিকা।  
মনস্ত্বাদিরূপেণ প্রধানাত্মিকা শক্তিঃ পরিণতা। অতঃ মনঃপ্রভৃतीনাং শক্তি-  
পরিণামঃ, তত্ত্বানাং স্বরূপপরিণামঃ। এবং প্রপঞ্চং কার্যরূপং যস্তামারোপ্য কারণ-  
রূপেণ অবস্থিতা। সা চ আধারকুণ্ডলিনীত্যভিধীয়তে। ইতঃ পরং যথুক্তবাস্তি  
তদাং “তবাধারে নুলে” \* ইত্যাদিব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতত্ত্বমুপশাদয়িত্বামঃ ॥৩৫॥ †

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—(উত্তরকোলমতে,  
শক্তিতত্ত্বই একমেবাদ্বিতীয়ম্, শিবতত্ত্ব ইহার অন্তর্গত, তদ্ব্যতীতস্বাবে স্তোত্র যথা )—  
হে ভগবতি ! তুমিই আজ্ঞাচক্রস্থ মনস্তত্ত্ব, তুমি বিশুদ্ধিচক্রস্থিত আকাশতত্ত্ব,  
তুমি অনাহতচক্রস্থিত বায়ুতত্ত্ব, তুমি স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত বহি বা অগ্নি, তুমি  
মণিপূরকস্থিত জল, তুমি মূলাধারস্থিত ভূতত্ত্ব, নিকীৰ্কারা তোমার চিন্তামণি তুলা  
যে কারণরূপে অবস্থিতি, তাহাই এ সমুদয়ের হেতু, অপরবিধ পরিণাম তোমার  
নাই। তুমি নিজরূপকেই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ করিবার জন্ত, শিববুঝতিভাবে

\* ৩৬ শ্লোকঃ।

† ( সমস্যাচারে অর্থধ্বজনই সাধনা, শ্রীচক্রও অস্তঃস্থ, —সমস্যাচারমতে তাহার অঙ্কনপ্রণালী যে  
কথিত ইহা আছে, তাহাও অস্তরে ভাবনা দ্বারা অঙ্কন, সেই ভাবনাক্রমাহুসারে লক্ষ্মীধর টীকা ও  
শ্লোকের আছে, পাদটীকার প্রদর্শিত সেই অঙ্কন অহুসারে ভাবনা শিক্ষণীয় )।

চিদানন্দরূপ গ্রহণ করিয়া আছ। অর্থাৎ চিদানন্দ পরব্রহ্ম ও জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই তুমি ॥ ৩৫ ॥

**অদ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—অথ ব্রহ্মণঃ সর্বত্রৈকতামাহ মন ইতি । হে শিববুধতি ! হং মনঃ পরমশিবস্থানং মহর্লোক ইত্যর্থঃ । ব্যোম হং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্ । হং বায়ুর্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্ । হম্ অগ্নিঃ স্বর্লোকো নারায়ণস্থানম্ । হম্ আগঃ ভুবর্লোকঃ রুদ্রস্থানম্ । হং ভূমিঃ ভূর্লোকো ব্রহ্মস্থানম্ । এতৎ ষট্চক্ররূপং তব হৃদ্রূপমিত্যর্থঃ । স্থলরূপমাহ হ্রদীত্যাदि । হ্রদী পরিণতাত্ম্যং ষট্চক্রদেহং প্রাপ্তাত্ম্যং ন হি কিঞ্চিৎ পরমন্তি হং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবনীত্যর্থঃ । তৎ কিং সত্যমিত্যাহ হমেবেত্যাদি । হম্ আত্মানং পরমাআত্মানং চিদানন্দরূপং পরিণময়িত্বং স্বৰ্ণে কৰ্ত্ত্বং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্চক্রাঙ্কদেহেন অর্থাৎ ষট্চক্রতেজসা হং চিদানন্দাকারং বিভূষে গৃহ্মসি । এতৎ সত্যং লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! তুমিই মন ( পরমশিবস্থান মহর্লোক ), তুমিই ব্যোম ( সদাশিবস্থান তপোলোক ), তুমিই বায়ু ( ঈশ্বরস্থান জনলোক ), তুমিই অগ্নি ( রুদ্রস্থান স্বর্লোক ), তুমিই জল ( নারায়ণস্থান ভুবর্লোক ) এবং তুমিই ভূমি ( ব্রহ্মার স্থান ভূর্লোক ) । ইহাই চট্চক্ররূপে তোমার হৃদ্রূপ । তুমি স্থলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না ; তৎকালে তুমিই বিশ্বরূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক । তবানি ! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥

তবাধারে মূলে সহ সগয়্যা লাশ্ত্রপরয়া,

ত(ন)বাস্ত্বানং বন্দে নব-রস-মহা-তাণ্ডব-নটম্ ।

উভাত্যামেতাভ্যামুভয়(দ)বিধিমুদ্दिष्ट दयया,

সনাথাত্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্ ॥ ৩৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—তব ভবত্যাঃ আধারে আধারচক্রে মূলে দ্বাদশাধারচক্রে ইত্যর্থঃ । সহ সাকং সময়য়া সময়সংজ্ঞয়া লাশ্ত্রপরয়া লাশ্ত্রে নৃত্যে পরং তাৎপর্য্যং যশাঃ তয়া । দ্রৌকর্ডুকং নৃত্যং লাশ্ত্রমিত্যুচ্যতে । নবাত্মানম্ আনির্দষ্টৈশ্বর্যং মত্তে জানামি নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবভিঃ শৃঙ্গারাদিভিঃ রসৈঃ মহৎ অদ্বুতং তাণ্ডবং—পুংকর্ডুকং নৃত্যং তাণ্ডবমিত্যুচ্যতে—তত্র নটম্ অভিনেতারম্ ।

উভাভ্যাম্ এতাভ্যাম্ আনন্দভৈরবী-মহাভৈরবাত্যাম্ উদয়বিধিম্ উৎপত্তিম্ উদ্ভিশ্চ ।  
কৃত ইত্যাহ—দয়য়েতি । দক্ষলোকস্ত পুনরুৎপাদননিমিত্তং দয়য়া সনাধাভ্যাং  
মিগিতাভ্যাং জজ্ঞে উৎপন্নম্ । জনকজননীমং মাতাপিতৃমং জগৎপ্রপঞ্চম্ ইদং  
পূর্ব্বোক্তম্ । লাস্ত্রনৃট্যসংবিধানপ্রতিপাদনাং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ দর্শনে জগদ্বৎপত্তিঃ,  
লাস্ত্রনৃত্যাবসানমেব জগৎসংজ্ঞতিরिति কোলসিদ্ধান্তঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মূলে আধারে লাস্ত্রপরয়া সময়য়া সহ  
নবরসমহাতাণ্ডবনটং নবাস্থানং যন্তে । উদয়বিধিমুদ্ভিশ্চ এতাভ্যাং উভাভ্যাং দয়য়া  
সনাধাভ্যাম্ ইদং জগৎ জনকজননীমং জজ্ঞে ।

অয়ং ভাবঃ—আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ তামিশ্রলোকত্বাং তত্র কোলানাম্ অধিকারাং  
সময়িনাম্ আরাধনাভাবেহপি স্বমতানুসারেণ সহস্রকমলে নিষেব্যেব ভগবতী  
আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ সেব্যেতি মহাভৈরবী সময়াপদনে \* উচ্যত ইতি ।

অত্রেদমনুসংক্ষেপম্—আধারচক্রং ত্রিকোণম্ । আধারে বিন্দুঃ তিষ্ঠতীতি চ  
তাৎ প্রসিদ্ধম্ । অত্র কোলমতে ত্রিকোণমেব বিন্দুস্থানম্ । স এব বিন্দুঃ তত্র  
আরাধ্যঃ । অতএব কোলাঃ ত্রিকোণে বিন্দুং নিভাং সমর্চয়ন্তি । তং ত্রিকোণং  
দ্বিবিধং, ত্রীচক্রাস্তর্গত-নবযোনিমধ্যবর্ত্তিনী যোনিঃ, সূক্ষ্মাঃ তরুণাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ ।  
ত্রীচক্রস্থিতনবযোনিমধ্যগতযোনিং ভূর্জহেমপট্টবস্ত্রপীঠাদৌ লিখিতাং পূর্ব্বকোলাঃ  
পূজয়ন্তি । তরুণাঃ প্রত্যক্ষযোনিম্ উত্তরকোলাঃ পূজয়ন্তি । উভয়ং যোনিদ্বয়ং  
বাহুমেব, ন আন্তরম্ । অতঃ তেবাং আধারচক্রমেব পূজ্যম্ । তত্র হিতা কুণ্ড-  
লিনী শক্তিঃ কোলিনী ইত্যুচ্যতে । সৈব উপাস্তা ত্রিকোণপূজকানাম্ ইতি  
রহস্তম্ । এষা কুণ্ডলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাগৈব সংপূজ্যা, তস্তাঃ সদা  
নিজাণস্বাভাব্যাং । সা পূজা তামিশ্রা । কুণ্ডলিনীপ্রবোধো যদা স্তাৎ, তৎক্ষণমেব  
মুক্তিঃ কোলানাম্ । অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কোলা ইতি ব্যবহর্য্যক্ । † তত্র সুরা-  
মাংসমধুমৎস্তাদিভ্রবৈঃ সমারাদনং বামাচারপ্রবৃত্ত্যা প্রত্যক্ষত্রিকোণে বিন্দুস্থানং  
মগ্নধ্বজং কৃত্বা সংপূজয়ন্তি । অধোমুখং ত্রিকোণং অধোমুখমেব ছত্রং পূজয়ন্তি ।  
দিগম্বরক্ষণকাদয়স্ত দ্বিরং উভানাং কৃত্বা উর্দ্ধং ত্রিকোণং পূজয়ন্তীতি রহস্তম্ । অত্র  
বহু বক্তব্যমস্তি ; তত্ত্বু অবেদিকমার্গত্বাং স্রবণার্থমপি ন ভবতি । তথাহপি

\* পদ্যেন ইতি চ পাঠঃ ।

† “তস্যাং কোলানাং ত্রিকোণে আনন্দভৈরবো সংপূজ্যো । সাধকানাং তাভ্যাং  
তাদাশ্চ্যোনাবস্থানম্ । অতএব কোলাঃ বিন্দুপূজাবসরে ভৈরবাকারঃ দিগম্বরমাজিত্য  
সমর্চয়ন্তি জীপুরুবাঃ” ইতি অধিকঃ পাঠঃ কেয়ুচিং কোশেষু ।



দিগ্ভ্যাক্ষং নিষেধ্যাৎ সন্মতমার্গপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অগং  
বিস্তরেণ ।

অথ সন্মতমং নিরূপ্যতে—ত্রিকোণাদিষট্চক্রং আধারাদিষট্চক্রাণ্যনা  
পরিণতমিতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । তত্র ত্রীচক্রে ত্রিকোণং বৈন্দবস্থানমিতি  
তাবৎ সুপ্রসিদ্ধম্ । তত্র ত্রিকোণত্রয়েণ অষ্টকোণনির্ম্মাণে ত্রিকোণাদেব বিন্দুস্থানং  
ভবতি । তচ্চ চতুর্কোণমেব । তন্তু সহস্রকমলাস্তর্গতং চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব  
বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । এতৎ চতুর্কোণমধ্যং বৈন্দবস্থানং “সুধাসিন্ধুঃ” “সরস্বা”  
ইতি বহুধা প্রপঞ্চিতং পূর্ব্বমেব । এতৎ চতুর্কোণমধ্যং বিন্দুস্থানমিতি বাহুপূজা  
তরুণীত্রিকোণপূজা চ দূরত এব নিরন্তেতি ধোয়ম্ । অতএব সন্মতিনাং সহস্র-  
কমলে সমরয়াঃ সমরস্ত চ শব্দোঃ পূজা । সমরা নাম—শঙ্কুনা, সাম্যং পঞ্চবিধং  
যাতীতি সমরা । সমরস্য শব্দোরপি—পঞ্চবিধং সাম্যং দেব্যা সহ যাতীতি ।  
অতঃ উভয়োঃ সমপ্রাধাত্তেনৈব সাম্যং বিজ্ঞেয়ম্, পঞ্চবিধসাম্যং তু—অধিষ্ঠানসাম্যং,  
অবস্থানসাম্যং, অহুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যং চেতি পঞ্চবিধং সম- \*  
প্রধানয়োরেব শিরয়োঃ । যথা—“তবাধারে” ইতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্, উভয়োঃ  
আধারচক্রস্ত অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ । অহুষ্ঠানসাম্যং “জনকজননীমজ্জগদিদম্”  
ইত্যনেন প্রতিপাদিতম্, উৎপাদনক্রিয়ায়াং উভয়োঃ ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ । অবস্থা-  
সাম্যং লান্ততাণ্ডবশকাভ্যাং প্রতিপাদিতম্ । লান্ততাণ্ডবয়োঃ নৃত্যরূপেণ একত্বম্  
উক্তং প্রাক্ । রূপসাম্যং তু আরূপ্যম্ উভয়োঃ তস্মাস্তরসিদ্ধম্—

জপাকুসুমসঙ্কাশৌ মদধূর্ণিতলোচনৌ ।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে ভৈরবীভৈরবাস্বকৌ ॥

ইতি । যথা—নবাস্থানমিতি রূপসাম্যং নামসাম্যং চ প্রতিপাদিতমিতি  
ধোয়ম্ । এবমেব “ইতরত্রাপি উহম্” যথা—“তট্টিত্বম্” ইত্যাদৌ তট্টিত্বান্  
তট্টিত্বতী ইতি নামরূপসাম্যে । যত্বেপি স্থিরসৌদামিনীরূপায়াঃ তট্টিপত্বাৎ তদ্বৎ  
নাস্তি, তথাহপি সৌদামিত্তাঃ স্থিরত্বমেব সর্ব্বদা তট্টিত্বম্ ইতি তট্টিত্বতীতি উক্তিঃ  
যুক্তা ইতি অহুসক্কেয়ম্ । মণিপুন্নস্থানম্ অধিষ্ঠানমিতি “মণিপূরৈকশরণম্” ইত্যনেন  
অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্ । “ফুরানানরত্নাভরণপরিণক্কেজ্জহুসম্” ইত্যনেন “বর্ষন্তম্”  
ইত্যনেন চ প্রাবৃষেণ্যত্বাবস্থাসাম্যং প্রতিপাদিতম্ । “তব স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যাদি  
ল্লোকে “স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্ । “মহতীম্” ইত্যনেন মহা-  
সংবর্ত্তাঙ্করূপনামসাম্যে প্রতিপাদিতে । স্বাধিষ্ঠানগতায়িসংশ্রয়ণং অবস্থানসাম্যম্ ।

\* “সমরয়োঃ প্রধানয়োঃ” ইতি চ পাঠঃ ।

लोकान् दहतीति अह्मन्तानामां प्रतिपादितम् । अनाहतचक्रे अनाहतम्  
अधिष्ठानमिति अधिष्ठानसाम्यमुक्तम् । हतभुङ्गिकारूपतया रूपसामां नामसामां  
८ । निवातदीपवोक्त्या अवस्थानसाम्यम् । वायुतट्टोपादकत्वम् अह्मन्तानामामिति  
ग्रहणम् । विष्णुचिह्नं अधिष्ठानमिति अधिष्ठानसाम्यम् उक्तम् । “शुद्धाटिकविषयम्”  
इत्यनेन रूपसाम्यम् उक्तम् । “व्योमजनकम्” इत्यनेन अह्मन्तानाम्यम् उक्तम् ।  
“शिवं सेवे” इत्यनेन नामसाम्यम् । “शक्तिकिरणरूपसंरणः” इत्यनेन अवस्थान-  
साम्यमिति । “तवाञ्जाचक्रम्” इत्यनेन अधिष्ठानसाम्यमुक्तम् । “तपनशक्तिको-  
टि-  
ह्यतिधरम्” इत्यनेन रूपसाम्यमुक्तम् । “परं शब्दम्” इत्यनेन नामसाम्यमुक्तम् ।  
“यमाराधनं उक्त्या” इत्यनेन अवस्थानसाम्यमुक्तम् । मुक्तिप्रदमह्मन्तानामामिति  
साम्यपक्षकं विज्ञेयम् । एतत् अतिग्रहणं शिवाह्मजिह्वकरा प्रकाशितम् ।  
अतः समग्रपूजकाः समग्रिनः । तेषां षट्चक्रपूजा न निर्यता, अपि तु  
सहस्रकमल एव पूजा । सहस्रकमलपूजा नाम सहस्रकमलस्य वैष्णवस्थानेन तन्मया-  
गतचक्रमण्डलस्य चतुरस्राश्रया, तन्मयाविन्दोः पञ्चविंशतितत्वातीतवड् विंशाश्रय-  
शिवशक्तिमेलनरूपसादाध्याश्रया अहसङ्गानम् । अतएव समग्रिमते बाह्याराधनं  
दूरत एव निरन्तरम् । षोडशोपचाररूपपूजाङ्गकलापश्च ततोहपि दूरत एव ।

तथाहि—आधारादिषट्चक्राणां त्रिकोणादिषट्चक्रत्वेन तादाश्याम्, विन्दुस्थानस्य  
चतुरस्रस्य सहस्रकमलत्वेन तादाश्याम्, विन्दुशिबयोरुत्तादाश्याम्—एवं देह \* शिवयो-  
रुत्तादाश्यामिति तादाश्याग्रहम् । चक्रमन्त्रयोः एक्यं पूर्वमेवोक्तमिति, तेन सह  
चतुर्धा एक्यं समग्रिनां समग्राराधन- + मिति महत् ग्रहणम् ।

अत्र किञ्चित् उच्यते—समग्रिनां चतुर्विधैक्याहसङ्गानमेव भगवत्याः समाराध-  
नमिथोतत् सर्वसम्मतम् । केचित्तु षोडा एक्याहः । यथा—नादविन्दुकलातीतं  
भगवतं तन्मयमिति सर्वागमग्रहणम् । नादः परा-पञ्चशती-मध्यामा-वैधरी-रूपेण  
चतुर्विधः इति प्रागेवोक्तम् । परा त्रिकोणाश्रिका, पञ्चशती अष्टकोणचक्ररूपिणी,  
मध्यामा द्विदशारूपिणी, † वैधरी चतुर्दशारूपिणी । शिवचक्राणाम् अत्रैव अन्तर्भावः  
प्रतिपादित इति चतुश्चक्राश्रयं त्रिचक्रं नादशब्दाद्याम् । विन्दुनाम—षट्चक्राणि मूला-  
धारवाधिष्ठानमणिपूरानाहतविष्णुकाञ्चाश्रयकानि विन्दुशब्दाद्यानि पूर्वमेव उक्तानि ।  
कलाः पञ्चाशत्, षट्सूत्रत्रिंशत्संख्याका वा । एवं नादविन्दुकलातीतं  
भगवतीति । सहस्रकमलं विन्दुतीतं वैष्णवस्थानाश्रयं मूलासिद्धपदपर्यायं

সরবশববাচ্যম্ । নাদাতীততত্ত্বং তু ত্রিপুরসুন্দর্যাदिशकाभिधेयम्—“दर्शं दृष्टा  
 दर्शता” इत्याद्यप्रपण्याम्—“क ए ङे ल ह्रीम्” इत्यादिमन्त्रवर्णनामक-पञ्चदशवर्णाश्चक-  
 रवैर्युक्तरत्रिशतसंख्यापरिगणितमहाकालाश्चक-पञ्चदशकलातीताः सादाध्या त्रिविधा-  
 प्रपण्यायां चिंकलाशबवाच्या वक्रविष्ठाप्रपण्यायां भगवतीति नानाविन्दुकलातीतं  
 भागवतं तद्विमिति तद्विद्वद्वह्यम् । अत्र नानाविन्दुकलानां परम्परैक्यानुसन्धानं  
 योत्ता भवतीति योत्ता ऐक्यमाहः । एवं भगवतीं षड्विधैक्येन सञ्चया  
 पूजयित्वा सादाध्यायां विलीनो भवति । तदनन्तरं षड्विधैक्यानुसन्धानमहिम्ना  
 श्रुतकटाक्षसंज्ञातमहावेधमहिम्ना च भगवती याति मूलाधारस्थाधिष्ठानाश्चकचक्रद्वयं  
 त्रिधा मणिपूरे प्रत्याकुरुं प्रतिभाति । महावेधप्रकारः—पूर्वम् अभ्यासदशयां  
 श्रुतैकपरतन्त्रमहाविष्ठां श्रुतमुखादेव स्वीकृत्या अविच्छिन्नादेवतं पूर्वकं मूलान्तरं  
 श्रुतपञ्च श्रुतपदिष्टमार्गेण कूर्सन आश्वयुजश्रुतपञ्चे महानवमीशकाभिधेयाष्टम्यां  
 निशीथसमये श्रुतोः पादोपसंग्रहणं कर्तव्यम् । तन्महिम्ना श्रुतोः तदानीं कर्तव्य-  
 हस्तमस्तकसंयोगं—पूर्वमन्त्रोपदेश-चक्रपूजाप्रकारोपदेश-षड्विधैक्यानुसन्धानो-  
 पदेशवशां महावेधः शैवः सादाध्यायाः प्रकाशरूपो जायते इति श्रुतवह्यम् ।  
 एवं महावेधे जाते भगवती मणिपूरे प्रत्याकुरु भवति । सा समाराध्या । अर्था-  
 पाश्चादिभूषणप्रतिपादनपर्याप्तं पूजाकलापं मणिपूरे निर्वर्त्तयन् अनान्तमन्दिरं भगवतीं  
 नैवा धूपदिनैवेद्यहस्तप्रक्षालनान्तं कर्त्तव्यकलापं तत्रैव समाप्य विष्णुको भगवतीं  
 सिंहासनासीनां सथीभिः सल्लापान् सञ्चयमाणां श्रुतकटिकसदृशैः मणिभिः  
 पूजयेत् । श्रुतकटिकसदृशमण्यो न मोक्तिकद्वयः, किन्तु तदीय-बोडशदलगतबोडश-  
 चक्रकला इति रहस्यम् । एवं सम्पूज्य आज्ञाचक्रं नैवा देवीं कामेश्वरीं नीराजन-  
 विधिभिः अनैकैः संश्रीणयेत् । अतएव उक्तं कर्णावतंसस्तुतो मदीयानाम् :—

আজ্ঞাশ্রকষিদলপদ্যগতে তদানীং,

বিদ্যামিভে রবিশিপ্রযতোংকটাভে ।

**গণস্বল্পপ্রতিফলংকরদীপজ্ঞান-**

कर्णवतंसकलिके कमलायतान्नि ॥

ইতি। এবং আজ্ঞাচক্রে নীরাজনবিধিং কৃষা সংশ্রীণয়েৎ। তদনন্তরং  
 ঋতিতি বিদ্যাম্নতেব সহস্রকমলম্ অনুপ্রবিষ্টা স্নুধাকৌ পঞ্চকল্পতরুচ্ছায়ায়াং মণিধীপে  
 সরস্বামধ্যে সদাশিবেন সার্কং বিহরমাণা বর্ততে। তদা তিরঙ্করীণী প্রসার্যা  
 সমীপে মন্দিরে স্বয়ং নিবসেৎ। যাবৎ ভগবতী বিনির্গতা পুনঃ স্নাধারকুণ্ডং  
 প্রবিশন্তি তাবৎ পর্যন্তং স্থাতব্যমিতি সময়মততত্ত্ববহুশ্চম্।

অত্র শঙ্করভগবৎপাদানাং চতুর্বিধৈক্যাহুসন্ধানান্তরং মণিপূরে প্রত্যক্ষায়াঃ ভগবত্যাঃ স্বরূপং “কণৎকাবীদামা” ইত্যাদিধ্যানপ্রতিপাদিতং চতুর্ভূজং ধনুর্কোণপাশাঙ্কুশযুক্তহস্তং তন্মাতাহুসারিণামপি তথৈব প্রতিভাতি ভগবতী ।

অন্যাকং তু ষড়্‌বিধৈক্যাহুসন্ধানান্তরং ম্লাধারদ্বিকং ভিষ্মা মণিপূরে প্রসঙ্গা ভগবতী দশভূজা ধনুর্কোণপাশাঙ্কুশবরদাভয়পুষ্পকাক্ষমালাবীণাহস্তা । মন্বন্তৈক-  
দেশিনাং পাশাঙ্কুশপুষ্পে ক্ষুচাপপুষ্পবাণজপমালিকান্তকাভয়বরকরা করদ্বয়বন্ধঃস্থল-  
স্থাপিতবীণা । উভয়মন্বাকং সম্বতমেব । কর্ণাবতংসন্ততো মদীয়ানাম্—

ভুবানি শ্রীহন্তৈর্বহসি ফণিপাশং স্থণিমধো  
ধনুঃ পৌণ্ড্রং পৌণ্ড্রং শরমথ জপস্রকৃৎকবরম্ ।  
অথ দ্বাভ্যাং মুদ্রামভয়বরদানৈকরসিকে  
কর্ণবীণাং দ্বাভ্যামুরসি চ করাভ্যাং চ বিভূষে ॥

সময়িনাং প্রত্যক্ষং পশ্চিদ্‌দৃশ্যমানা আস্তে ভগবতী । সময়িনাং সহস্রকমলপর্ধ্যাস্তং  
আস্তরপূজা কর্তব্য । সহস্রকমলে তু তিরস্করিণীপ্রসারণপর্ধ্যাস্তং দর্শনমেব সমারাধ-  
নম্ । যত্নকং হুভগোদয়ে—

স্বর্ধ্যামণ্ডলমধ্যস্থং দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্ ।  
পাপাঙ্কুশধনুর্কোণহস্তাং ধ্যয়েৎ সুসাধকঃ ॥  
ত্রৈলোক্যং মোহয়েদাস্ত বর \* নারীগণৈর্ষুতম্ ॥ ইতি ।

চর্চাস্তোত্রেহপি কালিদাসকৃতে—

যে চিস্তয়ন্ত্যরুণমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি  
রূপং তবাম্ব নবযাবকপঙ্করম্যম্ † ।  
তেষাং সর্দৈব কুসুমায়ুধবাণভিন্ন-  
বন্ধঃস্থলা মৃগদৃশো বশগা ভবন্তি ॥

ইতি । অত্র সময়িনাং বাহুপূজানিষেধাৎ স্বর্ধ্যামণ্ডলগতত্বেন পূজনং নিষিদ্ধ-  
মিত্যাছঃ ।

তত্র, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতপিণ্ডাণ্ডস্থিতচন্দ্রস্বর্ধ্যারোঃ ঐক্যাৎ স্বর্ধ্যাস্ত চন্দ্রকলাম্বতনিশ্যন্দ-  
বশাৎ উজ্জীবনাৎ । যতঃ “অপাং রসমুদয়ং সন্” ‡ ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিতি  
প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ । অতঃ চন্দ্রকলাবিভাগ্যঃ স্বর্ধ্যাসম্পর্ক্যাং তেজস্তিরোধানং  
তাদিতি কেচন সঞ্জিরন্তে । তদপি অপাস্তং বেদিতব্যম্ । অতএব পিণ্ডাণ্ড-  
ব্রহ্মাণ্ডচন্দ্রয়োরেক্যাৎ চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গতত্বেন চন্দ্রকলাবিভাগ্যঃ পূজনং যুক্ত্যতে । যত্

\* “শত” ইত্যপি পাঠঃ ।

† “শোণম্” ইত্যপি পাঠঃ ।

‡ তৈ, আঃ ১৫২ ।

পূর্বোক্তং চত্ৰবিধগতয়েন দেব্যাঃ পূজননিষেধবচনং, তত্ত্ব আন্তরচত্ৰস্ত আজ্ঞাচক্রো-  
পরিহিতস্ত সহস্রকমলাস্তুর্গতচত্ৰকলামৃতনিষ্ঠানৈঃ উজ্জীবনমিতি তত্র তস্তাঃ পূজা-  
নির্বন্ধো নাতি, অতএব পিণ্ডাণ্ডব্রহ্মাণ্ডচত্ৰদ্বোরৈক্যাং ব্রহ্মাণ্ডস্থিতচত্ৰমণ্ডলেহপি  
পূজানির্বন্ধো নাভীত্যেবংপরম্ ।

এবং হৃদয়কমলে এব সমারাধিতা ভগবতী ঐহিকানি ফলানি সৰ্ব্বাণি দদাতি ।  
যদা বশিষ্ঠাদিবৃক্তা ধাতা, সারস্বতং দদাতি । যাবকরসান্নুতা ধাতা বশীকরণং  
দদাতি । “যুধং বিস্মুং কৃতা” \* ইত্যাদিনা ধাতা তাদৃশং ফলং দদাতি । হৃদয়-  
কমল এব হোমাদিকং তর্পণাদিকং কার্য্যম্ ঐহিকফলসাধনমিতি “স্বরং যোনিং  
লক্ষ্মীম্” † ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরয়ুগপাদিতম্ । অতঃ সময়িনাম্  
ঐহিকায়ুগ্মিকফলসাধনোপায়ঃ আন্তরপূজৈতি সময়মততত্ত্বম্ ।

অত্র ভগবৎপাদৈঃ আধারকমলাদিক্রমং বিহায় আজ্ঞাচক্রাদিক্রমেণ অবরোহ-  
ক্রমেণ পূজাপ্রকারঃ কথিতঃ । অয়মায়নঃ—“আত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ । আকাশ-  
দ্বায়ুঃ । বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অস্ত্যঃ পৃথিবী ।” ‡ ইতি শ্রৌতক্রমমবলম্ব্য অবরোহ-  
ক্রম উক্তঃ । অতএব স্বাধিষ্ঠানানস্তরভাবিনঃ মণিপূরস্ত তদধঃপ্রদেশে নিরূপণং  
ব্রূজ্যতে । আধারস্বাধিষ্ঠানানস্তরং মণিপূরকাবস্থানমিতি সর্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ ।  
তদপি সংবর্ত্তায়িদ্ব্যস্ত জগতঃ উজ্জীবনানস্তরম্ উৎপত্তিং বক্তুমিত্যবগম্যম্ ।  
এতচ্চ শুকসংহিতায়াং “শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য একনবতিশ্লোকৈঃ  
ঐচক্রস্ত ষট্চক্রাণি প্রস্তুত্যা “ইদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি” ইত্যারভ্য সাক্ষিশত্যা শ্লোকৈঃ  
সংপ্রকং প্রতিপাদিতম্ । তৎ তত এবাবধারণ্যম্ ।

ন চ “উর্দ্ধমূলমবাক্ছাধম্ । বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতি ।” § ইতি শ্রুতেঃ দেহরূপ-  
বৃক্ষস্ত শির এব মূলং, করচরণান্তবয়বাঃ শাখাঃ, অতচ্চ ষট্চক্রমলানাং কদলী-  
কুসুমোপমানানাং অধোমুখানাং অবরোহক্রমেণ কমলাম্ব্যক্তানীতি তত্র পূজা  
স্বকরেতি তদাম্ব্যুপেয়ং ভগবৎপাদৈরুক্তমিতি বাচ্যম্ ; তাদাম্ব্যুপেয়ব্যাতিরেকেণ  
পূজায়াঃ “অসম্ভবাৎ । সম্ভবে বা ঐচক্রগতত্রিকোণাদিষট্চক্রাণাম্ অধোমুখদ্বা-  
তাবাৎ ।

মূলাধারস্থিতামেব দেবীং স্তুতাং প্রবোধয়েৎ ।

ইতি তত্রৈব প্রবোধনিয়মাং, মূলাধারাদিক্রমেণৈব পূজা সময়িনাং কোলাবীনঃ  
চ কার্য্যোতি পরমশুকমুখাদেব অবগতং ব্রহ্মম্ । বামকেশ্বরতন্ত্রে আত্মপূজায়াং  
বিশেষ উক্তঃ—

পাশাঙ্কশৌ তদীয়ো তু রাগধেবাশ্রকৌ স্মৃতৌ ।

শঙ্কস্পর্শাদয়ো বাণাঃ মনস্তান্ত্রাবক্কমুঃ ॥

করণেশ্রিয়চক্রস্থং দেবীং সংবিৎস্বরূপিনীম্ ।

বিবাহকারপুষ্পেণ পূজয়েৎ সর্বসিদ্ধিভাক্ ॥

ইতি । ইয়ম্ উপাসনা । অত্র বিধিঃ ক্রিয়াশ্রকো নাদরণীয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃতটীকার মৰ্ম্মানুবাদ**।—হে ভগবতি ! মূলধার-চক্রবর্ত্তিত আপনার শ্রীচক্রাংশে যুক্তিতেছি, লাস্ততৎপর। সময়। অর্থাৎ আনন্দ-ভৈরবীসহ শূনারাদি নবরসে বিচিত্র তাণ্ডবের অভিনেতা নববাহাআ (নববাহু পূর্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দভৈরব বর্ত্তমান । তাহার। সংবর্ত্তানল (প্রলয়ানল) -দঙ্ক লোকের উৎপত্তির জন্ত রূপাপূর্ব্বক মিলিত হওয়াতে এই জগৎ জনক-জননী-যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ।

ত্রিপুরসুন্দরী শ্রীবিষ্টা ইত্যাদি নাম আগমশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, তাঁহার উপাসনা বিষয়ে টীকাকার লক্ষ্মীধরের উপদেশ-বাক্যের অর্থ এই স্থলে জ্ঞাপন করিতেছি ।

এই উপাসনা বৈদিক ও অবৈদিক দ্বিবিধ,—বৈদিক উপাসনা সময়চারীর। করিয়া থাকেন । পূর্ব্বকোল ও উত্তর-কোলের। অবৈদিক উপাসনা করেন । দ্বিবিধ কোলই ত্রিকোণকে বিন্দুস্থান বলেন, আধারচক্র ত্রিকোণ, ঐ ত্রিকোণই বিন্দুস্থান, বিন্দুই আরাধ্য । কোলগণ নিত্যই ত্রিকোণ বিন্দুর অর্চনা করেন । ত্রিকোণ দ্বিবিধ ;—শ্রীচক্রস্থ নবযোনিমধ্যস্থানবর্ত্তী যোনি এবং তরুণীর সাক্ষাৎ বরাঙ্গ । ভূর্জপত্র-সুবর্ণপট্টাদিতে অঙ্কিত শ্রীচক্রের মধ্যস্থিত ত্রিকোণ পূর্ব্বকোলগণ পূজা করেন । উত্তর-কোলগণ প্রত্যক্ষ বরাঙ্গের পূজা করেন । এই উভয় পূজাই বাহু,—এই প্রকার সাধকের ত্রিকোণ মূলধার চক্রই অস্ত্রধাণে আশ্রয়ণীয় । তথায় অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তির নাম কোলিনী । এই শক্তি বিন্দুরূপিনী, সদা নিমিত্ত। থাকেন,—উপাসনা-বলে—ইহার জাগরণ হইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয় । এই উপাসনা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে দিগম্বর ও বৌদ্ধসন্ন্যাসীর মধ্যেও প্রচলিত আছে । কোলমতে সুরা-মাংসাদি উপচারও প্রচলিত ।

এইরূপ উপাসনা তামিস্র উপাসনা, অতএব উপাসনের নহে ।

সময়চারীর মত ঐরূপ নহে । তাঁহাদিগের আস্তর পূজা বা মানস উপাসনাই আছে, বাহু আধার বা বাহু পূজা একেবারেই নাই । শ্রীচক্রই মূলধারাদি সাধক-দেহস্থ ষট্চক্ররূপে পরিণত, ইহা তাঁহাদিগের মত । তাঁহাদিগের মানসপূজার আধার, শিরস্থ সহস্রদলকমলাস্তর্গত চক্রমণ্ডলের মধ্যস্থান, তাহার নাম সুধাসিদ্ধ,

বেদে তাহার নাম সরস্বা। সমস্রাচারিগণ—সমস্রা নামী আনন্দভৈরবী শক্তি ও সমস্রানামা আনন্দভৈরব শিবের মানসপূজা সহস্রদলকমলে করিয়া থাকেন। সমস্রা ও সমস্রশব্দের ব্যুৎপত্তি ‘সমং সাম্যং বাতি’—সমশব্দের অর্থ—সাম্য, ‘বা’র অর্থ প্রাপ্ত হইল। শিবের সাম্য-প্রাপ্ত শক্তি ‘সমস্রা,’ শক্তির সাম্য-প্রাপ্ত শিব ‘সমস্র’। সাম্য পাঁচ প্রকার ;—(১) অধিষ্ঠান-সাম্য, (২) অবস্থা-সাম্য, (৩) অল্পুষ্ঠান-সাম্য, (৪) রূপ-সাম্য (৫) নাম-সাম্য ; বর্ণা, ‘তবাধ্যানে’ ইহা দ্বারা অধিষ্ঠান-সাম্য প্রদর্শিত, (২) লাস্ত ও তাণ্ডব উভয়ই নৃত্য, অতএব তদ্বারা অবস্থা-সাম্য, (৩) ‘জনক-জননীমং’—ইহার দ্বারা উভয়েরই উৎপাদনক্রিয়া প্রদর্শিত হওয়ায় অল্পুষ্ঠান-সাম্য এবং (৪) ‘নবাঙ্গানং’ ইহার দ্বারা রূপ-সাম্য ও নাম-সাম্য কথিত হইয়াছে। শিবের নববাহু কথনের প্রসঙ্গেই নবশক্তিতত্ত্ব লক্ষ্যীয় পুরুরেই বলিয়াছেন, মন্দিরবাদের আমি তথায় কেবল নববাহুর কথা বলিয়াছি, এখানে নবশক্তির কথা বিবৃত করিতেছি—বামা, জ্যোষ্ঠা, রৌদ্রী, অধিকা, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, শান্তি ও পরা এই নবশক্তি। পরা মূলপ্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা ; পশ্চতী—বামাদি অষ্টশক্তি মিলিত এই কার্য্য ও কারণ-শক্তি ; মধ্যমা নামে প্রসিদ্ধ। মধ্যমা বিবিধ ;—সূক্ষ্মা ও স্থূল—সূক্ষ্মা নাদময়ী এবং স্থূল বর্গময়ী। নব বর্গের সূক্ষ্মাবস্থা নব নাদ। নব বর্গ বর্ণা (অ—ক—চ—ট—ত—প—ষ—শ—ক্ষ) অবর্গ—স্বরবর্গ, কবর্গ—হইতে শবর্গের ব্যাখ্যা পূর্বপ্রদত্ত, নবম বর্গ ক্ষ। নব নাদ হইতেই নববর্গের উৎপত্তি।

কালবাহু ক্রিয়াশক্তির অন্তর্গত, জ্ঞানবাহু জ্ঞানশক্তির অন্তর্গত, চিন্ত-বাহু ইচ্ছাশক্তির অন্তর্গত ; জীববাহু শাস্তিশক্তির এবং অস্ত্র পঞ্চবাহু পঞ্চশক্তির অন্তর্গত,—পরশক্তিমধ্যে জীববাহু ব্যতীত সকলেরই সংগ্রহ হইতে পারে। পঞ্চান্তরে, নাদবাহুমধ্যে নবশক্তির সংগ্রহ হইতে পারে। সূত্ররূপে নাম ও রূপের সাম্য থাকিল। অচ্যুতানন্দের দ্বিত পাঠে, ‘নবাঙ্গানং’ নাই, তবাঙ্গানং আছে,—তাহাতেও নামসাম্য হয়, ‘আঙ্গানং শিবম্’ এই অর্থে শিব-শিবা নাম হইতে পারে, এই শিব-শিবায় রূপসাম্য ‘জনক-জননীমং’ এই অংশ দ্বারা স্মারিত শাস্ত্রান্তর হইতে গ্রাহ্য, তাহাতে দেখা যায়, উভয়েরই অল্প বর্ণ। ঐচ্ছিকের প্রত্যেক বিভাগেই যে এই ‘সমস্র সমস্রা’ আছেন, তাহা পরবর্তী পাঁচটি স্তোত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইবে। ষট্চক্রকে ঐচ্ছিকরূপে চিন্তা পূর্বক এই যে সমস্র-সমস্রার উপাসনা, তাহা সমস্রাচার্য্যের নিয়মিত কার্য্য নহে, (প্রাথমিক কার্য্য) সহস্রদলকমলমধ্যস্থ নিত্য চক্রে-মণ্ডল-মধ্য-বিশুণ্ণ যে শিব-শক্তি-সম্মেলন

রূপে অনুসন্ধান, তাহাই সময়াচার্য্যর ত্রিবিদ্যা-পূজা। লক্ষ্মীধর আজ্ঞাচক্র হইতে অবরোহক্রমে সময়াচার্য্যর প্রাথমিক কার্য্য যে উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, অচ্যুতানন্দের অন্তরূপে বাধ্যান ও আরোহণক্রমে উপদিষ্ট হওয়ার সেই সকল শ্লোক ক্রমবিপর্য্যাসে<sup>\*</sup> বিস্তৃত হইয়াছে, পাদটীকার দৃষ্টি রাখিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণীয়, ইহা স্বরণার্থ পুনরায় বলিলাম।

অন্তান্ত তৎকথা সংস্কৃত টীক। হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥

**অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।**—ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ শ্রীমত্যাঃ ষট্চক্রস্থিতয়া ষণ্মূর্ত্যা স্থিতিং বর্ণয়িষ্যাম্ ব্রহ্মাণং স্তবয়্যাহ তব ইতি। হে জনক জননি ! হে পিতৃ-মাতৃস্বরূপে ! মূলে আধারে মূলাধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাৎ দ্বাগীর্ষ্যয়া সহ তবাত্মানং শিবম্ অর্থাৎ ব্রহ্মাভিধাম্ অহং বন্দে। সময়য়া কিঙ্কৃতয়া ? লাস্ত্রপন্নয়া নৃত্য-রসিকয়া। আত্মানং কিঙ্কৃতম্ ? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শাস্তিপৰ্য্যস্তা যত্র এবভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরসিকমিত্যর্থঃ। যন্ত্রে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং যন্ত্রে ইত্যর্থঃ। “ভাবাত্মানমিতি কচিৎ পাঠঃ। ভাবয়তীতি ভাবো ব্রহ্মা” ইত্যং পাঠঃ প্রামাদিকঃ ছন্দোভঙ্গাৎ। তদাত্মকং শব্দং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাত্মায়ুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাম্ জৈমং লক্ষ্মীমং সর্বং জগৎ জজ্ঞে। কিঙ্কৃতাত্মায় ? দয়য়া অন্তোন্তসহায়াত্মায় এতেনান্যোজ্জগৎকর্তৃৎ সৃচিতম্ ॥ ৩৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে মাতঃ ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা। মূলাধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই সাবিত্রী শৃঙ্গার অবধি শাস্তি পর্য্যন্ত নবরসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী স্ব স্ব অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া ঋতুমাতৃভাবে পরিপূর্ণ ত্রীসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

তব স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং,

তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি মহতোঃ তাক্ষ সময়াম্।

যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে, †

‡ দয়াদ্রুতির্দৃগুভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি § ॥ ৩৭ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।**—তব ভবত্যাঃ স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানচক্রে হৃতবহম

\* ‘নিরতম্’ ইতি † ‘কলিতে’ ইতি ‡ ‘দয়াদ্রুতি’ বা দৃষ্টিঃ ইতি § ‘রচয়সি’ ইতি চ ল



অগ্নিতত্ত্বম্ অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য নিয়তম্ অনবরতং তং প্রসিক্তম্ জৈড়ে স্তবে সংবর্তম্  
সংবর্তনামকম্ অগ্নিং, জননি ! হে মাতঃ ! মহতীঃ মহচ্ছবাবাচ্যাঃ তাং সংবর্তায়িক্রুপা-  
মিত্যর্থঃ, সময়াম্ । যদালোকে দর্শনে লোকান্ ভূয়দীন্ দহতি সতি মহতি  
ক্রোধকলিতে দয়াদ্রী রূপাবিষ্টা দৃষ্টিঃ আলোকঃ শিশিরং নীতলং উপচারং রচয়তি ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে জননি ! তব স্বাধিষ্ঠানে হৃতবহং সংবর্তমধিষ্ঠায় নিয়তং  
তম্ জৈড়ে, সময়ং তাং মহতীং চ জৈড়ে । মহতি ক্রোধকলিতে যদালোকে লোকান্  
দহতি সতি যা দয়াদ্রী দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি সা স্বদীয়া সৃষ্টিরিতি শেষঃ ।

অদ্রেদমহুসঙ্কেয়ম্—স্বাধিষ্ঠানম্ অগ্নিতত্ত্বোৎপত্তিস্থানম্ । তত্র উৎপন্নম্ অগ্নিঃ  
সংবর্তায়িতয়া আরোপ্যা তত্রৈব মহাসংবর্তায়িজালাকারশক্তিরূপতয়া অবস্থিতা  
শক্তিঃ সংভাব্যা । ততঃ তয়োঃ আলোকেন জগন্তি দধানি । তানি জগন্তি পুনঃ  
প্রসন্নয়াঃ ভগবত্যা । এব রূপায়সম্পূর্ণিতা দৃষ্টিঃ মণিপূরচক্রপ্রতিপাদিতা শিশিরো-  
পচারং রচয়তীতি স্তুতিমাত্রং, ন বস্তুত ইতি ॥ ৩৭ ॥

**লক্ষ্মীধররূপত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ** ।—হে জননি, স্বাধিষ্ঠান-  
চক্রে কল্পিত আপনার শ্রীচক্রাংশে, স্বাধিষ্ঠানোৎপন্ন অগ্নিকে রুদ্রাঙ্ক সংবর্তনাল রূপ  
চিত্তা করত স্তব করি এবং মহতী সংবর্তনাল জালাহুতিই সময়। অর্থাৎ মহাশক্তি,  
তঁাহাকে স্তব করি । ক্রোধোদীপ্ত সেই শক্তিমান ও শক্তির দর্শনে দহমান  
জগৎত্রয়, আপনাইই করুণার্জদৃষ্টিপ্রভাবে নীতলোপচার প্রাপ্ত হয় । ( এইরূপ  
ভাবনা কর্তব্য ) ॥ ৩৭ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপত-টীকা** ।—রুদ্রাণ্য সহ মহারুদ্রং স্তবমাহ ।—হে  
জননি ! স্বাধিষ্ঠানে পূর্বোক্তং তং সংবর্তনামানম্ জৈড়ে স্তোমি । তাং মহতীং কলাং  
সময়ামপি স্তোমি । জননীতি কচিং পাঠঃ । তং কিমুতম্ ? হৃতবহমধিষ্ঠায়  
অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্ । যন্ত রুদ্রস্ত ক্রোধকলিলে ক্রোধসংবর্তিতে অবলোকনে  
লোকান্ দহতি সতি দয়াদ্রীভির্দৃগ্ভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি । দয়াদ্রী  
যা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি প্রাঞ্চঃ । তত্র তব যা দয়াদ্রী স্নিগ্ধা দৃষ্টিঃ সা  
শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ । এতেন বিখং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্রং  
সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

**অনুবাদ** ।—জননি ! যিনি স্বাধিষ্ঠান-চক্রে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া  
অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি ভদ্রকালীকে স্তব করি । প্রলয়কালে  
এই রুদ্রের কোধবিকসিত নয়ন যখন সমুদায় লোক দহ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়,  
তখন তুমি করুণার্জ-দৃষ্টিপাত দ্বারা এই সমুদায় জগৎ স্নানীতল করিয়া থাক ॥ ৩৭ ॥

তড়ি(টি)ত্বস্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপঙ্খিস্ফুরণয়া,  
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযম্ ।

তমঃ- \* শ্রামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং,  
নিষেবে বর্ষস্তং হরিমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥ ৩৮ ॥ †

**সঙ্কীর্ণরূপ-টীকা।**—তটীকস্তং তটং সৌদামিনী সা অস্তাতীতি তটস্থান্ তং শক্ত্যা তটীকপয়া তিমিরপরিপঙ্খিস্ফুরণয়া তিমিরস্ত মণিপূরগতস্ত— মণিপূরচক্রং তামিস্রলোক ইতি প্রাপ্তক্—তস্ত পরিপঙ্খি বিরোধি স্ফুরণং যন্তাঃ সা । অনেন স্থিরসৌদামিনীত্বং ভগবত্যাঃ হৃচিতম্ । ইদমপি মেঘস্ত প্রাব্ৰেণ্যত্বহৃচকং \* বিশেষণম্ । স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযং স্ফুরন্তি চ তানি রত্নানি নানাবিধানি তৈঃ নিশ্চিতানি আভরণানি ভূষণানি তৈঃ পরিগন্ধং নিশ্চিতম্ ইন্দ্রধনুঃ যন্ত তম্ । “বা সংজ্ঞায়াম্” ইতি নানঙ্ । নানাবিধরত্নকাস্তি-সংবলিতা স্থিরসৌদামিনী ইন্দ্রচাপপ্রাস্তিঃ জনয়তীতি প্রাব্ৰেণ্যত্বে হেতুস্তরম্ । যথোক্তং সিদ্ধঘটিকায়াম্—

মণিপূরৈকবসতিঃ প্রাব্ৰেণ্যঃ সদাশিবঃ ।

অম্বুদাম্বতয়া ভাতি স্থিরসৌদামিনী শিবা ॥

ইতি । তব ভবত্যাঃ শ্রামং শ্রামবর্ণং মেঘং মেঘাচ্ছনা অবস্থিতং পশুপতিং কমপি ইয়ন্তয়া নির্দেষ্টুমশক্যং মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব একং শরণং গৃহং যন্ত তম্ । মণিশব্দেন মণিধনুরূচ্যাতে, মণিধনুঃস্বরূপত্বাৎ ভগবত্যাঃ, তয়া পূর্যাতে শরণং মণিপূরমিতি রহস্তম্ । নিষেবে নিতর্যং সেবে বর্ষস্তং বৃষ্টিং কুরুন্তং হরমিহিরতপ্তং হর এব মিহিরঃ সূর্য্যঃ মহাসংবর্ত্তাঘিরিতি যাবৎ তেন তপ্তং দম্বং ত্রিভুবনম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব মণিপূরৈকশরণং তিমিরপরিপঙ্খি-স্ফুরণয়া শক্ত্যা তটীকস্তং স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিগন্ধেদ্রুধনুযং শ্রামং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষস্তং কমপি মেঘং নিষেবে ।

অত্রেদমমুসন্ধেয়ম্—মণিপূরস্থানে জলতত্ত্বম্ উৎপন্নমিতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ । তৎপ্রকারঃ—সূর্য্যাকিরণা এব অগ্নিসম্ভিরাঃ মেঘস্বমাপরাঃ পরিণমন্তি জলরূপেণেতি মণিপূরস্ত অনাহতস্বাধিষ্ঠানয়োর্মধ্যে নিবেশঃ । অনাহতোপরিহৃতসূর্য্যাকিরণাঃ স্বাধিষ্ঠান্যিণা সংবলিতাঃ সন্তঃ মণিপূরং প্রবিষ্ট জলস্বমাপরাঃ তেন জলেন স্বাধিষ্ঠান্যিণা

দধঃ জগৎ আদ্রাবয়ন্তীতি আগমরহস্তম্ । অত্র “সুৱান্নানারদ্ধাভরণপরিণকেন্দ্রধনুৰম্”  
ইত্যেনে মোৰ্বীৱহিতং ধনুৱিত্যাছঃ আগমবিদঃ । তচ্চ শ্ৰয়তে অৰুণোপনিষদি :—

তদিদ্রধনুৱিত্যজ্যম্ । অদ্রবৰ্ণেষু চকতে ।

এতদেব শংযোবর্হিষ্পতাস্ত । এতদ্রদ্রস্ত ধনুঃ । \*

ইতি । অস্তার্থঃ—রুদ্রস্ত মেঘাশ্বকস্ত ধনুঃ অজ্যং জায়া মোৰ্বীৱ রহিতমিতি ।  
অবশিষ্টানি ঋতিস্থপদানি স্তব্ধগোদয়ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যাতানি । এতৎসৰ্কে অৰুণোপ-  
নিষদি “যোপাং পুশ্পম্” † ইত্যনুবাকে “যোপাম্” ইত্যান্নভ্য “ইমে বৈ  
লোক। কপ্পু প্রতিষ্ঠিতাঃ” ইত্যেনে উদকাং চক্ৰোংপত্তিঃ স্বর্ঘ্যোংপত্তিঃ অধ্ব্য-  
পত্তিচ্চ দিবসানাং নক্ষত্রাণাং চ উৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতা ।

তদনন্তরং সম্ভতিষ্ণে ন ঋগপ্যুক্তা—

তদেবাহভ্যুক্তা । অপাৱসমুদযসন্ ।

স্বর্ঘং শুক্রং সমাভূতম্ । অপাৱসস্ত নোৱসঃ ।

তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্ । ‡

ইতি । ঋচোহয়মর্থঃ—অপাং রসং চক্ৰম্ উদযংসন্ যোগীশ্বরাঃ প্রাপ্নুবন্তিত্যর্থঃ ।  
স্বর্ঘ্যং স্বর্ঘ্যো স্বর্ঘ্যামণ্ডলে শুক্রম্ অমৃতং সমাভূতং সমাক্ আসমস্তাং পুৱিতম্ ।  
চক্ৰমণ্ডলগলংপীযুষধারাভিরেব স্বর্ঘ্যস্ত নির্বাহ ইত্যর্থঃ । অপাং রসস্ত পুশ্পরূপস্ত  
চক্ৰমসঃ যো রসঃ বৈন্দবহানস্থিতঃ নিত্যকলাশ্বকঃ তং নিত্যকলাশ্বকং রসং বঃ  
যুগ্মংসকাশাং । উদকানাং প্রস্তুতত্বাং বঃ ইতি উদকানাং আভিমুখ্যম্, মণিপুৱে  
উদকমুৎপন্নমিতি । তা আপঃ স্বাধিষ্ঠানায়ঃ উৎপাদিকাঃ, আজ্ঞাচক্ৰস্থিতস্ত  
চক্ৰস্ত উৎপাদিকাঃ, অনাহতচক্ৰোপরিস্থিতস্বর্ঘ্যস্তাপি উৎপাদিকাঃ । অত উক্তং  
“তং বো গৃহ্নাম্যন্তমম্” ইতি । তম্ উক্তমং চক্ৰং সহস্রকমলস্থিতং বঃ সকাশাং  
জানামীত্যর্থঃ । ১

অগ্নিন্নেব অনুবাকে—

যোশ্পু নাবং প্রতিষ্ঠিতাং বেদ । প্রত্যেব তিষ্ঠতি । § ইতি ঋতম্ ।  
অপ্পু উদকতত্ত্বাশ্বকে মণিপুৱে প্রতিষ্ঠিতাং নাবং ত্রীচক্রাশ্বিকাম্ ।

তথা চ ঋত্যন্তরম্—

স্বত্ৰামাণং পৃথিবীং জামনেহসং স্তশর্মাণমদিতি

স্তপ্রণীতিম্ । দৈবীং নাবী স্বরিত্ৰামনাগসম-

অবন্তীমা রুহেমা স্বন্তরে । §

অস্তা ঋচোরমর্থঃ—যুঙ্ অভিষবে। সুনোতীতি সুনোতামা অগ্নিঃ অগ্নিতস্বং  
স্বাধিষ্ঠানগতমিত্যর্থঃ, পৃথিবীং মূলধারস্থিতং ত্বাং গগনং বিশুদ্ধিস্থিতাম্, অনেহসং  
কালং মনস্তত্ত্বম্ আজ্ঞাচক্রস্থিতং, সূর্যমার্গং বায়ুতত্ত্বম্, অদিতিম্ আদিত্যাশ্রকং  
জলতত্ত্বম্, সূত্রপ্রীতিং সূমার্গে মোক্ষে প্রীতিং প্রকর্ষণে নয়ন্তীম্। দৈবীং দেব্যা  
ইমাং চক্রবিস্তারিত্যর্থঃ, নাবং নোকাং সংসারসাগরতরণোপায়ভূতাং স্বরিত্তাং  
সুদূতানি অরিত্তাণি লাক্সানি যশাঃ সা তাং, দুর্কর্মজপবনৈঃ অচলামিতি  
যাবৎ। অনাগসম্ অশ্রবন্তীং স্বয়ংদূতাম্ আকুহেম তৎপ্রবণা ভবেম, তদেকনিরতাঃ  
তদুপাগনাপরাঃ স্তামেত্যর্থঃ। স্বস্তয়ে মোক্ষায় নিরতিশয়সুখাপ্তুঃ ইতি।  
অবশিষ্টঃ ক্রীতিকাভং সূভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে সম্যক্ নিরূপিতমস্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥

• লক্ষ্মীধনরূপ-তীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ।—হে ভগবতি, মণিপূর-  
চক্রে কল্পিত স্বর্ষীয় ত্রিচক্রাংশে তিমিরহর পরিফুরণ। শক্তি-বিকাশে  
সৌদামিনীসমুজ্জল নানারত্নকিরণে ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত শ্রাম মেঘের আমি সেবা  
করি। এই মেঘ রুদ্ররূপ স্বর্ষ্যতপ্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংবর্তানলতপ্ত জগতে সলিল  
বর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মণিপূরস্থানে জলতত্ত্ব, অনাহতের উপরে স্বর্ষ্য-  
স্থান, সেই স্বর্ষ্যকিরণসমূহ স্বাধিষ্ঠানস্থ অগ্নির ধূমজালকে মেঘরূপে পরিণত  
করেন, তাহা হইতে মণিপূরস্থানে জল উৎপন্ন হয়। স্বাধিষ্ঠানানলদ্বন্দ্ব জগৎ  
সেই জল দ্বারা শীতল হয়। মেঘ শিবেরই স্বরূপ, তৎস্থিত সৌদামিনী শক্তি,  
মণিপূরচক্রে উক্তরূপে জল-স্রষ্টি ভাবনা করিবে, এবং জ্যাহীন ধনুর্দ্বারী শ্রামবর্ণ  
শিব ও তাঁহার ধ্বাস্তবিশ্বংসিনী সৌদামিনীরূপা শক্তি ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥

অচ্যুতানন্দরূপ-তীকা।—বৈষ্ণবীশক্তিগহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবব্রাহ  
তড়িদিতি। কমপি অনির্লচনীয়ং মেঘাভবিষ্ণুং অহং নিষেবে। কিন্তুতম্?  
মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব প্রধানং স্থানং যশ্চ। মেঘসাধস্ব্যমাহ, তমঃশ্রামম্  
অতিদোরতরম্। কিন্তুতম্? শক্ত্যা নারায়ণা তড়িৎসমম্। শক্ত্যা কিন্তুতম্?  
অন্ধকারবিরোধি সঙ্করণং যশ্চাঃ। মেঘং কিন্তুতম্? সুরানারত্নালঙ্কারৈঃ স্নিগ্ধিতম্  
ইন্দ্রধনুর্জ। হরিমিহিরতপ্তং রুদ্ররূপস্বর্ষ্যতপ্তং ত্রিভুবনম্ বর্ষন্তম্। কচিং স্বয়-  
মিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র স্বয়ঃ কন্দর্পঃ স এব স্বর্ষ্যঃ তন্ত্বেজসা তপ্তং ত্রিভুবনং  
বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপূরস্থবিষ্ণুরূপশিবদ্বানাং কামায়িনা দহমানশ্চ শান্তি-  
র্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অমুবাদ।—জননি! মণিপূরস্থিত অনির্লচনীর মেঘাভ বিষ্ণুকে এবং  
তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি। নিজফুরণ দ্বারা তমোরাপি-

বিষ্ণুসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অঙ্ককার সূত্র প্রামবর্ণ বিষ্ণুর অঙ্গে চণ্ডালার ভ্রায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারত্নবিনির্জিত বহুবিধ সুনির্মল আভরণ ইন্দ্র-ধনুর ভ্রায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূর্ণ মেঘ করুণাবারিবর্ষণ দ্বারা রক্তরূপ প্রচণ্ড সূর্য্য-সন্তপ্ত ত্রিভুবনকে পুনর্জীবিত করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরনৈকরসিকং,

ভজ্যে হংসদ্বন্দ্বং কমপি \* মহতাং মানসচরম্ ।

যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিভাপরিগতিঃ, †

যদাদতে দোষাদ্গুণমখিলমন্ত্যঃ পর ইব ॥ ৩৯ ॥

**সমুদ্রীলং-সংবিৎ-কমলমকরনৈকরসিকং**

সমুদ্রীলং বিকসং সংবিৎ জ্ঞানং, তদেব কমলং, তত্র মকরনঃ পুষ্পরসঃ, স চাসৌ একশ্চ—ন চ একশব্দস্ত পূর্ব্বনিপাতঃ। “বিশেষণং বিশেষ্যেণ বহুলম্” ইতি পরনিপাতাৎ, তত্র রসিবন ইতি সপ্তমীসমানঃ।—একশাসৌ রসিকশ্চেতি একরসিকঃ, মকরনৈকরসিকঃ ইতি বা পশ্চাৎ সমাসঃ, তং তথোক্তম্। পরমহংসস্বরূপয়োঃ শিবয়োঃ হংসদ্বারোপণং সংবিদঃ কমলদ্বারোপণে নিমিস্তম্। অতঃ সংবিদঃ কমলদ্বৈ সিন্ধে একদেশরূপেণ মকরনেন চৰ্য্যমাণতৈকপ্রমাণে রস আরোপ্যতে। অতএব মকরনৈকরসিকশব্দস্ত তৃতীয়া-সমানো বা ভজ্যে স্বেবে। হংসদ্বন্দ্বং কিমপি অনির্বাচ্যম্ ইদন্তরা নির্দেষ্টম্ অশক্যং বড়্‌বিশং তৎ শিবশক্তিসংপুটিতং, মহতাং যোগীশ্বরগাং মানসচরম্। অত্র মানসশব্দেন মনসি মানসসরস্বৎ আরোপ্যতে, মানসসরসি হংসানাং নিত্যবাসাৎ। যদালাপাৎ যস্ত হংসদ্বন্দ্বস্ত আলাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিভাপরিগতিঃ অষ্টাদশবিভাঃ আলাপরূপেণ পরিগতা ইত্যর্থঃ। যৎ হংসদ্বন্দ্বম্ আদতে গৃহীতি। দোষাৎ, লাব্-লোপে পঞ্চমী দোষং অবযুত্যা গুণং—গুণশব্দো দোষাভাবস্তাপ্যপলককঃ, গুণ-বৎ দোষাভাবস্তাপি প্রোক্তবাৎ—অখিলং সমস্তম্ অন্ত্যঃ উদকেভ্যঃ পর ইব হৃদ্যমিব।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! সমুদ্রীলং-সংবিৎকমলমকরনৈকরসিকং মহতাং মানসচরং কিমপি হংসদ্বন্দ্বং ভজ্যে ; যদালাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিভাপরিগতিঃ, যৎ দোষাৎ অখিলং গুণম্ অন্ত্যঃ পর ইব আদতে।

অত্রৈদনকুস্কেরম্—সংবিৎকমলম্ অনাহতচক্রনামকমিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। উপাসকাঃ পূরবহংসমিথুনং, সংবিৎকমলে উপাসতে ইতি সমনৈকদেশিমতম্।

অতএব মহতাং মানসচরমিত্যুক্তম্ । ভগবৎপাদমতং তু—শিখিজ্ঞানারূপঃ পরমেশ্বরঃ  
শিখিজ্ঞা স্বশক্ত্যা সংবলিতঃ অনাহতচক্রে দীপাঙ্কুরবৎ প্রতিভাতীতি । যথোক্তং  
ভগবৎপাদৈঃ সূতগোদয়বাধ্যানে—

শিখিজ্ঞানারূপঃ সময় ইহ সৈবাত্র সময় ।

তয়োঃ সন্তোদো মে দিশতু হৃদয়াঐকনিলয়ঃ ॥

ইতি । এতদেব অশ্বাকমপি অভিমতম্ ॥ ৩৯ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন অম্মানুবাদ** ।—হে ভগবতি ! বিকসিত  
সংবিৎ-কমল অর্থাৎ অনাহতচক্ররূপ কমলের মকরন্দ পানে অধিতীয় নিপুণ মহা-  
জনগণের মানসচারী অনির্বচনীয় হংসমিথুন—( শিব-শিবাকে ) ভজন্য করি ।  
যে হংসমিথুন জলমিশ্রিত ছন্ধের জল ত্যাগ করিয়া ছন্ধ-গ্রহণের জ্ঞান দোষমধ্য  
হইতে নিখিল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন । লক্ষ্মীধর বলেন, দোষাভাবও গুণের  
অন্তর্গত । এই সাধনা সময়চারহু কোন সম্প্রদায়ের । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য  
সম্প্রদায়ে অনাহতচক্রে সাধনা—অগ্নি ও অগ্নি-শক্তি মিলিত হইয়া দীপাঙ্কুরবৎ  
প্রতিভাত, তিনিই ধ্যেয় ॥ ৩৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—অথ অনাহতচক্রস্থম্ ঈশ্বরং শক্তিসহিতম্  
ঈশ্বরনামানং স্তবরাহ সমুন্নীলদতি । কমপি অনির্বচনীয়ং হংসদ্বন্দ্বং ভজে ।  
কিস্তুতম্ ? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্ । অস্ত্রে হংসা মকরন্দরসিকা, ইদমপি সমুন্নী-  
লং প্রকাণীভবৎ যং জ্ঞানকমলং তন্ত্ৰ মকরন্দৈকরসিকম্ । যদ্ যন্মাং যয়োরান্নালাপাং  
ধ্যানাং জনঃ অষ্টাদশবিজ্ঞাপরিচিতিম্ আদত্তে । অষ্টাদশবিজ্ঞা যথা,—বেদা  
উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এব অষ্টাদশবিজ্ঞাঃ । যন্মাং যয়োরান্নালাপাং দোষাং গুণং  
দোষং বিহার্য অখিলং গুণম্ আদত্তে অস্তো জলেভ্যঃ পর ইব । অস্ত্রেহপি  
রাজহংসা একজীভূতং জলং দ্রবীকৃত্য ছন্ধং গুরুভীতি তাৎপর্য্যম্ । বিজ্ঞা-  
পরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র যদান্নালাপাং অষ্টাদশবিজ্ঞান্ন পরিণতির্দাক্ষিণ্যং  
জায়ত ইতি স্বচ্ছাষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

**অনুবাদ** ।—মাতঃ ! বাঁহারা অনাহতচক্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, বাঁহারা  
সুপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরাপা  
ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করিতেছি । এই হংসদ্বন্দ্ব জ্ঞানিগণের  
মানসসরোবরে সতত বিহার করিয়া থাকেন । ইহাদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশ-  
বিজ্ঞায় পারদর্শী হইতে পারা যায় । সাধারণ হংস যেরূপ একজীভূত জল ও ছন্ধ

হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসবৃগলও তজ্জন দোষভাগ পরিত্যাগ পূর্বক শুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধো তে শুদ্ধক্ষটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং, \*

শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যবসিনিমীম্ । †

যয়োঃ কাস্ত্যা যাস্ত্যা ‡ শশিকিরণসারূপ্যসরণিং, §

বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥ +

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—বিশুদ্ধো বিশুদ্ধিচক্রে তে ভবত্যাঃ শুদ্ধ-ক্ষটিকবিশদং দোষরহিতক্ষটিকোপলসদৃশম্ অতিনির্মলম্ ব্যোমজনকং ব্যোমঃ আকাশতত্ত্বজ্ঞ জনকম্ উৎপাদকম্, “তন্মাত্রা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ॥ ইত্যাদি শ্রুতেঃ । আজ্ঞাচক্রে আশ্রিতত্বাৎ উৎপন্নম্ আকাশতত্ত্বমিত্যর্থঃ । অত্র আশ্রয়কো মনঃপর্যায়বচনঃ । শিবং শিবতত্ত্বং সেবে উপাসে । দেবীং ভগবতীম্ । অপিশবকঃ সমুচ্চয়ে । শিবসমানব্যবসিতাং শিবেন সমানং ব্যবসিতং ব্যবসায়ঃ প্রযত্নঃ যস্তাঃ তাং, স্বয়মপি শিবশবকবাচ্যেত্যর্থঃ । যয়োঃ শিবয়োঃ কাস্ত্যাঃ প্রভায়াঃ যাস্ত্যাঃ প্রসন্নাস্ত্যাঃ শশিকিরণসারূপ্যসরণেঃ চক্ৰকিরণসদৃশমার্গাৎ বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা বিধূতম্ অস্তৃধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং যস্তাঃ সা । বিলসতি প্রকাশতে । চকোরীব চকোর-বিহগীব । জগতী ত্রিলোকী ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে বিশুদ্ধো শুদ্ধক্ষটিকবিশদং ব্যোম-জনকং শিবং শিবসমানব্যবসিতাং দেবীমপি সেবে, যয়োঃ যাস্ত্যাঃ শশিকিরণ-সারূপ্যসরণেঃ কাস্ত্যাঃ সকাশাৎ জগতী বিধূতাস্তৃধ্বাস্তা চকোরীব বিলসতি ।

অর্থার্থঃ—যথা জ্যোৎস্নাপানেন চকোরী সংতুষ্টাস্তরঙ্গা, এবং শিবয়োঃ জ্যোৎস্নাসদৃশপ্রভয়া বিধূতাস্তৃধ্বাস্তাঃ সম্ভূতাস্তরঙ্গাঃ সাধকলোক ইতি ।

অভেদমহুসক্কেয়ম্—বিশুদ্ধিচক্রেপূজায়াং স্বর্ঘ্যচক্রেনিরোধাৎ বোড়শারগতানাং ঐত্রিপুরস্বন্দরীপ্রভৃতীনাং বোড়শকলানাং জ্যোৎস্নাশোষণাৎ তচ্চক্রেহিতয়োঃ শিবয়োরেব প্রভয়া জ্যোৎস্নাকার্যমিতি ॥ ৪০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃতটীকান্ন অর্থানুবাদ।**—হে ভগবতি, সাধকের বিশুদ্ধিচক্রেহিত তোমার ঐচ্ছিকভূক্ত যে বোড়শদল পদ্ম, তাহাতে আকাশতত্ত্ব-প্রষ্টা শুদ্ধক্ষটিকগুণ শিব ও শিবসমানকার্যা দেবীকে সেবা করি । বাহাদিগের

\* ‘জনকঃ’ ।

† ব্যবসিতাম্ ।

‡ যাস্ত্যাঃ ।

§ সরণেঃ ইতি ল ।

+ ৩৭ ইতি লক্ষ্মীধর-টীকা-যুক্ত-মুক্তিত-পুস্তকাক্ষঃ ।

॥ তৈঃ উঃ ২।১

বিপুল জ্যোৎস্নাতুলা প্রভায় সাধক-জগৎ চকোরীয় ভায় তৃপ্তিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—আত্মশক্তিসহিতঃ শিবঃ স্তবগাহ বিগুহ্য-  
বিত্তি। বিগুহ্যনামি। কথস্থিতপদ্যে তব শিবম্ অহং সেবে। কিন্তু তম্? শুদ্ধ-  
ফটিকশুদ্ধম্, বোমসদৃশম্ আকাশতুল্যম্ অপৰ্যাপ্তস্বাৎ। বোমজনকমিতি কুত্ৰাপি  
পাঠঃ। তত্র বোমকারণম্ অর্থাৎ বোমেশ্বরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি  
অহং বন্দে। কৌদূশীম্? গিরিশনন্দবাসিনীং শিবসমানসুখহংসাম্। যয়োঃ  
শিবশক্ত্যোঃ কাস্ত্যা জগতী বিধূতাস্তর্ধ্বাস্তা নষ্টাজানা সতী চকোরীয় বিলসতি।  
যথা চকোরী চন্দ্রিকালভেনানন্দং লভতে, তথা তয়োর্ধ্যানাং ব্রহ্মসুখং লভতে।  
কথঞ্চুতয়া কাস্ত্যা? বিধুকিরণসারূপ্যপথং যাস্ত্যা অতএব চকোরীতুাপমান-  
মুপপত্ততে ॥ ৪০ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! বিগুহ্য-চক্রস্থিত আত্মশক্তির সহিত শুদ্ধ-ফটিক-  
সদৃশ শুভ্র ও আকাশতুল্য অসীমমুষ্টি সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি।  
আত্মশক্তিও সদাশিবের সহিত সাময়িক্তপরতত্ত্বা ও সমত্বঃসুখা হইয়া অবস্থান  
করিতেছেন। এই অর্ধনারীশ্বরের কাস্তি চক্রকিরণের সারূপা লাভ করিতে  
তদ্বারা জগতীরূপা চকোরী নির্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তবাজ্জাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং,

পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।

যমারাক্ষুঃ\* ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে,

নিরালোকে লোকে† নিবসতি হি ভালোকভবনে ॥ ৪১ ॥‡

**সম্মীশ্বরকৃত-টীকা।**—তব আজ্জাচক্রস্থং তদীয়ে আজ্জাচক্রে স্থিতং  
তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং তপনঃ সূর্য্যঃ শশী চক্রে তয়োঃ কোটরঃ, অগণিতকোটি-  
সম্মীক। ইত্যর্থঃ, তাসাং দ্যুতিঃ কাস্তিঃ তাং ধরতীতি ধরঃ তং পরং শম্ভুং।  
পরমিতি সংজ্ঞা শম্ভোঃ। পরিমিলিতপার্শ্বং পরিমিলিতৌ পার্শ্বৌ দক্ষিণোত্তরৌ  
যন্ত তম্। পরা চানৌ চিত্ত পরচিতং। পরশব্দঃ চিত্তসংজ্ঞায়াং প্রসিদ্ধঃ। যং  
পরচিতংসংবলিতং পরশিবম্ আরাধান্ প্রসাদয়ন্ ভক্ত্যা ভজনশ্রীত্যা রবিশশিশুচীনাং  
সূর্য্যচন্দ্রানীনাং অবিষয়ে অগোচরে, অতএব নিরালোকে আলোকরহিতে অলোকে

\* যমারাক্ষুঃ ইতি ল।

† 'নিরালোকঃ কথলোকঃ' ইতি হ পাঠঃ

‡ ৩৩ ইতি সম্মীশ্বর-টীকা-বৃদ্ধ-পুস্তকায়ঃ।



বিজনে একান্তে নিবসতি, তৎসামুদ্র্যং প্রাপ্যোতি শেখঃ। হি প্রসিকৌ ভালোক-  
ভুবনে জ্যোৎস্নাময়ে লোকে সহস্রকমলে।

অত্রেখং পদবোজনা :—হে ভগবতি ! তবাজ্জাচক্রং তপনশশিকোটীহ্যতিধরং  
পরং শব্দং পরচিতা পরিমলিতপার্শ্বং বন্দে। যং ভক্ত্যা আরাধ্যান্ রবিশি-  
শুচীনাম্ অবিষয়ে নিরালোকে অলোকে ভালোকভুবনে নিবসতি হি।

অত্রেদমভুসঙ্কেয়ম্ :—“তবাজ্জাচক্রং” ইতি তবশব্দস্বরসং সাধকস্ত  
ক্রমধ্যান্তরগতশ্চীচক্রান্তরগতশিবচক্রচতুষ্টয়ং কথ্যতে। ন তু দ্বিদলং পদ্যম্। তবেতি-  
পদান্বয়াদিক্টি। এবমন্তরত্ৰাপূহম্। অত্র স্বাধিষ্ঠানাগ্রে অগ্নিমণ্ডলম্, অনাহত-  
চক্রাগ্রে সূর্য্যামণ্ডলম্, আজ্জাচক্রাগ্রে চন্দ্রমণ্ডলমিতি পূর্ব্বমেব প্রতিপাদিতম্।  
অতশ্চ অগ্নিসূর্য্যচন্দ্রাণাং মনুখাঃ বষ্ট্যন্তরজিহ্বাসম্বন্ধাঃ আধারচক্রপ্রভৃতি আজ্জা-  
চক্রপর্বাশ্চমেব বিচরন্তি। এতদপি পূর্ব্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্। আজ্জাচক্রস্থিত-  
চন্দ্রাং অত্র এব সহস্রকমলস্তিতচন্দ্রঃ শ্চীচক্রোদ্বকঃ নিত্যকল ইত্যপি পূর্ব্বমেব  
সম্যক্ নিরূপিতম্ ॥ ৪১ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকান্ন মন্ত্যাম্বুবাদ।—হে ভগবতি, তোমার  
আজ্জাচক্রস্থিত অর্থাৎ সাধকের ক্রমধ্যান্তরগত ‘বদীয়’ শ্চীচক্রযুক্ত যে শিবচক্র-  
(উর্কমুখ ত্রিকোণ) চতুষ্টয়, তাহাতে অবস্থিত অগণিত কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-প্রভা-  
শ্রয় পরাচিহ্নস্তি-সম্মিলিত-পার্শ্বদ্বয় পরতত্ত্ব শিবকে বন্দনা করি। বাহাকে  
আরাধনা করিবার সময়ে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নির অগোচর তদীয় আলোকশূন্য (কিন্তু  
অন্তবিধ) জ্যোৎস্নাময় নিভৃত লোকে অর্থাৎ সহস্রারকমলে অবস্থিতি হয়।

(পূর্ব্বে যে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রস্থান বলা হইয়াছে, সহস্রদল কমল তদুর্কে,  
উক্ত অগ্নি-সূর্য্য-চন্দ্রের সহিত সহস্রদলকমলের সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐ স্থান উক্ত  
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির আলোকশূন্য। তথায় পৃথক্ চন্দ্রমণ্ডল—তাহা নিত্য, তদীয়  
জ্যোৎস্না দ্বারা সেই স্থান সতত আলোকিত। লক্ষ্মীধর বলেন, এই শ্লোকস্থ আজ্জা-  
চক্র দ্বিদলপদ্য নহে, কারণ, দ্বিদলপদ্য সাধকের, ভগবতীর নহে, অথচ স্তবে ‘তব’  
কথাটি আছে। এই হেতু উল্লিখিত অর্থ করা হইয়াছে। লক্ষ্মীধর অবরোহ-  
প্রণালীতে এই সাধনা লিখিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ আরোহপ্রণালী অনুসারে  
লিখিয়াছেন, এই কারণে শ্লোকস্থ পৃথক্ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ক্রমধ্যগং চিহ্নস্তিসহিতং পরমশিবম্  
গুবরাহ তবাজ্জা ইতি। আজ্জাচক্রং ক্রমধ্যগদ্বিদলপদ্যং পরমশিবম্ অহং বন্দে।  
কীদৃশং? সূর্য্যচন্দ্রকোটীহ্যতিধরম্। পরচিতা চিংশক্ত্যা পরিমলিতপার্শ্বং

চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ । যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাধুং সেবিতুং নিরালোকে  
স্বপ্রকাশতয়া আলোকাস্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকো  
নিবসতি । কিন্তুতে ? রবিশশিশুটী নামবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাদীনামগোচরে অতএব  
নিরালোক ইতি বিশেষণমুপপত্ততে । তদুক্তং গীতাতত্বে,—“ন তত্র ভাসতে  
সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”  
‘পরিত্তিতং যদা লব্ধং শক্ত্যা’ ইতি প্রাঞ্চঃ । তত্র ব্যাখ্যা, যদা উভয়পার্শ্বং তৎশক্ত্যা  
পরিচিহ্নিতম্ একত্রীকৃতং যোগিনা লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দ-  
খ্যানে ব্রহ্ম পরিত্তিতং ভবতি ইতি ভাবঃ । এতানি পদানি কচিদাঙ্গীচক্রমারভ্য  
দৃশ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

\* অনুবাদঃ ।—হে জননি ! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্যের ভ্রায়  
ছাতিধর সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্শ্বস্থিতা চিৎশক্তিকে আমি  
প্রণাম করিতেছি । ইহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ  
চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্শ্বব আলোক-বিহীন ভালোকভবনে অর্থাৎ  
দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

গতৈশ্মানিকৈক্যক্যং \* গগনমগিভিঃ সাস্ত্রঘটিতং,

কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিস্নতে কীৰ্ত্তয়তু কঃ † ।

সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং ‡ চন্দ্রশকলং,

ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বদ্বাতি § ধিষণাম্ ॥৪২॥ ॥

লক্ষ্মীধনুহৃত-ভীক।—এবং সময়মতং সম্যক্ প্রপঞ্চ্য সময়ান্নাঃ  
ভগবত্যাঃ কিরীটপ্রভৃতি পাদান্তং বর্ণয়তি—

গতৈঃ প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যস্বং রত্নভাবং গগনমগিভিঃ সূক্ষ্মশাদিতোঃ । তেভ্যাম্  
অত্যন্তস্নিকৃষ্টসেবার্থং ভূষণগতমগিভ্যং বুজ্যতে । সাস্ত্রঘটিতং সাস্ত্রং নীলক্লং বধা  
ভবতি তথা ঘটতং খচিতং, কিরীটং মকুটং তে হৈমং হেমো বিকারং হিমগিরিস্নতে !  
হে পার্কতি ! কীৰ্ত্তয়তি বর্ণয়তি যঃ, স কবীন্দ্রঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং নীড়ং  
গোলং তত্র খচিতং নীড়েয়ং রত্নজাতং তস্ত ছায়া তয়া চ্ছুরণেন ব্যাপনেন শবলং  
শবলবর্ণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং ধনুঃ কোদণ্ডং সৌনাশীরং সুনাসীরঃ ইন্দ্রঃ তস্ত  
সম্বন্ধি সৌনাশীরং কিমিতি ন নিবদ্বাতি ধিষণাং বুদ্ধিম্ ।

\* মাণিক্যস্ব ইতি ল পাঠঃ । + ‘কীৰ্ত্তয়তি যঃ’ । † ‘স নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলম্’ ইতি  
§ ‘কিমিতি ন নিবদ্বাতি’ ইতি চ ল পাঠঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে হিমগিরিস্থতে ! মাণিক্যং গঠৈঃ গগনমণিভিঃ  
সাক্ষ্যটিতং হৈমং তে কিরীটং যঃ কীৰ্ত্তয়তি সঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণবলং চক্ৰশকল  
সৌনাশীরং ধমুরিতি ধিষণং কিং ন নিবশ্যতি ।

অয়ং ভাবঃ—কিরীটবর্ণনাং কর্তৃমুদ্রাঙ্গানঃ কবীশ্বরঃ তত্র স্থিতাং চক্রেখে  
নানারমণিকাস্তিচ্ছুরিতাং দৃষ্ট্বে। ইক্সচাপহেন কথং নাশকতে ? অবশ্যং তস্ত তচ্ছক  
জায়ত এবেতি ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চক্ৰশকলস্ত ইক্সচাপহেনোৎপ্রেক্ষাণাং । যথা—  
অপহুবাল্লঙ্কারঃ, ইদং চক্ৰশকলং ন ভবতি ; অপি তু ইক্সচাপ ইতাপহুবস্ত প্রত্টি-  
তানাং । যথা—অতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ, ইন্দুশকলস্ত ইক্সচাপহেন অধারসানাং,  
অধিষণাম্ ইক্সচাপে কিমিতি নিবশ্যতি ইতি সামান্যোক্তেঃ । এতেষাং মধ্যে একস্ত  
প্রাধান্যম্ ইতরস্তোপসর্জনমিতি বিনিগমকপ্রমাণাভাবাৎ সন্দেহসঙ্করঃ । (উৎ-  
প্রেক্ষাতিশয়োক্তৌ স্পষ্টে । অপহুবস্ত তল্লিঙ্গাভাবাদপি কিমিতি ধিষণং ন  
নিবশ্যতি ইতাপহুবোল্লেখস্ত শকায়াং । সন্দেহস্ত চক্ৰশকলে দৃষ্টে ইক্সচাপস্ত  
স্বতাক্রান্ত্যাং উল্লেখ্যত্বং শক্য এবেতি সন্দেহসঙ্করঃ এব জ্ঞায়ান্ ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীধনকৃত-টীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ ।—(অতঃপর ধোয় রূপের  
বর্ণনা হইতেছে) হে হৈমবতি ! মাণিক্যরূপে উদ্ভাসমান ঘাদশাদিতো খচিত  
ভবদীয় রত্নকিরীট-বর্ণনা যে করিবে, ভবদীয় কিরীটগোলাগত বিবিধ কিরণ-  
বিচ্ছুরিত শশিকলা, তাহার ইন্দ্রধনু বুদ্ধি উৎপাদন করিবে না কি ? অর্থাৎ  
কিরীটবর্ণনাসময়ে তৎসমীপস্থ বিবিধ মণিকিরণপাতে নানাবর্ণযুক্ত আপনার  
লগাটস্থ চক্ৰকলা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার ইন্দ্রধনুভদ্র জন্মিবে ॥ ৪২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—সম্ভ্রতি ঐমত্যাঃ স্তম্ভাঃ সৌন্দর্য্যম্  
অনির্কটনীরমণি জ্ঞানাহরুপং বর্ণয়তি গঠৈরিতি । হে হিমগিরিস্থতে ! তব স্বর্ণ-  
বিক্রতং মুকুটং কঃ কীৰ্ত্তয়তু বিশিষ্ট ভগতু নিকন্তেরশকায়াং । কীদৃশম্ ?  
গগনমণিভিঃ সাক্ষ্যটিতং নিবিড়নির্ম্মিতম্ । মণিভিঃ কিস্তুতৈঃ ? মাণিক্যেন  
একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবর্ত্তিত্বিরিতার্থঃ । সমীপে অর্থাৎ যস্ত সমীপে ছায়য়া  
কাস্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সম্ভূতকিরণং চক্ৰশকলং চক্ৰধণ্ডম্ ইদং কিং সৌনাশীরং  
ধনুঃ শক্ৰধমুরিতি ধিষণং বশ্যতি বুদ্ধিমাধত্তে । মাণিক্যস্থ্যাকান্তম্বর্ণানাং প্রতি-  
বিম্বাভাৎ চক্ৰধণ্ডং শক্ৰধনুঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।—হে হিমগিরিস্থতে ! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত  
আকাশের ত্রায় স্তম্ভাঃ মণিসমূহ দ্বারা নিবিড়ভাবে স্তম্ভগঠিত তোমার যে হৈমময়

মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সকলের মনে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে ॥ ৪২ ॥

ধুনোতু ধ্বাস্তং নস্তলিতদলিতেন্দীবরদলং, \*

ঘনস্নিগ্ধল্লঙ্ঘং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে ।

যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলকুং স্মনসো,

বসন্ত্যগ্নিম্মত্তে বলমথনবাটাবিটপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকা।—ধুনোতু অপভ্রদতু ধ্বাস্তম্ অস্ত্যস্তিমিরং নঃ  
অম্মাকং তুলিতদলিতেন্দীবরবনং তুলিতং সদৃশীকৃতং দলিতং ভিন্নং, বিকসিত-  
মিত্যর্থঃ, ইন্দীবরাণাং নীলোৎপলানাং বনং যন্ত তৎ । ঘনস্নিগ্ধল্লঙ্ঘং ঘনং সাক্ষম্  
অবিব্ললং স্নিগ্ধং স্নেহযুক্তমিখ স্থিতং ল্লঙ্ঘং মৃদু । এবমেতেষাং বিশেষণানাং সমাসঃ ।  
চিকুরনিকুরম্বং চিকুরাণাং কেশানাং নিকুরম্বং সমূহঃ কেশপাশঃ ধস্মিল্ল ইত্যর্থঃ ।  
তব ভবত্যাঃ শিবে ! ভগবতি ! যদীয়ং যন্ত ধস্মিল্লন্ত সযন্ধি সৌরভ্যং পরিমলং  
সহজং স্বভাবসিদ্ধম্ উপলকুং সমাক্রষ্টুং স্মনসঃ পুষ্পাণি বসন্তি আসতে । অগ্নিন্  
ধস্মিল্লৈ মত্তে ঐবং বলমথনবাটাবিটপিনাং বলমথনঃ বলারিঃ ইন্দ্রঃ—ববয়োরভেদো-  
পচারঃ অনুপ্রাসার্থমঙ্গীকৃতঃ—তন্ত বাটী উদ্ভানাং তত্র বিটপিনঃ কল্পবৃক্ষাঃ তেষাম্ ।

অত্রোক্তং পদবোজনা—হে শিবে ! তুলিতদলিতেন্দীবরবনং ঘনস্নিগ্ধল্লঙ্ঘং তব  
চিকুরনিকুরম্বং নঃ ধ্বাস্তং ধুনোতু । যদীয়ং সহজম্ সৌরভ্যম্ উপলকুম্ অগ্নিন্  
বলমথনবাটাবিটপিনাং স্মনসঃ বসন্তীতি মত্তে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, কেশপাশবাসনার্থমেব ধৃতানাং কল্পবৃক্ষকুসুমানাং  
অন্তর্থাৎনোৎপ্রেক্ষণাৎ । তল্লক্ষণম্—

সস্তাবনমথোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্ত পরেণ যৎ ।

ইতি । তুলিতদলিতেন্দীবরবনমিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ । অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ,  
তিলতপুলবৎ সংসৃজ্যমানদ্বাৎ । ক্ষীরনীরবৎ সযন্ধঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ।—হে শিবে, প্রফুল্ল নীল-  
কমল-বন-সদৃশ নিবিড় চিকণ কোমল ভবদীয় সেই কুন্তলপাশ আমাদিগের  
মনের অন্ধকার হরণ করুন, মনে হয়, যদীয় নৈসর্গিক সৌরভলাভের আকাঙ্ক্ষায়  
নন্দনকাননের পুষ্পসমূহ ইহাতে স্থানগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—ধুনোতু ইতি । হে শিবে ! তব চিকুর-  
নিকুরং কেশকলাপঃ নোহস্মাকং ধ্বাস্তম্ অজ্ঞানং ধুনোতু খণ্ডয়তু । কিভূতম্ ?  
তুলিতদলিতেন্দ্রীবরদলং তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন । পুনঃ  
কিভূতম্ ? ঘনদ্বিধং চিকুণং শ্লক্ষম্ অতিসৌষ্ঠবং বদীয়ং স্বাভাবিকং সৌরভ্যম্ উপ-  
লব্ধুং বলমথনবাটাবিটপিণাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং স্তম্ভনসঃ পুষ্পাণি অগ্নিন্ কেশ-  
কলাপে বসন্তীভ্যহং মস্ত্রে । সুরবিহিতসপর্য্যচ্ছলেন যং স্তম্ভনসাং স্বং-কেশাশ্রয়ণং  
তং বদীয়কেশকলাপসৌরভ্যাভাভায়েতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে শিবে ! বিকসিত-নীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন, দ্বিধ, চিকুণ,  
অতি সৌষ্ঠবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত  
করুক । তোমার এই কেশকলাপের অপূৰ্ণ দিব্য সৌরভ আশ্রয় করিয়া  
আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্দ্রের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ  
স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-

দ্বিধাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্ ।

তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যালহরী-

পরীবাহশ্রোতঃসরগিরিব সীমন্তসরগিঃ \* ॥ ৪৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—তনোতু বিস্তারয়তু দিশবিতার্থঃ । ক্ষেমং  
যোগক্ষেমাস্মাকং শুভং নঃ অস্মাকং তব বদনসৌন্দর্য্যালহরীপরীবাহশ্রোতঃসরগি-  
রিব—ইদমেকং পদম্, “ইবেন সহ নিত্যসমাসো বিভক্ত্যালোপঃ পূৰ্ণপদপ্রকৃতি-  
স্বরং চ” ইতি নিয়মাৎ । বদনং মুখং তস্ত সৌন্দর্য্যস্ত স্তম্ভনভাবস্ত লহরী উৎসেকঃ  
তস্ত পরীবাহঃ প্রবাহঃ “উপসর্গস্ত বস্তামনুষ্যে বহলম্” ইতি পরিশদাদিকারস্ত  
দীর্ঘঃ । তত্র শ্রোতঃসরগিরিব শ্রোতসঃ প্রবাহস্ত সরগিরিব মার্গ ইব স্থিতা  
সীমন্তসরগিঃ সীমন্তে যগ্নিলম্বা প্রদেশে সরগিঃ সরণ্যাকারাকারিতা রেখা বহন্তী  
ধারয়ন্তী সিন্দূরং সিন্দূরপরাগং প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিধাং প্রবলাঃ কেশপাশাশ্রয়।  
লব্ধজন্মতয়া প্রবলাঃ তে চ তে কবরীভারাঃ, ত এষ কেশপাশনিচয়া এব তিমিরাণি  
তান্ত্রেব দ্বিধাঃ শত্রবঃ তেযাং বৃন্দৈঃ সমুটৈঃ বন্দীকৃতং বন্দীগ্রহণাবরুদ্ধম্ । ইব  
ইতি সস্তাবনারাম্ । কবিপ্রৌঢ়োক্তিস্থলে ইবশব্দস্ত সস্তাবনৈববাণঃ, অস্তত্র

সাদৃশ্যমিতি বিবেকঃ। নবীনাক্কিরণং নবীনঃ প্রাতঃকালীনঃ অর্কঃ সূর্য্যঃ তত্ত্ব  
কিরণঃ তন্ম্।

অত্রোৎপাদকোজন—হে ভগবতি ! তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহশ্রোতঃ-  
সরগিরিব স্থিতা তব সৌমন্তসরগিঃ প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিবাং বৃন্দৈঃ বন্দীকৃতং  
নবীনাক্কিরণমিব সিন্দূরং বহন্তী নঃ কেমং তনোতু ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, সৌমন্তসরগেঃ শ্রোতঃসরগিষ্মেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । ন  
চায়ম্ উপমালঙ্কারঃ ; স্বতঃসিদ্ধমল্পজীব্য কবিত্রোচোক্তিমিবোপজীব্যোচ্চানাৎ । ন  
চ সম্ভাবনাপরম্পরবশকন্ত সমাসবিধানাভাবাৎ উপমৈবেতি বাচ্যম্ । “ইবেন  
সহ” ইতি সামান্ত্রোচ্যোভ্যর্থন্ত ইবশকন্ত গ্রহণাৎ উভয়ত্রাপি সমাসোহস্তীতি ধোয়ম্ ।  
উত্তরার্কেইপ্যাৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; সিন্দূরন্ত সূর্য্যাকিরণাঙ্মনা সম্ভাবনাৎ । কবরীভারন্ত  
তিমিরদ্বারোপগাৎ রূপকালঙ্কারোপি বর্ততে । এবমনরোরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ ;  
সম্ভাবনাং প্রতি রূপকন্ত নিমিত্তত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকানুবাদ—হে ভগবতি ! আপনার  
যে সৌমন্তরেখা,—উজ্জ্বলিত লাবণ্যশ্রোতের নিঃসরণপ্রণালী ; বাহাতে সিন্দূরবিন্দু  
কবরীভার-তিমির-রূপী শত্রু-হস্তে বন্দীকৃত নবোদিত সূর্য্যাকিরণবৎ প্রতীয়মান,  
সেই সৌমন্তরেখা আমাদিগের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৪৪ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা—বহন্তীতি । সরগিরিব সৌমন্তসরগিঃ সৌমন্তঃ  
পত্নাঃ নোহস্মাকং কেমং তনোতু । কৌদীনী ? সিন্দূরং বহন্তী । সিন্দূরং কিঙ্কুতম্ ?  
প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তদ্রূপশত্রুগাং বৃন্দৈর্কন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যাকিরণমিব ।  
দ্বিবার্নতি পাঠঃ । তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরাদি তেভাং কান্তিবৃন্দৈর্কন্দীকৃতং  
নবীনাক্কিরণমিব । অত্র তুর্কলেণ বলিনঃ সূর্য্যাকিরণন্ত নিয়মনাদ্যচর্য্যালঙ্কারঃ  
সুচিতঃ । পুনঃ কিঙ্কুতা ? তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহশ্রোতঃসরগিরিব উৎকৃষ্ট-  
পানীয়ন্ত পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্ততীক্শ্রোতসংস্রবঃ সরগিরিব ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—জননি ! তোমার কেশজালমধ্যস্থিত যে সৌমন্তপথ, তাহা  
তোমার বদনসৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-শ্রোতঃপথের দ্বারা শোভা বিস্তার  
করিতেছে । বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দূরবিন্দু থাকাতে অল্পমিত হইতেছে যে,  
প্রবল শত্রু কেশকলাপরূপ অঙ্ককারের কান্তিসমূহ দ্বারা প্রাতঃসূর্য্যাকিরণই যেন  
বন্দীকৃত হইয়াছে । ঐদৃশ এই সৌমন্তপথ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক ॥ ৪৪ ॥

\* নদী হইতে উৎকৃষ্ট জল যদি অল্প পথ দ্বারা নিঃসরিত হয়, তাহা হইলে সেই নিঃসরণ-  
পথকেই পরীবাহ বলে ।

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকুলসমশ্রীতি- \* রলকৈঃ,  
 পরীতং তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিঞ্চ।  
 দরশ্মেয়ে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জঙ্করুচিরে,  
 স্তৃগন্ধৌ মাগুস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অরালৈঃ কুটিলৈঃ স্বাভাব্যং স্বভাবতঃ  
 অলিকলভসশ্রীতিঃ অলিকলভৈঃ ভ্রমরপোর্ভৈঃ সমশ্রীতিঃ সমানভৈঃ। সমাসান্ত-  
 বিধেরনিত্যুচ্চাৎ কপ্রত্যয়াভাবঃ। অলকৈঃ চূর্ণকুস্তলৈঃ পরীতং পরিতঃ ইত্যং  
 পরীতং ব্যাপ্তং তে তব বক্ত্রং পরিহসতি, তত্ত্বল্যাং ন ভবতীত্যর্থঃ। পঙ্কেরুহ-  
 রুচিঃ পঙ্কেরুহস্ত কমলস্ত রুচিঃ সৌভাগ্যং দরশ্মেয়ে দরমীষৎ শ্মেয়ো বিকাশঃ বস্ত  
 তস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জঙ্করুচিরে দশনানাং দন্তানাং রুচয় এব কিঞ্জঙ্কাঃ কেসরাঃ তৈঃ  
 রুচিরে স্তৃভগে স্তৃগন্ধৌ পদ্মগন্ধৌ মাগুস্তি নন্দস্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ স্মরদহনস্ত  
 স্মরারেঃ স্মরস্ত চক্ষুঃশ্বেব মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ। জিতসম্মতস্তাপি বদনসৌন্দর্যাদর্শনং  
 মাদনহেতুরিতি কিমু বক্তব্যং স্মরদনসৌন্দর্যাস্বরূপমিতি ভাবঃ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! স্বাভাব্যাদরালৈঃ অলিকলভসশ্রীতিঃ  
 অলকৈঃ পরীতং তে বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিঞ্চ পরিহসতি। দরশ্মেয়ে দশনরুচি  
 কিঞ্জঙ্করুচিরে স্তৃগন্ধৌ যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ মাগুস্তি।

অত্র উপমালঙ্কারঃ, পঙ্কেরুহরুচিরং পরিহসতীত্যনেন বক্তৃত্ব কমলসাদৃশ্য-  
 প্রতীতেঃ। অলিকলভসশ্রীতিরিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন  
 সঙ্করঃ। দশনরুচিকিঞ্জঙ্করুচিরে ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ, দশনরুচীনাং কিঞ্জঙ্ক-  
 নারোপগাৎ। স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহ ইত্যত্র রূপকালঙ্কারঃ; চক্ষুবাং মধুলিহশ্বেনারো-  
 পগাৎ। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ সঙ্করদ্বয়স্য সংসৃষ্টিঃ ॥ ৪৫ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অরালৈরিতি। বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিঞ্চ  
 হসতি। কৌদৃশম্? স্বভাবকুটিলৈঃ, অলিকুলসমশ্রীতিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্।  
 অলিকুলহসশ্রীতিরিতি কুত্রাপি। তত্র অলিকুলঃ হসতীতি অলিকুলহসা সা শ্রীর্থেষাম্।  
 অলিকলভসশ্রীতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ হরনেত্রভঙ্গাঃ মাগুস্তি।  
 কিভূতে? দরশ্মেয়ে স্মরদ্বাসে। দশনকেশরকাস্তিমনোহরে স্তৃগন্ধৌ এতেন  
 পঙ্কজাপকর্ষণং দর্শিতম্ ॥ ৪৫ ॥

\* 'কলভ-সশ্রীতি' ইতি ল পাঠঃ।

† লক্ষ্মীধরটীকার বর্গে বিদ্যে 'অমৃতা' ইতি জ্ঞাতব্যঃ।

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! স্বভাব-কুটিল ভ্রমরসজ্জবদৃশ-শোভা-যুক্ত অলকা-  
বলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল অন্তান্ত্র জলজ কমলের শোভাকে  
পরিহাস করিতেছে । দশনশোভা-রূপ-কিঞ্জল-পরিশোভিত দ্বিধং হাস্যযুক্ত সৌরভ-  
মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গদর্পহারী নহেৎসরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত  
হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

• ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাত্যতি তব যৎ,

দ্বিতীয়ং তন্মন্ত্রে মুকুটশিখণ্ডস্ত শকলম্ । \*

বিপর্যাসন্তাসাত্ত্বভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ,

সুধালেপস্যুতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—ললাটং নিটিলং লাবণ্যদ্যুতিবিমলং লাবণ্যং  
তারল্যমেব দ্যুতিজ্যোৎস্না তয়া বিমলং স্নিগ্ধম্ আভাতি আ সমস্তাভাতি তব যৎ  
দ্বিতীয়ং তৎ মন্ত্রে শঙ্কে মুকুটখটিতং কিরীটকলিতং চন্দ্রশকলং চন্দ্রাঙ্কধণ্ডম্ ।  
বিপর্যাসন্তাসাৎ—ললাটং অবাকোণং বর্জতে । চন্দ্রশকলং ললাটস্তোপরি উর্দ্ধশৃঙ্গং  
বর্জতে । উভয়োবিপর্যাসন্তাসঃ শৃঙ্গচতুঃসংলগ্নং, তন্মাৎ উভয়মপি ললাটচন্দ্র-  
শকলে সমুদ্র মিলিত্বা । চকারোতিশয়বাচী । মিথঃ অন্তোত্তং সুধালেপস্যুতিঃ  
সুধারাঃ অমৃতস্ত লেপঃ বিলেপনং তস্ত স্যুতিঃ সৌবনং যন্ত সঃ অমৃতরসসাক্ষ ইত্যর্থঃ ।  
পরিণমতি তাক্রপাৎ ভজতি, তদাকারাকারিত ইত্যর্থঃ । রাকাহিমকরঃ রাকারায়  
পূর্ণিমায়াং হিমকরশচন্দ্রঃ ।

অত্রোৎসং পদযোজন—হে ভগবতি ! তব যৎ ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলম্  
আভাতি তৎ মুকুটখটিতং দ্বিতীয়ং চন্দ্রশকলং মন্ত্রে । বদ্যম্মাৎ কারণাৎ উভয়মপি  
বিপর্যাসন্তাসাৎ মিথঃ সমুদ্র চ সুধালেপস্যুতিঃ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি ।

পূর্ণিমায়াং সম্পূর্ণতা চন্দ্রস্ত কথং ভবেৎ, কিম্বীটে অর্ধদেহাবিষ্টতয়া চন্দ্রঃ  
পরিদৃষ্টত ইতি পূর্ণিমাচন্দ্রং নিমিত্তীকৃত্য ললাটমুৎপ্রেক্ষতে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ললাটস্ত অর্ধচন্দ্রদ্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । দ্বিতীয়ান্দে  
অতিশয়োক্তিফলকারঃ ; রাকাহিমকরস্ত ললাটকিরীটখটিতচন্দ্ররেখাদ্বিতীয়নির্ধাণা-  
সম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাৎ । অত্র কবিকল্পিতবস্তুবস্তুসৌন্দর্য্যোরভেদাধ্যবসায়ঃ ।  
উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যাঃ অজ্ঞানিভাবেন সঙ্করঃ । “অধ্যবসায়ব্যাপারপ্রাধাত্তে

\* ‘মুকুটখটিতং চন্দ্রশকলম্’ ইতি ল পাঠঃ ।



উৎপ্রেক্ষা” “অধ্যবসিতপ্রাধাত্তে অতিশয়োক্তিঃ।” সূত্রদ্বয়স্তায়মর্থঃ—অধ্যবসায়-বিষয়ভূতে অধ্যবসানক্রিয়াক্রপস্ত ব্যাপারস্ত প্রাধাত্তং যত্র তত্রোৎপ্রেক্ষোপানম্। যদা অধ্যবসায়বিষয়ভূতে অধ্যবসিতশ্চৈব প্রাধাত্তং প্রতীয়তে, তদা অতিশয়োক্তে-রূপানম্। অধ্যবসায়ো নাম—নিশ্চয়জ্ঞানম্। তচ্চ কাবপ্রোচোক্তিসিদ্ধম্, ন বাস্তবম্। উৎপ্রেক্ষায়াস্ত অধ্যবসানক্রিয়াপ্রাধাত্তস্ত দ্ব্যতক্যঃ “মত্রে শব্দে ঐবম্” ইত্যেবমাদয়ঃ স্বরূপোৎপ্রেক্ষাদ্ব্যতক্যঃ। হেতুৎপ্রেক্ষায়াং হেতুরেব। ফলোৎপ্রে-ক্ষায়াং ফলমেব দ্ব্যতকম্। অতএব স্বরূপোৎপ্রেক্ষায়াং ইবাভ্যভাবে হেতুফলয়ো-রসম্ভবাৎ, অতিশয়োক্ত্যুৎপ্রেক্ষয়োঃ ভেদাভাবাৎ সৈবোৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তৌ অন্তর্ভূতেতি দিষ্টাত্মকম্ ॥ ৪৬ ॥

**অচ্যুতানন্দরূত-টীকা।**—সলাটিমিতি। তব লাবণ্যকাস্ত্যা স্তুনির্ম্মলং তব ধরলাটিম্ আভাতি, তন্মুকুটার্দ্ধচন্দ্রস্ত দ্বিতীয়ং খণ্ডম্ ইত্যহং মত্রে। বিপর্যাস-ত্বাসাদ্ বিপরীতবিজ্ঞাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতং সৎ স্নানাহিমকরঃ পরিণমতি, পূর্ণচন্দ্রঃ সম্পত্ততে। হিমকরঃ কিম্ভূতঃ? স্নানালেপন্যতিঃ অমৃতলেপনেন স্ন্যতিঃ গ্রথনং বস্ত্র। অধোমুখং ললাটমূর্দ্ধমুখং চ মুকুটার্দ্ধ চন্দ্রখণ্ডম্ অনয়োঃ সমতলেপগ্রথনেন সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি! লাবণ্যকাস্তি দ্বারা স্তুনির্ম্মল তোমার ললাটখণ্ড দর্শন করিয়া অল্পমিত হইতেছে যে, ইহা মুকুটস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধ খণ্ড। এই চন্দ্রখণ্ডদ্বয় বিপরীতভাবে বিস্তৃত এবং অমৃতলেপন দ্বারা গ্রথিত ও সংযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ক্রবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিদ্ধুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি,

হৃদীয়ে নেত্রোভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণম্।

• ধনুর্ম্মন্ত্রে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,

প্রকোষ্ঠে মুকৌ চ স্থগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্ ॥ ৪৭ ॥

**লক্ষ্মীধররূত-টীকা।**—ক্রবৌ ক্রবলী ভুগ্নে অবাক্ষতয়া বলয়িতে কিঞ্চিং নাত্যন্তঃ, ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি ভুবনানাং জগতাং ভয়স্ত উপদ্রবস্ত ভঙ্গে নাশকরণে, ব্যাসনং তদেকপ্রবণতা অস্তা অস্তীতি ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনী ভস্তাঃ সম্বন্ধিঃ। . হৃদীয়ে ভবৎসম্বন্ধিনৌ নেত্রোভ্যাং অক্ষিভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং মধু-করাণাং ভ্রমরাণামিব রুচিঃ শোভা যথোক্তোভ্যাং মধুকরাকারাকারিতাভ্যামিত্যর্থঃ।

ধৃতগুণং ধৃতঃ সম্পাদিতঃ গুণঃ জ্যাবলী যন্ত তৎ ধনুঃ চাপং মস্ত্রে শঙ্কে সব্যোত্তরকর-  
গৃহীতং সব্যো দক্ষিণঃ তদিতরো বামঃ স চাসৌ করশ্চ তেন গৃহীতম্ । সব্যোত্তর-  
শঙ্কেন একেনৈব হস্তেন সৰ্বদা ধৃতং, ন তু বাণপ্রয়োগার্থমিতি স্থচ্যতে । রতিপতে:  
মহ্মতস্ত প্রকোষ্ঠে মণিরুদ্ধে মুষ্টৌ অঙ্গুলীনাং গ্রহৌ । অয়ং মুষ্টিশব্দঃ অমুশাসনবশাৎ  
জীলিঙ্গোহপি প্রয়োগবাহুল্যাৎ পুংলিঙ্গতামাপন্নঃ, গণ্ডুষশব্দবৎ । যথা—“উদরং  
পরিমাতি মুষ্টিনা” ইতি নৈষধে প্রয়োগঃ । স্বগয়তি স্বগনং ছাদনং কুর্তি সতি,  
নিগূঢ়াস্তরং নিগূঢ়ে অন্তরে মোৰ্ব্বীদণ্ডয়োৰ্যস্ত তৎ । উমে হে পার্কতি !

অত্রোৎপাদয়োজনা—হে উমে ! ভুবনভয়ভঙ্গবাসিনি ! স্বদীয়ে কিকিছুথে  
ক্রবৌ মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণং রতিপতে: সব্যোত্তরকরগৃহীতং প্রকোষ্ঠে  
মুষ্টৌ চ স্বগয়তি সতি নিগূঢ়াস্তরং ধনুর্মস্ত্রে ।

অত্র ক্রবৌ ধনুরিতি রূপকং, ক্রবো: ধনুরূপেণ নিরূপণাৎ । অতএব দ্বিবচনৈক-  
বচনয়ো: সামানাধিকরণ্যং ক্রবৌ ধনুরিতি ।

অয়ং ভাবঃ—বিশেষণং চতুर्वিধম্—ব্যাবৰ্ত্তকবিশেষণম্ ; উপরঞ্জকবিশেষণম্,  
উপলক্ষণবিশেষণম্, উপাধানবিশেষণং চেতি । তত্র ব্যাবৰ্ত্তকবিশেষণং নীলোৎপল-  
মিত্যাदि, তত্র নৈল্যস্ত খেতাদিব্যাবৰ্ত্তকত্বাৎ । উপরঞ্জকবিশেষণং দ্বিবিধম্—  
উপরজনস্ত আরোপবিষয়গোচরত্বেন, আরোপ্যমাণগোচরত্বেন চেতি । তত্র  
আরোপবিষয়গোচরত্বে “মুখং চক্ষুঃ” ইত্যাদি তত্র চক্ষুত্বেন মুখস্ত উপরজনম্ ।  
অতএব লিঙ্গভেদেহপি বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সিদ্ধ এব । “স তদুচ্চকুচৌ ভবন”  
ইতি নৈষধে । তত্র সঃ ইতি কলশ একঃ, ঘৌ কুচৌ, উভরৌবিশেষণবিশেষ্য-  
ভাবঃ । আরোপ্যমানবিশেষণং তু “তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ।” অত্র আরোপ্য-  
মাণতিরস্করিলীভম্ আরোপবিষয়াঅতয়া স্থিতম্ । এতচ্চ পূৰ্ব্বমেব নিরূপিতম্ ।  
উপলক্ষণবিশেষণম্—কাকবদেবদন্তগৃহম্ । পৃথকস্থিতে হি ধৰ্ম্মিণি উপলক্ষণমিতি  
উপলক্ষণবিদঃ । কাকত্বাদিজাত্যাবিষ্টস্যৈব উপলক্ষণত্বাৎ বিশেষণতো ভেদঃ ।  
উপাধানবিশেষণম্—“রক্তক্ষটিকম্” ইতি । • ধৰ্ম্ম্যাঅন্য উপাধায়কত্বাৎ উপলক্ষণতো  
ভেদঃ । ব্যাবৰ্ত্তকত্বাভাবাৎ নীলোৎপলাদেব্যাবৃত্তিঃ ।

অত্রোদং তত্বম্—উপরঞ্জকবিশেষণস্থলে—“মুখং চক্ষুঃ” “কলশঃ স্তনো—”  
“ক্রবৌ ধনুঃ” ইত্যাদিস্থলে—চক্ষুকলশাভ্যুপরঞ্জকবিশেষণানি আপ্রিতলিঙ্গসম্ব্যা-  
স্তেব মুখাদিকং স্তনাদিকং বিশিঃসম্বীতি, ন স্তনাদে: মুখাদেকী লিঙ্গং সম্ব্যাং বা  
ভজন্তে । নিয়তলিঙ্গতয়া বিশেষ্যানিঃস্বাভাবাৎ ইতরেভ্যো বিশেষণেভ্যো ব্যাবৃত্তিঃ ।  
মস্ত্রেশব্দপ্রয়োগাৎ সম্ভাবনোথানাৎ উৎপ্রেক্ষালক্ষ্যরোহপি । অনয়ো: অমুসৃষ্টিঃ,

অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অলঙ্কারিতাঃ । অপৃথক্স্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োরলঙ্কারিতাভোহমুসর্জনম্ । পৃথক্স্থিতয়োস্ত সঙ্করঃ ইত্যলঙ্কারিকরহস্তম্ । অতিশয়োক্তিরাপি, ক্রমধ্যানাসিকামধ্যায়োঃ মুষ্টিপ্রকোষ্ঠস্থগিতত্বেনাধ্যাবসানাত্ । অত্র নাসিকায়োঃ সব্যোতরকরত্বেনারোপণপ্রতীতেঃ রূপকালঙ্কারো ধ্বন্ততে । যথা—সব্যোতরকরত্বেন নাসিকায়োঃ অধ্যাবসানপ্রতীতেঃ অতিশয়োক্তিঃ । অনয়োঃ সন্দেহঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৭ ॥

**অদ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—ক্রবো ইতি । হে ভুবনভয়ভঙ্কব্যসনিনি ! সংসারভয়ভঞ্জনশীলে ! স্বদীয়ে কিঞ্চিছুগ্ধে ঈষৎকুটিলে ক্রবো রতিপতেঃ কামস্ত ধনুরিত্যুহং মত্তে । কামধনুঃ সাম্যমাহ । মধুকরকচিত্যাং নেত্রোভ্যাং ধৃতগুণে মধুকরগুণঃ কামধনুরিতি । ধনুঃ পৌষ্পমিতাদিম্বোকেন পূৰ্ণমুক্তম্ । তৎ কথং ধনুগুণয়োৰ্মধ্যে শূন্ততা ইত্যাহ,—নিগূঢ়াস্তরং নেয়ং শূন্ততা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্ । কথমিত্যাহ সব্যোতর ইত্যাদি । ইদং ধনুঃ সব্যোতরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুষ্ঠৌ মুষ্টিদেশে চ স্থগয়তি আচ্ছাদয়ক্তি, রতিপতিরिति কর্তৃপদং কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥ ৪৭ ॥

**অনুবাদ ।**—মাতঃ ! তুমি সংসারভয়ভঞ্জনকারিণী । তোমার ঈষৎকুটিল জয়গল রতিপতি কামদেবের শরাসনস্বরূপ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল ধনুগুণস্বরূপ বোধ হইতেছে । জয়গল মধ্যস্থান-বিচ্ছিন্ন, নয়ন-যুগলের মধ্যস্থানে নাসিকা ; কিন্তু ধনু ত এইরূপ মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, ধনুগুণও মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, তবে, এই যে বিচ্ছিন্ন বা ফাঁক, তাহার কারণ ধনুর্দ্বারী কামদেবের বামহস্তের মণিবন্ধ ও মুষ্টি দ্বারা ঐ মধ্যস্থান সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে । (বাণভাগ করিবার সময় ব্যতীত, ধনুর্দ্বারী বামহস্তে ধনুর মধ্যভাগ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করে, মণিবন্ধের দিকে ধনুগুণ থাকে) ॥ ৪৭ ॥

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া,

ত্রিধামাং বামাং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া ।

তৃতীয়া তে দৃষ্টিদরদলিতহেমান্বজরুচিঃ,

সমাধতে সক্ষ্যাং দিবসনিশয়োরস্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—অহঃ দিবসং হতে জনয়তি সব্যং দক্ষিণং তব নয়নং নেত্রম্ অর্কাত্মকতয়া স্বর্য্যাত্মকতয়া । ত্রিধামাং ত্র্যক্টিং বামাং সব্যোতরং তে তব সৃজতি হতে রজনীনায়কতয়া চন্দ্রাশ্রয়তয়া । তৃতীয়া নিটিলস্থিতা তে তব দৃষ্টিঃ দরদলিতহেমান্বজরুচিঃ দরদলিতমীষদ্বিকসিতঃ হেমান্বজং রক্তান্বজং

তন্ত্ৰেব কুচিৰ্বন্তাঃ সা সমাধন্তে সমাগাধন্তে করোতি দিবসনিশয়োঃ অহোরাত্রয়োঃ  
অন্তরচরীং মধ্যবৰ্ত্তিনীং সন্ধ্যাম্ ; সায়াং-প্রাতরাশ্বকসন্ধ্যাকালবিতরণ্ত অগ্নিহোত্র-  
সাধ্যাদিতি ভাবঃ ।

অত্রৈখং পদম্বোজনা—হে ভগবতি ! তব সবাং নয়নম্ অর্কাশ্বকতয়া অহঃ  
স্বতে । তে বামং নয়নং রজনীনায়কতয়া ত্রিষামাং স্বজতি । তে দরদলিতহেমাশ্বজ-  
রুচিঃ তৃতীয়া দৃষ্টিঃ দিবসনিশয়োঃ অন্তরচরীং সন্ধ্যাং সমাধন্তে ।

অত্র সূর্য্যচক্রায়াশ্বকনয়নত্বয়েণ ভগবত্যাঃ অবয়ববিশেষণেন দিবসনিশাসন্ধ্যা-  
শ্বককালত্রয়োপলক্ষিত-পক্ষ-মাসর্গ-যুগকল্পাদিকালোৎপত্তিকথনাং ভগবত্যাঃ কালাব-  
চ্ছেদস্য দূরত এবাপাস্তমিতি ধ্বজতে । ইদমুত্তমং কাব্যম্ । মধ্যমকাব্যতা-  
প্ততীতিরপি, “অর্কাশ্বকতয়া” “রজনীনায়কতয়া” ইতি বাচ্যায়মানস্যাং । দর-  
দলিতহেমাশ্বজরুচিরিত্যনেন অগ্নিনেত্রভ্যং ধ্বজতে । অয়মহুপ্রাণনাশ্বকঃ । মধ্য-  
মোত্তমকাব্যপ্রয়োজকধ্বজোঃ সংসৃষ্টিঃ । সংস্জামানং ব্যঙ্গ্যদ্বয়ং প্রধানধ্বনি-  
অঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্কীৰ্ণ্যত ইতি দিক্ ॥ ৪৮ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—অহঃ স্বতে ইতি । তব সবাং দক্ষিণং  
নয়নং সূর্য্যরূপত্বাং দিবসং স্বজতি । বামননয়নং চন্দ্ররূপত্বাং ত্রিষামাম্ । ঈষদ্বিচলিত-  
কান্তিস্বতীয়া দৃষ্টির্দিবসারাত্র্যোরন্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাম্ আধন্তে স্বজতীত্যর্থঃ ।  
হেমাশ্বজরুচিমিতি কুত্রাপি পাঠঃ । এতেন বহ্নিসারূপ্যাং স্বর্ণশ্চ বহ্ন্যাশ্বকত্বাচ্চ  
বহ্ন্যাশ্বিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি স্থচিতা । নিত্যশ্চ কালশ্চ ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের  
সৃষ্টি করিতেছে, তোমার বামনয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিতেছে  
এবং ঈষৎ বিকসিত স্তবর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন ( অগ্নিস্বরূপ ) দিবস ও  
রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী ( অগ্নিহোত্রের উপযুক্ত ) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

বিশালা কল্যাণী স্মুটরুচিরযোধ্যা \* কুণ্ডলযৈঃ ,

কৃপাধারাদারা † কিমপি মধুরা-ভোগবতিকা ‡ ।

অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহ্ননগরবিস্তারবিজয়া,

ধ্রুবং তত্তন্মামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥

লক্ষ্মীশঙ্করকৃত-টীকা ।—বিশালা বিপুলা, কল্যাণী মঙ্গলাশ্বিকা,

\* ‘আযোগ্যা’ ইতি

† ‘কৃপাধারাদারা’ ইতি

‡ ভোগলভিকা ইতি চ বঙ্গীয়টীকাৎসম্মতঃ পাঠঃ

শুটক্ৰটি: প্রশুটকাস্তি: অযোধ্যা যোদ্ধুমশকা, কুবলয়ৈ: ইন্দীবরৈ: কৃপাধারাধারা  
কৃপাধারাধাং করুণাপ্রবাহাণাং আধারভূতা। আধারশক্ভ কশ্মপি বঙস্তহাৎ  
বিশেষ্যনিয়মেন জীলিক্তম্। কিমপি মধুরা অব্যক্তমধুরা। আভোগবতিকা  
আভোগ: অন্ত:পরিণাহ: দৈর্ঘ্যমিতি যাবৎ। অবন্তী রক্ষিত্বা দৃষ্টি: তে নয়নঃ  
বহনগরবিস্তারবিজয়া বহুনাং নগরাণাং বিস্তার্যেণ সামন্ত্যেন বিজয়া ক্ষুরন্তী।  
ঐবং নিশ্চয়ম্। তন্ত্রানামব্যবহরণযোগ্যা তানি তানি চ নামানি তন্ত্রানামানি বিশালা-  
কল্যাণী-অযোধ্যা-ধারা-মধুরা-ভোগবতী-অবন্তী-বিজয়া-ইত্যে নগরনামানি তৈ: যদ্বা-  
বহরণং ব্যবহার: তত্র যোগ্যা বিজয়তে সৰ্ব্বোৎকর্ষণে বর্ততে।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি! তে দৃষ্টি: বিশালা 'কল্যাণী' শুটক্ৰটি:  
কুবলয়ৈ: অযোধ্যা কৃপাধারাধারা কিমপি মধুরা আভোগবতিকা অবন্তী বহনগ-  
বিস্তারবিজয়া তন্ত্রানামব্যবহরণযোগ্যা ঐবং বিজয়তে।

অত্রৈদমহুসঙ্কেয়ম্—বিশালাপ্রভৃতয়ো বিজয়াস্তা: স্পষ্ট নগর্যা: অষ্ট দৃষ্টয়শ্চ;  
বিশালা নাম দৃষ্টি: অন্তর্বিকাশরূপা। কল্যাণীদৃষ্টি: বিস্তা। অযোধ্যাদৃষ্টি:  
স্নেহকণীনিকা। ধারাদৃষ্টি: অলসা। মধুরাদৃষ্টি: বলিতা। আভোগবতীদৃষ্টি:  
স্নিগ্ধা। অবন্তীদৃষ্টি: মুগ্ধা। বিজয়াদৃষ্টি: প্রান্তকনীনিকা আকেকরাধ্যা দৃষ্টি:।  
এতা অষ্ট দৃষ্টয়: সৰ্ব্বযোবিত্তমানা:। ভগবত্যাং তু বিশেষ:—এতা: দৃষ্টয়: যথা-  
ক্রমং সংকোভাকর্ষণজাবণোন্নাদবস্তোচ্চাটনবিদেষণমারগক্রিয়াসু সংভিঙ্গা:।

এতদ্বস্তং ভবতি—ভগবতী যত্র প্রদেশে স্থিত্বা অন্তর্বিকাশযুক্ততন্ত্রা বিশালাধ্যয়া  
দৃষ্ট্যা জনসংকোভমকরোং স দেশো বিশালানগরী। যত্র প্রদেশে স্থিত্বা স্না  
আকেকরয়া দৃষ্ট্যা বিজয়াধ্যয়া শক্রমারগমকরোং স দেশো বিজয়ানগরী। এবং  
মধ্যবর্তিনীনাং যত্র পুরাং নামধেয়ানুস্থানি। যথোক্তং ভগবৎপাদৈ:—বিশালাস্তা:  
ভগবত্যা: দৃষ্টিবিশেবা: সংকোভাদিকশ্মসাদনভূতা: অন্তর্বিকাশাদিরূপাশ্চেতি সৰ্ব্বমন-  
বত্তমিতি। এতদেব, স্পষ্টীকৃতং তদ্ব্যাখ্যাকারৈ: তত্র তত এব অবধারণ্যম্ ॥ ৪৯ ॥

**সংক্ষীপ্ত-তীকান্ন মর্ম্মানুবাদ।**—(১) বিশালা (২) কল্যাণী  
(৩) অযোধ্যা (৪) ধারা (৫) মধুরা (৬) ভোগবতী (৭) অবন্তী (৮) বিজয়া এই অষ্ট নগরী  
উক্ত নামে আখ্যাত অষ্ট দৃষ্টিবলেই উৎপন্ন। ইহা গূঢ়ার্থ। স্পষ্টার্থ যথা—দেবি!  
তোমার কমনীয় দৃষ্টি বিশালা, মঙ্গলময়ী, ইন্দীবরের আযোধ্যা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দিতার  
অতীতা; (তোমার দৃষ্টি) করুণা-ধারার আশ্রয়, অনির্কটনীয় মধুরতা-পূর্ণা  
আভোগবতী—(দীর্ঘ) ভক্তরক্ষিণী ও বহনগরীদ্বয়মাবেশে শোভ মানা। মনে  
হয়, তোমার দৃষ্টি হইতেই এই সব নগরীর নামব্যবহার হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—বিশালা ইতি। তব দৃষ্টির্বিজয়তে সর্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিভূতা? বহু নগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিস্তারেনপি তব দৃষ্টের্বিস্তার্ভিন্নয়নীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণিঃ,— বহু শ্রাৎ ত্রাদিসংখ্যাস্ব বিপুলেহ্যপাভিধেয়বৎ। তত্তন্মামব্যবহরণযোগ্যা ভেবাং বিপুলনগরাদীনাং নামভিস্তব দৃষ্টেৰ্য্যবহারোহপি যজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ বিশাঞ্জেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিভূতা? বিশালা দীৰ্ঘা, নগৰ্য্যপি বিশালানামী। দৃষ্টিঃ কল্যাণশুণবৃত্তা, নাম্না নগৰ্য্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ 'ফুটরুচিৰ্য্যাক্তকাস্তিঃ' নগৰ্য্যপি 'ফুটরুচিনামী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেষদৃশী। নগৰ্য্যপি অযোগ্যা-নামী চীনদেশোদ্ভবা। অযোগ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নৌলন্দীবরদলৈরযোগ্যা লোকমশক্যা অর্থাৎ অজ্ঞেয়া। নগৰ্য্যপি অযোগ্যানামী। দৃষ্টিঃ কুপাপারাবারা কুপাসিদ্ধরূপা। নগৰ্য্যপি কুপাপারাবারানামী। বারাপদেন বারাগসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ।\* অথবা কুপাপদেন কুপাবতী পারা হারাবতাখ্যা বারা বারাগসী। দৃষ্টির্মধুরা মনোহারিনী। নগৰ্য্যপি মধুরানামী। মধুনা রাজা রাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মধুরা উপলক্ষ্যতে। তথা চ মধুপুরীতি সর্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগলতিকা কল্পক্রমরূপা। নগৰ্য্যপি ভোগলতিকা-নামী। দৃষ্টিরবন্তী ভক্তরক্ষণ-পরা। নগৰ্য্যপি অবন্তীনামী। অতএবাত্র হ্রলোক্ত্য। শব্চিত্রালঙ্কারঃ সূচিতঃ ॥ ৪৯ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! তোমার দৃষ্টি বহু নগরসমূহের বিস্তারকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণ। এই কারণ তোমার দৃষ্টি বিশালা অর্থাৎ সুদীর্ঘ। এই জন্ত বিশালানামী একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে : তোমার দৃষ্টি 'ফুটরুচি' অথবা 'নির্ম্মলকাস্তি'; এই কারণ 'ফুটরুচি' নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভূমণ্ডলে অযোগ্যা বা অসদৃশী; এই জন্ত চীনদেশে অযোগ্যা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কুপাপারাবারা অর্থাৎ কুপাপাগরস্বরূপা; এই হেতু কুপাপারানামী এবং বারা অর্থাৎ বারাগসী নামী নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিনী; এই কারণে মধুরা (মধুরা) নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্পক্রম-রূপা; এই জন্ত ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবন্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে; এই হেতু অবন্তী নামে নগরীও প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয়, এই জন্তই বিশালা, কল্যাণী, 'ফুটরুচি', অযোগ্যা,

কৃপাপারা, বারানসী, মথুরা (মথুরা), ভোগলভিকা ও অবন্তী নগরী ঐ সকল ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং,

কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্ ।

অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্টৌ তব নবরসাস্বাদতরলা-

বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা** ।—কবীনাং কবীশ্বরানাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈক-  
রসিকং সন্দর্ভঃ কাব্যসন্দর্ভঃ স এব স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরনৈকং একং মুখ্যং  
রসিকং মুখ্যরসিকং কাব্যামৃতাস্বাদৈকরসিকমিত্যর্থঃ । কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ,  
কটাক্ষাবেব ব্যাক্ষেপৌ ব্যাক্ষৌ যয়োন্তৌ, তৌ চ তৌ ভ্রমরকলভৌ চেতি সমাসঃ ।  
ভ্রমরকলভৌ দ্বিরেফভিভৌ । অত্র যত্নপি কলভশব্দঃ করিডিস্তবচনঃ, মহাকবি-  
প্রয়োগপ্রাচুর্য্যবশাৎ বিশেষতঃ সামান্ত্রে লক্ষণয়া ভ্রমরকলভাবিতি । কর্ণযুগলং কর্ণয়োঃ  
শ্রবণয়োঃ যুগ্মম্ অমুঞ্চন্তৌ রসাস্বাদলম্পটতয়া অত্যজন্তৌ দৃষ্টৌ, তৃতীয়শ্চ নয়নশ্চ  
উর্দ্ধস্থিতত্বাৎ । তব নবরসাস্বাদতরলৌ নবরসো শৃঙ্গারাদয়ঃ নবভুসংখ্যাবৃত্তাঃ রসাঃ ।  
নবরসঃ শাকপার্বিবাদিস্বাছন্তরপদলোপঃ, অত্রথা “দ্বিগোঃ” ইতি ভীষি কৃতে নবরসী  
ইতি স্তাৎ । নবরসানামাস্বাদে ভোগে তরলৌ লম্পটৌ । অস্থয়াসংসর্গাৎ অস্থয়া  
ঈর্ষ্যা তস্তাঃ সংসর্গঃ সঙ্করঃ তস্তাৎ । অলিকনয়নং নিটিলনেত্রং কিঞ্চিদরুণং কিঞ্চিৎ  
কোপাদিবারণম্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং  
তব কর্ণযুগলং কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ নবরসাস্বাদতরলৌ অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্টৌ অস্থয়া-  
সংসর্গাৎ অলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ।

অর্থঃ—নয়নত্রয়মধ্যে দ্বয়োরনুতপানে সিদ্ধে একশ্চ নয়নশ্চ অস্থয়া যুক্ত্যতে ।  
আকর্ণান্তনেত্রা ভগবতী ইতি বস্তুধ্বনিঃ । অত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; শ্রবণয়োঃ \*  
কাব্যামৃতাস্বাদসম্বন্ধাত্বেহপি সম্বন্ধকথনাৎ । ভ্রমরকলভাবিত্যত্র অপহুবালঙ্কারঃ ।  
যদ্বা—রূপকং, কটাক্ষব্যাক্ষেপঃ কটাক্ষাতয়া অবস্থিতিরিত্যি ব্যাখ্যায়ম্ । অতিশয়ো-  
ক্ত্যস্তরমপি, ভ্রমরকলভয়োঃ মকরন্দাস্বাদাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাৎ । কবিকৃত-  
বস্তুকৃতসৌন্দর্য্যদ্বয়ভেদাধ্যবসার্যাৎ অতিশয়োক্ত্যস্তরমপি । ভ্রমরকলভয়োঃ

মকরন্দাস্বাদসম্বন্ধেপি সদ্ধকথনাং কবিকৃতবস্তুকৃতসৌন্দর্য্যমোবেদাদ্যাবসারাদ্  
অতিশয়োক্ত্যোরহুপ্রাণ্যহুপ্রাণকভাবঃ সদ্ধকঃ। অপহুবস্তু অঙ্গাদিত্যেভ্যে  
সঙ্গীর্গঃ ॥ ৫০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কবীনাম্ ইতি। তব অলিকনয়নং  
ললাটস্থং নয়নম্ অহ্মাসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈষদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ ;—  
কর্ণযুগলম্ অমুঞ্চন্তৌ অপরিতাগিনৌ কটাক্ষক্ষেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্টৌ। কর্ণ-  
যুগলং কিমুতম্ ? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরনৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাম্ নানাশুণ-  
বিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপপুষ্পগুচ্ছস্ত শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ  
কিমুতৌ ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়নভূষণশাবকয়োঃ  
শ্রবণান্তগতয়া শ্রবণযুগলস্ত কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তশ্রালিকনয়নস্ত অহ্মা-  
সংসর্গতাহ্মীয়তে ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ  
কবিতাসন্দর্ভরূপ স্বমনোহর কুসুমগুচ্ছের নবরসে পরিপ্লুত তোমার শ্রবণযুগল  
দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ভ্রমরশাবকযুগল  
ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না ; ইহা দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন  
হিংসা বশতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

শিবে শৃঙ্গারার্জী তদিতরমুখে \* কুংসনপরা,

সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে † বিস্ময়বতী।

হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী, ‡

সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সাকরুণা ॥ ৫১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—শিবে সদাশিবে শৃঙ্গারার্জী শৃঙ্গাররসেন আর্জী  
আপ্লুতা। তদিতরজনে তস্যাং সদাশিবাং ইতরজনে তদ্বিষয়ে কুংসনপরা বীভৎস-  
রসাবিষ্টা। অত্র কুংসনঃ বীভৎসরসাস্বাদনজষ্ঠাস্তঃকরণমুকুলীভাবঃ কার্য্যকারণোর-  
ভেদেন রসস্বেনোপচরিতঃ। সরোষা রৌদ্ররসাবিষ্টা, রোষস্ত স্থায়ীভাবস্ত রসস্বোক্তি-  
রূপচারাৎ। গঙ্গায়াং সপত্ন্যামিতি শেষঃ। গিরিশচরিতে ত্রিপুরবিজয়াদৌ বিস্ময়-  
বতী অদ্ভুতরসাবিষ্টা। “গিরিশনয়নে” ইতি পাঠে ভূতীয়নয়নেনৈব মন্থধনহনম্,  
তাদৃশনয়ন এব ইদানীং সাকৃতদর্শনমিত্যদ্ভুতমিতি ধ্যেয়ম্। হরাহিভ্যঃ হরস্ত  
পরমেশ্বরস্ত অহিভ্যঃ সর্পেভ্যঃ ভীতা ভয়রসাবিষ্টা সরসিরুহসৌভাগ্যজননী

\* ‘জনে’ ইতি

† ‘চরিতে’ ইতি

‡ ‘জননী’ ইতি চ ল পাঠঃ



সন্নসিক্তহানাং সৌভাগ্যং রক্তিক্সা তস্ত জননী উৎপাদিকা কোকনদকাশ্চিঃ, রক্তবর্ণা  
বীররসাবিষ্টেত্যাৰ্থঃ । অত্র অনুভাবেন নয়নরক্তিক্সা বীররসো ধ্বনিতঃ । সখীষু  
বয়স্তাসু স্মেরা শুক্লকনীনিকা । তত্রাপ্যনুভাবেন হান্তরসো ধ্বন্যতে । তে তব  
ময়ি জননি ! হে মাতঃ ! দৃষ্টিঃ সঙ্কল্পা করুণরসাবিষ্টা ।

অত্রেথং পদযোজন—হে জননি ! তে দৃষ্টিঃ শিবে শৃঙ্গারাদ্রী, তদিতরজনে  
কুৎসনপরা, গঙ্গায়াং সরোষা, গিরিশচরিতে বিশ্বয়বতী, হরাহিভ্যো ভীতা, সরসিক্ত-  
সৌভাগ্যজননী, সখীষু স্মেরা, ময়ি সঙ্কল্পা ।

অত্র পূরস্পারবিরুদ্ধানাং রসানাম্ একত্র নয়নে সমাবেশকথনাং বিরোধালঙ্কারঃ ;  
অবস্থাভেদেন পরিহারাৎ তস্ত বিরোধস্ত আভাসত্বম্ । তল্লক্ষণং—“বিরোধাতাসো  
বিরোধঃ” ইতি । বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসাঃ ভরতমতে—

শাস্তস্ত নিক্সিকারস্বাশ্চ শাস্তং মেনিরে রসম্ ॥

ইতি শাস্তস্ত রসস্বাভাবাৎ অষ্টাবৈব রসাঃ সংগৃহীতাঃ ॥ ৫১ ॥

লক্ষ্মীধর-টীকার বিশেষাংশেন্ন অর্থ—‘গিরিশনয়নে’  
এই স্থলে ‘গিরিশ-চরিতে’ এবং তাহার অর্থ—গিরিশকৃত ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি । সেই  
দৃষ্টি আমাতে করুণরসযুক্ত হইতেছে—ইহা লক্ষ্মীধরসম্মত অর্থে বিশেষ কথা ॥ ৫১ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—শিবে ইতি । হে জননি ! তব দৃষ্টি-  
ময়ি সানু কল্পাস্ত । কিম্বুতা ? শিবে শৃঙ্গারাদ্রী শৃঙ্গারপ্রতিপাদিকা । তদিতর-  
মুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা । গঙ্গায়াং সরোষা রোত্রা সপত্নীভাবাৎ । শিবনেত্রে অঙ্কুত-  
রসসংযুক্তা । পদ্মগতসৌভাগ্যং জেতুং শীলমস্তাঃ পঙ্কজস্ত সৌভাগ্যরূপদর্শনাশিনী-  
ত্যাৰ্থঃ । এতেন বীরতা সূচিতা, সখীষু স্মেরা হান্তযুক্তা । এতেন সর্করসসম্পূর্ণা  
তব দৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়ঃ । নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্ । শাস্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গার-  
রসস্তাসমবায়িত্বাৎ । তদ্বক্তং পূর্বগ্রন্থে,—“ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন  
ষেযরাগো ন কদাচ্ছিন্দিত্বা । রসঃ স শাস্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রে, সর্কেষু ভাবেষু চ  
সুপ্রমাণম্” ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ ।—শিবে ! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্দ্রা,  
পুরুষাস্তরের প্রতি বীভৎসরস-প্রকাশিকা, হর-শিরোবিহারিণী গঙ্গাদেবীর প্রতি  
সপত্নীভাবপ্রযুক্ত সরোষা, গিরিশনয়নে সবিষয়া অর্থাৎ অঙ্কুতরসসংযুক্তা, শিব-  
শরীরস্থিত ভূজঙ্গদর্শনে ভীতা, প্রফুল্লকমলসৌন্দর্য্যজয়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্তা ও  
সখীগণের প্রতি হান্তরসযুক্তা, জননি ! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি করুণ-  
রসযুক্ত হউক ॥ ৫১ ॥

গতে কর্ণাভ্যাং গরুত ইব পক্ষ্মাণি দধতী,

পুরাং ভেত্তুশ্চিহ্নপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে ।

ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,

তবাকর্ণাকৃষ্টস্মর-শরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥

**লক্ষ্মীধররুত-টীকা।**—গতে প্রাপ্তে কর্ণাভ্যাং কর্ণয়োঃ সমীপং গরুত ইব কঙ্কপত্রাণীব পক্ষ্মাণি দধতী । পুরাং পুরাণং ভেত্তুঃ ভেদক্ৰান্ত চিহ্ন-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে চিত্তেহস্তঃকরণে প্রশমরসঃ নৈস্পৃহমিত্যর্থঃ, তস্ত বিদ্রাবণং বিনষ্টনং শৃঙ্গাররয়োঃপাদনমিতি যাবৎ, তদেব ফলং প্রয়োজনং যয়োস্তে চিহ্ন-প্রশমরসবিদ্রাবণফলে । অত্র ফলশব্দেন অধ্যবসিতেন অয়োময়ী বাণাগ্রহণী কথ্যতে । ইমে হৃদয়াশুভে, পরিদৃশ্যমানে নেত্রে নয়নে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংস-কলিকে ! গোত্রা ভূমিঃ, ধরতীতি ধরঃ পচাচ্ছত্, গোত্রায়াঃ ধরো গোত্রাধরঃ, অত্রথা গোত্রাং ধারয়তীতি বিগ্রহে কর্ণাণি প্রাপ্তৌ গোত্রাধরঃ, ইতি স্থাং—অনেনৈবাভিপ্রায়েণ শক্তিধরঃ ইত্যত্র শক্তেঃ ধরঃ শক্তিধরঃ ইত্যুক্তং ক্ষীরস্বামিনা গোত্রাধরপতিঃ হিমবান্ তস্ত কুলোত্তংসকলিকা কোরকঃ তস্তাঃ সমৃদ্ধিঃ । তব ভবত্যাঃ আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসঃ কর্ণপর্ধ্যাস্তমাকৃষ্টয়োঃ স্মরশরয়োঃ মন্থণবাণয়োঃ বিলাসং সৌভাগ্যং কলয়তঃ কুরুতঃ । লট্‌পরস্মৈপদদ্বিবিচনাস্তম্ ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে ! তব ইমে নেত্রে কর্ণাভ্যাং গতে পক্ষ্মাণি গরুত ইব দধতী পুরাং ভেত্তুঃ চিহ্নপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ।

অন্বর্থঃ—পঞ্চবাণস্ত জ্ঞীণাং কটাক্ষঃ বট্টো বাণঃ । পঞ্চবাণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ প্রাচুর্যাভিপ্রায়েণ । কটাক্ষাঙ্কবাণো বাণপঞ্চকতুল্য ইতি ন বড়্‌বাণ ইতি ব্যবহারঃ ।

অত্র নিদর্শনালঙ্কারঃ ; স্মরশরবিলাসসদৃশবিলাসকরণপ্রতিভানাং প্রতিবিধা-  
কেপাং ॥ ৫২ ॥

**অচ্যুতানন্দরুত-টীকা।**—গতে ইতি । হে ধরপিত্ররাজকুল-শিরোভূষাক্রপকলিকে ! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ধন্তঃ । শরসাধন্যমাহ ।—গরুতঃ পক্ষ্মানি ইব পক্ষ্মাণি দধতী । পুনঃ কিম্বূতে ? কর্ণবিবরণং প্রাপ্তে । পুনঃ কিম্বূতে ? পুরাং ভেত্তুঃ শঙ্কোশ্চিহ্নপ্রশমরসস্ত শাস্তিরসস্ত বিদ্রাবণং

দুরীকরণং ফলং যয়োঃ এতেন শব্দোর্থোগতঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি  
ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কুম্ভ-  
কলিকা । জননি ! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় শরাস্থিত পক্ষিপক্ষের জ্ঞায়  
পশ্চাদ্ভাগ ধারণ করিয়াছে । এই নয়নদ্বয় হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শান্তিরস  
বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, অতএব তোমার নয়নদ্বয় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের সাদৃশ্য  
লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নদ্বয় কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট কন্দর্পশরের  
অনুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৫২ ॥

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত- \* নীলান্বজতয়া,

বিভাতি ত্বল্পেত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে ।

পুনঃ শ্রষ্টুং দেবান্ দ্রুহিগহরিরুদ্ধানুপরতান্,

রজঃ সঙ্ঘং বিভক্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং বিভক্তং পরম্পরাসঙ্কীর্ণং  
ত্রৈবর্ণ্যং ত্রয়ো বর্ণাঃ সিতাসিতরক্তাঃ যন্তেতি বহুব্রীহিঃ, স্বার্থে ষাঞ্ । মহাভাগা-  
পুরুষাণাং নয়নে রক্তরেখাঃ সন্তি, নয়নগোলদ্বয়ং শ্বেতম্ । যত্চপি কনীনিকা  
নীলা, তৃতীয়নয়নে কনীনিকায়্যাঃ নৈল্যাভাবাৎ ইত্যাহ—ব্যতিকরিতনীলাঙ্গনতয়া  
ইতি । ব্যতিকরিতং সংবলিতং নীলার্থং বিলাসার্থং ধৃতম্ অঙ্গনং যত্ তৎ তন্ত  
ভাবস্তুভা তয়া তৃতীয়নয়নগোলস্ত শ্বেত্যমঙ্গীকৃত্যোক্তম্ । বিভাতি বিরাজতে  
ঐল্পেত্রত্রিতয়ং তব নেত্রাণাং ত্রিতয়ম্ ইদং পরিদৃশ্যমানং জ্ঞানদয়িতে জ্ঞানস্ত  
মহাদেবস্ত দয়িতা প্রেয়সী তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । পুনঃ শ্রষ্টুং গতব্রহ্মাণ্ডানন্তরমগ্নিন্  
ব্রহ্মাণ্ডে ভূয়ো নির্মাতুং দেবান্ দেবনধর্ম্মযুক্তান্ দ্রুহিগহরিরুদ্ধানুপরতান্ আত্মনি  
বিলীনাশ্ রজঃ রজোগুণঃ সঙ্ঘং সঙ্ঘগুণঃ বিভক্তং দধৎ তমঃ তমোগুণঃ ইতি এবং  
গুণানাং সঙ্ঘরজস্তমঃসংজ্ঞিকানাং ত্রয়ং ত্রিতয়ম্ ইব ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে জ্ঞানদয়িতে ! ইদং ত্বল্পেত্রত্রিতয়ং ব্যতিকরিত-  
নীলাঙ্গনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ উপরতান্ দ্রুহিগহরিরুদ্ধান্ দেবান্ পুনঃ শ্রষ্টুং রজঃ-  
সঙ্ঘং তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিব বিভক্তং বিভাতি ।

অত্র সঙ্ঘগুণঃ শ্বেতবর্ণঃ রজোগুণো রক্তবর্ণঃ তমোগুণো নীলবর্ণঃ ইতি কবি-  
প্রসিদ্ধিঃ । তম ইতি নিপাতেনাপ্যভিহিতে কস্মিণি ন কস্মিণিভক্তিঃ ; পরিগণনস্ত

\* 'ত্রৈবর্ণ্যং ইতি ব্যতিকরিতনীলাঙ্গন' ইতি চ ল পাঠঃ ।

প্রায়িকত্বাদিতি নিপাতেতিশব্দেনাভিধানাং রজঃসব্বতমঃশকাঃ প্রথমাশ্চাঃ । যদ্বা—  
 দ্বিতীয়াশ্চাঃ ; নিপাতাভিধানস্ত প্রারিকত্বাৎ । যথোক্তং বাগ্ভটেন :—

হিংসান্তেষান্নথাকামং পৈশুশ্চপক্ৰবানুতম্ ।

সংভিন্নালাপং ব্যাপাদমভিধ্যাং দৃষ্টিপৰ্য্যায়ম্ ॥

পাপং কশ্মেতি দশধা কায়বাক্ মানসৈস্ত্যজ্ঞেৎ ।

ইতি । অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; নয়নগতস্য শ্বেতরক্তনীলরেখাত্রিতরস্ত সৰ্ব্বরজ-  
 স্তমোগুণধ্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । অত্র ভগবত্যাঃ নয়নাঞ্জনদর্শনাদেব সৃষ্টিস্থিতিলয়া  
 ইতি মহানতিশয়ে ধ্বনত ইত্যলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫০ ॥

**লক্ষ্মীধর-টীকান্ন বিশেষাংশের অর্থ।**—‘নীলা-গৃহীত  
 অঞ্জন-মিশ্রণে শ্বেতরক্ত নয়নের তিন বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে । নিয়ন্ত্ৰ ‘অমুবাদ’ হইতেই  
 অপর অংশের অর্থ জ্ঞাতব্য, তাৎপর্য্য হইতে নহে ॥ ৫০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—বিভক্ত ইতি । হে ঈশানদয়িতে!  
 বিভক্তত্রেবর্ণব্যাতিকরিতনীলাম্বুজতয়া ইদং ত্রৈলোক্যত্রিতয়ং বিতাতি । বিভক্তেন  
 ত্রেবর্ণেন ব্যতিকরিতং বিক্ৰিপ্তং নীলাম্বুজং যেন । তত্রোৎপ্রেক্ষতে, উপরতান্  
 প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ ক্রহিণহবিক্রদান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সৰ্ব্বং তম ইতীদং গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভ্রদিব । বিভক্তত্রেবর্ণ্যমিতি ব্যতিকরিতনীলাম্বুজনতয়েতি চ কুত্রাপি পাঠঃ ।  
 নেত্রত্রিতয়ং কিস্তৃতম্ ? ব্যতিকরিতনীলাম্বুজনতয়া বিভক্তত্রেবর্ণ্যাং চন্দ্রস্বর্ধ্যায়ি-  
 রূপতয়া স্বভাবগুরুরক্তানাম্ নীলাম্বুজন-সম্প্রকাশং বিভক্তত্রেবর্ণ্যম্ অতএব গুণানাং  
 ত্রয়ং বিভ্রদিভূতাপগত্যতে । সৰ্ব্বং গুরুং দক্ষিণাক্ষি । রক্তং বামাক্ষি । তমো  
 নীলমঞ্জনাভং ললাটাক্ষি । এতৎ পরম্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি । এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং  
 ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

**অনুবাদ।**—হে ঈশানদয়িতে ! শ্বেত, লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয়  
 সুবিভক্ত থাকাতে তোমার এই নয়নত্রয় নীলপদ্মে শোভাকে পরাভূত  
 করিয়াছে । অল্পমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র,  
 এই তিন দেবতাকে পুনর্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় সৰ্ব্ব,  
 রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে ॥ ৫০ ॥

**তাৎপর্য্য।**—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই  
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন । কথিত আছে,  
 সৰ্ব্বগুণ গুরুবর্ণ ; ইহা ভগবতীর দক্ষিণ-নেত্র । রজোগুণ রক্তবর্ণ ; ইহা দেবীর বাম-  
 নয়ন । তমোগুণ অঞ্জনসদৃশ নীল ; ইহা ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন ॥৫০॥

পবিত্রীকর্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,  
দয়ামিত্রৈর্নৈত্রৈররুণধবলশ্রামরুচিভিঃ ।

নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং,

ত্রয়াগাং তীর্থানামুপনয়সি সন্তোদমনঘে ॥ ৬৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—এতদেব ত্রৈবর্ণ্যং পুনরুৎপ্রেক্ষতে—পবিত্রী-  
কর্তুং অপবিত্রান্ পবিত্রান্ কর্তুং “অভূততদ্ভাবে সংপত্তকর্তরি চিঃ।” নঃ অস্মান্  
পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে পরায়ত্তচিত্তে ! দয়ামিত্রৈঃ দয়াদ্রৈঃ নৈত্রৈঃ অরুণধবল-  
শ্রামরুচিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ । নদঃ পুংপ্রবাহঃ শোণঃ হিরণ্যবাহুঃ স তু  
রক্তবর্ণঃ গঙ্গা ভাগীরথী শ্বেতবর্ণা তপনতনয়া কালিন্দী নীলবর্ণা ইতি কবি-  
প্রসিদ্ধিঃ । ইতি এবং ধ্রুবং সত্যম্ অমুং পরিদৃশ্যমানং ত্রয়াগাং তীর্থানাং জল-  
বতারাণাং সন্তোদং নদীসঙ্গমম্ উপনয়সি সম্পাদয়সি অনঘং অঘাপনোদকম্ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে ! দয়ামিত্রৈঃ অরুণধবল-  
শ্রামরুচিভিঃ নৈত্রৈঃ শোণো নদো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াগাং তীর্থানাম্  
অমুং অনঘং সন্তোদং নঃ পবিত্রীকর্তুং উপনয়সি ধ্রুবম্ । ভক্তবৎসলহৃদ্যেব্যা  
ইতি ভাবঃ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, স্বভাবসিদ্ধস্ত নয়নগতরেখাত্রিতয়স্ত সিতাসিতরক্ত-  
বর্ণাঙ্ককস্ত গঙ্গাযমুনাশোণসঙ্গমঘেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ॥ ৬৪ ॥

**অচ্যুতানন্দ-কৃত-টীকা।**—পবিত্রীতি । হে পশুপতিপরাধীন-  
হৃদয়ে ! হে শিবায়ত্তচিত্তে ! নোহস্মান্ পবিত্রীকর্তুং স করুণেনৈত্রৈর্নদঃ  
শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াগাং তীর্থানাং সন্তোদমুপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং  
প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ । অতএব হে অনঘে ! ইতি সস্বোধনমুপপন্নম্ । যস্তা  
নয়নেষু তীর্থানি ঔতাক্ষীভূতানি, তস্তা অনঘে কুত আশ্চর্য্যম্ । নৈত্রৈঃ  
কিস্তুতৈঃ ? অরুণধবলশ্রামকান্তিভিস্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান্ পুনাসীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

**অমুবাদ।**—হে মাতঃ ! তোমার হৃদয় পশুপতি কর্তৃক আয়ত্তীকৃত  
এবং তুমি নির্মলা ( ‘তুমি নির্মলা’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত নহে ) । তুমি  
আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিশুণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্রামবর্ণ  
লোচনত্রয় দ্বারা শোণ নদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র ( ‘পাপাপহ’  
এই অর্থ লক্ষ্মীধরসম্বৃত ) সমাগম সম্পাদন করিতেছ ॥ ৬৪ ॥

তবাপর্ণে, কর্ণেজপনয়নপৈশ্চত্চকিতাঃ,

নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেবাঃ শফরিকাঃ ।

ইয়ঞ্চ শ্রীর্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং,

জহাতি প্রত্যাষে নিশি চ বিঘটয়া প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা**।—তব ভবতাঃ অপর্ণে! পার্শ্বতি! কর্ণেজপ-  
নয়নপৈশ্চত্চকিতাঃ কর্ণেজপে কর্ণসমীপং সদা গতে নয়নে তাভ্যাং যৎ করিষ্যমাণং  
পৈশ্চত্চং পিণ্ডনভাবঃ মন্মোদঘাটনং তস্মাচ্চ কিতাঃ নিলীয়ন্তে আকারগোপনেন স্থিতাঃ  
ইত্যর্থঃ তোয়ে উদকে নিয়তং নিশ্চয়ঃ অনিমেবাঃ নিমেঘরহিতাঃ শফরিকাঃ মীন-  
যৌষিতাঃ । ইয়ং চ পরিদৃশ্যমানা নেত্রগতা শ্রীঃ লক্ষ্মীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং বদ্ধং  
সংকলিতং ছদপুটং এব কবাটং যন্ত তৎ কবাটসজ্জাটতগৃহমিব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ।  
কুবলয়ম্ ইন্দীবরং জহাতি ত্যজতি । প্রত্যাষে উষঃকালে নিশি চ রাত্রৌ চ বিঘটয়া  
প্রবিশতি সংবিশতি ।

**অত্রোক্তং পদযোজন্য**।—হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপনয়নপৈশ্চত্চকিতাঃ শফরিকা  
অনিমেবাস্তোয়ে নিলীয়ন্তে নিয়তম্ । কিংচ—ইয়ং চ শ্রীঃ বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং  
প্রত্যাষে জহাতি নিশি চ তৎ বিঘটয়া প্রবিশতি ।

**অয়মর্থঃ**—লোকে নেত্রসমং বস্ত শফরিকা ইন্দীবরাণীতি, এতদ্-দ্বয়সমং নেত্রমিতি  
চ স্প্রশসিদ্ধম্ । উভয়োঃ সাম্যম্ অত্র কবিরূপপ্রেক্ষতে নেত্রসৌভাগ্যঃ শফরিকাস্থ  
ইন্দীবরেষু চ বর্ত্ততে । তৎসৌভাগ্যমাহর্ভুক্যামং নেত্রদ্বয়ং তত্র পৈশ্চত্চং  
করোতীতি ।

অত্র পূর্বার্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শফরিকাণাং জলাধিবাসঃ, অনিমেবস্বং চ স্বভাব-  
সিদ্ধম্, তদন্তথাহ্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । দ্বিতীয়ার্ধে অতিশয়োক্তিঃ ; নেত্রলক্ষ্ম্যাঃ নেত্রং  
বিহায় ইন্দীবরেষু ভক্ত্যতিশয়াৎ রাত্রৌ তদ্রক্ষণার্থং তদগ্গভাস্ত্ববৃত্তিৎ, দিবা তদ্বিহায়  
নেত্রবর্তিত্বম্ অসম্ভবীতি অসম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । ইন্দীবরস্ত রাত্রৌ বিকাশঃ স্বভাব-  
সিদ্ধঃ, দিবা মুকুলীভাবশ্চ । এতদ্-দ্বয়স্ত লক্ষ্মীকৃতস্বাসদ্বন্ধেপি সম্বন্ধকথনাৎ অতি-  
শয়োক্ত্যন্তর্যম্ । উভয়োরমুহুর্টিঃ অমুহুর্টিলক্ষণং পূর্বমেবোক্তম্ । অত্র ইন্দীবরস্ত  
রাত্রৌ বিকাশঃ নেত্রদ্বয়স্ত দিবা বিকাশঃ । অতশ্চ দিবা লক্ষ্মীঃ নেত্রে বসতি, রাত্রৌ  
কুবলয়ে । এবং লক্ষ্মীঃ নন্তংদিবমুভয়ত্রৈব চরতি নাত্তত্রৈতি । শফরীপ্রভৃতীনাং  
লোকে নেত্রোপমবস্তূনাং ভগবতীনেত্রতুল্যতা নাস্তীতি শফরিকাণামুদকমধ্য-  
বিলীনত্বমেব যুক্তমিতি কাব্যলিঙ্গধ্বনিরিত্যলঙ্কারেণালঙ্কারধ্বনিঃ ॥ ৫৫ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোন্নয়নয়োঃ পৈণ্ডুত্বেন চকিতাঃ, অসদৃশেষান্ন বিরুদ্ধম্। চরিত্ব্যত ইতি ভীতাঃ শফরিকাঃ প্রোষ্ঠাঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্তি। কর্ণেজপ্যন্তেনানয়োঃ খলস্বং স্পষ্টীভূতম্। অত্বেহপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মংস্তানাং অনিমেষেষু ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ ত্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশম্? বদ্ধচ্ছদপটকবাটং অত্রোত্তামিষ্টং পত্রপটং কবাটং যন্ত। নির্নি রাত্রৌ বিষটয়া দূরীকৃত্য প্রবিশতি। অত্বেহপি ভীতাঃ কবাটং দত্তা পলায়ন্তে, রাত্রৌ কবাটং দূরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোকা কুবলয়-শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছ-তীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

**অনুবাদ।**—হে অপর্ণে! তোমার কর্ণাস্থগামী নয়নযুগলের পিণ্ডনতা (কুটিলতা) দর্শনে ভীত শফরী মংস্তগণ নিমেষশূন্য হইয়া নিরন্তর সলিলমধ্যে বিলীন হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভা দর্শনে রাত্রিবিকাশী জলজ কুবলয়ের শোভাও প্রভাতসময়ে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রপটরূপ কবাটসমুদায় বদ্ধ করিয়া (কুবলয়রূপ) নিজ আবাস-ভবন পরিত্যাগ পূর্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ পত্রপটরূপ কবাট উদঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,

তবেত্যাছঃ সন্তো ধরণিধররাজন্তনয়ে।

স্বত্বোন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,

পরিত্রাত্ত্বং শঙ্কে পরিহৃত্বনিমেষান্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নিমেষঃ নাম পক্ষাণাং মুকুলীভাবঃ অত্র উন্মেষঃ নাম নয়নে পক্ষবিকাশঃ তাভ্যাং যথাক্রমং প্রলয়ং সংহারম্ উদয়ম্ উদ্ভবং যাতি প্রাপ্নোতি জগতী তব ভবত্যাঃ ইতি এবং আহঃ ক্রবতে। “ক্রবঃ পক্ষানামাদিতঃ” ইত্যাদিনা আহাদেশঃ। সন্তঃ সংপূরবাঃ ব্যাসাদয়ঃ। দৃষ্টিস্টিবাদিমতে জ্ঞান-ব্যতিরেক্ষে জ্ঞেয়াভাবাং নিমেষোন্মেষাভ্যামিত্যুক্তেরাজ্ঞমিতি ধোয়ম্। ধরণিধর-রাজন্তনয়ে! হিমাচলপুত্রিকে! স্বত্বোন্মেষাং তব পক্ষস্পন্দাং জাতং জগৎ ভুবনম্

ইদং পরিশ্রুতমানম্ অশেষং কৃৎস্নং প্রলয়তঃ মহাসংহারং পরিত্রাতুং রক্ষিতুং শক্বে  
পরিশ্রুতনিমেষাঃ তিরস্কৃতাক্ষিপ্পন্দাঃ তব দৃশঃ নয়নানি ।

অত্রেখং পদযোজন—ধরণিধররাজতনয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং জগতী  
প্রলয়মুদয়ং চ যাতীতি সন্তঃ আহঃ । অতঃ স্বহৃদ্ব্যেবাং জাতম্ অশেষং ইদং জগৎ  
প্রলয়তঃ পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিশ্রুতনিমেষাঃ ইতি শক্বে ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ । দেবতানামনিমেষং স্বভাবসিদ্ধং ; তচ্চ জগৎ-  
সংরক্ষণার্থমিতি ফলশ্বেনোৎপ্রেক্ষাং ফলোৎপ্রেক্ষা । তত্র নিমেষোন্মেষদশায়াং তো  
জগদ্বৎপত্তিলয়াবিদ্ধি দেব্যাঃ মহিমা অবাঙ্মনসগোচর ইতি বস্তু স্বত্বত্তে । অতঃ  
অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৫৬ ॥\*

•অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—নিমেষ ইতি । হে ধরণিধর-রাজত-  
নয়ে ! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুষোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ং  
উদয়ঞ্চ যাতি ইতি জ্ঞানিনৌ বদন্তি । অতঃ স্বহৃদ্ব্যেবাজ্জাতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ  
পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিশ্রুতনিমেষা ইত্যহং শক্বে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ ।—হে ধরণিধররাজতনয়ে ! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে,  
তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া  
থাকে । তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । এক্ষণে  
এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ-  
পরিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

দৃশা দ্রাবীয়াস্তা দর-দলিত-নীলোৎপল-কুচা,

দবীয়াংসং দীনং স্পয় কৃপয়া মামপি শিবে ।

অনেনায়াং ধন্তো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা,

বনে বা হর্ষ্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ ॥ ৫৭ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—দৃশা কটাক্ষদৃষ্টা দ্রাবীয়াস্তা দীর্ঘতরঙ্গা দর-  
দলিতনীলোৎপলকুচা দরদলিতমীষং বিকসিতং নীলোৎপলম্ ইন্দীবরং তন্ত্বেষ  
কচির্ভাঙ্গাঃ তয়া দবীয়াংসং দূরবর্জিনম্ । দূরশব্দস্ত “স্থলদূর” ইত্যাদিনা স্ত্রোণ  
যণো লোপঃ পূর্ববর্ণস্ত শুণে কৃতে অবাদেশে কৃতে সিদ্ধং রূপং দবীয়াশ্চিতি



ঈশ্বরশ্রুত্যাশ্রম। দীনং দরিদ্রং নৃপয় নৃপনং কুরু। কৃপয়া দয়য়া মামপি  
ইতরজনসাধারণ্যমশিশকার্থঃ। শিবে! মঙ্গলায়্যিকে! অনেন এতাবম্মাত্রেণ  
নৃপনেনাপি অয়ং জনঃ অহমিত্যর্থঃ। ধন্তো ভবতি কৃতার্থো ভবতি, ন চ তে তব  
হানিঃ শ্রবানাশঃ ইয়তা সাধারণদর্শনমাত্রেণ। বনে বা অরণ্যে বা হর্ষ্যে  
প্রাসাদে বা সমকরনিপাতঃ সমং তুল্যং যথা ভবতি তথা করণাং কিরণানাং  
নিপাতঃ ব্যাপনং যন্ত সঃ তথোক্তঃ হিমকরঃ শীতরশ্মিঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে শিবে! দ্রাবীয়ন্তা দরদলিতনীলোৎপলরুচা দৃশা  
দবীয়াংসঃ দীনং মামপি কৃপয়া নৃপয় অয়ম্ অনেন ধন্তো ভবতি। ইয়তা তে  
হানির্ন চ। তথা হি—হিমকরঃ বনে বা হর্ষ্যে বা সমকরনিপাতো হি।

স্বচ্ছান্তঃকরণানাং সর্বসাধারণ্যং স্বভাবসিদ্ধমিতি ভাবঃ।

অর্থান্তরত্বাসৌহল্যকারঃ; সামান্তেন বিশেষসমর্থনাৎ। (দৃষ্টান্ত ইতি তু সং) সর্ব-  
সাধারণ্যদর্শনং সর্বোৎকৃষ্টেষু হেতুরিতি নাশ্রীয়তাদর্শনাপেক্ষা অন্তীতি ধ্বনিঃ ॥৫৭॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—দৃশা ইতি। হে শিবে! হে কল্যাণ-  
দায়িনি! দবীয়াংসঃ দূরস্থং মাং কৃপয়া দ্রাবীয়ন্তা দীর্ঘতরয়া দৃশা নৃপয় পবিত্রী-  
কুরু। দ্রাবীয়ন্তা ইত্যনেন দূরস্থত্বাপি নৃপনযোগ্যতা স্থচিতা। মাং কিম্বৃত্তম্?  
দীনং সংসারদুঃখসন্তপ্তম্। দৃশা কিম্বৃত্তয়া? ঈষদ্বিকসিতনীলানুব্রজকান্ত্যা।  
এতেন তাপহরণযোগ্যতা স্থচিতা। অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধন্তঃ কৃতার্থো  
ভবতি। ইয়তা এবম্বৃত্তেন কর্ম্মণা তবাপি কিঞ্চিং হানির্নাস্তি। অর্থান্তরো-  
পত্ত্বাসেন তদেব দ্রুতয়তি বনে ইতি। বাশবঃ সমুচ্চয়ে। হিমকরশব্দঃ বনহর্ষ্যয়োঃ  
সমকরনিপাতো ভবতি। অত্র সুধাকরাদিশব্দেষু সংস্রু হিমকরশব্দস্তায়ত্ত্বাবঃ।  
হিমকরোহপি লোকানাং পীড়াকরোহপি পক্ষপাতং ন কৰোতি, ত্বস্ত  
শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্ত্রী, অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো  
নোচিত ইতি ॥ ৫৭ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া  
থাক। আমি সংসারতাপে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমি  
সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল-  
সদৃশ সুমিষ্ট ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিরূপ দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর। তুমি কৃপা-  
দৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে  
না। জননি! হিমকর বন ও হর্ষ্য সর্বত্রই সমভাবে নিজ ময়ুখমালা বর্ষণ  
করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

অরালং \* তে পালীযুগলমগরাজন্তনয়ে,  
ন কেষামাধন্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্ ।  
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লভ্য বিলসন্,  
অপাঙ্গবাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্ ॥ ৫৮ ॥

**সঙ্কীর্ণরূপ-টীকা।**—অরালং কুটিলং তে পালীযুগলং কর্ণযুগল-  
ময়নযুগলরোমধ্যম্ অগরাজন্তনয়ে ! নগেজন্তনয়ে ! ন কেষামাধন্তে সর্কেবাং  
করোতোব । কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকং মন্থাচাপসৌভাগ্য তিরশ্চীনঃ তিৰ্য্যাক্-  
প্রসারিতঃ যত্র পালীযুগলে শ্রবণপথমুল্লভ্য কর্ণান্তিকং প্রাপ্য বিলসন্ দুরন্  
অপাঙ্গবাসঙ্গঃ অপাঙ্গস্ত কটাক্ষস্ত ব্যাসঙ্গঃ দৈর্ঘ্যং দিশতি করোতি শরসন্ধানধিষণাং  
শরসন্ধানস্ত বাণসংযোজনস্ত ধিষণাং বুদ্ধিং তদ্ভ্রান্তিং সংহিতশরধিষণামিতি  
যাবৎ ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে অগরাজন্তনয়ে ! তে পালীযুগলমরালং কুসুমশর-  
কোদণ্ডকুতুকং কেষাং নাধন্তে । যদ্যস্মাৎ যত্র তিরশ্চীনঃ বিলসন্ অপাঙ্গবাসঙ্গঃ  
শ্রবণপথমুল্লভ্য শরসন্ধানধিষণাং দিশতি ।

অত্র ভ্রান্তিমদলঙ্কারঃ ; অপাঙ্গে সংহিতশরভ্রান্তেকথানাৎ । পালীযুগলে  
কুসুমশরকোদণ্ডবুদ্ধিঃ নিশ্চয়াস্বিকা সংশয়পূর্ব্বিকৈতি সন্দেহালঙ্কার এব ।  
অনরোরজ্জ্বলিতাবেন সঙ্করঃ ॥ ৫৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা।**—হে পর্শ্বতরাজকন্তে ! তব কুটিলং  
পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্ । “পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংস্তাবকপ্রদেশরো”ম্ব্রিতি  
ধরণিঃ, কেষাং মনসি কল্পপার্থক্যং-কোতুকং ন আধন্তে । ভ্রপালীতি পাঠে  
ভ্রবোরকপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ । যত্র তিৰ্য্যাক্ অপাঙ্গবাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণ-  
পথমুল্লভ্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি ॥ ৫৮ ॥

**অনুবাদ।**—হে পর্শ্বতরাজকন্তে ! তোমার বক্ষিস কর্ণপালী-যুগল কোন্  
ব্যক্তির অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে? অপাঙ্গে  
পরিমিলিত তিৰ্য্যাক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-লব্ধবৈ ইহার সমীপবর্তী; বোধ  
হইতেছে যেন, অনঙ্গ ( মন্থাচারি শব্দকে মোহিত করিবার জন্তই ) আকর্ণ শরসন্ধান  
করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

\* ‘অরালং জ’ ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ

স্মুরদগাণ্ডাভোগপ্রতিকলিততাড়কযুগলং, \*

চতুশ্চক্রং শঙ্কে † তব মুখমিদং মান্মথরথম্ ।

যমারুহ্য দ্রুহ্যত্ববনিরথমর্কেন্দুচরণং,

মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে স্বং জিতবতে ‡ ॥ ৫৯ ॥

**সম্বীথনরুত-টীকা**

।—স্মুরদগাণ্ডাভোগপ্রতিকলিততাড়কযুগলং  
স্মুরস্তো চ তো গণ্ডাভোগো চ গণ্ডস্থলে চ দর্পণবগ্নির্লাবিতার্থঃ । তত্র প্রতিক-  
লিতং প্রতিবিস্তিতং তাড়কযুগলং যন্ত সঃ তং চতুশ্চক্রং চত্বারি চক্রাণি রথ-  
চরণানি যন্ত তং চতুশ্চক্রং মন্ত্রে শঙ্কে তব ভবত্যাঃ মুখম্ আশ্রম্ ইদং হৃদয়কমলে  
পরিদৃশ্যমানং মন্থথরথং মদনস্ত শ্রুদনং যং রথম্ আকুহ্য অধিষ্ঠায় দ্রুহতি অপরাধাতি  
বিদ্যতীতি বাবৎ । অবনিরথঃ ভূমিরথম্ অর্কেন্দুচরণং অর্কেন্দু সূর্য্যচন্দ্রৌ দ্বাবেব  
চরণৌ যন্ত সঃ মহাবীরঃ চতুশ্চক্ররথারোহণমহিমা অপ্রতিহতপ্রতাপঃ মারঃ মন্থথঃ  
প্রমথপতয়ে ত্রিপুরাস্তকায় সজ্জিতবতে সজ্জং কুর্কতে সন্নদ্ধং কুর্কতে ইত্যর্থঃ ।

অত্রোক্তং পদযোজন—হে ভগবতি ! তব ইদং মুখং স্মুরদগাণ্ডাভোগপ্রতিকলিত-  
তাড়কযুগলং চতুশ্চক্রং মন্থথরথং মন্ত্রে । যমারুহ্য মারঃ মহাবীরঃ সন্ অবনিরথ-  
মর্কেন্দুচরণং সজ্জিতবতে প্রথমপতয়ে দ্রুহতি । “ক্রুধক্রহেৰ্য্যাহস্মরার্থানাং যং প্রতি  
কোপঃ” ইতি চতুর্থী ।

অত্র পূর্বার্দ্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ভগবত্যাঃ মুখস্ত রথস্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ ।  
দ্বিতীয়ার্দ্ধে আরোহণস্ত মহাবীরত্বসম্পাদকত্বকথনাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গ-  
মলঙ্কারঃ । পরমেশ্বরস্ত মন্থথেন সার্কিং বুদ্ধসমাহাসস্বক্লেহপি সধ্বককথনাদতি-  
শয়োক্তিঃ । কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যোরঙ্গাদিভাবেন সঙ্করঃ । উৎপ্রেক্ষায়ান্ত  
কাব্যলিঙ্গং প্রত্যঙ্গপ্রাণকঠেব, ন সংস্ফিঃ, নাপি সঙ্করঃ ইতি ধোয়ম্ । পৃথক্-  
স্থিত্যা উপকারকমহুপ্রাণকম্ । অপৃথক্স্থিত্যা প্রয়োজকম্ অনুসর্জনম্ । পৃথক্-  
স্থিত্যা প্রয়োজকমত্বম্ । এতদ্বিলক্ষণা সংস্ফিঃপ্রিয়ালঙ্কারিকমতরহস্তম্ । এতচ্চ  
পূর্ব্ববক্তৃকমপি স্পষ্টার্থং গুনঃ প্রতিপাদিতমিতি ॥ ৫৯ ॥

**অচ্যুতানন্দরুত-টীকা** ।—স্মুরদিতি । তব মুখম্ চতুশ্চক্রম্ মন্থথ-  
রথম্ ইতি শঙ্কে । চক্রসঙ্গতিমাহ,—কিন্তু তং মুখম্ । স্মুরদগাণ্ডাভোগপ্রতি-  
কলিততাড়কযুগলং স্মুর্জমানগণ্ডাভোগয়োঃ প্রতিবিস্তিতং তাড়কযুগলং যত্র । এতেন  
তাড়কযুগলং তৎপ্রতিবিস্তিতম্ ইতি চতুশ্চক্রম্ । যং রথম্ আকুহ্য মহাবীরো মারঃ

প্রমথপতয়ে মহাদেবায় ক্রুহতি হিনস্তি । কিমুতায় ? অবনিরথং পৃথ্বীরথং  
অর্কেন্দুচরণং চন্দ্রস্বর্ঘ্যচক্রম্ আকুহ স্বং জিতবতে স্বং কামং জিতবতে । আকুহে-  
ত্যস্ত উভয়ত্র সম্বন্ধঃ । যমাপ্রিত্যোতি কুতাপি পাঠঃ । তত্র স্বং পৃথ্বীরথম্ আপ্রিত্য  
ইতি অর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তোমার ঈশ্বং কম্পমান গগনুগলে কর্ণভূষণ তাড়ক-  
বৃগল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্রেচতুর্ভুজবিশোভিত  
সাংগ্ৰামিক রথস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে । দিবাকর ও নিশাকর বাহার রথচক্র  
স্বরূপ এবং পৃথিবীমণ্ডল বাহার কামবিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি  
স্বরহর শিবকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুচ্চক্র রথে  
আয়োজন পূর্বক শিবহিংসার প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলভিদঃ, \*

পিবন্ত্যাঃ শর্করীণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্ † ।

চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,

ঋণংকারৈরস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০ ॥

**লঙ্কীশ্বর-কৃতটীকা ।**—সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ সূক্তীঃ মধুরবাচাংসি  
অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ অমৃতলহরীয়াঃ সুধাপ্রবাহোৎসেকস্ত কৌশলং নৌভাগ্যং  
হরন্তীতি তাঃ । হরিশব্দঃ ঔণাদিকো নিপ্রত্যয়ান্তঃ, “কৃদিকারাদক্তিনো বা ভীপ্-  
বক্তব্যঃ” ইতি ভীপ্ । পিবন্ত্যাঃ ধরন্ত্যাঃ শর্করাণি ! শর্করস্ত পরমেশ্বরস্ত পত্নি !  
শ্রবণচুলুকাভ্যাং চুলুকং প্রসৃত্যর্কঃ শ্রবণে শ্রোত্রে এব চুলুকে তাভ্যাম্ অবিরলং  
যথা ভবতি তথা, সাবধানেনেত্যর্থঃ । চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ চমদিত্যব্যয়-  
মাশ্চর্য্যাম্বু করণবাচি । কারশব্দঃ স্বরূপপরঃ । যদ্বা—সুখদুঃখাভুতানন্দৈঃ হঠাৎখিত-  
চিন্তাবিক্রিয়া চমৎকারঃ সমীৎকারশরীরোজ্জ্বলনাদিকৃৎ । চমৎকারপ্লাষাস্ত আশ্চর্য্য-  
ম্বু করণসন্দোহেবু চলিতং শিরো যন্তান্তস্তাঃ কুণ্ডলগণঃ কর্ণভরণসমূহঃ ঋণংকারৈঃ  
ঋণদিত্যব্যয়ং ভূষণবান্বকরণে । কারশব্দঃ স্বরূপবাচী । ঋণংকারৈঃ তারৈঃ  
অতিবহলৈঃ উচ্চতরৈঃ প্রতিবচনম্ প্রতিশব্দম্ অমুমোদবচনম্ আচষ্ট ইব তে ।

**অত্রোৎপাদপদযোজনা**—হে শর্করাণি ! তে অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ সূক্তীঃ  
শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলং পিবন্ত্যাঃ চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ সরস্বত্যাঃ কুণ্ডলগণঃ  
তারৈঃ ঋণংকারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব ।

\* ‘কৌশলহরীঃ’ ইতি ।

† ‘অবিরলঃ’ ইতি চল ।

অত্র উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ঝণৎকারাণাং প্রতিবচনেন সম্ভাবনাৎ ।  
পূর্বার্কে অতিশয়োক্তিৰলঙ্কারঃ ; সরস্বত্যাঃ শিরঃকম্পনসম্বন্ধাভাবেশ্চি সম্বন্ধোক্তের-  
সম্বন্ধে সম্বন্ধনিবন্ধনাৎ । উভয়োরঙ্গাসিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত টীকার অন্যানুবাদ ।**—হে দেবি, সরস্বতী  
দেবী, আপনার অমৃত-লহরী মাধুর্য্য-বিজয়িনী স্তম্ভর বচনাবলি শ্রবণে বিস্ময়া-  
তিরেকে মস্তক সঞ্চালন করিলে, তাহার কর্ণকুণ্ডলসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে  
শিজিত হওয়ায় বোধ হইতেছে—যেন তাহার। অনুমোদনবাক্য প্রয়োগ  
করিতেছে ॥ ৬০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—সর ইতি । হে শর্করিণি ! সরস্বত্যাঃ  
স্বকীঃ গম্পপদ্মাদিরূপাঃ শ্রবণচুলাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব  
কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্বরত্বসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈর্ঝণৎকারক্ৰূপৈরুচ্চৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচন-  
মার্চষ্ট ইব । স্বকীঃ কিন্তুূতাঃ ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমৃগ্যাঃ পর্য্যাপ্তমাধুর্য্য-  
গর্কনাশিকাঃ । কোষসদৃশীরিতি কুত্রাপি । তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীরিত্যর্থঃ । তব  
কিন্তুূত্যাঃ ? চমৎকারপ্লাষাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ বা প্লাষা প্রশংসা তরা  
চলিতং শিরো যন্তাঃ । অত্রোহপি সাধুবাচিকং শ্রদ্ধা শিরঃকম্পনেনানুমোদতে ।  
তব শিরঃকম্পনাং কুণ্ডলস্বরত্বানামন্তোহন্তসংঘটনাং ঝণৎকারাদিসাধুস্বরকরণশব্দেন  
বিচিত্রং প্রভুত্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

**অনুবাদ ।**—হে শর্করিণি ! যে গম্পপদ্মময়ী রচনা অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধ-  
মাধুর্য্যগর্ককে খর্ব্ব করিয়াছে, তাদৃশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যখন তুমি  
শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতা  
প্রযুক্ত প্রশংসাবাদসহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময়  
তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নাবলী পরস্পর সংঘটিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহার।  
ঝণৎকাররূপ তারস্বরে স্বকৃত প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতেছে ॥ ৬০ ॥

‘অসৌ’ নামাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে, \*

হৃদাযো নেদীয়ঃ ফলভু ফলমস্মাকমুচিতম্ ।

বহম্(ত্যা)স্তমুক্তাঃ শিশিরতরনিন্দাসবিদিতাঃ, †

সমৃদ্ধ্যা যন্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা ।**—অসৌ পরিদৃশ্যমানঃ নামাবংশঃ নামা নাসিকা

\* ‘পটি’ ইতি ল । † ‘শিশিরকরনিবাস গলিতঃ’ ইতি ল । ‡ ‘যন্তাসাং’ ইতি চ ল ।

বংশঃ বংশদণ্ডঃ রূপকমেতৎ । তুহিনগিরিবংশধ্বজপটী ! তুহিনগিরেঃ হিমাচলস্ত  
বংশস্ত অধ্বজস্ত ধ্বজপটী ! পতাকে ! ত্বদীয়ঃ ত্বদীয়ঃ নেদীয়ঃ সন্নিবৃষ্টতরং ফলতু  
নিষাদয়তু ফলম্ ইষ্টার্থম্ অস্মাকং মৎসবন্ধিনাং মম চেত্যর্থঃ । উচিতং ক্রিয়াবিশেষণ-  
মেতৎ যথেষ্পিতং বহতি ধারয়তি অন্তঃ অভ্যন্তরে মুক্তাঃ মুক্তামণীন্ শিশিরকর-  
নিখাসগলিতং শিশিরকরঃ চন্দ্রঃ তস্ত নিখাসো বামনাডীমার্গবায়ুঃ তেন গলিতং সূতং  
সমৃদ্ধ্যা আধিক্যেন যৎ যস্মাৎ কারণাং তাসাং মুক্তানাং বহিরপি চ বাহুপ্রদেশোহপি  
নাসিকাগ্রবামভাগোহপীত্যর্থঃ । নাসিকাকারাকারিতো বংশদণ্ডঃ মুক্তামণিধরঃ  
মুক্তামণিঃ ধৃতবান্ । “মুক্তামণিধরাং” ইতি সম্যক্পাঠঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটী ! ত্বদীরোহসৌ নাসাবংশঃ  
অস্মাকম্ উচিতং নেদীয়ঃ ফলং ফলতু । অন্তঃ মুক্তাঃ বহতি । যদ্যস্মাৎ কারণাং  
তাসাং সমৃদ্ধ্যা শিশিরকরনিখাসগলিতং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ।

অত্র নাসিকায়্যাঃ বংশজরোপণাৎ রূপকম্ । বংশত্বসাধকপ্রতিপাদকম্ উত্তরা-  
ধ্বজম্ । বংশগর্ভে মোক্তিকাঃ উদ্ভবন্তীতি লোকশাস্ত্রমর্যাদা । অতো নাসিকাবংশ-  
দণ্ডোহপি অভ্যন্তরে মোক্তিকাহৃদুতানি বর্তন্তে । নো চেয়াসাবংশদণ্ডস্ত বহিঃ  
মুক্তামণিধরত্বং কথং সংঘটেত ইত্যর্থাপত্ত্যা বংশদণ্ডাকারো নাসিকায়্যাঃ সমর্থিত ইতি  
রূপকমেব সম্যক্ ॥ ৬১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—অসাবিতি । হে তুহিনগিরিবংশধ্বজ-  
পটে ! হিমালয়কুলপতাকে ! অত্র বংশশব্দে শ্লেষঃ । হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ড-  
পতাকে ! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নেদীয়ো নিকটতরম্ অস্মাকম্ উচিতং ভক্ত্যমুরূপং  
ফলং ফলতু নিষাদয়তু । সগ্রন্থিসরস্কায়্যা উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়্যা বংশত্বপ্রতিপাদ-  
নম্ । ফলধারণযোগ্যতামাহ,—কিস্তুতম্ ? অন্তর্গর্ভে শিরো মধ্য ইতি যাবৎ  
মুক্তাফলানি বহন্ । তদ্বক্তৃত্বম্—ইভানাং বংশমৎস্তানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ ।  
শব্দকুন্তলিশব্দানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোদ্ভব ইতি । গর্ভস্থ মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ ?  
ইত্যাহ,—শিশিরতরনিঃখাসেন বিদিতাঃ । বংশোদ্ভবা শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ । যো  
নাসাদংশস্তাসাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিঃ বিতর্জি,  
অর্থাৎ স্তম্ভ মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিঃখাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কৃতমিত্যুৎ-  
প্রেক্ষ্যতে ॥ ৬১ ॥

**অনুবাদ** ।—হে হিমালয়কুলপতাকে ! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের  
পক্ষে আশু ভক্ত্যমুরূপ শুভ ফল প্রসব করক । শিশিরতর নিখাস দ্বারা অল্পমিত  
হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিরাজিত রহিয়াছে ;

হুত্তরাং অন্তরে মুক্তাকলের বাহ্যতা হইলে নিম্নাংসবায়ু দ্বারা বহির্দেশে মুক্তাকলের  
নিঃসরণ অসম্ভাবিত নহে ॥ ৬১ ॥

প্রকৃত্যা রক্তায়ান্তব হুদতি দন্তচ্ছদরুচে-

বরাকী \* সাদৃশ্যং জনয়তু কথং † বিক্রমলতা ।

ন বিষং তদ্বিষ্মপ্রতিফলনলাভা- ‡ দরুণিতং,

তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি § বিলজ্জিত কলয়া ॥ ৬২ ॥

**লঙ্ঘ্যৈশ্বরকৃত-টীকা।**—প্রকৃত্যা স্বভাবেন আরক্তায়াঃ আত্মায়াঃ

তব হুদতি শোভনাঃ দন্তাঃ বস্তাঃ তন্তাঃ সমৃদ্ধিঃ । দন্তচ্ছদরুচেঃ দন্তচ্ছদয়ো-  
রোষ্ঠয়োঃ রুচেঃ সৌভাগ্যস্ত প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষণে কথয়িষ্যামি । সাদৃশ্যং সদৃশস্ত্য স্তাবঃ  
সাদৃশ্যং জনয়তু উৎপাদয়তু । আশংসয়াং লোট্ । বিক্রমলতাকলং যদি স্তাৎ তদা  
সদৃশবস্তুসম্ভাবঃ ন তু বিক্রমমাত্রং সদৃশমিতি । ফলং পক্ষফলম্ । পীতবর্ণাভ্যো  
লতাভ্যঃ উৎপন্নং ফলম্ অতিরক্তম্, রক্তলতোৎপন্নস্ত রক্তিম্বা কিম্ব বক্তব্য ইতি  
তদেব সদৃশমিতি তাৎপর্য্যম্ । বিক্রমলতা প্রবাললতিকা ন বিষং বিষফলং  
তদ্বিষ্মপ্রতিফলনরাগাৎ তয়োঃ দন্তচ্ছদয়োঃ বিষস্ত প্রতিফলনং প্রতিবিষনং তেন  
রাগঃ রক্তিম্বা । তস্মাৎ বিষফলমিতি ব্যবহারঃ অধরবিষ্মপ্রতিবিষ্মপ্রসাদাসাদিতঃ ।  
অত্থা তস্ত বিষব্যবহারো ন স্তাৎ । যথা ফটিকাদৌ জপাকুম্বাদেঃ প্রতিবিষ্ম-  
বশাদেব ফটিকাদীনাং রক্ততা এবং বিষফলস্তাপীতি । তদ্বিষ্মপ্রতিফলনরাগাৎ  
অরুণিতং তুলামধ্যারোঢ়ুং তুলায়াং সাম্যকথায়্যং স্থাতুং কথমিব । ইবেতি  
বাক্যাগলঙ্কারে । বিলজ্জিত ব্রীড়িত কলয়া লেশেন ।

অত্রেখং পদযোজন—হে হুদতি ! তব প্রকৃত্যা আরক্তায়াঃ দন্তচ্ছদরুচেঃ  
সাদৃশ্যং প্রবক্ষ্যে । বিক্রমলতা ফলং জনয়তু । বিষং পুনঃ তদ্বিষ্মপ্রতিফলনরাগা-  
দরুণিতং কলয়াহপি তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমিব ন বিলজ্জিত । লজ্জধাতুরাশ্রয়নেপদী ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; যথার্থোক্তৌ কল্পনাৎ । দ্বিতীয়ার্থে অগন্ধে সম্বন্ধ-  
নিবন্ধনাতিশয়েক্তিঃ, বিষপ্রতিফলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনেনাভেদকথনাৎ । উভয়োঃ  
সংসৃষ্টিঃ ॥ ৬২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—প্রকৃত্যা ইতি । হে হুদতি ! শোভন-  
দন্তে ! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকট-  
বিক্রমলতা কথং জনয়তু তুলাতাং যাতু । লতাসাদৃশ্যযোগ্যতয়া অবিহিতত্বাৎ

ইতি ভাবঃ । বিষং বিষফলং 'তেলাকুচা' ইতি খ্যাতম্ । ওষ্ঠাধরয়োঃ কলয়া  
অংশেন তুল্যমধ্যারোহুঃ তুল্যতাং গন্ধং কথং ন লজ্জেত ? অপি তু লজ্জেতৈব ।  
কিছুতম্ ? ওষ্ঠাধরবিষপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতম্ । অর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্রামং বিষ-  
ফলং তবাধরপ্রতিবিম্বলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ । জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু  
ইতি পক্ষাননঃ । বিলজ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রাঞ্চঃ । তদ্বিষ ইত্যত্র  
দৃগ্বিষ ইতি কৈবল্যাখঃ । তত্র তব দৃশঃ অর্কাশ্চক্ৰাৎ অর্কতেজসা অরুণিত-  
মিতি স্বভাবারুণশ্রাদ্ধরস্ত নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

**অনুবাদ ।**—হে সুদতি ! নিরুপ্ততর্য বিক্রমলতিকা কিরুপে তোমার  
স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরকান্তির সৌম্যদৃশ লাভ করিতে পারে ? ( তাহার ফল হইলে  
পক্বাবস্থার সদৃশ হইত বটে । ল টী ) যে বিষফল (তেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিষের  
প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া অরুণিত হইয়াছে, সেই বিষফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের  
অংশমাত্রেরও সাদৃশ লাভ করিতে লজ্জিত হইবে না ? ॥ ৬২ ॥

স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্ত পিবতাং,

চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা ।

অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমগ্নরুচয়ঃ, \*

পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভূশং কাঞ্জিকথিয়া ॥ ৬৩ ॥

**লক্ষ্মীধররুচ-টীকা ।**—স্মিতজ্যোৎস্নাজালং স্মিতমীষক্সিস্তমেব  
জ্যোৎস্না তস্তাঃ জালং বিতানং তব বদনচন্দ্রস্ত বদনমেব চন্দ্রঃ তস্ত পিবতাং  
আবাদয়তাং চকোরাণাং পক্ষিবেশবাণাম্ আসীৎ অতিরসতয়া অতিমাদুর্যাৎ  
চঞ্চুজড়িমা জিহ্বাজাড্যম্ । অতঃ কারণাৎ তে চকোরাঃ শীতাংশোঃ চন্দ্রস্ত  
অমৃতলহরীম্ অমৃতস্ত সুধারাঃ লহরীম্ উৎসেকং জ্যোৎস্নামৃতমিত্যর্থঃ । আগ্নরুচয়ঃ  
আগ্নে অগ্নরসে রুচির্বাছা যেষাং তে আগ্নরুচয়ঃ পিবন্তি তদ্রুচিস্তি স্বচ্ছন্দং বধেচ্ছ  
নিশি নিশি প্রতিনিশং জ্যোৎস্নাস্থিতি শেষঃ । ভূশম্ অত্যর্থং কাঞ্জিকথিয়া  
আরনাগভ্রান্ত্য ।

অত্রোৎস্না পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব বদনচন্দ্রস্ত স্মিতজ্যোৎস্নাজালং  
পিবতাং চকোরাণাম্ অতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা আসীৎ অতস্তে আগ্নরুচয়ঃ  
শীতাংশোরমৃতলহরীম্ কাঞ্জিকথিয়া স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভূশং পিবন্তি ।

অত্র অভিযয়োক্তিরুলকারঃ, চঞ্চুজড়িমনিবন্ধনজ্যোৎস্নাপানাসম্বন্ধেপি তৎসম্বন্ধ-

\* 'স্নারুচয়ঃ' ইতি ল পাঠঃ ।



কখনাং অতিমধুরস্তম্ভগানপ্রসক্তজিহ্বাজাড্যানিবন্ধনান্নপিপাসুভিঃ বালকৈরভেদাধা-  
বগানস্ত প্রতীতে: ॥ ৬৩ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—স্মিত ইতি। তব বদনচন্দ্রস্ত স্মিত-  
জ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিমধুর্য্যতয়া জিহ্বাল্লাড্যানাদীং। অতঃ  
কারণাং তে চকোরা অন্নরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীঃ কিরণসমূহং কান্নিক-  
খিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবন্তি। অগ্নেন জিহ্বায়া জাড্যানাশো ভবতীতি ভাবঃ।  
এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদনশ্রাধিক্যম্ ॥ ৬৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! চকোরগণ তোমার এই বদন-সুখা-  
করের জ্বলন্ত হস্তরূপ মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাঁদের জিহ্বা অতি-  
মিষ্টভাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে চকোরগণ অন্নরুসে  
রুচিবুক্ত হইয়া প্রতিরজনীতে কান্নিক (কাঁজি) বোধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ  
পুনঃ শীতাংশুর অমৃতলহরী (কিরণসমূহ) পান করিয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

অবিশ্রান্তং পত্ন্যগুণগণকথাত্রেড়নজড়া, \*

জ্বাপুপ্প-† ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে। ‡

যদগ্রাসীনায়াঃ ফটিকদৃশ(য)দচ্ছচ্ছবিময়ী,

সরস্বত্যা মুক্তিঃ পরিণমতি মানিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—অবিশ্রান্তম্ অনান্ততং পত্ন্যঃ সদাশিবস্ত  
গুণগণকথাত্রেড়নজপা গুণানাং ত্রিপুরবিজয়াদীনাং গণঃ সমূহঃ তস্ত কথ্য বৃত্তান্তঃ  
তস্ত আশ্রয়েড়নং দ্বিজিরুক্তিঃ তদেব জপো যস্যো সা অনন্তমনস্কতার্থঃ। জপা-  
পুপ্পচ্ছায়া জপা রক্তপুপ্পীপুপ্পং তস্য ছায়েব ছায়া কান্তিঃ যন্তাঃ সা। তব  
জননি! হে মাতঃ! জিহ্বা রসনা জয়তি ক্ষুরতি। সা ইতি তচ্ছব্দো বস্তিস্থমাণাং  
প্রসিক্তিঃ পরামুশতি। যদগ্রাসীনায়াঃ যন্তাঃ জিহ্বায়াঃ অগ্রে আসীনায়াঃ  
নিবন্ধায়াঃ ফটিকদৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী ফটিকদৃশদঃ ফটিকোপলস্তেব অচ্ছা ছবিঃ কান্তিঃ  
তয়া প্রচুরা। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। ফটিকধবলেতার্থঃ। সরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ মুক্তিঃ  
বরূপং পরিণমতি বিকারমাপত্ততে রূপান্তরং প্রাপ্নোতীতি যাবৎ। মানিক্যবপুষা  
পদ্মরাগবপুষা।

**অত্রৈখং পদযোজনা।**—হে জননি! তব সা জিহ্বা অবিশ্রান্তং পত্ন্যঃ গুণগণ-  
কথাত্রেড়নজপা জপাপুপ্পচ্ছায়া জয়তি, যদগ্রাসীনায়াঃ সরস্বত্যাঃ ফটিকদৃশদচ্ছ-

\* 'জপা' ইতি

† 'জপাপুপ্প' ইতি

‡ 'জয়তি সা' ইতি চ ল পাঠঃ।

বিমরী মূর্তিঃ মাণিক্যবপুর্বা পরিণমতি । (জিহ্বায়াং রক্তব্রহ্মাত্মং ন ভবতি ।  
তটস্থানাং রক্তীকরণে রক্তিরঃ শক্তিরপি । অতএব জয়তীতি প্রযুক্তম্ ।)

তদুপাধিকারঃ, “তদুপাধঃ বস্তুগত্যাগাদন্তোৎকৃষ্টগুণাঙ্কতিঃ” ইতি লক্ষণাৎ ।  
দেব্যাঃ বদনাযুক্তে সর্বদা সরস্বতী স্বমূর্ত্যা বসতীত্যাগমরহস্যম্ ॥ ৬৪ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—অবিশ্রান্তম্ ইতি । হে জননি ! তব  
জিহ্বা . বিজয়তে উৎকর্ষেণ বর্ততে । কিম্বূতা ? জবা-পুষ্পকান্তিঃ । পুনঃ  
কিম্বূতা ? বামিনো গুণকথনপোনঃপুন্তেন জড়ীভূতা । আত্মাদাতিশয়েনেতি  
ভাবঃ । অস্যা অগ্রস্থিতায়াঃ সরস্বত্যা দৃশদচ্ছবিমরী দশনজ্যোতীক্ষণা মূর্তিঃ  
মাণিক্যবপুর্বা লোহিতমণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি । কিম্বূতা ?  
ফটিকসদৃশী । বধী ফটিকং জবাপুষ্পমাসাং দর্শনীরতাং প্রাপ্নোতি, তথা সরস্বতী  
জিহ্বাগ্রমাসাং রক্তাবয়বতাং বাতীতার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

**অনুবাদ।**—হে জননি ! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণনা নিবন্ধন জড়ী-  
ভূতা ও জবাকুসুমময় লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে ।  
কারণ, এই জিহ্বাগ্রে সমাসীন ফটিকমণিসদৃশ নিখলকান্তি সরস্বতীমূর্তি লোহিত-  
মাণিক্য-মণিরূপে পরিণতা হইতেছেন ॥ ৬৪ ॥

**তাহপর্য্য।**—জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হেতু ফটিকমণি বেরূপ লোহিতরূপে  
রঞ্জিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত শুভ্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা সরস্বতী-  
মূর্তিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

রণে জিহ্বা দৈত্যানপগত- \* শিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ,

নিরুত্তৈশ্চণ্ডাংশু- † ত্রিপুরহরনির্মাল্যবিমুখৈঃ ।

বি(রিঞ্চী)শাখেন্দ্রোপেষ্ট্রৈঃ শশিশকলকপূরধবলাঃ,

বিলুপ্যন্তে ‡ মাতস্তব বদনতাম্বলকণিকাঃ ॥ ৬৫ ॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—রণে যুদ্ধে জিহ্বা পরাজিতান্ কৃষা দৈত্যান্  
অপহৃতশিরস্ত্রৈঃ † কবচিভিঃ বর্মমুদৈঃ নিরুত্তৈঃ যুদ্ধান্নিরুত্তৈঃ চণ্ডাংশুত্রিপুরহর-  
নির্মাল্যবিমুখৈঃ চণ্ডাংশুঃ চণ্ডভাগঃ চণ্ডো নাম প্রমথঃ তস্য ভাগঃ স এব

\* ‘অপহৃত’ ইতি

† ‘চণ্ডাংশু’ ইতি

‡ ‘শশিশকলকপূরধবলাঃ’ বিলীয়ন্তে ইতি

§ ‘কবলাঃ’ ইতি চ ল ।

‡ অপহৃতানি নিরোবেষ্টনানি বৈভৈঃ শাসিকার্মির্ভনানন্তরং সেবকানাং রাজসংযুগে  
প্রদানবলোয়াং উকোবশিরস্ত্রাদিকং নিরুতা প্রদানঃ কর্তব্য ইতি পরিপাটি ; তাং পরিপাটি-  
মাত্রিত্যাহ—অপহৃতশিরস্ত্রৈরिति ।

ত্রিপুরহরস্য নির্মাণ্য স্বীকৃতাবশিষ্টং গন্ধতাম্বুলাদি তত্র বিমুখৈঃ । “হরনির্ম্মাণ্যং  
পরিভ্রাজ্যম্” ইত্যাদিস্মৃতয়ঃ চণ্ডাংশরূপহরনির্ম্মাণ্যনিষেধপরা ইত্যবগন্তবামিতি  
বোধয়ন্তি । বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ বিশাখঃ সেনানীঃ । যুদ্ধে তসৌব প্রামুখ্য-  
মিত্যাগ্রে গণনা । ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ উপেন্দ্রঃ বিষ্ণুঃ তৈঃ শশিবিষদকপূরশকলাঃ  
চন্দ্রবদিশদাঃ কপূরশকলাঃ ঘনসারথগাঃ যেষাং তে বিলীয়ন্তে বিলয়নং ক্রিয়ন্তে ।  
মাতঃ ! হে জননি ! তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বদননির্গতাস্তাম্বুলকবলাঃ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে মাতঃ ! রণে দৈত্যান্ জিত্বা অপহৃতশিরস্ত্রৈঃ  
কবচিভিঃ প্লবিত্তৈঃ চণ্ডাংশত্রিপুরহরনির্ম্মাণ্যবিমুখৈঃ বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশি-  
বিষদকপূরশকলাঃ তব বদনতাম্বুলকবলাঃ বিলীয়ন্তে ॥

অন্বর্থঃ—বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ দৈত্যান্ সংহত্য ভগবত্যাঃ কুমারং পুরহুতা  
পাদবন্দনার্থমাগত্য শিরস্ত্রাণ্যপহার্য্য পাদোপসংগ্রহণমকুর্ন । তদনন্তরং প্রসঙ্গা  
ভগবতীঃ স্রবৎখাদিতান্ তাম্বুলকবলান্ বিততর । তদনন্তরকপূরশকলবিলয়নপর্য্যন্তং  
খাদিতবন্তঃ ইত্যুক্ত্যা এতাদৃশোহুগ্রহঃ ভগবত্যাঃ কুমারস্বামিক্তেব । ইন্দ্রাদিশশি  
কাচিংক ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—রণে ইতি । হে মাতঃ ! তব বদন-  
তাম্বুলকণিকাঃ বিরিকীন্দ্রোপেন্দ্রৈর্কিনুপ্যন্তে । কিভুতাঃ ? শশিখণ্ডবৎ কপূরেণ  
ধবলাঃ । বিষদতরকপূরধবলা ইতি পীতাম্বরঃ । বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈরিতি চ ।  
কিভুতৈঃ ? রণে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃত্তৈঃ জয়যুক্তৈঃ । কবচিভিঃ কবচযুক্তৈঃ ।  
পুনঃ কিভুতৈঃ ? চণ্ডাংশত্রিপুরহরনির্ম্মাণ্যবিমুখৈঃ । ব্রহ্মরূপয়োরপি ঐহর্য্য-  
সদাশিবয়োনির্ম্মাণ্যবিমুখৈঃ । অপগতশিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাদনহেতুনা দূরীকৃত-  
শিরোবেষ্টনৈঃ । তব নির্ম্মাণ্যশেষেণ সর্বেষাং পূজনং ভবতীতি স্মৃতিতম্ । তদুক্তং  
যামলে,—“নৈবেদ্যং ত্রিপুরাদেব্যা বাহুস্তি বিবুধাঃ সদা । তস্মাদ্বেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ  
ব্রহ্মণে বিষ্ণুবেদশি চ ॥” ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥

**অনুবাদ** ।—হে মাতঃ ! যুদ্ধে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া প্রতিনিবৃত্ত  
বর্জাবৃত কার্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু শিরস্ত্রাণ উন্মোচন পূর্ব্বক চন্দ্রখণ্ডবৎ কপূরযোগে  
তত্র ভবদীয় মুখোৎসৃষ্ট তাম্বুলকণা-প্রসাদ উদয়স্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা পরমারাধ্য  
স্বর্ঘ্য ও সদাশিবের নির্ম্মাণ্য স্পর্শও করেন না ।

(‘স্বর্ঘ্য ও সদাশিবের’ এই অর্থ লক্ষ্মীধরকৃত পাঠের অস্বরূপ নহে,—তাঁহার  
মতে অর্থ—‘চণ্ডেশ্বরের ভাগ বে শিব-নির্ম্মাণ্য, তাহাতে বিমুখ,’—( কার্তিকেয়,  
ইন্দ্র ও বিষ্ণু ) চর্কিত তাম্বুলের কপূরখণ্ড— আবাদন করেন ) ॥ ৬৫ ॥

বিপক্ষ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানঃ \* পশুপতে-

স্বয়ারকে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ । †

তদীয়েঋধূর্যৈরপলপিততন্ত্রীকলরবাং,

নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬ ॥

**অসম্পূর্ণ-টীকা ।**—বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী গানং কুবর্তী বিবিধম্ অনেকপ্রকারং ত্রিপুরবিজয়-দক্ষবাগধ্বংস-হালাহলধারণজলধ্বংস-গঙ্গাসুরবধাদিকম্ অপদানং বক্তুং কৰ্ম্ম পশুপতেঃ ঈশ্বরস্ত স্বয়া ভবত্যা আরকে উপক্রান্তে সতি বক্তুং নিগদিতুং চলিতশিরসা অন্তঃসন্তোষবশাং স্বয়ং শিরঃকম্পবত্যা সাধুবচনে মধুর-বচনে তদীয়েঃ তস্ত বচনস্ত সম্বন্ধিভিঃ মাধুর্য্যৈঃ মাধুর্য্যশৃণৈঃ অপলপিততন্ত্রীকলরবাং অপলপিতাঃ অপহসিতাঃ স্বকীয়তন্ত্রীকলরবাঃ যন্তাঃ সা তাং নিজাং স্বকীয়াং বীণাং বিপক্ষীং বাণী ভারতী নিচুলয়তি নিচুলবতীং কৰোতি । নিচুলঃ কূর্পাসঃ । চোলেন চোলঃ কূর্পাসবিশেষঃ বীণাকূর্পাসঃ । চোলেন নিচুলবতীং কৰোতীতি সামান্ত-বিশেষভাবেন ন পৌনরুক্ত্যম্ । কেচিৎ ভোজয়তাবলম্বিন আহুঃ—চুলিখাতুঃ তিরো-ধানবাচক ইতি । নিতরাং চুলয়তি আচ্ছাদয়তীত্যর্থঃ । নিভৃতং গূঢ়ং বধা ভবতি তথা ।

অত্রেথং পদযোজনা—হে ভগবতি ! পশুপতেঃ বিবিধম্ অপদানং বিপক্ষ্যা গায়ন্তী স্বয়া বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনে আরকে তদীয়েঃ মাধুর্য্যৈঃ অপলপিততন্ত্রী-কলরবাং নিজাং বীণাং বাণী চোলেন নিভৃতং নিচুলয়তি ।

অত্রোতিশয়োক্তিবিলাসঃ, বীণায়াঃ নিচোলনাসম্বন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাং, যঃ পরাজিতো বৈশিকঃ স্ববীণাং চোলেন নিচুলয়তি তেন সহাভেদাধ্যবসায়প্রতীতেঃ ॥ ৬৬ ॥

**অসম্পূর্ণ-টীকা ।**—বিপক্ষ্যোত্যাতি । হে মুখবদনে ! পশু-পতেঃ শিবস্ত বিবিধমবদানং নানাবিধং কৰ্ম্ম বিপক্ষ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হৰ্ষাচ্চলিত-শিরসা স্বয়া সাধুবচনৈঃ বক্তুং আরকে সতি অৰ্থাৎ পশুপতেঃ কৰ্ম্মণি স্বয়া প্রশংসা বচনৈঃ সতি কথয়িতুমারকে নিজাং বীণাং নিভৃতং বধা স্তান্তথা চোলেন বাসসা নিচু-লয়তি আচ্ছাদয়তি । বীণাং কিম্বৃত্যম্ ? তদীয়েঋধূর্য্যৈঃ অপলপিতঃ তন্ত্রীকলরবাঃ যন্তাঃ তাং তথা । বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রব্যা বীণাং সংবৃণোতীতি বাক্যার্থঃ । তদীয়েঋধূর্য্যৈরিতি পঞ্চাননঃ ॥ ৬৬ ॥

**অম্লবাদ্**।—জননি ! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণা দ্বারা ভগবান্ পশুপতির মহিমারানি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তুমি মন্তকসঞ্চালন পূর্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়া ভারতী ( লক্ষ্মীবশতঃ ) বসন দ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন ।

[ বীণাকে বীণার আবরণবস্ত্রাভ্যন্তরে স্থাপন করেন, ইহা লক্ষ্মীধর চীকার মর্মে, অত্যাংশ সমান ] ॥ ৬৬ ॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া,

গিরীশেনোদন্তং মুছরধরপানাকুলতয়া ।

করগ্রাহং শস্তোশ্মুখমুকুরবন্তং গিরিস্থতে,

কথংকারং ক্রমস্তব চিবুক- \* মৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা**।—করাগ্রেণ অগ্রকরেণ স্পৃষ্টং সংস্পৃষ্টং তুহিন-  
গিরিণা হিমাদ্রিণা জনকেন বৎসলতয়া বাৎসল্যেন পিতৃাদীনাম্ পুত্রাদিষু স্নেহিতিঃ  
বাৎসল্যশব্দেনোচ্যতে । যথোক্তং সৰ্ব্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ—পুত্রাদৌ বাৎসল্যং, পিতৃাদৌ  
প্রেম, শিষ্যাদাবহুগ্রহঃ, অগ্রজাদৌ ভক্তিঃ ইতি । অত্র আদিশব্দেন গোণপুত্র-  
গোণপত্নীগোণশিষ্যাগোণাগ্রজাঃ গৃহ্যন্তে ইতি । গোণপুত্রঃ পুত্রত্বেন কল্পিতসম্বন্ধঃ ।  
ন তু ক্রীতাদিঃ, তস্ত পুত্রত্বাৎ । গোণপত্নী ভূজিষ্যা । গোণশিষ্যাঃ শিষ্যত্বেন  
কল্পিতসম্বন্ধ এব ন তু স্বীকৃতমন্ত্রগ্রহণমাত্রঃ । গোণাগ্রজঃ কল্পিতসম্বন্ধঃ ন তু  
ক্ষেত্রজাদিঃ । গিরীশেন শব্দুনা উদন্তম্ উন্নমিতং মুছরত্যাৰ্থম্ অধরপানাকুলতয়া  
অধরপানবাগ্রতয়া অভিপ্রেমণা ইত্যর্থঃ । করগ্রাহং করেণ গ্রহীতুং যোগ্যং মুখা-  
কুলোকনচূষনবাগ্রতয়া শস্তোঃ মুখমুকুরবন্তং মুখমেব মুকুরো দৰ্পণঃ তস্ত বস্ত্রং  
তদাধারদণ্ডঃ তং, গিরিস্থতে ! হিমাদ্রিতনয়ে ! কথংকারং কথংকৃৎ ক্রমঃ  
বর্ণনাম্ । “বিভাষা কথমি লিঙ্ চ” ইতি লিঙ্ৰ্থে সংপ্রধারণায় লট্ । তব ভবত্যাঃ  
চূচুম্ অধরাধঃকৰ্ণিকাম্ ঔপম্যরহিতম্ উপম্যরহিতম্ । উপম্যরহিত্যং তু কমল-  
কৰ্ণিকাদৰ্পণবৃত্তোদয়াদ্রিশিখরশিলাদীনাম্ শস্তোঃ করগ্রাহক-হিমগিরিকল্পোপলান-  
জনিতমৌভাগ্যাতিশয়াভাবেন ভগবতীচূচুম্ তুলনা নাস্তীতি ।

**অত্রৈখং পদবোজনা**—হে হিমগিরিস্থতে ! তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ

স্পষ্টং গিরীশেন অধরপানাকুলতয়া মুহুরদন্তঃ শব্দোঃ করগ্রাহ্যম্ উপম্যরহিতং তব মুখমুকুরবৃত্তং চূচকং কথং কারং ক্রম ইতি ।

অত্রানুশ্রাব্যলকারঃ ধ্বন্ততে, সর্বোপমানিবেধেন স্বস্ত স্বয়মেব সদৃশমিত্যানুশ্রাব্য-  
লকারপ্রতীতে: ॥ ৬৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—করাগ্রেণেতি । হে হিমগিরিসুতে !  
উপমানশূন্যং তব চিবুকং কথং কারং ক্রমঃ কিং কৃৎষা বর্ণ্যামঃ । কিমুতম্ ? শব্দোঃ  
করগ্রাহ্যং মুখদর্পণস্ত বৃত্তমিব । অতিনির্মলতয়া তব মুখস্ত দর্পণং তদ্বৎমিব ।  
পুনঃ কীদৃশম্ ? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পষ্টম্ । পুনঃ কিমুতম্ ?  
অধরপানসম্মেঘ শব্দুনা মুহুর্যং বারম্ উদন্তম্ উত্তোলিতম্ । এবমুত্তে জগদধি-  
কাঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তে: শঙ্করস্ত কুতো দোষঃ ॥ ৬৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে গিরিরাজকণ্ঠে ! এই জগতে ( এমন কোন বস্তু নাই যে,  
তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে । ) যেহেতু এই চিবুক  
শঙ্কর করগ্রাহ্য ও তোমার নির্মল মুখরূপ মুকুরের বৃত্তস্বরূপ । গিরিরাজ স্নেহপ্রযুক্ত  
করাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন । ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়া  
পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন । ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি  
কিভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব ? ৬৭ ॥

ভূজাল্লোষান্নিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী,

তব গ্রীবা ধন্তে মুখকমলনালগ্নিয়মিয়ম্ ।

স্বতঃস্বেতা কালাগুরুবহু(হু)লজম্বালমলিনা,

মৃণালীনাং নিত্যং \* বহতি যদহো † হারলতিকা ॥ ৬৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—ভূজাল্লোষাং ভূজাভ্যামালিনানাং নিত্যং সততঃ  
পুরদময়িতুঃ পুরাস্কৃতস্ত কণ্টকবতী সরোজাঙ্কা তব গ্রীবা কণ্ঠনালঃ ধন্তে দধতি  
মুখকমলনালগ্নিয়ং মুখমেব কমলং তস্ত নালগ্নিয়ং দণ্ডসৌভাগ্যম্ ইয়ং গ্রীবা । স্বতঃ  
স্বেতা স্বভাবতঃ স্বচ্ছা কালাগুরুবহুলজম্বালমলিনা কালো নীলবর্ণঃ অগুরু লঘুকণ্ঠঃ  
কৃষ্ণাগুরুমিত্যর্থঃ তস্ত বহুলঃ সমৃদ্ধঃ জম্বালঃ পঙ্কঃ তেন মলিনা নীলা, মৃণালী-  
নালিত্যং বিসলতাসৌভাগ্যং বহতি প্রাপ্নোতি যৎ যন্মাং কারণাৎ অথঃ অথঃপ্রদেশে  
হারলতিকা মুক্তাবলিঃ ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তবৈয়ং গ্রীবা পুরদমরিতুঃ ভূজান্নেবাং  
নিত্যং কণ্টকবতী মুখকমলনালশ্রিয়ং ধত্তে, যৎ অধঃ স্বতঃখেতা কালাগুরুবহল-  
জহালমলিনা হারলতিকা মুণালীলালিত্যং বহতি ।

পূর্বার্কে নিদর্শনালঙ্কারঃ, মুখকমলনালশ্রিয়মিত্যত্র ত্রীসদৃশী ত্রীমিতি প্রতি-  
বিধাক্ষেপাৎ । রূপকমপ্যলঙ্কারঃ, মুখকমলমিত্যত্র মুখে কমলরূপাণ্যৎ । অনয়ো-  
রঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ । উভয়ার্কেহপি নিদর্শনালঙ্কারঃ, মুণালীলালিত্যমিত্যত্র  
লালিত্যসদৃশলালিত্যমিতি প্রতিবিধাক্ষেপাৎ । উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥৬৬॥

**অনুতানন্দকৃত-টীকা।**—ভূজা ইতি । তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ড-  
শোভাং ধত্তে । শস্তোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা  
অত্রোহপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি । অহো আশ্চর্য্যং যদ্ব্যস্মাং হারলতিকা  
মুণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি । কিম্বূতা ? স্বতঃখেতা স্বভাবন্তুলা । কালাগুরুবহল-  
জহালমলিনা কস্তুর্য্যাগুরুনিবিড়গন্ধেন মলিনা । অত্রাপি মুণালী স্বভাবন্তুলা  
পঙ্কাদিমলিনা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার গ্রীবা তোমার মুখপদ্মের মুণালবৎ  
শোভা ধারণ করিয়াছে । মুণালে কণ্টক আছে, তোমার এই গ্রীবারূপ মুণালও  
ত্রিপুরারি মহেশ্বরের ভূজালিঙ্গনে পুলকিত হইয়া নিরন্তর কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত)  
হইতেছে । মুণাল স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও পক্ষ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত  
হয় ; তজ্জপ তোমার এই হারলতারূপ মুণাল স্বভাবতঃ স্বেত হইলেও কস্তুরী,  
অশুক প্রভৃতিরূপ পক্ষ দ্বারা মলিন হইয়া মুণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে,  
ইহা আশ্চর্য্য ঘটনা ॥ ৬৮ ॥

গলে রেখান্ত্রিশ্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,

বিবাদ- \* ব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ ।

বিরাজন্তে নানাবিধমধুরঙ্গাগাকরভূবাং,

ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গলে কণ্ঠপ্রদেশে রেখাঃ ভাগ্যরেখাঃ বলী-  
রূপাঃ তিস্রঃ ।

ললাটে চ গলে চৈব মধ্যে চাপি বলিজয়ম্ ।

ত্ৰীপুংসম্মোরিদং জ্ঞেয়ং মহাসৌভাগ্যসূচকম্ ॥

ইতি সামুদ্রিকম্ । ‘গতিগমকগীতৈকনিপুণে !’—গতিঃ সঙ্গীতগতিঃ সঙ্গীতস্ত  
যে গতী মার্গী দেবী চেতি । গমকঃ স্বরস্ত কল্পঃ—

স্বরস্ত গমকো কল্পঃ স চ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ । ইতি ভয়তে । তে চ পঞ্চপ্রকারা-  
স্তত্রৈব জ্ঞাতব্যাঃ । . গীতং ধাতুমাঙ্গাঙ্কং দ্বিবিধম্—

“বান্ধাতুরূঢ়াতে গেষং ধাতুরিত্যভিধীয়তে” ইতি । তত্র একা মুখ্যা চালৌ নিপুণা  
চ তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । ‘বিবাহব্যানন্ধপ্রপুণপুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ’—বিবাহে উভাহসময়ে  
ব্যানন্ধাঃ বিশেষণ মঙ্গলস্বত্রবন্ধনানন্তরং তৎসমীপে আ সমস্তাং কৰ্ত্তং কৃৎস্নমাবৃত্তা  
নন্ধাঃ বন্ধাঃ প্রপুণপুণাঃ বহুতদ্বনির্নিতস্বজাশি । তানি ত্রীণ্যেব, যথোক্তং গুল্লকারৈঃ—  
“মাদ্গল্যাত্তনাহনেন বন্ধা মঙ্গলস্বত্রকম্ ।

ব্রাহ্মহস্তে সরং বন্ধা কৰ্ত্তে চ ত্রিসরং তথা ॥” ইতি ।

ইদং চানুষ্ঠানং দেশতো ব্যবস্থাপিতম্ । অতএব কচিদেশে মঙ্গলস্বত্রবন্ধনং  
কচিদেশে সরত্রয়বন্ধনং চ কচিৎসরমপি নাস্তীতি । অস্ত মতং সৰ্ব্বত্রাস্তীতি । যদা—  
গ্রন্থকৃতো দেশে এতদুভয়ানুষ্ঠানং বিস্তৃত এবেতি জ্ঞেয়ম্ । প্রপুণপুণানং সংখ্যা ত্রিষং  
তস্তা প্রতিভুবঃ । যথা প্রতিভুবঃ উত্তমর্ণস্ত্র অধমর্ণ জ্ঞাপয়তি এবং সংখ্যাং জ্ঞাপয়তীতি  
প্রতিভুব ইত্যুক্তম্ । সংখ্যাজ্ঞাপকাঃ অস্বদাশ্রয়কৰ্ত্তে শব্দুনা পূৰ্ব্বং ভগবতীবিবাহ-  
সময়ে সরত্রয়মস্মিন্ স্থলে বন্ধমিতি দ্রষ্টৃণাং জ্ঞাপয়তি বলিত্রয়মিতি ভাবঃ । বিরাজন্তে  
অতিতরং প্রকাশণ্ডে । ‘নানাবিধমধুরাগাকরভুবাম্’—নানাবিধাঃ অনেকপ্রকারাঃ  
মধুরাঃ মনোরমাঃ রাগাঃ তেন্নামাকরভুবঃ শনিহানানি আশ্রয়ভূতাঃ তেষাম্ ।

অয়মর্থঃ—গীতয়ঃ পঞ্চ, তদ্বাং গ্রামরাগাঃ ত্রিংশৎ, উপরাগাঃ অষ্টৌ, রাগান্তা  
বিশতিঃ, জনকরাগাঃ পঞ্চদশ, ভাবারাগাঃ বহুবতিঃ, বিভাবারাগাঃ বিশতিঃ,  
আন্তরভাষাশ্চ ত্রয়ঃ ইত্যাদিকং রাগাধ্যায়প্রতিপাত্তমত্রাবগন্তব্যম্ । তে চ রাগাঃ  
প্রসিদ্ধাঃ, মধ্যমাবতীমালবীত্রীভৈরবীবঙ্গালীবসস্তাষত্ৰাসীদেশাদিকং রাগাজম্ ।  
বেলাবতীশুদ্ধবঙ্গালীপূরোগবরালীনাট্যাদিকং ভাবাজম্ । রাসক্রিয়াদিকং ক্রিয়াজম্ ।  
প্রবোধী \* স্বর্জরীবরালীমলহরীপ্রমুখম্ উপজঃ চ রাগশব্দেন \* সংগৃহীতবী ইত্যুক্তং  
নানাবিধমধুরাগাকরভুবাম্ ইতি । ‘ত্রয়াণাং গ্রামাণাম্’—গ্রামশব্দঃ সমূহবাচকঃ সৰ্ব্বৈ  
স্বরাঃ ত্রেধা সংহতাঃ ষড়্জগ্রামো মধ্যমগ্রামো গান্ধারগ্রাম ইতি ত্রেধা স্বরসংহতিঃ ।  
তত্র ভুলোকে গ্রামষরশ্চৈব প্রসরঃ । সপ্তস্বরগামারোহাবরোহক্রমেণ সূচনাশ্রয়ম্ ।  
তচ্চ মন্ত্রমধ্যভারাত্মনা ত্রেধা ভবতি । গান্ধারগ্রামস্ত শিরঃহানদ্ব্যঙ্গপ্রাদিক্রমেণো-  
পক্রমাসম্ভবাং গান্ধারগ্রামো দেবলোকে প্রসৃতঃ । যথোক্তং শাঙ্গদেবেন—

\* জাবিকী ।

১ম—৫৪



গ্রামঃ স্বরসমূহঃ শ্রাব্যুর্ছনাদেঃ সমাপ্রয়ঃ ।

তো দ্বৌ ধরাতলে স্রাতাং ষড়্জগ্রামস্তথাহদিমঃ ॥

দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্তত্তরোল্লঙ্ঘনমুচ্যতে ।

ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্ ॥ •

মূর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রামদ্বয়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥ ইতি ।

এতাঃ মূর্ছনাঃ শুদ্ধতানাঃ ইত্যুচ্যন্তে । অতশ্চ ভগবত্যাঃ কণ্ঠবলিস্ববর্ণনায়াং গ্রামত্রয়কথনং দেবলোকব্যবহারাদ্ যুজ্যত ইত্যমুসন্ধেয়ম্ । তেষাং গ্রামাণাং 'স্থিতি-নিয়মসীমানঃ'—স্থিতে: অবস্থানস্ত নিয়মার্থং পরস্পরং গ্রামাণাং সন্ধরো মা ভূদিত্তি তেষামন্তে রচিতাঃ সীমানঃ সেতব ইব তে তব ।

অত্রৈখং পদযোজন্য—হে ভগবতি ! গতিগমকগীতৈকনিপুণে ! তে গুলে তিস্রো রেখাঃ বিবাহব্যানঙ্কপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ নানাবিধমধুররাগাকরভূবাং ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব বিরাজন্তে । •

পূর্বার্কে অমুমানালঙ্কারঃ, রেখাগতত্রিংশত মঙ্গলসরত্রিংশদমুপকভাৎ । অমু-মানস্ত বিচ্ছিত্ত্যাক্তকতং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাংদেব । তবৈলক্ষণ্যং চ পরম্বর্ণতা-মাত্রাং ব্যাপ্ত্যভাব এব, উভয়সঙাবে লৌকিকমেব স্রাদিত্তি রহস্তম্ । বিচ্ছিত্তির-লৌকিকী শোভা । উত্তরার্কে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ভগবত্যাঃ কণ্ঠমধ্যবস্তিস্বরগ্রামত্রি-তয়হেতুচিহ্নতয়া বলিত্রয়স্ত সম্ভাবনাং ॥ ৬৯ ॥

**সঙ্গীত-টীকার মর্ম্মানুবাদ** ।—হে গতিগমকগীতৈকনিপুণে, (গতি—সঙ্গীতের মার্গী ও দেশী ছই অবস্থা, গমক—স্বরকম্প, গীত—রাগাদি, এতদ্বিষয়ে, আগনি নিপুণা ) ভগবতি, আপনার গলদেশস্থিত সৌভাগ্যস্থচক রেখা-ত্রয়, বিবাহকালে কণ্ঠদেশে আবদ্ধ ত্রিগুণিত সৌভাগ্যস্থত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া গান্ধারগ্রাম, ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম—এই গ্রামত্রয়ের যেন নানাবিধ মধুর রাগের আকরস্থান-সীমানির্দেশ করতই বিরাজিত্ত রহিয়াছে ॥ ৬৯ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—গলে ইতি । হে গতিগমকযুক্তগান-কুশলে ! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজন্তে । কথন্তুতাঃ ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তায়ধোরমস্ত্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব । তাবৎ স্বমত্ৰ তিষ্ঠ স্বমত্ৰ তিষ্ঠেতি যন্নিয়মনং তন্ত সীমান ইব । কিম্ভূতানাম্ ? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাং আকরভূবাং জন্মস্থানানাম্ । রেখাঃ কিম্ভূতাঃ ? বিবাদায় ব্যানঙ্কঃ সন্থঃ বঃ প্রগুণগণঃ তন্ত সংখ্যাসূচিকাঃ । দেব্যাঃ কণ্ঠকলেভ্যাঃ অস্ত্রেবাং পিকাঙ্গীনাং কণ্ঠকলাঃ তুচ্ছ ইতি ভাবঃ । বিবাহব্যানঙ্কত্রিগুণগণসংখ্যোতি কৈবল্যাশ্বঃ । তত্রায়মর্থঃ ।

—বিবাহকালে মাত্রা বন্ধঃ বস্ত্রিগুণীকৃতং সৌভাগ্যসূত্রং তস্ত হচিকাঃ । স্বৎপরা  
স্বামিনঃ স্তম্ভগা নাতীত্যকত্রঃ যতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধাঙ্গরূপাসি ॥ ৬৯ ॥

**অনুবাদ ।**—দেবি ! তুমি গতি ও গমকবৃত্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা ।  
তোমার গলদেশে যেন তিনটি রেখা ( ত্রিবাচিকা ) বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে  
অহমিত হয় যে, মধুররবকারী কোকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠস্বরের  
সহিত বিবাদে সঙ্গদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর অপেক্ষা  
তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্রয় যেন তাহারই  
সম্যাসূচক । এই তিনটি রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ মধুর-  
রাগের আকর যে তার, বোর ও মল্লনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের নীমাই  
যেন নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মৃগালীমুদ্রীনাং তব ভুজলতানাং চতুষ্কাং,  
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যঃ সরসিজভবঃ স্তোতি বদনৈঃ ।

নখেভ্যঃ সস্তম্ভশ্চ প্রথমদলনা- \* দক্ষকরিপো-

শচতুর্গাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্গণধিয়া ॥ ৭০ ॥

**সঙ্গীতব্রহ্মকৃত-টীকা ।**—মৃগালী বিসলতা তদং মূদ্রীনাং মৃদুনাং  
“বোতো গুণবচনাং” ইতি ভীপ্ । তব ভবত্যাঃ ভুজলতানাং চতুষ্কাং চতুর্ভিঃ  
সৌন্দর্য্যং সৌভাগ্যং সরসিজভবো ব্রহ্মা স্তোতি প্রস্তোতি বদনৈঃ বক্রেঃ । নখেভ্যঃ  
করজেভ্যঃ সকাশাং সংক্রান্তং বিভাৎ “তীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ” ইত্যাপাদানে পঞ্চমী ।  
প্রথমমথনাং পূর্ব বস্তুতবতঃ । কর্তরি লুট্ ; বদাহ বৃত্তিকারঃ—“বোতো গুণ-  
বচনাং” ইত্যত্র “গুণযুক্তবান্ গুণবচনঃ” ইতি । †

ব্রহ্মণঃ পঞ্চমশিরো নখাগ্রোচ্ছিনদ্ধরঃ । ইতি পুরাণম্ । তন্নাং প্রথমমথনাং  
অক্ষকরিপোঃ সদাশিবস্ত চতুর্গাং শীর্ষাণাং শিরসাং সমং সন্ধুদেব অভয়হস্তার্গণধিয়া  
অভয়হস্তান্ গ্রহীতুকাম ইত্যর্থঃ ।

\* ‘মথনা’ ইতি ল পাঠঃ ।

† অত্র পাঠপ্রমাদে দৃষ্টতে, প্রথমমথনাদিত্যন্তানবরাপত্তেঃ । তন্নাং প্রথমমথনাদিত্যত্র  
ভাবে লুট্ । পঞ্চমী হেতৌ । প্রথমমথনাদ্ব্যেত্যোঃ অক্ষকরিপোঃ করজেভ্যঃ সংক্রান্তিত্যর্থঃ ।  
যদি বা প্রথমমথনাদিত্যত্র কর্তরি লুট্ ইত্যাদি পাঠস্ত তুচ্ছী বীক্রিয়েত, তদা করজেভ্য ইত্যত্র  
উৎপ্রেক্ষা ইতোব্য ল্যবলোপে পঞ্চমী, অক্ষকরিপোরিতি পঞ্চম্যন্তঃ, পঞ্চমী চাপাদানে ইতি  
তীত্রার্থানাং ভয়হেতুরিতিসূত্রাৎ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ । অত্র কস্মৈ, সকাশাদিভি বিহার  
ল্যবলোপে পঞ্চমী ইতি যোজ্যম্, অপি চ সদাশিবস্ত ইত্যত্র সদাশিবাদিতি পাঠো জ্ঞেয়ঃ । পঞ্চ-  
যোজনান্নাং ‘করজেভ্যঃ প্রথমমথনাবক্ষকরিপোঃ সস্তম্ভশ্চিতি’ চ নিবেশ্য ইতি সম্পাদকঃ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে ভগবতি ! তব মৃণালীমূহীনাং চতুঃপাং ভুজলতানাং সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ চতুর্ভিবদনৈঃ প্রথমমধনাং অন্ধকরিণোঃ নথৈভ্যঃ সংজ্ঞন্তু সমং চতুর্থাং শীর্ষাণাং অভয়হস্তার্ণবধিরা ত্তোতি ।

কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ, ব্রহ্মৈকনিয়তস্তোত্রস্ত্র নথৈভ্যঃ সংজ্ঞন্তু ইত্যাদিনা সমর্থনাং বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমিতি ধ্যেয়ম্ । ভুজলতাবর্ণনে ব্রহ্মণ এবাধিকারো নাশ্চেষামিতি কাব্যলিঙ্গেন ধ্বজতে বহ্বিতি অলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ ॥ ৭০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—মৃণালী ইতি । তব মৃণালীমূহীনাং চতুঃপাং ভুজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভিস্মুখৈঃ ত্তোতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ং বিবৃণোতি । সর্কাক্ষেয়ু সংস্কৃ কথং হস্তসৌন্দর্য্যং ত্তোতীত্যাহ নথৈভ্য ইত্যাদি । অন্ধকরিণোঃ নথৈভ্যঃ প্রথমমদলনাং পূর্কশিরশ্ছেদাং সন্ত্রস্তন্ সন্ চতুর্গাং শীর্ষাণাং সমম্ এককালেন অভয়হস্তদানবুদ্ধ্যা ত্তোতীত্যর্থঃ । পূর্কং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্তৃং দৃষ্ট্ । অহমিবাশ্রোহন্তীতি ক্রোধাং শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ । অতস্ত্রাসাদবশিষ্টানি শিবনথৈভ্যস্তাত্ত্বং হস্তসৌন্দর্য্যং ত্তোতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! পূর্ককালে অন্ধকরিপু মহাদেব নথ ষায়া ব্রহ্মার একটি মস্তক-ছেদন করিয়াছিলেন । এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্টয় পুনর্কীর ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পদ্মযোনি চতুঃস্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার চারি মস্তকে এক সময়ে তোমার চারি হস্ত ষায়া অভয় পাইবার প্রার্থনায় মৃণালীর শ্রায় মূহল তোমার ভুজলতচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্য চারি বদনে বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৭০ ॥

নখানামুত্থোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং,  
করাণান্তে কাস্তিং কথয় কথ্যামঃ কথমমী \* ।

কয়াচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং,

যদি ক্রীড়ন্তীচরণতললাকারুণদলম্ † ॥ ৭১ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা।**—নখানাং নথরাণাম্ উত্তোতৈঃ প্রতাপটলৈঃ নবনলিনরাগং প্রাতর্বিকসিতাভ্রজকাস্তিং বিহসতাম্ অগলপতাং করাণাং হস্তানাং ত্তে তব কাস্তিং শোভাং কথয় বদ কথ্যামঃ কাব্যপ্রবক্তং রচয়ামঃ কথং কেন প্রকারেণ উমে ! পার্কতি ! কয়াচিহা বিধয়া । বেত্যসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ । কেনাপি প্রকারেণ সাম্যভজনং নাস্তীত্যর্থঃ । সাম্যং সাদৃশ্যং ভজতু বীকরোতু কলয়া লেশেনাপি হস্ত বাক্যালঙ্কারে—

হস্ত হর্ষেহুৎকম্পায়াং বাক্যারম্ভবিবাদরোঃ ।

ইত্যমরঃ । কমলং পদ্মং । যদি সংশয়ে । তথাহিপি সন্দেহ ইত্যর্থঃ । ক্রীড়-  
লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং—ক্রীড়ন্ত্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ পদ্মালয়াঃ চরণতলরোঃ লাক্ষারসেন  
চণং নিস্তং যুক্তম্ । “ভেনবিস্তচক্ষুচণপো” ইতি চণপ্ ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে উমে ! নথানামুন্তোভৈঃ নবনলিনরাগং বিহসতাং তে  
করাণাং কাস্তিং কথং কথ্যামঃ কথং, কমলং কলয়াহিপি সাম্যং কয়াচিবা ভজতু । হস্ত  
কমলং ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং যদি তদা হি সাম্যং ভজতু । বিধয়েতি কুত্রাপি  
পাঠিঃ । তদা হস্ত কমলং কয়াচিবা বিধয়া সাম্যং ভজতু প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ । \* তামেব  
বিধামাহ—যদি ক্রীড়লক্ষ্মীচরণতললাকারসচণং তদা নান্তথৈত্যোক-বাক্যাতরা অর্থঃ ॥

ঐজ্যতিশরোত্তিরঙ্গলকারঃ, যত্ত্বর্থোক্ত্যাহতিশয়করনানং । পূর্বাঙ্কে তদুৎপালকারঃ,  
নথকাস্তিভিরতিরঙ্গলকাং করাণাম্ । নবনলিনরাগং বিহসতামিত্যত্র উপমাংলকারঃ ।  
উভরোরহুস্বষ্টিঃ, অগৃহকস্থিত্যঃ প্রয়োজকস্থাৎ । উভরোঃ সংস্বষ্টিঃ ॥ ৭১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—নথানামিতি । অমী বয়ং তব করাণাং  
কাস্তিং কথং কথ্যামঃ ঐশ্বর্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণ্যামঃ তং কথং । কিন্তুতানাম্ ?  
নথদীধিতিভিঃ সত্ত্বক্ষুটপদ্মরাগং বিহসতাম্ । হস্ত হর্ষে, অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা  
লক্ষ্ম্যাচরণতললাকার্য অরুণদলং ভবতি, তদা কয়াচিদ্বা কলয়া লোহিতাংশেন  
সাম্যং ভজতি ন তু সর্বতোভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

**অনুবাদ** ।—মাতঃ ! তোমার যে হস্ত নখময়ুধ দ্বারা সত্ত্বঃপ্রক্ষুটিত পদ্ম-  
রাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে  
সমর্থ হইব ? কারণ, এই ভগতে কোন স্থানেই তাহার উপমা প্রাপ্ত হওয়া  
যাইতে পারে না । পরন্তু যদি কোন সময় পদ্মোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণ-  
তলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথকিং ঐ  
হস্তকাস্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে ॥ ৭১ ॥

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনমুগং,

তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রাক্ষতমুখম্ । \*

যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ,

স্বকুন্তো হেরম্বঃ পরিমুখতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥

**লক্ষ্মীচরণকৃত-টীকা** ।—সমং তুল্যকালং দেবি ! ভগবতি ! কন্দ-

ষিপবদনপীতং স্কন্ধঃ কুমারঃ ষিপবদনো বিনায়কঃ ভাভ্যাং পীতং স্তনযুগং কুচবন্ধং  
তব ভবত্যাঃ ইদং নঃ অন্ব্যাকং খেদং ক্লেশং হরতু অপহৃতু সততং প্রমুতমুখং  
কীরত্মাবিমুখম্। যৎ কুচবন্ধম্ আলোক্য বিলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ আশঙ্করা  
মদীরৌ কুন্তৌ অপহৃতবতীত্যাশঙ্করা আকুলিতম্ অবস্কন্ধিতং ব্যগ্রতন্নমিতার্থঃ।  
তাদৃশং হৃদয়ং মনো যন্ত হাসজনকঃ মাতাপিত্রোঃ কুমারস্ত চ। অসৌ বাগিশ  
ইতি প্রেরা হসিতবন্ত ইত্যর্থঃ। যন্ত কুন্তৌ কুন্তুহলে হেরষঃ বিনায়কঃ পরিমুশতি  
বিম্বতে ন বেতি হস্তেন নির্মাষ্টীত্যর্থঃ। ঝটিতি শীঘ্রম্।

অত্বেখং পদযোজন—হে দেবি! তব সমং স্কন্ধষিপবদনপীতম্ ইদং স্তনযুগং  
প্রমুতমুখং নঃ খেদং সততং হরতু যৎ আলোক্য আশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ হেরষঃ হাস-  
জনকঃ হস্তেন ঝটিতি স্বকুন্তৌ পরিমুশতি।

যন্তাঃ পুত্রৌ জগৎপূজ্যপাদৌ বিনায়ককুমারস্বামিনাবিতি দেব্যাঃ সর্ক্সাতিশায়ি  
মাহাত্ম্যম্ ইতি প্রতীয়তে। দেব্যাঃ কুচকুন্তসাম্যং যদ্বি স্ত্রাত্তদা বিনায়ককুন্তুরোরিব  
তৌল্যমিত্যতিশয়োক্তিরপি প্রতীয়তে। বিনায়কঃ হস্তেন পরিমুশতীত্যানেন  
বিনায়ককুন্তুরোক্তলৌ দেবীকুচাবেবেতি উপমেয়োপমাঃপি ধ্বজতে। বঙ্কলকার-  
ধ্বনীনাম্ একব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭২ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—সমমিতি। হে দেবি! ইদং তব  
স্তনযুগং নোহন্ব্যাকং খেদং দৈন্ত্যং হরতু। কিম্বৃতম্? সমম্ অস্ত্রোত্তসদৃশম্।  
পুনঃ কিম্বৃতম্? স্কন্ধষিপবদনাভ্যাং পীতং নাট্টরিতি ভাবঃ, অবিরতং ক্ষরমুখং  
জগদ্নাতৃহ্মাং সর্ক্সেবাং ভরণায়ৈতি ভাবঃ। হেরষো গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য  
মমেদং কুন্তযুগং কুত্র গতমিত্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীঘ্রং হস্তেন স্বকুন্তৌ  
পরিমুশতি অধেষণং কৰোতি। কিম্বৃতঃ? মুখবৈরূপ্যাং স্বভাবতো হাসজনকঃ।  
এতেন কৰ্ম্মণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ। এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনরোগজকুন্তবৎ কঠিনতা  
সমোষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃত্য ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ।—জননি! তোমার স্তনযুগল হইতে সর্ক্সদাই স্তম্ভ কল্পিত  
হইতেছে এবং পূর্বে যড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন; সুতরাং পরস্পর  
সমান তোমার ঈদৃশ স্তনযুগল হইতে আমাদের খেদ (সংসার-পিপাসা) বিদূরিত  
হউক। ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনযুগল সর্ক্সন করত তাঁহার  
নিজ কুন্তযুগল এই স্থানে গিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয়  
মস্তক হস্তাবলম্বণ পূর্বক কুন্তযুগল অঙ্গসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া  
শঙ্কর কার্য্য বর্শন করিয়া সুমীপবর্তী কোন ব্যক্তিই হস্ত সংকরণ করিতে

সমর্থ হয় না । [ হর্য-পার্বতী ও কার্তিকেয় এই কাব্যে দর্শনে হান্ত সংবরণ করিতে পায়েন নাই, ইহা লক্ষ্যধরসম্রত আংশিক অমুবাদ । অত্যাংশ সমান ] ৭২ ॥

অমু তে বক্ষোজীবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ, \*

ন সন্দেহস্পন্দৌ † নগপতিপতাকে মনসি নঃ ।

পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ, ‡

\* কুমারাবত্মাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

। ক। — অমু পরিদৃষ্টমানৌ তে তব বক্ষোজৌ কূটৌ  
অমৃতরসমাণিক্যকুতূপৌ অমৃতরসম্ভূতমাণিক্যকুতূপৌ অমৃতরসপূরিতমাণিক্যকুতূপা-  
বিত্তার্থঃ । কুতূপশব্দৌ যত্মপি চন্দ্রনির্মিতমৃততৈলাত্মাধারভূত-ঘটমল্লিতপাত্রীবাচকঃ  
তথাহপি তত্তাঃ ভগবতীন্তনসাদৃশ্যাবগীহনে অনধিকারাতঃ তদর্থং মাণিক্যরচিতত-  
মঙ্গীকৃতং কুতূপয়োঃ । ন সন্দেহস্পন্দঃ সন্দেহস্ত স্পন্দঃ স্পন্দনং লেশলাভ্রমিতি যাবৎ ।  
নগপতিপতাকে ! মনসি নঃ অস্মাকং পিবন্তৌ তৌ মাণিক্যকুতূপৌ যস্মাৎ কারণাৎ  
অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ কুমারৌ শিশু অত্মাপি ইদানীমপি শ্লোকরচনা-  
কালেহপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ দ্বিরদবদনৌ বিনায়কঃ, ক্রৌঞ্চদলনঃ ক্রৌঞ্চাজি-  
ভেদনঃ, বিনায়ককুমারস্বামিনৌ ।

অত্রোৎপাদয়োজন—হে নগপতিপতাকে ! — অমু তে বক্ষোজৌ অমৃতরস-  
মাণিক্যকুতূপৌ । অস্মিন্নার্থে নঃ মনসি সন্দেহস্পন্দৌ নাস্তি । যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ  
অবিদিতবধূসঙ্গরসিকৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ অত্মাপি কুমারৌ ভবতঃ ।

অত্র বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমলঙ্কারঃ স্পষ্ট এব । পূর্বপাদে রূপকম্,  
বক্ষোজয়োঃ কুতূপভেদোপপাদ্যৎ । যদ্বা নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহঃ ; ইমৌ বক্ষোজৌ উত  
কুতূপাবিতি সন্দেহে কুতূপাবেবেতি নিশ্চয়ঃ, যতোহমৃতপানাতঃ কুমারয়োঃ শিশুত্বম্ ।  
তত্তপানমাত্রাৎ শিশুত্বাবেবেতি নিরয়ো নাস্তি, শৈশবানন্তরং যৌবনাদেবমুভূতত্বা-  
দिति । বিনায়ককুমারয়োস্ত সূর্যদা শিশুত্বম্ অমৃতপানবশাদেবেতি অমৃতরস-  
কুতূপসংসদোপনয়নে সাধকং প্রমাণং দ্বিতীয়ার্দ্ধপ্রমেয়মিতি সূত্রং নিশ্চয়ান্তঃ সন্দেহ-  
ইতি । “কথিকলিতকোটীদ্বয়ত্বাবাচ্যং নাস্তি” ইতি মধুকঃ ॥ ৭৩ ॥

অত্যাশঙ্কনকৃতটীকা । — অমু তে ইতি । “হে নগপতিপতাকে !  
গিরিরাজকুমারসংগে । তে তব অমু বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যবটৌ অত্রার্থে

নোহ্মাকং মনসি ন সন্দেহ্পান্দৌ ন সন্দেহঃ কুরুতঃ। তদেব হেতুনা ব্রহ্মত্ব-  
যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকান্তিকৈরৌ অজ্ঞাপি অজ্ঞাতবধু-  
সঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহ্পান্দ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোহ্মাকং মনসি  
সন্দেহলেশমাত্রমপি ন ইতি তদর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে নগপতিপতাকে! তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ  
মাণিক্যময় কলসদ্বয়, (লক্ষ্মীধরমতে ‘কুপো’ নামক পাত্র) ইহাতে আমাদের  
মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গণেশ ও কান্তিকের দুই ভ্রাতা  
দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অজ্ঞাপি এই স্তন পান করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

বহত্যশ্ব স্তম্ভেরমদমুজকুস্তপ্রস্তুতিভিঃ, \*

সমারক্কাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।

কুচাভোগো বিশ্বাধররুচিভিরস্তঃশ্ববলিতাং,

প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ † কর্ত্তিমিব তে ॥ ৭৪ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—বহতি দধতি। অশ্ব! মাতঃ! স্তম্ভেরমদমুজ-  
কুস্তপ্রস্তুতিভিঃ স্তম্ভেরমদমুজঃ গজাস্তরঃ তস্ত কুস্তস্থলে এব প্রস্তুতিঃ জন্মভূমিঃ  
যেথা তৈঃ গজকুস্তেবু মুক্তামণয় উদ্ভবন্তি। যথোক্তং সর্বজ্ঞসোমেধরৈঃ—

গজকুস্তেবু বংশেবু ফণাস্ত জগদেবু চ।

শুক্তিকায়ামিকুদণ্ডে বোঢ়া মোক্তিকসম্ভবঃ ॥

গজকুস্তে কবুরাভাঃ বংশে রক্তাঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ফণাস্ত বাস্ককেন্দ্ৰেব নীলবর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

জ্যোতির্কর্ণাস্ত জলদে শুক্তিকায়ঃ সিতাঃ শ্বতাঃ।

ইকুদণ্ডে পীতবর্ণা মণয়ো মোক্তিকাঃ শ্বতাঃ ॥

ইতি।

গজকুস্তপ্রস্তুতরৌ মোক্তিকমণয়ঃ কবুরবর্ণাঃ, গজাস্তরকুস্তপ্রস্তুতরস্ত বিশেষত  
এবেত্তি ভাবঃ। সমারক্কাং খচিতাং মুক্তামণিভিঃ মোক্তিকৈঃ অমলাং দোষরহিতাং  
ন তু যেথাং, গজকুস্তোদ্ভবানাং কবুরবর্ণাং। হারলতিকং মুক্তাবলিং কুচাভোগঃ  
কুচমধ্যপ্রদেশঃ বিশ্বাধররুচিভিঃ বিশ্বাকারোহধরৌ বিশ্বাধরঃ। শাকপাখিবাধিত্বাং  
সাধুঃ। বিশ্বাধরস্ত অধরবিষন্ত রুচিভিঃ অন্তঃশ্ববলিতাং সজ্ঞাতচ্ছিন্নবর্ণাম্। চিত্রং

কির্দ্বীরকশ্রাবশবলৈতাশ্চ কবুরৈ। ইতামরঃ। অধরকান্তিসংবলিতাঃ মুক্তা-  
মণিমালিকাঃ বহতীতি ভাবঃ। প্রতাপব্যামিশ্রাম্ পূরদময়িতুঃ ত্রিপুরাস্তকস্ত  
কীর্তিমিব তে তব। প্রতাপস্ত রক্তবর্ণঃ কীর্তিস্ত খেতবর্ণেতি মহাকবিপ্রসিদ্ধিঃ।  
অতএবাস্ত কবে: গজকুন্তোক্তবাঃ মণয়ঃ পাটলবর্ণপরেত্যভিপ্রায় ইত্যনুসন্ধেয়ম্।

অত্রোৎপদযোজনা—হে অম্ব ! তে কুচাভোগঃ স্তম্ভেরমদমুজকুন্তপ্রকৃতিভিঃ  
মুক্তামণিভিঃ সমারদ্ধাম্ অমলাং হারলতিকাং বিধাধরকচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং প্রতাপ-  
ব্যামিশ্রাং পূরদময়িতুঃ কীর্তিমিব বহতি।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, হারলতিকার্য্যঃ প্রতাপসংবলিতকীর্তির্ভবেন স্তম্ভাবনাৎ।  
বিধাধরকচিভিরিত্যত্র উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবতো রক্তবর্ণেষু বিধাধরকচিভিঃ সংবলনাদি-  
বেষি হেতোরুৎপ্রেক্ষণাৎ। উত্তরোরনুপ্রাণানুপ্রাণকভাবেন সম্বন্ধঃ, অপৃথক্স্থিত্যা  
উপকারকত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—বহতি ইতি। হে অম্ব ! তব কুচা-  
ভোগঃ স্তনতটং গজাকারদৈত্যকুন্তপ্রসূতৈশ্চ মুক্তামণিভিঃ সমারদ্ধাং গ্রথিতাং হার-  
লতিকাং বিধাধরকান্তিভিরন্তঃশবলিতাম্ অমূল্যৌহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে।  
পূরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্তিমিব। শম্ভোঃ পূরবিজয়জন্তৌ কীর্তিপ্রতাপৌ  
অতিদ্রুততয়া দ্বন্দ্বয়ে বিভর্ষীতি ধ্বনিতম্। স্তম্ভেরমবদনকুন্তপ্রসূতিভিরিতি বহুশু  
পাঠঃ। তচ্চিস্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥

**অম্বুবাদ।**—মাতঃ ! তোমার স্তনতট স্থনির্মল হারলতিকা ধারণ  
করিতেছে। এই হারলতিকা গজানুরের কুন্তে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারা  
বিনির্মিত। ঐ মুক্তামণিসমুদয় স্বভাবতঃ নির্মল ও খেতভ হইয়াও বিষমদৃশ  
অধরকান্তি দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শম্ভুর  
কীর্তিমিশ্রিত প্রতাপ দ্বন্দ্বয়ে ধারণ করিতেছ ॥ ৭৪ ॥

কুচৌ সতঃস্বিগুপ্তটচটিতকুর্পানভিতুরৌ,  
কযন্তৌ দৌর্মূলং \* কনককল(শা)সাতৌ কলয়তা।

তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলয়াং † তনুভুবা,  
ত্রিধা বজ্রং ‡ দেবি ! ত্রিবলি লবলৌবল্লিভিরিব ॥৭৫॥ §

।—কুচৌ স্তনৌ সতঃ তদানীমেব স্বিগুপ্তটচটিত-

\* 'দৌর্মূলং' ইতি ল পাঠঃ † 'লবলৌ' ইতি ল পাঠঃ ‡ 'নকম্' ইতি ল পাঠঃ  
§ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধর-টীকা-বৃত্ত-পুস্তকে নিসর্গ-কীর্ত্তেতি শ্লোকাৎ পরং গুরুত্বং বিস্তারমিতঃ  
পূর্বক দিবেশিতঃ ; বস্তুতঃ শ্লোকোৎসব অনুস্মরণশ্লোকাৎ পরমেব যোজয়িতুমর্থঃ।



কুর্পাসভিহরৌ শিষ্টস্তৌ শ্বেদবক্তৌ তটৌ পার্থৌ তয়োখটিতস্ত কুর্পাসস্ত ভিহরৌ ।  
 “কর্মকর্তরি কুরচ্” ইত্যত্র কর্তব্যপি কুরচ্ । রক্ষিতস্ত—“কর্মণি কর্তরি চ  
 কুরচ্” ইতি ব্যাচষ্টে । “সত্ত্বস্তনখটিতকুর্পাসভিহরৌ” ইতি পার্শ্বে সত্ত্বস্তনং তদানীন্তনং  
 নূতনশ্চেন খটিতং কুর্পাসং তস্ত ভিহরৌ । অতিক্রম্য প্রাণেশ্বরস্ত সদাশিবস্ত রূপাঙ্-  
 সন্ধানেন উৎসিদ্ধাবয়বৈর্ভিষ্টতে সন্ধিবন্ধেষ্ কঙ্গুলিকেতি ভাবঃ । কষস্তৌ নিকষস্তৌ  
 দৌর্মূলে কক্ষপ্রাস্তদেশৌ কনককলশাভৌ কনককলশমোর্হেমকুন্তরোরিব আভা  
 সোভাগ্যং যয়োস্তৌ কলয়তা রচয়তা তব ভবত্যাঃ জাতুং রক্ষিতুং বলয়মিতি  
 শেষঃ । যদ্বা—প্রথমাস্তস্ত বলয়শব্দস্ত অত্র কর্মভেদাধঃ । ভজাৎ স্তনভর-  
 জনিতাৎ অলমিতি অলংশকোহত্র বারণার্থঃ । ভজো মা ভূদিত্যর্থঃ । বলয়ং মধ্য-  
 প্রদেশঃ তম্বভূবা মন্থথেন ত্রিধা ত্রিপ্রকারেণ নক্ষং বন্ধং, দেবি ! দীব্যস্তি ! ভগ-  
 বতি ! ত্রিবলি তিস্রো বল্যা বিভজাঃ যস্ত তৎ লবলীবল্লিভিরিব লবলীনাং বলয়ঃ  
 তাভিঃ । তীরলতা খেতা বলী লবলী, তৎপুষ্পাণি খেতানি । অকারাদিনিঘটৌ  
 তু—লবলীভ্যাক্ত্ । তল্লতা বনকুলুখলতেভ্যাক্তম্ । যথাকচি স্বীকার্যম্ । ইবশব্দঃ  
 সম্ভাবনায়াং ধ্রুবমিত্যর্থঃ । ইবশব্দস্ত সম্ভাবনাভ্যোতকত্বমপ্যস্মীতি পূর্বমেবোক্তম্ ।

অত্রৈখং পদবোজনা—হে দেবি ! সত্ত্বঃ শিষ্টস্তটখটিতকুর্পাসভিহরৌ দৌর্মূলে  
 কষস্তৌ কনককলশাভৌ কুটৌ কলয়তা তম্বভূবা ভজাদলমিতি বলয়ং জাতুং  
 ত্রিবলি তব বলয়ং লবলীবল্লিভিঃ ত্রিধা নক্ষমিব ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ত্রিবলীনাং লবলীবল্লিভেন সম্ভাবনাৎ । পূর্বার্হে অতি-  
 শয়োক্তিঃ লঙ্কারঃ ভগবত্যাঃ কুচনির্ম্মাণে মন্থথৈবোধিকারো ন জরদ্বৈক্য  
 ইতি জরদ্বৈকনির্ম্মাণসম্বন্ধেপ্যসম্বন্ধোক্ত্যা অভেদাধ্যবসায়ন্ত কবিকৃতবস্তুকৃতয়োঃ  
 সৌন্দর্য্যায়োরবেতি । উভয়োরঙ্গাঙ্গিতাবেন সঙ্করঃ । নথেষং কুটৌ রচয়তা  
 মন্থথেনেত্যম্বভাববিশেষণমহিমা মন্থথকর্তৃত্বস্ত সিদ্ধবদম্ববাদাৎ কুচনির্ম্মাণে  
 বর্তমানসম্বন্ধাভাবাৎ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তেরপ্যাসামঞ্জস্যমেবেতি চেৎ—মৈবম্ কুটৌ  
 কনককলশাভৌ কলয়তেতি শত্ৰুপ্রত্যয়েন বর্তমানার্থেন কুচকরণস্ত বর্তমান-  
 কালসম্বন্ধপ্রতীভেরসম্বন্ধে সম্বন্ধোক্তিরাজসীতি ন বাচ্যম্, ভূতকালসম্বন্ধেপি ভূত-  
 কালক্রিয়াবাচকাখ্যাতাস্তথাভূপ্রয়োগে বৃজ্যাতে সম্বন্ধেপ্যসম্বন্ধকথনম্, ন তম্ববাস্ত-  
 গতশ্চেন সিদ্ধবদম্ববাদে ॥ ৭৫ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—কুচাবিতি । হে দেবি ! তব বলয়ম্  
 উদয়ম্ অতিক্রম্য মধ্যং ভজাৎ জাতুং তম্বভূবা কামেন ত্রিবলিরূপাভিলবলীবল্লিভি-  
 ত্তাত্রাকৃতিলতাবিশেষৈবিত্রিধা বন্ধম্ । কুটৌ ভজাশব্দেত্যাহ । তম্বভূবা কিস্তুতেন ?

দোষদূৰ্ণং কবন্তো গীড়য়ন্তো স্বৰ্ণকুন্তাকারো কুচো কলয়তা চিন্তয়তা । পুনঃ  
কিছুতো ? সমস্ততৎক্ষণাৎ শিবাম্বরাজনিতশ্বেদং মুঞ্চৎ প্রান্তবট্টিতং প্রান্তমিলিতং  
কুর্পাসং কঙ্কলিকাং ভেদুং শীলয়নয়ন্তো তথা । এতেন স্তনয়োরোৎকর্ষাবর্ণনম্ ।  
অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিং তব তুল্যমিত্যাশ্রয়নস্তরং দৃশ্যতে । তব কুচো কর্তারো উদয়ং  
কলয়তামনুগৃহীতামিতি শ্লোকঃ ॥ ৭৫ ॥

**অনুবাদ ।**—হে দেবি ! রতিপতি কন্দর্প যখন দেখিলেন যে, স্বর্ণকুন্ত-  
সদৃশ তোমার উত্তর পীনকুচযুগল স্বর্নীয় বাহুমূলকে প্রসীড়িত করত শিবাম্বরাজ-  
জনিত শ্বেদ পরিত্যাগ পূর্বক ( স্তনদেশস্থিত ) কঙ্কলিকাকে ( কাঁচুলিকে ) ভেদ  
করিতে উত্তত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্কহ ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ  
ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষার নিমিত্ত  
লবলীবল্লী (তাত্রাকৃতি লতাবিশেষ) দ্বারা তাহা ত্রিবলি আকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া  
রাখিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তব স্তন্যং মন্ত্রে ধরণিধরকণ্ঠে হৃদয়তঃ,

পয়ঃপারাবারঃ পরি(সর)বহতি সারস্বত(মি)ইব ।

দয়াবত্যা দন্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাত্ত তব যৎ,

কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

**সঙ্গীতরসকৃত-টীকা ।**—তব স্তন্যং স্তনোদ্ভবং কীরং মন্ত্রে জানামি ।  
ধরণিধরকণ্ঠে ! হৃদয়তঃ হৃদয়াৎ পয়ঃপারাবারঃ কীরসমুদ্রঃ । সুধাধারাসারঃ ইতি বা  
পাঠঃ । সুধায়াঃ ধারানামাসারঃ সুধাপ্রবাহঃ পরিবহতি সারস্বতং সরস্বতীময়মিব  
স্তন্তং শ্বেতবর্ণদ্বাং সরস্বতীময়ম্বেনোৎপ্রেক্ষণম্ । মাধুর্যাৎ সুধারূপম্ভেন চ । দয়াবত্যা  
প্রশন্তকুপাবুক্তয়া দন্তং স্তন্তং দ্রবিড়শিশুঃ দ্রবিড়দেশসমুদ্ভবঃ বালঃ এতৎস্তোত্রকর্তা  
আশ্বাশ্ব পীষা তব যৎ-কারণাৎ কবীনাং কবীশ্রব্যাণাং প্রৌঢ়ানাং প্রগল্ভানাং মধ্যে  
ইতি নির্দ্ধারণে যষ্টী । অজনি জাতঃ কমনীয়ঃ অতিরমণীয়ঃ কবয়িতা কবিঃ ।

**অত্রোৎপাদ্যোজনা**—হে ধরণিধরকণ্ঠে ! তব স্তন্যং হৃদয়তঃ উদ্ভিতং ( সুধা-  
ধারাসারঃ ) পয়ঃপারাবারঃ সারস্বতমিব পরিবহতীতি মন্ত্রে । যদ্বশ্মাৎ দয়াবত্যা কয়া  
দন্তং যন্তব স্তন্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাত্ত প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ কবয়িতা  
অজনি ।

অত্রোৎপ্রেক্ষাধরং পদব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্ । উক্তয়ো সংস্কৃষ্টঃ ॥ ৭৬ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—তব স্তম্ভমিতি। হে গিরিন্মতে! তব স্তম্ভং দৃষ্ট্বা সারস্বতঃ পরঃপারাবার ইব সরস্বত্যা অমৃতসিদ্ধিরিব হৃদয়তঃ পরিসরতি হৃদয়ারিধীতি। কৈলাসে সরস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধায়তকুণ্ডমস্তি, তজ্জলপানাং মহা-কবয়ো ভবন্তি। তন্মাদ্ব্যথা সরস্বতীনাম্নী নদী বহতি তথা তব কীরং বহতীতি ভাবঃ। পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পরঃপারাবারঃ সরস্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈব হৃদয়াদ্ দৃষ্ট্বা পরিবহতি অন্তথা কথমীদৃক্ প্রভাব ইতি ভাবঃ। বস্তব স্তম্ভং দয়াবত্যা ভবান্তা দত্তম্ আশ্বাস্ত জ্ববিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশ্চিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ উত্তমঃ কবরিতা অজনি কাব্যকর্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরুণামুপদেশঃ—পুরা শঙ্করাচার্য্যাপিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবরূপয়া তস্ত শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ। একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্বভরণার্থং শাকচেষ্টয়া প্রাপ্তপ্লে বাগ্মাসিকং বালকং নিধায় গতা। এতস্মিন্ সময়ে ক্ষুধয়া রোরুয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বা দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা। তদৈবায়ং মহা-কবিরভূৎ। তস্তামন্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা বালকঃ শ্লোকেন প্রত্যা-ত্তরকৃত্য। তদ্ব্যথা,—“একা মাতা শাকাহর্তা তত্র রূপণক ! দশ শাকার্ভাঃ। বত্র রূপণক-দশ শাকাশা তত্র রূপণক কা শাকাশা” \* ॥ ৭৬ ॥

**অনুবাদ।**—হে গিরিন্মতে! তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত-পরঃ-প্রবাহের জায় অর্থাৎ কৈলাসশিখর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিদ্ধির জায়

\* পূর্বে জ্ববিড়দেশ-নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের ‘শঙ্কর’ এই নামকরণ হইয়াছিল। একদা শঙ্করের পিতা ভিক্ষার্থ বহির্গত, জননীও কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণার্থে ঐ বাগ্মাসিক বালককে প্রাপ্তপ্লে স্থাপন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে জগদম্বা ঐ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্রা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত স্তন পান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন; বালকও তৎকরণং মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ সেই কুটারে উপস্থিত হইলেন; তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন না; সুতরাং বাগ্মাসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া বক্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন। (শ্লোকটি অচ্যুতানন্দকৃত-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।) ‘একঃ রূপণক-শাকাহর্তা’ প্রথম চরণে এইরূপ পাঠ প্রসিদ্ধ। ‘রূপণক-শাক’ শব্দের অর্থ, কার-ক্লেপে দিনকেপের উপযুক্ত শাক। এক ব্যক্তিই ঐ প্রকার শাক আহরণ করেন। হে সন্ন্যাসী! (দ্বিতীয় চরণের রূপণক শব্দের অর্থ) তাহাতে দশ জন শাক (সাল) ভোর অর্থাৎ এক বৎসর পীড়িত।—কে হানে এই প্রকার রূপণক দশ-প্রাপ্ত, (তৃতীয় চরণই রূপণক-দশ শব্দের অর্থ) কীদাঁবস্থা প্রাপ্তপ্লে কেবল শাকই ভোজন করে, অনাহার করে না;—হে রূপণক! অর্থাৎ (কু-নির্ভর, চতুর্থ চরণই রূপণক শব্দের অর্থ) তথায় তোমার শাকের আশা কি আছে? ইহাই শ্লোকার্থ।—সম্পাদক।

(অমৃত-সিদ্ধির জ্ঞান এবং সারস্বত অর্থাৎ সন্ন্যাসীমরবস্ত্র জ্ঞান—ইহা লক্ষ্মীধর সন্ন্যত অর্থ) স্তম্ভ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কারণ, ত্র্যবিড়মেশীর শিশুকে কৃপা করিয়া তুমি স্তম্ভ পান করাইয়াছিলে, সেই স্তম্ভপান-প্রভাবেই বালক তৎকণাৎ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা,  
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পোঃ \* মনসিজঃ ।  
সমুত্তমো তস্মাদচলতনয়ে ! ধুমলতিকা,  
জনস্তাং জানীতে জননি ! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—হরস্ত ক্রোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন আবিষ্টেন বপুষা গভীরে নিরে অতএব তে তব নাভীসরসি নাভ্যেব সরঃ তস্মিন্ কৃতবাম্পোঃ মনসিজঃ মন্থথঃ তত্র নিমগ্ন ইত্যর্থঃ সমুত্তমো উদ্ভূতঃ তস্মাৎ নাভিসরসঃ অচলতনয়ে ! পার্কতি ! ধুমলতিকা ধূমাবলিঃ অঙ্গারপ্রশমসময়োদ্ভবা । জনঃ লোকঃ তাং ধুমলতিকাং জানীতে বর্ণয়তি, জননি ! মাতঃ ! তব রোমাবলিরিতি রোমরাজিরিতি !

অত্রৈখং পদযোজনা—হে অচলতনয়ে । মনসিজঃ হরক্ৰোধজ্বালাবলিভিঃ অবলীঢ়েন বপুষা গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবাম্পঃ । তস্মাদ্ধুমলতিকা সমুত্তমো । হে জননি ! তাং জনঃ তব রোমাবলিরিতি জানীতে ।

অত্রোৎপ্রেকাশকারঃ, ধুমলতিকার্যঃ রোমাবলিভ্যেনোৎপ্রেক্ষণাৎ । যদ্বা—জনস্তাং জানীতে ইত্যনেন ব্রাহ্মিমান্ প্রতীয়তে, রোমরৈখ্যাদর্শনস্ত ধুমরৈখ্যব্রাহ্মি-জনকত্বাৎ । যদ্বা—অতিশয়োক্তিঃ জনস্তাং রোমাবলিমধ্যবস্ত্রতীতি প্রতীতেঃ । যদ্বা—নিশ্চয়ান্তসন্দেহঃ, তাং রোমাবলিরিতি নিশ্চিনোতীতি । এবং চতুর্গাম-লকারাণাং জানীতে ইতি পদাদুখানাৎ একবাচকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—হরক্ৰোধ ইতি। হে অচলতনয়ে ! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপাগ্নিসমূহৈর্কীর্ণাশ্বেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতবাম্পঃ । তস্মাৎ দমস্ত পানীয়সংযোগাৎ বা ধুমলতিকা সমুত্তমো, তাং জনঃ রোমাবলিরিতি কৃষা জানীতে হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি স্ববেদাশ্রয়ভূতাসীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

**অম্বশুভানন্দ।**—হে পার্কতরাজপুত্রি ! কল্কর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখা-সমূহ দ্বারা দম্ভশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরোবরে বাম্পপ্রধান

করিয়াছিলেন। জননি! সলিলসংযোগ-প্রযুক্ত সেই দঙ্কশরীর হইতে যে ধূমরাশি উদ্গত হইয়াছিল, লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছেন ॥ ৭৭ ॥

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে :

কুশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব (য) তদ্ভাতি স্তুধিয়াম্ ।

বিমর্দাদন্তোন্তং কুচকল(শ)সরোরস্তরগতং,

তনুভূতং বোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—যদেতৎ পুরঃ স্মরণং । যচ্ছবস্ত এতচ্ছব-সহচরিতস্ত প্রসিদ্ধিবাচকং নাস্তি । অতএব পুনর্ঘোষণাপাদনং । কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ তনুতরতরঙ্গঃ অতিসূক্ষ্মতরঙ্গঃ তন্তাকৃতিরিব আকৃতির্ব্যস্ত তৎ শিবে ! ভগবতি ! কুশে তনুনি মধ্যে অবলগ্নে কিঞ্চিৎ জননি ! তব যৎ ভাতি স্মরতি স্তুধিয়াং বিদ্রুবাং বিমর্দাৎ সজ্বর্ধাৎ অন্তোন্তং পরস্পরং কুচকল-শরোঃ অন্তরগতং মধ্যবর্ত্তি তনুভূতং বোম গগনং প্রবিশদিব প্রবেশং কুরুদিব । নীলং নভঃ ইত্যাবাগগোপালপ্রসিদ্ধম্ । গগনস্ত নীলিমা চ মূর্ত্তং চ কবিপ্রসিদ্ধম্ । নাভিং কুহরিণীং কুহরবতীম্ ।

অন্ত্রেখং পদযোজনা—হে শিবে ! জননি ! তব কুশে মধ্যে যদেতৎ কালিন্দী-তনুতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিৎ রোমাবলিরূপং বস্ত্র স্তুধিয়াং যদ্ভাতি কুচকলশরোরস্তর-গতং তনুভূতং বোম অন্তোন্তং বিমর্দাদেব কুহরিণীং নাভিং প্রবিশদিব ভাতি ।

নীলং মূর্ত্তং নভঃ কুচকলশবিমর্দবশাৎ অধোভাগে স্তম্ভং নাভিপর্ধ্যস্তম্ জতুলতা-জ্ঞায়েনাবতিষ্ঠতে তদ্রোমাবলি বদন্তীতি ভাবঃ । অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, রোমলতায়্য গগনলতিকাঙ্ঘ্রেন সম্ভাবনাৎ । প্রথমপাদে নিদর্শনালঙ্কারঃ ; তরঙ্গাকৃতিবদাকৃতিরিতি বিষপ্রতিবিম্বভাবাক্ষেপাৎ । অনয়োঃ সংসৃষ্টিঃ ॥ ৭৮ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—যদেতদিতি । হে শিবে ! তব কুশে মধ্যে যৎ যমুনাসূক্ষ্মতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্ বস্ত্র তৎ কুচকলশরোঃ পরস্পরপীড়নাৎ মধ্যগতং তনুভূতং সূক্ষ্মং বোমতরুং গহ্বরযুক্তং নাভিহৃদং প্রবিশদিব স্তুধিয়াং মনসি ভাতি । স্তুধিয়া ইতি কৈবল্যাখঃ । তত্র শিবস্ত মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

**অম্মুবাদ্।**—শিবে জননি ! তোমার কণীতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর (যমুনার) সূক্ষ্মতর তরঙ্গদৃশ শ্রাবলব্রেক্ষার জায় যে কোন বস্ত্র লক্ষিত হইতেছে,

তৎসম্বন্ধে স্বধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচ-কলসযুগলের পরস্পর  
পীড়ন দ্বারা নিষ্পিষ্ট তন্মধ্যাগত আকাশ চূর্ণ হইয়া অতীব গভীর নাভিহ্রদে ঝরিয়া  
পড়িতেছে ॥ ৭৮ ॥

স্থিরো গঙ্গাবর্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-

কলাস্থানং \* কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ ।

রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে ! †

বিলদ্বারং সিদ্ধেগিরিশনয়নানাং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—স্থিরঃ বিনাশরহিতঃ গঙ্গাবর্তঃ গঙ্গায়াঃ  
অন্তসাং ভ্রমঃ আবর্তস্ত ক্রমিকত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকঃ স্থির ইতি । স্তনমুকুললোমাবলি-  
লতাকলাবালাং—স্তনাবেব মুকুলৌ পুষ্পকোরকৌ তয়োঃ রোমাবলিরেব লতা আধার-  
ভূতা জনয়িত্রৌ তস্তাঃ কলুরেখা তস্তা আবালং আলবালম্ । কুণ্ডং হোমার্থং  
সম্পাদিতং বৃত্তম্ অগ্নিস্থানং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুসুমশরস্ত মন্থথস্ত তেজঃ  
দীপ্তিরেব হৃতভূক্ বহিঃ তস্ত । রতেঃ মদনপদ্ম্যাঃ লীলাগারং বিলাসগৃহং তত্রৈব  
সর্বদা মন্থথসম্ভাবাৎ তৎপ্রেয়সৌ তত্রৈব বর্তত ইতি । কিমপি অনির্কীচাম্ অতি-  
সুন্দরমিত্যর্থঃ । তব নাভিঃ গিরিস্থতে ! পার্শ্বতি ! বিলদ্বারং গুহাদ্বারং  
সিদ্ধেঃ তপঃসিদ্ধেঃ গিরিশনয়নানাং সদাশিবচক্ষুযাং বিজয়তে সর্বোৎকর্ষণে  
ক্ষুরতি ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে গিরিস্থতে ! তব নাভিঃ স্থিরো গঙ্গাবর্তঃ স্তন-  
মুকুললোমাবলিলতাকলাবালাং কুসুমশরতেজোহৃতভূজঃ কুণ্ডং রতেলীলাগারং গিরিশ-  
নয়নানাং সিদ্ধেবিলদ্বারং কিমপি বিজয়তে ॥

অত্রোল্লেকালঙ্কারঃ, একস্তা নাভেরনেকরীত্য উল্লেখ্যৎ । নায়মতিশয়োক্তিঃ,  
একস্তানেকত্বোল্লেখনাদেব । নাপ্যতিশয়োক্তিমালা, কিমপীত্যাদ্যবসিতুমশক্যত্বাৎ  
কিমপীত্যেনৈব সার্কং মালাবৃত্তান্তুচিতত্বাদিত্যেব ইত্যম্ ॥ ৭৯ ॥ ‡

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা।**—স্থির ইতি । কিমপি অনির্কচবীযং তব  
নাভি ইতি অনেন উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে ; কিন্তুদিত্যাহ,—স্থিরো গঙ্গাবর্তস্তা-  
স্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোবাৎ পুনরনুমীয়তে । অথবা স্তনকোরক-লোমা-  
বলিলতয়াঃ আলবালস্ত উচ্চতয়া নাভেগীর্ভীর্বাদপরিতোবঃ । অথবা কন্দর্প-

\* 'কলাবালা' ইতি ল পাঠঃ ।

† নাভিগিরিস্থতে ইতি ল পাঠঃ ।

‡ মোকাক্ষঃ ৭৮ ল, ২, পৃ.

তেজোবহ্নেঃ কুণ্ডম্ । কুণ্ডস্ত সমেখলদ্বাং নাভের্মেখলারহিতবাদপরিতোষঃ ।  
অথবা রতেঃ ক্রীড়াগৃহম্ । তত্রাপি পারিপাট্যালাভাদপরিতোষঃ । অতএব  
গিরিশনয়নানাং সিদ্ধেক্ষিলদ্বারম্ । যথা সিদ্ধা অপি বিলদ্বারে তপঃ কৃৎস্না সিদ্ধিং  
প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৭৯ ॥

**অমুবাদঃ** ।—হে গিরিজে ! তোমার নাভি অনির্কলনীয় শোভা ধারণ  
করিতেছে । এই নাভি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, ইহা স্থিরতর গঙ্গাবর্ত ।  
( গঙ্গাবর্তে স্থিরতা না থাকা বশতঃ কবি সন্দেহ হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন  
যে ) বোধ হয় যেন, ইহা স্তনযুগরূপ মুকুলদ্বয়ে সুশোভিত গোমাবলীরূপ লতার  
আলবালস্বরূপা । ( আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই,  
সুতরাং কবি ইহাতেও পরিভূষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন যে ) বোধ  
হয় যেন, ইহা রতিপতির তেজোরূপ হতাশনের কুণ্ড । ( কুণ্ডে মেখলা আছে,  
নাভিতে মেখলা নাই ; সুতরাং ইহাতেও সন্দেহ না হইতে পারায় পুনর্বার উৎ-  
প্রেক্ষিত হইতেছে যে ) বোধ হয়, যেন ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ । ( রতির লীলাগার  
তেনন পারিপাট্যযুক্ত নহে, সুতরাং ইহাতেও কবি পরিভূষ্ট হইতে না পারিয়া  
পুনর্বার বলিতেছেন যে, ) বোধ হয় যেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের  
তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাদ্বার । [ এই অমুবাদস্থ ( ) বেটনীয়মধ্যস্থিত বাক্যগুলি  
লক্ষ্মীধরসম্মত নহে । ] ॥ ৭৯ ॥

নিসর্গক্ষীগস্ত স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো,

নমম্মুর্ভেগ্নাভৌ বলিষু \* শনকৈস্তু ট্যত ইব ।

চিরং তে মধ্যস্ত ক্রটিত-তটিনী-তীর-তরুণা,

সমাবহ্নাস্থেন্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে ! ॥ ৮০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা** ।—নিসর্গক্ষীগস্ত স্বভাবেন ক্ষীগতাক্রান্ত  
স্তনতটভরেণ স্তনতটয়োঃ কূচতটয়োঃ ভরেণ ক্লমজুষঃ ক্লাস্তিমতঃ নমম্মুর্ভেঃ নারী-  
ভিলসকে ! জীরস্বভূতে ! শনকৈঃ স্তোকং ক্রটিত ইব ভিত্তমানস্তেব চিরং বহুকালং  
তে তব মধ্যস্ত অবলগ্নস্ত ক্রটিততটিনীতীরতরুণা ক্রটিতে ভগ্নে তটিক্রাঃ বাহিত্তাঃ  
তীরে তরুঃ বৃক্ষঃ তেন সমাবহ্নাস্থেন্নঃ সমায়াং তুল্যারাং অবহ্নারাং হেমা হৈর্যং বস্ত  
তত্ত ভবতু কুশলং কেমং ক্রটনাহতাবঃ শৈলতনয়ে ! পার্জতি !

অজ্ঞেয়ং পদবোজনা—হে শৈলতনয়ে ! নারীতলক ! নিসর্গকীণস্ত স্তনতট-  
ভরেণ ক্রমজ্বঃ নময়ন্তেঃ শনৈকৈঃ ক্রট্যত ইব ক্রটিততটিনীতীরতরুণা সমাবহাশ্বেয়ঃ  
তে মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ।

মধ্যস্ততোবমাদিপ্ৰয়োগাঃ সঙ্কদয়স্কদয়াহ্লাদকারিণো মহাকবিশিক্কাভাসসমা-  
সাদিতাঃ । এতাদৃশপ্রয়োগনিপুণঃ মহাকবিরিত্যুচ্যতে ।

৩ অত্রোপমাগন্ধারঃ, ভগ্ননদীকূলবর্তিমহীকুহশিখামূলিকাসাম্যং মধ্যস্তেতি ॥৮০॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—নিসর্গ ইতি । শৈলতনয়ে ! তব  
মধ্যস্ত চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন ভবদ্বিত্যর্থঃ । কিভূতস্ত ? নিসর্গকীণস্ত স্বভাবতঃ  
ক্লেশস্ত স্তনতটভরেণ ক্লান্তিতাজঃ । বলিষু ক্রট্যত ইব, অতএব ভগ্ন-তটিনী-তীর-তরুণা  
সমাবহাশ্বেয়া শ্বেমা স্থিতিবিশ্ব সমাবহাশ্বেয়ঃ । অতএব কোশল্যামাশংসতে ॥ ৮০ ॥

**অনুবাদ।**—হে শৈলতনয়ে ! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই কীণ ; তাহাতে  
আবার স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত ; তোমার জিহ্বা দেখিলে অল্পমিত হয় যে,  
মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ক্রটিত ও বিগ্নিষ্ট হইয়া যাইতেছে । অধুনা  
তোমার এই মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ তটিনী-তীরবর্তী বৃক্ষের সহিত সমান  
অবস্থায় পতিত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই  
মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নিপতিত না হয় ॥ ৮০ ॥

গুরুত্বং বিস্তারং ক্রিতিধরপতিঃ পার্শ্বাতি নিজা-

শ্লিতস্বাদাচ্ছিত্ত্ব ত্রয়ি যজন-† রূপেণ নিদধে ।

অতস্তে বিস্তৌর্ণো গুরুরয়মশেষাং বহুমতীং,

নিতম্বপ্রাগ্ভাবঃ ‡ শৃগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—গুরুত্বং গোরবং বিস্তারং আয়ামপরিণাহং  
ক্রিতিধরপতিঃ হিমবান্ পার্শ্বাতি ! শৈলতনয়ে ! নিজাৎ স্বকীয়ং নিতম্বাৎ নিতম্ব-  
প্রদেশাৎ আচ্ছিত্ত্ব অববৃত্ত্য ত্রয়ি ভবত্যাং হরণরূপেণ হরণাভ্যনা নিদধে সমাপিতবান্ ।  
হরণং নাম জীধনং—অধ্যাধ্যাবাহনিকম্ । যথোক্তং হারীভেন :—

অধ্যাধ্যাবাহনিকং হরণং জীধনং শ্বতম্ ।

ইতি । অতীর্থঃ—অগ্নিমধিকৃত্য দত্তমধ্যগ্নি বিবাহসময়ে অগ্নিসমীপে পিঙ্গাদি-  
ভির্বদ্ধন্ত তদধ্যগ্নি । বিবাহানন্তরং বধুং গৃহীত্বা পত্ন্যঃ স্বগৃহং প্রতিজিগমিষ্যৎসরে

\* ৭১ ল, যু, পু,

† 'হরণ' ইতি ল পাঠঃ ।

‡ প্রাগ্ভাবঃ । ইতি ল পাঠঃ ।



পিত্রাদিভির্ধনস্তং তদধ্যাবাহনিকমিতি \* । এতদ্ব্যস্তং হরণশব্দাচ্যমিতি মধ্যাদিভিঃ  
স্বতমিতি । অতঃ তন্মাং কারণাং তে তব বিস্তীর্ণঃ আয়ামতঃ গুরুঃ পৃথুঃ অয়ং  
পরিদৃষ্টমানঃ অশেবাং কৃত্বাং বহুমতীং পৃথ্বীং নিতম্ভস্ত প্রাগ্ভারঃ অতিশয়ঃ স্বগয়তি  
ছাদয়তি লঘুত্বং লাঘবং নয়তি প্রাপয়তি চ । চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে অগ্নির্বর্ধে ন  
শঙ্কিতব্যমিত্যর্থঃ ।

অত্রেথং পদযোজন—হে পার্কতি ! ক্ষিতিধরণতিঃ গুরুত্বং বিস্তারঃ নিষ্কীং  
নিতম্বাদাচ্ছিত্ত্বং অয়ি হরণরূপেণ নিদধে । অতঃ তে 'অয়ং' নিতম্ভপ্রাগ্ভারঃ গুরুঃ  
বিস্তীর্ণঃ স্তু অশেবাং বহুমতীং স্বগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ।

বিস্তারেণ স্বগনং গুরুত্বেন লাঘবাপাদনমিত্যর্থঃ । প্রপঞ্চে বহুমত্যামেব গুরুত্ব-  
বিস্তারৌ একত্র স্থিতৌ । তয়োস্তিরস্করণমেকত্র স্থিতাভ্যাং গুরুত্ববিস্তারভ্যমেব  
বিধেয়মিতি হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারৌ হিমাদ্রে: ভূধরণত্বাং ভূমিগতগুরুত্ববিস্তারভ্যাম-  
ধিকাবিতি ভাবেন গৃহীত্বা তস্তিরস্করণমিতি ক্ষিতিবরণতিঃ অশেবাং বহুমতীমিতি  
চ পদং প্রযুক্তানন্ত ভাবঃ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, হিমাদ্রিগতগুরুত্ববিস্তারয়োঃ পার্কতীনিতম্ভগতগুরুত্ব-  
বিস্তারয়োর্ভেদেহপ্যাভেদেনাধ্যবসানাং । সেয়ং ভেদে অভেদনিবন্ধনা অতিশয়োক্তির-  
লঙ্কারঃ ॥ ৮১ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—গুরুত্বমিতি । হে পার্কতি ! পর্কতরাজ-  
কন্তে ! পর্কতরাজঃ নিম্নারিতবাং গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিত্ত্ব আকৃষ্য বজনরূপেণ  
অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকত্বেন অয়ি নিদধে নিহিতবান্ । ভরণরূপেণেতি পাঠে যথা  
হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ । অতঃ  
কারণান্তে তব গুরুর্বিবিস্তীর্ণস্ত নিতম্ভপ্রাগ্ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্ভব্যাপারঃ অশেবাং  
বহুমতীং স্বগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভন্য বহুমতী-  
শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

**অনুবাদ।**—হে পার্কতি ! তোমার বিবাহকালে পর্কতরাজ নিজ নিতম্ভ  
হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার আকর্ষণ পূর্বক যৌতুকরূপে তোমাকে অর্পণ  
করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত ( তোমার পাদক্ষেপকালে ) গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ভ এই  
ধরিত্রীকে ভারাক্রান্ত করে এবং আত্মশোভা দ্বারা বহুমতীর শোভাকে পরাভূতা  
করিয়া থাকে । [ ( ) বন্ধনীস্থিত অংশ লক্ষ্যীয় সম্ভব নহে ] ॥ ৮১ ॥

\* কেচিৎ । অপরে—আহবনীয়সমীপে যজ্ঞাদৌ পিত্রাদিভির্ধনস্তং তদধ্যাবনীয়কমিতি,  
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

করীজাণাং শুণ্ডাঃ \* কনককদলীকাণ্ডপটলী-  
মুভাভ্যামুরভ্যামুভয়মপি নির্জিত্য ভবতী । †  
স্ববৃত্তাভ্যাং পত্যৌ ‡ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিস্থতে,  
বিজিগ্যে § জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তময়মপি § ॥ ৮২ ॥

লক্ষ্মীধরকৃতটীকা।—উক্ত জামুনী চ সঙ্কদেব বর্ণয়তি—  
করীজাণাং গজেন্দ্রাণাং শুণ্ডান্ কনকদলান্ । শুণ্ডশব্দস্ত গুলিঙ্গতাহ্যাস্তি ইতি  
রক্ষিতমতম্ । কনককদলীকাণ্ডপটলীং—স্ববর্ণরসাত্ত্বসংহতিম্ উভাভ্যামুরভ্যাম্  
উভয়ং করিকররসাত্ত্বাত্মকম্ অপি নির্জিত্য বিজিত্য ভবতি । স্বং স্ববৃত্তাভ্যাং  
শোভনাভ্যাং বর্ষদ্বাভ্যাং পত্ন্যুঃ পরমেশ্বরস্ত প্রণতিকঠিনাভ্যাং প্রণতিভিঃ  
কঠিনাভ্যাং প্রণতিদশায়াং ছম্পর্শাদিত্যর্থঃ । গিরিস্থতে । হিমাক্রিভনয়ে ।  
বিধিজে । বিধিং বেদার্থং জ্যুনাভীতি বিধিজ্ঞা সর্বজ্ঞেত্যর্থঃ । যথা—বেদার্থানুষ্ঠাত্রী ।  
অতএব পত্ন্যূর্নমস্কারঃ প্রতিদিনং বৈধ ইতি কৃতঃ ন তু তস্তাধিক্যানুরোধাদিতি  
নশ্ববচনম্ । তস্তাঃ সমৃদ্ধিঃ । জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তময়ং দিগ্ দন্তিকুস্তময়লক্ষিতম্  
অসি ভবসি । [ স্ববৃত্তাভ্যামিত্যন্ত সুচরিতাভ্যামিত্যপার্থো ধ্বনিহেতুরিতি সং ]

অত্রৈখং পদযোজনা—হে বিধিজে ! গিরিস্থতে ! ভবতি ! করীজাণাং  
শুণ্ডান্ কনককদলীকাণ্ডপটলীম্ উভাভ্যামুরভ্যাম্ উভয়মপি নির্জিত্য স্ববৃত্তাভ্যাং  
পত্ন্যুঃ প্রণতিকঠিনাভ্যাং জামুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তময়মপি নির্জিত্য অসি বর্ত্তসে  
ক্ষুরসীতি ধাবৎ ।

অত্র ভবচ্ছব্দযোগেহপি অসীতি মধ্যমপুরুষ এব ভবতি, তন্ত্ৰ সম্বোধনমাত্র-  
পরত্বাৎ । অত্রৈখং তব্ধম্—ভবচ্ছব্দো দ্বিবিধঃ সংবোধ্যপরঃ সংবোধনমাত্রপরশ্চেতি ।  
সংবোধ্যপরশ্চে ভবচ্ছব্দস্ত বৃহদর্থত্বাৎ “বৃহদ্ব্যাপদে” ইত্যাদিনা প্রাপ্ত্যত্বাৎ  
শেষে প্রথমা এব তদ্ব্যোগে । যথা—“স্থতে জগন্তি ভবতী ভবতী বিভর্তি ভারান্”  
ইত্যাদৌ । যদা—সংবোধনমাত্রপরত্বং ভবচ্ছব্দস্ত তদা বৃহদর্থত্বাৎ মধ্যমপুরুষঃ  
স্তাদেব । যথা—“ভবতি ভিক্ষাং দেহি” ইত্যাদি । তত্র সংবোধনমাত্রপরশ্চেহপি  
ভীপ্প্রোক্তারঃ গৌরাদৌ ভবতঃ প্রাতিপদিকস্ত পাঠাৎ সিদ্ধঃ । অতএব রক্ষিত  
আহ—“ভবতু প্রাতিপদিকসামর্থ্যাৎ ত্রীলিঙ্গ এব ভবচ্ছব্দস্ত সংবোধনমাত্রপরত্বম্”  
ইতি । অয়মংশয়ঃ—ভবচ্ছব্দস্ত সর্বনামস্ব ভবতি প্রাতিপদিকগ্রহণাৎ “উপিত্ত”

\* ‘শুণ্ডান্’ ইতি ল পাঠঃ

† ‘ভবতি’ ইতি ল পাঠঃ

‡ ‘পত্ন্যুঃ’ ইতি ল পাঠঃ

§ ‘বিধিজে’ ইতি ল পাঠঃ § ‘নসি’ ইতি ল পাঠঃ

ইতি ভীপ্ সিদ্ধ এবোত্যত্র গৌরাদৌ পঠিতস্ত ভবচ্ছকস্ত বৈবৰ্ণ্যং ত্রীষ এব  
সংবোধনমাত্রপরস্মিতি জ্ঞাপয়তীতি ।

নষেবং রক্ষিতেনৈব “যুগ্মদ্বন্দ্বোঃ ত্রীপুত্রপুংসকেষু তুল্যলিঙ্গস্বং সংবোধনমাত্র  
পরস্মাৎ যুগ্মদ্বন্দ্বোঃ একদ্বিবহুপরস্মাৎ তু সংবোধ্যলক্ষণায় । ন চ লিঙ্গলক্ষণা,  
আকাঙক্ষাহিতবাৎ” ইত্যুক্তম্ । তদ্বদ্বচ্ছকস্তাপ্যলিঙ্গত্বম্ প্রাপ্নোতীতি । মৈবং,  
দন্তোত্তরস্বাদিত্যলমতিবিস্তরেণ । যন্তু “স্মাস্মি বহ্মি বিছবাম্” ইতি শ্লোকব্যাখ্যা-  
নাবসরে কাব্যপ্রকাশিকাটীকাকারেণ ভাস্করেণোক্তং তদমূলমিতি নোপশ্যন্ত দৃষিতম্ ।  
অজ্ঞোপমসংস্কারঃ স্পষ্ট এব ॥ ৮২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা** ।—করীজ্ঞাপামিতি । হে গিরিসুতে !  
ভবতী উভাত্যাম্ উরুভ্যাং করীজ্ঞাণাং শুভাঃ কনককদলীকাণ্ডসমূহঞ্চ উজ্জ্বলম্  
উভাত্যাম্ উরুভ্যাং নির্জিত্য জাহ্নভ্যাম্ ঐরাবতকুন্তলমপি বিজিগো । কিচ্ছূভাত্যাং  
জাহ্নভ্যাম্ ? সুবৰ্ণলাভ্যাম্ । পুনঃ কীদৃগ্ভ্যাম্ ? পত্মার্হহাদেবস্ত প্রণতি-  
কঠিনাভ্যাম্ । উপসমনকালে ত্রীমতা ত্রীমত্যা জাহ্ননী গৃহেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং  
শঙ্কররূপস্ত শঙ্করাচার্য্যস্ত ন দোষায়ৈতি ॥ ৮২ ॥

**অমুবাদ** ।—হে গিরিসুতে ! তুমি উভয় উরু দ্বারা করীজ্ঞাদিগের শুভ-  
সমুদয় এবং কনককদলীবৃক্ষ-সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন  
ও সুবহু জাহ্নস্বয় দ্বারা ঐরাবত-কুন্তলকেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥

পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে,  
নিবর্জৌ তে জজ্ঞে বিষমবিশিখৌ বাঢ়মকৃত ।

যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-

নথাগ্রচ্ছদ্যানঃ সুরমু(ম)কুটশাঠৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

**সম্বলীকৃত-টীকা** ।—পরাজেতুং তিরস্কৃতং রুদ্রং হরং দ্বিগুণশর-  
গর্ভৌ দ্বিগুনীকৃতাঃ শরাঃ পঞ্চবাণাঃ গর্ভে যরোষ্ঠৌ । গিরিসুতে । পার্শ্বতি !  
নিবর্জৌ তুণীরৌ তে তব জজ্ঞে জজ্ঞাকাণ্ডৌ বিষমবিশিখাঃ পঞ্চবাণাঃ বাঢ়ং ক্রবন্  
অকৃত কৃতবান্ যদগ্রে যরোঃ নিবর্জরোরগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ দশানাং শরাণাং  
দ্বিগুনীতানাং পঞ্চানামিত্যর্থঃ তেবাং ফলাঃ অরোমুখানি পাদযুগলীনথাগ্রচ্ছদ্যানঃ  
পাদরোঃ প্রপদরোঃ যুগলী বিতরং তস্তা নথাগ্রাণাং দশানাং ছদ্ব ব্যাভৌ যেষাং তে  
সুরমকুটশাঠৈকনিশিতাঃ সুরাপাম্ ইজাদীনাং মকুটেষেব শাপেষু একং মুখাং  
বস্তী ভ্যাং তথা নিশিতাঃ উভৈজিতাঃ ।

অত্রেখং পদবোজনা—হে গিরিস্থতে ! বিষমবিশিখঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণ-  
শরগর্ভৌ নিষকৌ তে জজ্বে অকৃত বাচম্ । বদগ্রে পাদবুগলীনথাগ্রচ্ছদ্যানঃ স্র-  
মকুটশাণৈকনিশিতাঃ দশশরফলা দৃশ্তস্তে ।

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, জজ্বেযোঃ তুলীয়তয়া সম্ভাবনাৎ । অপহুবালঙ্কারঃ,  
নথাগ্রাণাং ফলধ্বেনাপহবাৎ । অনয়োরনুসৃষ্টিঃ, অপৃথক্স্থিত্যা প্রযোজ্যপ্রবোজক-  
ভাবাবগতেঃ । বিষমবিশিখো বাচমকৃতেত্যত্র অতিশয়োক্তিফলকারণঃ, গাধারণ-  
ব্রহ্মসৃষ্টিব্যাতিরিক্তধ্বেন প্রতীতেঃ । এতচ্চ পূর্বমেব স্পষ্টীকৃতং “কুচৌ সন্তোঃস্বিত্তং” \*  
ইতি শ্লোকব্যাখ্যাবসরে । অলঙ্কারেণ অলঙ্কারধ্বনিরপি, দ্বিগুণশরগর্ভৌ দশশর-  
ফলা ইতি পদদ্বয়েন পাদাবুগলীনাং শরাণাং চ অভেদাধাবাসায়প্রতীতেরিত্যলম্ ॥ ৮৩ ॥

• অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—পরাজেতুমিত্যাदि । হে গিরিস্থতে !  
তব জজ্বে বিষমবিশিখঃ কামঃ ক্রদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভৌ নিষকৌ তুণৌ  
বাচং দৃঢ়ং বধা স্ত্রাৎ তথা লুকৃত কৃতবান্ । কথং জায়তে ইত্যাহ—বদগ্রে  
পাদবুগলীনথাগ্রচ্ছদ্যানঃ নথব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃশ্তস্তে । কিম্বৃতাঃ ?  
স্রমকুটশাণৈকনিশিতাঃ ইন্দ্রাদীনাম্ মুকুটশাণেনাতিতীক্ষ্ণাঃ । এতেন তব  
জজ্বাদর্শনমাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ ।—হে পর্বতরাজপুত্রি ! নিশ্চয় কন্দর্প ক্রদ্রকে পরাজয়  
করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জজ্বাবয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সূদৃঢ়  
তুলীয়স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এরূপ নিশ্চয়ের কারণ এই যে, তোমার  
চরণযুগলের অগ্রভাগে নথাগ্ররূপ দশটি বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে । এই ফলা  
দেবগণের মুকুটশাণে সূশাণিত ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতীনাম্ বুদ্ধানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া,

মমাপ্যেভৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ ।

যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপ্তিজটাজুটটিনী,

যয়োঃ কালক্ষীররুণহর-† চূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।—শ্রুতীনাম্ নিগমানাম্ বুদ্ধানঃ শিরাসি বেদান্তা  
ইত্যর্থঃ । দধতি ধারয়ন্তি প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ । তব ভবত্যাঃ বৌ চরণৌ পাদৌ  
শেখরতয়া উত্তমতয়া । বধা—শ্রুতীনাম্ প্রতিবধুনাম্ বুদ্ধানঃ শ্রুতয়ঃ ভগবতীপাদাজম্  
উত্তমতয়া । বধোজম্—প্রতিবাক্যং শক্তিঃ প্রতি বসিষ্ঠেন :—

নমো দেবৈ মহালক্ষ্ম্য শ্রীরৈ নির্দৈ নমো নমঃ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানবেদকৈঃ পুঞ্জিতাভ্যুয়ে ॥

বেদকৈরিত্যত্র বেদানাং কৈঃ শিরোভিরিতি ।

নমস্ত্রিপুরসুন্দর্যৈ শিবায়ৈ বিশ্বমুর্তয়ে ॥ ইত্যাদি ।

এবংস্তুতা মহাদেবী শ্রুতিভিঃ প্রীতমানসা ।

প্রাহ তাং প্রতি তাদৃগ্ভিঃ বচোভিরমরেশ্বরী ॥

ইত্যাদি বসিষ্ঠসংহিতায়াম্ । মমাপি এতৌ চরণৌ মাতঃ ! জননি ! শিরসি মূৰ্দ্ধনি দয়য়া কৃপয় কৃপাবিষ্টচিত্তেনেত্যর্থঃ ধেহি নিধেহি চরণৌ পাদৌ যয়োঃ চরণয়োঃ সম্বন্ধি পাণ্ডঃ পাণ্ডঃ পাদনির্ণেজনজলম্ । যত্নপি পাণ্ডমিত্যুক্তে পাদসম্বন্ধঃ প্রতীয়তে তথাহপি পাণ্ডমিত্যুক্তে পাদ প্রকালনার্হং পাণ্ডমিত্যর্থতামাত্রপ্রতীত্যে বিশেষাকারেণ যয়োরিত্যন্তায়ঃ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্ । পশুপতিজটাজুটতটিনী পশুপতেঃ শিবস্ত জটাজুটে কপর্দে তটিনী গঙ্গা যয়োঃ চরণয়োঃ লাক্ষ্মীদেবীঃ লাক্ষ্মীদেবীঃ অরুণ-হরিচূড়ামণিরুচিঃ অরুণচাক্ষুঃ হরিচূড়ামণিচ কৌন্তভঃ তস্ত রুচিঃ রুচিমা ।

অর্থঃ—প্রণয়কোপশান্তয়ে প্রণতস্ত পশুপতেঃ জটাজুটবর্তিনী গঙ্গা পাদগ্র-বর্তিনী আসীদিতি গঙ্গায়াঃ পাণ্ডজলত্বং কথিতম্ । প্রতিদিনং সায়াংপ্রাতঃ সেবার্থং নমস্করণস্ত বিষ্ণোঃ মকুটখটিকৌন্তভমণেঃ স্বেতবর্ণস্ত লাক্ষ্মীদেবীপ্রসাদজন্তো-হরুণমেতি ধ্যেয়ম্ । [ গঙ্গাশোভিকৌন্তভমিতি স্মরণানুকূটেন কৌন্তভমণিঃ কিন্তু পদ্মরাগঃ । ইতি সং ]

অত্রৈখং পদযোজনা—হে জননি ! তব যৌ চরণৌ শ্রুতীনাং মূৰ্দ্ধানঃ শেখরতয়া দধতি । হে মাতঃ ! এতৌ চরণৌ মমাপি শিরসি দয়য়া ধেহি । যয়োঃ পাণ্ডঃ পাণ্ডঃ পশুপতিজটাজুটতটিনী যয়োঃ লাক্ষ্মীদেবীঃ অরুণহরিচূড়ামণিরুচিঃ ।

এতদ্ব্যক্তং ভবতি—ভগবত্যাঃ পাদাভ্যুজ্জিতয়স্ত বেদমূৰ্দ্ধানি সমাশিবমূৰ্দ্ধানি বিষ্ণুমূৰ্দ্ধানি সঙ্কার ইতি মূৰ্দ্ধসঙ্কারস্বাভাব্যমসি । অতো মম মূৰ্দ্ধস্তপি সঙ্কারতু পাদাভ্যুজ্জমিতি প্রার্থনাসামঞ্জস্যমিতি কবেরতিপ্রায়ঃ । যথা—প্রপঞ্চজনয়িত্র্যাঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ হরিবিরিক্টিপশুপতিবেদান্তাঃ পাদাভ্যুজ্জ শিরসি ধারয়ন্তি তদ্বির্ণেজনজলেণ পবিত্রিতগাত্রাঃ তদ্বহিরাঃ তদ্বদধিকারান্ ভজন্ত ইতি বৃক্যত এবতি । অত্র রূপকালঙ্কারঃ স্পষ্টঃ ॥ ৮৪ ॥

অন্যতানন্দকৃত-টীকা ।—শ্রুতীনামিতি । হে মাতঃ ! বৌত্তব চরণৌ বেদানাং শিরাসি শেখরতয়া শিরোভূষণেন দধতি বিজতি, এতৌ চরণৌ দয়য়া মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয় । চরণয়োঃ হিমানমাহ ।—যয়োঃ পাণ্ডঃ পাণ্ডঃ

পাদনির্দেশনং জলং পশুপতে: শিবস্ত জটাসমূহস্য নদী। গঙ্গাব্যাজেন তব পাদ-  
প্রকালনজলং পশুপতিধ্বজে ইত্যর্থঃ। যদৌলংকালস্মারলক্তকসম্পাৎ অরুণবর্ণা  
শিবচূড়ামণে: কান্তি:। মানিত্বা: স্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্ত শস্তোচ্চূড়ামণে: শুক-  
কটিকাভস্ত চন্দ্রস্ত লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাব:। অরুণহরিচূড়ামণিরিতি  
পঞ্চানন:। তত্র বিনয়পতিতস্ত হরেশ্চূড়ার: পদ্মরাগমণেরলক্তকসংযোগাঙ্গ্যাস্তরস্ত  
বা অরুণা কান্তিরিতি ভাব: ॥ ৮৪ ॥

**অম্বুবাদ।**—হে মাতঃ! স্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণ-  
রূপে মন্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া স্বদীয় সেই চরণদ্বয় আশীর মন্তকে  
অর্পণ কর। ঐ চরণযুগলের পাদোদক ভগবান্ পশুপতির জটাজুটবিহারিণী গঙ্গা,  
( জর্থাৎ পশুপতি তোমার পাদপ্রকালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধারণ করিতেছেন )  
এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তকপ্রভায় ভগবান্ চন্দ্রশেখরের চূড়ামণি-  
স্বরূপ চন্দ্রকলা অরুণবর্ণ হইয়া উঠে। [ ( ) বন্ধনীস্থিত অর্থ পরিত্যজ্য।  
লক্ষ্মীধরকৃত অর্থের অম্বুবাদ—আর ‘চন্দ্রশেখরের’ স্থলে ‘নারায়ণের’ হইবে, এবং  
‘চন্দ্রকলা’ স্থলে ‘কৌন্তভমণি’ লইবে ) ॥ ৮৪ ॥

হিমানীহস্তব্যাং \* হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ †

নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পর- ‡ ভাগে চ বিশদৌ।

প(ব)রং লক্ষ্মীপাত্রং ত্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং,

সরোজং ত্বংপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥৮৫॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—হিমানীহস্তবাং হিমাত্মা হিমসংহত্যা হস্তবাং  
নাশয়িতবাং হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ সর্বদা হিমগিরাবেব বসন্তাবিত্যর্থঃ। নিশায়াং  
শর্যধ্যাং নিদ্রাণং মুকুলিতং নিশি চরমভাগে চ বিশদৌ প্রসন্নৌ চেতনাশক্তে: তত্রৈবোৎ-  
পত্তেরিতি ভাব:। চকারাং দিবাহপি প্রসন্নাবিত্যর্থঃ। বরম্ ঐক্ষিতং লক্ষ্মীপাত্রং  
লক্ষ্ম্যা অধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ শ্রিয়ং লক্ষ্মীম্ অতিসৃজন্তৌ উৎপাদয়ন্তৌ সময়িনাং স্বভক্ত-  
নাম্। সময়স্বরূপং “ভবাধারে মূলে” † ইতি শ্লোকে নিরূপিতম্। সরোজং কমলং  
কর্ণাভূতং ত্বংপাদৌ জননি! হে মাতঃ! জয়ত: বিজয়েতে চিত্রং আশ্রব্যম্ ইহ  
অগ্নিরর্থে কিং ন কিমপীত্যর্থঃ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে জননি! হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ নিশি চরমভাগে

\* ‘হস্তীদং’ ইতি অছ্যাতপাঠ:।

† নিবাসৈকচতুরৌ ইতি ল পাঠ:।

‡ ‘নিশি চরম’ ইতি ল পাঠ:।

¶ ৪৭ শ্লো:।

চ বিশদো সম্মিমাং প্রিয়মতিস্বজন্তো ভৎপাদো হিমানীহস্তব্যাং নিশায়াং নিত্রাণং বরং  
লক্ষ্মীপাত্রং সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রং, আধিক্যন্ত ফুটক্কাতিভ্যর্থঃ ।  
অত্র ব্যক্তিরেকালঙ্কারঃ ফুটঃ ॥ ৮২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—হিমানীতি । হে জননি ! তব পাদো  
কর্তা সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্ । চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনেন তদেব  
জ্ঞয়তি । হিমানী ইদং সরোজং হস্তি । তব পাদো পুনঃ হিমগিরিতটাক্রোশেন  
পর্যটনেন মনোহরো । কমলং নিশায়াং নিত্রাণম্ । তব পাদো নিশি চ পন্নভাগে  
চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদো স্বচ্ছন্দরাগো । কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্ । তব  
পাদো সম্মিমাং সম্বন্ধে লক্ষ্মী স্বজন্তো হিমানীহস্তব্যাং ইতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র  
হিমাত্মা নাশ্রমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

**অনুবাদ।**—জননি ! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয়  
করিবে, তবিষয় আর বিচিত্র কি ? কারণ, কমল হিমানী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া  
থাকে, কিন্তু তোমার চরণকমলদ্বয় হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপর পর্যটনে  
( অভ্যন্ত ) অতীব সুকুমার । কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্তু তোমার চরণ-  
কমল দিবারাত্র সকল সময়েই স্বচ্ছন্দরাগযুক্ত । কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাস-  
স্থান, কিন্তু তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্ষ্মীলাভ করিয়া থাকেন ।  
সুতরাং সর্বদাশেই হীন কমল যে স্বর্গীয় চরণকমলের নিকট পরাজিত হইবে,  
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ৮৫ ॥

নমোবাচঃ \* ক্রমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-

স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় ফুটক্কাচিরসালজ্ঞকবতে ।

অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে,

পশুনামীশানঃ প্রমদবনক্কেল্লিতরবে ॥ ৮৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—নমোবাচঃ নম ইতি বাক্যম্ । নমোবাক-  
শব্দো নিপাতনাং সাধুঃ । ক্রমঃ বদামঃ নমস্কর্ষ ইত্যর্থঃ । নয়নরমণীয়ার নেত্রয়োঃ  
প্রিয়করায় পদয়োঃ চরণয়োঃ তব অস্মৈ পরিদৃশ্যমানায় দ্বন্দ্বায় যুগ্মায় ফুটক্কাচি-  
রসালজ্ঞকবতে ফুটক্কাচয়ে ফুরংপ্রভায় রসালজ্ঞকবতে সার্জালজ্ঞকায় বিশেষণসমাসঃ ।  
অসূয়তি ঈর্ষ্যতি অত্যন্তং নিতরাং যদভিহননায় যেন পদযুগেন অভিহননং তাড়নং

তন্মৈ অভিহননং ন সহত ইত্যর্থঃ । অশোকচরণাহতিব্যক্তপুংসু ইতি দোহদ-  
কৌতুকে । স্পৃহয়তে স্পৃহাং কূৰ্হতে পশুনামীশানঃ পশুপতিঃ প্রেমদবনকঙ্কলিত-  
রবে প্রেমদবনম্ উদ্ভানবনং তত্র কঙ্কলিতকরশোকঃ তন্মৈ । ‘অন্থয়তি’ ‘স্পৃহয়তে’  
উভয়ত্র “ক্রুধক্রুহ” ইত্যাদিনা “স্পৃহেরীক্ষিতঃ” ইত্যানেন চ সংপ্রদানে চতুর্থী ।

অত্রেখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! তব নয়নরমণীয়ায় স্মৃটকৃচিরগলককবতে  
পদয়োয়ন্যৈ হৃদ্যায় নমোবাৎস ক্রমঃ পশুনামীশানঃ যদভিহননায় স্পৃহয়তে প্রেমদবন-  
কঙ্কলিতরবে অত্যন্তম্ অন্থয়তি ॥

প্রণয়কলহসময়ে অশুগ্রহাণ্য পাদাঘাতো ন কস্তাপি সংভাব্যত ইতি অচেতন-  
বস্তনোহপি কঙ্কলিতরোঃ কথং শ্রাদিতি তত্রৈবান্থয়া নাত্ত্বেরিতি ভাবঃ । অনেনা-  
ত্যন্তং পাতিব্রত্যাং পূৰ্ব্বত্যাঃ প্রতিপাদিতম্ । এতাদৃশং পাতিব্রত্যাং লক্ষ্মীসরস্বত্যো-  
নাস্তীতি ধ্বজ্যতে ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ পশুপতেরীর্ষ্যায়াঃ অসংবন্ধেহপি সম্বন্ধকথনাদভেদাধা-  
বসায়প্রতীতেষ ॥ ৮৬ ॥ \*

**অচ্যুতামন্দকৃত-টীকা ।**—নমোবাচমিত্যাदि । অন্মৈ তব চরণয়ো-  
হৃদ্যায় নমোবাচ ক্রমঃ নমস্করোমি । কথন্তুভ্য ? নয়নরমণীয়ায় ব্যক্তকাস্তিত্রবীভূতা-  
লক্তকযুক্তায় । যন্ত চরণবস্ত্র অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাহুতে প্রেমদবনস্ত  
কঙ্কলিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশুনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তম্ অন্থয়তি বেষ্টি । অগ্নিন্  
কঠিনম্ অশোকবৃক্ষে অভিকোমলপাদয়োর্বিক্রেপাৎ কদাচিদ্বাথা জায়ত ইতি  
ভাবঃ । অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে ক্লতে সতি কামিনীনাং কামো বর্ধতে । তথা  
চ কামশাস্ত্রে—“পাদাঘাতাদশোকো বদনমদিয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ” ইত্যাদি ।  
অতএব কালিদাসঃ,—“রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কাস্তঃ, প্রত্যাসন্নৌ  
কুরুবকবৃন্তেঋধবীমণ্ডপস্ত । একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্তো  
বদনমদিয়াং দোহদচ্ছন্নাতাঃ ॥” নমো বা কিং ক্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ ॥ ৮৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মাতঃ ! প্রেমদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার চরণযুগলের  
প্রহারলাভে ইচ্ছুক হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি ( কঠিন বৃক্ষে পদঘর বিক্ষেপ করিলে  
পাছে ঐ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায় ) একান্ত অন্থয়াপন্নবশ হইলেন,  
বাহা ত্রবীভূত অলক্তকরসে কমলীয় কাস্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া  
সেই নয়নরমণীয় চরণযুগলে ঐগিপাত করিতেছি । [ ( ) বন্ধনী মধ্যস্থিত ভাব  
লক্ষ্মীধরলম্বত নহে ] ॥ ৮৬ ॥



মৃষা কৃষ্ণা গোত্রস্থলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং,  
 ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং \* তাড়য়তি তে ।  
 চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা,  
 তুলাকোটিকাণৈঃ কিলিকিলিতমীশানরিপুণা ॥৮৭॥

**লক্ষ্মীধনকৃত-টীকা।**—মৃষা অকস্মাদেব কৃষ্ণা গোত্রস্থ স্থলনং নাম  
 নায়িকায়ানমুরাগং প্রকটয়তন্তৎসমীপ এব প্রমাদাৎ নায়িকান্তরাবিষ্টচিত্তস্ত তন্মামো-  
 চ্চারণম্ । অথ গোত্রস্থলনানস্তরং বৈলক্ষ্যনমিতং বৈলক্ষ্যেণ ইতিকর্তব্যতামোচোন  
 নমিতম্ । অত্র নমিতমিতি বৈলক্ষ্যপ্রাধাত্যাং বৈলক্ষ্যেণৈব নমিতঃ ন তু স্বয়ং  
 বৈলক্ষ্যায়মিতঃ । অত্যাংকৃষ্টং বৈলক্ষ্যমাসীদিতি নমিতশব্দং প্রযুজ্যানশ্চ ভাবঃ ।  
 ললাটে নিটিলপ্রদেশে ভর্ত্তারং পশুপতিং চরণকমলে পাদাষুজে তাড়য়তি সতি সতি  
 চরণকমলেন ভর্ত্তুল্লাটং তাড়িতবত্যাং ভবত্যা মিতার্থঃ । ললাটতাড়নং ভর্ত্ত-  
 পর্ষাৎ গচ্ছতীতি ভর্ত্তারং তাড়য়তীত্যুক্তিরাজসীতি এতাদৃশপ্রয়োগাঃ মহাকবি-  
 প্রয়োগাং সঙ্কদয়ঙ্কদয়াক্লাদকাঃ । তে তব চিরাৎ চিরকালমস্থ্যতম্ অস্তঃশল্যং  
 হৃদয়শল্যং বৈরমিতার্থঃ । দহনকৃতং নয়নাগ্নিনা প্লোষণকৃতং উন্মূলিতবতা তুলাকোটি-  
 কাণৈঃ তুলা নুপুংস তস্ত কোটয়ঃ অগ্রাণি । তৈরস্বর্গতা মণয়ঃ সূত্রঘণ্টাদয়ঃ  
 লক্ষ্যস্তে । তেষাং কাণৈঃ শিজ্জিতৈঃ কিলিকিলিতম্ । কিলিকিলেত্যমুকরণং  
 বিজয়িনঃ সুপ্রসিদ্ধম্ । কিলিকিলিরব. কৃত ইত্যর্থঃ । ঈশানরিপুণা মন্থথেন ।  
 মন্থথশ্চ ঈশানং প্রতি রিপুংস তদা সিদ্ধমিতি ভাবঃ ।

**অত্রেখং পদযোজনা**—হে ভগবতি ! মৃষা গোত্রস্থলনং কৃষ্ণা অথ বৈলক্ষ্যনমিতং  
 ভর্ত্তারং তে চরণকমলে ললাটে তাড়য়তি সতি ঈশানরিপুণা চিরাৎ দহনকৃতম্  
 অস্তঃশল্যং উন্মূলিতবতা তুলাকোটিকাণৈঃ কিলিকিলিতম্ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, তুলাকোটিকাণানাং কিলিকিলিতধ্বনিধ্বনাধাবসানাং  
 ভেদে অণেননিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ ॥ ৮৭ ॥ †

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—মৃষা ইতি । গোত্রস্থলনং মৃষা কৃষ্ণা  
 কুলধর্মস্থলনং ন ভবেদিতি কৃষ্ণা তব চরণযুগলং ভর্ত্তারং ললাটে তাড়য়তি । “গোত্রং  
 নায়ি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ ।” ভর্ত্তারং কিস্তৃতম্ ? বৈলক্ষ্যনমিতং বিশেষছদ্ম-  
 তয়া নমিতং লজ্জাধোমুখম্ । “বৈলক্ষ্যং ছলিসম্বৃতম্” ইতি ধরণিঃ । অথ  
 এতদ্বিয়েব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিকাণৈঃ নুপুংসকমলে কিলিকিলিত

চীৎকারিতম্। কিন্তু তেন কামেন? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যাম্  
উন্মূলিতবতা উৎখাতয়তা। অতএব অত্য়াপি অশ্বদেদীয়া-বিবাহদিবসে বরাগমন-  
মাত্রেন ছদ্মনা কস্তামানীয় লগাটে চরণপ্রহারং কারয়িত্বা গৃহাত্যস্তরং নয়েদिति  
দেশাচারঃ ॥ ৮৭ ॥ •

**অনুবাদ।**—ভগবান্ পশুপতি ( রহস্ত করিবায় অভিপ্রায়ে ) অন্ত কোন  
রমণীর নাম উচ্চারণ পূর্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও  
অপ্রতিভ হওয়াতে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার লগাটে পদাঘাত করিয়াছিলে,  
তৎকালে তোমার নুপুরধ্বনি হইয়াছিল ; সেই নুপুরধ্বনি শ্রবণে অস্থিমিত হইল  
যে, হরবৈরী মদন পূর্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চির-নিহিত  
যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন সে উচ্চৈঃস্বরে  
আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। [ ( ) বন্ধনী স্থানে ‘সহসা’ অর্থ লক্ষ্মীধর-  
সম্মত ] ॥ ৮৭ ॥ •

পদন্তে কান্তীনাং \* প্রপদমপদং দেবি বিপদাং,  
কথং নৌতং সন্দিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্ ।  
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা,  
তদাদায় † শস্ত্রং দৃশ(য)দি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—পদং স্থানং তে তব কীর্তীনাং যশসাং প্রপদং  
পাদাগ্রম্ অপদম্ অস্থানং দেবি ! ত্রোতনশীলে ! ভগবতি ! বিপদাম্ আপদাং  
কথং কথংকারং নৌতং প্রাপিতং সন্দিঃ কবীন্দ্রেঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কঠিনস্ত  
কমঠীকর্পরস্ত কূর্মগৃষ্ঠকপালস্ত তুলাং কথং বা কথংকৃত্বা বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাম্  
উপযমনকালে বিবাহসময়ে পুরভিদা সদাশিবেন যৎ পদম্ আদায় গৃহীত্বা শস্ত্রং ক্ষিপ্ত্ব  
দৃষদি উপলদ্ধাধারভূতা শিলা দৃষৎ উপলং হরিদ্রাদিদ্রবাস্ত পেয়ংগিকা শিলা। তদা-  
ধারভূতা শিলা দৃষৎ। সা বিবাহসময়ে অশ্বস্থাপনাদুচ্চানার্থং পাত্রেচ্ছেন প্রযুক্তা।  
তস্তাং দৃষদি দয়মানেন দয়াবতা মনসা। দয়াং বিহার্যতিমুদ্রলং পাদাঘুজং দৃষদি  
কথং স্থাপিতং শব্দুনা। অমৃতস্তম্বিনীভিঃ বাধিলাসৈঃ কবীন্দ্রাঃ কমঠপৃষ্ঠেন  
তুল্যতয়া কথং বর্ণয়ন্তি। এতদুভয়মযুক্তমিত্যর্থঃ।

অত্রৈবং পদযোজন—হে দেবি। কীর্তীনাং পদং বিপদামপদং তে প্রপদং

সক্তিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্ । দয়মানেন মনসা পুরতিদা উপযমন  
কালে বাহুভ্যাং যদাদায় কথং বা দৃষদি শ্রুতম্ ।

অত্রানুবাদম্বলকারো ধ্বজতে ; সদৃশান্তরনিবেধাৎ অসদৃশস্ত পাদাবুজবস্তনঃ  
স্বয়মেব স্বস্ত তুল্যমিতি প্রতীতে: ॥ ৮৮ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপ-টীকা।**—পদস্ত ইতি । হে দেবি ! তে তব  
প্রপদং পদাং সক্তিঃ পণ্ডিতৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্ । কুর্ষুকর্পরা-  
ক্লতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং জ্ঞীণাং প্রশস্তত্ব ইতি ভাবঃ । কিন্তুতম্ ? কাস্তীনাং পদং  
বিপদাম্ অলপম্ অস্থানম্ । কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতসা  
পুরতিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি শ্রুতম্ অর্পিতম্ । অতিকোমলস্ত  
তব পাদাগ্রস্ত কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুক্ত্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবি, তোমার চরণাগ্রভাগ লাভণ্যের (লক্ষ্মীধর মতে  
'কৌণ্ডিন') আকর, ও বিপদ-নিবারক, কবিগণ, কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত সেই  
চরণের উপমা দেন কিরূপে ? সদয়চিত্ত শিব বিবাহকালে বাহুগুণ দ্বারা ধারণ  
করিয়া তাহা শিলার উপরে স্থাপন করিলেনই বা কিরূপে ? অর্থাৎ কুর্ষপৃষ্ঠের  
ত্রায় চরণপৃষ্ঠ হইলে, তাহা সৌভাগ্যস্বচক, কবিগণ তদনুসারে, রমণীচরণপৃষ্ঠের  
বর্ণনায় কুর্ষপৃষ্ঠের তুলনা দেন, কিন্তু কুর্ষপৃষ্ঠ লাভণ্যহীন ও কঠিন, তোমার চরণের  
তুলনা তাহাতে হইতে পারে না । কুশঙ্কিকার সময়ে নববধূকে বর ধারণ করিয়া  
শিলাতে আরোহণ করাইয়া থাকেন, কিন্তু তোমার ঐ কোমল, চরণকে করুণাময়  
শিব কেমন করিয়া কঠিন শিলার স্থাপন করিলেন, ইহাতে তাঁহার দয়ায় আঘাত  
লাগিল না ! ॥ ৮৮ ॥

নঠৈর্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-

স্তরুণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ ।

কমলানি স্বস্থেভ্যাঃ \* কিশলয়করাগ্রেণ দদতোং,

দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহায় দদতো ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীধররূপ-টীকা।**—নঠৈঃ নথৈঃ নাকস্ত্রীণাং সুরাজনানাং  
শচ্যাদীনাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ করা এব কমলানি তেষাং সঙ্কোচে মুকুলী-  
ভাবে, শশিনঃ চন্দ্রাঙ্ককাঃ পাদদর্শনবেলায়াং নথকাস্তয়ঃ চন্দ্রকিরণা ইব তৎকরান্  
মুকুলয়ন্তি সাজলিবদ্ধান্ কুবন্তি । তরুণাং বৃক্ষাণাং দিব্যানাং দিবি ভবানাং

'বার্ষিক্যঃ' ইতি অচ্যুতানন্দসম্বন্ধঃ পাঠঃ ।

হসতঃ। তরুণাং হসতঃ ইতি কর্মণি যষ্টী। হসন্তৌ ইব তে তব চণ্ডি ! ভগবতি !  
চরণৌ ফলানি স্বস্থেভ্যঃ স্বর্গস্থেভ্যঃ অণচ ধনবদ্ভ্যঃ এব ন তু দরিদ্রেভ্য ইতি  
বিশেষণবশাৎ প্রতীয়তে। কিসলয়করাগ্রেণ কিসলয়া এব করাঃ তেভ্যঃ অগ্রং তেন।  
দদতাং দিশতাং দরিদ্রেভ্যো দীনেষ্যশ্চ ভদ্রাম্ অমন্দাং শ্রিয়ম্ লক্ষ্মীম্ অনিশং সর্বদা  
অহ্মায় শীঘ্রং দদতো।

অয়মর্থঃ—কল্পবৃক্ষাঃ কিসলয়করৈঃ স্বস্থেভ্যঃ এব আশামুসারেণ শনৈঃ শনৈঃ  
ফলং দদতি। তে পাদাশুভং তু স্বস্থেভ্যো দরিদ্রেভ্যশ্চ শীঘ্রং ভদ্রাং শ্রিয়ং দদাতীতি  
ব্যতিরেকঃ।

অত্রেথং পদযোজন—হে চণ্ডি ! কিসলয়করাগ্রেণ স্বস্থেভ্যঃ এব ফলানি  
দদতাং দিব্যানাং তরুণাং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ম্ অনিশমল্যং দদতো তে চরণৌ  
নাকঙ্কীণাং করকমলসঙ্কোচশিভিঃ নৈথৈঃ হসত ইব।

অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুট এব। স চ স্বস্থেভ্য ইত্যত্র শ্লেষানুপ্রাণিত ইত্যমু-  
সন্ধেয়ম্ ॥ ৮৯ ॥

**লক্ষ্মীধররূপত-টীকান্নুবাদ**।—হে চণ্ডিকে, দিব্যতরু  
অর্থাৎ কল্পবৃক্ষগণ এই পাত্র-রূপ করাগ্র দ্বারা স্বস্থ- ( স্বর্গবাসী, অপার অর্থ, ধনী )  
দিগকেই অভীষ্ট প্রদান করেন, আর আপনায় চরণযুগল দরিদ্রদিগকেও সদা-  
সর্বদা সমৃদ্ধি দান করেন। এ কারণে সুররমণীগণের করকমল মুদ্রেণ চক্রেভূলা  
নখর কিরণে সেই চরণযুগল যেন দিব্যতরুগণের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে-  
ছেন। তাৎপর্য্য এই, কাব্যো হাস্ত শুভবর্ণরূপে, বর্ণিত হয়। ভগবতীর চরণ-  
নখরের কান্তি শুভ, উহা কল্পবৃক্ষের প্রতি উপহাসসূচক হাস্তেরই বর্ণ। অর্থাৎ  
সেই চরণ কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯ ॥

**অচ্যুতানন্দরূপত-টীকা**।—নৈথৈরিতি। হে চণ্ডি ! তব চরণৌ  
দিব্যানাং তরুণাং নৈথৈঃ হসত ইব। নৈথৈঃ কিম্বুতৈঃ ? দেবজীকরণমুদ্রাসুটীকরণ-  
চক্রেঃ। তরুণাং কীদৃশাম্ ? স্বার্থিভ্যঃ কিসলয়করাগ্রেণ ফলানি দদতাম্।  
চরণৌ কিম্বুতৌ ? অহ্মায় বাটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যঃ শ্রিয়ং দদতো  
কল্পবৃক্ষাদপ্যভীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে চণ্ডি ! সুরলোকস্থিত কল্পবৃক্ষসমূহায় কিসলয়রূপ  
করাগ্র দ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; তোমার এই  
চরণদ্বয়ও দরিদ্র ভক্তদিগকে সর্বদা অসামান্ত সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদান করে। এই  
কারণে সুররমণীগণ তোমার বে নখরূপ স্ফুটনিকট করকমল মুদ্রিত

করিয়া কৃতঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকেন, সেই নথ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্প-  
বৃক্ষদ্বিগ্ধকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, তোমার চরণ-  
যুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অতীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে।  
স্বখাংশু-দৰ্শনে কমল যেমন মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নথস্বখাংশু দৰ্শনমাত্র  
সুরললনাদিগের কল্পকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং,

পিব্যেয়ং বিভাৰ্থী তব চরণনির্গেজনজলম্ ।

প্রকৃত্যা মূকানাংমপি চ কবিতাকারণতয়া,

যদা \* ধত্তে বাণী মুখকমলতান্মূলরচনাম্ † ॥ ৯০ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—কদা কালে জন্মপ্রভৃত্যবসানপর্যন্তে ইতি  
শেষঃ। মাতঃ! জননি! কথয় সম্যগুপদিশ \*কলিতালক্তকরসং কলিতঃ  
ধৃতঃ অলক্তকরসঃ লাক্ষারসঃ উপদিষ্টো লাক্ষারসঃ যাবকং বা যেন তৎ, জ্ঞীণাং  
পাদাধরোষ্ঠরঞ্জনার্থম্ অলক্তকদ্রবম্ উপদিহস্তুি সৈরিক্ৰিয়াঃ। পিব্যেয়ং প্রার্থনায়ঃ  
লিঙ্। বিভাৰ্থী বিভাঃ অর্থয়ত ইতি বিভাৰ্থী। যদা—অর্থঃ প্রয়োজনমস্ত অর্থী  
বিভাভিঃ অর্থীতি। অত্র রক্ষিত আহ—অর্থশব্দান্বয়ার্থে ইনিপ্রত্যয় ইতি। অতএব  
“তেনার্থবান্ লোভপরান্মুখেন” ইতি কালিদাসেন মতুবেব প্রযুক্তঃ। মাঘে  
“নিভাস্তমর্থিনঃ” ইতি গিনিরেব। “অর্থী সমর্থো বিদ্বান্” ইত্যাদাবপি গিনিরেব।  
অতএব পূৰ্ব্বব্যাখ্যেয় সমীচীন। তব ভবত্যাঃ চরণনির্গেজনজলং চরণয়োঃ  
পাদয়োঃ নির্গেজনজলং পাত্তোদকং প্রকৃত্যা স্বভাবেন মূকানাম্ অপি বিরোধে  
চকারঃ শব্দাচ্ছেদে। কবিতাকারণতয়া কবিতায়াঃ হেতুতয়া কদা ধত্তে বাণীমুখ-  
কমলতান্মূলরসতাং বাণ্যাঃ সরস্বত্যাঃ মুখকমলে যন্তান্মূল-রসঃ তন্ত ভাবতন্তা তাম্।

**অনুব্রুবঃ**—ভগবতীপাদারবিন্দনির্গেজনজলং সালক্তকং কবিতাহেতুঃ কবী-  
ধরস্ত কদনে স্থিতঃ সরস্বতীতান্মূলরস ইব প্রত্যক্ষং ভাতি। স তু কবীধরঃ পুস্তাব-  
মাপন্নসরস্বতীবাভাভীতি।

**অদ্বৈতং পদযোজনা**—হে মাতঃ! তব কলিতালক্তকরসং চরণনির্গেজনজলঃ  
বিভাৰ্থী অহং কদা কালে পিব্যেয়ং কথয়। তচ্চ প্রকৃত্যা মূকানাম্ অরেভুমূকানাং  
কঙ্কুং শ্রোতুম্ অশিক্ষিতানামপি চ কবিতাকারণতয়া বাণীমুখকমলতান্মূলরসতাং  
কদা ধত্তে।

অত্রৈদম্ অগ্নসংক্লেবম্—ভগবৎপাদৈঃ অনেভুম্কেভ্যঃ লঘুচৰ্চ্চাস্তোজ্জ্বলং হস্তমন্তক-  
সংযোগমহিয়া অবাচি । তস্মাহিয়া ভগবতী পাদারবিন্দনির্গেজনজলং তস্মখে দত্তবতী ।  
তস্মিনির্গেজনজলং পুনঃ প্রার্থয়ত্যাচার্য্যঃ । অনেন সামীপ্যমুক্তিকদিতা । তদ্বিশেষাম্-  
ত্তরম্নৌকে বিবরিষ্ঠানঃ । চরণনির্গেজনজলমিতি বদতা সমগ্নিমতমেবোক্তং, কোল-  
মতে ভূজগাকারেণৈব দেব্যা অবস্থানাং চরণনির্গেজনজলস্তাভাবাৎ সহস্রকমল এব  
চরণনির্গেজনজলমিতি পূৰ্ব্বেমেব বহুধা প্রপঞ্চিতম্ । অতএব—

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলাস্তবিলিতৈঃ

প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরতিরসাম্মায়মহসঃ ॥ \*

ইতীদমৰ্ছং সময়মতপ্রতিপাদকম্ ।

অবুপা স্বাং ভূমিং ভূজগনিভমধুষ্টবলয়ং

স্বমাআনং কৃষ্টা স্বপিষি কুলকুণ্ডে বিহরিণি ॥ †

ইতীদমৰ্ছং কোলমতপ্রতিপাদকমিতি বিবেকঃ ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চরণনির্গেজনালঙ্করসমস্ত সরস্বতীতাম্বুলরসঞ্চেনাধ্যব-  
সানাৎ । সময়িনঃ সাক্ষাৎসরস্বতীস্বরূপঞ্চেনাধ্যবসানাচ্চ উৎপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যাঃ  
সঙ্করঃ ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।—মাতঃ ! বিদ্বার্থী আমি  
জীবনের কোন্ সময়ে আপনার অলঙ্করসমিশ্রিত চরণামৃত পান করিতে সমর্থ  
হইব, বলিয়া দাও । আজন্ম মুক-বধিরেরও কবিস্বস্পাদন-হেতু বলিয়া ঐ  
চরণামৃত কোনও সময়ে সরস্বতীবদনকমলে তাম্বুলরস সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে ।  
অর্থাৎ অলঙ্করসমিশ্রিত ভবদীয় চরণামৃতপানে বিদ্বার্থী ভক্ত, কোনও সময়ে  
তাম্বুল-রসসম্বন্ধিত-মুখকমলা সাক্ষাৎ সরস্বতীর ত্রায় বিদ্বা ও কবিস্বের আকর হইয়া  
থাকে ॥ ১০ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—কদা কাল ইত্যাদি । হে মাতঃ !  
কদা কালে কস্মিন্ সময়ে তব চরণনির্গেজনজলীং চরণোদকং বিদ্বার্থী জ্ঞানার্থী অহং  
পিবেরং তৎ কথং জ্ঞাহি । কিম্বুতম্ ? কলিতঃ ব্যক্তীভূতঃ অলঙ্করসঃ যত্র । যৎ  
পাদোদকং বাণী কর্ত্তী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমুকানাং ন তু কারণান্তরমুকানাং  
মুখকমলতাম্বুলরচনাম্ আধস্তে আদধাতি । যৎ পীড়া স্বভাবমুকোহপি মহাকবি-  
ভবতীতি ভাবঃ । যদাদস্তে বাণী মুখকমলতাম্বুলরসতামিতি কুদ্রাপি পাঠঃ । তত্র  
তাম্বুলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী গৃহীতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! কবে আমি জ্ঞানার্থী হইয়া অলঙ্করসমিশ্রিত তোমার চরণোদক পান করিব, তাহা বল । এই চরণোদক পান করিলে মুক ব্যক্তিও অপূৰ্ণ কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্‌দেবী নিজ মুখ-কমলস্থিত তাম্বূলচ্ছলে ঐ চরণোদক গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥

পদত্য়াসক্রীড়াপরিচয়মিবালকু \* মনস-

শচরন্তস্তে খেলং † ভবনকলহংসা ন জহতি ।

স্ববিক্ষেপে ‡ শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-

চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ ॥ ৯১ ॥ §

**লক্ষ্মীধরব্রহ্মত-টীকা।**—পদত্য়াসক্রীড়াপরিচয়ং পদয়োৰ্ভাসঃ পদত্য়াসঃ তস্মিন্ ক্রীড়া বিনোদঃ তস্ত পরিচয়মিব অভ্যাসমিব । ইবশব্দঃ সম্ভাবনাবচনঃ নূনমিত্যর্থঃ । আরকু মনসঃ সংপাদয়িতুকামাঃ স্বলন্তঃ স্বলদগতয়ঃ তে তব খেলং খেলনং বিলাসং সঞ্চায়ং ভবনকলহংসাঃ ভবনে পরিপোষিতাঃ কলহংসাঃ হংসবিশেষাঃ ন জহতি ন পরিত্যজন্তি হৃদহুসরণং ন কদাচিদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ । অতঃ কারণাৎ তেবাং কলহংসানাং শিক্ষাং খেলনশিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিতচ্ছলাৎ মণিমঞ্জীরো মণিপ্রধাননুপুরঃ স চাসৌ সুভগঃ রম্যতয়ঃ, যদ্বা—সুভগৈঃ মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ যুক্তঃ মঞ্জীরঃ তস্ত মঞ্জীরস্ত রণিতানাং শিক্ষিতানাং ছলাৎ ব্যাজাৎ আচক্ষাণম্ উপনিশং চরণকমলং পাদাম্বুজং চারুচরিতে ! শোভনগমনে !

অত্রৈখং পদযোজন।—হে চারুচরিতে ! পদত্য়াসক্রীড়াপরিচয়ম্ আরকু মনসঃ ভবনকলহংসাঃ স্বলন্তঃ তে খেলং ন জহতি ; অতঃ চরণকমলং সুভগমণিমঞ্জীর-রণিতচ্ছলাৎ তেবাং শিক্ষাং আচক্ষাণমিব ।

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ,—মঞ্জীররণিতানাং শিক্ষাবচনাঅতয়া সম্ভাবনাৎ । পূৰ্ব্বার্কে অতিশয়োক্তিঃ, ভবনকলহংসানাং স্বাভাবিকে পোষকজনাহুসরণে পদত্য়াসক্রীড়া-পরিচয়ার্থেইহ অধ্যবসানাৎ অসংবন্ধে সংবন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিঃ । উভয়োরলঙ্কার-ভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৯১ ॥

**লক্ষ্মীধরব্রহ্মত-টীকার অন্যানুবাদ।**—হে চারুগমনে, আপনার গৃহপালিত কলহংসগণ, আপনার চরণবিষ্ণাসভঙ্গীশিক্ষার আশায় স্বলিতগমনে অহুসরণ করিতে বিরত হইতেছে না, আপনার চরণকমলও উৎকৃষ্ট মণিনুপুর-রণৎকারচ্ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানেও তৎপর ॥ ৯১ ॥

\* 'বিকারকু' ইতি ল পাঠঃ ।

† 'অতস্তেবাং' ইতি ল পাঠঃ ।

‡ 'স্বলন্তস্তে খেলং' ইতি ল পাঠঃ ।

§ 'চরিতে' ইতি ল পাঠঃ ।

§ ৯২ ল য় পু ।

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—পদভাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজ-  
হংসা থে আকাশে অলম্ অত্যর্থঃ চরন্তোহপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি।  
কিস্তুতাঃ? পাদবিভ্রাসরূপকীড়ায়াং পরিচরণং আশঙ্কুমনস ইব পাদবিভ্রাসকীড়াং  
জাতুকামা ইব। চরণকমলং কিস্তুতম্? স্ববিক্ষেপে আত্মনো গমনে স্তম্ভমগ্নিনুপূর-  
শব্দচ্ছলাৎ শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিরন্তং তব  
পাদানুযায়িনোহপি ঈদৃক্ লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ) আকাশমার্গে  
বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াও পাদবিভ্রাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ  
হয়, তোমার চরণ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন  
ঐদৃশ চরণকমলও যেন স্তম্ভনোহর গণিময় নুপূরের শব্দচ্ছলে তাহাদিগকে উচৈঃস্বরে  
পদে পদে পদবিভ্রাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ১১ ॥

অরালা কেশেযু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে,  
শিরীষাভা গাত্রে \* দৃশদিব কঠোরা † কুচতটে।

ভৃশং তস্মী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে, ‡

জগত্রাতুং শস্তোৰ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা ॥ ১২ ॥ ৭।

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—অরালা বক্রা কেশেযু নান্তত্রেত্যর্থঃ  
প্রকৃতিসরলা প্রকৃত্য স্বভাবেন সরলা লক্ষ্মী মন্দহসিতে মন্দাস্মিতে শিরীষাভা শিরীষ-  
কুসুমভাভা অতিমৃদীত্বার্থঃ। চিত্তে অন্তঃকরণে দৃষত্বপলশোভা দৃশদিবঃ উপলঃ  
শেষণিকা দৃষত্বপল ইতি পূর্বমেবোক্তং তন্ত্বেব শোভা বস্তাঃ সা কুচতটে স্তনতটে  
ভৃশম্ অত্যর্থঃ তস্মী কৃশা মধ্যে বলয়ে পৃথুঃ স্থলা উরসিভারোহবিষয়ে স্তনবিষয়ে  
নিভষবিষয়ে চ। বিষয়শব্দঃ স্থলবাচী। জগৎ প্রপঞ্চং ত্রাতুং রক্ষিতুং শস্তোঃ  
সদাশিবস্ত জয়তি অহমেবেতি ক্ষুরতীত্বার্থঃ। করুণা কৃপাস্থিকা কাচিং অনির্বাচ্য  
অরুণা। অরুণাখ্যা শক্তিঃ। যথা—অরুণবর্ণা কাচিং করুণা কৃপা করুণারাম্  
অরুণারোপাৎ মূর্ত্তা করুণেব ভাতীতি বাক্যার্থঃ। অরুণাখ্যা শক্তিরর্থাদবগতা।

অত্রোৎপন্নপদবোজন—শস্তোঃ কাচিং কেশেযু অরালা মন্দহসিতে প্রকৃতিসরলা  
চিত্তে শিরীষাভা কুচতটে দৃষত্বপলশোভা মধ্যে ভৃশং তস্মী উরসিভারোহবিষয়ে পৃথুঃ  
অরুণা করুণা অগৎ ত্রাতুং জয়তি।

অত্র কামেধ্ব্যাস্তাঃ অরুণাকরুণাশব্দভায়াং নিগীৰ্ঘ্যার্থবসানাং অভিধায়োক্তিঃ ॥১২॥

\* 'চিত্তে' ইতি ল পাঠঃ।

† 'দৃষত্বপলশোভা' ইতি ল পাঠঃ।

‡ 'পৃথুরসিভারোহবিষয়ে' ইতি ল পাঠঃ।

৭। ১০ ল মু পু।



**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার অন্যানুবাদ।**—কুণ্ডলে বক্রতা, যুগ্ম-হাস্তে স্বাভাবিক সরলতা, মনে অতীব কোমলতা, স্তনমণ্ডলে পেষণী শিলাতুল্য সৌন্দর্য্য (কঠিনতা), কটিতটে অতি ক্ষীণতা এবং স্তন ও নিতম্বে স্থলতা—সীহার আছে, সদাশিবের অনির্কচনীয় করুণারূপ সেই অরুণা; জগন্নাথ রক্ষার জন্ত আত্মস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্য্যমুক্তা। রূপস্থানির্কচনীয়ত্বমাহ অরালা ইতি। শব্দোঃ শিবস্ত কটিং অনির্কচনীয়্য করুণা রূপারূপা অরুণবর্ণা। মূর্ত্তিজগদ্ধাতুং জগতাং ত্রাণায় জয়তি। বিশেষণানাং বিরোধোভাসতয়া অনির্কচনীয়ত্বমাহ। কিস্তুতা? কেশেষু অরালা কুটীলা। মন্দহসিতে সহজসরলা। গাত্রে শিরীষাভা মৃদী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। নবো অতিশয়ক্ষীণা। বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। “দারেষপি গৃহাঃ শ্রোগ্যামপ্যারোহো বরস্তিয়া” ইত্যমরঃ। অত্র কুটিল-সরলয়োর্মুচ্ছ-কঠোরয়োঃ পৃথুক্ষীণয়োরেকত্র প্রতিপাদনাং বিরোধোভাসালঙ্কারঃ। সর্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধঃ। অত্র বাগ্ভবকূটং কাম-রাজমুদ্রত্য অরুণবর্ণাং ধ্যায়ৈদিত্তি সাম্প্রদায়িকাঃ ॥ ২২ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! তুমি কেশকলাপে কুটীলা, অথচ মূহহাস্ত-বিষয়ে সহজসরলা। তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমের স্থায় কোমলা অথচ কুচতটভাগে শিলার স্থায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে ক্ষীণতরা অথচ স্থলনিত জঘনে পৃথুতরা। এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিনী অরুণবর্ণা অনির্কচনীয়্য স্বদীয়া মূর্ত্তি বিরাজমানা হইতেছে ॥ ২২ ॥

**তাপসর্য্য।**—সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রথমতঃ বাগ্ভবকূট ও কামরাজকূট উদ্ধৃত করিয়া অরুণবর্ণা ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্বচ্চরণয়োঃ,

সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তরলকরণানামস্থলতা।

তথা হেতে নীতাঃ শতমথমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং,

তব দ্বারোপান্তাস্থিতিভিরণিমাঢ়াভিরমরাঃ ॥ ২৩ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—পুরারাতে: পুরান্তকন্ত অন্তঃপুরম্ অবরোধঃ পটমহিষীতি যাবৎ। অসি ভবসি ততঃ তস্মাৎ কারণাং স্বচ্চরণয়োঃ তব পাদয়োঃ

সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপ্ৰকাৰঃ তৰলকরণানাং চঞ্চলচিত্তানাম্ অস্থলভা হ্রলভা অন্তঃপুৰ-  
প্ৰবেশঃ চঞ্চলচিত্তানাং নাস্তীতি প্ৰসিদ্ধম্ । অতো নিশ্চলচিত্তৈস্ত সৌবিদগ্নৈঃ  
প্ৰবেষ্টবামিতি নীতিবাক্যমুতে । নিশ্চলচিত্তৈরেব সুখাস্তোখিমধ্যাহিতায়াঃ  
পাদাৰ্জ্জসেবা সময়িত্বৈব জ্ঞায়তে নাষ্টৈরিত্যর্থঃ । তথা হি প্ৰসিদ্ধো । এতে নীতাঃ  
শতমথমুখাঃ ইন্দ্রমুখাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধিং সংসিদ্ধিম্ অতুলাম্ অসদৃশীং তব ভবত্যাঃ  
দ্বারোপাস্তস্থিতিভিঃ দ্বারসমীপে স্থিতয়ো বাসাং তাভিঃ অগ্নিমাণ্ডাভিঃ অগ্নিম-  
প্ৰমুখাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ অমরাঃ নির্জরাঃ ।

অত্ৰেখং পদযোজন—হে ভগবতি ! পুরাণাতেরন্তঃপুৰমসি । তচ্চচরণয়োঃ  
সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা তরলকরণানামস্থলভা । তথা হি—এতে শতমথমুখাঃ অমরাঃ তব  
দ্বারোপাস্তস্থিতিভিঃ অগ্নিমাণ্ডাভিঃ সহ অতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ । তথা তব দ্বারো-  
পাস্তমেব অগ্নিমাণ্ডিসিদ্ধয়ঃ সেবস্তে এবমিচ্ছাদয়োহপি । ইয়াংস্ত বিশেষঃ অগ্নিমাণ্ড-  
সিদ্ধীনাং দ্বারপালকত্বেন সৰ্ব্বদা তত্র বাসঃ স্বভাবসিদ্ধঃ । ইচ্ছাদীনাং তু তরল-  
করণদ্বাং অন্তঃপুৰপ্ৰবেশানর্হদ্বাং দোবারিকানুমত্যা দ্বারদেশেহ্যবস্থানং সিদ্ধিশ্চার্থ  
ইতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥ ৯৩ ॥

সম্প্রীতব্রহ্মকৃত-টীকান্ন অর্থানুবাদ ।—হে ভগবতি ! আপনি  
ত্রিপুরারি পট্টমহিষী, আপনার চরণপূজার মৰ্য্যাদালাভ, চণ্ডেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের  
হ্রলভ । তবে ইচ্ছাদি দেবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার দ্বারোপাস্ত-  
স্থিত ( মুক্তিমতী ) অগ্নিমাণ্ডিসিদ্ধির সহিত ঘটয়াছে । অর্থাৎ আপনার চরণপূজার  
ফল নহে, দ্বারসেবার ফল । চরণপূজার ফল মুক্তি ॥ ৯৩ ॥

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূৰ্ণং পীঠদেবতা-  
দীনাং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুরা ইতি । পুরাণাতে: শিবস্ত অন্তঃপুৰমসি ত্ৰিপুৰ-  
জয়িনো মহিষী ভবসি, ততঃ কাৰণাং স্বচরণয়োঃ সপৰ্য্যামৰ্য্যাদা পূজাপরিপাটী  
তরলকরণানাং চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাম্ অস্থলভা হ্রলভা । তৎ কথমিচ্ছাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ ।  
এতে শতমথমুখা ইচ্ছাভা দেবাঃ তব দ্বারোপাস্তে স্থিতিৰ্যাসাং তাভিরগ্নিমাণ্ডাভিঃ অতুলাম্  
সিদ্ধিং নীতাঃ । যদ্বা পুরাণাতেৰ্কিন্দুরূপস্ত অন্তঃপুৰং ত্ৰিবেদ্যাসি চক্রমধ্যস্থাসি ।  
তব চরণম্ ইচ্ছাদীনাং মপাগোচরম্ । অতএব অজ্ঞাবরণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ ।  
তব পূজা চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাং অস্থলভা হ্রলভা, কিন্তু স্থিরেন্দ্রিয়াণাং চক্রভেদনসমর্থানাং  
শুকাদীনাং স্থলভা ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ ।—জননি ! তুমি ত্ৰিপুরারি মহেশ্বরের মহিষী ; এই নিমিত্ত  
চঞ্চলেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে তোমার যথারীতি পূজাপরিপাটী অতীব হ্রলভ ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার দ্বারসমীপস্থিত  
অগ্নিাদির উপাসনা দ্বারাই তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

**অপন্ন অনুবাদ ।**—জননি ! তুমি শ্রীচক্রে অস্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের  
অস্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাঙ্ক রেখা ইত্যাদি । বাহাদের ইন্দ্রিয়চাক্ষু দূর হয় নাই,  
তাহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক, তোমার স্বরূপপরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না ।  
মূলধার প্রভৃতিতে অত্যাশ্রয় স্থলমুত্তির ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্তশৈথিল্য ও  
একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্ঠিত ত্রিদীয় স্তম্ভমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে  
পারে । ফলতঃ ষট্চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই যে স্থলরূপী  
ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই  
সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে । জননি ! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মল্ল-  
শ্বরের অস্তঃপুর, এজন্ত চক্কেলেন্দ্রিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না । ইহার  
তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী না হইলে তাঁহার পূজার অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে ।  
যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়চাক্ষু থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় ভেদ করিতে পারা যায় না, মণি-  
পুরে ব্রহ্মগ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি । যোগবলে এই  
গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ পুরত্রয় ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট  
গমন করিতে পারিলে তাঁহার পূজার অধিকারী হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥

গতাস্তে মঞ্চঃ ক্রহিণহরিরুদ্রেশ্বরসূরাঃ \*

শিবঃ স্বচ্ছছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ ।

ভ্রদীয়ানাং ভাসাং প্রতিকলনলাভারুণতয়া, †

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোন্ধি কুতুকম্ ॥ ৯৪ ॥

**সঙ্ক্ষীপ্তরূপ-টীকা ।**—এবং পটমকুটাदिপাদান্তঃ বর্ণয়িত্বা পুনঃ  
স্বরূপং প্রস্তোতি—

গতাঃ প্রাপ্তাঃ তে তব মঞ্চঃ খট্কারূপং ক্রহিণহরিরুদ্রেশ্বরভূতঃ ক্রহিণো ব্রহ্মা  
হরিবিষ্ণুঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ এতে অধিকারিপুরুষাঃ মহেশ্বরতত্ত্বাস্তর্গতাঃ তে চ তে ভূতশ্চ  
কিবন্তোয়ঃ শব্দঃ বহুবচনান্তঃ । ভূতো ভূতকাঃ বিশেষণসমাসঃ । তেষাং কাম-  
রূপাণাম্ অভ্যাস্তসন্নিকট-সেবার্থং মঞ্চস্ত পাদচতুষ্টয়রূপতা যুক্ত্যত্বেব । শিবঃ শিব-  
শব্দো ব্যাখ্যাতঃ । শিবতত্ত্বম্ অধিকারিপুরুষ এব । যদ্বা সদাশিবতত্ত্বম্ । স্বচ্ছছায়া-  
ঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ স্বচ্ছা চাসৌ ছায়া সৈব ঘটতঃ কপটপ্রচ্ছদপটঃ শুভ্রকান্তিরেব

বজ্রাঘ্নানাহবস্থিতেতার্থঃ । স্বদীয়ানাং ভবৎসম্বন্ধিনীনাং ভাসাং কাস্তীনাং প্রতিকলন-  
রাগারুণতয়া প্রতিকলনেন যো রাগঃ রক্তিমা সংক্রান্তঃ তেনাক্রণো রক্তবর্ণঃ তস্মাৎ  
ভাবস্তয়া শরীরী মূৰ্ত্তঃ শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারাত্মো রস ইব । শৃঙ্গাররসঃ রক্তবর্ণ ইতি মহা-  
কবিপ্রসিদ্ধিঃ । ইবশব্দঃ সম্ভাবনায়াম্ । দৃশ্যং ভবদ্বীক্ষণানাং দোষি দুখে প্রস্থতে  
করোতীতি যাবৎ কুতুকম্ আনন্দম্ ।

অত্রৈতৎ পদযোজনা—হে ভগবতি ! তে মঞ্চস্তং দ্রুহিৎহরিক্রদ্রেশ্বরভূতঃ গতাঃ ;  
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ স্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিকলনরাগারুণতয়া  
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশ্যং কুতুকং দোষি ।

অত্রৈদম্ অনুসংক্ষেপম্—আধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিগুণ্যাজ্ঞাচক্রাঙ্কং ষট্-  
চক্রসদনং পৃথিব্যাগ্নিজলবায়ুগগনমনস্তর্জ্বাধিষ্ঠানম্ একাদশৈল্লিয়াধিষ্ঠানং চ । এবম্  
আজ্ঞাচক্রান্তে একবিংশতিতত্ত্বাধিষ্ঠিতানি তদাঘ্নানাহবস্থিতানি । তত উপরি মায়া-  
শুদ্ধবিদ্যামহেশ্বরসদাশিবায়কৃততত্ত্বচতুষ্টয়ং ব্রহ্মগ্রহানন্তরভাবিচতুর্ধারায়কভূতপূর্ব্বত্ৰিতয়া-  
য়কত্রীচক্রদ্বারচতুষ্টয়ে স্থিতম্ । প্রাগাদিদ্বারদেশেষু মায়াদীনী চত্বারি তদ্বানি ।  
তাশ্চেব মঞ্চস্ত চতুষ্পাদানি । শুদ্ধবিদ্যায়াঃ সদাশিবতত্ত্বাভিনিবেশ্যং তচ্ছায়াপত্তিঃ ।  
সহস্রকমলাস্তগতশিবঃ সদাশিবাত্মা । অনুরাগবর্ণ্যং শুদ্ধবিদ্যায়াঃ সংবলনাং তদাঘ্নাং  
প্রতীয়তে । সহস্রকমলাস্তঃস্থিতস্ত চতুর্ধারায়কস্ত কণিকারূপস্ত ত্রীচক্রস্ত মধ্যবস্তি-  
চতুরস্ত্রায়কবৈন্দবাপরপর্য়ায়সরবাশকবাচ্যসুধাসিক্তো শিবশক্ত্যোর্মেলনমিতি । অব-  
শিষ্টং সর্ব্বং “সুধাসিক্তোর্মধ্যো” \* ইতিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্ ।

অত্র তদুপগলকারানুপ্রাণিত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শিবস্তাতিধবলস্ত কামেশ্বরী-  
তনুকাণ্ডা তাদৃগুণ্যাং শরীরী শৃঙ্গারো রস ইবেত্যুৎপ্রেক্ষাদিতি ॥ ২৪ ॥

**সম্বন্ধীধরকৃত-টীকার অনুবাদ** ।—( নিম্নলিখিত ‘অনুবাদ’  
ইহাতে স্থূল অর্থ গ্রহণ করিয়া রহস্যার্থ বর্ণিতে ইহবে । ) রহস্যার্থ যথা,—সহস্রদল  
কমলের অব্যবহিত নিম্নে আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধভাগে, ত্রীচক্রদ্বার চতুষ্টয়ে মায়া, শুদ্ধ-বিদ্যা,  
মহেশ্বর ও সদাশিব এই তত্ত্বচতুষ্টয় পর্য্যাকপাদরূপে অবস্থিত, সেইস্রদলকমলস্থ  
শিব—পর্য্যাক শয্যার আন্তরগবন্ত । তাহাতে শিবশক্তির মেলন ইহিয়া থাকে ।  
৮ম শ্লোকে এতৎসংলক্ষে বিশেষ বিবৃতি আছে ॥ ২৪ ॥

**অন্যতানন্দকৃত-টীকা** ।—ক্রীমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি । ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুকর্দ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চস্তং গতাঃ । তৎ কৃতঃ সদাশিব ইত্যাহ—শিবঃ  
সদাশিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্মলকাস্তিযুক্তছন্দ-প্রচ্ছদপটঃ সন্

বিগ্রহবান্ শৃঙ্গারো রস ইব দৃশ্যং চক্ষুযাং কুতূকং দোষি প্রপূরয়তি । শৃঙ্গাররসস্ত  
রজৌগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্ । সদাশিবঃ শুক্লস্তং কথং সাক্ষ্যপ্যমিত্যাহ,—ত্বদীয়ানাং  
ভাসাং প্রতিবিম্বলাভেন অরুণতয়া । এতেন সদাশিবস্তাপি ন শৃঙ্গারকর্তৃত্বং পরম-  
শিবকাস্তাসীতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥

**অনুবাদ।**—মাতঃ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর এই দেব-চতুষ্টয়  
তোমার সিংহাসনের পাদস্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । অনন্তর  
সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ন থাকাতে অলুমিত হইতেছে যে, তাঁহার শুক্লক্ষটিক-  
সদৃশ নির্মল কাস্তি দ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট ( আন্তরণবস্ত্র ) প্রস্তুত হইয়াছে । ঐ  
পরশিবের উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকাস্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা অরুণবর্ণ  
হইয়াছে ; সুতরাং তদ্বর্শনে সাক্ষ্যং শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগেব মনে কোতুল  
জন্মিতেছে ॥ ৯৪ ॥

কলঙ্কঃ কস্তুরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং,

কলাভিঃ কর্পূরৈর্মরকতকরুণং নিবিড়িতম্ ।

অতস্তদ্বোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং,

বিধিভূয়ো ভূয়ো নিবিড়য়তি নুনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—কলঙ্কঃ লাল্লনং কস্তুরী যুগনাভিঃ রজনিকর-  
বিম্বং চন্দ্রবিম্বং জলময়ম্ । স্বার্থে ময়ট্ । পন্নীরমিত্যর্থঃ । কলাভিঃ কলাস্বকৈঃ  
কর্পূরৈঃ সহ মরকতকরুণং মরকতমণিনা রচিতম্ । মরকতশব্দো বর্ণবাতায়েন  
মকরশব্দাচ্ছিন্নঃ মকরাৎ মকরতঃ । মকরবস্ত্রাজ্জাতং মরকতমিতি ভোজরাজঃ ।  
করুণং নিবিড়িতম্ অন্তঃস্মুরিতম্ । অতঃ তদ্বোগেন তব দেব্যাঃ উপভোগেনাস্ত-  
ভবেন কস্তুরীপন্নীরকর্পূরাণাম্ অস্থভবেন প্রতিদিনং দিনে দিনে ইদং পরিদৃশ্যমান-  
মিন্দুমণ্ডলং রিক্তকুহরং শূন্যস্তং বিধিঃ ব্রহ্মা ভূয়োভূয়ঃ প্রতিদিনং নিবিড়য়তি  
পূরয়তি নুনং তব কৃতে তুভামিত্যর্থঃ ।

অর্থে কৃতে চ তাদর্থ্যে নিপাতদ্বয়মীরিতম্ ।

ইতি কৃতেশবস্তাদর্থ্যে নিপাতিতঃ । তত্ত্বোগে যন্তোব ।

অত্রোক্তং পদযোজনা—হে ভগবতি ! কলঙ্কঃ কস্তুরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং  
কলাভিঃ কর্পূরৈঃ নিবিড়িতং মরকতকরুণম্ । অতঃ ইদং প্রতিদিনং তদ্বোগেন  
রিক্তকুহরং বিধিঃ ভূয়োভূয়ঃ তব কৃতে নিবিড়য়তি নুনম্ ।

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, মরকতকরুণায়েন চন্দ্রমণ্ডলস্তাধ্যাসনাত্ । যথা—

অপহবালঙ্কারঃ, অয়ং কলঙ্কো ন ভবতি, অপি তু কন্তুরী ; ইদং রজনিকরবিধং ন ভবতি কিন্তু বহিঃপ্রতিকলিতমন্তর্গতং পন্নীরং ; ইমাঃ কলাঃ ন ভবন্তি অপি তু কর্পূরয়জঃ ; ইদমিন্দুমণ্ডলম্ অন্তঃস্থিতদ্রব্যপ্রতিফলনবশাৎ পীতবর্ণং প্রতীয়তে বস্ত্ততস্ত্ব স্বেতবর্ণমেবেত্যাদ্যবস্থাপহবমালায়াঃ প্রতীতেঃ । উৎপ্রেক্ষালঙ্কারচ ; প্রতিপদাদিদিনেষু বৃদ্ধিক্রয়বতঃ চন্দ্রমসঃ কন্তুর্যাদিদ্রব্যাব্যয়প্রচয়াভ্যাম্ দ্বিবদ্রিক্ত্ব-সংপূর্ণত্বয়োঃ সম্ভাবনাৎ । অতঃ অনয়োরনুসৃষ্টিঃ অঙ্গাঙ্গিভাবেন পৃথক্স্থিত্যা অব-স্থানাত্ ॥ ৯৫ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার মৰ্ম্মানুবাদ ।**—দৃষ্টমান চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্ক—বাস্তব নহে, ইহা কন্তুরী ( যুগনাভি ), চন্দ্র পন্নীর, কলাসমূহ কর্পূর,—মরকতপাত্রে সজ্জিত হওয়াতে চন্দ্রমণ্ডলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । হে ভগবতি, আপনি ঐ সকল বস্তু ভোগ করেন বলিয়া প্রতিদিন ( কুরুপক্ষে ) তাহার ক্ষয় হয়, বিধাতা তাহা আবার ( গুরুপক্ষে ) আপনাই জন্ম পূর্ণ করেন । (এতদ্বাধ্যো চন্দ্রকলাবিজ্ঞাসাধনার সঙ্কেত আছে ) ॥ ৯৫ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি । জলবজ্জলং চন্দ্ররশ্মিঃ পীযুষমিতি বাবৎ । জলময়ং পীযুষপূর্ণং রজনিকরবিষং চন্দ্রমণ্ডলং কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতং মরকতকরণ্ডং প্রতিদিনম্ ইত্যাম্মাভিলক্ষ্যত ইত্যাহম্ । শরচ্চন্দ্রস্ত গুরুবর্ণতয়া মরকতমণেঃ কুরুবর্ণত্বাৎ উৎপ্রেক্ষাতে । কলঙ্কঃ কন্তুরী যত্র । তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজাপাত্রাণি কন্তুর্যাদিভিঃ সংক্রিয়তে । অতঃ কারণাৎ অন্তোগেন আত্মভোগার্থং শ্রীমত্যা নিরূপিতং রিক্তকুহরং শূন্তগর্ভম্ ইদং মরকতকরণ্ডং নুনং নিশ্চিতং তব কৃতে হৃদ্যবর্ণং বিধিত্বৈয়ো ভূয়ঃ পূরয়তি । তথা চোক্তাম্মায়ে,—“ব্রহ্মরন্ধাদধোভাগে যচ্চাস্ত্রং পাত্রমুত্তমম্ । কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েন্তেন খেচরীমিতি” ॥ ৯৫ ॥

**অনুবাদ ।**—বিশ্বজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্ম চন্দ্রমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র\* প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতেছেন । এই পাত্রে রশ্মিপূঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কন্তুরীস্বরূপ । ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে । মাতঃ ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্তগর্ভ হয়, বিধাতা অমনই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন ॥ ৯৫ ॥

**তাৎপর্য্য ।**—চন্দ্রমণ্ডল মরকতমণিময় পাত্রের ত্রায় স্বভাবতঃ গ্রামবর্ণ ;

কিন্তু উহা কলারূপ কর্পূরধণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়; পরন্তু কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্ব্যায় মরকতমণির স্থায় শ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে। উক্তায়ো কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরশ্মির অধোদেশে যে চন্দ্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলা দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া ঐ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥

স্বদেহোদ্ধৃতাভিষ্ণু গিভিরগিমাঢ্যভিরভিতো,  
নিষেব্য্যাং \* নিত্যে স্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ ।  
কিমাশ্চর্য্যাং তন্তু ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো,  
মহাসংবর্তাগ্নির্বিষয়চয়তি নীরাজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা।**—স্বদেহোদ্ধৃতাভিঃ স্বভাঃ দেহঃ স্বদেহঃ তস্মা-  
দুদ্ধৃতাভিঃ । অত্র দেহশব্দঃ দেহাবয়বঃ চরণং লক্ষয়তি । স্থিতিভিঃ ময়ুধৈঃ ।  
ময়ুধানাং চরণোদ্ভবযুক্তং প্রাক্ । অগ্নিমাঢ্যভিঃ অগ্নিমাগ্নিরমেত্যাদিভিঃ অষ্ট-  
সিদ্ধিভিঃ অভিভাঃ আবরণেণ অবস্থিতাভিঃ যুক্তামিতি শেষঃ । নিষেব্যো !  
সংসেব্যো ! নিত্যো ! আত্মস্তরহিতে ! স্বাম্ এতাদৃশীম্ অহমিতি অহস্তাবনয়া  
সদা সর্বকালং ভাবয়তি ধ্যানং करोति যঃ সাধকঃ । কিমাশ্চর্য্যাং নাস্ত্যাশ্চর্য্যাম্ তন্তু  
সাধকস্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং ত্রীণি নয়নানি মার্গাঃ প্রাপকাঃ স্বর্ঘ্যচন্দ্রাগ্নিরূপাঃ যন্ত  
দর্শনায়েতি স ত্রিনয়নঃ । যদ্বা—ইড়াপিঙ্গলাসুধুমার্গাঃ ত্রয়ঃ তদর্শনে উপায়া  
ইতি ত্রিনয়নঃ সদাশিবঃ । যদ্বা ত্রীণি নয়নানি চক্ষুঃষি যন্ত সঃ ত্রিনয়নঃ । ক্ষুভ্নাদিষ্টাৎ  
পত্ন্যভাবঃ । তন্তু সমৃদ্ধিম্ ঐশ্বর্য্যং তৃণয়তঃ তৃণীকুর্বতঃ মহাসংবর্তাগ্নিঃ প্রলয়-  
কালাগ্নিঃ বিষয়চয়তে करोति । নীরাজনবিধিঃ নীরাজনানুষ্ঠানম্ । তন্তু নীরাজন-  
ক্রিয়ায়ামবস্থিতঃ প্রলয়ায়িরপীত্যর্থঃ ।

অন্তেষাং পদযোজনা—হে নিত্যো ! নিষেব্যো ! স্বদেহোদ্ধৃতাভিঃ স্থিতিভিঃ  
অগ্নিমাঢ্যভিঃ অভিভোহবস্থিতাভিঃ পরিবৃত্তাং স্বাং যং সাধকঃ অহমিতি সদা  
ভাবয়তি, ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ তন্তু মহাসংবর্তাগ্নিঃ নীরাজনবিধিঃ বিসয়চয়তীত্যত্র  
কিম্যশ্চর্য্যাম্ ।

‘অয়ং ভাবঃ—অহমিতি ভাবনয়া তাদৃশ্যাসিকৌ ভগবত্যাঃ তন্নীরাজনবিধিনা-  
শ্চর্য্যাকরো ন ভবতীতি ॥ ৯৬ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা অনুবাদ ।**—হে নিত্যে, নিষেব্যে, আপনায় চরণোদ্ধৃত কিরণস্বরূপ অগ্নিমাди অষ্টসিদ্ধিপরিত্যক্ত আপনাকে যে সাধক ‘অহং’ভাবে সদা ধ্যান করে, শিবের ঐশ্বর্য্যেও তৃণ-জ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তি ( কালে তোমার সাধুত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে ) প্রলয়কালের অনলে যে নীরাঞ্জিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ॥ ৯৬ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা ।**—স্বদেহ ইতি । হে নিত্যে ! হে নিত্য-স্বরূপে ! স্বদেহোদ্ধৃত্যভিঃ স্বশরীরজাতাভিঃ পিতৃভিঃ অগ্নিমাভিঃ সিদ্ধিভিঃ পিতৃভিঃ নিষেব্যং ত্বং অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোহহংভাবেন যঃ সদা উপাস্তে, ত্রিনয়ন-সমৃদ্ধিঃ তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিঃ ত্বণীকুর্কৃতস্তত্ত্ব মহাসংবর্ত্তাগ্নিশ্চাপ্রলয়গ্নিনীরা-জ্ঞনবিধিঃ নিশ্চয়নিবিধিঃ বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্য্যম্ । স এব সদাশিব ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

**অনুবাদ ।**—হে নিত্যে ! “স্বীয় দেহসম্বৃত রশ্মিবৎস্বরূপ অগ্নিমাদি আবরণ-দেবতা কর্ত্ত্বক যিনি সেবিতা হইয়াছেন, আমি সেই ভগবতী ত্রিপুত্রানন্দরী,” এইরূপ সোহহংভাবে যিনি তোমাকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট-বিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন । মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্ব-সংহারক মহাপ্রলয়গ্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে । ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? অর্থাৎ সেই সাধক চিরতরে শিবরূপে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ,

শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ ।

মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে,

কুচাত্যাগাসঙ্গঃ কুরু(র)বকতরোরপ্যস্থলভঃ ॥ ৯৭ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা ।**—কশ্মলাং ত্রায়ত ইতি কলত্রম্ । কশ্মলং নরকং মধ্যবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিদ্ব্যং সাধুঃ । কলত্রং কশ্মলাং ত্রায়ত ইতি রক্ষিতঃ । বৈধাত্রং বিধাতৃশব্দজি । বিধাতৃশব্দজ “তস্তেদম্” ইতি টিণি কৃতে সম্বন্ধমাত্রপরেণৈ তদ্বিশেষজিজ্ঞাসায়াং কলত্রশব্দভ্রান্ত ইতি, বিধাতুঃ কলত্রমিত্যুক্তে সম্বন্ধমাত্রে বিহিতা বধী সম্বন্ধিত্ত্বের পর্য্যবস্ত্যতীতি সাক্ষাদন্বয় ইতি ভাবঃ । অতো নারিং প্রয়োগো



দোষাবহঃ । বৈধাত্রং কলত্রং সরস্বতীং কতি কতি ভজন্তে সেবন্তে ন কবয়ঃ কে বা কবয়ো ন ভজন্তে সর্কেহপি ভজন্ত ইত্যর্থঃ । শ্রিয়ো দেব্যাঃ লক্ষ্ম্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ । মহাদেবং সদাশিবং হিঙ্গা তব ভবত্যাঃ সতি ! পরিত্রতে ! সতীনাং পতিব্রতানাম্ অচরমে ! অগ্রগণ্যে ! কুচাত্যাম্ আসঙ্গঃ আলিঙ্গনং কুরবক-তরোরপি অনুলভঃ সুলভো ন ভবতি । কুচালিঙ্গনং দোহদধেনাপি কুরবক-তরোরচেতনস্তাপি ন সম্ভবতি কিমু বক্তব্যং পুরুষান্তরশ্চেতি পাতিব্রত্যাং বাচাম-গোচর ইতি ভাবঃ ।

অত্রেণ্থং পদযোজনা—হে সতি ! বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ঃ ন ভজন্তে । শ্রিয়ো দেব্যাঃ কৈরপি ধনৈঃ কো বা পতিঃ ন ভবতি । হে সতীনাম-চরমে ! মহাদেবং হিঙ্গা তব কুচাত্যামাসঙ্গঃ কুরবকতরোরপ্যনুলভঃ ।

অয়মর্থঃ—যে মন্ত্রজপাষ্ঠাসাদিতসারস্বতাঃ তে সরস্বতীবল্লভা ইতি গীয়ন্তে । যে ধনধাত্মাংগজাদিসমৃদ্ধিমন্তঃ তে লক্ষ্মীপতয়ঃ ইতি গীয়ন্তে । পার্শ্বতীপতিস্ত মহাদেব এবেতি ভবত্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা অবাস্ত্বনসগোচর ইতি ॥ ১৭ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—কলত্রমিতি । হে সতি ! সতীনাম-চরমে ! সতীনাং মুখ্যে ! মহাদেবং হিঙ্গা তব কুচাত্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরবকতরোঃ বিষ্টিবৃক্ষস্তাপি হুল্লভঃ কুরবকো নাম বিষ্টিবৃক্ষবিশেষঃ । তস্তালিঙ্গনে স্ত্রীণাং কামবৃদ্ধির্ভবতি । তথাচ কামশাস্ত্রে,—কুরবকতরোরালিঙ্গনাং সিদ্ধুবার ইতি । মহা-দেবস্ত সর্বাশ্রকৃৎ আশ্রিতাঃ সর্বাধারভূতত্বাৎ ক্রিয়াব্যাভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ । তথাচ ভারতে—“ন চক্রাঙ্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ কচিৎ । লিঙ্গাঙ্কাচ ভগাঙ্কাচ তেন মাহেশ্বরী প্রজ্ঞা” ইতি । অস্ত্রাঙ্গাঃ ক্রিয়াব্যাভিচারমাহ—বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যাসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভগন্তি ন তু মূর্ত্যাঃ । শ্রিয়ো দেব্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্ক-মাত্রেণ কঃ পতিন্ ভবতি, অপি তু সর্ক এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ।**—হে সতীগণের অগ্রগণ্যে সতি ! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরবক-বৃক্ষকেও আলিঙ্গন কর না । ব্রহ্মার পত্নী বাণেশ্বরীর ভজনায় বাক্প্রতিজ্ঞাভ কত কত কবির না হইয়াছে ? ধাঁহার কিছু ধনসঞ্চয় হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন । ( কবিপ্রসিদ্ধি আছে, রমণীর আলিঙ্গনে কুরবকের পুষ্পোদ্যম হয় । বৃক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার দোষাবহ না হইলেও—তোমার স্বামী তাহাও ঘটে না । ) ॥ ১৭ ॥

গিরামাহুর্দেবীং দ্রুহিগৃহিগীগাগমবিদো,  
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্ ।  
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা,  
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥ \*

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকা**।—গিরাং বাচাম্ আহুঃ কথয়ন্তি দেবীম্ অধি-  
দেবতাং দ্রুহিগৃহিগীং ব্রহ্মণঃ পত্নীম্ আগমবিদঃ আগমরহস্যবেদিনঃ হরেঃ বিষ্ণোঃ  
পত্নীং জায়াং পদ্মাং পদ্মালয়াং হরসহচরীং শঙ্কুপত্নীম্ অদ্রিতনয়াং পার্বতীম্ তুরীয়া  
চতুর্থী কাহপি অনির্বাচ্যা ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা দ্রুঃখেন অধিগন্তুং শকাঃ স  
চাসৌ নিঃসীমো মদ্রিমা যন্তাঃ সা দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চাপরিচ্ছেত্তেতার্থঃ ।  
মহামায়া শুদ্ধবিজ্ঞানস্বর্গতং মায়াতত্ত্বং বিশ্বং প্রপঞ্চং ভ্রময়সি বিবর্তয়সীতি বিবর্তঃ  
ব্রহ্মধর্ম্যং মায়ায়ামতিদিশতি । পরব্রহ্মমহিষি পরব্রহ্মণঃ সদাশিবস্ত মহিষি ।  
তথা তু ক্রয়তে—“হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নৌ” + ইতি পুরুষহুত্রে । হ্রীঃ ভুবনেশ্বরী  
লক্ষ্মীঃ ত্রীবিজ্ঞা উভে ব্রহ্মণস্তে পত্নৌ । অত্র তয়োর্ব্যধৌ ত্রীবিজ্ঞায়াঃ প্রাধান্যং,  
ত্রীবিজ্ঞায়াং ভুবনেশ্বর্যা অস্তর্ভাবাৎ । ভুবনেশ্বর্যাং ন ত্রীবিজ্ঞায়া অস্তর্ভাব ইতি  
চন্দ্রকলাপ্রাধান্যং সৈব মহিষীতি ধ্যেয়ম্ ।

অত্রৈতৎ পদযোজনা—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদঃ স্বামেব দ্রুহিগৃহিগীং  
গিরাং দেবীমাহুঃ ; স্বামেব হরেঃ পত্নীং পদ্মামাহুঃ, স্বামেব হরসহচরীম্ অদ্রিতনয়া-  
মাহুঃ ; ত্বং তুরীয়া কাহপি দুরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়া সতী বিশ্বং  
ভ্রময়সি ।

অন্বয়র্থঃ—একামেব ভগবতীং নানা নামভিঃ গৃপ্ত্যাগমবিদঃ পরব্রহ্মমহিষী  
ত্রীবিজ্ঞাপরনামধেয়া চন্দ্রকলা একৈবেতি ॥ ৯৮ ॥

**লক্ষ্মীধরকৃত-টীকার অন্যানুবাদ**।—হে পরব্রহ্মমহিষি,  
আগমজ্ঞগণ আপনাকেই ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী, বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এবং শিবসীমন্তিনী  
দুর্গা বলিয়া থাকেন, ত্রীবিজ্ঞানারী যে চন্দ্রকলা, তৎস্বরূপা অজ্ঞেয়-অসীম-মহিমশালিনী  
আপনি, অনির্বচনীয় তুরীয়া এবং জগৎপ্রপঞ্চ-বিবর্তের অধিষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা**।—গিরামিতি । হে পরব্রহ্মমহিষি !  
আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিগৃহিগীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহুঃ বিদুষামধিষ্ঠাত্রী-  
মাহুঃ । হরেঃ পত্নীং লক্ষ্মীমাহুঃ ধনিমামধিষ্ঠাত্রীম্ । হরসহচরীং দুর্গামাহুঃ

জ্ঞানিনামধিষ্ঠাত্রীম্ । হে মহামায়ে ! স্বং পুনস্তরীয়া এতদ্রয়াতিরিক্তা কাপি  
অনির্লুপনোয়া । যতো বিশ্বং ভ্রময়সি অগম্যোহয়সি । স্বং কিম্বৃত্তা ? হ্রদধিগমনিঃসীম-  
মহিমা হ্রস্তে রোহপরিমিতঃ মহিমা যন্তাঃ সস্বরজন্তমসামতিরিক্তাসীতার্থঃ ॥ ৯৮ ॥

**অনুবাদ**।—হে পরব্রহ্মমহিষি ! আগমবিদ্বজ্ঞান প্রকার পত্নীকে  
বাগ্বেদবী বলিয়া কীর্ত্তন করেন ( ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ; তাঁহার।  
বিকুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দেশ করেন ( ইনি ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ;  
তাঁহার। বলেন, পর্কৃত-ভূতরা হুর্গা মহেশ্বরের সহচরী ( ইনি জ্ঞানীদিগের  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) । হে মহামায়ে ! এই শক্তিপ্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা  
চতুর্থী তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার  
হ্রদধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে মোহিত  
করিতেছ ॥ ৯৮ ॥

সমুদ্ভুতস্থলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং,

কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্ব্যতিবপুঃ ।

হরশ্চ হৃদভ্রান্তিঃ মনসি জনয়ামাস মদনো,

ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা**।—সমুদ্ভূত ইতি । হে উমে ! ভবত্যাং  
যে ভক্তাঃ অমীষামিষং পরিণতিঃ ফলপরিণাকঃ তদ্ব্যগ্রাহ্য,—মদনঃ কন্দর্পাঃ  
হরশ্চ মনসি হৃদভ্রান্তিঃ জনয়ামাস স্বামভেদেন ভজন্ আত্মনি হৃদভ্রান্তিঃ জনয়ামাস ।  
মদনঃ কিম্বৃত্তাঃ ? কদম্বদ্ব্যতিবপুঃ কদম্বপুশ্চবদ্ব্যতিঃ শোভা যন্ত বপুষঃ । তং  
কিং কৃতবানিত্যাহ । উরো বক্ষঃসমুদ্ভূত-স্থলস্তনভরং কৃতবান্ প্রোহুত্বৃত্তঃ স্থল-  
স্তনম্ভোর্তরো যত্র । হসিতং চারু কৃতবান্ । পূর্বে প্রৌঢ়হস্তমাসীৎ, তদ্বিহায়  
মনোহরং কৃতবান্ । কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি, অপি তু সন্ত্যেব ॥ ৯৯ ॥

**অনুবাদ**।—হে উমে ! মদন তোমাকে কামরাজবিজ্ঞা দ্বারা অভিন্নভাবে  
উপাসনা করাতে তোমারই স্বরূপ লাভ করিয়া, মহাদেবের মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া  
দিলেন, মহাদেব মদনকেই তোমার স্বরূপ মনে করিলেন । মদনের বক্ষঃস্থলে  
আপনি পরোধরমণ্ডল সমুদ্ভূত হইল ; অটুহাস্তের পরিবর্তে স্থললিত মধুর হাস্ত  
প্রকাশ পাইল , কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর

কদম্বপুষ্পের স্তায় শোভাবূক্ত হইয়া উঠিল। জননি! ধাঁহারা তোমার ভক্ত,  
ধাঁহারা তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া  
থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা  
সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে,

• রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা ।

চিরং জীবন্মেব ক্ষয়ি(পি)তপশুপাশব্যতিকরঃ,

পরং ব্রহ্মা-#ভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্বজনবান্ ॥ ১০০ ॥

• লক্ষ্মীপত্নীকৃত-তীকা।—প্রকান্তং স্ততিম্ উপসংহরন্ বটকমলভেদ-  
সিদ্ধান্তং নির্দিশতি—

সরস্বত্যা ভারত্যা লক্ষ্ম্যা পদ্মালয়য়া বিধিহরিসপত্নঃ—যথাক্রমমিতি শেষঃ—  
সরস্বতীপতিত্বেন বিধেঃ ব্রহ্মণঃ সপত্নঃ অমৃতাস্পদং, লক্ষ্মীপতিত্বেন হরেঃ অমৃতা-  
স্পদমিত্যর্থঃ। বিহরতে বিহরমাণঃ রতেঃ কামমহিষ্যাঃ পাতিব্রত্যং পতিব্রতাদ্বন্দ্বং  
পুরুষান্তরাসম্পর্করূপং শিথিলয়তি, মন্থথাকারতয়া রতেঃ মন্থথপ্রাপ্তিং জনয়ন্  
সন্তোগেচ্ছাং জনয়তীতি ভাবঃ। রম্যেণ অতিসুন্দরেণ বপুষা শরীরেণ, তাদাস্বা-  
বুদ্ধোক্তি যাবৎ। এবং সাদাখায়াঃ কলারঃ উপাসকস্ত ঐহিকফলমুক্তা আমৃতিক-  
মপ্যাহ—চিরং জীবন্মেব নিত্যজীবনং সন্। সাবয়বদ্রব্যস্ত নিত্যত্বং পশুপাশব্যতি-  
করূপণহেতুকম্। অত্র কেবলব্যতিরেকি অমুমানং সাধনত্বেন প্রয়োজ্যম্—  
সাবয়বং যৎ ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরং ন ভবতি, তন্নিত্যং ন ভবতি, যথা পশ্বাদি  
ইতি জীবমুক্তিসিদ্ধিঃ। সাবয়বাঃ কপিলাদয়ঃ, মার্কণ্ডেয়াদয়ো নিত্যসিদ্ধাঃ, অন্তঃ  
অবয়ব্যতিরেকি বা ভবতু সাবয়বস্ত নিত্যতারাং সাধনম্। এবং নিত্যজীবনং সন্  
ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ ক্ষপিতঃ বিনষ্টঃ পশুপাশয়োঃ ব্যতিকরঃ বস্ত সঃ ক্ষপিতো  
বিনাশিতঃ পশুপাশব্যতিকরো যেন ইতি বা। পশুঃ জীবঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রপঞ্চং  
পশ্রুতীতি। যথা—পশু বন্ধনে ইত্যস্মাদ্ভাতোঃ পশুঃ অবিত্যাবদ্ধো জীবঃ, পাশঃ  
অবিদ্ধা। এতচ্চ শ্রুতে—

অদিতিঃ পাশং প্রমুখোক্তে তং নমঃ

পশুভ্যঃ পশুপত্যে কয়োমি ॥ †

অন্তার্থঃ—অদিতিঃ আদিত্যমণ্ডলান্তর্গতা বৈদ্যবী শক্তিঃ। পাশম্ অবিদ্ধা কৃতং

\* 'পরানন্দা' ইতি ল পাঠঃ।

† তৈঃ সং ৩।১।৪

বন্ধং প্রমুখোক্তু প্রকর্ষণেণ অত্যন্তং মোচয়তু । এতৎ নমঃ নমস্কারং পশুভ্যঃ পশু-  
পত্যয়ে কৰোমি । পশুভ্য ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী । পশুত্বস্ত নিবৃত্তিঃ পশুত্বনিবৃত্তিঃ তদর্থং  
পশুত্বনিবৃত্ত্যর্থম্ । অয়মর্থঃ—অদितिঃ পশুপতিনা সদাশিবেন যুক্তা পাশবিমোচনং  
করোত্বিতি । পশুশব্দস্ত জীববাচিৎ তৈত্তিরীয়কে সৌম্যাকাঙ্ক্ষ্যে “তেষামমুরাণাম্” \*  
ইত্যমুরবাকে তেষামমুরাণামিত্যারভ্য “তস্মাক্রদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ” ইত্যন্তেন প্রতি-  
পাদিতম্ । অতঃ পশুপাশৌ জীবাবিচ্ছে, তয়োর্ব্যতিকরঃ সম্বন্ধঃ, স চ যন্ত রূপিতঃ  
সঃ বিদলিতপশুপাশসম্বন্ধঃ সদাশিবাত্মনাবস্থিতঃ পরানন্দাভিধাং পরানন্দাঙ্ঘ্রিকা  
অভিধায়া জ্যোতির্বিষয়ঃ সঃ পরানন্দাধাং জ্যোতীরূপং রসয়তি আশ্বাদয়তি রসং সূখং  
ঋতুজনবান্ ঋতুভুক্তঃ—তব ভজনং সেবা ।

অত্রৈখং পদযোজনা—হে ভগবতি ! ঋতুজনবান্ সরস্বত্যা, লক্ষ্ম্যা বিধিহরি-  
সপত্নঃ সন্ বিহরতে । রম্যেণ বপুষা রতেঃ পাতিত্বতাং শিখিলয়তি । রূপিতপশু-  
পাশব্যতিকরঃ চিরং জীবন্তেব পরানন্দাভিধাং রসং রসয়তি ।

অত্রৈদম্ অমুসন্ধেয়ং—জীবমুক্তানাং অবিষ্টানিবৃত্তাবপি কুলালচক্রভ্রমণশায়েন  
দেহসম্বন্ধঃ । যথোক্তং ষষ্টিতন্ত্রে সপ্তত্যাং—

সম্যগ্জ্ঞানাদিগমাক্ষর্মাঙ্গাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ ।

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধতশরীরঃ ॥

ইতি । অত্র ঋতুজনবানিত্যত্র দ্বিবিধং ভজনং—ষট্চক্রসেবাঙ্ঘ্রকং ধারণাঙ্ঘ্রকং  
চ । আত্মং নিরূপ্যতে—আধার-স্বাধিষ্ঠানে তামিস্রলোকস্থাং নোপাস্তে । মণিপুর-  
প্রভৃতিসহস্রকমলপর্য্যন্তং পঞ্চচক্রাণি পূজ্যানীতি । তত্র মণিপুরকপূজাপরাণাং  
সষ্টিরূপা মুক্তিঃ । সষ্টির্নাম দেব্যাঃ পুরসমীপে পুরাস্তরং নিষ্ঠায় সেবাং কুর্য্যণস্ত  
অবস্থিতিঃ । সংবিন্ধকমলপূজারতানাং সালোক্যমুক্তিঃ । সালোক্যং নাম—দেব্যাঃ  
পদ্মেন নিবাসঃ । বিমুক্তিচক্রোপাসকানাং সামীপ্যমুক্তিঃ । সামীপ্যং নাম অঙ্গ-  
সেবকত্বম্ । আজ্ঞাচক্রোপাসকানাং সাক্ষ্যমুক্তিঃ সাক্ষ্যং নাম সমানরূপত্বম্ ।  
পৃথগ্দেহধারিষ্মেনেতি সাযুজ্যাভেদঃ । এতৎ চতুর্বিধং গৌণং বাহ্যদ্ব্যখতিবর্ত্তিৎ-  
মাত্রাং মুক্তিরিতি ব্যপদিষ্টতে । পরং তু সাযুজ্যাঙ্ঘ্রিকৈব শাশ্বতী মুক্তিঃ  
সহস্রকমলোপাসকানামেবেতি । অতএব পরানন্দাভিধাং রসং ঋতুজনবান্  
রসয়তি ইতি ।

‘অত্রৈদং মততত্ত্বম্—ষট্চক্রমলভেদমতে সূখস্বরূপৈব মুক্তিঃ । সূখং তু লৌকিক-  
দৃষ্টান্তেন জীসংভোগাঙ্ঘ্রকমেব । লোকেহপি জীসংযতনাং পরং সূখং নাস্তি । এবং

অত্যন্তঃখোচ্ছেদানন্তরং সাত্ত্ব্যাসংসিকৌ শিবশক্তিসম্পূটান্তর্ভাবং তদাশ্রিত্বৈব মুক্তিরিতি ।

তদয়মত্র নিরুপঃ—পূর্ব্বং মূলধারাদিষট্চক্রাণাং ত্রিকোণাষ্টকোণদশাং দ্বিতীয়মবশ-  
শিবচক্রাশ্চান্না তাদাশ্চাঃ প্রতিপাদিতম্ । এতদেব নাদবিন্দোরৈক্যম্ । তথাহি—  
নাদো নাম ত্রীচক্রম্ । বিন্দুর্নাম ষট্ কমলগহনং বক্ষাতে ; তয়োরৈক্যম্  
নাম—আধারচক্রং চতুর্দলং, তৎকর্ণিকা ত্রিকোণং ; স্বাধিষ্ঠানং ষড়্ দলং তৎকর্ণিকা  
অষ্টকোণাশ্চিকা ; মণিপূরং দশদলং পদ্মং, তৎকর্ণিকা দশকোণাশ্চিকা ;  
অনাহতং দ্বাদশদলং, তৎকর্ণিকা দ্বিতীয়দশকোণাশ্চিকৈব ; বিশুদ্ধিচক্রম্ ষোড়শদলং,  
তৎকর্ণিকা চতুর্দশকোণাশ্চিকা ; এতাবৎপর্য্যন্তঃ শক্তিচক্রৈক্যম্ । আজ্ঞাচক্রং  
দ্বিদলম্, অষ্টকোণমেকত্র ষোড়শকোণমপরত্রৈতি দ্বিধা ভিন্না কণিকা । অয়ং ভাবঃ  
—দ্বিধা ভিন্নং চতুরস্রপ্রকৃতিকং শিবচক্রচতুষ্টয়াশ্চকম্ আধারস্বাধিষ্ঠানাস্চকং চেতি  
প্রপঞ্চিতম্ । বৃত্তত্রয়ং স্বাধিষ্ঠানান্তে একং বৃত্তং রুদ্রগ্রন্থাশ্চকম্ ; অনাহতান্তে একং  
বিষ্ণুগ্রন্থাশ্চকম্, আজ্ঞাচক্রান্তে একং ব্রহ্মগ্রন্থাশ্চকম্ । তত উপরি চতুর্বারোপেতং  
ভূপুরত্রিতয়ং দ্বারেষু চতুর্ষু সোপানযুক্তম্ । তচ্চ সহস্রদলকর্ণিকা । তন্ত্র কমলস্ত  
দুলানি সহস্রম্ । বৈন্দবস্থানম্ চতুর্বারোপেতং কর্ণিকামধ্যে । এবং প্রাসাদভায়েন  
ত্রীচক্রস্ত কমলানাং চৈক্যমবলোকয়ম্ । এতচ্চ নাদবিন্দোরৈক্যং গুহ্যং গুহ্যতমং  
নিষ্ঠানুগ্রহাৎ উপদিষ্টম্ ।

অগ্নিন্ ষট্চক্রে পঞ্চাশৎকমলদলানামন্তর্ভাবঃ কথিতঃ । চক্রেখণ্ডে স্বরাঃ,  
সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শাঃ, অগ্নিখণ্ডে অস্ত্রাঃ উদ্রাগশ্চ হকারবর্জিতাঃ, হকারলকারৌ বৈন্দবে,  
ক্ষকরাঃ সর্ব্বত্রৈতি “দবিত্রীভিঃ” \* ইতি শ্লোকেন প্রাগেব প্রতিপাদিতম্ । মূল-  
ধারাদিদলেষু কলানাম্ অন্তর্ভাবঃ প্রাগেব প্রতিপাদিতঃ । কলানাং তিথ্যাশ্চকৎ,  
নিত্যানাং কলাশ্চকৎ, কলানাং মূলমন্ত্রগতপঞ্চদশাক্ষরাশ্চকৎ পঞ্চদশাক্ষরাণাং  
ত্রিখণ্ডৎ, ত্রিখণ্ডস্ত্রয়ং সোমসূর্য্যানলাশ্চকৎ, সোমসূর্য্যানলানাং গ্রন্থিত্রয়াশ্চকৎ গ্রন্থিত্রয়স্ত্রয়  
মন্ত্রগতহ্রীকারত্রয়াশ্চকৎ, হ্রীকারস্ত্রয়ং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রৎ, ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্ত্রয়ং মূলমন্ত্রান্তর্গতৎ,  
মূলমন্ত্রস্ত্রয়ং চক্রেণৈক্যং, তচ্চক্রনবকস্ত্রয়ং মূলধারাদিষট্চক্রেষু ব্রহ্মগ্রন্থাদিত্রিকৈহপি  
সহস্রকমলকর্ণিকারৌ তাদাশ্চাম্ । এতদেব কলানাদয়োরৈক্যং নাম ।

অয়মত্র নিরুপঃ—নাদেন বিন্দোরৈক্যং, বিন্দুনা কলায়াঃ ত্রৈক্যং, কলায়াশ্চ  
নাদেনৈক্যং, এবং ত্রিতয়ং ; কলয়া বিন্দোরৈক্যং, কলয়া নাদশ্চৈক্যং ত্রিবিভক্তয়া  
পঞ্চকশৈক্যমিতি ষড়্ বিধত্বমৈক্যমিতি পরমরহস্তং গুরুপদশব্দাৎ জ্ঞেয়ম্ । এবং

যোচ্চৈক্যং ভগবত্যাঃ সপৰ্য্যোতি সম্যগুপবৰ্ণিতম্ । যোচ্চৈক্যানুসন্ধানানন্তরং দশভূজা  
ভগবতী ত্রিবিদ্যা মণিপূরে প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্যমানা সপৰ্য্যয়া সন্নিধেয়েতি ঐক্যমেব  
সপৰ্য্যোতি বদতো মমাশয় ইতি বিজ্ঞেয়ম্ ॥

অধুনা বিন্দুস্বরূপং প্রপঞ্চাতে—বিন্দুরিতি মূলাধারাদিচক্রবট্কম্ । বিন্দুঃ  
জগদ্রূপস্তিলয়হেতুঃ শিবস্ত শক্তিবিশেষঃ । স চ এক এব সহস্রকমলাস্তর্গতচতু-  
র্ধারায়ককর্ণিকামধ্যগতচতুষ্কোণায়কং শক্তিতত্ত্বম্ । তদ্ব্যাপ্তশিবতত্ত্বং নাদ  
ইত্যাচাতে । স চতুর্বিধ ইতি প্রাগেবোক্তম্ । উভয়োঃ শক্তিশিবয়োঃ শব্দার্থ-  
রূপত্বাৎ ফলায়কত্বম্ উভয়সাধারণম্ । অতশ্চ মেলনং নাদবিন্দুকলাতীতমিতি  
সময়তরহস্তম্ । স চ বিন্দুঃ দশধা ভিত্তিতে—যথোক্তম্—

দশধা ভিত্তিতে বিন্দুঃ এক এব পরায়কঃ ।

চতুর্ধারকমলে যোচ্চাইধিষ্ঠানপঙ্কজে ॥

উভয়াকাররূপত্বাৎ ইতরেবাং তদাশ্রিতা ।

ইতি । অস্তার্থঃ—এক এব বিন্দুঃ মূলাধারকমলগতচতুর্দলেষু চতুর্ধা, স্বাধিষ্ঠান-  
গতষড়্দলেষু যোচ্চা, এবং দশধা ভিত্তিতে । অয়ং ভাবঃ—মূলাধারঃ চতুশ্চক্রঃ  
সরসিজং, স্বাধিষ্ঠানঃ ষড়্দলং, মণিপূরং দশদলম্, অনাহতং পদ্মং দ্বাদশদলং, বিষ্ণু-  
পদ্মং যোড়শদলং, আজ্ঞাচক্রপদ্মং দ্বিদলমিতি সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । অত্র আধারপদ্মস্ত  
দলচতুষ্টিয়াং বিন্দুচতুষ্টিয়ায়কম্ । তে চ বিন্দবো মনোবুদ্ধাহকারচিহ্নাধাঃ প্রকৃত্যা-  
য়কাঃ জগদ্রূপং এতৎ ইতি সর্ব্বযোগশাস্ত্রসিদ্ধম্ । স্বাধিষ্ঠানপদ্মগতষড়্দলানাং  
কামক্রেধলোভমোহমদমাৎসর্যায়ায়কাঃ ষড়্ বিন্দবঃ । অতএব তে সংহতিবিন্দব  
ইত্যাহঃ । তদুক্তং ভগবত পতঞ্জলিনা—“স্বাধিষ্ঠানে সংহারঃ ষড়্ বিন্দুকৃতঃ” ইতি ।  
এবং দশ বিন্দবঃ কমলদ্বয়দলীয়কাঃ । মণিপূরং মূলাধারস্বাধিষ্ঠানায়কমিতি কৃৎস্না  
দশদলম্ । অনাহতচক্রে মণিপূরপ্রকৃতিকং দশদলং পূর্বাদিৎ, কমলদ্বয়প্রকৃতিকং  
দলদ্বয়ং দ্বাদশদলম্ অনাহতপদ্মম্ । বিষ্ণুপদ্মং তু অনাহতচক্রপ্রকৃতিকং দ্বাদশ-  
দলম্, আধারপ্রকৃতিকং চতুর্দলং, এবং যোড়শদলম্ । তথা মণিপূরপ্রকৃতিকং  
দশদলং স্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকং ষড়্দলমিতি যোড়শদলম্ । আজ্ঞাচক্রং তু আধার-  
স্বাধিষ্ঠানায়কমিতি দ্বিদলম্ । এবং মণিপূরপ্রভৃতীনি আজ্ঞাস্থানি চহ্মারি কমলানি  
মূলাধারস্বাধিষ্ঠানপ্রকৃতিকানি । অতএব মূলাধারদিকে উত্তরকমলচতুষ্কমন্তর্ভূতমিতি  
একৈশ্বেব বিন্দোঃ দশধাত্বং নান্তথ্যেতি সিদ্ধম্ ।

যত্বেপি কোলানাং দ্বিকানুসন্ধানাৎ ষট্ কমলানুসন্ধানফলং সংশ্রুতি, তথাপি  
ষড়্ বৈধিক্যানুসন্ধানাভাবাৎ কোলমার্গ এবমিতি ন দেব্যা মণিপূরে সান্নিধ্যাৎ, পঞ্চবিধ-

যুক্তিবৃত্ত্য ভাবশ্চ, নাদবিন্দুকলাতীতত্বমপ্যসংভাব্যমেব কৌলমতে ইতি । সময়িনাং তু কার্য্যভূতচতুষ্কারুসঙ্কানাদেব কারণভূতকমলধরাভুসঙ্কানকলং সৎস্ততোবেতি । অতএব পঞ্চবিধসাম্যাসিদ্ধৌ সময়সময়িভাবঃ প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্তে সময়সময়িনোঃ সময়িনাং সেবকানামিচ্ছিত্তি ভগবৎপাদমততত্ত্বম্ ।

এবং ভজনশব্দার্থঃ প্রতিপাদ্য প্রকারান্তরেণ ভজনশব্দার্থো নিরূপ্যতে ।—যদাহঃ ভগবৎপাদাঃ “ধারণাপরিত্রাণানামুক্তিঃ” ইতি । অন্ত্যর্থঃ—ধারণাঃ ষষ্ট্যন্তরত্রিশত-সংখ্যাকাঃ । ধারণা নাম বারোঃ কমলেষু নাদকলাভ্যাং নিরোধঃ । স চ ষট্-কমলেষু ষোঢ়া সপ্তমে কমলে সময়শকাভিধেয়ং সাক্ষিঃ সপ্তবিধঃ । একৈকস্মিন্ কমলে পঞ্চাশদিতী ষষ্ট্যন্তরত্রিশতং ধারণাঃ । তাস্চ পৃথক্ নাদবিন্দুকলাভিঃ সাক্ষিঃ মেলনপ্রকারৈরনন্তা ধারণা গুরুপদেশবশাদবগন্তব্যাঃ । ধারণানাং ফলম্ আধারাদিচক্রষট্কে যথাক্রমে মতিস্থিতিবুদ্ধিপ্ৰজ্ঞামেধাপ্রতিভাসংবিজ্ঞপং দিগ্ভ্যাত্রং দর্শিতম্ । অধিকং তু সূত্রেণোদয়ে চরণাগমে চ সপ্রপঞ্চং বহুধা প্রতিপাদিতং তত এবাবধারণ্যং গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নোপবর্ণিতমিহেতি । অতএব কালিদাসভগবৎপাদৈঃ কুলসময়মতভেদপ্রতিপাদকশ্লোকেন সকলজ্ঞাননীন্তোক্ত্রে কথিতম্ । যথা—

চতুস্পত্রাস্তঃ ষড়্‌দলপুটভগাস্ত্রিবিবলয়-  
 ক্ষুরবিদ্রাঘহিহামণিনিযূতভাতিলাতে ।  
 ষড়্‌সং তিস্রাহুদৌ দশদলমথ দ্বাদশদলং  
 কলাসং চ দ্ব্যসং গতবতি নমস্তে গিরিসূতে ॥

অন্ত্যর্থঃ—চতুস্পত্রঃ আধারকনলম্ অষ্টঃ অন্তঃস্থিতঃ অন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ যস্মিন্ তৎ স্বাধিষ্ঠানমিতি বহুব্রীহিঃ, ন তু তৎপুরুষঃ, উত্তরস্ত পূর্বেশ্বরস্তর্ভাবাযোগাৎ । “ষড়্‌সং তিস্রাহুদৌ” ইত্যন্তরবাক্যানবশাচ্চ বহুব্রীহিরেব । চতুস্পত্রাস্তঃ তৎ ষড়্‌-দলং স্বাধিষ্ঠানং চ চতুস্পত্রাস্তঃ ষড়্‌দলম্ । তস্য পুটভগাঃ পুটাস্রকাঃ সম্পুটাস্রকাঃ তৎপ্রকৃতিকা ইতি যাবৎ, তে চ তে ভগাঃ ত্রিকোণানি । মণিপূর্ণপ্রভৃতিচতুস্ক্রান্ত মূলধারপ্রকৃতিকল্পশ্রোক্তবাৎ তেবাং ত্রিকোণাস্রকম্ । “ত্রিকোণে বৈকল্যং স্লিষ্টং অষ্টোরেষ্ঠাদলাবুজম্” ইত্যত্র সমাঙ্‌নির্ণীতম্ । পুটভগানাম্ অন্তঃ মধ্যে । ত্রিবিবলয়ঃ গ্রন্থিত্রয়ঃ স্বাধিষ্ঠানানাহতাজ্ঞাস্তেষু অগ্নিস্বর্ঘ্যচন্দ্রাস্রকরুদ্রগ্রহিবিকুগ্রহিত্রিকুগ্রহি-পর্ধ্যায়শ্চেন স্থিতমিত্যর্থঃ । তত্র ক্ষুরং ক্ষুরস্তী । “ত্রিযাঃ পুংবস্ত্যধিতপুংস্কাদনুঙ্‌ সমা-নাধিকরণে” ইত্যাদিনা পুংবস্ত্যবঃ । বিদ্রাতঃ সৌদামিনীভাঃ বহুঃ অগ্নেঃ হামণেঃ স্বর্ঘ্যস্ত । নিযূতশব্দঃ অগণেরাং সংখ্যাং লক্ষয়তি । তন্ত্বেবাভা বস্তাঃ সা, সা চ সা হ্রাতি-লতা, নিত্য্য ভটিষ্মী স্থিরসৌদামিনীতি যাবৎ । তস্তাঃ সম্বন্ধিঃ । আজ্ঞাচক্রান্তে ব্রহ্ম-



গ্রন্থিভেদনসময়ে বিদ্বাঙ্গিবৃত্তাভা, স্বাধিষ্ঠানান্তে রুদ্রগ্রন্থিভেদনসময়ে বহ্নিবৃত্তাভা, অনাহতচক্রান্তে বিষ্ণুগ্রন্থিভেদনসময়ে দ্ব্যমণিবৃত্তাভা ইতি বিবেকঃ। ষড়ংশ মূলধারপার্ভিতঃ স্বাধিষ্ঠানম্ আদৌ ভিত্ত্বা অথ তদনন্তরং দশদলং মণিপূরং ভিত্ত্বা দ্বাদশদলম্ অনাহতচক্রং ভিত্ত্বা কলাংশং বিমুক্তচক্রং ভিত্ত্বা দ্বাংশং আঞ্জাচক্রং ভিত্ত্বা গতবতী সহস্রকমলমিতি শেষঃ। হে গিরিসুতে ! তে নমঃ।

অত্র চতুস্পত্রং মূলধারং স্বাধিষ্ঠানে অন্তর্ভূতং কোলাঃ উপাসত ইতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। সময়িনস্ত স্বাধিষ্ঠানং ভিত্ত্বা মণিপূরং প্রবিষ্ঠায়াঃ দেব্যাঃ উপাসনং কুর্কণ্ঠীতি সময়মততঃ চ প্রতিপাদিতম্। অত্রৈদমূপহরং—ষট্‌কমলেষু মনঃষষ্ঠং ভূতপঞ্চকং তাদাত্মোদ্যোতীভ্যঃ। তচ্চ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োৈক্যানুসন্ধানমহিয়া ষট্‌কমলানুসন্ধানমহিয়া পঞ্চবিধসাম্যানুসন্ধানমহিয়া ষড়্‌বিধৈক্যানুসন্ধানমহিয়া পিণ্ডাণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডবদবভাসত ইতি সৰ্ব্বযোগশাস্ত্ররহস্যম্। অতএব যোগিনি চতুর্বিধৈক্যানুসন্ধানং কৰ্ত্তব্যমেব। তথা চ শ্রয়তে—

পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োৈক্যং লিঙ্গস্থত্ৰাত্মানোরপি।

স্বাপাব্যাকৃতয়োৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ॥

অর্থঃ—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। তদনন্তরং লিঙ্গস্থত্ৰাত্মানোরৈক্যং অবগন্তব্যম্। লিঙ্গাত্মা লিঙ্গশরীরং একাদশেন্দ্রিয়গণঃ তন্মাত্রাপঞ্চকং বোড়শকং লিঙ্গশরীরম্। ত্ৰাত্মা ব্রহ্মাণ্ডাবচ্ছিন্নো বায়ুঃ লিঙ্গশরীরস্ত অর্চিরাদিমার্গপ্রাপকঃ। তয়োৈক্যসংবগন্তব্যম্। স্বাপাব্যাকৃতয়োঃ—স্বাপঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নঃ সাক্ষী প্রাজ্ঞঃ অব্যাকৃতঃ অবিদ্যাবলিতং ব্রহ্ম তয়োৈক্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীবঃ, পরমাত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপঃ, তয়োৈক্যং জ্ঞাতব্যম্। এবং সন্দ্রাণ্ডয়রহস্যসংক্ষেপঃ। বিস্তরস্ত সূক্তভোদয়ে শাস্ত্রীরকে জ্ঞাতব্যঃ। অগ্নিন্ প্রৌকে সৌন্দর্য্যলহর্য্যাং যাবৎ প্রেমেরজাতং সময়-সিদ্ধান্তরহস্যং কোলসিদ্ধান্তরহস্যং চ প্রতিপাদিতম্ভাভিঃ সংক্ষেপতঃ। তৎসৰ্বং সূক্ষ্মদৃশা মহাত্মভিরনুসন্ধেয়মিতি সৰ্ব্বমনবত্তম্ ॥ ১০০ ॥

**লক্ষ্মীধন-তীকান্ন মৰ্ম্মানুবাদ।**—ভগবতি, আপনান্ন ভজনরত ব্যক্তি বাক্যপতিত্ব (পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অথচ সরস্বতীভর্তৃত্ব) লাভ করিয়া ব্রহ্মার অনুরূপাত্ম ও জ্ঞীপতিত্ব (ঐর্ধ্য অথচ লক্ষ্মীপতিত্ব) লাভ করিয়া নারায়ণের অনুরূপাত্ম হইয়া বিচরণ করেন, রমণীয় শরীর দ্বারা (সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া) স্নতির পাতিত্বতা শিথিল করিয়া থাকেন, অর্থাৎ রতি তাঁহাকে দেখিয়া মদন-ভ্রমে তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হইয়া। (ইহা সেই ভক্তনের ঐহিক ফল) এবং তিনি অবিদ্যাবদ্ধ জীব ও অবিভার যে স্বাক্ষ, তাহা অপনীত করিয়া নিত্যদেহে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমানন্দ

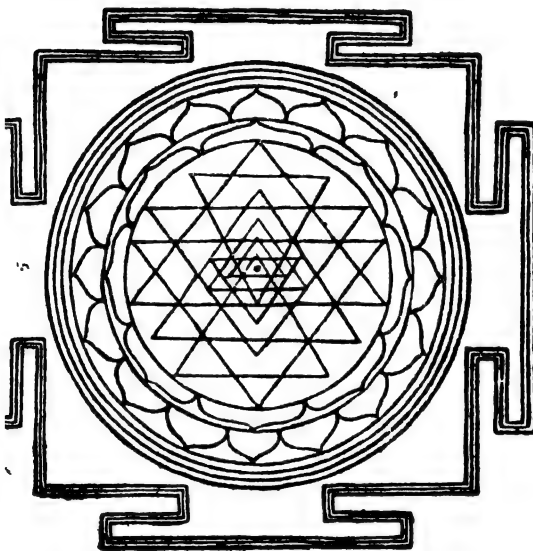
আশ্বাদন করিয়া থাকেন। নিত্যদেহ অর্থে স্থলদেহে দীর্ঘজীবন, স্থলদেহাবসানে  
স্থলশরীরের নিত্যত্ব। স্থলদেহ যত দিন থাকে, তত দিন তিনি জীবন্ত। পরে  
তাহার সান্নিধ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য বা সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। সান্নিধ্য  
প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি আছে, সাযুজ্যই নিত্য। ভজনার ভেদে  
এই মুক্তিভেদ হইয়া থাকে। ষট্চক্রই ত্রীচক্ররূপে ধোয়, ইহা পূর্বে কথিত  
হইয়াছে। ষট্চক্রভেদ-শিক্ষার্থী সময়চারীর প্রাথমিক সেবা মূল্যধার ও স্বাধিষ্ঠানে  
থাকিলেও তাহা প্রকৃত ভজনাস্থান নহে, ঐ দুই চক্র তামিস্র নামে অভিহিত।  
মণিপূর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত চারচক্র ত্রীচক্রের যে এক এক অংশ, তন্মধ্যে  
মণিপূরে ভজনাসিদ্ধির ফল—সান্নিধ্য মুক্তি, অনাহত চক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—  
সালোক্য, বিমুক্তিচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল—সামীপ্য, আজ্ঞাচক্রে ভজনাসিদ্ধির  
ফল—সাক্ষ্য। সময়চারীর প্রকৃত ভজনাস্থান—সহস্রার কমল, তথায় অবস্থিত  
চন্দ্রনগ্ন ও তন্মধ্যে ত্রিপুরসুন্দরার ভজনার কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। সেই  
ভজনাসিদ্ধির ফল—সাযুজ্যমুক্তি, তাহা হইতে আর বিচ্যুতি হয় না। শিবশক্তি  
মিলিত হইয়া যেন একটি কোটা। সাযুজ্যমুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি সেই কোটার মধ্যে  
থাকিয়া অনন্তকাল কেবল পরমানন্দ ভোগ করেন। সান্নিধ্য-মুক্তি—দেবীনগরসমীপে  
নগরান্তর নির্মাণ, তাহাতে বাস ও দেবী-সেবা। সালোক্য—দেবীনগরেই অবস্থিতি  
পূর্বক দেবী-সেবা। সামীপ্য—দেবীসমীপস্থ পরিজনবৎ সেবানন্দলাভ। সাক্ষ্য—  
দেবীর তুল্যরূপপ্রাপ্তি পূর্বক পৃথক অবস্থিত হইয়া আনন্দলাভ। এই সান্নিধ্য  
প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি গোণ।

মূল্যধার প্রভৃতি ষট্চক্রকে ত্রিবিভাগরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই তাদাত্ম্য-  
ধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য। নাদ ত্রীচক্র (অর্থাৎ ত্রিবিভাগ), বিন্দু ষট্চক্র। ত্রীচক্র ও  
ষট্চক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণই নাদবিন্দুর ঐক্য। ত্রীচক্রে ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশ-  
কোণত্ব, চতুর্দশ কোণ, শিবচক্র-চতুর্দশ, ব্রহ্মত্ব, তাহার বাহিরে চতুর্দশবিন্দু ভূপূর-  
ত্ব, চতুর্দশারে সোপান, এবং চতুর্দশবিন্দু বৈশ্বানর স্থান—এইরূপে ত্রীচক্র রচনা হয়।  
চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখ। ষট্চক্রে ত্রীচক্র সম্পাদন করিবার প্রণালী, আধার অর্থাৎ  
মূল্যধারচক্র চতুর্দল, তাহার কর্ণিকাই ত্রীচক্রের ত্রিকোণ; স্বাধিষ্ঠান বড়দলপদ্ম,  
তাহার কর্ণিকাই ত্রীচক্রের অষ্টকোণ, মণিপূর দশদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা ত্রীচক্রের  
প্রথম দশকোণ, অনাহতচক্র দ্বাদশদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা ত্রীচক্রের দ্বিতীয়  
দশকোণ, বিমুক্তিচক্র বোড়শদলপদ্ম, তাহার কর্ণিকা ত্রীচক্রের চতুর্দশ কোণ,  
শক্তিচক্রের ঐক্য এই পর্যন্ত। আজ্ঞাচক্র দ্বিদলপদ্ম, এক দিকে অষ্টকোণ ও

অপর দিকে ষোড়শকোণ—এই দ্বিবিধ কর্ণিকা, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রই শিবচক্র-চতুষ্টয়ায়ক। পূর্বোক্ত রুদ্রগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থিই ত্রিভূত,—তদুপরি সহস্রদলকমল, তদীয় কর্ণিকাই ত্রীচক্রের সোপান-যুক্ত চতুর্দারসমন্বিত ভূপুরাণ। আর সেই কর্ণিকামধ্যে ত্রীচক্রের চতুর্দারযুক্ত বৈলবস্থান। এই প্রকার ত্রীচক্র ও ষট্চক্রের একাধ্যানই নাদবিন্দুর ঐক্য।

সমগ্রাচার্যী গুরু লক্ষ্মীধরের মত, কথিত নাদবিন্দুর ঐক্যের স্থায় আরও পাঁচটি ঐক্য আছে, সেই ষড়্‌বিধ ঐক্য ধারণাই ভগবতীর পূজা। পাঁচটি ঐক্য যথা—বিন্দুর সঙ্কিত কলার ঐক্য, নাদের সহিত কলার ঐক্য, কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য,

ত্রিবিজ্ঞায়নম্।



কলার সহিত নাদের ঐক্য, এবং ত্রিবিজ্ঞায়ন সহিত পূর্বোক্ত সমুদয়ের ঐক্য। ষড়্‌বিধ ঐক্যধারণা সিদ্ধ হইলে মণিপুরচক্রে দশভুজা ভগবতী ত্রিবিজ্ঞায়ন প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

এক্ষণে বিন্দু প্রভৃতির স্বরূপ কথিত হইতেছে।—বিন্দু, শিবের শক্তি (মূল প্রকৃতি) এক, তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতু, তিনি শিরঃস্থিত সহস্রদলকমল কর্ণিকামধ্যে অবস্থিত, ধ্যানে তাঁহার আকার চতুর্কোণ, তন্মধ্যে নাদরূপী শিবভব চৈতন্য। উক্ত পরাম্বক এক বিন্দুই অর্থাৎ মূল প্রকৃতিই দশপ্রকার স্বরূপ ধারণ করেন। তাহাই ষট্চক্র। মূলাধারে চতুর্দল চারবিন্দু, সৃষ্টি হেতু—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার

এবং চিত্ত, (মনের বৃত্তি—সঙ্কল্প-বিকল্প, বুদ্ধির বৃত্তি—নিশ্চয়, অহঙ্কারের বৃত্তি—‘অহং’-বিষয়ক জ্ঞান, চিত্তের বৃত্তি—স্মরণ) স্বাধিষ্ঠানে ষড়্‌দল ছয় বিন্দু, কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু,—সংহারহেতু এই দশবিন্দু, মণিপুত্রে দশদলরূপে স্থিত; অনাহতচক্রে দ্বাদশ দলের দশদল—মণিপুত্রের দশ বিন্দু এবং অপর দলদ্বয় মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানস্বরূপ হওয়ায় তাহাও সেই সেই চক্রের দুইটি সমষ্টি বিন্দু; বিগুপ্তিচক্রে ষোড়শ-দলের দ্বাদশ বিন্দু অনাহত চক্রের স্থায় এবং অবশিষ্ট চারবিন্দু মূলাধার চতুর্দলের চারবিন্দু; আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, তাহা মূলাধার স্বাধিষ্ঠান স্বরূপ; অতএব মণিপুত্র ইহাতে আজ্ঞা পর্য্যন্ত চারচক্রের উপাদান বা প্রকৃতি মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। (রুদ্রগ্রন্থি—তমোগুণের গ্রন্থি বলিয়া মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান শুদ্ধ, ক্রোধবহুল এই স্থানে উপাসনার স্থান নহে। রুদ্রগ্রন্থির উর্দ্ধ চক্র উপাসনার আলম্বন, ইহা সমস্তাচারীর মত, কোলগণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকেই বিশেষভাবে আলম্বন করিয়া থাকেন)।

একই বিন্দুর এইরূপে দশধা ভেদ। কলা পঞ্চাশৎ মাতৃকবর্ণ। ষট্‌চক্রের দুই দুই চক্র অগ্নিখণ্ড, সূর্য্যখণ্ড এবং চন্দ্রখণ্ড নামে উক্ত। সর্ব্বনিম্নে অগ্নিখণ্ড, মধ্যে সূর্য্যখণ্ড, উর্দ্ধে চন্দ্রখণ্ড। এই চন্দ্রখণ্ডে ষোড়শ স্বর, সূর্য্যখণ্ডে স্পর্শবর্ণ, অগ্নিখণ্ডে অন্তঃস্থ বর্ণ ও হকারবর্জিত উষ্মবর্ণ, বৈশ্বানর স্থানে হকার ও দ্বিতীয় লকার (এই লকার বাঙ্গালায় ‘ড’ আকারে পরিবর্তিত, শব্দশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা দ্বিতীয় লকার, মহারাষ্ট্র নাগরাক্ষরে ইহার আকারভেদও দৃষ্ট হয়) ক্ষকার সর্ব্বত্র। কলা তিথিস্বরূপ, ত্রিপুরাসুন্দরীর নিত্যানারী অমৃতচরীর কলাস্বরূপ। মূলমন্ত্র ত্রিকূট,—তাহাতে পঞ্চদশ অক্ষর, কলা সেই সেই অক্ষরস্বরূপা, সেই পঞ্চদশাক্ষর ত্রিখণ্ড; ত্রিখণ্ড চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ; সোম সূর্য্য ও অগ্নি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থিস্বরূপ; উক্ত গ্রন্থিত্রয় মন্ত্রস্থিত মায়াকীজত্রয়স্বরূপ, ঐ মায়াবীজ ভুবনেশ্বরী মন্ত্র, উহা ত্রিপুরাসুন্দরী মূলমন্ত্রের অন্তর্গত মূলমন্ত্র, ঐবিশ্ণবস্ত্রের নব চক্রের সহিত অভিন্ন, নব চক্র—দেহস্থ ষট্‌চক্র গ্রন্থিত্রয় এবং সহস্রদল কমলের সহিত অভিন্ন। এইরূপ ক্রমে যে অভেদ বা তাদার্ম্য ধ্যান, তাহাই কলানাদের ঐক্য। কলাকে প্রথম আশ্রয় করিয়া সহস্রদলকমলস্থ নাদ পর্য্যন্ত ধ্যানে ঐক্যচিন্তা—কলার সহিত নাদের ঐক্য। আর নাদকে প্রথম আশ্রয় করিয়া অন্তে কলা পর্য্যন্তের যে পূর্ব্বোক্ত-রূপে ঐক্যচিন্তা, তাহাই নাদের সহিত কলার ঐক্য। স্মারোহ-প্রণালী আশ্রয়ে ঐক্যচিন্তায় ভেদ হেতু বিন্দুর সহিত কলার ঐক্য ও কলার সহিত বিন্দুর ঐক্য

পৃথকভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। কথিত পঞ্চবিধ ঐক্য—ঐবিত্তার সহিত ঐক্য-সাধনা হইলে ষড়্বিধ ঐক্য হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সাম্যসাধনা এবং এই ঐক্যসাধনার ফলে দেহ ও বিধের একত্ব জ্ঞান, লিঙ্গশরীর (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র) ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ বায়ুর একত্ব জ্ঞান, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থাপহিত জীব ও জৈবের একত্বজ্ঞান ও সর্বক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার একত্বজ্ঞান—এইরূপ ক্রমে অদ্বৈতজ্ঞান হয়। তাহার ক্রম জ্ঞানাদি গুরুপদে ব্যতীত হয় না, এইরূপ কারণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১০০ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—সরস্বত্যা ইতি। বৃত্তজনবান্ বৃত্তজ্ঞো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি বৃত্তজ্ঞং সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যোণ বপুৰ্বা আত্মনঃ, সৌন্দর্য্যোণ রম্যঃ পাতিব্রত্যাঃ শিখিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্যা নির্বন্ধঃ দূরীকরোতি। ভক্তঃ কিস্তুতঃ? ক্ষয়িতপশুপাশবাতিকুরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবয়েব ব্রহ্মাভিখ্যাং রসং রসয়তি আত্মাদয়তি জীবন্তুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

**অনুবাদ।**—জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্বক তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষ্মীরও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা রত্নের পাতিব্রত্যাধর্ম্মও শিখিল করিয়া ফেলেন। ঐদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাশ উন্মোচন পূর্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১০০ ॥

নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে,

নিরাষাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিষ্টকনিলয়ে।

নিপুত্যা নিম্মুক্তে নিখিলনিগমাস্তস্ততপদে,

নিরা তস্মৈ নিত্যে নিগময় মমাপি স্তুতিমিমান্ ॥১০১॥ \*

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—নিধে ইতি। নিধীয়তে অগ্নির্ন বিধমিতি বিন্ধ্যধারভূতে! নিত্যং প্রতিকল্পং স্মেরমানন্দহাসঃ বস্তাঃ, হে নিত্যস্মেরে! নির্গতো-হবখিন্নিরস্তা গুণানাং বস্তাঃ। হে নীতো নিপুণে! বখোচিতনিগ্রহাহুগ্রহপরে! নিরাষাটমপরিমিতং জ্ঞানং বস্তাঃ, হে নিরাষাটজ্ঞানে! নিগময় বেদান্তবাদিনস্তেবাং

\* অরং মোক্ষো লক্ষ্মীরেণ ঐশ্বর্য্যাদ্যর্থাভগবন্তিরকৃতং প্রখ্যাপ্যোপেক্ষিতঃ।

চিন্ত্যমেকং প্রধানং স্থানং যন্তাঃ । নিয়তিঃ শুভাশুভং কৰ্ম তথা কৰ্মহীনে ! অপৰ্যাপ্ত-  
বেদান্তে স্তুতং পদং স্থানং যন্তাঃ, হে নিখিলনিগমাস্তুতপদে ! নিগতমাতৰ্কং ইদং  
কৰ্তব্যমিদমকৰ্তব্যমিতি চিন্তাচাঞ্চল্যং যন্তাঃ, হে নিরাতঙ্কে ! হে নিত্যো ! ইমাং  
মমাপি স্তুতিং নিগময় বেদবৎ কুরু । যথা বেদ-প্রমাণং তথা কুৰ্কিতার্থঃ ।  
নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥

**অনুবাদ**—জননি ! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপ । তুমি  
প্রতিক্ষণ আনন্দযুক্ত হস্ত করিতেছ । তোমার গুণের সীমা নাই । তুমি  
যথোচিত নিগ্রহামুগ্রহে সৰ্বদা নিরতা । তুমি অপরিমিত জ্ঞানসম্পন্ন । তুমি  
যুনিয়মপরায়ণ জনগণের চিন্তে সৰ্বদা অবস্থান করিয়া থাক । তুমি কৰ্মফলের  
অধীন নহ । নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তুয়মান হইয়া থাকে । তুমি  
আতঙ্কহীন অর্থাৎ কৰ্তব্য অকৰ্তব্য চিন্তায় তুমি চঞ্চল নহ । হে নিত্যানন্দময়ি !  
মংকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ॥ ১০১ ॥

প্রদীপজ্বালাভির্দ্বিসকরনীরাজনবিধিঃ,

সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা ।

স্বকীয়ৈরন্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং,

স্বদীয়াভির্বাগুতিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

**লক্ষ্মীধর-কৃত-টীকা**—প্রদীপস্ত করদীপিকায়াঃ জ্বালাভিঃ কীলাভিঃ  
দ্বিসকরস্ত সুধাস্ত নীরাজনবিধিঃ নীরাজনকৃতাম্ । সুধাসূতৈঃ চন্দ্রস্ত চন্দ্রোপল-  
জললবৈঃ চন্দ্রোপলানাং চন্দ্রকান্তানাং জললবৈঃ নিষাদৈঃ অর্ঘ্যরচনা । স্বকীয়ৈঃ  
আত্মস্বক্ৰিভিঃ । এতং স্বকীয়পদং প্রদীপজ্বালাভিরিত্যাদৌ ব্যত্যয়েনাবেতি  
স্বকীয়াভিরিতি । অন্তোভিঃ জলৈঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং সমুদ্রস্ত তৃপ্তিহেতুঃ  
তর্পণবিশেষঃ । স্বদীয়াভিঃ স্বহংপরাভিঃ স্বদীয়াভিঃ বাগুতিঃ স্বংস্বরূপৈঃ বাক্যসম্বর্ভৈঃ  
স্তুতিঃ স্তোত্রং তব ভবত্যাঃ জননি ! মাতঃ ! সবিদ্রীত্যর্থঃ বাচাং বাক্যপ্রপঞ্চস্ত  
স্তুতিরিয়ম্ ।

**অত্রৈকং পদযোজন**—হে বাচাং জননি ! যথা স্বকীয়াভিঃ প্রদীপজ্বালাভিঃ  
দ্বিসকরনীরাজনবিধিঃ, যথা স্বকীয়ৈশ্চন্দ্রোপলজললবৈঃ সুধাসূতৈরর্ঘ্যরচনা ভবতি,  
যথা স্বকীয়ৈরন্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং ভবতি তথা স্বদীয়াভিঃ বাগুতিরেব  
তবেয়ং

অত্র ইদং স্তুতিরিতি যদা পূর্বোক্তপ্রদীপজ্বালাদিবাক্যপ্রতিপাদিতার্থসাম্যপরামর্শঃ

তদা প্রতিবন্তু পমালকারঃ, উপমানোপমেয়রৌর্বন্তপ্রতিবন্তভাবেনাশ্রয়াৎ । যদা ইয়ং  
স্ততিরিত্তি স্বরূপমাত্রং পরামৃশ্ততে তদা ভিন্নবাক্যেণ বিষপ্রতিবিষাক্ষেপাৎ  
দৃষ্টান্তালঙ্কারঃ । এবং প্রতিবন্তু পমাদৃষ্টান্তালঙ্কারয়োঃ অধরভেদেন প্রতীয়মানত্বাৎ  
বাক্যদ্বয়শ্রবণাৎ সংসৃষ্টিরেবেতি ধোয়ম্ ।

অগ্নিন্ সৌন্দর্যালঙ্কারীশ্লোকশতকে “সমানীতঃ পদ্মাং” \* ইতি “সমুদ্ভূতমূলস্তন-  
ভরম্” † ইতি “নিধে নিত্যশ্চরে” ‡ ইতি শ্লোকত্রয়ং বৰ্জ্যতে । তত্ত্ব ভগবৎ-  
পাদরচিতং ন ভবতি, কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তমিতি ন ব্যাখ্যাতম্ । শ্লোকশতকমেব  
ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১০২ ॥

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—প্রদীপ ইতি । হে বাচাং জননি !  
ইয়ং স্ততিত্বদীপ্যভির্বাগ্ভির্কিরিচিতা নাত্র মম কর্তৃত্বমিতি ভাবঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ ই  
প্রদীপেত্যাদি । যথা প্রদীপজালাভির্দ্বিসকরশ্চ নির্মলজনবিধিঃ বিশ্বব্যাপকস্তেজসা  
স্বল্পতেজোহমৃতবিষ্যতীত্যর্থঃ । যথা সুধাসিকোচস্ত্রস্ত চন্দ্রোপলশ্চন্দ্রকাস্তমণিবিশেষঃ ।  
তন্মাদ্যদমৃতং শ্রবতি তদমৃতেনাধ্যয়চনা । যথা স্বকীয়ৈরশ্চোভিঃ সমুদ্রোথিত-  
বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সৌহিত্যকরণং স্রীতিজননমিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

**অনুবাদ।**—হে ব্রহ্মাণ্ডজননি ! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগদ্ব্যপ্ত  
পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্য দীপশিখা দ্বারা নীরাজিত  
করা যেরূপ, সুধাসিদ্ধ চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্দ্রকাস্তমণি-নিঃসৃত অমৃত-  
বিন্দু দ্বারা অর্ঘ্যরচনা করা যেরূপ এবং সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ  
করা যেরূপ, তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারা ই  
সেইরূপ তোমার স্তব করিলাম । ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বই নাই ॥ ১০২ ॥

মঞ্জীরশোভিচরণং বলিশোভিমধ্যং,

হার্যভিরামকুচমম্বরুহায়তাক্ষম্ ।

নীলাঙ্ককং হিমমহীধরকুণ্ডকাখ্যং

জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদোপ্তম্ ॥ ১০৩ ॥ ৭

**অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।**—মঞ্জীরেত্যাদি । হিমমহীধরকুণ্ডকা

\* অয়ং “অরালা কেশবু” ইত্যনন্তরং পঠাতে । অচ্যুতানন্দোপাধ্যায়ং নোন্নিধিতঃ ।

† অয়ং “পিরামাঃ” ইত্যনন্তরং পঠাতে ।

‡ অয়ং “সরসত্যা” ইত্যনন্তরং পঠাতে ।

৭ অয়ং শ্লোকো লক্ষ্মীধরং নোন্নিধিতোৎপি । অত্র ‘দীপদোপ্তম্’ ইত্যত্র ‘বর্জ্যমীড়ে’ ইতি  
পঠঃ সমীচীনঃ ।

আখ্যা যন্ত তং জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ঃ দীপম্ অহমীড়ে ইত্যাচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তর-  
প্রবিষ্টা। কিন্তু তং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্তম্ ঈশ্বররূপেণ দীপেন বর্ত্তা প্রকাশীভূতম্ ॥ ১০৩ ॥

**অনুবাদ।**—বীহার পদযুগল মননময় নুপুরে শোভা পাইতেছে, বীহার  
মধ্যদেশ ত্রিবলি দ্বারা, বিশোভিত, বীহার স্তনতট হারাবলি দ্বারা অপরূপ রূপ  
ধারণ করিয়াছে, বীহার নয়নত্রয় বিকসিত কমলদলের স্তায় আয়ত, যিনি লীলা-  
ময়ী, তাদৃশ হিমালয়কণ্ঠাকরূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বর্ত্তি দ্বারা নিরন্তর  
প্রকাশীভূত রহিয়াছেন, আমি তাঁহার স্তব করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

ইথং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্‌দেবতাসিদ্ধুনা,

শ্রীসৌন্দর্য্যস্থানদোস্ততিরিয়ং কুপ্তা বিচিত্রা গুণৈঃ ।

আরতা ধৃতশক্তিভির্দশশতাবৃত্ত্যা নবৈঃ সাধকৈ-

স্তান্ কুব্বাত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংযুক্তপাদাম্বুজান্ ॥ ১০৪ ॥\*

ইতি আনন্দলহরী সমাপ্তা ॥

ইতি শ্রীলোকুলসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকভ্রমরাশিকাবরপ্রসাদসমুন্নতিমহাসারস্বতভট্ট-  
লৌল্লপতিগ্রন্থবিবরণকর্ত্তৃশ্রীমহোপাধ্যায়মহাদেবাচার্য্যনপ্তমেন সাহিত্যপারিজাতস্বতি-  
কল্পতরুপ্রবন্ধপ্রবন্ধ-লক্ষ্মীধর্য্যাবধেন ভরতার্ণবপোতাখ্যাসাহিত্যমীমাংসাগ্রন্থপ্রণেতৃ-  
বিবিশ্বমিশ্রপঞ্চমেন মীমাংসাদ্বয়জীবাতুনির্মাতৃপুরুষোত্তমমহোপাধ্যায়প্রনপ্তা। প্রাভা-  
করামৃতবাহিনীপ্রভাবলীখণ্ডনাথনেকপ্রবন্ধসম্পর্কপ্রবর্ত্তকবিবিধবিরুদ্ধপদমহোপাধ্যায়-  
লক্ষ্মণ্য্যপৌত্রেন নয়বিবেকদীপিকাপ্রবন্ধসংবিধাতৃমহোপাধ্যায়বিষ্ণুসার্কভোমনুতন-  
ব্যাগাথনেকবিরুদ্ধাক্ত-ঐবিশ্বনাথভট্টারকতনয়েন অধীতদশতনয়েন পার্বতীগর্ভ-  
শক্তিযুক্তারয়েন বহুকৃতকৃতধী চিরত্নেন লোকুলকলশাষুধিস্থাংগুনা যশঃপ্রাংগুনা  
হরিতগোত্রকল্পশাখিনা আপস্তম্বশাখিনা বড়দশনোপারদশন প্রতাপকবৃক্ষবজ্রামাত-  
রিখন ভ্রমরাশিকাপ্রসাদসমাসাদিতপ্রতিভাবিশেষেণ ভূবি শেষেণ ত্রিখিলযামল-  
তন্ত্রার্ণবাবগাহনরুদ্রেণ আশ্রয়ীকৃতগজপতিবীররুদ্রেণ নীলগিরিসুন্দরচরণারবিন্দ-  
চকরীকেশ বালীচকরীকেশ সরস্বতীবিলাসাথনেকস্বতিনিবন্ধন-লক্ষ্মীধরাথনেক-  
সাহিত্যনিবন্ধন-নয়বিবেকভূষণাথনেকগুরুমতিনিবন্ধন-যোগদীপিকাথনেকপাতঞ্জল-মত-  
নিবন্ধন-মহানিবন্ধনাখ্যমানবদর্শনশাস্ত্রটীকা-কর্ণাবতংসবর্হাবতংসাথনেক-কাব্যকল্পকেশ  
আশ্রিতজনরম্যকেন নিগ্রহামুগ্রহকৌশিকেন শ্রীমহোপাধ্যায়লক্ষ্মীধর-দেশিকেন  
রুতেয়ং লক্ষ্মীধরাখ্য সৌন্দর্য্যলহরীস্ততিব্যাখ্যা; অনয়া সম্বন্ধে ভবতু ভগবতী ভবানী ।

১০৩।১০৪ মোকৌ লক্ষ্মীধরেন ত্যক্তৌ ।



অম্বদীরানাং লক্ষ্মীধরাচার্য্যাণাং পঞ্চম্—

বয়মিহ পদবিজ্ঞাং তত্ত্বমায়ীককৌং বা,  
যদি পথি বিপথে বা বর্ত্ত্যামঃ স পন্থাঃ ।  
উদয়তি দিশি যন্তাং ভানুমান্ সৈব পূৰ্ব্বা, '  
ন হি তরণিরুদীতে দিক্ পন্নানীনবন্তিঃ ॥  
সায়ং সমুজ্জ্বলমল্লী-সুমসুরভিসুধামাধুরী-সাধুরীতি-  
গ্রেথ্বংপুত্ৰানুপুত্ৰানুরদমরসরিষীচিবাচালবাচঃ ।  
লোলমল্লীলক্ষণাখ্যো গুণমণিজলধির্ভাসতে ভূসুহালী-  
কেলী-নালীক-পালী-দশশতকিরণো বিষদগ্রেসমোহসৌ ॥

যন্ত সপ্তমঃ—যঃ কণ্ঠটবসুন্ধরাধিপমহাস্থানে সুবর্ণায়িতো  
যো বিঘ্ননিকষায়িতো নৃপগৃহে বেমাথ্যপৃথ্বীশিত্ত্বঃ ।  
ক্রীমল্লোলটভট্টশিষ্য ইতি যো লোল্লাখ্যায়া শ্রয়তে  
ক্রীশেষাশ্বয়শেখরঃ স হি মহাদেবো বিপশ্চিন্মহান্ ॥

তন্ত্রোক্তিঃ—নিকষায়িতুমীহে বা সুবর্ণায়িতুমেব বা ।  
সুবর্ণায়িতুমেবেহে নিকষো ন হৃলঙ্ঘিয়া ॥  
তৰ্কজ্ঞক্ তবাবদুকনিচয়ং বাদিস্তমাস্তাং মম  
ব্যাখ্যাত্ত্বমদারশিষ্যানিবহল্লাঘাং তথা তিষ্ঠতু ।  
স্বর্গৌক-চ্যবমান-সিদ্ধ-তটিনী-কল্লোলসল্লাপিনা-  
মুজ্জাসা বচসাং ন কন্ত মনসাং মৎকাস্তমৎকারিণঃ ॥  
গতোহয়ং শঙ্করাচার্য্যো বীরমাহেশ্বরো গতঃ ।  
ষট্চক্রভেদেনে কো বা জানীতে মৎপরিশ্রমম্ ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

অচ্যুতানন্দকৃত-টীকা।—ইথগিত্যাदि । সুগমম্ ॥ ১০৪ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা ।

অনুবাদ।—এই প্রকার বাগ্বেদবতাসিদ্ধ শঙ্করাবতার উপবান্ শঙ্কর কর্তৃক  
নিচিহ্নরূপে গ্রথিত ত্রিসৌন্দর্য্য-সুধানদীরূপ এই স্তোত্র, ধৃতশক্তি ভরুণ সাধকগণ  
• সহস্রবার পাঠ করিলে নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন ॥ ১০৪ ॥

আনন্দলহরী সমাপ্ত ।

## নিরঞ্জনায়ক-স্তোত্র

স্থানং ন মানং ন চ নাদ-বিন্দু-রূপং ন রেখা ন চ ধাতুবর্ণম্ ।

দ্রষ্টা ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং, \* তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ১ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি স্থান নহেন, ষাঁহার পরিমাণ (সীমা) নাই, যিনি নাদ ও বিন্দু নহেন, যিনি রূপ নহেন, রেখা নহেন, ধাতু ও বর্ণ নহেন, দর্শক ও দর্শনীয় নহেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ভূত নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১ ॥

বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকূলং, শাখা ন পত্রং ন চ বল্লিপল্লবম্ ।

পুষ্পং ন গন্ধো ন ফলং ন ছায়া, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ২ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি বৃক্ষ নহেন, বৃক্ষের মূল ও বীজকূপ নহেন, শাখা ও পত্র নহেন, লতা ও পল্লব নহেন, যিনি পুষ্প ও গন্ধ নহেন, ফল নহেন, ছায়া নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ২ ॥

বেদো ন শাস্ত্রং ন চ শৌচ-সঙ্কেত,

যজ্ঞো ন জাপ্যং † ন চ ধান-ধেয়ম্ । ‡

হোমো ন যজ্ঞো ন চ দেবপূজা,

তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি বেদ নহেন, শাস্ত্র ( ধর্মশাস্ত্র ) নহেন, শৌচ (পবিত্রতা) নহেন, সন্ধ্যা নহেন, যিনি যজ্ঞ নহেন, জাপ্য নহেন, যিনি আধার নহেন, আধারে স্থাপনীয় নহেন, যিনি হোম নহেন, যজ্ঞ নহেৎ এবং দেবপূজা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অথো ন চোর্দ্ধঃ § শিবো ন শক্তিঃ, পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গমূর্তিঃ ।

ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ দেবরুদ্রস্তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—যিনি নির নহেন, উর্দ্ধদিক্ নহেন, শিব নহেন, শক্তিও

\* 'দক' পাঠ হইলে হ্রস্বদোষ হয় না ।

† 'নভা' পাঠান্তর ।

‡ 'ধান-ধেয়' স-দোষ পাঠান্তর ।

নহেন, পুরুষ নহেন, নারীও নহেন, যিনি লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন, যিনি ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, কৃত্তদেবও নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

অখণ্ড-খণ্ডং ন চ দণ্ড-দণ্ডাং, কালোহপি জীবো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ ।  
এহা ন তারা ন চ মেঘমালা, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—যিনি অখণ্ড বা খণ্ড নহেন, দণ্ড নহেন, যিনি দণ্ডের  
যোগ্যও নহেন, যিনি কাল (সময়) নহেন, যিনি জীব নহেন, গুরু ও শিষ্য  
নহেন, যিনি এহ, তারা ও মেঘমালা নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শ্বেতং ন পীতং ন চ রক্তরেতো, হৈমং ন রৌপ্যং ন চ বর্ণবর্ণম্ ।  
চন্দ্রার্কবহ্নে রুদ্রয়ো ন চাস্তং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।—যিনি শ্বেত নহেন, পীত নহেন, যিনি রক্ত বা রেতঃ  
নহেন, স্বর্ণময় নহেন, রক্ত নহেন, যিনি চতুর্ভূজ বা ষশঃ নহেন, যিনি চন্দ্র  
সুৰ্য্য ও অগ্নির উদয় বা তিরোভাব নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

স্বর্গে ন মর্ত্তে নগরে ন সত্রে, জাতেরতীতং ন চ ভেদভিন্নম্ ।  
নাহং ন তদ্বং ন পৃথক্ পৃথক্ হাং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।—যিনি স্বর্গে নহেন, পৃথিবীতে নহেন, নগরে নহেন, সত্র-  
স্থানে নহেন, যিনি জন্মের অতীত, যিনি ভেদ ও ভিন্ন নহেন, অহং নহেন, তৎ  
নহেন, হং নহেন, যিনি পৃথক্ হইতে পৃথক্ নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মকে  
নমস্কার ॥ ৭ ॥

গন্তীর-বীরং ন ঘনং ন শূন্যং, \* সংসারসারং ন চ পাপপুণ্যম্ ।  
ব্যস্তং ন চাব্যস্তম-ভেদভিন্নং, তস্মৈ নমো ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৮ ॥

ইতি নিরঞ্জনান্টকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—যিনি গন্তীর নহেন, বীর নহেন, ঘন নহেন, শূন্য  
নহেন, যিনি সংসারের সার, যিনি পাপ নহেন, পুণ্যও নহেন, যিনি ব্যস্ত নহেন,  
ব্যস্ত অব্যস্তও নহেন, সেই নির্বিশেষ নিরঞ্জন ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

নিরঞ্জনান্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ ।

ত্ৰীশ্ৰীধারকানাথো জয়তি ।

# শঙ্করাচাৰ্য্য-গ্রন্থমালা

## অনুযতি বা আদেশ ভাগ

### মঠাম্ভায় ।

অথ দ্বারকাপুৰ্য্যাং প্ৰতিষ্ঠিতঃ

শারদামঠাম্ভায়ঃ ।

প্ৰথমঃ পশ্চিমাম্ভায়ঃ শারদা মঠ উচ্যতে ।

কীটবারঃ সম্প্ৰদায়স্তস্য তীৰ্থাশ্ৰমৌ পদে ॥ ১ ॥ \*

**অনুবাদ।**—দ্বারকা নগৰীতে ভগবান্ শঙ্করাচাৰ্য্যেৰ প্ৰতিষ্ঠিত শারদা-মঠাম্ভায় কথিত হইতেছে। শারদা-মঠাম্ভায় শব্দেৰ অৰ্থ—শারদা-মঠ সম্পৰ্কে অনু-শাসন। প্ৰথম এবং পশ্চিমাম্ভায় শারদা-মঠ নামে প্ৰসিদ্ধ। সম্প্ৰদায়েৰ নাম কীটবার, (সন্ন্যাসীৰ) উপাধি তীৰ্থ ও আশ্ৰম। (এখানে পশ্চিমাম্ভায় শব্দেৰ অৰ্থ—সিদ্ধ সৌবীৰ প্ৰভৃতি পশ্চিম দেশেৰ ধৰ্ম্মানুশাসন যথা হইতে প্ৰবৰ্ত্তিত হয়, সেই মঠ) ॥১॥

দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্ৰং শ্ৰাদ্ধেবঃ সিদ্ধেশ্বৰঃ স্মৃতঃ ।

ভদ্ৰকালী তু দেবী শ্ৰাদ্ধাচাৰ্য্যো বিশ্বৰূপকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—ক্ষেত্ৰ (স্থান) দ্বারকা, দেবতাৰ নাম সিদ্ধেশ্বৰ, দেবী ভদ্ৰকালী, (প্ৰথম) আচাৰ্য্য বিশ্বৰূপ। (বিশ্বৰূপেৰ নামান্তৰ সুরেশ্বৰ) ॥ ২ ॥

গোমতী তীৰ্থমমলং ব্ৰহ্মচাৰী স্বৰূপকঃ ।

সামবেদস্য বক্তা চ তত্র ধৰ্ম্মং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥

জীবাশ্চ-পৰমাত্মৈক্যবোধো যত্র ভবিষ্যতি ।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যং গোত্ৰেহত্ৰিগত উচ্যতে ॥ ৪ ॥ †

**অনুবাদ।**—গোমতী নিৰ্গলতীৰ্থ, (প্ৰথম) ব্ৰহ্মচাৰীৰ নাম স্বৰূপ, তিনি

\* 'তীৰ্থাশ্ৰমৈঃ শুভৈঃ' পাঠও দৃষ্ট হয়।

† 'গোত্ৰোহবিগত' উচ্যতে। ইহা প্ৰসিদ্ধ পাঠ কিন্তু অশুদ্ধ।

সামবেদ-বক্তা ও ত্রিদিষ্ট ধর্ম আচরণ করিবেন, বাহাতে জীবাশ্ম ও পরমাশ্মার একত্ব বোধ হইবে। তত্ত্বমসি মহাবাক্য, ‘অত্রি’ নাম প্রাপ্ত গোত্রে স্থিতি (প্রথম ব্রহ্মচারীর গোত্র হইতেই মঠেব গোত্র নির্দেশ হইয়াছে), ইহা কথিত হয় ॥ ৩-৪ ॥

সিদ্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাষ্ট্রাস্থথাস্তরাঃ ।

দেশাঃ পশ্চিমদিক্স্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ।**—সিদ্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম দিক্স্থ যে সব অন্তর দেশ—সমস্তই শাবদামঠেব ভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ শাবদামঠের যিনি আচার্য্য, তত্পদিষ্ট ধর্মমর্যাদা পালনে ঐ সকল দেশবাসী বাধ্য থাকিবেন। আচার্য্যও তাঁহাদিগেব ধর্ম্মাচরণে অবহিত থাকিবেন ॥ ৫ ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমশ্বাদিলক্ষণে ।

স্নায়াৎ তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ।**—তত্ত্বমসি—৩য় (১) ত্বং (২) অসি (৩) ত্রিপদরূপ ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে তত্ত্বার্থভাবে সহ স্নান যিনি কবিবেন, তাঁহাব নাম তীর্থ ॥ ৬ ॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশা-পাশ-বিবর্জিতঃ ।

যাতায়াতবিনিমুক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—আশাবন্ধন-বিবর্জিত হওয়ার যিনি আশ্রম (সন্ন্যাসাশ্রম) গ্রহণে সামর্থ্যবৃদ্ধ এবং যাতায়াত অর্থাৎ সংসারে গমনাগমন হইতে মুক্ত, তিনি আশ্রম নামে কথিত হইবেন। (বিশেষণ মধ্যে, তীর্থ এবং আশ্রমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই হেতু তীর্থ ও আশ্রম সংজ্ঞা, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষ কথা এই যে, তীর্থ ও আশ্রম এই দুই উপাধি এই মঠাচার্য্যগণেব শিষ্টপবম্পবায় হইয়া থাকে। এখন শারদামঠেব আচার এই যে, একজন আচার্য্য—তীর্থ ও তৎপরবর্তী আচার্য্য—আশ্রম উপাধিধারী হইয়া থাকেন, এই ক্রমে আচার্য্যপরম্পরা চলিতেছে) ॥ ৭ ॥

কীটাদয়ো বিশেষেণ বার্য্যন্তে জীবজন্তবঃ । ৮

ভূতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—সর্বভূতে কৰুণাবশতঃ, (কীটাদিও নিহত না হয় এই গাবে) কীটাদি অপসারণ করেন বলিয়া এই সন্তানদের নাম কীটবার ॥ ৮ ॥

স্ব-স্বরূপং বিজান্নাতি স্বধর্মপরিপালকঃ ।

স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপো বটুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—(স্বং রূপয়তি,—স্বম্ আত্মানং স্বং স্বীয়ং ধর্মং স্বং নিজানন্দকঃ ;—এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ব্যাখ্যা হইতেছে) যিনি স্বকে—আত্ম-স্বরূপকে—জানেন, যিনি স্বীয়—আপনার বস্তু অর্থাৎ স্বধর্মপালন করেন, যিনি স্ব-আনন্দে একানন্দে ক্রীড়ারত, সেই ব্রহ্মচারী ‘স্বরূপ’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

ইতি শারদামঠান্নায়ঃ ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথো জয়তি ।

অথ শ্রীজগন্নাথপূর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতে

গোবর্দ্ধনমঠান্নায়ঃ ।

পূর্ব্বান্নায়ো দ্বিতীয়ঃ শ্রাদ্ গোবর্দ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ ।

ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পদে স্মৃতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—দ্বিতীয়, পূর্ব্বান্নায় গোবর্দ্ধনমঠ নামে প্রসিদ্ধ । (পূর্ব্বদেশের ধর্ম্মানুশাসন যে মঠ হইতে প্রদেয়, তাহা—পূর্ব্বান্নায়,—এইরূপ পরবর্ত্তী উক্তরান্নায় ও দক্ষিণান্নায় শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে) । (এই মঠের) সম্প্রদায় ভোগবার, (সন্ন্যাসী) পদবী বন ও অরণ্য ॥ ১ ॥

পুরুষোত্তমস্তু ক্ষেত্রং শ্রাজ্ জগন্নাথোহস্মৈ দেবতা ।

বিমলাখ্যা হি দেবী শ্রাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই মঠের ক্ষেত্র পুরুষোত্তম—শ্রীপরীধাম, ক্ষেত্রের দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ, দেবী শ্রীশ্রীবিমলা, এবং (প্রথম) আচার্য্য পদ্মপাদ ॥ ২ ॥

তীর্থমহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ ।

মহাবাক্যঞ্চ তত্র শ্রাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মহাসমুদ্র—তীর্থ ; (প্রথম) ব্রহ্মচারীর নাম প্রকাশক বা প্রকাশ । সেখানে ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ মহাবাক্যরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ঋগ্বেদপঠনকৈব কণ্ডপো গোত্র- # মুচ্যতে ।

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্করঃ ॥ ৪ ॥

গৌড়াঃ স্কন্ধাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ লৌহিত্যাদিসমস্থিতাঃ ।

গোবর্দ্ধনমঠাধানা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—ঋগ্বেদ পঠিত হয়, গোত্র কণ্ডপ । অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, উৎকল, বর্কর, গৌড়, স্কন্ধ, পৌণ্ড্র এবং লৌহিত্য ( ব্রহ্মপুত্রতীর ) প্রভৃতি পূর্ব-বিভাগস্থ দেশসমূহ গোবর্দ্ধন মঠের অধীন ॥ ৪-৫ ॥

স্রম্যে নির্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ ।

আশাবন্ধবিনিস্কৃত্তো বননামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—স্রম্য—সাধকের চিন্তের অমুকুল—এবং নির্জনে স্থানস্বরূপ বনে যিনি বাস করেন এবং আশা ও আসক্তি ঝাঁহার নাই—তাঁহার ( সেই সন্ন্যাসাশ্রমীর ) নাম ‘বন’ ( বনবাস হেতু ‘বন’ উপাধি ) ॥ ৬ ॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে ।

ত্যক্ত্বা সর্বমিদং বিশ্বমরণ্যং পরিকীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ ।**—যিনি এই সমস্ত বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে নন্দনবন সদৃশ আনন্দজনক ভাবে সদা অবস্থান করেন, তিনি ‘অরণ্য’ নামে কীর্ত্তিত হয়েন ; ( অরণ্যবাস হেতু ‘অরণ্য’ উপাধি ) ॥ ৭ ॥

ভোগো বিষয় ইত্যুক্তো বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ ।**—বিষয়েরই নাম ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য, জীবগণের ভোগনিবারণ ঝাঁহার দ্বারা হয়, সেই যতি-সম্প্রদায় ‘ভোগবার’ নামে কথিত ॥ ৮ ॥

স্বয়ং জ্যোতির্বিজানাত্তি যোগযুক্তিবিশারদঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোক্তঃ প্রকাশকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধনমঠান্মায়ঃ ।

**অনুবাদ ।**—যিনি যোগ-বিশারদ ও বিচারকুশল হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানেন, সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশের অস্তিত্ব হেতু ( ব্রহ্মচারী ) ‘প্রকাশক’ নামে খ্যাত ॥ ৯ ॥

ইতি গোবর্দ্ধন মঠান্মায় সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণো জয়তি ।

অথ জ্যোতির্ধাম্নি প্রতিষ্ঠিতো

জ্যোতির্মঠাম্মায়ঃ ।

তৃতীয়সূক্তরাম্মায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবেৎ ।

শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।—তৃতীয় উত্তরায়, ‘জ্যোতির্মঠ’ \* ইহার নাম । অথবা তাহার নামান্তর শ্রীমঠ ॥ ১ ॥

আনন্দবারো বিজ্ঞেয়ঃ সম্প্রদায়েহস্য সিদ্ধিদঃ ।

পদানি তস্য খ্যাতানি গিরি-পর্বত-সাগরাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।—এ স্থানের সম্প্রদায় সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থ, নাম আনন্দবার । এই মঠের পদবী,—গিরি, পর্বত ও সাগর ॥ ২ ॥

বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।

পূর্ণাগিরী চ দেবী শ্রাদাচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।—ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ-ধাম, দেবতা স্বয়ং বদরীনারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরী । ( প্রথম ) আচার্য্য তোটক ॥ ৩ ॥

তীর্থঞ্চালকনন্দাখ্যং স্থানন্দো ব্রহ্মচার্য্যভূৎ ।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম চেতি মহাবাক্যমুদাহৃতম্ ।

অথর্ববেদবক্তা চ ভূখাখ্যং গোত্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।—‘অলকনন্দা’ তীর্থ, ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ । এখানে মহাবাক্য ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ । ব্রহ্মচারী, অথর্ববেদবক্তা, ভৃগু গোত্র । ( এই শ্লোক বট্চরণ, ছন্দোগ্রহে বট্চরণ পঙক্তির উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে ) ॥ ৪ ॥

\* জ্যোতির্মঠের প্রসিদ্ধ নাম ‘জ্যোতী মঠ’ এখন এ মঠের অস্তিত্ব নাই । ভারতধর্মমহামণ্ডল ইহার উদ্ধারের জন্য বহু করিতেছেন, এইরূপ শুনা গিয়াছে ।



কুরুকাশ্মীরকাম্বোজপাঞ্চালাদिवিভাগতঃ ।

জ্যোতির্মঠবশা দেশা হ্যদীচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ**।—কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কাম্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উদীচীস্থিত বিভিন্ন প্রকার দেশসমূহ জ্যোতির্মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

বাসো গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যয়নতৎপরঃ ।

গন্তীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ**।—গিরিকাননে বাহার নিত্য বাস এবং গীতাধ্যয়নে যিনি তৎপর, গন্তীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যিনি, তিনি গিরি নামে অভিহিত । (‘গিরি বনে’—এই শব্দে স্পষ্ট গিরিশব্দ বর্তমান,—তৎপরে ‘গীতাধ্যয়নতৎপর’ এই শব্দে ‘গ’ ও ‘র’ এই দুইটি বর্ণ আছে, ‘গন্তীরাচলবুদ্ধি’ এ অংশেও ‘গ’ ‘র’ বর্তমান, ‘অচলবুদ্ধি’ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থিরবুদ্ধি, কিন্তু অচল শব্দ ‘গিরির’ স্মারক । এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা “গিরি” নাম সমর্থিত ) ॥ ৬ ॥

বসন্ পর্বতমূলেষু প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্তি যঃ ।

সারাসারং বিজানাতি পর্বতঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ**।—যিনি পর্বতমূলে বাস করত প্রৌঢ় (প্রবল) জ্ঞান পোষণ করেন, এবং সারাসারবিজ্ঞ, তিনি পর্বত নামে কথিত হইবেন । (‘পর্বতমূলে’ এই শব্দে স্পষ্টই পর্বত শব্দ বর্তমান, ‘প্রৌঢ়ং জ্ঞানং বিভর্তি’ এই শব্দমধ্যেও ‘পর্বত’ শব্দের ‘প অ র্ ব অ ত অ এই বর্ণগুলি বিজ্ঞমান, যথা প্রৌঢ়—‘প’ ‘অ’ ‘বিভর্তি’—র্ ;—ব্—অ—ত্—‘জ্ঞানং—অ এই তাবে পর্বত নাম সমর্থিত ) ॥ ৭ ॥

তত্ত্বসাগরগন্তীরো জ্ঞানরত্নপরিগ্রহঃ ।

মর্যাদাং নৈব লজ্জেত সাগরঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ**।—তত্ত্ববিষয় সাগরের ত্রায় গন্তীর, জ্ঞান-রত্ন বাহাকে আশ্রয়, কুরিয়া থাকে এবং যিনি মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না, তিনি ‘সাগর’-নামে কীর্তিত হইবেন । (প্রথম বিশেষণে ‘সাগর’ শব্দই বর্তমান, পন্নবর্তী দুইটি বিশেষণ সাগরের গুণ তাঁহাতে আছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সাগর—রত্নাকর ; ইনি জ্ঞানরত্নের আশ্রয়, সাগর, মর্যাদা—বেলা লঙ্ঘন করেন না, ইনিও শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করেন না ) ॥ ৮ ॥

আনন্দো হি বিলাসশ্চ বার্য্যতে যেন জীবিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চানন্দবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—আনন্দ শব্দের (এখানে) অর্থ ‘বিলাস’ ইচ্ছিয়ম্বুধ, জীবগণের সেই আনন্দ যিনি নিবারণ করেন, যতিগণের সেই সম্প্রদায়ের নাম ‘আনন্দবার’ ॥ ৯ ॥

• সত্যং জ্ঞানমনস্তং যো নিত্যং ধ্যায়েত তদ্বিৎ ।

আনন্দে রুমতে নিত্যমানন্দঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতিষ্মঠান্নায়ঃ ।

**অনুবাদ।**—যে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, অনন্ত সত্য জ্ঞানকে ধ্যান করত সদা আনন্দস্বরূপে রত থাকেন, তিনি আনন্দ নামে কথিত । (এ স্থলে ব্রহ্মচারীর নামার্থ কথিত হইল) ॥ ১০ ॥

ইতি জ্যোতিষ্মঠান্নায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রিঐশ্বামেশ্বরো জয়তি ।

অথ দক্ষিণদিশি প্রতিষ্ঠিতঃ

শৃঙ্গেরীমঠান্নায়ঃ ।

চতুর্থো দক্ষিণান্নায়ঃ শৃঙ্গেরী তু মঠো ভবেৎ ।

সম্প্রদায়ো ভূরিবারো ভূভূবো গোত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—অনন্তর দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠান্নায় কথিত হইতেছে,—চতুর্থ দক্ষিণান্নায়, নাম শৃঙ্গেরী মঠ । ভূরিবার সম্প্রদায়, ভূভূব গোত্র, ইহা কথিত হয় । (গোত্রাণ্ড সহস্রাণি প্রযতান্তরূদানি চ।—ইহা বোধায়ন বলিয়াছেন, অতএব ‘ভূভূব’ গোত্র অপ্রসিদ্ধ হইলেও অব্যাকার করা যায় না) ॥ ১ ॥

পদানি ত্রীণি খ্যাতানি সরস্বতী ভারতী পুরী ।

রামেশ্বরাস্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহদেবতঃ ॥ ২ ॥ \*

**অনুবাদ ।**—পদবী ৩টি ;—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী । ( এখানে মূলে ছন্দোহ্রস্বয়োদে 'সরস্বতী' উচ্চারণ করিতে হইবে । ) রামেশ্বর ক্ষেত্র, এই মঠের দেবতা আদিবরাহ ॥ ২ ॥

কামাক্ষী তস্য দেবী শ্রাৎ সৰ্ব্বকামফলপ্রদা ।

পৃথ্বীধরাখ্য আচার্য্যস্তম্ভভদ্রেতি তীর্থকম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ ।**—সৰ্ব্বকামফলপ্রদা কামাক্ষী এই মঠের দেবী । ( প্রথম ) আচার্য্যের নাম পৃথ্বীধর. তীর্থ ভূমভদ্রা নদী ॥ ৩ ॥

চৈতন্যাত্মো ব্রহ্মচারী যজুর্বেদস্য পাঠকঃ ।

অহং ব্রহ্মস্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ ।**—( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম চৈতন্য, যজুর্বেদপাঠী ; কথিত হয়, তত্রত্য মহাবাক্য অহং ব্রহ্মস্মি ॥ ৪ ॥

অঙ্ক-দ্রবিড়-† কর্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ ।

শৃঙ্গের্য্যধীন দেশান্তে হুবাচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ ।**—অঙ্ক, দ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণদেশস্থ বিভিন্ন প্রদেশ, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন ॥ ৫ ॥

স্বরজ্ঞানরতো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ ।

সংসারসাগরাসার-হস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ ।**—( যিনি ) সদা স্বরজ্ঞানে রত, স্বরবাদী ( স্বরানুসারেই ফলাফলবত্তা ), কবীশ্বর এবং সংসার-সাগর সংসরণের বিনাশক, তিনি 'সরস্বতী' হলেন । ( প্রথম ছুটি বিশেষণে—সর স্ব ত ও ঙ্গকার-যুক্ত বাক্য আছে, তাহারই পূর্ণ সম্বোধন পূর্বক মিলনে 'সরস্বতী' নাম, অথবা সরস্বতীর দ্বারা বিভাবত্তা—কবীশ্বর-শব্দ দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই কারণে সরস্বতী, কিংবা সরস্বতী-নদীর মহিমা মহাভারতে কীর্তিত হইয়াছে—'সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ অহঙ্কতাঃ

\* 'আদিবরাহ দেবতা' পাঠও দৃষ্ট হয় ।

† 'অঙ্ক-দ্রাবিড়' ইতি পাঠান্তর ।

সদা ন শোচন্তি পরত্র বেহ চ।” ‘তরতি শোকং বশ্মাৎ’ এই কৃত্যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষলভ্য গতির সমান গতিলাভ সরস্বতী-নদী-সেবনে হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য হেতু সরস্বতী নাম হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

বিদ্বাভারৈণ সম্পূর্ণঃ সৰ্ব্বং ভারং পরিত্যজন্ ।

দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্যতে ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ।**—সৰ্ব্ভার পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বাভারে যিনি সম্পূর্ণ এবং দুঃখভার জানেন না, (‘তাই’) তিনি ‘ভারতী’ নামে কথিত। (‘ভারতী’ সংস্কার প্রথম দু’টি বর্ণ, তিনটি পদেই আছে, ‘দুঃখভারং ন জানাতি’ এই বাক্যে ‘ভার’ ‘তি’ তাহাই ‘ভারতী’ হইয়াছে। নামে বাক্য সঙ্কোচ বর্ণাগম! ও বর্ণবিপর্য্যয় হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ ।

পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনাং স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ, পূর্ণব্রহ্মপদে অবস্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্মরত বলিয়া পুরী নাম কথিত হইয়া থাকে।

(‘পূরি+ক্তা’ এই পদটির মধ্যে, ‘প’ ‘র’ ‘ই’ আছে, পূর—দীর্ঘ উকারটি নাম বলিয়া হ্রস্ব করিলে, ইকারকে দীর্ঘ করিলে, ‘পুরী’ এই বর্ণবিভাস অনায়াসে হয়। ‘পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ’। এই পূর্ণও পূরি+ত,—তাহা হইতে ‘পুরী’ পূর্ব্বেবং হইয়াছে। “পরব্রহ্ম-রত” বলিলেও—‘পরব্রহ্মরত’ এই কথাটির মধ্যেও ‘প’ ‘র’ বর্ণদ্বয় আছে। তাহাতে সমগ্র অর্থজ্ঞাপনের জন্য স্বরদ্বয় যোগে ‘পুরী’ হইয়াছে) ॥ ৮ ॥

ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন যোগিনাম্ ।

সম্প্রদায়ো যতীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—ভূরিশব্দের অর্থ সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণ, জীবগণের এই সৌবর্ণ্য বা সুবর্ণময়বস্তুর ভোগস্পৃহা বারণে বাহার কর্তৃক আছে—সেই যতি সম্প্রদায় ‘ভূরি-বার’ নামে কথিত ॥ ৯ ॥

চিন্মাত্রং চেত্যরহিতমনস্তমজরং শিবম্ ।

যো জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্ত্যেত্যভিধীয়তে ॥১০॥ \*

**অনুবাদ।**—চেতা-রহিত জ্ঞেয়সম্পর্কশূন্য অনন্ত অজর শিবস্বরূপ চিন্মাত্রকে যিনি জানেন, সেই বিদ্বান্ চৈতন্ত্য নামে উক্ত হয়েন। অর্থাৎ (চিন্মাত্রং চেতনং) (জানাতি), চেতাং ন (জানাতি) এইরূপ বর্ণবিদ্ভাস ও অর্থে চৈতন্ত্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

মর্যাদৈবা স্ত্রবিজ্ঞেয়া চতুর্শ্রমবিধায়িনী ।

তামেতাং সমুপাশ্রিত্য আচার্যাঃ স্থাপিতাঃ ক্রমাৎ ॥১১॥ -

ইতি শৃঙ্গেরিমঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ।**—চতুর্শ্রমবিধানপরায়ণা এইরূপ মর্যাদা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয় ; এই সেই মর্যাদাকে আশ্রয় করিয়া আচার্যাচতুষ্টয় ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীশৃঙ্গেরিমঠান্নায় সমাপ্ত ।

## অথ মঠানুশাসনম্

আন্নয়াঃ কথিতা হ্যেতে যতীনাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।

তে সর্বৈ চতুরাচার্যা নিয়োগেন যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥

প্রযোক্তব্যঃ স্বধর্ম্মেষু শাসনীয়ান্ততোহনুথা ।

কুর্বন্ত ॥ এব সততমটনং ধরণীতলে ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—মঠানুশাসন কথিত হইতেছে।—এই যতিগণের (পশ্চিমাঙ্গ ভেদে) পৃথক্ পৃথক্ ‘আন্নায়’ কথিত হইল। পূর্বোক্ত চারিজন আচার্য্য সকলেই গুরুক্রমানুসারে নিয়োগবশে ধর্ম্মপ্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত হইবেন; ইহার স্তম্ভতা হইলে, তাঁহারা শাসনযোগ্য হইবেন। পৃথিবীতলে সর্বদা ভ্রমণই তাঁহাদের কার্য্য। (অতএব “এ সময় আমি মঠে অনুপস্থিত, তাই লিখ হইয়াছে” এরূপ প্রতিবাদ আচার্য্য পক্ষে করা চলিবে না) ॥ ১-২ ॥

\* ‘চেতনং তদ্বিধীয়তে’ পাঠও আছে।

+ ‘কুর্বন্ত’এব পাঠও বৃহৎ হয়।

স্বস্বরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত্যৈ সঞ্চারঃ স্থবিধীয়তাম্ ।

মঠে তু নিয়তো বাস আচার্য্যস্ত ন যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—( আমার আদেশ ) স্ব স্ব রাষ্ট্রের ( স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ-সমূহের ) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ধর্মস্থিতির জন্ত আচার্য্যগণের পক্ষে সঞ্চার—দেশভ্রমণ উপযুক্তভাবে করণীয় । মঠে আচার্য্যের নিয়ত বাস করা উচিত নহে ॥ ৩ ॥

• বর্ণাশ্রমসদাচারো অস্মাভির্যে প্রসাধিতাঃ ।

রক্ষণীয়ান্তু এবেতে স্বে স্বে ভাগে যথাবিধি ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—আমরা যে সকল বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়াছি, ( মঠাচার্য্যগণের পক্ষে ) স্ব স্ব অংশলব্ধ দেশে তৎসমস্তই যথাবিধি রক্ষণীয় ॥ ৪ ॥

যতো বিনষ্টীর্মহতী ধর্ম্মশাস্ত্র প্রজায়তে ।

মান্দ্যং সন্ত্যাজ্যমেবাত্ম দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—যেহেতু এ সময়ে ধর্ম্মের মহতী হানি হইতেছে, অতএব এ সময়ে মন্বন্তরতা অবশ্য পরিত্যাজ্য—দক্ষতাই আশ্রয় করিবে । অর্থাৎ আলস্ত না করিয়া কার্য্যো তৎপর হইবে ॥ ৫ ॥

পরম্পরবিভাগে তু প্রবেশো ন কদাচন ।

পরম্পরেণ কর্তব্যো আচার্য্যেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—আচার্য্যগণ পরম্পরের বিভাগে পরম্পরে কদাচ প্রবেশ করিবেন না, অর্থাৎ এক আচার্য্য অথবা আচার্য্যের শাসনাধিকৃত প্রদেশে প্রবেশ করিবেন না, আচার্য্যগণ পরম্পরে এইরূপ ব্যবস্থা ( মর্যাদা ) করিয়া রাখিবেন ॥ ৬ ॥

মর্যাদায়া বিনাশেন লুপ্যোরন্ নিয়মাঃ শুভাঃ

কলহাস্তারসম্পত্তিরতস্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—মর্যাদার বিনাশে শুভ নিয়মসমূহ বিলুপ্ত হয় । ইহা হইতে কলহরূপ অঙ্গারেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে, কলহোৎপত্তি বিশেষভাবে বর্জনীয় ॥ ৭ ॥

পরিব্রাজার্য্যমর্যাদাং নামকীনাং যথাবিধি ।

চতুঃপীঠাধিগাং সত্তাং প্রযুক্তীত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—পরিব্রাজক ( সন্ন্যাসী ) মদীয় আর্য্য মর্যাদা এবং চতুঃপীঠে

বিশেষ সত্তা পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর-প্রচারিত ধর্ম-নিয়ম সন্ন্যাসী স্বয়ং পালন করিবেন, শিষ্যবর্গ দ্বারাও পালন করাইবেন। কিন্তু যে সন্ন্যাসী যে পীঠের আচার্য্য, সেই পীঠের অধীনস্থ দেশ শিষ্যপদবী ব্রহ্মচারী পদবী ইত্যাদি বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি পাবধান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৮ ॥

শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদ-বেদাঙ্গাদিবিশারদঃ ।

যোগজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রাণামশ্বদাস্থানমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শুচিতাবৃত্ত, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রবিশারদ, সর্ব-শাস্ত্রের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অশ্বদীয় আহ্বান প্রাপ্ত হইবেন। (আস্থান শব্দের সংস্কৃত অর্থ সত্তা, ভগবান্ শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠ শাস্ত্রনির্ণয়ে উৎকৃষ্ট সভাস্থাপ ছিল, এই জন্ত তাঁহার স্থাপিত মঠ ‘আস্থান’ শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। ‘প্রাপ্ত হইবেন,’ ইহার ভাবার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। জনকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

উক্তলক্ষণসম্পন্নঃ স্মাচেন্মৎপীঠভাগ্ভবেৎ ।

অগ্ৰথারূঢ়পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনোষিণাম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—যদি ঐক্লপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবেই আমার পীঠভাগী অর্থাৎ আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহা না হইলে, পীঠারূঢ় অর্থাৎ আচার্য্যপদে আরূঢ় ব্যক্তিও মনোষিগণের নিগ্রহযোগ্য হইবে ॥ ১০ ॥

ন জাতু মঠমুচ্ছিতাদধিকারিণ্যুপস্থিতে ।

বিদ্বানামপি বাহুল্যাদেষ ধর্ম্যঃ † সনাতনঃ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—বিদ্ব যতই অধিক চউক, উপযুক্ত অধিকারী (যথোক্ত গুণসম্পন্ন আচার্য্য) থাকিলে, (কেহ) কখনও মঠ উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। যে হেতু এই ধর্ম সনাতন। অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেশকই সনাতন ধর্মের রক্ষক, উপযুক্ত উপদেশকের অভাব হইলে সেই মঠ অকর্ম্মণ্য ॥ ১১ ॥

অস্মৎপীঠে সমারূঢ়ঃ পরিব্রাডুক্তলক্ষণঃ ।

অহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো যস্ত দেব ইতি শ্রুতঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ।**—আমার পীঠে আধিপত্যপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত লক্ষণসম্পন্ন

† ‘দেশ্যধর্ম’ ইতি পাঠান্তর।

পরিব্রাজক আমারই (শঙ্করাচার্যেরই) স্বরূপ, বলিয়া (সর্বসাধারণের) পরি-  
জ্ঞেয় : প্রমাণ—‘যন্ত দেবে’ ইত্যাদি শ্রুতি। অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্ম এই—“পরম দেব-  
ভক্তি ও পরম গুরু-ভক্তিবলে, গুঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়” তাহারই ফলে  
আমার বাহ্য কিছু,—আমার স্থানস্থিত আচার্য্যও সেইরূপ দেব-গুরুভক্ত হইলে  
মৎস্বরূপই হইবেন ॥ ১২ ॥

এক এবাভিষেচ্যঃ স্মাদন্তে লক্ষণসম্মতঃ ।

তত্তৎপীঠে ক্রমেণৈব ন বহুযুজ্যতে কচিৎ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ।**—তত্তৎপীঠে পূর্বাচার্য্যের অবদানে ক্রমে একজন করিয়া  
(পূর্বলোকবর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তি অভিষেচনীয় ; কোথাও বহু ব্যক্তি যুগপৎ  
অভিষেচনীয় নহেন ॥ ১৩ ॥

সুধন্বনঃ সমোৎসুক্য-নিবৃত্তৌ ধন্মহেতবে ।

দেবরাজোপচারংশ্চ যথাবদনুপালয়েৎ ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ।**—রাজা সুধনার ধর্ম্ম উদ্দেশ্যে আন্তরিক ওৎসুক্য নিবৃত্তির জ্ঞাত  
তদীয় দেববৎ বা রাজবৎ যে উপচার, তাহা (পীঠাধিপতি) যথাযথ রাখিয়া দিবেন ।  
অর্থাৎ রাজা সুধনা মঠে বাহ্য বাহ্য প্রেরণ করেন, তাহা নহাই, তথাপি তাহা  
আচার্য্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না । রাজা সুধনা ধর্ম্মের আশায় বড় উৎকর্ষার  
সহিত ঐ সব জ্রব্য প্রেরণ করেন, প্রত্যাখ্যান করিলে, সুধনার উৎকর্ষা-বৃদ্ধি  
হইবে । রাজা সুধনা ধার্ম্মিক, তাঁহার ধর্ম্মার্থ ইচ্ছা পূরণে কোন দোষ নাই, ইহার  
হেতু পরপক্ষে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

কেবলং ধন্মমুদ্दिश्य विभवोह्वाह्यचेतसाम् ।

विहितश्चोपकाराय पद्मपुत्रनयं ब्रजेत् ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ।**—বাহারী অবাহচেতাঃ, (বাহ পদার্থে বাহাদিগের চিত্ত  
একেবারেই নিঃসংস্ক) তাহাদিগের সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মরক্ষার্থ এবং উপকারার্থে  
বিহিত, ঐবিভব পদ্মপুত্রজ্ঞায় প্রাপ্ত হয় (জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় ত্রা,  
সেইরূপ ঐ বিভবও আত্মজ্ঞদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; অতএব সুধন্বরাজ-  
প্রদত্ত উপচারসম্ভার আত্মজ্ঞ আচার্য্যকে সংলিপ্ত করিতে পারে না, কেবল তদ্বার  
বর্ণপ্রমধর্ম্মরক্ষা ও পরোপকার হয়) ॥ ১৫ ॥



সুধম্বা চ মহারাজস্তুদন্তো চ নরেশ্বরাঃ ।

ধর্ম্মপরম্পরামেতাং পালয়ন্তু নিরন্তরম্ ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ** ।—মহারাজ সুধম্বা এবং তস্তিন্ন নরাধিপতিগণও অবিচ্ছেদে এই ধর্ম্মধারা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

চাতুর্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং বাঙ্ মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ।

গুরোঃ পীঠং সমর্চেষু বিভাগানুক্রমেণ বৈ ॥ ১৭ ॥

**অনুবাদ** ।—দেশবিভাগানুসারে অবস্থিত চতুর্বর্ণ—বাক্য, মনঃ, শরীর ও কর্ম্ম দ্বারা যথাযোগ্য গুরুপীঠ পূজা করিবে । ( পশ্চিম দেশের চতুর্বর্ণ—শারদাপীঠ, পূর্বদেশের চতুর্বর্ণ,—গোবর্দ্ধন পীঠ—ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন দেশের চতুর্বর্ণ বিভিন্ন পীঠের অর্চনা করিবে ) ॥ ১৭ ॥

ধরামালস্য রাজানঃ প্রজাভ্যঃ করভাগিনঃ ।

কৃতাদিকারা আচার্য্যা ধর্ম্মতন্তুদেব হি ॥ ১৮ ॥

**অনুবাদ** ।—রাজগণ স্বাধিকৃত ভূমিসম্পর্কে যেমন প্রজাগণের নিকট হইতে কর নামক একটা ভাগ প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ পীঠাধিকারী আচার্য্য ধর্ম্ম-সম্পর্কে প্রজাগণের নিকট হইতে ভাগ পাইতে অধিকারী । অর্থাৎ চতুর্বর্ণকে যে গুরুপীঠপূজার আজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত, কারণ, রাজা যেমন ভূস্বামী বলিয়া প্রজা তাঁহাকে কর দিয়া থাকে,—সেইরূপ আচার্য্য ধর্ম্মস্বামী—ধর্ম্মানুশাসন তাঁহার নিকট হইতেই লইতে হয়,—সুতরাং তাঁহাকে পূজা করা ও যথাযোগ্য উপহার প্রদান অবশ্য কর্তব্য নহে কি ? ১৮ ॥

ধর্ম্মো মূলং মনুষ্যাণাং সদাচার্য্যাবলম্বনঃ ।

তস্মাদাচার্য্যস্বমণেঃ শাসনং সর্ব্বতোহধিকম্ ॥ ১৯ ॥

**অনুবাদ** ।—সদাচার্য্যের উপদিষ্ট ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের মূলধন, বা মনুষ্যত্বের মূল কারণ, অতএব উত্তম আচার্য্যরত্নের যে শাসন ( উপদেশ ), তাহা সর্ব্ববিধ শাসন হইতে অধিক ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শাসনং সর্ব্বসম্মতম্ ।

আচার্য্যস্য বিশেষেণ ছোদার্য্যভরভাগিনঃ ॥ ২০ ॥

**অনুবাদ** ।—অতএব সকলের প্রতি প্রযত্ন-প্রদত্ত, অতীব শুভদার্য্যসম্পন্ন আচার্য্যের শাসন বিশিষ্টভাবেই সর্ব্বসম্মত ॥ ২০ ॥

নির্মলাঃ স্বর্গমায়াস্তি কুত্ৰাপাপানি মানবাঃ ।

আচার্য্যাক্ষিপ্তদণ্ডাস্ত সন্তুঃ স্কন্ধতিনো যথা ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ।—মানবগণ পাপ করিবার পরে আচার্য্যপ্রদত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে, নিম্নাপ হইয়া পুণ্যশীল সাধুগণের আয় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মনুরপ্যাহ গৌতমোহপি বিশেষতঃ ।

• বিশিষ্টশিক্ষাচারোহপি মূলদেব প্রসিধ্যতি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ।—এইরূপ ভাবের কথা মনুও বলিয়াছেন, গৌতমও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন । মন্বাদি বিশিষ্ট শিষ্টগণের স্বীকৃত আচার মূল হইতেই অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

তান্নাচার্য্যোপদেশাংশ্চ দণ্ডাংশ্চ পরিপালয়েৎ ।

তস্মাদ্রাজা চাচার্য্যশ্চ দ্বাবিনন্দ্যাভিবন্দিতৌ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ।—অতএব আচার্য্যদত্ত তত্ত্ব উপদেশ ও দণ্ড মানিয়া লওয়া উচিত, অতএব রাজা ও আচার্য্য উভয়েই অনিন্দনীয় এবং অভিবন্দিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মস্য পদ্ধতিরিয়ং জগতঃ স্থিতিহেতবে ।

সর্ববর্ণাশ্রমাণাং হি যথাশাস্ত্রং বিধীয়তে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ।—জগৎকে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বপ্রকার বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্মপদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে এই নির্দিষ্ট হইল ॥ ২৪ ॥

কৃতে বিশ্বগুরুব্রহ্মা ত্রেতাযামৃষিসত্তমঃ ।

দ্বাপরে ব্যাস এব স্মাৎ কলাবদ্র ভবাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসনম্ ।

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎ-পূজ্য-পাদশিষ্যস্য শ্রীশঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অনুবাদ ।—সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস, এই কলিযুগাংশে আমি ( শঙ্করাচার্য্য ) বিশ্বগুরু হইতেছি ॥ ২৫ ॥

ইতি মঠানুশাসন নামক পঞ্চম অধ্যায়, ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত মঠান্নায় সমাপ্ত ।

## মোহমুদার । \*

মৃত জহীহি ধনাগমতৃষণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্থ ॥ বিতৃষণাম্ ।  
যল্লভসে নিজকস্মোপাত্তং, বিভং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—হে মৃত, ধনাগমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর ; দেহ, বুদ্ধি ও মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর, নিজ কর্মফলে তুমি যে ধন লাভ করিতেছ, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥

ক। তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব-বিচিত্রঃ ।

কশ্য হং বা কুত আয়াতন্তত্বং চিত্তয় তদ্দিদং ভ্রাতঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ ।**—কে তোমার স্ত্রী ? তোমার পুত্রই বা কে ? এ সংসার অতি বিচিত্র । তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে ? হে ভ্রাতঃ ! এই তত্ত্ব চিন্তা কর ॥ ২ ॥

\* মোহমুদার বোলটি শ্লোকে রচিত, তাহার প্রমাণ “বোড়শ পজ ঋটিকাতিঃ” ইত্যাদি বস্তুম শ্লোক । দ্বাদশপঞ্জরিকায় বারটি শ্লোক—নামের দ্বারাই বাস্তব । চপটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যা নামে বা পরিচয়শ্লোকে নির্দিষ্ট নাই । ইহাতে চপটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখ্যাভেদ হওয়া বিচিত্র নহে । বাঙ্গালার এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনখানি পৃথক গ্রন্থ বা পুস্তিকা । বাণীবিনাস প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থে এক মোহমুদারনামে ৩১টি শ্লোক আছে । চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকা পৃথক নাই । বাঙ্গালার মোহমুদারের শ্লোক চপটপঞ্জরিকা ও দ্বাদশপঞ্জরিকাতেও আছে । এইটুকু স্মরণ কর ।

আমরা আনাদিগের দেশপ্রেমিদ্ধি এবং লিখিত প্রমাণ মত মোহমুদার, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চপটপঞ্জরিকাকে পৃথক ‘আদেশ’ বলিয়া বুঝিয়াছি । তিন ‘আদেশ’ নিম্নে বহু পঙ্ক্তির একতা থাকিলেও, আবগুক বোধে কিঞ্চিৎ নূতন যোজনা করিয়া তিন জন শিষ্যকে ভগবান্ আচার্য্য পৃথক পৃথক আদেশ প্রদান করেন, ইহাই মনে হয় । প্রমাণ মোহমুদারের শেষে আছে—“বোড়শ পজ ঋটিকাতিঃ” শিষ্যাণাঃ কথিতোহুপদেশঃ । আর দ্বাদশপঞ্জরিকার শেষে আছে—দ্বাদশ-পজ ঋটিকাময় এবং শিষ্যাণাঃ কথিতো হুপদেশঃ ।

চপটপঞ্জরিকাতে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলন থাকায় উহা সত্যই ‘চপট’ ব্যাপক হইয়াছে । দেহের যেমন পঞ্জর—অস্থি দৃঢ়তাসম্পাদক, অনুষঙ্গসন গ্রন্থের এক একটি পদাণ্ড সেইরূপ । পদাণ্ডলিই পঞ্জর । বাহাতে দ্বাদশটি পঞ্জর অর্থাৎ পঞ্জর-তুল্য পদা, সেই পুস্তিকা বা কৃত্য গ্রন্থের নাম ‘দ্বাদশ-পঞ্জরিকা’ । আর যে পুস্তিকার সেই পঞ্জর চপট—আকারে এবং বিষয়ে বিস্তৃত, ব্যাপক ; তাহা চপটপঞ্জরিকা ।

† “কুরু তনুবুদ্ধিঃ” মনসি এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । সে স্থলে “হে দেহাভিমাত্রী অথবা হে কুরুবুদ্ধি—মানব ! মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর” এইরূপ অর্থ হইবে এবং “কুরু তনুবুদ্ধিঃ মনসি” ইতি পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্ব্বং, হরতি নিমেঘাৎ কালঃ সৰ্ব্বম্ ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ** ।—ধন, জন ও যৌবনের গৰ্ব্ব করিও না। কাল নিমেঘমধ্যে সকলই হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল সংসার পরিহার করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মপদে আশ্রয় প্রবেশ করিতে যত্নবান হও ॥ ৩ ॥

নলিনীদলীগতজলমতিতরলং, তদবজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।

ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, সেইরূপ জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্ত হইলেও উহা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ হয় ॥ ৪ ॥

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।

ইতি সংসারঃ স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে এবং (মৃত্যুর পর) পুনর্জন্ম জননীজঠরে শয়ন করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ দোষ পরিস্ফুট; হে মানব! (তথাপি) ইহাতে তোমার সন্তোষ আসে কেন? ৫ ॥

দিনযামিন্যৌ সায়াং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—দিন ও রাত্রি, সায়াং ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, (এইরূপে) কাল ক্রীড়া করে, আর (জীবের) আয়ুঃক্ষয় হয়, তথাপি আশাবায়ুর বিরাম নাই অথবা বায়ু (বাতুলতা) অশা ছাড়ে না ॥ ৬ ॥

অঙ্গং বলিতং \* পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।

করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা তুণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—অঙ্গ লোল, কেশ শুভ্র, মুখ দন্তহীন হইয়াছে, কিন্তু তুণ্ড বৃষ্টি বাহার জন্ত (জরা-কম্পিত) করে ধৃত হইয়া কম্পমান হইতেছে, আশা সেই ধনভাণ্ড ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৭ ॥

স্বরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সর্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য স্মৃৎ ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ।**—দেবমন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস, ভূতল শয্যা এবং  
মৃগচৰ্ম্ম পরিধান এবং ( দারাদি ) সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ভোগস্ব্থ পরিত্যাগ, এরূপ  
বৈরাগ্য কাহার স্মৃৎ উৎপাদন না করে ? ৮ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ ।

ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং, বাঞ্ছাশ্চিরাদবচি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ।**—শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা স্বজন, কাহারও সহিত বিবাদ  
বা সন্ধি বিষয়ে আগ্রহ রাখিও না । যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর,  
তাহা হইলে সর্বত্র সমচিত্ত হও ॥ ৯ ॥

অষ্ট কুলাচল- \* সপ্তসমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুৰন্দরদিনকররুদ্রাঃ ।

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ।**—অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, দিবাকর, বৃহদেব,  
ভূমি, আমি, এই জগৎ এ সকল কিছুই নাই ; ( সবই মায়া-কল্পিত ) অতএব  
কি জন্য শোক করিতেছ ? ১০ ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময়াসহিস্রুঃ ।

সর্বস্মিন্নপি পশ্চাত্তানং, † সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ।**—তোমাতে আমাতে এবং অন্য সকল বস্তুতেই একমাত্র

\* মৎস্তপুরাণাদি এবং অভিধানে ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচল পরিগণিত হইয়াছে । জম্বুদ্বীপের  
নববর্ষের সীমান্ত পর্বতরূপে যে আটটি পর্বত শ্রীমদ্ভাগবতে গণিত হইয়াছে, তাহা জম্বুদ্বীপের  
কুলপর্বত । কারণ, এই আটটি মৰ্বাদা গিরির রাজা হুমের “কুলপর্বতরাজ” নামে কথিত  
হইয়াছেন † তিনি ইলাবৃত্ত বর্ষের মধ্যস্থিত, কিন্তু সীমান্ত পর্বত নহেন ।

ভারতের সপ্ত কুলাচল বধা.—মৎস্তপুরাণে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুজ্জিমানুকবানপি ।

বিদ্যাক্ত পারিপাত্রাক্ত উতোতে কুলপর্বতাঃ ॥

জম্বুদ্বীপের অষ্ট কুলাচল বধা.—শ্রীমদ্ভাগবত ১৬ অধ্যায়—

যস্মিন্ নববর্ষাণি নবযোজনসহস্রায়ামান্যষ্টতিমৰ্বাদাগিরিভিঃ স্থবিশুভ্তানি ভবন্তি । এষাং  
দীর্ঘো ইলাবৃত্তঃ নামাভ্যন্তরবর্ষঃ যন্ত নাত্যামৰ্বাহুতঃ সর্বভঃ সৌবর্গঃ কুলগিরিরাজো মেকঃ...  
প্রবিশ্তেঃ । ইত্যাদি । ১। নীলঃ । ২। বেতঃ । ৩। শৃঙ্গবান্ । ৪। নিবধঃ । ৫। হেমকূটঃ  
৬। হিমালয়ঃ । ৭। মাল্যবান্ । ৮। গন্ধমাদনঃ । এই অষ্ট কুলাচল এইখানে বৃত্তি ।

† সর্ব পশ্চাত্তানান্—ইতি পাঠান্তর ।

বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি বৃথাই কোপ করিতেছ। স্বীয় আত্মাতে সর্বভূতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সর্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

বাণস্তাবৎ ক্রৌড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ ।

রুদ্ধস্তাবচ্চিস্তামঘঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লঘঃ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ**।—বালক ক্রৌড়াতে আসক্ত ; তরুণ তরুণীতে অনুরক্ত ; রুদ্ধ কেবল চিস্তাতেই মগ্ন ; ( কিন্তু ) কেহই পরব্রহ্মে লঘ্য নহে ॥ ১২ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয়ন্নিত্যং, নাস্তি ততঃ স্মখলেশঃ সত্যম্ ।\*

\* পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩ ॥

**অনুবাদ**।—অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে স্মখের লেশমাত্র নাই। কেননা, পুত্র হইতেও ধনবানদিগের যে ভীতি ( হয় ), এই নীতি সর্বত্র কথিত ॥ ১৩ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্ত্তাং কোহপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ১৪ ॥

**অনুবাদ**।—যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ থাকিবে, তত দিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তব তোমার শরীর ( বৃদ্ধাবস্থায় ) জরাজীর্ণ হইলে ( যখন উপার্জনে অক্ষম হইবে, তখন ) তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না ॥ ১৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্চতি কোহহম্ ।

আত্মজ্ঞানবিহীন। মূঢ়াস্তে পচ্যস্তে নরকনিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥

**অনুবাদ**।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, এই ভাবে আত্মসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেয়াই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সংসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নিম্নোহহম্ ।

নিশ্চলিতত্ত্বং নিম্নোহহত্বে, জাবম্মুক্তির্নিশ্চলিতত্বে ॥ ১৬ ॥

**অনুবাদ**।—সংসঙ্গ হইতে নিঃসঙ্গত্ব হয়, নিঃসঙ্গত্ব হইলেই নিম্নোহহম্ ।

\* 'নিম্নোহহত্বে নিশ্চলিতত্ত্বং নিশ্চলিতত্বে জাবম্মুক্তিঃ' বাণীবিলাসে এই পাঠ, কিন্তু অন্তিমবর্ণ মিলে যে পদরচনা চলিয়া আসিতেছিল, তাহার ভঙ্গ হয়। ষোড়শ সংখ্যা পুরণের জন্য এই স্রোতি দেশান্তরের পুস্তক হইতে সংগৃহীত। বাঙ্গালায় মোহমূল্যের এই স্রোতি নাই।

হয়, নিশ্চলিত্ব নির্মোহত্বের সঙ্গেই হয়, জীবমুক্তিও নির্মোহত্বের সমকালীন ॥ ১৬ ॥

ষোড়শপঞ্জিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঃ ।

যেযাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি মোহমুদগরঃ সমাপ্তঃ ।

**অনুবাদ।**—এই ষোড়শপঞ্জিকার কবিতা দ্বারা সম্পূর্ণ উপদেশ শিষ্যগণকে প্রদত্ত হইল । ইহাতে বাহাদের বিবেকের উদয় না হইবে, তাহাদের বিবেক জন্মাইবে কে ? ॥ ১৭ ॥

মোহমুদগর সমাপ্ত ।

## দ্বাদশপঞ্জরিকা ।

মূঢ় জহৌহি ধনাগমতৃষণাং, কুরু সদবুদ্ধিং মনসি বিতৃষণাম্ ।

যল্পভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ।**—হে মূঢ় ! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্বক সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সদসদবিবেচনা করিয়া মনের প্রতি বিরক্ত হও, এবং আপন কর্ম্মফলসাপেক্ষে যে ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে চিত্ত সমুদ্র কর ॥ ১ ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।

পুল্লাদাপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর । এই স্বার্থ দ্বারা কিঞ্চিদ্ভাজও সুখ হইতে পারে না, পরন্তু সর্বত্রই প্রসিদ্ধি আছে যে, বাহারি ধনশালী, আপন পুত্র হইতেও তাঁহাদিগের (প্রাণের) ভয় হয় ॥ ২ ॥

ক। তে কাস্তা কস্তে পুল্লঃ, সংসারোহয়মতীবা বিচিত্রঃ ।

কত্ব ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—হে ভ্রাতঃ ! এই সংসার বড়ই বিচিত্র ; ভাই, স্বার্থ চিন্তা

করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্ধা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ ? ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগৰ্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সৰ্ব্বম্ ।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ** ।—হে ভ্রাতঃ ! ধন, জন ও যৌবনের গৰ্ব্ব করিও না, (জগদন্ত-কারী) কাল নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে । আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জন পূর্বক শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধঃ লোভং মোহং, ত্যক্ত্বা জ্ঞানং ভাবয় কোহহম্ ।

আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ৫ ॥

**অনুবাদ** ।—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমি কে, এই আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর । ( কারণ ) যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাভুত, তাহারা নরকময় হইয়া পচিতে থাকে ॥ ৫ ॥

সুখবরমন্দিরতরুতলবাসঃ \* শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।

সৰ্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কশ্চ সুখং ন কৰোতি বিরাগঃ ॥ ৬ ॥

**অনুবাদ** ।—দেবালয়-সন্নিহিত বৃক্ষতলে বাস, ভূমিশয্যা, চন্দ্রপরিধান, এইরূপে, গৃহ, শয্যা, পটবাসাদি সৰ্ব্ববিধ বিষয়ভোগ-ত্যাগ হেতু বৈরাগ্য কাহার সুখ সম্পাদন করে না ? ৬ ॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ ।

ভব সমচিন্তঃ সৰ্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছাশ্চিরাদ্যদি বিমুক্তম্ ॥ ৭ ॥

**অনুবাদ** ।—যদি তোমার অচিরকাল মধ্যে বিমুক্তি-প্রাপ্তির অভিলାষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু, যুদ্ধ বা সন্ধি কিছুতেই আসক্তি রাখিও না, সৰ্ব্বত্র সমদৰ্শী হও ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি ময়ি চাত্মত্ৰৈকো বিমুক্ত্যর্থং কুপ্যসি ময়াসহিষ্ণুঃ ।

সৰ্ব্বস্বিনির্মলপি পশ্চাত্তানং, সৰ্ব্বত্রোৎসজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥

**অনুবাদ** ।—তোমাতে, আমাতে ও অত্মাত্ম-ব্যক্তিতে একই বিমুক্তি

\* 'সুখবরমন্দির-তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর ।



বিজ্ঞান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া। বৃথা কোপ করিতেছ কেন? (নিজের উপর কেহ কোপ কি করে?) তুমি সৰ্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সৰ্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮ ॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্ ।

জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ ॥

**অনুবাদ** ।—প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, কোন্ বস্তু নিত্য এবং ক অনিত্য বিবেচনা পূৰ্ব্বক ইহার বিচার এবং জপসহ সমাধি অন্নষ্ঠান কর, অর্থাৎ ব্রহ্মে একনিষ্ঠ সমাধি ধারণকে রক্ষা কর । ( অব—রক্ষ, ধান—ধারণম্ ) ॥ ৯ ॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্ ।

বিক্টি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥ ১০ ॥

**অনুবাদ** ।—জানিবে, যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত ; ( অতএব অবিলম্বে এমন কার্য্য কর, অনিত্য জীবন, ব্যাধি ও অভিমান এবং শোক কিছুই তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না ) ॥ ১০ ॥

কা তেহৃদাদশদেহে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা ।

যন্তাং হস্তে হৃদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

**অনুবাদ** ।—অষ্টাদশ দীপে চিন্তা তোমার কেন? ওহে বাতুল, তোমার কি কেহ নিয়ন্তা নাই? যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, তোমার হস্ত দৃঢ়বদ্ধ, সামর্থ্য প্রকাশাদি তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত কৰ্ম্ম । ( তোমার ইচ্ছায় কৰ্ম্মই হয় না ) ॥ ১১ ॥

গুরুচরণামুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাস্তব মুক্তঃ ।

ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্ ॥ ১২ ॥

**অনুবাদ** ।—শ্রীগুরুচরণযুগ্মে দৃঢ় ভক্ত হইয়া তুমি ক্ষতিয়ে সংসার হইতে মুক্ত হও, কারণ, এই প্রকারে ( গুরুভক্তিবলেই ) ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিলে নিজ হৃদয়স্থিত দেবকে—অপ্রকাশ আত্মাকে দর্শন করিতে পারিবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ ।

যেষাং চিত্তং নৈতি বিবেকং, তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ ।**—দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এই উপদেশ শিষ্যদিগকে প্রদান করিলাম, যাহাদের চিত্ত ইহাতেও বিবেকযুক্ত হইবে না, তাহাদের বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নানা প্রকার নরক প্রাপ্ত হইয়া পচিতে থাকিবে ॥ ১৩ ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

## চৰ্পটপঞ্জরিকা

দিনমপি রজনী সাযং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ননু মূঢ়মতে ।

প্রাপ্তে সন্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকৃৎকরণে ।\*

( প্রবপদম্ )

**অনুবাদ ।**—দিন, রজনী, সাযংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥ ১ ॥

হে মূঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর, গোবিন্দের ভজনা কর । ( কারণ ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ( ব্যাকরণ পাঠের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত ) সেই ডুকৃৎকরণে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬ ॥

\* 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে । প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃৎকরণে ।' ইহা প্রচলিত পাঠ, কিন্তু ছন্দোভঙ্গ্যাদিহীষ্ট । 'ডুকৃৎকরণে' এইরূপ পাঠ স্বীকার করিলে ঐ চরণে ছন্দোদোষ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অশ্লীল উচ্চারণের সোপানসমূহ বসিতে হয় ।

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসম্পিতজানুঃ ।

করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- \* স্তদপি ন মুখ্যত্যাশাপাশঃ ॥ ২ ॥

ভজ গোবিন্দং—ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মৃতমতে ! (তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) তুমি সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জাহ্নু বিস্তৃত করিয়া থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই) করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশাপাশ (তোমাকে) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবম্নিজপরিবারো রক্তঃ ।

তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কোহপি ন গেহে ॥ ৩ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—হে মৃতমতে ! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অন্তর্গত রহিবে, পরে তোমায় দেহ জরায় জর্জরীভূত হইলে (ধনোপার্জনের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না । অতএব (ঐক্লপ পরিবারবর্গের আশায় বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

জটিলো মুণ্ডী লুফিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ ।

পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মৃত, উদরনিমিত্তং বহুধাগৃঢ়ঃ ॥ ৪ ॥ †

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—জটধারী, মুণ্ডিতমুণ্ড, উৎপাতিত-কুন্তল ‡ রঙীন বস্ত্রের বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ (ইহা দেখিয়াও দেখিতেছে না) উদরের জন্য বহু প্রকারে আত্মপ্রচ্ছাদন করিতে হইতেছে । মৃত মানব ! অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

\* 'করতলভিক্ষা তরুতলবাসঃ' পাঠান্তর ।

† 'বহুকৃতবেশঃ' পাঠান্তর ।

‡ পূর্বকালে ইহার 'কেশোন্মুক্তক' নামে প্রসিদ্ধ ছিল । এই সম্রাটের লোকে নিজ উৎপাতিত কেশ ধারাক্ষণ প্রদত্ত করিয়া তাহাই ব্যবহার করিত ।

ভগবদগীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা ।

সকৃদপি যন্ত মুরারিসমর্চা, তন্ত যমঃ কুরুতে নহি চর্চাঃ ॥৫॥ \*

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—যে ব্যক্তি ভগবদগীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে, কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চনা করিয়াছে, তাহার যত চর্চাই (তৎসম্বন্ধে সমালোচনা) থাক না যেন, যম তাহা করিতে পারে না ; অর্থাৎ সে ব্যক্তি যমের অধিকার-বহির্ভূত, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না ; অতএব হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।

বুদ্ধো যাতি গৃহীত্বা পিণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্ ॥ ৬ ॥

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা তাহার দেহপিণ্ড ত্যাগ করে না, দেহ লইয়া চিরতরে আশা পোষণ করে । (কিন্তু এ দেহ যাইবেই । আশা মিটিবে না । কাজেই দুঃখও রহিয়া যাইবে, অতএব বুঝা আশা ছাড়িয়া) হে মৃত্যুতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরস্কঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তাময়ঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ ৭ ॥

ভজ গোবিন্দঃ ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে, নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কিন্তু কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অনুরক্ত হয় না ; (অতএব) হে মৃত্যুতে ! তুমি (এই সময়ে) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্ ।

ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কুপয়াপারে পাহি মুরারে ॥ ৮ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—( মরণের পর ) পুনরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় জননীজঠরে বাস । অতএব এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই । হে মুরারে ! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর । ( অতএব ) হে মুচ্যতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ ।  
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥ ৯ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—পুনর্বার রজনী, পুনর্বার দিন, পুনর্বার পক্ষ, পুনর্বার মাস, পুনর্বার অয়ন ( উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন ) ছয় মাস, পুনর্বার বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি আশা ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না । ( আশা চ অমর্ষশ্চ সমাহারব্ধ ) অর্থাৎ আশা ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানই আছে । অথবা ‘আশা মর্ষম্’ দুইটি পদ, মর্ষ শব্দের অর্থ সহন,—আশা তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত হউক, আশা—সহিয়া আছে । ( এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্রেশের নিবৃত্তি হইবে না ) অতএব হে মুচ্যতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুকে নীরে কঃ কাসারঃ ।

নষ্টে দ্রব্যে \* কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তদ্বৈ কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—বার্দ্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুক হইলে যেমন সরোবর থাকে না, ধনাভাব হইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারও থাকে না । ( একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব ) হে মুচ্যতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

\* ‘নষ্টে বিদ্যে’ পাঠান্তরম্ ।

নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং, দৃষ্ট্বা মাগা \* মোহাবেশম্ ।  
এতস্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্ ॥ ১১ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসম্মিবেশ দর্শন করিয়া মোহে  
অভিভূত হইও না । উহা মাংস ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহা বারংবার মনে বিচার  
করিয়া দেখিবে । ( ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্দ-ভজনা, তাই বলি, )  
গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

• কস্ত্বং কোহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ ।  
ইতি পরিভাবয় সর্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্ ॥ ১২ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—তুমি কে ? আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? আমার  
জননী কে ? পিতা কে ? এই প্রকারে সমস্তই যে অপার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে  
বাহ্য স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মুঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্ ।  
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিন্ত্যং, দেয়ং দীনজনায় চ বিস্তম্ ॥ ১৩ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—গীতা ও নারায়ণের সহস্র-নাম গান করিবে, অনবরত  
শ্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান  
করিবে । হে মুঢ়মতে ! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

কা তে কাস্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল ! কিং তে নাস্তি নিয়ন্তা ।  
ত্রিজগতি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ১৪ ॥  
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ** ।—রে বাতুল ! স্ত্রী ও ধনবিষয়ে তোমার চিন্তা কি ? তোমার  
কি কেহ নিয়ন্তা নাই, ( নিয়ন্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে নিষেধ  
করিতেন । ) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-সাগর-পারের একমাত্র নৌকা ; বিষয়চিন্তায়  
সংসারসার হওয়া যায় না ; অতএব গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পৃচ্ছতি গেহে ।

গতবতি বায়ো দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্র্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—যাবৎ দেহে জীব বিজ্ঞমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেলে, দেহ হইতে যখন জীব অপস্থত হয়েন, তখন ভার্য্যারাও সেই দেহ দেখিয়া ভীত হয় ; অতএব দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়িয়া গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ ।

যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্ ॥১৬॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, হায় ! পরে দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে । যদি চ (একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ হইতে) রক্ষা করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না । হে নৃচুমতে ! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নানা দুঃখ, এ জ্ঞান তাহার নাই,—তাহা বুঝিয়া বিষয়ভোগের পরিবর্তে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

রথ্যা কর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জিত-পান্থঃ ।

যোগী যোগনিযোজিতচিত্তঃ রমতে যদ্বদ্যালোক্ষ্যন্তঃ \* ॥ ১৭ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—রথ্যা-পতিত চীরখণ্ডের কন্যাধারী পাপপুণ্যবর্জিত পথের পথিক যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া বালক ও উন্নতের দ্বার (আশ্রয়-বেই) রত থাকে, (সেই যোগলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

\* নানং ন কং নানং, লোকতদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর । ‘রমতে বাঁচলোক্ষ্যন্তব-  
ন্থ’ ইহা শেষ ছরনের পাঠান্তর ।

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ত্রুতপরিপালনমথবা দানম্ ।

জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ত্রুজতি ন মুক্তিঃ \* জন্মশতেন ॥ ১৮ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

**অনুবাদ ।**—(মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ত্রুত করিতেছে অথবা দান করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বারা শতজন্মেও সে মুক্তিস্বাভ করিবে না। (অতএব জ্ঞানলাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বাহসঙ্গরতো বা † ।

যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং পশ্চন্নন্দতোব জগন্তম্ ‡ ॥ ১৯ ॥

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি ।

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

**অনুবাদ ।**—যাহার চিত্ত ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনসঙ্গী হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, তাঁহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোদ্ধা মানব নহে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত) আনন্দময় হইবে (সেই ব্রহ্মরতি লাভের জন্ত) গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণা ।

## সাধন-পঞ্চক বা উপদেশ-পঞ্চক ।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কৰ্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং,

তেনেশ্চ বিধীয়তামপচিতিঃ কামে ণা মতিস্তুজ্যতাম্ ।

পার্পৌষঃ পরিধূয়তাং ভবন্তথে দৌষোহনুসঙ্কীয়তা-

গাত্তোচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহীত্বুং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

**অনুবাদ ।**—নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কৰ্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর, তদুদিতের দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচর্যা কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও, সংসারমুখের অনিষ্ট বাদিদের দৌষের

\* 'জ্ঞানবিহীনে সৰ্ব্বমতেন মুক্তিরভবতি' ইতি । 'জ্ঞানবিহীনে সৰ্ব্বমতেন মুক্তির ভবতি' ইতি এবং 'জ্ঞানবিহীনঃ সৰ্ব্বমতেন ভুজতি ন মুক্তিঃ' ইতি পাঠান্তর ।

† 'সঙ্গবিহীনঃ সঙ্গরতো বা' ইতি বাগ্ভিলাস পাঠ ।

‡ 'নন্দতি নন্দতি নন্দতোব ।' বাগ্ভিলাস পাঠ ।

¶ 'কামো' ইতি পাঠান্তর ।



অনুসন্ধান কর, আশ্বজ্ঞানেচ্ছা নিশ্চিতভাবে অবলম্বন কর এবং শীতাই নিজ গৃহ  
ইহাতে বিনির্গত হও অর্থাৎ সম্মান গ্রহণ কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সংস্থ বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তিদৃঢ়া ধীয়তাং,  
শাস্ত্রাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কৰ্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্ ।  
সদ্বিদ্বানুপভুজ্যতাং \* প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং,  
ত্রৈলোক্যাকরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।**—সাধুসঙ্গ কর, ভগবানেব প্রতি অচলা ভক্তি কর ; শম, দম,  
উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ কর, সংসারপাশরূপ সকাম কৰ্ম্মসকলকে  
তাণ্ড বিসর্জন দাও ; সদ্বিদ্বান্ গুরুর উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাদুকায়  
পরিবেষণ কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্য  
বধাবিধি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং,  
দুস্তকাং সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোহনুসন্ধীয়তাম্ ।  
ত্রৈলোক্যান্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং,  
দেহেহহম্মতিরুজ্জ্যতাং বৃথজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

**অনুবাদ।**—মহাবাক্যার্থ বিচার কব, বেদান্ত-পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক  
ইহাতে বিবত হও, শ্রুতিসম্মত তর্কেব তত্ত্বানুসন্ধান কব, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ  
চিন্তা কব, গর্ব পরিত্যাগ কব, দেহে আত্মবুদ্ধি ভাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্ম-  
গণের সহিত বিবাদ বর্জন কর ॥ ৩ ॥

সুদব্যাদিশ্চ চিকিৎসতাং প্রতিদিনং ত্রিকৌষধং ভুজ্যতাং,  
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাং প্রাপ্তেন সন্তুগ্যতাম্ ।  
শীতোষ্ণাদি বিষহতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্যতা-  
মৌদাসীশ্রমভীপ্স্যতাং জনকপানৈষ্ঠ্যমুৎসজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

**অনুবাদ।**—সুখারণ বস্ত্রবির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ত্রিকৌষধ  
সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা করিও না, বিধিবশে বাহ্য প্রাপ্ত ইহবে,  
শীত-ঔষধ সহ্য কর, বৃথা বাক্যকথন  
মৌদাসীশ্রমভীপ্স্যতাং জনকপানৈষ্ঠ্যমুৎসজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

পরিভ্যাগ কর, সাংসারিক তাবধিরেই ঐদাসীভূতকেই অতীভিত কর এবং  
লোকের প্রতি সকল ও কঠোর এই উক্ত তাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

একান্তে স্মৃতমাস্ততাং পরতঃ চেতঃ সমাধীয়তাং,  
পূর্ণাত্মা স্মসমীক্ষ্যতাং জাতিং তদ্বাদিতং দৃশ্যতাম্ ।  
প্রাক্কর্ষ প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলামাপ্যন্তরে ণ শ্লিষ্যতাং,  
প্রারকস্থিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্বীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—নির্জন প্রদেশ স্থখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান  
কর, উত্তমরূপে ও সম্যকপ্রকার পূর্ণাত্মা নিরীক্ষণ কর, ভগৎ তাহাতেই  
উপসংহৃত ইহা দর্শন কর, প্রাক্কর্ষ বিলীন কর, জ্ঞানবলে পরবর্তী কর্ণে সংশ্লিষ-  
পূত হইবে, প্রারক কর্ণ ভোগ কর, অনন্তর পর-ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হও ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিহ ঐঠন্ ঞ্চ মনুষ্যঃ

সন্তুস্ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য ।

তস্মাশ্চ সংস্রতিদবানলব্রধোর-

তাপঃ প্রভিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

সাধকং সম্পূর্ণম্ ।

অনুবাদ।—যিনি প্রতি এই শ্লোক-পঞ্চক উত্তমরূপে পাঠ কর  
হরচিত্তে ইহার অর্থ-চিন্তন করে, তদন্ততত্ত্বজ্ঞান-প্রসাদে শীঘ্রই তাহার সংস্রপ  
বানলের ঘোর তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

সাধক সমাপ্ত ।

সম্পূর্ণ



